

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

দ্বিতীয় খণ্ড



সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ের মূল শ্লোক, অম্বয়, শ্রীধর স্বামি কৃত টীকা,
তাহার বঙ্গানুবাদ ও
যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের 'আধ্যাত্মিক-দীপিকা' সম্বলিত।

শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল

কর্তৃক 'আধ্যাত্মিক-দীপিকা' বিশদভাবে ব্যাখ্যাত।



প্রকাশক :
গুরুধাম প্রকান সমিতি
গুরুধাম মন্দির
পো : বাঁসী (মন্দির হীল)
জি : ভাগলপুর, বিহার

দ্বিতীয় খণ্ড

সূচী পত্র

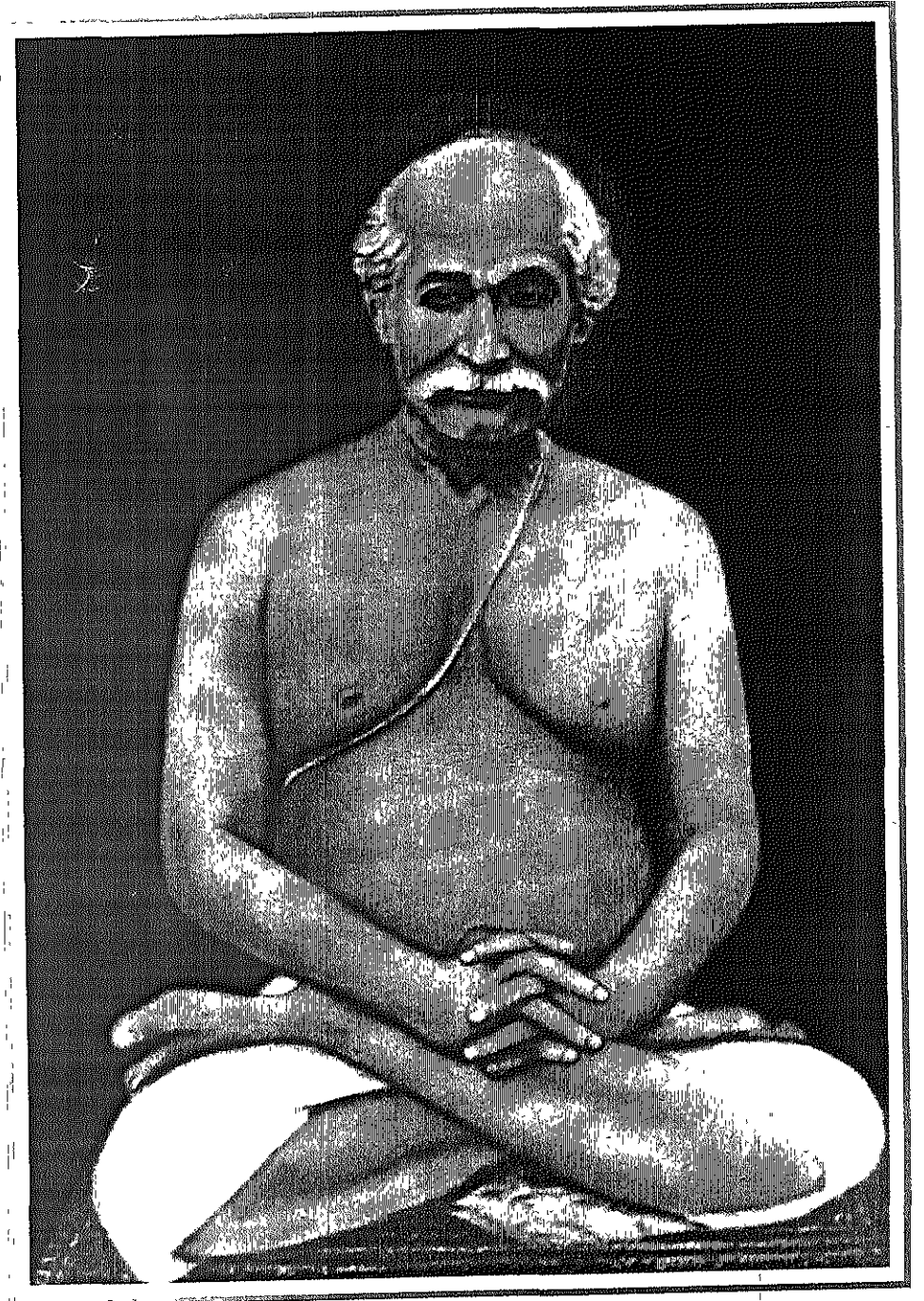
বিষয়	পত্রাঙ্ক
শ্রীমদ্ভগবদগীতা ...	১—৩৫৭
সপ্তম অধ্যায় (জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ) ...	১
অষ্টম অধ্যায় (অক্ষয়ব্রহ্ম যোগ) ...	৪৭
নবম অধ্যায় (রাজবিজ্ঞা রাজশৃঙ্খল যোগ) ...	১১৪
দশম অধ্যায় (বিদ্যুতি যোগ) ...	১৭৭
একাদশ অধ্যায় (বিশ্বকপদর্শন যোগ) ...	২৩৭
দ্বাদশ অধ্যায় (ভক্তি যোগ) ...	৩১৩

© গ্রন্থস্বত্ব গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য : ১৯০ টাকা মাত্র



মুদ্রক :
পবন প্রিন্টিং ওয়ার্কস
কলকাতা
১৯৯৮



যোগিরাজ শ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়



যোগাচার্য শ্রীভাপন্দ নাথ সান্যাল মহাশয়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

(জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগঃ ।)

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্তসি তচ্ছৃণু ॥ ১

অনুব্রত । শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) । পার্থ (হে পার্থ!) ময়ি (আমাতে) আসক্তমনাঃ (আসক্তচিত্ত) মদাশ্রয়ঃ (অনন্তশরণ হইয়া) যোগং যুঞ্জন্ (যোগাভ্যাস করিলে) সমগ্রং (সকল প্রকার ঐশ্বর্য ও বিভূতি সম্পন্ন) মাং (আমাকে) যথা (যেভাবে) অসংশয়ং (নিঃসংশয়িত ভাবে) জ্ঞাস্তসি (জানিতে পারিবে) তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ১

শ্রীশ্রবণ । বিজ্ঞেয়মাশ্রয়নশূন্যং সযোগং সমুদীরিতম্ ।

ভক্তনীরমথেনানীমৈশ্বর্যং রূপমীর্ষাতে ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে মদগতেনাস্তরাশ্রয়না যো মাং ভক্ততে স মে যুক্ততমো যত ইত্যুক্তম্ । তত্র কীদৃশং যন্ত ভক্তিঃ কর্তব্যোত্যাপেক্ষায়াং স্বরূপং নিরূপয়িত্বাশ্রীভগবানুবাচ—ময়ীতি । ময়ি পরমেশ্বরে আসক্তমভিনিবিষ্টং মনো যন্ত সঃ । মদাশ্রয়োহহমেবাশ্রয়ো যন্ত । অনন্তশরণঃ সন্ । যোগং যুঞ্জন্ত্যসন্ । অসংশয়ং যথা ভবত্যেবং । মাং সমগ্রং বিভূতিবলৈশ্বর্যাদিসংহিতং যথা জ্ঞাস্তসি তন্নিদং ময়া বক্ষ্যমাণং শৃণু ॥ ১

বক্ষ্যামুবাচ । [যোগসহ জ্ঞাতব্য আশ্রয়ত্ব পূর্ব পূর্বাধ্যায়ে বর্ণন করিয়া ইদানীং ভক্তনীরমথের স্বরূপ নির্দেশ করিতেছেন] । [পূর্বাধ্যায়ের শেষে বলা হইয়াছে “মদগতচিত্তে যিনি আমাকে ভক্তনা করেন, তিনিই যুক্ততম ইহা আমার অভিষত।” সেই তুমি কীদৃশ যাহাকে ভক্তি করা কর্তব্য, এতদ্বস্তরে স্বকীয় স্বরূপ নিরূপণার্থ]—শ্রীভগবান বলিলেন । হে পার্থ, পরমেশ্বর আমাতে যাহাদের মন অভিনিবিষ্ট, এবং আমিই যাহাদের আশ্রয়, [এইরূপ] অনন্তশরণ হইয়া যাহারা যোগাভ্যাস করেন, তাহারা অসংশয়িত ভাবে সমগ্র বিভূতি-বল-ঐশ্বর্যের সহিত যেভাবে আমাকে জানিতে পারিবেন তাহা শ্রবণ কর ॥ ১

আশ্রয়ান্ত্রিক ব্যাখ্যা । কৃষ্ণ দ্বারায় অনুভব হইতেছে :—আম্মাতে প্রবেশ কবে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থেকে—আম্মাতেই আশ্রয় ক’রে যে কেহ ক্রিয়া

জ্ঞানং তেহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।

যজ্ঞ জ্ঞান নেহ ভূয়োহস্তজ্ঞ জ্ঞাতব্যমবশিষ্টতে ॥ ২

করে—সে স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া সমান রকমে আমাকে অগ্রে দেখিতে পায় যেক্ষণে তাহা বলিতেছি শুন।—ক্রিয়া করিতে হইবে, কিন্তু আমাকে আশ্রয় করিয়া, অর্থাৎ সে সময় মনের আশ্রয় বেন গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের উপরেই থাকে, মন বিষয়াস্তরে স্থির না বেড়ায়। তাহা হইলে শীঘ্রই ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্তি হয়। “মনাশ্রয়” এই অবস্থাকেই বলে। মন দিয়া ক্রিয়া করিলে মন আশ্রয় মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাতে আবদ্ধ হইয়া যায়, সেই আশ্রয়ময় বা ধ্যান-নিবদ্ধচিত্ত সাধকের নিকট সমগ্র বিভূতি-বল-ঐশ্বর্যের সহিত ভগবানের স্বরূপের বৈকল্প উপলব্ধি হয় সেই কথাই এখানে বলিতেছেন। এই যোগময় চিত্ত ব্যতীত নিঃসংশয়রূপে ভগবানের স্বরূপ অবগত হইবার আর কোন উপায় নাই। তাই এখানে সেই স্বরূপের ও তৎপ্রাপ্তির উপায় নির্দেশ করিবেন। প্রথম বটকে ভগবান “ত্বং” পদের লক্ষ্য বাহা সেই জ্ঞেয় পদার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দেহাভিমানযুক্ত যে “আমি”র জ্ঞান আমাদের হয় তাহা অন্তর্জ্ঞ। সেই অন্তর্জ্ঞ ভাব পরিহার করিতে হইবে। বিষয়াসক্তিই জীবাত্মার অন্তর্জ্ঞ ভাব, তাহাই জীবের বন্ধনরজ্জু। ভোগাসক্তিবশতঃ সমস্ত ভোগ্য বস্তুকে জীব আপনার অধিকারে আনিতে চায়। সে জানে না এই ভোগ্য বস্তু কি এবং সেই বা কে? এই জ্ঞত এই ‘ত্বং’ পদার্থের শোধন আবশ্যক। নচেৎ ‘ত্বং’-ই যে “তৎ” তাহা কিছুতেই বুঝা যায় না। বস্তু প্রাপ্তির জ্ঞত জীবের যে অত্যাশক্তি হয় তাহার কারণ জীবের অজ্ঞান, নিজেকে নিজে না জানা। এই অজ্ঞান ও অবिवেক হেতু যে ভোগ্যবস্তু মাঝেই আসক্তি হয়, তাহার সন্ন্যাসই এই ‘ত্বং’ পদার্থের তত্ত্ব। কিন্তু শুধু বিষয় ছাড়িয়া পলাইলেই তো বিষয় জীবকে ছাড়িবে না, বিষয়ের প্রতি আসক্তি জীবের প্রাণের মধ্যে জড়িত হইয়া আছে। বতকণ এই প্রাণের সম্যক শোধন না হয় ততক্ষণ যেন ছাড়িয়া চলিয়া যাইলেই বা মুখে ‘তোমার শরণ লইলাম’ বলিলেই ঐ আসক্তি কিছুতেই যায় না। পূর্ব অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন যোগি-গণের মধ্যে যিনি মদগত চিত্তে “আমাকে” ভজনা করেন তিনিই যুক্ততম। ‘আমাকে’ ভজনা করিতে তো বলিলেন কিন্তু এই “আমি” টি কে? এই ‘আমি’র তত্ত্ব এবং তাহার ভজনা দ্বারা যে ভাবে মলানুচিহ্ন হইতে হয় সেই সকল রহস্য করা এইবার বলিবেন ॥ ১

অন্যত্র। সবিজ্ঞানম্ (বিজ্ঞান সহিত অর্থাৎ স্বাহুতবযুক্ত) ইদং জ্ঞানং (এই জ্ঞান) তে (তোমাকে) অহং (আমি) অশেষতঃ (অশেষ প্রকারে অর্থাৎ সাধনকলাপাদি সহিত) বক্ষ্যামি (বলিব) বৎ (বাহা) জ্ঞানো (জানিলে) ইহ (এই লোকে) ভূয়ঃ (পুনরায়) অন্তঃ (আর কিছুই) জ্ঞাতব্যঃ (জানিবার বা পূর্ববার্ধ সাধন) ন অবশিষ্টতে (অবশিষ্ট থাকে না)—অর্থাৎ মন্তব্য যিনি তিনি সর্বজ্ঞ হইয়া থাকেন ॥ ২

শ্রীশঙ্কর। বক্ষ্যমাণ জ্ঞানং জ্যোতি-জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ম্। বিজ্ঞান-মহুতবঃ। তৎসংহিতমিদং মদ্বিষয়মশেষতঃ সাকল্যেন বক্ষ্যামি। যজ্ঞজ্ঞানেন প্রয়োমার্গে বর্তমানস্ত পুনরজ্ঞ জ্ঞাতব্যমবশিষ্টং ন ভবতি। তেনৈব কৃতার্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২

মহুত্যাণাং সহশ্রেয়ু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।

যততামপি সিদ্ধানাম্ কশ্চিৎ বা বেত্তি তত্ততঃ ॥ ৩

অন্যত্র। [বক্ষ্যমাণ জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন]—আমি তোমাকে অমুতব সহিত এই মদ্বিষয়ক শাস্ত্রীয় জ্ঞান সাকল্যে সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি, বাহা জানিয়া প্রয়োমার্গে বর্তমান ব্যক্তির পুনরায় জ্ঞাতব্য কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না। অর্থাৎ তাহার দ্বারাই কৃতার্থ হইয়া যায় ॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। জ্ঞান—যোনি মুক্তা, বিজ্ঞান—ক্রিয়ার পব অবস্থা, ভালরূপে বলিতেছি—যাহা জানিলে আর কিছু জানিতে বাকি থাকিবে না।—“জ্ঞতে তু কস্মিন্ বিদিতং জগত স্থাৎ? সর্বাশ্বকে ময়ি ব্রহ্মণি পূর্ণরূপে।” কাহাকে জানিলে এই জগতের সব কিছু রহস্য জ্ঞাত হওয়া যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, সর্বাশ্বক পূর্ণব্রহ্মরূপ অহং-পদ-বাচ্য আত্মাকে জানিলেই সব কিছু জানা হয়। বাস্তবিক কি আশ্চর্য্য, ভগবান এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করিয়া কেমন প্রতি অণুর মধ্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। সুতরাং একটি অণুর রহস্য যে জানিতে পারে ব্রহ্মাণ্ডে তাহার কিছুই অবিসিত থাকে না। এই যে মানুষ, বাহার শরীর-ইন্দ্রিয়ময় বাহ্য রূপটিই আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু কে ইহার মধ্যে থাকিয়া এই দেহ-বস্ত্র চালাইতেছেন তাহা আমরা অনেক সময় বুঝিতে পারি না এবং বুঝিবার আবশ্যকতাও মনে করি না। যেমন প্রতি অণুর মধ্যে, তেমনই এই দেহবস্ত্রে তিনি বিরাজমান, তাহার বিশিষ্ট প্রকাশও ইহাতে বর্তমান। সেই প্রকাশ স্বরূপকে সাধনবিশেষ দ্বারা জানা যায়—উহাই জ্ঞান, এবং তাহারও আদিতে একটি অবস্থা রহিয়াছে, সেখানে প্রকাশ বা অপ্রকাশ কিছুই নাই, অথচ তাহা নিত্য, তথায় চন্দ্র হর্ষের গতি নাই, তথাপি সেখানে কি অদ্ভুত প্রকাশ!! সেই চিরস্থির কেন্দ্র হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ হইতেছে। সেই স্থানই পরম ধাম, স্বাহুতব পদ, তাহাই ক্রিয়ার পরাবস্থা। ঐ অবস্থায় পৌছিলে জানিবার আর কিছু বাকি থাকে না। সাধক তখন সর্বজ্ঞ হন।

স্বর্ঘ্যেন্দু অগ্নির তথা প্রকাশ কিছুই নাই।

‘তচ্ছূভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ’ হুটেছে যেদিকে চাই ॥

হৃদয় গুহার নির্মল জ্যোতিঃ ভরা।

অসীম আকাশ রাজে অনন্ত শান্তিতে পোরা ॥ ২

অন্যত্র। মহুত্যাণাং সহশ্রেয়ু (সহস্র সহস্র মহুত্বের মধ্যে) কশ্চিৎ (কেহ) সিদ্ধয়ে (সিদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ জ্ঞানলাভের জন্ত) যততি (যত্ন করে), যততাম্ অপি সিদ্ধানাম্ (মোক্ষার্থ ব্রহ্মলীলগণের মধ্যেও) মাং (আমাকে) কশ্চিৎ (কেহ কেহ) তত্ততঃ (বাহাবৎ) বেত্তি (জানিতে পারে) ॥ ৩

শ্রীশ্রদ্ধা। মন্ত্রজিৎ বিনা তু মজ্জানং দ্রুতভিত্ত্যাহ—মহুত্যাণামিতি। অসংখ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে মহুত্যাতিরিক্তানাং শ্রেয়সি প্রযুক্তিরেব নাস্তি। মহুত্যাণাং তু সহস্রেণ মধ্যে কশ্চিদেব পূণ্যবশাৎ সিদ্ধয়ে আত্মজ্ঞানায় প্রবর্ততে। প্রথমঃ কুর্কৃতামপি সহস্রেণ কশ্চিদেব প্রকৃষ্টে পূণ্যবশাদাত্মানং বেত্তি। তাদৃশানাং চাত্মজ্ঞানাং সহস্রেণ কশ্চিদেব বাঃ পরমাশ্রয়ানং মৎপ্রসাদেন তত্ত্বতো বেত্তি। তদেবমতিদ্রুতমপি মজ্জানং তৃত্যমহং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩

অসংখ্যানুবাদঃ। [মন্ত্রজিৎ ব্যতীত কিন্তু মদ্বিষয়ক জ্ঞান দ্রুত এতৎ বলিতেছেন]—অসংখ্য অসংখ্য জীব সকলের মধ্যে মহুত্যা ব্যতীত অল্প জীবের শ্রেয়ঃ লাভার্থ প্রযুক্তি দেখা যায় না। কিন্তু সহস্র সহস্র মহুতয়ের মধ্যে কেহ কেহ পূণ্যবশে আত্মজ্ঞান লাভার্থ প্রবৃত্ত করে। আবার সহস্র সহস্র প্রযুক্তকারিগণের মধ্যে প্রাক্তন প্রকৃষ্ট পূণ্যবশে কেহ বা আত্মাকে জানিতে পারে। তাদৃশ সহস্র সহস্র আত্মজ্ঞ পুরুষদিগের মধ্যে কেহ কেহ মৎপ্রসাদে আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে। অতএব এই আশ্রয়ত্ব অতি দ্রুত, এই আত্মজ্ঞান তোমাকে বলিতেছি ॥ ৩

[শব্দ ‘সিদ্ধানাং’ শব্দের অর্থ করিয়াছেন—“সিদ্ধা এব হি তে যে মোক্ষায় যতন্তে”—যাহারা মোক্ষের নিমিত্ত প্রবৃত্ত করেন তাহারা ইহা সিদ্ধ। মহুত্বেন বলিয়াছেন—“সমুত্তম-দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি পর্য্যন্ত”—সমুত্তম দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হইলেই তিনি সিদ্ধ।]

আত্মজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। হাজার মহুতয়ের মধ্যে (কেহ একজন) অনাবশ্যক কর্মে ইচ্ছারহিত হইতে যত্ববান হয়, এবং অনেক যত্ববান একরূপ ব্যক্তির মধ্যে কেহ ক্রিয়া করে—ক’রে পরব্রহ্ম কৃষ্ণস্থিতে যায়।—মহুত্বতর জীবের আত্মজ্ঞানে অধিকার নাই। মহুত্বদেহেই আত্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে। কিন্তু মহুত্বের মধ্যেও যাহাদের সজিত পূণ্য নাই, তাহাদের আত্মজ্ঞানলাভার্থ প্রযুক্তিই উৎপন্ন হয় না। আত্মজ্ঞানের প্রধান উপায়ই যোগ, সেই যোগাধিকার লাভ বিবেকী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। আবার উক্তরূপ যোগাভ্যাসেও বহু বাধা বিঘ্ন আসিয়া পড়ে, সুতরাং আত্মজ্ঞান বড়ই সুদ্রুত। তাই ভগবান বলিতেছেন যোগাত্যাস করিলে সিক্তিলাভ হইবে বটে, কিন্তু অনধিকারীর পক্ষে যোগাত্যাস করাই যে শক্ত, কারণ মানুষের কত অনাবশ্যক কর্মে ইচ্ছা হয়, কত প্রকার ভোগে আসক্ত হয়, এবং উজ্জ্বল সহস্র সহস্র অনাবশ্যক কল্পনা করিতে করিতে জীব ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তথাপি কল্পনা ত্যাগ করিতে পারে না। অগুহ্য অন্তঃকরণের জন্ত বিঘ্নের প্রতি অত্যধিক আসক্তি হয়, আসক্তির জন্ত মনে অবিশ্রান্ত কল্পনার প্রবাহ চলিতে থাকে। সাধুসঙ্গ ও বিঘ্নের হেতু আলোচনা করিলে তবে বাসনার বেগ কমিতে থাকে। প্রথম প্রথম নিত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্মে বেগ থাকে থাকুক, কিন্তু অনাবশ্যক কর্ম ও তদনুকূল লক্ষ্যের বেগ ধামাইবার জন্ত কিছু কিছু প্রবৃত্ত থাকিবে আবশ্যক। প্রবৃত্ত করিলে সাধক সে বিঘ্নে কতকটা কৃতকার্য হ’ন। এইরূপ আত্মোদ্ভূত জীবের প্রতি রূপা করিয়া সঙ্গুল তাহাকে সাধনার উপদেশ করেন। উপদেশ লাভ করিয়া গুরুর আদেশ মত সাধন করিতে করিতে তাহার সাধনায় তীব্রতা বাড়িয়া যায়।

ভূমিরূপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪

সাধনার যাহার আলস্য বা প্রমাদ নাই এবং তীব্রতর বেগে যিনি সাধনায় লাগিয়া থাকেন, তিনি যোগজ বহুবিধ সিদ্ধি লাভ করেন, এবং সেই সকল সিদ্ধ সাধকদের মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণরূপ পরব্রহ্মে প্রবেশ লাভ করেন। অবশ্য একরূপ ভাগ্যবান সাধক খুবই দ্রুতভূত। যদি বল তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানাটা কি? ক্রিয়ার পরাবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেই তত্ত্বতঃ তাহাকে জানা যায়। তখন ভগবানের ঐশ্বর্য, জ্ঞান, বল, মাধুর্য্য, সূক্ষ্মত্ব বিষয়ের সহিতই সাধকের পরিচয় হইতে থাকে। সাধক তখন যোগবলে বসীয়াই হইয়া স্বয়ংই তদ্রূপ হইয়া বসে। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্যামাদি যোগসাধন দ্বারা কিরূপে লাভ করা যায়, তাহা বলিতেছি। ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পর-অবস্থারূপ প্রথম শাস্তিপদ লাভ হয়, ক্রিয়ার পরাবস্থাতে চিত্ত ব্রহ্মে সৌম্য হইলে তখন আর কোন কষ্ট থাকে না, তখন সমস্তের মধ্যেই এক রস, স্বর্গীয় এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই এইরূপ বোধ হয়। সে অবস্থায় অবস্থিত সাধক কিছু করিয়াও যেন কিছু করেন না। এই শরীর ওঁকার স্বরূপ, তাহাতে তেজোবিন্দু আছেন। প্রাণ অপানের ক্রিয়া দ্বারা বায়ু কুস্তকাবস্থায় বধন সর্বদা থাকে। তখন মন আপনা আপনি অন্ত সকল দিক হইতে রুদ্র হইয়া শূন্যেতে প্রবেশ করে ও নিজনন্দে বর্তমান থাকে। তাহাতে থাকিতে থাকিতে উত্তম পুরুষ নারায়ণকে দেখে, এবং তখন সাধকের তদন্ত পৌরুষ ও অলৌকিক শক্তির প্রকাশ হয়। ঐ তেজে থাকিলে গুণের বৃদ্ধি হয়, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হয় ও অগ্নিবুদ্ধি হয়। এই অগ্নির তেজের বৃদ্ধি হইলে সকল বস্তুর ইচ্ছা নাশ হয়। ঐ তেজের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন দেখা যায়, তাহাকে বিন্দু বলে। ঐ বিন্দু অণু অপেক্ষাও অণু আবার ‘মহতো মহীয়ান’ সর্বদা এই অবস্থায় যে থাকে তাহার পরব্রহ্মের অমৃতত্ব হয়। প্রথমে কৃষ্ণ বোনিমুদ্রায় দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার পর অব্যক্ত, সেখানে সব শূন্য অথচ অনন্ত ব্রহ্মও তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। ক্রিয়া করিয়া এমন একটি অবস্থা লাভ হয় যে অবস্থাতে থাকিলে মন অন্ত কোন বস্তুতে যায় না, এইরূপ স্থিতির নামই ক্রিয়ার পর-অবস্থা। উহা ক্রিয়া করিতে করিতে আপনা আপনিই হইয়া থাকে। ইহা স্পৃহা-সম্পর্ক রহিত এক পরমানন্দ অবস্থা বিশেষ। ইহাই বিদেহ বা কৈবল্যাবস্থা ॥ ৩

অম্মহং। ভূমিঃ (পৃথিবী—এখানে পৃথিবী তন্মাত্র বৃত্তিতে হইবে) আপঃ (জল

* অনেকেই “তত্ত্বতঃ” শব্দে রাসমুদ্রাঙ্গি রূপে বা শঙ্খচক্র-গদা-পদ্মধারী রূপে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় এইরূপ বলিয়া থাকেন, ইহা প্রকৃত তাহাকে “তত্ত্বতঃ” জানা নহে। একরূপ দেখা তো অনেকেই পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও তাহাদের জন্ম যায় নাই বা বিঘ্নাভিলাষ নষ্ট হয় নাই। ইহা তাহার নিত্যস্বরূপ নহে, যাহাভ্যন্তর বা বিবাহ মাত্র। “মহাতত্ত্বমুং লোকবিনোদনীরামঃ। যন্তে পরাশ্রয়ঃ এব রামঃ ॥” তবে ইহা উক্ততত্ত্বের সিদ্ধি সম্বন্ধ নাই। দেহাতীত কৈবল্যভাব ইহা সিদ্ধ সাধকদের মধ্যেও অতি অল্প লোকেই ধরিতে পারেন ॥

বা জল তন্মাত্র) অনলঃ (অগ্নি বা অগ্নি তন্মাত্র) বায়ুঃ (বায়ু—বায়ু তন্মাত্র) ঋৎ (আকাশ—আকাশ তন্মাত্র) মনঃ (মন—মনের কারণ অহঙ্কার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি—বুদ্ধির কারণ মহত্ত্ব) এবং ৫ অহঙ্কারঃ (ও অহঙ্কার—অহঙ্কারের কারণ অবিজ্ঞা) সে (আমার) ইয়ন্ (এই) ভিন্না প্রকৃতিঃ (ভিন্ন প্রকৃতি) অষ্টধা (আট প্রকারের) ॥ ৪

শ্রীশ্রী। এবং শ্রোতামতিমুখীকৃত্যোদানীঃ প্রকৃতিধারা সৃষ্টাদিকর্ষ্মেনেবরতস্বঃ প্রতিজ্ঞাতঃ নিরুপস্থিয্যন্ পরাপরভেদেন প্রকৃতিবহুমাহ—ভূমিরিতি দ্বাভ্যাম্। ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চ গন্ধাদিতন্মাত্রাণ্যচ্যাজে। মনঃশব্দেন তৎকারণভূতাহংকারঃ। বুদ্ধিশব্দেন তৎকারণং মহত্ত্বম্। অহংকারশব্দেন তৎকারণমবিজ্ঞা। ইত্যেবমষ্টধা ভিন্না। বহা ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চ মহাত্তানি সৃষ্টৈঃ সঠেকীকৃত্য গৃহ্যন্তে। অহংকারশব্দেনৈবাহংকারঃ। তেনৈব তৎ-কার্যাদীভিরাণ্যপি গৃহ্যন্তে। বুদ্ধিরিতি মহত্ত্বম্। মনঃশব্দেন তু মনসৈবোগ্রহমব্যাক্রমণঃ প্রধানমিতি। অনেন প্রকারেণ মে প্রকৃতির্মায়াখ্যা শক্তিরষ্টধা ভিন্না বিভাগং প্রাপ্য। চতুর্কিংশতিভেদভিন্নাহপ্যষ্টশ্বেবাস্তভাবাবিক্ষ্যাহষ্টধা ভিন্নেত্যুক্তম্। তথা ৫ ক্ষেত্রাদ্যায় ইমামেব প্রকৃতিং চতুর্কিংশতিভেদাভ্যনা প্রপঞ্চস্থিতি—মহাত্তাত্ত্বহংকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব ৫। ইন্দ্রিয়ানি দশৈকং ৫ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ইতি ॥ ৪

বহুমানুবাদ। [ভগবান যেন তাঁহার প্রকৃতিকে সমুখে দেখাইয়া দিয়া এক্ষণে প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্টাদির কর্তৃত্ব স্বরূপে ঈশ্বর বাহা বসিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহাই নিরুপপার্শ্ব ঈশ্বরের পরা ও অপরা ভেদে প্রকৃতিবহু বলিতেছেন] —আমার প্রকৃতি (ঈশ্বরের মায়াখ্যা শক্তি) অষ্টধা ভিন্ন অর্থাৎ আট ভাগে বিভক্ত। ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। এখানে ভূম্যাদি শব্দে স্থূল পঞ্চভূত নহে, তাহাদের গন্ধাদি তন্মাত্র সকলকে এখানে বুঝিতে হইবে। এইরূপ “মনঃ” শব্দে শুধু মন বুঝিলে হইবে না, মনের কারণভূত অহঙ্কার বুঝিতে হইবে। ঐরূপ “বুদ্ধি” শব্দে বুদ্ধির কারণ মহত্ত্ব এবং “অহঙ্কার” শব্দে অহঙ্কারের কারণ অবিজ্ঞা বুঝিতে হইবে। এইরূপ প্রকৃতি অষ্টধা ভিন্ন। অথবা ভূম্যাদি শব্দে হুস্ত ভূতের সহিত রঞ্চ মহাত্ত এক করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অহঙ্কার শব্দে কেবল অহঙ্কারকে না বুঝিয়া তাহার সহিত তৎকার্য ইন্দ্রিয় সকলকেও ধরিতে হইবে। বুদ্ধিই মহত্ত্ব। মন দ্বারা অব্যক্ত রূপ প্রধানকে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই প্রকারে আমার মায়াখ্যা প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন অষ্ট বিভাগ হইয়াছে। সাংখ্য মতে পঞ্চ (তন্মাত্র), অহঙ্কার, মহত্ত্ব ও অব্যক্ত এই অষ্টবিধ প্রকৃতি ও বোড়শ বিকার একত্রে চতুর্কিংশতি তত্ত্ব—ইহাই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে “ক্ষেত্র” তত্ত্ব বুঝাইবার সময় বলিবেন। [অবিজ্ঞাই অহঙ্কারের কারণ, এখানে ‘অহঙ্কার’ শব্দে অহঙ্কারের কারণ অবিজ্ঞাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শঙ্কর বলিয়াছেন—‘অহঙ্কার ইত্যাবজ্ঞাংসংযুক্তমব্যক্তম্। বহা বিবসংযুক্তমগ্নং বিবসুচ্যতে।’ অহঙ্কারই অবিজ্ঞাসংযুক্ত অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতি। যেমন বিষদংযুক্ত অগ্নিকেও লোকে বিবই বলে। কারণ অবিজ্ঞা না থাকিলে অহঙ্কার আসে না। নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া নিজেকে অন্ত কিছুরূপে দেখা অজ্ঞান ও বটে অহঙ্কারও বটে। অব্যক্তকেই যখন মূল কারণ বলা হয়, এবং অহঙ্কার বলিই যখন জীবের সংসার বাসনা, সেইজন্য “অহঙ্কার” শব্দে এখানে মূল

কারণ অব্যক্তকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শঙ্কর বলিয়াছেন—‘প্রবর্তকত্বাদহংকারস্ত। অহংকার এব হি সর্বস্ত প্রবর্তিবীজং দৃষ্টং লোকে’—অহঙ্কার সকল কার্যের প্রবর্তক, ইহজন্যে সমস্ত প্রবর্তিবীজ এই অহংজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। সাংখ্য মতে প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধি, এবং বুদ্ধির পরিণাম অহঙ্কার। অহঙ্কারের পরিণাম পঞ্চতন্মাত্র ও কর্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং তন্মাত্র হইতে স্থূলভূত উৎপন্ন হইয়াছে।*

* “সদ্ব্যবহৃতমায়ং সামান্যবহা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতির্নৈবান্, নহিতোহহংকারোহহঙ্কারাং পঞ্চতন্মাত্রাণ্যভিন্নমিচ্ছিন্ তন্মাত্রৈভ্যঃ স্থূলভূতানি।” সাংখ্য

ত্রিংশতের সামান্যবহুর নাম “প্রকৃতি”। প্রকৃতি যখন স্কু হন, তখন তাঁহার সামান্যবহা থাকে না। প্রকৃতির গুণবৈষম্য হইলেই মহত্ত্ব উৎপন্ন হয়। মহত্ত্বকে বুদ্ধিতত্ত্বও বলে। বুদ্ধিই প্রকৃতির প্রধান বিকার বা কার্য। তিন গুণ লইয়াই প্রকৃতি, প্রকৃতি যখন বিকার প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধিতত্ত্ব হন, সেই বুদ্ধিতেও তিন প্রকার ভেদ হয়। মহত্ত্ব বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া যে পরিণাম প্রাপ্ত হয় তাহাই “অহঙ্কার” বা “আমি সার।” অহঙ্কারের কার্য অন্ত নমস্ত হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া দেখা, আপনাকে সন্মুখিত করা। এই মহত্ত্বের বিকার অহঙ্কারও তিন প্রকারের। সাত্ত্বিক অহঙ্কার, বাজসিক অহঙ্কার, তামসিক অহঙ্কার। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ও মন উৎপন্ন হয়। বাজস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় সমুদ্ভূত হয়। তামস অহঙ্কার হইতে হুস্ত পঞ্চভূত বা পঞ্চ তন্মাত্র জন্মিয়ছে। আকাশ তন্মাত্রের সাত্ত্বিক অংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সাত্ত্বিক অংশে হৃৎ, তেজের সাত্ত্বিক অংশে চক্ষু, জলের সাত্ত্বিক অংশে রসনা, ও পৃথিবীর সাত্ত্বিক অংশ হইতে ভ্রাণ—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশের বাজস অংশ হইতে “বাক্”, বায়ুর বাজস অংশ হইতে “পাণি”, তেজের বাজস অংশ হইতে “পাদ”, জলের বাজস অংশ হইতে “পাদু” এবং পৃথিবীর বাজস অংশ হইতে “উপহৃ” উৎপন্ন হইয়াছে।

আকাশাদি পঞ্চতন্মাত্রের সাত্ত্বিক অংশ মিলিত হইয়া মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চতন্মাত্রের বাজস অংশ মিলিত হইয়া পঞ্চ বায়ু—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সনান উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশাদি পঞ্চ তন্মাত্রের তামসিক অংশ হইতে বা পঞ্চ তন্মাত্রের পাকীকরণে পঞ্চ স্থূলভূত উৎপন্ন হইয়াছে।

পাকীকরণ বা মিশ্রণের প্রণালী—(১) স্থূল আকাশ=১এর আধ অংশ হুস্ত আকাশ বা আকাশ তন্মাত্র+ ১এর ৮ অংশ হুস্ত বায়ু+১এর ৮ অংশ হুস্ত অগ্নি+১এর ৮ অংশ হুস্ত জল+১এর ৮ অংশ হুস্ত পৃথ্বী। (২) স্থূল বায়ু=১এর দুই অংশ হুস্ত বায়ু বা বায়ু তন্মাত্র+১এর ৮ অংশ হুস্ত আকাশ+১এর ৮ অংশ হুস্ত অগ্নি+১এর ৮ অংশ হুস্ত জল+১এর ৮ অংশ হুস্ত পৃথ্বী। এইভাবে সমস্ত অপকীকৃত ভূতের সংমিশ্রণে পাকীকৃত বা স্থূল ভূতসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রত্যেক মিশ্র বা স্থূল ভূতে অন্ত স্থূল ভূতের অংশও পরি-লক্ষিত হইয়া থাকে। তন্মাত্রগুলি পাকীকৃত না হইলে ইন্দ্রিয়গোচর হইতে পারে না। ইহা হইতে উর্দ্ধ সপ্ত-লোক ও অধঃ সপ্ত লোক—এই চতুর্দশ ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। এই স্থূল ভূত হইতেই চতুর্কিংশ স্থূল শরীর (জরায়ু, অণ্ড, বেদন ও উত্তিষ্ঠ) এবং চতুর্কিংশ স্থূল শরীরের ভোষোপযুক্ত বহু প্রকার অঙ্গপাদাদি উৎপন্ন হইয়াছে।

স্থূল শরীরকেই আবার “অন্নময় কোষ” বলে, পঞ্চ বায়ু ও কর্মেন্দ্রিয় মিলিত হইয়াই “প্রাণময় কোষ”। মন ও কর্মেন্দ্রিয়ের মিলিতাবস্থার নাম “মনোময় কোষ”, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ। মূল অজ্ঞানই “আনন্দময় কোষ”। এই প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ মিলিয়াই “হুস্ত শরীর”। “আনন্দময় কোষ”কেই কারণ শরীর বলা হয়।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছেন। দেবতাপণই ইন্দ্রিয়পণকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রেরণা করেন। শ্রোত্রের দেবতা দিক্, হৃকের দেবতা বায়ু, চক্ষুর দেবতা সূর্য, রসনার দেবতা বরুণ, ভ্রাণের দেবতা অশ্বিনী-কুমার। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বাক্যের দেবতা অগ্নি, পাণির দেবতা ইন্দ্র, পাদের দেবতা উশস্র, পায়ুর

আশ্চর্য্যাক্ষরম্বাণী! ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মূলধার, স্থাধিষ্ঠান, মণিপুৰ, অনাহত, বিম্বদ্বাখা—আর মন ও কূটস্থ আর শ্রীকৃষ্ণই আমি এই অষ্ট প্রকৃতি—ইহাব পর সূক্ষ্মরূপে পৰা প্রকৃতি এই সব আছে।—এখানে প্রকৃতির আটটি ভাগ সূক্ষ্মরূপে নির্দেশ করিতেছেন। (১) ক্ষিতিতত্ত্ব—ইহার স্থান মূলধার; (২) জলতত্ত্ব—ইহার স্থান স্থাধিষ্ঠান; (৩) তেজতত্ত্ব—ইহার স্থান মণিপুৰ, (৪) বায়ুতত্ত্ব—ইহার স্থান অনাহত; (৫) আকাশতত্ত্ব—ইহার স্থান বিম্বদ্বা; (৬) মন—মন বলিতে (৭) মন (৮) বুদ্ধি (৯) অহঙ্কার এই তিনটিকে এক সঙ্গেই বুঝাইতেছে—ইহাদের স্থান আক্ষাচক্র। আক্ষাচক্রে যে চারিটি ভাবের বিকাশ হয় এখানে তাহাই বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। যদিও সাধারণতঃ আক্ষাচক্রকেই মনস্থান বলে, কিন্তু মন বলিতে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারিটিকেই দেবতা বন ও উপহের দেবতা প্রজাপতি। মনের দেবতা চন্দ্র, বুদ্ধির দেবতা ব্রহ্মা, অহঙ্কারের দেবতা শঙ্কর ও চিত্তের দেবতা বিষ্ণু।

সাংখ্য মতে প্রকৃতি ক্ষুদ্র, কিন্তু পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ ক্ষুদ্র প্রকৃতির মধ্যে চৈতন্ত্যের সঞ্চার হয়। চৈতন্ত্যক্ষুদ্র না হইলে প্রকৃতি কৰ্ম্ম হইতে পারিত না। সাংখ্য মতে পুরুষ চৈতন্য বটে, কিন্তু নিষ্কিন্ধার অকৰ্ম্মা ও কেবল সাক্ষী মাত্র। প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ের যুক্ত না হইলে সৃষ্টি কার্য হইতে পারে না। সাংখ্য মতে শুদ্ধ সৃষ্টিকে অব্যাহতম প্রতিবিম্বিত হইলে যেমন সৃষ্টিকে রক্তাভ বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ নির্মল পুরুষের মধ্যে প্রকৃতির প্রকাশ অধ্যারোপিত হয়, তাহাতে প্রকৃতিকে চৈতনের স্তায় এবং পুরুষকে ক্রিয়াশীল বলিয়া জন হয়। এই প্রকার পুরুষের সংসার বন্ধন হইয়া থাকে।

সাক্ষী-রূপ জ্ঞানব্ধাব পুরুষ আপনাকে ভুলিয়া কিরূপে প্রকৃতির কার্য্যাদিকে লিঙ্গের বলিয়া জন করেন করেন, তাহা বড়ই নিম্নতর কথা, কিন্তু পুরুষের এই জন কিরূপে সম্ভব হয় তাহার উত্তর সাংখ্যের মধ্যে তেমন হস্তান্তর আছে পাওয়া যায় না। সাংখ্যেরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। ঈশ্বর-নিরপেক্ষ হইয়াও মূলভাব সম্ভব, ইহা আচার্য্য বিজ্ঞানভিষ্ণু প্রভৃতিরও অস্বীকারিত। তন্ত্রশাস্ত্রে প্রকৃতি পুরুষ সম্পূর্ণ অন্তর্ভাবে গৃহীত হইয়াছে। গীতার অদ্বৈত টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতিও প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন নাই। শ্রীমন্ মধুসূদন বলেন (গীতার ১৫ অঃ প্রথম স্লোকের টীকার) “তত্র নিরীষর সাংখ্যমতনিরাকরণে ক্ষেত্র ক্ষেত্রস্ত সংযোগস্ত ঈশ্বরানুগতং বক্তব্যম্—নিরীষর সাংখ্যেরা যে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগকে স্বতন্ত্র মনে করেন, সেই স্বতন্ত্র নিবেদন করিয়া ক্ষেত্র ক্ষেত্রস্তের সংযোগ যে ঈশ্বরানুগ তাহাই এখানে বক্তব্য বলিয়া বুঝাইয়াছেন।

তত্ত্ব কোন অবস্থাতেই শিব শক্তির বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র ভাব কল্পনা করেন নাই। অগ্ন্যগ্নীয়ার তত্ত্ব ব্রহ্ম আপনাকে শিব শক্তি রূপে ব্রহ্ম ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভক্ত অবস্থাতেও শিবের মধ্যে শক্তি ও শক্তির মধ্যে শিব চির বর্তমান। শিব শক্তির এই সংযোগ কোন কালে বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। তাই দৃষ্ট-রূপ ও ত্রুটি-রূপের উভয়তাই শিব শক্তির সমাবেশ আছে। শিব-শক্তির সংযোগ ব্যতীত বেন কোন কিছুই প্রকাশিত হয় না, যেন কোন শেলাই দৃষ্টপটে সমুদিত হইতে পারে না।

গীতাতেও ভগবান পুরুষ প্রকৃতি স্বীকার করিয়াও সৃষ্টি বিষয়ে প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য উপদেশ করেন নাই। “মহাধাক্ষেপ প্রকৃতিঃ স্রুতে সচরাচরম্”—আমার অবিষ্টান বশতঃ প্রকৃতি সচরাচরম্বাক্ষ অগ্ন্য প্রসব করিয়া থাকে। “তাসাং ব্রহ্ম মহাবোহিনিঃ স্বীকৃতঃ পিতা”—প্রকৃতি তৎসমুদায়ের মাতৃহানীনা এবং আমি গর্ভাধান-কর্ত্তা। বোম্বোস্তে ইহাকেই “ঈশ্বর” বলে। প্রতিতে আছে “স ঐশ্বর্য্যম্”। স্তত্রায় গীতার মতে মূল তত্ত্ব পুরুষ বা প্রকৃতি নহেন। পুরুষোত্তম বা পরব্রহ্মই গীতার মূল তত্ত্ব। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েরই সেই পরম পুরুষের “পর্য্য” ও “অপর্য্য” প্রকৃতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

লওয়া হয়, তখন ইহাদের সকলের স্থানই আক্ষাচক্র বলিয়া ধরা যাইতে পারে। বাস্তবিকই এই চারিটির (বা তিনটির) কার্য্যই আক্ষাচক্রের মধ্যে হইয়া থাকে, একটু মনোনিবেশ করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। এই মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির প্রধান কারণরূপে পরিগৃহীত। ইহা না থাকিলে কর্ত্তৃত্বও থাকে না, কল্পনাও থাকে না, স্রবণও থাকে না—স্তত্রায় সৃষ্টির গাণ্ড অত্যাবশ্যক উপাদান, তাহার কিছুই থাকে না। ইহারাই বিবজা প্রকৃতি বা মায়ায় যেন মূর্ত্তভাব। প্রথমতঃ অনির্কলনীয় নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে যে গুণময়ী মায়ায় বিকাশ হয়, তাহারই ক্ষেত্র হইল আক্ষাচক্র, সেই ক্ষেত্র কেহ কেহ ইহাকে ‘অক্ষানচক্র’ নামেও অভিহিত করেন। বোগীশ্বরেরা বলিয়া থাকেন এই আক্ষাচক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে পছঁছিতে পারিলে তবে মায়াবরণ ভেদ হয়। এই আক্ষাচক্রের মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলের মত এক প্রকার দ্বিধাজ্যোতি দেখা যায় তাহাই মনের রূপ, এইক্ষণ মনের দেবতাকে চন্দ্র বলে। আক্ষাচক্রের মধ্যে যে দ্বিধা-মণ্ডলের বিকাশ দেখা যায় তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্ত্ব, কূটস্থের বহির্ভাগে ইহারই বিকাশ। এইক্ষণ কোন বিষয় মনে করিতে হইলে বা বুঝিতে হইলে আক্ষাচক্রের বহির্দিকে জন্মে একটু জোর দিয়া লক্ষ্য করিলেই অনেক কথা মনে পড়িয়া যায়, অনেক কথা বুঝিতেও পারা যায়। বুদ্ধির দেবতা তাই ব্রহ্মা বা ভগবৎপ্রসবিতা সূর্য্য। অহঙ্কারই ভগবৎবিকাশের মূল—ইহাই অবিভাযুক্ত অব্যক্তভাব। অব্যক্তের মধ্যে বতরূপ বিদ্যামাত্র সূচিত থাকে, তখনও অবিভার বিকাশ না হওয়ায় প্রকৃত সৃষ্টি আরম্ভ হয় না। ইহাতে শুদ্ধজ্ঞান আবৃত হয়, শুদ্ধজ্ঞান আবৃত না হইলে সৃষ্টি হইবে কি করিয়া? এই অবিভার বশে অহংভাব উপন্ন হইলে তবে সৃষ্টি হয়, এই অহঙ্কারের দেবতাই “শঙ্কর”। প্রকৃতি ও পুরুষ সমন্বিত সর্জনকারীশ্বর শঙ্করই সমস্ত সৃষ্টির মূল শক্তি অহঙ্কার। ইহাই সৃষ্টির প্রথম কারণ সর্বপ্রথম সঞ্জনভাব বা ব্যক্তভাব। ইহাই আক্ষাচক্রের অভ্যন্তরে চিৎশক্তির সুরণ। এই সুরণই বিন্দুরূপা কূট, এই কূটস্থিত চৈতন্ত্যের নামই কূটস্থ চৈতন্ত বা পুরুষ বা ঈশ্বর। কূটের চতুর্দিকে সূর্য্যাকিরণ রাশির মত যে ছটা তাহাই চিজ্যোতির বিকাশ এবং অভ্যন্তরে চন্দ্রমণ্ডলের স্তায় জ্যোতির বিকাশ হয়। উহারও অভ্যন্তরে উবালাকের মত যে জ্যোতিঃস্বয়ী প্রভাবুক্ত আকাশ পরিদৃষ্ট হয়—তাহাই চিদাকাশ। উহা হইতে সমস্ত শক্তির সুরণ হয় এবং উহাতেই সমস্ত শক্তি অন্তর্লীন হয়। উহাই মহাদেবী বা মূল প্রকৃতি, পুরুষের বা ব্রহ্মের চিন্ময় লীলাবিলাস দেহ। ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়া ইহাকে অব্যক্তও বলে। ইহার মধ্যে চিৎশক্তিরও কোন সাদা পাওয়া যায় না, এইক্ষণ উহাকে “সদসৎ”ও বলে। এই অব্যক্ত শক্তি বধন ব্যক্ত হ’ন, তখনই তাহা বিন্দুরূপা হইয়া কূটয়া উঠেন।

সবিত্তমণ্ডল-মধ্যবর্তী পুরুষ বা কূটস্থ চৈতন্ত্য বেন সাধককে স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিতেছেন—ইহাই আমার অষ্টম প্রকৃতি। ক্রিয়ার পর অবস্থায় বা গুণাতীত অবস্থায় বধন পুরুষেরও পুরুষত্ব থাকে না, প্রকৃতিরও প্রকৃতিত্ব থাকে না তখন তিনি গুণাতীত অলিঙ্গ পুরুষ। ইহাকেই “অতিতূর্য্যাবস্থা” বলে। “সদসৎ তৎপরং বৎ”—সৎ ও অসৎএর অতীত। সেখানে চৈতন্ত্যও নাই, জড়ত্বও নাই, তাহা যে কি তাহা বুদ্ধির অগম্য। এই অবস্থাকে ভাবকেরা গছন্দ করেন না, তাঁহার্য্য নির্গুণ সঞ্গণে মিলিত পুরুষোত্তম ভাবকেই অধিক সমাদর করেন।

অপবেয়মিতস্তথাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫

কিন্তু জানী মহাজনেরা “সাক্ষী চেতা কেবলো নিঃসংশয়”-এই ভাবটি চরমভাবে বলিয়া ইহাকেই অধিকতর সমাদর করিয়া থাকেন। কেহ এই অবস্থাই লাভ করিয়া থাকুন অথবা পুরুষোত্তম ভাব লইয়া মগ্ন থাকুন, উভয়েই যে আত্মসাক্ষ্যকার লাভ করিয়াছেন তদ্বিবরে আর সন্দেহ নাই। উত্তমপুরুষ বা শ্রীকৃষ্ণ—যিনি কূটস্থের মধ্যেই আছেন, তিনিই ‘অহং’ শব্দ বাচ্য। প্রকৃতি—এই শরীর, যিনি শরীরের মধ্যে আছেন তিনি সর্বব্যাপক ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া মহৎ হইয়াছেন। তাহার এইরূপ সোহং ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তিনি মহৎ। সেই ব্রহ্ম আমি ইহা মনেতেই বোধ হয়, যখন সেই মন আবার মনেতে লয় হইয়া যায়, তখনই সবই ব্রহ্ম হইয়া যায়। ‘অহং সর্বেভ ইতোব সম্পরিজ্ঞানমাত্ততঃ। জ্ঞস্তোন জায়তে হঃখং জীবমুক্তমহ্মেতি চ ॥’ এই মন যখন আবার চঞ্চল হয়, তখন সকল বস্তুতেই আসক্তির সহিত দৃষ্টি করে, সকল বস্তুতেই আগ্রহ ও ইচ্ছা হয়। সে ইচ্ছার আর অন্ত নাই। এই অনন্ত ইচ্ছার দ্বারা অনন্ত কৰ্ম্ম করে এবং অনন্ত কৰ্ম্মের অনন্ত ফলভোগ জন্ম ভ্রমমূর্ত্তা চক্রে চৌরাসী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে। আবার ভোগ করিবার জন্ম পঞ্চতন্মাত্র শরীর ধারণ করে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম মিশ্রিত সকলেরই শরীর। এই পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত শরীর ধারণ হইতে পারে না। এই শরীরে ৫টি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও ৫টি কৰ্ম্মেন্দ্রিয় আছে এবং পঞ্চমহাভূত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, ইহাদিগের স্বল্প অণু সকলের ভিন্ন ভিন্ন আকার ও বর্ণ আছে, বাহা যোগীরা দেখিতে পান। গরিজা, নবুজ, লাল, জাস্পাল ও নীল রং ক্রমশঃ দেখা যায়, ইহারই দ্বারা বাহিরের ও ভিতরের সকল তত্ত্ব দেখা যায়, পরে সর্ব তত্ত্বাতীত ব্রহ্মকে দেখিয়া সকল ভূতের মধ্যে প্রবেশের ক্ষমতা হয় ও সর্বজ্ঞতা লাভ হয়। সকল দ্রব্যের গুণ জানিতে পারা যায়। ক্রিয়া করিলে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হন, তিনি জাগ্রত হইলেই সাধকদের উপরোক্ত অবস্থা হয়। দীপ যেরূপ সকল বস্তুকে প্রকাশ করে, সেইরূপ কূটস্থের মধ্যে উত্তমপুরুষের প্রকাশে সকল বস্তু বা তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। ক্রিয়া করিলে ক্রিয়াবানেরা এই উত্তম পুরুষকে দেখিতে পান। তখন তাঁহাদেরও সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য ও ঈশ্বরত্ব লাভ হয় এবং এই শরীরের মধ্যেই বাহা কিছু সমস্তই তাঁহাদের অন্তর্ভব হইতে থাকে। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া বাঁহারা ক্রিয়া করেন তাঁহারা কূটস্থ দর্শন করিতে করিতে মহাদেব হইয়া যান এবং শাস্ত্রে যে সকল কথার উল্লেখ আছে তাহা তাঁহারা নিজের মধ্যেই অনুভব করিয়া থাকেন। ক্রিয়া করিতে করিতে আপনা আপনি যখন আটকাইয়া যায়, তখন সাধক ব্রহ্মে লীন হইয়া যান। তখন তিনিও সর্বব্যাপক হইয়া সকলের মধ্যেই আপনাকে দেখিতে পান। কূটস্থের মধ্যেই তখন তিন লোকের প্রকাশ দেখা যায়, এবং দেবতা সকলকেও তাহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন সাধক বিম্বিত হইয়া দেখেন যে “পিণ্ডস্থং পিণ্ডবজ্জিতং”—এই দেহের মধ্যেও বটে, আবার তিনি দেহাতীতও বটে ॥ ৪

অস্বপ্ন। ইয়ং তু অপরা (ইহা কিন্তু অপরা প্রকৃতি), ইতঃ (ইহা হইতে) অন্তঃ (অন্ত) জীবভূতাং (জীবরূপা) মে (আমার) পরাম্ প্রকৃতিং (শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি) বিদ্ধি

(জানিবে), মহাবাহো! (হে মহাবাহো) যদা (যদ্বারা) ইদং জগৎ (এই জগৎ) ধার্য্যতে (ধৃত রহিয়াছে) ॥ ৫

অস্বপ্ন। অপরামিমাং প্রকৃতিমুপসংহরন্ পরাং প্রকৃতিমাহ অপবেয়মিতি। অষ্টধা বা প্রকৃতিবৃত্তেয়মপরানিষ্কৃষ্টা জডত্বাৎ পরার্থত্বাচ্চ। ইতঃ সকাশাৎ পরাং প্রকৃষ্টামন্তাঃ জীবভূতাং জীবস্বকণাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি জানৌহি। পরশ্চে হেতুঃ—যদা চেতনয়া ক্ষেত্রজরূপয়া স্বকৰ্ম্মদ্বারেনেদং জগদ্ধার্য্যতে ॥ ৫

ব্রহ্মানুবাদে। [অপরা প্রকৃতির উপসংহার করিয়া পরা প্রকৃতির কথা বলিতেছেন]—হে মহাবাহো, এই অষ্টধা প্রকৃতির কথা বাহা বলা হইল তাহা অপরা অর্থাৎ নিষ্কৃষ্টা। নিষ্কৃষ্টা কেন? এই প্রকৃতির জডত্ব ও পরাধীনত্ব হেতু ইহা নিষ্কৃষ্টা। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অস্ত্র একটি চেতনাময়ী জীবরূপা আমার প্রকৃতি অবগত হও; উহার শ্রেষ্ঠত্বের হেতু এই—ঐ প্রকৃতি ক্ষেত্রজ রূপা চেতন শক্তি, যিনি স্বকৰ্ম্ম দ্বারা এই অচেতন জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন। [শব্দ বলিয়াছেন—“অপরা—ন পরা নিষ্কৃষ্টাঃ শুদ্ধাঃ সৎসার-রূপা বন্ধনান্তিকেষু”—ইহা নিষ্কৃষ্ট অস্ত্র, ইহা বন্ধনান্তিকা অনর্থকরী সংসার-রূপা।—“মে পরাং প্রকৃষ্টা জীবভূতাং ক্ষেত্রজলক্ষণাং প্রাণধারণনিমিত্তভূতাং, যদা প্রকৃত্যেদং ধার্য্যতে জগদন্তঃ প্রবিষ্টয়া”—আমার শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি ক্ষেত্রজলক্ষণা জীবরূপা, প্রাণধারণ হেতুভূতা—যে প্রকৃতি স্বষ্টিকালে জগতের অন্তরে প্রবেশ করিয়া এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছে ॥ ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। সেই পরা-প্রকৃতি ব্রহ্মসূত্র পদ যাহা সুব্রহ্মসূত্রগত বিশ্ব-জগৎসংসার জীবরূপে জগৎ ব্যাপক মহাদেব লিঙ্গ—ব্রহ্মার স্বরূপ এই চলায়-মান সংসারকে ধারণ করিয়া বহিয়াছেন।—যেহেতুওঁর মধ্যেই ব্রহ্মসূত্র আছেন। এই বিশ্ব সংসার তাঁহারই অন্তর্গত। মূলধার হইতে ব্রহ্মসূত্র পৰ্য্যন্ত কূটস্থ স্বরূপে বিরাজমান। এই ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়াই এই শরীর ও জগৎ বর্তমান। তাহাই মহাকাশ রূপে অলিঙ্গ শিব স্বরূপ, এই অলিঙ্গই সমস্ত লিঙ্গের মূল। অর্থাৎ কিছুই ছিলনা তাহা হইতেই সব হইয়াছে। এই কিছু না থাকার অবস্থাই অবাক্ত বা অলিঙ্গ ব্রহ্ম। উহা কি—মুখে বলিবার উপায় নাই। আকাশই সেই ব্রহ্মের চিহ্ন। যখন কিছুই নাই তখনই আকাশ। কিন্তু সে আকাশ এই আকাশ নহে, বাহাকে আমরা আকাশ বলি। তাহাই মহাকাশ। ক্রিয়ার পরাবস্থায় যখন সমুদ্র এক হইয়া যায়, আমিও থাকি না, সেই মহাকাশ। সে আকাশ আবার সর্বদাই স্বপ্রকাশ, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্তই সে আকাশে দেখা যায়। তিনিই নানাস্থানে নানারূপ ও নানা নাম ধারণ করিয়া আছেন। তিনি স্থির হইয়া থাকিলেই অমৃতপদ লাভ হয়। ‘অব্যাক্তাজ্জায়তে প্রাণঃ’ এই প্রাণই জীবের আত্ম ‘প্রাণোহি ভূতানামাত্মঃ’। এই প্রাণের তিনটি পদ—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুমা; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র। এই তিন পদ সুষুম্নায় থাকিয়া স্থির হইলে এক হইয়া যায়, তখনই ক্রিয়ার পরাবস্থা বা অক্ষর পরমপদ বা পরব্যোম। এই অবস্থাতেই ‘সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ’ হয়।—এই মহেশ্বরই আত্মরূপে বিশ্ব মধ্যে অপ্রবিষ্ট হইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন। এই অবস্থায় তাঁহার

এতদুদ্যোদানি ভূতানি সৰ্বকীৰ্ত্তিপাধারয় ।

অহং কুংসম্ভ জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়সুখা ॥ ৬

মাতা সন্তা হয়। মায়ী যখন মায়াকে ভেদ করিয়া এক হয়ে যান, তখন বিবেচনাই বিবেচন্য হয়ে যান। এই প্রকৃতি ও আত্মা দুই এক, ভেদ নাই। চন্দ্র ও জ্যোৎস্নার মত যেখানে শক্তি সেইখানেই শিব, যেখানে কুন্তর সেইখানেই পরমাত্মা। এই প্রকাশরূপাই প্রকৃতি, আবার তাঁহাকেই জানিলেই তখন তাহা গোপন রূপেই যায়। রূপাতীতা হয়েও অনন্ত রূপে, ণগাতীতা হয়েও বহর মধ্যে, স্থিররূপেই য়াও—চঞ্চল মাদ রূপে সেই মরহর, মরহরী শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন—

“বা না মাহেবরী সূর্ত্তি জ্ঞানকপাতিশোভন।

যোমসমজা পরাক্ষাঃ নৈবা হৈমবতী সতী ॥”

এই চঞ্চল মাদ স্থির হয়েও অচঞ্চল হয়েই তাঁহাকে বুঝা যায়। তিনিই জ্ঞানরূপা, স্ফূটিকরূপের জায় উজ্জ্বল ও অসংশ, তিনিই মূল্যে স্থিত হয়েই—অর্থাৎ প্রাণ সহস্রের রোষ হয়েই তখন তাহা গোপন রূপে মরহর, তিনি তখন ‘একবাহু জগতাক্ত দ্বিতীয়া কা মমাপরা’—তখনই তাঁহার নাম সতী অর্থাৎ সৎ রূপে বর্ত্তমান, তিনিই তখন মঙ্গলগতা ও এক রক্তরূপা। চঞ্চল মাদ দ্বারা জীব আচ্ছন্ন সেই ‘সৎ ভাব বা পরম মঙ্গলরূপ পরমানন্দনিগর রক্তরূপে স্থিতিলাভ হয়েতেছে না। আধার বাতীত আধের ধাতক না। আধার জড়, আধের চেতন পদার্থ। এই চেতন পদার্থ জড়কে বন্ধে করিয়াই কিহু প্রকাশ পাইতেছে। এই জড়াদি দৃষ্ট প্রাপ্তই—অথবা প্রকৃতি। এবং যে চৈতন্যকে অবলম্বন করিয়া ঐ জড় প্রকাশ পায় সেই পরা প্রকৃতি। উহারি সর্বক্ষেত্রে অর্থাৎ স্বরূপে ক্ষেত্রজ। এই অর্থাৎ চৈতন্যই দৃষ্ট প্রাপ্তকে ধারণ করিয়া আছেন। শক্তি কিহু জড় ও অজড় উভয়েরই মধ্যে বর্ত্তমান। সেই জড়কে ভেদ করিয়া যখন শক্তি স্কুরিত হয়, তখনই আমরা তাহাকে চেতন ভাব বলি। যখন শক্তি নিজের মধ্যে নিজে স্থগত থাকে তখন তাহাকে জড় সন্তা দিই। চৈতন্য বাতীত জ্ঞানের বা কোনরূপ প্রকাশের সন্তাবনা থাকে না, জড় তাহার বারক, এইজন্ত প্রকৃতির চৈতন্যশ শ্রেষ্ঠ, এবং জড়শ নিষ্ঠ। এই চৈতন্যশই প্রাপ্তরূপা, স্পন্দনধর্মী। চৈতন্য যেখানে, সেখানেই স্পন্দন অবস্থিত হয়। অব্যক্ত নিম্ন পুরুষ হয়েই চৈতন্য বা প্রাণ স্পন্দিত হয়। প্রাণের স্পন্দনেই জগতের বিকাশ, তাই এই প্রাণই প্রকৃত পক্ষে জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন। এই নিতা বিরাট চৈতন্যময়ী মহাপ্রাণই মণাকালিকা। তিনি অব্যক্ত নিগুণ পুরুষের রূপে নগ্না বৃত্তাসমী উল্লাসময়ী, তাই চম্পকের ব্রহ্মাও প্রতিনিয়ত স্ফূর্ত্তিত হয়ে পাবিতেছে। এই বিরাট বিশ্বকে তাই প্রকাশ আনন্দ বা উল্লাস বলা হয়ে থাকে ॥ ৫

অস্ত্রজ্ঞাঃ সর্বাণি ভূতানি (সমস্ত ভূতগণ) এতদুদ্যোদানি (এই প্রকৃতির হয়েই জাত) ইতি (ইহা) উপধারয় (জানিও); অহং (আমি) কুংসম্ভ জগতঃ (সমস্ত জগতের) প্রভবঃ তথা প্রলয়ঃ (উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ) ॥ ৬

ক্রীমন্ত। অনায়াঃ প্রকৃতিঃ সর্গম্ নজ তথায়া সৃষ্টাদিকারণমহা—এতদ্বিতি। এতৎ ক্ষেত্রমস্ত্রজরূপে প্রকৃতি যোনী কারণভূতে যেহাং তাত্ত্বতদুদ্যোদানি। স্বরস-জ্ঞসমাস্তকানি সর্বাণি ভূতানীতুপাধারয় যুধর। তত্র জ্ঞাপ্রকৃতিরেবমপেণ পরিণম্যত। চেতনা ভূ মঙ্গলভূতা তাত্ত্বজ্ঞেন দেহেহু প্রবিষ্ট স্বকর্ম্মণা তানি ধারয়তি। তে চ মণীয় প্রকৃতী মন্তঃ সন্তুভূত। অতোহহমের কুংসম্ভ সপ্রকৃতিকস্ত জগতঃ প্রভবঃ। প্রকাশন ভবতাস্মাদিতি প্রভবঃ। পরং কারণমহানিত্যার্থঃ। তথা এনীয়তেহেনেনেনি প্রলয়ঃ। সর্বজীহ-পারমেবতর্থাঃ ॥ ৬

অক্ষকান্ত্রান্দান। [হই প্রকার নিজ প্রকৃতির কথা বলিয়া এক্ষণ তাহারা তিনিই দেহস্থাদিদিগ কারণ ইহাই নির্দেশ করিতেছেন]—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজরূপ প্রকৃতিরই বাহ্যর যোনি বা কারণ, সেই স্বরস জ্ঞসমাস্তক সর্বভূত এই প্রকৃতির হয়েই উৎপন্ন জানিবে। ইহার মধ্যে জ্ঞতা প্রকৃতি দেহরূপে পদ্বিগম লাভ করিয়া, এবং আবার অংশভূতা চেতনা প্রকৃতি ভোক্তা রূপে দেহে প্রবেশ করিয়া স্বকর্ম্ম দ্বারা দেহাদিকে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। আমার এই চাই প্রকৃতিই আমার হয়েই সন্তুত। অতএব আমিই সপ্রকৃতিক জগতের উৎপত্তির পরম কারণ, এবং সেইরূপ আমিই জগতের অনন্তকর্ত্তা বা সর্গজী ॥ ৬

অব্যোজ্ঞান্যাক্সিক ব্যাধ্যা। অক্ষয়ানি হইতে সকল ভূতের উৎপত্তি—হাশা হইতে উৎপত্তি—আশাতেই লয়।—একথাও বরককে পূর্ণ বিধূর্ণ করিয়া কেবলি অনেক ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতম অংশ চারিদিকে ছড়াইয়া পাড়। কিন্তু সেই অধু মত ক্ষুদ্রতম অংশটিতেও বরকই বর্ত্তমান থাকে, তরুণ বিধের প্রতি অমুর্গলার মধ্যেও চিং ও জড় মিলিত হয়েই বর্ত্তমান। নচেৎ কিহুই প্রকাশ পাইতে পারিত না। যেখানে সন্তা সেইখানে তাহার প্রকাশও বর্ত্তমান। যেখানে চিং ও থাকিরে জড়ও থাকিবে। এই জড় চিং সমন্বিত হয়েই এই অপরূপ দৃষ্ট প্রাপ্ত—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—নামরূপময় বিশ্বকে প্রকাশিত করিতেছে। এই চিং জড় সমন্বিত অবস্থার নামই প্রকৃতি। ইনিই মহামহেশ্বরী প্রাপ্তরূপা। যেমন সমুদ্রের বন্ধে দ্বিছোপ, সেইরূপ ব্রহ্ম বা চিত্তের মধ্যে “প্রাণ” প্রতিনিয়ত দ্বিছোপিত হয়েতেছে। যদি প্রকৃতিকে কেহ বিভাগ করিয়া দেখিতে চায়, তবে তাহার মধ্যে চিং ও জড় এই দুটি বস্তুই দেখিতে পাওয়া যাইবে। সর্বভূতে উৎপত্তির মূল বলিয়া ইহাকে ব্রহ্মদেয়ানি বনে। জ্ঞানরূপা চিং ইচ্ছাশক্তিময়ী, জড় ক্রিয়াক্রিয়ময়ী। কিহু চিত্তের সঙ্গার্শন না আনিবে জড়ের ক্রিয়াক্রিয়ও কোন স্কুরণ থাকে না। তাই যেখানে ক্রিয়া সেখানে জ্ঞানও বর্ত্তমান, এবং যেখানে জ্ঞান সেখানে ক্রিয়াও তদ্ব্যগ্রে অব্যক্তরূপে বর্ত্তমান থাকেই। এই চিং-জড়ময়ী প্রকৃতি এক অমৃত শক্তি। প্রথমতঃ ইহা আছে কি নাই তাহাই নির্ণয় করা হ্রসাধ্য, এই জড় শব্দ ইহাকে অনির্কটনীয় আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। এই বস্তুভোক্তারূপা পারমেবরী প্রকৃতিকে মায়া নামেও অভিহিত করা হয়। যখন ইহাকে পরমেবর হয়েই অভিন্নরূপে দেখা হয় তখনই তাঁহাকে মহামায়া বা মাহেশ্বরী শক্তি বা জগদাতা বা সৃষ্টিসৃষ্টিপ্রদায়কী বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহারই মধ্যে

অনন্ত কোটি কল্পিত খণ্ডাংশ অনন্ত কোটি জীব রূপে যেন অভিব্যক্ত হইতেছে। এই পারমেশ্বরী প্রকৃতি দেবী যখন সৃষ্টিমুখী হন, তখন পরম পুরুষ অচৈতন্যভাবে যেন পড়িয়া থাকেন, তাঁহারই বক্ষ হইতে এই চিরচঞ্চলা চিরনৃত্যময়ী প্রকৃতি কিসের ভাবে যেন উদ্ভূতা হইয়া এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডকে তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডার হইতে প্রকটিত করিয়া কারুণ্যপূর্ণমননে তাহাই অবলোকন করিতে থাকেন—এই করুণাপূর্ণ দৃষ্টিই বিশ্বের স্থিতির কারণ। আবার প্রলয়কালে প্রলয়নৃত্যোত্তমতা মা'র পদকমলের ঘন ঘন সস্তাভনে এই বিরাট বিশ্ব ধূলিকণার মত বিচূর্ণিত হইয়া তাঁহার মধ্যে সংহতা হইয়া যায়, এবং তিনিও পুরুষবক্ষে স্থিরাবস্থিত-রূপে শান্ত হইতে হইতে একেবারে তন্মধ্যে বিলীন হইয়া বান। ইহাই মহাপ্রলয়। ঠিক ঘনকৃষ্ণ কাদম্বিনীর বক্ষে চপলা চঞ্চলার ক্ষণেক বিকাশের মত আপনাকে কিয়ৎক্ষণের জন্য প্রকাশিত করিয়া স্বকীয় উত্তবহান ব্যোমমূর্তিরূপ পরম পুরুষ শিবকে যেন অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিয়া সেই নিবিড় ঘন মহাকাশের মধ্যে তিনি আত্মসংগোপন করেন। ইহাই সৃষ্টি ও লয়ের পুনঃ পুনঃ অভিনয়। এ অভিনয় যে কেন তাঁহার, তাহা কেহই বলিতে পারে না। ইহাই বোধ হয় তাঁহার আনন্দ। অসীমকে সীমার মধ্যে আনিয়া, অথওকে কতিপয় খণ্ড বোধের মধ্যে আনিয়া—এ বৃষ্টি তাঁহার প্রমোদ। এ যে কি তাহা তিনিই জানেন। যখন শক্তি ক্ষুরিত হইয়া সৃষ্টির দিকে উন্মুখ হয়, তখন সেই অব্যক্ত ব্রহ্মকলা হইতে নাদ সমুৎপন্ন হয়, এই নাদ হইতে ব্রহ্মবিন্দু প্রকটিত হয়। নাদ বিন্দুর মধ্যে প্রবেশ করে। ইহাই গর্ভাধান। সেই বিন্দুর মধ্যে তুমি, আমি ও এই সারা বিশ্ব লুপ্তাধিত থাকে, এবং তাহা হইতে সমুদ্ভূত হয়। এই বিন্দুই জগতের মাতৃহানীয়া ব্রহ্মধোনি, এবং নাদই অক্ষরব্রহ্ম বা পুরুষশক্তি। এই হইয়ের মিলন হইতেই মহৎজ্যোতি এবং এই মহৎজ্যোতি হইতে মন বা সঙ্কল্পবিকল্পময় জগৎ। লয়ও ঠিক ঐক্লপ বিপরীত ভাবেই হইয়া থাকে। মন জ্যোতিতে মিলিয়া যায়, জ্যোতি ধ্বনির মধ্যে বিলীন হয়। ধ্বনি অনন্ত চিদাকাশরূপ অব্যক্তের মধ্যে অঙ্গ গোপন করে। পরে চিদাকাশ পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তমের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়। তাহার পর যে কি হয় ও কি থাকে তাহা বলা অসম্ভব। ইহাই ‘আমা হইতে উৎপত্তি এবং আমাতেই লয়’। এই পুরুষোত্তম নিরঞ্জনই পরব্রহ্ম, ইনিই সমস্ত জগদাদির উৎপত্তি ও লয়ের কারণ। এবং প্রকৃতি এই পরব্রহ্মেরই প্রকাশ বা শক্তি। এই জগৎখেলা প্রবাহের মত কেন যে চলিতেছে তাহা জগৎকর্তাই বলিতে পারেন। জীবের অনাদি অদৃষ্ট বলিলে ইহার উত্তর দেওয়া হয় বটে, কিন্তু এ উত্তর তুমিই কাহারও হৃদয় শান্ত হইবার আশা নাই। পরব্রহ্মের মধ্যে ‘একোহং বহু শ্রাম—বহু হইবার বাসনা অকস্মাৎ ক্ষুরিত হয়, এই ইচ্ছা হইতেই বহুর সৃষ্টি। এই ইচ্ছাশক্তিই ব্রহ্মের সঙ্কল্পময়ী প্রকৃতি বা ভাব, এই ইচ্ছাশক্তি হইতে তাঁহার জিহ্বাশক্তির বিকাশ হয়। এইরূপে ব্রহ্ম এক হইয়াও অনন্তাকারে আপনাকে প্রকাশ করেন। এই বহু হইবার বাসনা হইতেই বহিদৃষ্টি জাগ্রত হয় এবং অন্তর্মুখ ভাব বা আত্মতাবের বিস্তৃতি ঘটে ইহাই জীবের বন্ধন। চিৎরূপ ব্রহ্মের চেত্যভাবই তাঁহার প্রকৃতি। এই চেত্যভাবই বহুবাসনাময়ী স্পন্দন। এই স্পন্দন হইতে মন, বুদ্ধি, চিত্ত

মন্তঃ পরতরং নাশ্র্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭

অন্ধকার বা অন্তঃকরণাধিকা বৃত্তিরূপ পরিণাম। এই স্বরূপ বিস্তৃতি হইতেই জীবাশ্মার বন্ধন ভাব। আবার এই স্বরূপ স্থিতি হইতেই জীবাশ্মার বন্ধন ক্ষয় হয়। সুতরাং বাহ্য হইতে উৎপত্তি, তাহাতেই লয় ॥ ৬

অনুব্রত। ধনঞ্জয়। (হে ধনঞ্জয়) মন্তঃ (আমাপেক্ষা) পরতরং (শ্রেষ্ঠতর) অন্তঃ কিঞ্চিৎ (অন্ত কিছুই) নাস্তি (নাই) সূত্রে মণিগণা ইব (সূত্রে গ্রথিত মণিসমূহ যেমন তজ্রপ) ইদং সর্বং (এই সমুদয় জগৎ) ময়ি (আমাতে) প্রোতম্ (গ্রথিত) ॥ ৭

শ্রীশ্রবণ। বস্মাদেবং তস্মাৎ—মন্ত ইতি। মন্তঃ সক্ষাশং পবতরং শ্রেষ্ঠং জগতঃ সৃষ্টিসংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং কারণং কিঞ্চিদপি নাস্তি। স্থিতিহেতুরপ্যাহমেবেত্যাহ—ময়ীতি। ময়ি সর্বমিদং জগৎ প্রোতং গ্রথিতমাত্রিতমিতার্থঃ। দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টঃ ॥ ৭

ব্রহ্মানুভূতি। [অতএব] হে ধনঞ্জয়, আমা হইতে শ্রেষ্ঠ জগতের সৃষ্টি-সংহারের স্বতন্ত্র কারণ আব কিছুই নাই। জগতের স্থিতি হেতুও আমি, এতদর্থে কহিতেছেন সূত্রে মণিগণ যেমন গ্রথিত থাকে তজ্রপ আমাতে এই সমস্ত জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে অর্থাৎ আমাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। আমা ছাড়া কিছু নাই—আমি স্বল্পরূপে ব্রহ্ম স্বরূপে মূণাল তন্তব সদৃশ জীব হ'য়ে—সকল ভূতের মধ্যে মণির মালাব সূতার মতন রহিয়াছি।—মণিগণ সূত্রে আশ্রয় করিয়াই যেমন মণিমালা রূপে অবস্থিত থাকে, তজ্রপ কূটস্থ চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়াই জীব ও জগৎ প্রকাশিত রহিয়াছে। সূত্র না থাকিলে যেমন মালার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, তজ্রপ কূটস্থ বাতীত জীবের অস্তিত্ব থাকিতে পারিত না। যেমন মালার মধ্যে সূত্র গুপ্ত ভাবে থাকিয়া মালার ধারক হইয়া থাকে, তজ্রপ ব্রহ্ম সূত্ররূপে গুপ্ত থাকিয়া, এই জগৎ জীবকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই জন্ত কূটস্থই সর্ব বিবয়ের কারণরূপে বর্তমান। এই কূটস্থই কুলকুলিনীরূপে জীব শক্তি। ইনি মূল্যধারে ‘প্রস্তুতভূগাকাংরাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গমাত্রিতাং’ প্রস্তুত ভূগের স্তায় সার্ব জিবলায়াগারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছেন। ইহার রূপ—‘কোটি সৌদামিনীভাঙ্গা মূণাল তন্তবসদৃশী’ মূণালসূত্রের স্তায় ও কোটি বিজ্ঞাতের সদৃশ প্রভাময়ী।

ভগবানের এই জীব ভাবই মায়াশ্রিত ভাব, কারণ, স্তম্ভ ও স্থল শরীরাবিত হইয়া বাহিরে দেহাদি রূপে ও অন্তরে অর্দ্ধচন্দ্রাধিকা বিন্দু রূপে বিরাজমান। ইনিই জীবভূতা পরমা প্রকৃতি। ‘মায়ানন্দ বিবেকরূপললনা বিন্দুচন্দ্রাধিকে।’ আবার বলিতেছেন—

‘মূর্তিস্তে জননি! ত্রিধা স্বঘটিতা স্থলাতিস্থম্মাপরা,

বেদানাং নহি গোচরা কথমপি প্রাপ্তাঃ স্তু তামাপ্রয়ে ॥’

কনকে যেমন কুণ্ডল কল্পিত হয়, তজ্রপ ব্রহ্মেতে এই জগৎ কল্পনার দ্বারাই আশ্রিতব্য অবস্থান করিতেছে। নামরূপময় কুণ্ডল পদার্থ যেমন স্ববর্ণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে

রসোহমঙ্গু কোন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ ।

প্রণবঃ সর্ববেদেবু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮

তজ্জপ জীব ও জগৎ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান রহিয়াছে। ব্রহ্মই সত্য, নামরূপ বা মায়া সত্য রূপে দৃষ্ট হইলেও উহা পারমাণবিক সত্য নহে। স্বপ্নাদি অবস্থা অনীক হইলেও স্বপ্নদ্রষ্টা যেমন সত্য, তজ্জপ জীব ও জগৎ স্বপ্নের মত অনীক, কিন্তু স্বপ্নের অধিষ্ঠানভূত দ্রষ্টা অসত্য নহে। এই দ্রষ্টা পুরুষই সত্য, এবং দ্রষ্টার দৃষ্টকপে যাহা বর্তমান তাহা প্রকৃত নহে বিকৃতি মাত্র ॥ ৭

অনুব্রত। কোন্তেয়। (হে কোন্তেয়) অহম্ (আমি) অঙ্গু রসঃ (জলের মধ্যে রস); শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভা (চন্দ্র ও সূর্যের প্রভা); সর্ববেদেবু প্রণবঃ (সর্ববেদে প্রণব ওঁকার); খে শব্দঃ (আকাশে শব্দ); নৃষু পৌরুষম্ (মানবগণের মধ্যে পৌরুষ রূপে) অস্মি (আমি আছি) ॥ ৮

শ্রীশঙ্কর। জগতঃ স্থিতিহেতুত্বমেব প্রপঞ্চয়তি—রসোহমমিতি পঞ্চভিঃ। অঙ্গু রসোহং রসতন্মাত্ররূপয়া বিভূত্যা। তদাশ্রয়ত্বেনাঙ্গু স্থিতোহমমিত্যর্থঃ। তথা শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভাস্মি। চন্দ্রে সূর্য্যে চ প্রকাশরূপয়া বিভূত্যা তদাশ্রয়ত্বেন স্থিতোহমমিত্যর্থঃ। উত্তরব্রাহ্মণ্যোঃ দ্রষ্টব্যম্। সর্ববেদেবু বৈখরীরূপেবু ভনুলভূতঃ প্রণব ওঁকারোহস্মি। খে আকাশে শব্দতন্মাত্ররূপোহস্মি। নৃষু পুরুষেবু পৌরুষমুত্তমোহস্মি। উত্তমে হি পুরুষাতিষ্ঠতি ॥ ৮

অঙ্কানুবাদ। [জগতের স্থিতি হেতু যে আমি তাহাই পাঁচটি দ্রোণে দেখাইতেছেন]—হে কোন্তেয়, আমি জলে রসরূপ। রসতন্মাত্ররূপে বিভূতি দ্বারা জলের আশ্রয় হইয়া আমি রহিয়াছি। চন্দ্রসূর্য্যে প্রকাশরূপে বিভূতিদ্বারা তাহাদের আশ্রয় হইয়া রহিয়াছি। এইরূপ সর্ব পদার্থেরই আমি আশ্রয় বুঝিতে হইবে। সর্ববেদ প্রণবেরই বৈখরীরূপ—আমি প্রণবরূপে সর্ববেদের মূল। আকাশে শব্দতন্মাত্ররূপে আছি। এবং পুরুষের মধ্যে উত্তমরূপে আমি রহিয়াছি। উত্তমের পুরুষ বর্তমান থাকে ॥ ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। জলেব বসেব স্বরূপ, সূর্য্যেব কিরণের স্বরূপ, চন্দ্রেও তাই—যেমন যেমন প্রকৃতিতে রহিয়াছি তেমন ভাসমান হইতেছে। সংলোকেব মধ্যে সং—অসত্তের মধ্যে অসৎ—যেমন জলেতে সূর্য্যের তেজ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে—প্রতিমূর্ত্তি সূর্য্যের এবং পাতায় কিম্বা মুক্তিকায় সেই সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি দেখা যাইতেছে না—কেবল এক প্রকাশ মাত্র দেখা যাইতেছে তন্নিমিত্তে জল হইতে অগ্নি নির্মল—সেই জ্যোতির মধ্যে প্রকাশ অধিক হইতেছে—তাহা অপেক্ষা নির্মল বায়ু—তাহার দ্বারায় আবণ্ড নির্মলরূপে প্রকাশ হইতেছে—তৎপরে শূন্য বাহার স্থিতি হেতু অচল ব্রহ্মের রূপ—কূটস্থের—ব্রহ্মের দর্শন হইতেছে। তন্নিমিত্তে জল সূর্য্য চন্দ্রের প্রভা তিন আমারই রূপ।—এক ভগবৎ সত্তারই ক্ষুরণ সর্বত্র, আর কিছুই নাই। সেই ভগবৎ শক্তি একই বটে, আধারের ভিন্নতা হেতু

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ ।

জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিবু ॥

ভিন্ন ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছে—সং আধারে সংরূপে ও অসং আধারে অসং রূপে। যেমন আমার প্রতিবিম্ব মাটির মধ্যেও বিদিত হইতেছে, জলের মধ্যেও হইতেছে, আবার দর্পণের মধ্যেও হইতেছে। কিন্তু যে আধার যত স্বচ্ছ তাহাতে প্রতিবিম্ব তত স্পষ্টতর। কিন্তু সর্বত্র তাঁহারই প্রকাশ। প্রাণবায়ুর মধ্যে তাঁহার প্রকাশ আরও অধিক, তদপেক্ষা অধিক প্রকাশ শূন্যে। মন বসন শূন্য অবস্থান কাঁথিয়া শূন্য হইয়া যায়, তখন সেই স্বচ্ছ চিত্তগগনে হীরক, মণির ঝালর দেওয়া অসংখ্য সূর্য্য চন্দ্রের প্রকাশবৎ অপূর্ণ প্রকাশ জুটয়া উঠে। জগতে যাহা কিছু দেখি শুনি, সমস্তই সেই ব্রহ্মশক্তি। অর্থাৎ কার্য্যরূপে যাহা কিছু প্রকাশ, তাহা সমস্তই সেই ব্রহ্মশক্তিরই বিকাশ ভাবিবে। মনুষ্যের মধ্যে তিনি পৌরুষ রূপে বর্তমান। মনুষ্যের মধ্যে কর্ম্মশক্তি বা পুরুষকার তাঁহারই বিভূতি। যে পুরুষকারকে নিজ শক্তি বলিয়া অভিমান করে সেই অন্ধ। অভিমান বা অহংকার দেখানো হইবে বলিয়া আবার যে পুরুষকার প্রয়োগ না করিয়া আলোকে সময় ক্ষেপ করে এবং সমস্তই অদৃষ্টের দ্বারা হইবে বলিয়া কর্ম্মোত্তম করে না, বিশিষ্টদেব তাহাদিগকে গর্দভের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বাস্তবিকই তো আমার মধ্যে শক্তি রহিয়াছে, এবং সে শক্তি তাঁহারই। পৌরুষ রূপে তিনি আমার মধ্যে রহিয়াছেন, তবে আমি তাহা প্রয়োগ করিব না কেন? তাঁহারই শক্তিতে যখন কার্য্য করি তখন আমার গর্ভ বা অভিমান করিবার কিছুই নাই। শক্তি যে তাঁহার তাহা কেনোপনিবেদে তৃতীর ঋগে বক্ষ ও ইন্দ্রাদি দেবগণের আধ্যাত্মিকার সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। সেইজন্য কর্ম্মত্যাগের উপদেশ গীতার নাই, অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিবার উপদেশই বার বার ভগবান দিয়াছেন। কর্ম্ম না করিলে কেহ কখনও বীর শক্তির পরিচয় লাভ করিতে পারে না ॥ ৮

অনুব্রত। পৃথিব্যাং চ (পৃথিবীতে) পুণ্য গন্ধঃ (পবিত্র গন্ধ); বিভাবসৌ চ তেজঃ (অগ্নিতে তেজ) অস্মি (আমি হই), সর্বভূতেষু (সর্বভূতে) জীবনং (জীবন); তপস্বিবু চ (এবং তপস্বিগণে) তপঃ অস্মি (আমি তপস্তারূপে আছি) ॥ ৯

শ্রীশঙ্কর। কিম—পুণ্য ইতি। পুণ্যোহবিকৃতো গন্ধো গন্ধতন্মাত্রম্। পৃথিব্যা আশ্রয়ভূতোহমমিত্যর্থঃ। যদা বিভূতিরূপোশ্রয়ত্বত্ব বিবক্ষিতত্বাৎ স্বয়ভিগন্ধৈবোৎকৃষ্টতয়া বিভূতিত্বাপ্ণোয়গন্ধ ইত্যুক্তম্। তথা বিভাবসাবদৌ যত্তেজো দীপ্তিস্তদহম্। সর্বভূতেষু জীবনং প্রাণধারণবায়ুরমমিত্যর্থঃ। তপস্বিবু বানপ্রস্থাদিবু দ্বন্দ্বসহনরূপং তপোহস্মি ॥ ৯

অঙ্কানুবাদ। আমি পৃথিবীতে অবিকৃত গন্ধ অর্থাৎ আমি পৃথিবীর আশ্রয়ভূত গন্ধ তন্মাত্র। গন্ধের উৎকৃষ্টতা হেতু উহা ভগবানের বিভূতি, তাই পুণ্যগন্ধ ভগবৎ বিভূতির আশ্রয়। সেইরূপ অগ্নিতে যে সহজাত হুঃসহ তেজ বা দীপ্তি তাহা আমি। সর্বভূতে প্রাণধারণরূপে আয়ু আমি। বানপ্রস্থাবল্লী তপস্বীগণের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব (শীতোষ্ণাদি)-সহনরূপ তপস্বী ॥ ৯

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।

বুদ্ধিৰ্ভুঙ্ক্ষিমতামস্মি তেজস্তুজ্ঞশ্চিনামহম্ ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। পৃথিবীতে যে ফুলের ভাল গন্ধ তাহাবও আকার নাই অথচ প্রকৃতিতে আসিয়া গন্ধরূপ প্রকাশ হইতেছে—সেও আমারই রূপ। সূর্য্যের তেজ যাহা আকাশ হইতে আসিতেছে—তাহা আকাশে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না কিন্তু প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার তেজোরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—তদ্রূপ নিরাকার ব্রহ্মশরীর কিছু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না—কিন্তু সেই শক্তির তেজ—মণিপুরে থাকিয়া—কথাবার্তা দ্বারায় প্রকাশিত হইতেছে—জীবন অর্থাৎ মহাদেব যিনি ক্ষেত্রজ হইতেছেন তাঁহাকে কেহ দেখিতেছে না—বাঁহাকে গুরুবাক্যের দ্বারায় জানা যায়—তাঁহার সমুদয় কর্মের দ্বাৰায় অর্থাৎ চলা প্রভৃতি দ্বারায়—সমুদয় জীবের প্রকৃতির মধ্যে থাকায় প্রকাশ পাইতেছে। তপোলোকে থাকিয়া সমস্ত দেখিতে পায় অর্থাৎ কূটস্থেতে। বাহ্য কেহ দেখিতে পায়না অথচ সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। অতএব তিনিই ব্রহ্মরূপ আমার রূপ।—পৃথিবীর তন্মাত্র গন্ধ, সে গন্ধ সর্বদাই পবিত্রাবস্থায় থাকে, অর্থাৎ সে গন্ধ কখনও মলিন হয় না। জড়বস্তুর মলিনতা স্পর্শ হইলে তখন তাহা বিকৃত হইয়া যায়। এই যে পৃথিবীর পবিত্র গন্ধ উহা ভগবদ্ভূতি বা তাঁহারই শক্তি। এ শক্তির আকার কিছুই নাই, কিন্তু প্রকৃতির সহিত সংযোগ হইয়া মাত্র তাহা গুরুরূপে বোধ হয়। ব্রহ্মের সেই একই পবিত্র শক্তি প্রকৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। যে শক্তি নাসিকার সূক্ষ্ম শক্তির সংস্পর্শে গুরুরূপে বোধিত হয়, সেই শক্তি আবার যখন চক্ষু সূক্ষ্মশক্তির সহিত মিলিত হয়, তখনই তাহা রূপ বা বর্ণে পরিণত হয়। লোকে বলে তাঁহার কথা শুনা যায় না—কিন্তু সর্বজীবের কণ্ঠ মধ্যে কাহার স্বর তবে ধ্বনিত হইতেছে?—সেই প্রণব হইতে বাকবৈবরী, প্রিয়তমের প্রণয় সস্তাবণ ও কোকিলের কুহুতান হইতে বায়সের স্বর্কশ কণ্ঠের কণ্ঠার শব্দ সমস্ত তাঁহারই বিভূতি। আমার শব্দকে শুনি কিন্তু বাঁহার শব্দ তাঁহার স্পর্শ পাই না, তাই ইঞ্জিয়েরা ব্যাকুল হইয়া সর্বদাই বিষয়ের মধ্যে তাঁহাকে অনুেষণ করে। ‘য একো দেবো বহুধা শক্তিব্যাগাং বর্ণনেনেকান নিহিতার্থো দধতি’। ‘যো দেবোহগ্নৌ যো অঙ্গু, যো বিশ্বঃ ভুবনমাবিবেশ যো ওষধীষু, বনস্পতিবু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ’ গন্ধের মধ্যেও যেমন তিনি, ঐ প্রদীপ্ত অগ্নির মধ্যেও সেই তাঁহারই প্রকাশ। সকল জীবের জীবন মধ্যে তাঁহারই প্রকাশ। মানুষের সৌন্দর্য্য, বল, জ্ঞান প্রভৃতি আত্মারই প্রকাশ। আবার তপস্তা—শীতাতপসহন, ইঞ্জিয়াদির নিগ্রহ, যোগীর প্রাণসংযম—এ সব শক্তি তাঁহা হইতে। সূতরাং আমার অহঙ্কার করিবার উপায় নাই। তপস্বীর তপঃশক্তি দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হয়, তাঁহার তেজ ও বল দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়—কিন্তু ইহা কি সবই তাঁর চিৎশক্তিরই খেলা নহে? ৯

অন্বয়। পার্থ! (হে পার্থ) মাং (আমাকে) সর্বভূতানাং (ভূতসমূহের) সনাতনঃ

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্ ।

ধর্মাধিকৃদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১

(চিত্তবৃত্ত) বীজং (বীজ বা কারণ) বিদ্ধি (জানিবে); অহং (আমি) বুদ্ধিমতাং—বুদ্ধিঃ (বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি), তেজস্বিনাং (তেজস্বীদিগের) তেজঃ অস্মি (তেজরূপে রহিয়াছি) ॥ ১০

শ্রীশ্রদ্ধ। কিঞ্চ—বীজমিতি। সর্বেরাং চরাচরাণাং ভূতানাং বীজং স্বজাতীয়কার্যোৎপাদন-সামর্থ্যং। সনাতনং নিত্যমুত্তরোত্তরকর্মকার্যোৎসাহাতম্। তদেব বীজং মহীভূতিঃ বিদ্ধি। নতু প্রতিব্যক্তি বিনশৎ। তথা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞাহমস্মি। তেজস্বিনাং প্রগল্ভানাং তেজঃ প্রাগল্ভ্যমহম্ ॥ ১০

অন্বয়। আমাকে সর্বচরাচরভূতের স্বজাতীয় কার্যোৎপাদনসামর্থ্য বীজ বলিয়া জানিবে। ঐ বীজ নিত্য অর্থাৎ উত্তরোত্তর সর্ব কার্যে অসুস্থ্যত। সেই বীজ আমার বিবৃতি জানিও। প্রকৃতির অভিযুক্তির ভায় বিনশয় নহে। [অর্থাৎ অজ্ঞাত বীজ অসুস্থ্য-পাদন করিয়া যেমন স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায় ভগবদ্বীজ সেরূপ নহে] তদ্রূপ আমি বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা। তেজস্বীদিগের আমি প্রাগল্ভ্য বা তেজ ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। ব্রহ্মযোনি হইতেই সব ভূতের উৎপত্তি—বুদ্ধিমানের বুদ্ধি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা—সকল তেজের তেজ অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্ম তদ্ব্যতীত কোন তেজ আসিতে পারে না।—সেই যে সূক্ষ্মতীক্ষ্ণ ব্রহ্মের অণু বাহ্য জগৎ-জীবের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ, তিনিই পরাপ্রকৃতি ব্রহ্মহুত বা প্রাণ বাহ্য সূক্ষ্মতার মধ্যে রহিয়াছে, বাহ্য না থাকিলে কিছু থাকিত না। ক্রিয়ার পরাবস্থাই বুদ্ধি, বাঁহাদের এই অবস্থা আসে তাঁহাদিরকেই বুদ্ধিমান বলা হয়। সাংসারিক বুদ্ধি থাকিলেও বা, না থাকিলেও তা। উহা সমস্তই মৃত্যুর দ্বার বলিয়া জানিবে। যে তেজের নিকট অস্ত তেজস্বীবর্গের বল অতি সামান্য মনে হয়, তাহাই বোগবল। কিন্তু সে সমস্ত শক্তি আত্মার। তিনি কূটস্থ রূপে সকল দেহে বিরাজমান। তিনি না থাকিলে প্রকৃতির ক্ষেত্র এই শরীরাদি বস্তু সমস্তই মৃতবৎ বলিয়া বোধ হয়। ঐ এক অনাদি অনির্লক্ষণীয় ব্রহ্মশক্তি বহুধা বিভক্ত হইয়া পৃথক পৃথক নামরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ঐ নামরূপ সমস্তই মিথ্যা। অনাদি বীজ স্বরূপ আত্মাই একমাত্র সত্য, বাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই সমস্ত বিশ্ব ভুবন পরিকল্পিত হইয়াছে ॥ ১০

অন্বয়। ভরতর্ষভ! (হে ভরতর্ষভ) অহং (আমি) বলবতাং (বলবান্-দিগের) কামরাগবিবর্জিতং (কাম ও অহরাগ শূন্য) বলং চ (বল), ভূতেষু (প্রাণীদিগের মধ্যে) ধর্মাধিকৃদ্ধঃ (ধর্মের অধিকৃদ্ধ) কামঃ অস্মি (কাম হইতেছি) ॥ ১১

শ্রীশ্রদ্ধ। কিঞ্চ—বলমিতি। কামোহপ্রাপ্তে বস্তুভিলাষো রাজসঃ। রাগঃ পুনরভি-লবিতের্থে প্রাপ্তেহপি পুনরধিকেহর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মকত্ববাহপরপর্য্যায়তামসঃ। তাভ্যাং বিবর্জিতং

যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাত্ত্বামসান্ধি য়ে ।

মন্ত এবতি তান্ বিদ্ধি ন হুহং তেবু তে ময়ি ॥ ১২

বগবতাঃ বলমহমসি । সাত্বিকঃ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যমহমিত্যর্থঃ । ধর্ম্মণাবিরুদ্ধঃ স্বদারৈবু
পুত্রোৎপাদনমাত্রোপযোগী কামোহমিতি ॥ ১১

অন্যান্তানুবাদঃ । কাম অপ্রাপ্ত বস্ততে অভিলাষ । রাগ অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত
হইয়াও পুনরায় অধিক প্রাপ্তির জন্ত চিত্তব্রজনাশ্রয়ক যে তৃষ্ণা । কাম রাজস, রাগ তামস ।
আমি বলবানদের এই কাম ও রাগ বর্জিত স্বধর্ম্মানুষ্ঠান সামর্থ্য সাত্বিক বল । প্রাণিগণে
ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ নিজ ধর্ম্মপন্থীতে পুত্রোৎপাদনমাত্রোপযোগী কাম রূপে আমিই অবস্থিত ॥
[দেহধারণমাত্রান্তর্ভোগহীনপানাদি বিষয়ঃ—স কামোহমি—শাস্ত্র অবিরুদ্ধ দেহধারণার্থ অশন
পানাদি মাত্র যে কামের লক্ষ্য তাহাই কাম—শব্দঃ] ॥ ১১

অন্যান্তানুবাদঃ । বলীর বল অর্থাৎ যোগবল—কামরাগ বর্জিত—
ক্রিয়া করা আমার রূপ—ধর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া করা—বিরুদ্ধ অর্থাৎ না ক্রিয়া করা—
অবিরুদ্ধ অর্থাৎ ক্রিয়া করা—ক্রিয়া করিবার ইচ্ছা (কামোহমি) আমার রূপ ।—
অপ্রাপ্ত বস্ত পাইবার অভিলাষকে কাম বলে । প্রাপ্ত বিষয়ের প্রতি অধিক তৃষ্ণাই রাগ ।
এইরূপ কামরাগশূন্য যে বল তাহাই সাত্বিক বল । স্বধর্ম্মানুষ্ঠান বা আশ্রমকর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত যে
সামর্থ্য তাহাই সাত্বিক বল । মনের খেয়াল বশতঃ বা কোন বস্ততে অনুরাগ বশতঃ তাহা
প্রাপ্তির জন্ত যে আশ্রয় বল বা পোষক প্রকাশ করি—ইহা সে বল নহে । ইহা সাধন করিতে
করিতে আপনাপনি উদয় হয় । তাহাতে চিত্তের কোন উৎস্রুত থাকে না । এইরূপ
বলবানদের যে বল তাহা আশ্রয়ই বল, ইহাকেই যোগবল বলে । এইরূপ ধর্ম্মবল বা ক্রিয়া
করিবার সামর্থ্য বাহ্যিক যত অধিক হয়, সে ততই আশ্রয়বলের সহিত অধিক পরিচিত হয়,
সে ততই মন দিয়া আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ক্রিয়া করিতে থাকে । ব্যুথিত
অবস্থায় এই সকল সামর্থ্যকে সিদ্ধি বলে, কিন্তু সমাধি সাধন পক্ষে উহাও উপসর্গ বা
প্রতিবন্ধক ! ‘তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুথানে সিদ্ধয়ঃ’—তাহারা সমাধিতে চিত্তের বিদ্রব্য স্বরূপ, কিন্তু
ব্যুথিত চিত্তে তাহারা সিদ্ধি—যোগদর্শন । ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কামই ভগবৎবিভূতি । আশ্রাতে
যে মনের সম্পূর্ণ স্থিতি, তাহাই ধর্ম্ম । সেই স্থিতির জন্ত যে চেষ্টা বা সাধন করার ইচ্ছা
তাহাও ধর্ম্ম । সংসারের অজ্ঞ কাজ করিলে এই স্থিতি নষ্ট হয়, কিন্তু মন দিয়া ক্রিয়া করিলে
এই স্থিতি নষ্ট হয় না । বরং এই আশ্রমকর্ম্ম দ্বারা মন আরও স্থির হয় । মন বিক্ষেপশূন্য
হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় । এই জ্ঞান প্রাপ্তির ইচ্ছায় যে সাধন করা হয় তাহা কাম হইলেও
উহা ভগবৎবিভূতি ॥ ১১

অন্যান্তানুবাদঃ । যে চ এব (আর যে সকল) সাত্বিকাঃ ভাবাঃ (সাত্বিক ভাব) যে চ
(আর যে সব) রাজসঃ তামসঃ (রাজসিক ও তামসিক—ভাব) তান্ (সেই সকলকে)
মন্তঃ এব (আমি হইতেই উৎপন্ন) ইতি বিদ্ধি (ইহা জানিবে) তেবু (সেই সকলে) ন তু অহং
(আমি কিন্তু নাই) ; তে ময়ি (তাহারা আমাতে রহিয়াছে) ॥ ১২

শ্রীমদ্ভগবতঃ । কিঞ্চ যে চৈবেতি । যে চাত্তেহপি সাত্বিকভাবাঃ শমদমাদয়ঃ । রাজসান্ধি
হর্ষদর্পাদয়ঃ । তামসান্ধি যে শোকমোহাদয়ঃ । প্রাণিনাং স্বকর্ম্মবশাজ্জায়ন্তে তান্ মন্ত এব
জাতানিতি বিদ্ধি । মদীয় প্রকৃতিগুণত্রয়কার্য্যভাৎ । এবমপি তেষুহং ন বর্ত্তে ! জীববন্ত-
দধীনোহহং ন ভবামীত্যর্থঃ । তে তু মদধীনঃ সন্তো ময়ি বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১২

অন্যান্তানুবাদঃ । যে সকল শমদমাদি সাত্বিক ভাব, হর্ষদর্পাদি রাজসিক ভাব,
আর শোক মোহাদি তামসিক ভাব এ সমস্তই প্রাণিগণের স্বকর্ম্মবশে উৎপন্ন হয়,—সেই সকল
আমা হইতেই জাত জানিবে । মদীয় প্রকৃতি অর্থাৎ গুণত্রয়ের ঐ সকল কার্য্য, সেইজন্য উহা
আমা হইতেই জাত জানিবে । এইরূপ হইলেও অর্থাৎ আমি হইতে-জাত হইলেও আমি
সে সকলে অবস্থিত নহি । অর্থাৎ জীবের মত আমি ঐ সকল গুণের অধীন নহি, কিন্তু
তাহারা মদধীন হইয়া আমাতে রহিয়াছে ॥ ১২

অন্যান্তানুবাদঃ । রজোগুণ তমোগুণ সমুৎপত্তে যাহারা লেগে
আছে তাহারাও আমি কিন্তু আমি তাহা নহি—পরন্তু তাহারা আমি—
অর্থাৎ তাহারা আমাতে নেই—কিন্তু আমি তাতে । যেমত কুটস্থ সকল মনুষ্য
সেই কুটস্থে নেই—কিন্তু আমি সকল মনুষ্যের মধ্যেই কুটস্থ স্বরূপে আছি ।—
শমদমাদি সাত্বিক ভাব, হর্ষদর্পাদি রাজসিক ভাব ও শোক মোহাদি তামসিক ভাব—এ
সমস্তই মনুষ্যের স্ব স্ব কর্ম্মবশে উৎপন্ন হয় : কর্ম্ম বধন গুণত্রয় হইতে উৎপন্ন এবং সেই গুণত্রয়
ভগবানেরই প্রকৃতি হইতে জাত, তখন এ সমস্তই ভগবান হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে বলা
বাইতে পারে । তবে এই সকল কর্ম্মে তিনি জড়িত নহেন বা তাহারা বিকার প্রাপ্ত হন না
কি প্রকারে ? তাহার কারণ জীব যেমন গুণের বশীভূত, ভগবান সেদ্রুপ গুণের অধীন
নহেন । কুটস্থ চৈতন্যরূপে পরমাশ্রয় দেহের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তিনি না থাকিলে
দেহেন্দ্রিয়াদি মনের কোন স্পন্দনই থাকে না । তিনি অত্যন্ত হৃদয় ও নির্মল, দেহেন্দ্রিয়
প্রভৃতি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের কার্য্যের প্রকাশক হইলেও
তাহাদের কোনও কার্য্য তাঁহাকে বিরক্ত করিতে পারে না । তাহার মুখ্য প্রকৃতি প্রাণের স্পন্দন
নিমিত্তই দেহেন্দ্রিয়াদিতে স্পন্দন ভাব লক্ষিত হয় । প্রাণ স্পন্দিত হইলেই তিনি স্বহান
হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন । তখন মনরূপে তিনি উর্দ্ধ হইতে নিম্নে অবতরণ করেন ।
মনের যেমন যেমন অবতরণ হইতে থাকে তেমন তেমন গুণ সকল উৎপন্ন হইয়া গুণানুযায়ী
চিত্তা ও কর্ম্ম বা সদস্য মানসিক অবস্থা সকল প্রকাশিত হয় । আবার বিপরীত মুখে মনের
গতি হইলে মনের অবস্থা নিরন্তর হইতে উচ্চতর উঠিতে থাকে । তাই মন বধন নাভির নিম্নে
থাকে তখন তামসিক ভাবের আবির্ভাব হয়, নাভির উর্দ্ধে এবং কঠোর নিম্নে থাকিলে
রাজসিক ভাব এবং কঠোর উর্দ্ধে থাকিলে সাত্বিক ভাবের বিকাশ হইতে থাকে । এইরূপ
মনকে আত্মাচক্রে রাখিতে পারিলে সবগুণ বিশেষ বৃদ্ধি পায়, পরে তথা হইতে গুণাতীত
অবস্থা লাভ হয় । মনও তখন সৰ্ব্বমবিকল্পশূন্য হইয়া “অমন” হইয়া যায়—অর্থাৎ
মন বলিয়া তখন আর কিছু থাকে না । ইহাই গুণাতীত নির্মল ভাব । গুণ সেখানে পৌছিতে

পায়ে না। তাই গুণাভীত কূটস্থ চৈতন্য সর্বদাই নির্বিকার। অথচ আলোক যেমন গৃহস্থিত বস্তু সমুদয়কে প্রকাশ করে, কিন্তু সে বস্তুর সহিত তাহার কোন সন্ধি থাকে না, তদ্রূপ পরমাত্মা কূটস্থরূপে সকল জীবের মধ্যেই রহিয়াছেন, নচেৎ জীবের কোন জ্ঞানই থাকিত না, তাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত থাকিত না, কিন্তু জীব সেই কূটস্থে স্থিত নহে, সেইজন্য জীব তাঁহাতে নাই, তাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত জানিতে পারে না। সে মনরূপে বহির্ভূত হইয়া বাহ্যবিষয়ে ফিরিতেছে। যদি ভাগ্যবশে কেহ সৎসকর সন্ধান পায় এবং তাহার উপদেশ মত কার্য্য করে, তবেই সে আপনায় নিজ গৃহে ফিরিয়া বাইতে পারে। সেখানে আনন্দে প্রাণের চাক্ষুশ স্তিমিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে মনও গলিয়া গলিয়া বিলীন হইয়া যায়। তখনই আত্মদর্শন হয় বা স্বরূপে অবস্থান হয়।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মজ্ঞ জন্তোনিহিতো শুভারাম্ ।
তমজ্ঞতুঃ পশুতি বীতশোকো
ধাতুপ্রদাদান্দিমানমাখ্যনঃ ॥

সুস্থ হইতেও যিনি সুস্থতর অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত, অবার বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর অর্থাৎ দেশকালের অতীত। এবস্তৃত চিন্তা আত্মা এই জীবের বুদ্ধির অভ্যন্তরে অবস্থিত। বাহ্যারা অজ্ঞত অর্থাৎ কামনা রহিত, বাহ্যারা বীতশোক অর্থাৎ মোহশূন্য অর্থাৎ রক্ত-নাদিভাবে অভিভূত নহেন তাঁহারা ধাতুপ্রদাদাঃ (ধাতু=শরীরধারক প্রাণ) অর্থাৎ প্রাণের স্থিরতা বশতঃ আত্মার সেই মহিমা অর্থাৎ নির্বিকার ভাবকে সাক্ষাৎ করেন।

কাহারও কাহারও মনে এই আশঙ্কার উদয় হয় যে ভগবান শব্দ, দম, জ্ঞানরূপ শাস্ত্রিক ভাবগুলি না হয় হইলেন, কিন্তু রাজস ও তামস ভাবও তিনি ইহা কিরূপে বিবাস করা যায়? বাহ্যকে সর্ব কল্যাণের আকর বলা হয় তিনি আবার সর্ব হুঃখের নিলয় রাজসিক ও তামসিক ভাবের মধ্যে থাকিবেন কিরূপে? স্থূল দৃষ্টিতে কথাটা সত্যই মনে হয়, এবং এত অসামঞ্জস্য ভগবানে থাকি কিরূপে সম্ভব তাহা বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠা শুল্ক বটে, কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে ইহা ব্রহ্ম কঠিন নহে। আমাদের শাস্ত্রে তাঁহাকে “সর্বস্বরূপ” বলা হইয়াছে, সূত্ররূপে ধর্ম-ধর্ম পাপপুণ্য বলিয়া যদি কিছু থাকে তাহা সমস্তই তাঁহাতে আছে। তাঁহাকে বাদ দিয়া কোন বস্তু নাই। যাহা কিছু সে সব তাঁহারই অভিযুক্তি। কিন্তু তিনি এ সকলে থাকিয়াও তাহার অতীত রূপে বর্তমান। এজন্য তিনি ব্যস্ত হইয়াও অব্যক্ত, মনরূপ হইয়াও অচিন্ত্য, ইন্দ্রিয়রূপ অথচ ইন্দ্রিয়াতীত, বুদ্ধিই আবার বুদ্ধির অতীত। তাই চতুর্থে মাতৃশোকে তাঁহাকে বলা হইল “অতিসৌম্যাত্মিরোজ্রাটৈ ন তাস্তৈশ্চ নমোনমঃ”—তুমি অতি সৌম্য আবার অতি রোজ্ররূপে রহিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। প্রাচীন ভারতীয় সাধকেরা তাঁহার ঘোর ও সৌম্য রূপ উভয়ই এক সঙ্গে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অবার তিনি যে এই ভাল মন্দ সু, কু, শুভ, অশুভের অতীত হইয়াও বর্তমান তাহাও তাঁহার জ্ঞানভেদ। তাই মায় বহু সঙ্গী দর্শনে ক্রিষ্ট শুভাহুরকে মা বুঝাইলেন—বহু কাহাকে বলিতেছ? ও যে সব আমারই

ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেতিঃ সর্বমিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভাঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩

রূপ—‘একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা’ এক আমি ছাড়া আর কি কেহ দ্বিতীয় আছে? ॥ ১২

অনুব্রজ। এতিঃ (এই) ত্রিভিঃ (তিনটি) গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ (গুণময়ভাব দ্বারা) ইদং সর্বং জগৎ (এই সমুদয় জগৎ) মোহিতম্ (মোহিত), এভা (এই সকল ভাব হইতে) পরম্ (বিলম্ব, অথবা ইহাদের নিয়ন্তা) অব্যয়ম্ (নির্বিকার) মাং (আমাকে) ন অভিজানাতি (জানিতে পারে না) ॥ ১৩

শ্রীশ্রবণ। এবংভূতবীশ্বরঃ স্বমেয়ং জনঃ কিমিতি না জানাতীতি। অত আহ— ত্রিভিরিতি। ত্রিভিক্রিবিধৈরেতিঃ পূর্বোক্তৈর্গুণময়ৈঃ কামলোভাদিত্রিগুণবিকারৈর্ভাবৈঃ স্বভাবৈর্মোহিতমিদং জগৎ। অতো মাং নাভিজানাতি। কথংভূতং? এভো ভাবৈভাঃ পরম্—এতিরস্পৃষ্টম্—এতেষাং নিয়ন্তারম্। অত এবাব্যয়ং নির্বিকারমিত্যর্থঃ ॥ ১৩

ব্রহ্মানুবাদ। [এমন যে জগদ্বীশ্বর তুমি, তবে লোকে তোমাকে জানে না কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন]—পূর্বোক্ত ত্রিবিধ কামলোভাদি গুণবিকার ভাব দ্বারা এই জগৎ মোহিত রহিয়াছে, এইজন্য আমাকে জানিতে পারে না। সেই “আমি” বা “ভগবান” কি প্রকার? এই সকল ভাব দ্বারা তিনি অস্পৃষ্ট—ইহাদের নিয়ন্তা। অতএব নির্বিকার ভগবানকে তাহার বুদ্ধিতে পারে না ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। তিনগুণের দ্বারা আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি ক’বে সকলে মগ্ন এই জগৎ চলায়মান—সকলেই মোহিত হইয়া রহিয়াছে। আমি যে অব্যয় অবিনাশী সকলের পর—তাহা কেহই জানেনা। অহং পদবাচ্য যে আত্মা তিনি ত্রিগুণাভীত, মায়ামুগ্ধ জীব তাঁহার স্বরূপ বুদ্ধিতে অসমর্থ।—আত্মসাগরে ক্ষুরিত অসংখ্য দৃশ্য বৃন্দ বৃন্দ দেখিয়া জীব মুগ্ধ। বৃন্দগুলি যে সেই অসীম সাগরবক্ষেই ভাসিতেছে তাহা বুদ্ধিতে না পারিয়া জীব সেই দৃশ্য পদার্থগুলি লইয়াই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু বৃন্দগুলি তো স্থির নহে, তাহারা যে চলায়মান। ঐ সকলে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি করিয়া জীব কখন আনন্দে হাসিতেছে কখন হুঃখে কাঁদিতেছে। এই দৃশ্যপদার্থ সমুদয় বাহ্যর বক্ষে ভাসিতেছে, তিনি কিন্তু চিরস্থির নিত্য অবিনাশী। তাঁহাকে দেখিলে আর এই জন্ম-মরণরূপ অসংখ্য তরঙ্গের দ্বারা প্রতিঘাত জীবকে মোহিত করিতে পারে না। গুণদ্বারা মোহিত জীব কেবল বাহ্য পদার্থ সমূহই দেখিতে পায় এবং তাহার প্রতি আসক্ত হয়, যিনি সকল পদার্থের আশ্রয় সেই আত্মার দিকে তুলিয়াও একবার লক্ষ্য করে না। আত্মাকে ছাড়িয়া প্রকৃতিতে থাকার জীবের নিকট এই রূপময় জগৎ প্রকাশিত হয়। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যখন দৃশ্যবর্ণ কিছুই থাকে না, আমি তুমি কিছুই থাকে না তাহাই গুণাভীত অবস্থা। সেই অবস্থায় না থাকিলে মোহমুগ্ধ জীব তাঁহার গুণাভীত অব্যয় ভাবকে ধারণাই করিতে পারে না, সূত্ররূপে মহামায়ায় জড়িত হইয়া যাহা নিত্য বস্তু তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতে পারে না ॥ ১৩

দৈবী ছেদা গুণময়ী মম মায়া হস্ততয়া

মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪

অনুব্রত। এষা (এই) দৈবী (অলৌকিকী) গুণময়ী (স্বাদিশুগণবিকারময়ী) মম (আমার) মায়া (শক্তিরূপা মায়া) হি (নিশ্চিতই) হস্ততয়া (হস্ততয়া), যে (বাহার) মাম্ এষ (আমাকেই) প্রপত্তস্তে (ভজনা করে) তে (তাহারা) এতাং মায়াং (এই মায়াকে) তরন্তি (অতিক্রম করিতে পারে) ॥ ১৪

শ্রীশ্রদ্ধা। কে ত্বহি ষাং জানন্তীতি ? অত আহ—দৈবীতি । দৈব্যালৌকিকী, অতাত্মতে-
তার্থঃ । গুণময়ী স্বাদিশুগণবিকারাদ্বিক। মম পরমেশ্বরশ্চ শক্তির্মায়া হস্ততয়া হস্ততয়া হি
প্রসিদ্ধমেতৎ । তথাহপি মামেবেতোবকারেণাব্যভিচারিণী ভক্ত্যাযে প্রপত্তস্তে ভক্তিমিত্যাগেতাং
সুহৃদমপি তে তরন্তি । ততো মাং জানন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৪

অনুব্রত। [তবে কাহারও তোমাকে জানিতে পারে ? এতদ্বত্তরে বলিতেছেন]
অলৌকিকী অতাত্মতা স্বাদিশুগণবিকারাদ্বিক। আমার মায়া হস্ততয়া । আমার (পরমেশ্বরের)
মায়াশক্তি যে হস্ততয়া তাহা প্রসিদ্ধই বটে তথাপি আমাকে বাহার অব্যভিচারিণী ভক্তির
দ্বারা ভজনা করে, এই মায়া হস্ততয়া হইলেও তাহার উত্তীর্ণ হইয়া যায় । তারপর আমাকে
জানিতে পারে ॥ ১৪

আত্মাত্মিক ল্যাংগ্যা। দৈবী অর্থাৎ কৃষ্ণ ব্রহ্মতে থাকিতে থাকিতে
দৈবীগুণ প্রাপ্ত হয়—আমার মায়া আত্মায়—অন্য বস্তুতে দেখিলে ব্রহ্ম ব্যতীত
দেখিতে পারে না—অর্থাৎ আত্মায় থাকিলে দেখিতে পায় । আত্মা হইতে দূর
হইলে দেখিতে পায় না । যে কেহ আমার আত্মাতে সর্বদা থাকে সেই আমার
মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয় অর্থাৎ ক্রিয়া করে চলে ।—প্রাণের চঞ্চল ভাব হইতে
“আনি” “আমার” বোধ হয়, উহাই মায়া । চিরস্থির আত্মভাবের মধ্যে “আনি আমার”
বোধ নাই, অর্থাৎ সেখানে মায়া নাই । ইহাই দৈবী ভাব, ইহাই কৃষ্ণ ব্রহ্ম । এখানে মন
রাখিতে পারিলে সাধকের দৈবী গুণ প্রাপ্তি হয়, হস্ততয়া আর মায়ায় মোহিত হইতে হয় না ।
আত্মভাব হইতে দূরে থাকিলে মায়া অতিক্রম করা যায় না । যে সর্বদা ক্রিয়া করে এবং
আত্মভাব থাকে তাহার প্রাণের চঞ্চল থাকে না, হস্ততয়া অচঞ্চল স্থির ব্রহ্মরূপকে লাভ
করিয়া সাধক এই চির নৃত্যময়ী চঞ্চল প্রাণরূপা মায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকেন । প্রাণের
চঞ্চলোই মনের চঞ্চল্য । সেই চঞ্চল মন থাকিতে আত্মার স্বরূপ কেহই বুঝিতে পারে না ।
স্বাশ্রয় আত্মা স্থির, স্থির মন না হইলে তাহাকে ধরা যায় না । অন্ধকার যে গৃহকে আশ্রয়
করিয়া থাকে তাহাকেই সে আবৃত করে, এইরূপ চঞ্চল প্রাণ যে স্থির প্রাণের (আত্মার)
আশ্রিত, সেই চিরস্থির ভাবকে সে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে । আত্মক্রিয়া দ্বারা এই চঞ্চল
প্রাণকে স্থির করিতে পারিলে তখন সে স্থির প্রাণের সহিত এক হইয়া যায় । এত যে হৃৎ-
ক্লেপময় চঞ্চল প্রাণ, বাহার শক্তিতে পরিচালিত হইয়া মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত
হইতেছে ও কত হৃৎ কষ্ট পাইতেছে, সেই মন যদি বিচার করিয়া আত্মক্রিয়া দ্বারা তাঁহার

ন মাং দুষ্কৃতিনো মৃঢ়াঃ প্রপত্তস্তে নরাধমাঃ ।

মায়াপহৃতজ্ঞানা আশ্রয়ং ভাবমাপ্রিতাঃ ॥ ১৫

শরণাগত হয়, তখন সে এই সাধনার ফলে সুহৃদতয়া মায়া অর্থাৎ চঞ্চল্য ভাবকে অতিক্রম
করিতে পারে । ক্রিয়া মন দিয়া করিলেই সঙ্গে সঙ্গে এক কথা সকলে বুঝিতে পারিবেন ।
অনেকে মনে করেন শরণাগত হওয়ার অর্থ তাঁহার উপর ভায়া দিয়া নিজে কোন প্রযত্ন না
করা । ইহা শরণাগতির ভাব নহে, ইহা চিন্তের মূঢ়তা ও আলস্যাদি জনিত প্রমাদ । বিচার-
বিহীন হইলেই মনে এই প্রকার ভ্রম উৎপন্ন হয় । শব্দ বলিয়াছেন—‘সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য
মামেব মায়াবিনং স্বাত্মভূতং সর্বাশ্রনাং যে প্রপত্তস্তে তে মায়ামেতাং সর্বভূতচিন্তমোহিনীম্
তরন্ত্যতিক্রামন্তি ।’ আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিব্যয়ই অবিজ্ঞা বা প্রকৃতি—ইহাই চঞ্চল প্রাণ, আর
‘মায়িনন্ত মহেশ্বরম্’—স্থির প্রাণই আত্মা বা মহেশ্বর । যিনি অল্প সময় দিকে না তাকাইয়া
কেবল শুকবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ক্রিয়া করিয়া যান, তিনিই এই স্থির প্রাণ মহেশ্বরকে
জানিতে পারেন । কোনদিকে না তাকাইয়া কেবল ক্রিয়াকে আশ্রয় করাই তাঁহার শরণাগতি ।
এইরূপ শরণাগত ব্যক্তিই এই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন । অর্থাৎ তাঁহার চঞ্চল
প্রাণ স্থিরভাব ধারণ করে । এইরূপ শরণাগতি ও পৌরুষ প্রযত্ন একই কথা । পুরুষকার
ব্যতীত প্রারম্ভ ক্ষয় হইবে না, সংস্কার ঘুচিবে না । পুরুষের শক্তিই তো পৌরুষ । পুরুষ একমাত্র
আত্মা । মানুষ সাধন করিলেও সেই আত্মশক্তির দ্বারাই সাধন করে । এই চঞ্চল প্রাণই
মহামায়া, তিনিই বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া জীবকে মোহবৃত্ত করিয়া রাখেন—‘বলদাক্রম্য
মোহায় মহামায়া প্রবল্ছতি’—চণ্ডী । কিন্তু যে নিজের দীনতা বুঝিয়া আত্মভাবে তাঁহার
শরণাগত হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করাই তাঁহার স্বভাব—ইহা জানিয়া জীব নিশ্চিত হয় ।
কোন দিকে তাকাইও না, শুকবাক্যে বিশ্বাস করিয়া অটল শ্রদ্ধার সহিত ক্রিয়া করিয়া যাও,
তাহা হইলেই ভোমার বার বার জন্ম মরণের ক্লেশ ঘুচিয়া যাইবে । প্রাণ চঞ্চল হইয়া শত
বন্ধনে যে মনকে জড়াইয়া রাখিয়াছে, মনের বন্ধনরঞ্জু খসিয়া যাইবে, তাহার ত্রিতাপের
সব জালা উপশান্ত হইবে । ক্রিয়া করিয়া কৃষ্ণে স্থিতি হইলে দৈবীগুণ সকল সাধককে
আশ্রয় করে । আত্মায় যে থাকে সে মায়ায় স্বরূপ দেখিতে পায়, তখন আর সে মায়ায়
যুক্ত হয় না । যে ক্রিয়া করে না সে আত্মাতে থাকে না হস্ততয়া মায়াকে ধরিতে পারে না ।
ক্রিয়া দ্বারা স্থিরভাব প্রাপ্ত হইলেই এই মায়াকে অতিক্রম করা যায় ॥ ১৪

অনুব্রত । দুষ্কৃতিনঃ (পাপীণী) মৃঢ়াঃ (মূঢ়) নরাধমাঃ (নরাধমগণ) মায়ায়া অপহৃতজ্ঞানাঃ
(মায়ায় দ্বারা অপহৃতজ্ঞান) আশ্রয়ং ভাবং (আশ্রয় ভাব) আপ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) মাং
(আমাকে) ন প্রপত্তস্তে (ভজনা করে না) ॥

শ্রীশ্রদ্ধা । যতঃ তহি সর্বে ভামেব কিমিতি ন ভজন্তি ? তত্রাহ—ন মামিতি । নরেশ্ব
যেধমাস্তে মাং ন প্রপত্তস্তে ন ভজন্তি । অধমস্তু হেতুঃ—মৃঢ়াঃ বিবেকশূন্যঃ । তৎ কৃতঃ ?
দুষ্কৃতিনঃ পাপীণীয়াঃ । অতো মায়াপহৃতং নিরন্তং শাস্ত্রাচার্যোপদেশাভ্যাং জ্ঞাতমপি জ্ঞানং

যেবাং তে তথা। অতএব দস্তো দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধঃ পার্শ্বম্বেবচেত্যাদিনা বক্ষ্যমাণমাহুরঃ
তাবং স্বভাবঃ প্রাপ্তাঃ সন্তো ন মাং ভজন্তি ॥ ১৫

বক্ষ্যানুবাদ। [যদি এই প্রকারই হয় তবে সকলেই তোমাকে ভজনা করে না কেন ? তদন্তরে বলিতেছেন]—নরের মধ্যে বাহারা অধম তাহারা আমাকে (পরমাত্মাকে) ভজনা করে না। তাহাদের অধমত্বের হেতু কি ? তাহারা বিবেকশূন্য। তাহার কারণ কি ? যেহেতু তাহারা পাপশীল। অতএব তাহাদের শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশজনিত জ্ঞান জন্মিলেও মায়া দ্বারা তাহা নিরস্ত হইয়া যায়। সেই হেতু তাহারা দম্ব, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পার্শ্ব অর্থাৎ নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি আসুরভাব প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ভজনা করে না ॥ ১৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। যাহা হৃদয় অর্থাৎ সূক্ষ্ম নহে = সূ = ব্রহ্ম = আত্মা = তাতে বাহাবা না থাকিল—তাহারা মূর্খ। তাহারা আমার চরণ অর্থাৎ আত্মা—(আত্মাই চরণ কেননা আত্মা এই শরীর হইতে অন্য শরীরে যায়—চরণও একস্থান হইতে অন্য স্থানে যায়) তাহাতে প্রকৃষ্টরূপে পড়ে না—অর্থাৎ ক্রিয়া কবে না। তাহারা নর বটে কিন্তু অধম। অধম শব্দার্থ—অ = মণিবন্ধ—কূটস্থ ; অধঃ = নীচে, কূটস্থেব নীচে থাকে উর্দ্ধে যায় না তদন্তর তাহারা অধম। অন্য দিকে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি কবিয়া আত্মায় দৃষ্টি ছেড়ে যায়। আর আত্মাতে সর্বদা দৃষ্টি করা = এই সুবেব—দেবতার কর্ম। অ = তাহারই উর্দ্ধা—অর্থাৎ অসুরের কর্মেতে নিযুক্ত থাকে।—বাহারা হৃদয়সম্পন্ন তাহারা আমার ভজনা করে না। সূক্ষ্ম তাহারাই বাহারা সর্বদা অসম্মত থাকেন। হৃদয়ে তাহার বিপরীত। এইরূপ হৃদয় বা পাপিষ্ঠের চারি প্রকারের হইয়া থাকে :—

১। মূর্খ—আমার সম্বন্ধে বাহাদের কোন জ্ঞান নাই, পশুর মত আহা, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন ব্যতীত আর কিছুই বুঝে না—তাহারা সাধনাব দিক দিয়াও যায় না।

২। নরাধম—বাহারা আমাকে একটু একটু বুঝে, কিন্তু বিব্রাদিতে অত্যন্ত আসক্তি বশতঃ আমার দিকে ঘেঁসে না। তাহাদের পাপকার্য্যেই বিশেষ আসক্তি বা রতি থাকে। কূটস্থে দৃষ্টি তাহাদের থাকে না, মণিবন্ধের নীচেই তাহাদের মন পড়িয়া থাকে—ইহারা নামে মাত্র মাহুর। কেবল অপকৃষ্ট কর্মেই রত, তাই মানবের মধ্যে ইহারা অধম, সাধন পাইলেও সাধন করিতে পারে না।

৩। মায়াপহন্তজ্ঞান—বাহারা সাধু সঙ্গুর নিকট কখন কখন উপস্থিত হইয়া আত্ম-জ্ঞানের কথা, ভগবানের কথা শুনে, কিন্তু সেই সকল বাক্যের মধ্যে কোথায় দোষ আছে সেই সব কুহুস্তি সর্বদা খুঁজিয়া বেড়ায়। মায়ার আবরণে এতদূর আবৃত যে এই তত্ত্বকথা শুনি, হয়তো কিছু উৎসাহও হইল, কিন্তু পরক্ষণেই কাহারও যদি সর্বনাশ করিলে নিজের কিছু লাভ হয় বুঝিতে পারে তখনই তাহার পানে ছুটিয়া বাইবে। সংসার কিছু নয় শুনি, মনে লাগিল বেশ, কিন্তু তখনই যদি পুত্রের পীড়ার বা কোন বিপদের সংবাদ পায়, আর ধৈর্য থাকে না, বিচার থাকে না। লোক-দেখানো সাধনা করিতে বসে, কিন্তু যদি শুনে অমুক সাধুর

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সূক্ষ্মতিনোহিহুঁন।

আর্ন্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬

নিকট মন্ত্র শিখিলে লোহাকে সোনা করা যায়, তখনই সাধন ছাড়িয়া সেই মুখে ছুটিবে। ইহাদের জ্ঞান মায়া দ্বারা যেন অপহৃত। জ্ঞান থাকিয়াও না থাকার সমান। এই প্রকৃতির লোকেরা সাধন পাইলেও ইহাদের চিত্ত সাধনার দিকে আকৃষ্ট হয় না।

৪। আসুর প্রকৃতি—ইহারা ভয়ঙ্কর অভিমানী বা স্পর্ধী হয়। জানে এই রকম সাধন করিলে কল্যাণ হইবে, কিন্তু সঙ্গুর নিকট বাইবে না। গেলে তাঁহার নিকট যে মাথা নত করিতে হইবে—ইহা সহ করিতে পারে না। কাহারও নিকট ছোট হইবে না। বাহা জানে না তাহাও জানি বলিয়া লোকের নিকট আপনায় পসার রাখিবার চেষ্টা করিবে। এজন্য যদি মিথ্যা বলিতে হয় তাহাও বলিতে সঙ্কচিত হইবে না। কেহ ভাল লোক আছেন, লোকে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে, আসুর প্রকৃতি ইহা সহ করিতে পারে না, অনর্থক সাধুর নামে অপবাদ প্রচার করিবে। সাজা সাধুর মধ্যেও এইরূপ অহর আছে—কোন ভাল সাধুর সুনাম হইলে তাহার অসহ হয়। যদি মিথ্যা অপবাদেও তাঁহার প্রতিপত্তি নষ্ট না হয়, তবে তাঁহাকে মৃত্যুমুখে ফেলিতেও তাহার মনে লজ্জা আসিবে না। নিজেই সর্বাপেক্ষা উচ্চ বলিয়া উহাদের বিশ্বাস, এমন কি নিজেকে ভগবান বলিয়া প্রচার করিবার হুঃসাহসও উহাদের বখেই থাকে। আবার ভগবানকে ভজনা করিতে দেখিলে হিংস্রাক্ষিপুত্র মত ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। কাহারও কাহারও রাবণের মত পূজার এবং তপস্যার আভ্যুদয় যথেষ্ট আছে, কিন্তু যত প্রকার হুকার্য্য আছে তাহা করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইবে না।

অসুর সুরের বা দেবতাদের বিপরীত। আত্মাকে সর্বদাই লক্ষ্য রাখা দেবতার কাজ আর অসুরের কাজ আত্মদৃষ্টিশূন্য হওয়া ॥ ১৫

অনুব্র। ভরতর্ষভ অর্জুন ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন) আর্ন্তঃ (রোগাভিত্ত বা কোনরূপ ক্রিষ্ট), জিজ্ঞাসুঃ (আত্মজ্ঞানলাভেচ্ছু), অর্থার্থী (ভোগৈশ্বর্য্যার্থী), জ্ঞানী চ (ও জ্ঞানী), চতুর্বিধাঃ (চারি প্রকার) সূক্ষ্মতিনঃ (সূক্ষ্মতিনাশী) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজনা করেন) ॥ ১৬

শ্রীশ্রদ্ধ। সূক্ষ্মতিনস্ত মাং ভজন্তোব। তে সূক্ষ্মতিনস্তমোদ চতুর্বিধা ইত্যাহ—চতুর্বিধা ইতি। পূর্বজন্মরূপে কৃতপুণ্যাস্তে মাং ভজন্তি। তে চতুর্বিধাঃ। আর্ন্তঃ রোগাভিত্তঃ। যদি পূর্বকৃতপুণ্যসুহি মাং ভজতি। অতথা সূদ্রদেবতা ভজনে সংসরতি। এবমুত্তরজাপি ব্রহ্মবান্। জিজ্ঞাসুরাত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ। অর্থার্থী অত্র বা পরত্র বা ভোগসাধনতোহর্থলিপ্সুঃ। জ্ঞানী চাত্মবিৎ ॥ [আর্ন্তিপরিশৃঙ্খিত তত্ত্বব্যবহারোগাদিনাভিত্তঃ—শঙ্কর] ॥ ১৬

বক্ষ্যানুবাদ। [সূক্ষ্মতিনাশী ব্যক্তিগণ আমাকেই ভজনা করেন। সূক্ষ্মতিন তারতম্য অহুয়ায়ী তাহারা চারি প্রকারের হইয়া থাকেন, তাহাই এখানে বলিতেছেন]—

পূর্বকল্পিত পুণ্য বাহ্যে থাকে, তাঁহারা ই আশার ভজনা করেন। তাঁহারা চতুর্বিধ। (১) আর্ন্ত—অর্থাৎ রোগাদির দ্বারা অভিভূত। তাঁহার যদি পূর্বকল্পিত পুণ্য থাকে তবেই আমাকে ভজনা করেন, অন্তথা ক্ষুদ্র দেবতার ভজনে সংসারগতি প্রাপ্ত হন। [ভক্তর ব্যাঙ্গ রোগাদির দ্বারা অভিভূত হইয়া আর্ন্তিক—শব্দ] (২) জিজ্ঞাসু—আত্মজ্ঞানেচ্ছু (৩) অর্থাৎ ইহলোকে বা পরলোকে ভোগসাধনভূত অর্থলিপ্সু। (৪) জ্ঞানী—আত্মবিৎ ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। চার রকমে ভাল লোক আমার ভজ—বাম হ'লে পর—ব্রহ্ম কি? এর অনুসন্ধান যে করে। টাকা প্রার্থনা করে—কিন্তু কোন কামনা প্রার্থনা করে। আর ক্রিয়ার পর যে অবস্থায় থাকে জ্ঞানী এই চার প্রকার।—যদিও প্রথম তিন প্রকারের ভক্ত সন্ধ্যা, কিন্তু তথাপি তাঁহারা স্মৃতিশালী, নচেৎ ভগবানকে ভজনা করিবেন কেন? (১) রোগ হইয়াছে চিকিৎসকের সাহায্য লইলেই তো হয়, এজন্য ভগবানকে ডাকা কেন? চিকিৎসকেরা যখন আর রোগের কিনারা করিতে পারেন না, তখন আর্ন্তবাক্তি কাতর হইয়া তাঁহারা ই আশ্রয় গ্রহণ করে। রোগ ভাল হইয়া বাইবে বলিয়া বাবা তারকনাথ, বাবা বৈষ্ণবনাথের দরজায় লোকে এখনও ধরা দেয়। কেহ বা সাধুর নিকট সাধন শিক্ষা করে এই আশার—সাধুর আশীর্বাদে যদি রোগ যায় বা, অথবা তাঁহার প্রদর্শিত সাধনপন্থার অনুসরণ করিলে যদি ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করে। দহা, ব্যাঙ্গাদির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া প্রাপন্নকার জন্ত ব্যাকুল চিত্তে ভগবানের নিকট কাতরভাবে প্রাণভিক্ষা করাও আর্ন্ত ভক্তের লক্ষণ। প্রাচীনকালে গজেন্দ্র গ্রাহভরে এবং দ্রৌপদী সভামধ্যে বিবসনা হইবার ভয়ে যে প্রাণ তরিতা ভগবানকে ডাকিয়াছিলেন ও তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন—ইহাও আর্ন্ত-ভক্তির হৃদয় দৃষ্টান্ত। সংসারের জালা-বস্ত্রণায় উদ্ধৃত হইয়া অর্থাৎ ভবরোগে কাতর হইয়াও কেহ কেহ তাঁহার শরণাপন্ন হন। (২) আত্ম বাহারা জিজ্ঞাসু—আত্মানুসন্ধানের জন্ত সাধুসঙ্গ করেন, শাস্ত্রাদি পড়েন, ব্রহ্ম কি, জগৎ কি, আমি কে এই সব বিচার করেন এবং সাধনভাস করেন—তাঁহারা ই জিজ্ঞাসু। প্রতি যুগেই জিজ্ঞাসু ভক্ত অনেক দেখা যায়। এ হেন কলিযুগেও জিজ্ঞাসু ভক্তের অভাব নাই। এত বড় বিরাট বিশ্বটি দেখিয়া এবং জীবের জন্ম মরণাদি হুংস রূপ দেখিয়া জিজ্ঞাসু না হওয়াই খুব আশ্চর্যের কথা।

(৩) অর্থাৎ—ভোগ ও ঐশ্বর্যের জন্ত ভগবানের ভজনা করেন। ইহাদেরও ভগবানের উপর খুব বিশ্বাস। সমগ্র বিশ্বের প্রভু, সর্বকর্তৃকল-বিধাতা বলিয়া তাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন হন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ভগবৎ সেবা দ্বারা তাঁহারা সর্বাভীষ্ট লাভ করিবেন। এখানে এত বিশ্বাস যে—বিচারের আর প্রয়োজন হয় না। শাস্ত্র, গুরুবাক্যে মনে তাহাদের কোন অবিশ্বাসই আসে না। শাস্ত্রনির্দিষ্ট সমস্ত ব্রত নিয়ম পূজাদি ইহারা খুঁটিয়া পালন করেন। ইহাই ইহাদের বিশেষত্ব। কিন্তু এখনও প্রাণে এ ভাব আসে নাই, যে ভগবানের জন্তই ভগবানকে পূজা করিতে হইবে বা তাঁহাকে গুণে তাঁহারা ই জন্ত ভালবাসিতে হইবে। ভগবানের নিকট দেনা পাওনা ছাড়া আরও যে কিছু প্রাপ্তব্য ও জ্ঞাতব্য আছে,—তিনি যে আমাদের প্রাণের প্রাণ, তিনি যে আমাদের সর্বস্ব, তিনি যে আমার “আমি”—ভাবের এই গভীরতটুকু তখনও তাঁহাদের হয় নাই। অর্থাৎ তাঁহারা ক্রিয়া করিয়া কেবল শক্তি বা বিভূতিই

তেবাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তিবিশিষ্ট্যতে।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহিত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭

অর্থেরণ করেন। ইহারা পানও তাই। শক্তি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন এতটা সাধনশক্তি লাভ হইয়াছে, সেইজন্য জিজ্ঞাসু অপেক্ষা ইহারা শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেণীর ভক্ত পূর্বে ও বর্তমান যুগেও অনেক হইয়া গিয়াছেন, সম্ভ্রুতি এখন আর এই শ্রেণীর লোক বড় দেখা যায় না। ঐশ্বর্য প্রভৃতি এই শ্রেণীর ভক্ত। ভগবদ্ভূষণ ইহারা জ্ঞানলাভ করিয়া পরে মুক্তিপদ লাভ করেন।

(৪) জ্ঞানী—উপরোক্ত তিন প্রকারের ভক্তই সন্ধ্যা, জ্ঞানী ভক্তই কেবল নিষ্কাম। জ্ঞানীর মনে কোন কলাভিসন্ধান নাই। প্রাণের টানে পড়িয়া ভগবান ব্যতীত আর কিছুই তাঁহার প্রাণে ভাল লাগে না। বাহ্য কিছু জীবনে তিনি করেন সবই ভগবানের জন্ত, কোন বাসনা বা কাম তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। ইহারা তৎসাক্ষাৎকারী পুরুষ, ব্রহ্মানন্দে বিভোর। জ্ঞান-বৈরাগ্যসম্পন্ন নির্বিঘ্ন পুরুষ, আত্মপ্রেমে মত্ত মাতোয়ারা, দেহ-বিভ্রমশূন্য।

জ্ঞান পরিপাকার্থ ইহাদের যে সাধনা তাহা নিম্নোক্ত প্রকারে ভাগবতে উল্লিখিত আছে—

“বদ্যন্তেষু নির্বিঘ্নঃ বিরক্তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

অভ্যাসেনাশ্রনো যোগী ধারয়েদলং মনঃ ॥”

যোগী যখন কর্ম্মেতে নির্বিঘ্ন ও কর্ম্মকলে বিরক্ত, তখন তিনি সংযতেন্দ্রিয় হইয়া আত্ম-ভ্যাসের দ্বারা মন বাহ্যেতে স্থির নির্বিঘ্ন হইয়া যায় সেইরূপ অচল স্থিতিতে মনকে লইয়া বাইবেন।

জ্ঞানভক্ত উদ্ধবকে তাই ভগবান উপদেশ করিলেন—

“ত্বং তু সর্বং পরিত্যজ্য মেহং স্বজনবন্ধুঃ।

ময্যাবেশ্চ মনঃ সম্যক্ সমদৃক্ বিচরন্ত গাম্ ॥”

তুমি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, স্বজন বন্ধুতে মেহতাগ করিয়া আমাতে সম্যকরূপে মন সমাধান কর এবং সমস্তই হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন কর।

সাধক সাধন করিতে করিতে ক্রিয়ায় পরাবস্থায় যখন তাঁহার মন সম্পূর্ণ তলাইয়া যায়, সেই পরমা স্থিতি ব্যতীত তাঁহার মনে বৈষয়িক লাভালাভের কোন হিঙ্গোলই আর যখন উঠে না, তখনই তাঁহাকে জীবযুক্ত পুরুষ বলা হয়। এই জীবযুক্ত পুরুষেরাই তাঁহার জ্ঞানীভক্ত। নারদ, বশিষ্ঠ, শুক, সনকাদি জ্ঞানীগণ এবং প্রহ্লাদ উদ্ধবাদি ভক্ত সাধকগণ—সকলেই তাঁহার জ্ঞানীভক্ত ॥ ১৬

অর্থঃ। তেবাং (তাঁহাদের মধ্যে) নিত্যযুক্ত (সদা যুক্ত) একভক্তিঃ (প্রেমাস্পদ আত্মাতে বা আমাতেই যার একমাত্র ভক্তি) [সেই] জ্ঞানী (জ্ঞানী) বিশিষ্ট্যতে (শ্রেষ্ঠ); অহঃ

(আমি বা আত্মা) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানীর) অত্যাঃ প্রিয়ঃ (অত্যন্ত প্রিয়), স চ (তিনিও) মম প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়) ॥ ১৭

শ্রীশঙ্কর । তেবাং মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—ভেবামিতি । তেবাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্টঃ । ভক্ত হেতবঃ—নিত্যযুক্তঃ সদা মরিষ্টঃ । একস্মিন্ মযোব ভক্তির্বিশ্ব সঃ । জ্ঞানিনো দেহান্তভিমানাভাবেন চিত্তবিক্ষেপাতাবানিত্যযুক্তদমেকান্তভক্তিঃ চ সম্ভবতি । নাশ্চ । অতএব হি তস্তাহমত্যন্তঃ প্রিয়ঃ । স চ মম । তস্মাদেতেনিত্যযুক্তাদিভিচ্চতুর্ভিত্তিঃ স উত্তম ইত্যর্থঃ ॥ ১৭

বঙ্গানুবাদ । [তাহাদের মধ্যে জ্ঞানীই যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই বলিতেছেন] এই চতুর্ভিত্ত ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্ট । ইহার হেতু এই যে (১) জ্ঞানী সদা মরিষ্ট, (২) একমাত্র আমাতেই তাঁহার ভক্তি, জ্ঞানীর দেহাদি অভিমানের অভাববশতঃ চিত্তবিক্ষেপ হয় না, এজন্য তাঁহার নিত্যযুক্ত ও একান্ত ভক্তির সম্ভব, অপরের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে । (৩) এই হেতু আমি জ্ঞানীর অত্যন্তই প্রিয়, (৪) আর তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয় । এই নিত্যযুক্তাদি চারিটি কারণে জ্ঞানীই সর্বাপেক্ষা উত্তম । [প্রসিদ্ধ হি লোকে আত্মা প্রিয়ো ভবতীতি । তস্মাৎ জ্ঞানিন আত্মদ্বায়াসুদেবঃ প্রিয়ো ভবতীত্যর্থঃ । স চ জ্ঞানী মম বাসুদেবস্তায়ৈবেতি মমাত্যর্থঃ প্রিয়ঃ—একথা প্রসিদ্ধ যে আত্মাই লোকের সর্বাপেক্ষা প্রিয়, বাসুদেব জ্ঞানীর আত্মা এইজন্য বাসুদেব জ্ঞানীর প্রিয়, আর সেই যে জ্ঞানী, আমার অর্থাৎ বাসুদেবের আত্মাই এইজন্য জ্ঞানীও আত্মার অত্যন্ত প্রিয়—শঙ্কর] ॥ ১৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । তজ্জ্ঞান ক্রিয়াব পর অবস্থায় যে থাকে সে বড়—সে নিত্য আমাতে থাকে গুরুবাক্যেতে বিশ্বাস করিয়া, সেই সকল অপেক্ষা উত্তম—ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে সেও আমার প্রিয় আমিও তাহার প্রিয় কারণ তখন দুই এক হইয়া গিয়াছে ।—যতক্ষণ “আমি” “তুমি” থাকিবে ততক্ষণ একভক্তি হওয়া সম্ভব নহে । মরিষ্ট যে—সে তাই সকলকে ভুলিয়া একমাত্র আমাকে বা আত্মাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে । যিনি ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্ত জ্ঞানী তাহার দেহাভিমানও নাই, চিত্তবিক্ষেপও নাই, এজন্য তিনি আত্মাতেই নিত্য প্রতিষ্ঠিত । যিনি আত্মাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, তাহার আমিভেরও বোধ নাই । এইরূপ নিরভিমান জগৎভোলা আত্মময় জ্ঞানীর আত্মা ব্যতীত আর কিছুই থাকে না । আত্মার সহিত তিনি তখন এক হইয়া গিয়াছেন । আত্মাই আত্মার প্রিয় । সুতরাং জ্ঞানী আত্মার ও আত্মার জ্ঞানী তো প্রিয় হইবেনই । ভাগবতে আছে—

“সাধবো হৃদয়ং মহং সাধুনং হৃদয়ং বৃহৎ ।

মদন্তস্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥”

মদভাবিত জ্ঞানীর আত্মাই আমি, আর জ্ঞানীও জানেন “প্রয়োহন্তরাং সর্বত্রাদন্তরতঃ গম্যমাণা”—আত্মা অস্ত সর্ব বস্ত অপেক্ষা অন্তরতম, সুতরাং জ্ঞানী আত্মাকে সর্বত্র বলিয়া জানেন—এইজন্য জ্ঞানী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্ত । আত্মাই আত্মার সর্বাপেক্ষা নিকট এবং

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী স্বাশ্বেব মে মতম্ ।

আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮

অন্তরতর । তাই আত্মা ব্যতীত আর সমস্তই পরমাণু হইতে দূরে । ‘আত্মবিদ্ আশ্বেব ভবতি’ আত্মবিদ্ পুরুষ আত্মাই হইয়া যান । তাই আত্মজ্ঞানীরা পরমাণুর এত প্রিয় । সকাম ভক্তগণ পরমাণুর সহিত নিত্যযুক্ত নহেন, কারণ সংসার ও ভগবান তাঁহারা দুই চান, এইজন্য তাঁহারা একনিষ্ঠও হইতে পারেন না । সব ভুলিয়া তাঁহার হইয়া যাওয়া ইহাদের পক্ষে সম্ভব নহে ॥ ১৭

অনুবাদ । এতে (এই) সর্ব্ব এব (সকলেই) উদারাঃ (উৎকৃষ্ট), তু (কিন্তু) জ্ঞানী (জ্ঞানী) আত্মা এব (আত্মাই অর্থাৎ আমা হইতে পৃথক নহে) মে (আমার) মতং (অতিমত); হি (যেহেতু) সঃ (সেই জ্ঞানী) যুক্তাত্মা (মদেকচিত্ত বা সমাধিতচিত্ত হইয়া) অনুত্তমাং (সর্বোত্তমা) গতিং (গতি) মাম্ এব (আমাকেই—মহ্যতিরিক্ত—অন্ত কোন কল নহে) আস্থিতঃ (আশ্রয় করিয়াছেন) ॥

শ্রীশঙ্কর । তর্হি কিমিতরে ব্রহ্মজ্ঞানঃ সংসরন্তি ন হি ? ন হীত্যাহ—উদারা ইতি । সর্ব্বোপোক্ত উদারা মহাত্মা মোক্ষভাজ এবত্যর্থঃ । জ্ঞানী তু পুনরাশ্রয়েতি মে মতং নিশ্চয়ঃ । হি বস্মাৎ স জ্ঞানী যুক্তাত্মা মদেকচিত্তঃ সন্, ন বিজ্ঞত উত্তমা বস্তাত্মানুত্তমাং সর্বোত্তমাং গতিং মামেবাহিত আশ্রিতবান্ । মহ্যতিরিক্তমন্তং কলং ন মন্তত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮

বঙ্গানুবাদ । [তবে কি অস্ত্র তিন প্রকার ভক্ত সংসারগতি প্রাপ্ত হন ? নিশ্চয়ই নহে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন]—ইহারা সকলেই (আর্জ, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী) মহান্ অর্থাৎ মোক্ষভাজ বটে, কিন্তু জ্ঞানী (মোক্ষভাজ তো বটেই) পুনরায় আমার আত্মা—ইহাই আমার নিশ্চয় । যেহেতু সেই জ্ঞানী মদেকচিত্ত হইয়া সর্বোত্তমা গতি আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন । মহ্যতিরিক্ত আর কোন কল তিনি মানেন না । [ব্রহ্মোহপি মম প্রিয় এবত্যর্থঃ । ন হি কশ্চিদন্তকো মম বাসুদেবস্তাপ্রিয়ো ভবতীতি । জ্ঞানী হৃত্যর্থঃ প্রিয়ো ভবতীতি বিশেষঃ—অস্ত্র তিন ভক্তই আমার প্রিয় । কারণ কোন ভক্তই বাসুদেব আমার অপ্রিয় হইতে পারে না । জ্ঞানী কিন্তু আমার অত্যন্ত প্রিয় এই মাত্র বিশেষ—শঙ্কর] ॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । তাহার দরজা সব খোলা—যে কেহ ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকে এরূপ আটকে থেক—আমার যে উত্তম গতি তাহারই পশ্চাৎ অণুর ভিতরে—গতি করে ।—“মন স্থির হওয়ার নাম নিরোধ, নিরোধ অবস্থাই ব্রহ্মের রূপ । তিনিই সত্য, আর সব মিথ্যা । যে সদা নিরোধ অবস্থাতে থাকে তাহারই প্রকৃত হিত বা কল্যাণ হয় । সে এক বিচ্ছিন্ন অবস্থা যখন ‘সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ’ হইয়া যায় । ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকার নামই জ্ঞান, যখন সে জ্ঞান সর্বদা থাকিবে, তখন সবই ব্রহ্ম হইল । এইরূপ সাধন করিতে করিতে নিঃশেষরূপে হিত হয় অর্থাৎ কূটস্থ মধ্যে যে নক্ষত্র স্বরূপ শুভা আছে তাহার মধ্যে প্রবেশ করতঃ মণিবন্ধের পর যে ব্যোম বাহার অণুর

বহুনাং জ্ঞানানন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপত্তে ।

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুহৃৎ ॥ ১৯

যথো ত্রিলোক সমস্ত আছে, তাহাও সমস্ত ব্রহ্মরূপ বোধ হয়। যেখানে সমস্ত আছে অথচ কিছুই নাই। সব এক হইয়া বাঁধায় তখন নিজেও থাকে না, হুতরাং সত্য মিথ্যা কিছুই থাকে না। ইড়া পিঙ্গলা সুবুধা প্রাণের তিন পা, এই তিন পা এক হইলে অর্থাৎ সুবুধায় থাকিয়া ক্রিয়ায় পর অবস্থায় থাকিয়া অক্ষরপদ পরব্রহ্মের অণু মধ্যে প্রবেশ করে, 'সর্বত্র ব্রহ্মবৎ জগৎ' হয়, তিনিই মহৎ, সেই মহৎ ব্রহ্ম (প্রাণ) হইতে সমুদয় সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া তাহা-দিগকে প্রাণী বলে। সমুদয় স্বাবর জন্ম প্রকৃতি সকলেতেই প্রাণ বায়ুরূপে সূক্ষ্মরূপে আছেন। এই বায়ুর দ্বারাই সকলের স্থূল অণুর ন্যায় হয়।" (সাহিত্যী মহাশয়ের বৈদ্যন্ত ব্যাখ্যা)

এইরূপে ক্রিয়ায় পর অবস্থায় যুক্তচিত্ত যোগী সর্বোত্তম গতিকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রবেশ করিয়া অণু হইয়া বান, আর দেহাভিমান থাকে না। আত্মা ব্যতীত তখন আব কিছুতেই তাঁহার চিত্ত লাগিয়া থাকে না। বিষয়াস্তরে চিত্ত না থাকিলেই আশ্রয় সহিত বনিষ্ঠভাবে যুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক ॥ ১৮

অনুব্রত। বহুনাং জ্ঞানান্ (বহু জন্মের) অন্তে (পরে) জ্ঞানবান্ (জ্ঞানী ব্যক্তি) সর্বত্র বাসুদেবঃ (সবই বাসুদেব) ইতি (এই প্রকারে) মাং (আমাকে) প্রপত্তে (প্রত্যক্ষ দর্শন করেন, বা সর্বাঙ্গদৃষ্টি দ্বারা আমার ভজনা করেন)। সঃ মহাত্মা (সেইরূপ মহাত্মা) সুহৃৎ (নিত্যন্ত দুঃখ) ॥ ১৯

শ্রীশ্রদ্ধা। এবংভূতো মজ্জোহতিদুর্ভ ইত্যাহ—বহুনামিতি। বহুনাং জ্ঞানান্ কিঞ্চিং কিঞ্চিং পুণ্যোপচয়নান্তে চরমে জন্মনি জ্ঞানবান্ সন্ সর্বমিদং চরাচরং বাসুদেব এবৈতি সর্বাঙ্গ-দৃষ্টা মাং প্রপত্তে ভজতি। অতঃ স মহাত্মা হপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিঃ সুহৃৎ ॥ ১৯

ব্রহ্মানুব্রত। [আমার এই প্রকার ভক্ত অতি দুর্ভ এতদর্থে বলিতেছেন]—বহু জন্মের কিঞ্চিং কিঞ্চিং পুণ্যের উপচয় দ্বারা চরম জন্মে জ্ঞানবান্ হইয়া 'এই চরাচর বাসুদেব' এইরূপ সর্বাঙ্গ দৃষ্টি দ্বারা আমাকে ভজনা করেন। হুতরাং তাদৃশ অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টি মহাত্মা সুহৃৎ ॥ ১৯

আশ্রয়ান্বেষক ব্যাখ্যা। অনেক জন্ম এই রকম করিতে করিতে আমার চরণে পড়ে থাকে—যাহা ইচ্ছা করে—তাহা ব্রহ্ম করিতেছেন এরূপ জ্ঞান করে—এরূপ সর্বব্যাপী ব্রহ্ম কোম মহাত্মার হয়—সে অতি দুর্ভ।—বহু জন্ম সাধন করিয়া সেই পুণ্যের জোরে সাধক জ্ঞানলাভ করেন। পরে বহু জন্ম জ্ঞান লাভ করিতে করিতে শেষ জন্মে হয়তো প্রকৃত জ্ঞানী হইতে পারেন। জ্ঞানী ভগবৎসত্তা ব্যতীত আর কোন কিছুর অস্তিত্ব বুঝিতে পারেন না। এইরূপ সর্বাঙ্গদৃষ্টি দ্বারা সাধনদুর্ভ পরমাত্মাকে জানিতে পারিলেই তিনি মহাত্মা হন, অর্থাৎ তাঁহার আত্মাই যে বিশ্বব্যাপী তিনি তখন তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ অবস্থা প্রাপ্তি বড়ই দুর্ভ হাজার হাজার সিদ্ধ সাধকদের মধ্যে হয়তো এক

কামৈতৈস্তৈস্তত্তজ্ঞানাং প্রপত্তস্তেহুদেবতাঃ ।

তং তং নিয়মমাশ্রায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০

জনের এই অবস্থা লাভ হয়। ইহাই জ্ঞানপূর্বিকা ভক্তি, ইহাতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে সমস্তই বাসুদেব এই জ্ঞান হয়। তিনি যে অণুরূপে সূক্ষ্মরূপে সর্বত্র অস্থপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তিনিই যে জগতের প্রভু এইরূপ বোধ হয়। বিষ্ণুপুরাণে বাসুদেবের অর্থ এইরূপ—

"ভূতেষু বসতে গোহর্জসন্ত্যজ চ তানি বৎ ।

ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবন্ততঃ প্রভুঃ ॥"

তিনি সকলের মধ্যে অস্থপ্রবিষ্ট, তাই জগৎ তাৎসমান হইতেছে। বত কিছু রূপ, সব রূপের রূপই হইলেন, কুটস্থ। এই স্বর্ষা স্বরূপ কুটস্থের পশ্চাতে থাকিলে ত্রিভুবন দেখা যায়। কুটস্থ ব্রহ্ম তাহার তিন চক্র, প্রথমে জ্যোতিষ্চক্র, পরে কৃষ্ণ চক্র, পরে নক্ষত্রচক্র—এই ত্রিচক্র, ইহাতে থাকিলে সূক্ষ্মরূপ ব্রহ্মে থাকা যায়। পরে কোটি স্বর্ঘ্যের উদয় হয়, তখন সমস্তই ব্রহ্মবৎ। এই শরীরের বায়ু যিনি প্রাণ, তাঁহারই ক্রিয়া বিশেষে অন্তরেতে স্বর্ঘ্যস্বরূপ দেখা যায়। সেই স্বর্ঘ্যস্বরূপ কুটস্থ সকলের মধ্যেই। তিনি আছেন বলিয়া সকল বস্তুর অস্তিত্ব; তাই তিনি বাসুদেব, জগতের বিধাতা ও প্রভু। এই সর্বত্র প্রবিষ্ট হির প্রাণরূপ বাসুদেবকে ভজনা করিলেই ক্রিয়ায় পরমাত্মারূপ মুক্তি আপনা হইতে আসে। তখন তিনি যাহা কিছু করেন, ভাবেন বা দেখেন, তাহা ব্রহ্মই করিতেছেন এইরূপ বোধ হয়। এইরূপ সর্বাঙ্গভাবে ব্রহ্মদর্শন বাহার হয় তিনিই মহাত্মা। এরূপ মহাত্মা প্রকৃতই জগতে সুদুর্ভ ॥ ১৯

অনুব্রত। তৈঃ তৈঃ (পুত্র, কীর্ত্তি শতজয়াদি বিষয়ক) কামৈঃ (কামনা দ্বারা) হুতজ্ঞানাঃ (অপহৃত-বিবেকবিজ্ঞান মহাভগবৎ) তং তং নিয়মঃ (দেবতারাদেশ্য নিমিত্তে যে যে নিয়ম তাহা) আশ্রয় (আশ্রয় করিয়া বা স্বীকার করিয়া) স্বয়া (নিজ) প্রকৃত্যা (স্বভাব কর্তৃক) নিয়তাঃ (বশীভূত হইয়া) অজ্ঞ দেবতাঃ (অজ্ঞ দেবতা সকলকে) প্রপত্তস্তে (ভজনা করে) ॥ ২০

শ্রীশ্রদ্ধা। তদেবঃ কামিনোহপি সন্তঃ কামপ্রাপ্তয়ে পরমেশ্বরমেব যে ভজন্তি তে কামান্ প্রাপ্য শনৈশ্চৈব ইত্যুক্তং। যে হুতান্তঃ রাজসাত্তামাসাচ্ কামাভিভূতঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ সেবন্তে তে সংসরন্তীত্যাহ—কামৈরিতি চতুর্ভিঃ। যে তু তৈস্তৈঃ পুত্রকীর্ত্তিশতজয়াদিবিষয়ৈঃ কামৈরপ-হুতবিবেকাঃ সন্তোহন্তাঃ ক্ষুদ্রা ভূতপ্রভেদকাছা দেবতা ভজন্তি। কিং কৃষা? তত্তদেবতারাদেশ্যে যো যো নিয়ম উপবাসাদিগুণসত্তং তং নিয়মং স্বীকৃত্য। তত্রাপি স্বয়া স্বীয়য়া প্রকৃত্যা পূর্বাভ্যাসবাসনয়া নিয়তা বশীকৃত্যঃ সন্তঃ ॥ ২০

ব্রহ্মানুব্রত। [বিষয়কামী হইয়া কাম প্রাপ্তির জন্ত যাহারা পরমেশ্বরকে ভজনা করে তাহারা অতীষ্ট বস্ত্র পায় এবং পরে ধীরে ধীরে মুক্তি লাভ করে। যাহারা অত্যন্ত রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতি তাহারা কামাভিভূত হইয়া ক্ষুদ্র দেবতাদের সেবা করে,

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াহচ্চিতুমিচ্ছতি ।

তস্ত তস্তাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১

তাহারা সংসার গতিলাভ করে, তাহাই চাষিটি শ্লোকে বলিতেছেন]—বাহারা কিন্তু পুত্র-কৌষ্ঠি-শত্রুজয়াদিবিষয়ক কামনার দ্বারা অপহৃতবিবেক তাহারা ভূত প্রেতযক্ষাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার ভজনা করে। কি ভাবে তাহারা এই সব দেবতার ভজনা করে? সেই সেই দেবতারাদ্বারা যে যে উপবাসাদি লক্ষণ নিয়ম আছে, সেই সেই নিয়ম স্বীকার করিয়া। সেখানেও স্বীয় প্রকৃতি অর্থাৎ পূর্ণাত্ম্য বাসনার দ্বারা বশীকৃত হইয়া অল্প দেবতা ভজন করিয়া থাকে ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। কামনা ক'বে অল্প দেবতা উপাসনা করে সুতরাং আত্মায় থাকে না—সেই রকম সব নিয়ম কবে—এই অষ্ট প্রকৃতির মধ্যে থাকে অর্থাৎ জন্ম হয়।—পূর্বাভ্যাসের অহরূপ যে সংস্কার উৎপন্ন হয় তাহাই জীবের প্রকৃতি, সেই প্রকৃতির বশীভূত হইয়া কামাদি দ্বারা বাহাদের বিবেক জ্ঞান অপহৃত, তাহারা অল্প দেবতার উপাসনা করে, আত্মদেবের উপাসনা করে না। তাহারা ছড়া প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া কাম লোভাদির বশীভূত হয় এবং সেই সেই কামোপভোগ প্রাপ্তির জন্যই ত্রুত নিয়মাদি পালন করে। আত্মাত্ম ভেদ না করিলে পরমাত্মতত্ত্বে পৌছিতে পারে যায় না। বাহারা স্থূল দেহ ও মনঃবুদ্ধি অংকার প্রকৃতি অষ্ট বহিমুখী প্রকৃতির বশে থাকে, তাহাদিগকে বার বার জন্ম মরণের বশীভূত হইতে হয়। যে সকল নিয়মাত্মক ও করে তাহাও ঐ বহিঃপ্রকৃতির অনুযায়ী সুতরাং প্রকৃতির বাহিরে যাইতে পারে না ॥ ২০

অনুব্রত। যঃ যঃ (যে যে) ভক্তঃ (ভক্ত) যাং যাং (যে যে) তনুং (দেবমূর্তিকে) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) অচ্চিতুন্ (অর্চনা করিতে) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করে), অহং (আমি) তস্ত তস্ত (সেই সেই ভক্তের) তাম্ এব (সেই দেবতার প্রতি) অচলাং শ্রদ্ধাম্ (অচলা শ্রদ্ধা) বিদধামি (বিধান করি বা দৃঢ় করিয়া দিই) ॥ ২১

শ্রীশঙ্কর। দেবতাবিশেষ যে ভক্তন্তি তেষাং মধ্যে—যো য ইতি। যো যো ভক্তো যাং যাং তনুং দেবতারূপাং মদীয়ামেব মূর্তিং শ্রদ্ধয়াহচ্চিতুমিচ্ছতি প্রবর্ততে, তস্ত তস্ত ভক্তস্ত তত্তনুত্তিবিষয়াং তামেব শ্রদ্ধামচলাং দৃঢ়ামহমন্তর্ধ্যামী বিদধামি ক্রোয়ামি ॥ ২১

বঙ্গানুবাদ। [দেবতা বিশেষকে বাহারা ভজনা করে তাহাদের মধ্যে] যে যে ভক্ত যে যে দেবতারূপ মদীয় মূর্তির শ্রদ্ধার সহিত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই সেই ভক্তের সেই সেই মূর্তি বিষয়ে অন্তর্ধ্যামী আমি শ্রদ্ধা অচলা অর্থাৎ দৃঢ় করিয়া দিই ॥ ২১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। যে বাঁহাতে ভজন করে তাহারই দ্বারা অচল শ্রদ্ধার বুদ্ধি আমিই দিই।—অল্প দেবমূর্তিও আমারই তনু, আমার কেবলপেই ভক্ত উপাসনা করুক, আমি সেই মূর্তির প্রতি তাহাদের অচলা শ্রদ্ধার বিধান করিয়া দিই। সমস্ত দেবমূর্তি ভগবন্ত, সব দেবদেহের মধ্যে তিনি অন্তর্ধ্যামী আত্মা সুতরাং ইহাতেও তাহারই উপাসনা হইয়া থাকে। পাছে ক্ষুদ্র দেবতা বলিয়া পূজকের মনে ক্ষোভ হয় এবং

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্তা বাধনমীহতে ।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২

তজ্জন্ত বধা নিয়মিত যদি শ্রদ্ধার অভাব হয়, তবে সে দেবতার উপাসনা ব্যর্থ হইবে, তাই তিনি সেই ভক্তের মনে সেই দেবতার প্রতি দৃঢ়া শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিয়া দেন। ইহাতে ফল এই হয়, শ্রদ্ধার সহিত তত্ত্ব দেবতার ভজনা করিয়া ফল লাভ করিলে দেবতার প্রতি ভক্তের দৃঢ়া ভক্তি হয়, এবং সেই ভক্তির জোরেই ক্রমশঃ তাহার আত্মদেবের প্রতিও ভক্তি লাভ হয়। দেবতারা তাঁহারই তনু কিনা, তাই ভক্তকে সত্য পথ বলিয়া দিতে, ভগবানকে ভজনা করিবার কথা শিক্ষা দিতে দেবতাদের আনন্দই হইয়া থাকে ॥ ২১

অনুব্রত। সঃ (সেই ভক্ত) তয়া (সেই) শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ (শ্রদ্ধার দ্বারা যুক্ত হইয়া) তস্তাঃ (সেই দেবমূর্তির) বাধনম্ (পূজা) ঈহতে (করিয়া থাকে), ততঃ চ (এবং সেই আরাধিত দেবতার নিকট হইতে) ময়া এব (আমা কর্তৃকই) বিহিতান্ (বিহিত) তান্ কামান্ (সেই সব ঈশ্বিত সমূহ) লভতে (লাভ করিয়া থাকে) ॥ ২২

শ্রীশঙ্কর। ততশ্চ—স তয়েতি। স ভক্তস্তয়া দৃঢ়া শ্রদ্ধয়া তস্তান্তনো বাধনমাবধানমীহতে ক্রোয়তি। ততশ্চ যে সংকল্পিতাঃ কামান্তান্ কামান্ততো দেবতাবিশেষালভতে। কিন্তু ময়ৈব তত্তদেবতান্তর্ধ্যামিণা বিহিতান্ নিশ্চিতান্ হি। ক্ষুণ্ণমেতৎ তত্তদেবতানামপি মদধীনত্ব-অনুভূত্বাচ্চৈতর্যঃ ॥ ২২

বঙ্গানুবাদ। তাদৃশ ভক্ত দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত সেই দেব-তনুর আরাধনা করে। এবং তদনন্তর সেই দেবতা বিশেষ হইতে সংকল্পিত বস্ত (অভীষ্ট বস্তু) সকল লাভ করে। কিন্তু অন্তর্ধ্যামিরূপে সেই দেবতার অবস্থিত মৎকর্তৃকই সেই ফল নিশ্চিত হয়। কারণ ইহা স্পষ্টই সেই সেই দেবতা মদধীন এবং মনুর্ভূত সুতরাং সে ফলেরও দাতা আমিই ॥ ২২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। সে সেই রকম শ্রদ্ধাপূর্বক কর্ম করিলে অর্থাৎ নিশ্চয় হইয়া কর্ম করিলে আমি তাহাকে সেইরূপ ফল দিই, কারণ তিনি সর্বত্র।—দেবতারা ভগবন্তের অধীন হইয়াই স্ব স্ব কাৰ্য্য করেন। দেবতারা তাঁহাদের ভক্তগণকে যে ফল দেন, তাহাও সেই ঐশ্বরিক নিয়মের অধীন। দেবতাদের মধ্যেও আত্মরূপে তিনিই বিদ্যমান। তিনিই সর্বকর্মের ফল বিধাতা। আমাদের কর্মের জিহ্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির প্রত্যেকটিরই পৃথক পৃথক অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন, তাহারা পূজিত হইয়া সন্তুষ্ট হইলে তত্ত্ব ইন্দ্রিয় শক্তির বলাধান হয়, সেই সব ইন্দ্রিয়-মধ্যে দৈব শক্তির সঞ্চার হয়। কিন্তু হস্ত পদ চক্ষু প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয়কেই সেই সেই দেবতা শক্তিদান করিতে পারিতেন না, যদি সমস্ত দেহেন্দ্রিয়াদি প্রকৃতির অধীশ্বররূপে আত্মা তন্মধ্যে না থাকিতেন। তিনিই যে প্রত্যেক দেবতার অন্তরস্থ হইয়া ভক্তের অভীষ্ট পূর্ণ করিতেছেন, তাহা এই দেব-যাজীরা ঠিক বারণা করিতে পারে না ॥ ২২

অন্তবন্তু ফলং তেবাং তন্তবত্যন্নমেধসাম্ ।

দেবান্ দেবযজ্ঞো যান্তি মন্তুক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩

অব্যক্তং ব্যক্তিনাপন্নং মন্তুক্তে মামবুদ্ধয়ঃ ।

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মন্তুক্তমম্ ॥ ২৪

অন্তরঃ । তু (কিন্তু) অন্নমেধসাং তেবাং (অন্নবুদ্ধি সেই জনগণের) তৎ ফলং (সেই ফল) অন্তবৎ (বিনাশী) ভবতি (হয়); দেবযজ্ঞঃ (দেবযজ্ঞিগণ) দেবান্ যান্তি (দেবলোক সকল প্রাপ্ত হয়) মন্তুক্তাঃ (আমার ভক্তগণ) মাম্ অপি যান্তি (আমাকেই পান) [অর্থাৎ আমার সকল ভক্তরা নিজ নিজ অতীষ্ট লাভ করিয়াও শেষে আমার ক্ষয়োদয়শূন্য নিত্যলোক প্রাপ্ত হয়] ॥ ২৩

শ্রীশ্রদ্ধা । তদেবং যতপি সর্ক্সা অপি দেবতাঃ সর্ক্সাঅনো মমৈব তনবঃ । অতন্তদারা-ধনযপি বস্ততো মদারাধনমেব, তত্র ফলদাতাহপি চাহমেব । তথাহপি সাক্ষান্মন্তুক্তানাং চ ত্রেবাং চ ফলবৈষম্যং ভবতীত্যাহ—অন্তবদিত্তি । অন্নমেধসাং পরিচ্ছিন্নদৃষ্টীনাং ময়া দত্তমপি তৎ ফলমন্তবত্বিনাশি ভবতি । তদেবাহ—দেবান্ যজন্তীতি দেবযজ্ঞঃ । তে দেবানস্তবতো যান্তি । মন্তুক্তান্ত মামনাত্তন্ত পরমানন্দং প্রাপ্নুযন্তি ॥ ২৩

ব্রহ্মানুবাদে । [যদিও সকল দেবতাই সর্ক্সাআ আমারই তনু, অতএব তাঁহাদের আরাধনাও বস্ততঃ আমারই আরাধনা এবং ফলদাতাও হইতেছি আমি; তাহা হইলেও সাক্ষাৎ মন্তুক্ত এবং ঐ সমস্ত ভক্তের মধ্যে ফল বৈষম্য আছে, ইহাই বলিতেছেন] ঐ সমস্ত অন্নমেধা পরিচ্ছিন্নদৃষ্ট জনগণের ফল যদিও আমিই দিই, তথাপি ঐ ফল বিনাশী হইয়া থাকে । দেবযজ্ঞীরা অন্তবান দেবলোক প্রাপ্ত হয়, আমার ভক্তগণ আমাকে অর্থাৎ আন্তস্তবিহীন পরমানন্দ প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । কিন্তু যে সকল ফলের অন্ত আছে—আমি ব্রহ্ম অনন্ত আমার ফল অনন্ত—আমাকে ভজনা করিলে আমাকেই পায় ।—অন্নবুদ্ধি ব্যক্তির অস্ত্র যে সকল দেবতাগণকে ফল লাভার্থ আরাধনা করে, সেই দেবতারাই অন্তবন্ত, সুতরাং তাঁহারা যে ফল দান করিবেন, তাহা কখনও অনন্ত হইতে পারে না । একমাত্র পরমাশ্রিত ব্রহ্মই অনন্ত সুতরাং আত্মোপাসকগণ অনন্ত ফল লাভ করিয়া থাকেন । জ্ঞানী ভক্তেরা তো অন্তে ব্রহ্মপদ লাভ করেনই, তাঁহার অস্ত্র তিনপ্রকার ভক্তও ব্যক্তি ফল লাভ করিয়া পরিশেষে মুক্তিপদ লাভ করেন কিন্তু ক্ষয়োদয়শীল দেবতাদের অর্চনা করিয়া অচিরস্থায়ী ফললাভ ব্যতীত অনন্ত ফল লাভের আশা নাই । একমাত্র ব্রহ্মই অবিনাশী, আর সমস্তই মায়িক বা বিনাশশীল, যে সেই অবিনাশী আত্মার উপাসনা করে সেই অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে ॥ ২৩

অন্তরঃ । অবুদ্ধয়ঃ (মনযতি অব্যবহিকার) মম (আমার) অব্যয়ম্ (ব্যয়বহিত অর্থাৎ নিত্য) অনন্তমম্ (নিরতিশয় বা সর্বশ্রেষ্ঠ) পরং ভাবং (পরমাত্মরূপ) অজানন্তঃ (না জানিয়া) অব্যক্তং (প্রপঞ্চাতীত অপ্রকাশ) মাং (আমাকে) ব্যক্তিন্ আপন্নং (মন্তুক্তকর্ত্তাদি ভাবপ্রাপ্ত বা সাক্ষাররূপে প্রকাশ প্রাপ্ত) মন্তুক্তে (মনে করে) ॥ ২৪

শ্রীশ্রদ্ধা । নহু চ সমানে প্রয়াসে মহতি চ ফলবিশেষে সতি সর্বেরূপি কিমিতি দেবতা-স্তরাং হিত্বা স্বামেব ন ভজন্তি ? তত্রাহ—অব্যক্তমিতি । অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতম্ । মাং ব্যক্তিং মন্তুক্তমন্তুক্তকর্ত্তাদিভাবং প্রাপ্তমন্নবুদ্ধয়ো মন্তুক্তে । তত্র হেতুঃ—মম পরং ভাবং স্বরূপমজানন্তঃ কথংভূতম্ ? অব্যয়ং নিত্যং । ন বিজ্ঞতে উভয়ো ভাবো বশ্যং তং মন্তাবং । অতো জগ-দ্রুণার্থং লীলয়াবিস্কৃতনানাবিশুদ্ধোজ্জিতসমুদ্ভূতিং মাং পরমেস্বরং চ স্বকর্ণনির্মিত ভৌতিক-দেহং চ দেবতাস্তরং সমং পশ্যন্তো মননমতয়ো মাং নাভীবাঙ্গিয়ন্তে । প্রত্যুত ক্ষিপ্ৰকলপঃ দেবতাস্তরমেব ভজন্তি । তে চোক্তপ্রকারেণাস্তবৎ ফলং প্রাপ্নুযন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪

ব্রহ্মানুবাদে । [আচ্ছা, যখন প্রয়াস সমানই, কিন্তু ফলগত ভেদ এত বেশী, তবে সকলেই কেন দেবতাস্তর ত্যাগ করিয়া আপনাকে ভজনা করে না ? তাই বলিতেছেন]—আমি “অব্যক্ত” অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত, কিন্তু অন্নবুদ্ধিরা আমাকে মন্তুক্ত মন্তুক্ত-কর্ত্তাদি ভাবপ্রাপ্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকে । তাহার হেতু এই যে তাহারা আমার নিত্য, সর্বোৎকৃষ্ট পরম স্বরূপ জানে না । অতএব জগৎ রক্ষার্থ লীলাবশে নানা বিগত উজ্জিত সমুদ্ভূতি ধারণকারী পরমেস্বর আমাকে তাহারা স্বকর্ণ নির্মিত ভৌতিক দেহধারী দেবতাস্তর সম জ্ঞান করিয়া আমার আদর করে না, বরং ক্ষিপ্ৰকলপদে দেবতাস্তরেই ভজনা করে । এইরূপে তাহারা অন্তবৃত্ত বা অনিত্য ফলই প্রাপ্ত হয় ॥ ২৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । অব্যক্ত ব্রহ্ম তাহাতে না থেকে ব্যক্ত যে এই শরীর ইহার উদ্দেশ্যে বাহ্যবা থাকে অর্থাৎ পাপ পুণ্যাদি কর্ম করে তাহারা ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে ভাব তাহা জানে না । সেই অব্যয় পরব্রহ্ম ।—দেহভাব থাকিলেই পাপ পুণ্য, দেহভাবই সন্ধীর্ণভাব । দেহদৃষ্টি থাকিলে দেহাতীত অব্যক্ত স্বরূপকে বুঝা যায় না । কারণ তাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে । ইন্দ্রিয়গম্য বাহ্য তাহা দেশ, কাল, বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন । সুতরাং তাহা সদা একরূপ থাকিতে পারে না । পরমাশ্রিত প্রপঞ্চাতীত অব্যয় স্বরূপ নিত্য নিবিশেষ, নিগুণ ও নিরাকার । এইরূপ দেহাতীত ভাবই ক্রিয়ার পরাবস্থায় উপলব্ধি হয় । ইহাই অব্যক্ত ব্রহ্মভাব, ক্রিয়াশূন্য অবস্থা । কিন্তু এই নিগুণ অবস্থা হইতেই সগুণ ভাব আসিয়াছে । ক্রমশঃ সূক্ষ্মতম ভাব হইতে বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও এই দেহাদি ব্যক্তভাব পরিস্ফুট হয় । এই ব্যক্ত ভাবই মায়িক ভাব, ইহাতেই বিবিধ ক্রিয়া, পাপ পুণ্য প্রভৃতি হইয়া থাকে । এ অবস্থার ক্ষয়োদয় আছে, এইজন্য জন্ম মৃত্যু স্থল দুঃখাদি বিবিধ বিকার লক্ষিত হয় । এ ভাবে জীব থাকিলে জিতাপের জালায় অস্থির হইয়া উঠে । এইরূপ দুঃখময় অবস্থা পাইয়া শ্রদ্ধার সহিত তখন আবার সৎগুরু প্রদর্শিত সাধন অভ্যাস করিতে করিতে ক্রিয়ার পরাবস্থারূপ অঙ্গ অধৈতাবস্থার উপলব্ধি করিয়া থাকে । ইহাই জ্ঞান, আর যাহা কিছু সবই অজ্ঞান । যাহারা ভোগে মুগ্ধ হয়, তাহাদের দেহ জ্ঞান ছুটে না সুতরাং পরমাশ্রিত নিত্য স্বরূপের সন্ধান না পাওয়ায় তাহারা মূঢ়ই থাকিয়া যায়, তাঁহার অন্ততম পরম ভাব আর তাহারিগের নিকট কুটরা উঠে না ।

আচ্ছা ! যাহারা তাঁহাকে সাক্ষার-ভাবে পূজা করে, তাহাদের অবস্থা জ্ঞানের না অজ্ঞানের ? জগৎ-রক্ষার জন্য ভগবান্ বহুবার জগতীতলে অবতীর্ণ হন । সেই অবতার রূপও পরমাশ্রিত

পরব্রহ্মের প্রকট রূপ, ইহা মনে করিয়া তাঁহার ধ্যান পূজা করিলে জীব মুক্তির সোপান দেখিতে পাইবে, কারণ সেই সকল লীলামূর্তিতে ব্রহ্মের অনাবৃত ভাব থাকে অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য শক্তি সম্পূর্ণ ভাবে বর্তমান থাকে। সাধারণ জীবও ব্রহ্মের অংশ কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মশক্তি অনাবৃত নহে, অজ্ঞানাবৃত থাকে। সাধন করিতে করিতে প্রতি চক্রে অথবা কুটস্থের মধ্যে তাহার বহুবিধ শক্তিমূর্তির প্রকট হয়, উহা সবই সেই ব্রহ্ম শক্তি। আবার জ্যোতিঃ, জ্যোতিঃর অভ্যন্তরে শুধা এবং ভ্রাম্যো নক্ষত্র, এ সমস্তও সাকার ভাব। আবার শিব, বিষ্ণু, চর্গা, সূর্য্য ও গণেশাদি মূর্তিকে অবলম্বন করিয়া (তাহাও পরব্রহ্মেরই রূপ) এইভাবে চিন্তা করিলে তাহাতেও ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে। নন বতক্ষণ ধরিতে ছুঁইতে পারে, ততদূর সাকার ভাবের নীচা, তাহার পর অধর, অস্পর্শ অরূপ ভাব—অনৌম চিং সত্ত্ব। মায়বদ্ধ, অজ্ঞানী জীব এই সকল ভাবে ভাবিত না হইয়া তাহাদের স্ব স্ব ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে সকল দেবতাদির উপাসনা করে, তাহাতে তাহার ক্ষুদ্র কল লাভ করে বটে, কিন্তু তাহার পরমাত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকারে বঞ্চিত হয়। ইহাদের পরমার্থদর্শিনী বুদ্ধি থাকে না, কারণ আজ্ঞাচক্রে স্থিতি লাভ না হইলে কাহারও অন্তর্দৃষ্টি খুলে না। সুতরাং পরমাত্মার সর্বোৎকৃষ্ট মায়াতীত নিত্য স্বরূপ বাহ্য, তাহা ইহার প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। সেই মায়াতীত অব্যক্ত ভাব সকলের মধ্যেই রহিয়াছে, তাহাই আসল বস্তু কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষ করিতে না পারায় বিভিন্ন দেহে প্রকটিত চৈতন্ত্যকে এক অঞ্চল চিৎস্বরূপে বৃত্তিতে না পারিয়া তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখিতে পারে। কুদ্রাদপি কুদ্র জীব, এমন কি অণু পরমাণুর মধ্যেও সেই এক ভগবৎসত্তা বিজ্ঞান ইহা তাহার বৃত্তিতে পারে না। দ্রষ্টে যত আছে ; ইহা সাধারণতঃ দৃষ্টিতে আসে না বটে, কিন্তু দৃষ্টকে মন্থন করিলেই দ্রষ্টার মধ্যে নবনীত ভাসিরা উঠে—তদ্রূপ সাধনরূপ মন্থন কার্য্যে যিনি অভ্যস্ত, তিনি দেহাদি হইতে পৃথক্ সেই জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে দেখিতে পান। সেই আত্মা সকল সময়েই সকলের দেহের মধ্যে রহিয়াছেন কিন্তু আবরণ ও বিক্ষেপকপ মায়ামুক্তি দ্বারা সাক্ষাদিত বলিয়া তাহার স্বরূপ সব সময়ে বোধগম্য হয় না। কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বায়ে কিছু কিছু সেই চৈতন্ত্যের প্রকাশ অনুভব হয় মাত্র। সাধারণতঃ দেহীর দেহ-মধ্যে সেই ব্রহ্ম আবৃতই থাকেন। সাধনা দ্বারা সেই আবরণ উন্মুক্ত করিতে হয়। কিন্তু কোন কোন দেহে ব্রহ্ম অনাবৃত, আবরণহীন অবস্থায় থাকেন। তাহারাই অবতার পুরুষ, আজ্ঞাসিদ্ধ বা জীবমুক্ত পুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। ইহাদিগকেও অজ্ঞানকে জীবেরা জানিতে পারে না। যেমন শ্রীকৃষ্ণকে কংস, শিশুপাল, দুর্যোধন প্রভৃতি বৃত্তিতে পারে নাই। প্যাণ্ডব সভায় শ্রীকৃষ্ণকে গালাগালি দিতে দেখিয়া জ্ঞানবৃদ্ধ যোগী ভীষ্মদেব শিশুপালকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

“কৃষ্ণ এব হি লোকানামুৎপত্তিরপি চাখ্যমঃ।

কৃষ্ণস্ত হি কৃতে বিশ্বমিদং ভূতং চরাচরম্ ॥

... ..

অয়ন্ত পুরুষো ব্যালঃ শিশুপালো ন বুধ্যতে।

সর্বত্র সর্বদা কৃষ্ণঃ তস্মাদেবং প্রভাষতে ॥”

মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ৩৮ অঃ।

নাহং প্রকাশঃ সর্বত্র যোগমায়াসমাবৃতঃ।

মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ১৫

এই শ্রীকৃষ্ণ হইতেই লোকসমূহের উৎপত্তি, এই চরাচর বিশ্ব শ্রীকৃষ্ণকৃত। এই অন্নবৃদ্ধি শিশুপাল তাহাকে চিনিতে পারে নাই, তাই সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলে ॥ ২৪

অনুব্রত। অহং (আমি) সর্বত্র (সকলের নিকট) ন প্রকাশঃ (প্রকাশিত হই না) [বেহেতু] যোগমায়া সমাবৃতঃ (যোগমায়া দ্বারা সমাচ্ছাদিত) [এইজন্য] মূঢ়ঃ লোকঃ (মোহ-গ্রস্ত লোক) অয়ং (এই) অজম্ (জন্ম-রহিত) অব্যয়ম্ (ক্ষয়-শূন্য) যাম্ (আমাকে) ন অভিজানাতি (জানিতে পারে না) ॥ ২৫

শ্রীশঙ্কর। তেহাং স্বজ্ঞানে হেতুমাৎ—নাহমিতি। সর্বত্র লোকত্র নাহং প্রকাশঃ প্রকটো ন ভবামি। কিন্তু মন্ত্রজ্ঞানামেব। বতো যোগমায়া সমাবৃতঃ। যোগো বৃত্তিমর্দায়ঃ কোষপাতিষ্ঠাঃ প্রজ্ঞাবিলাসঃ। স এব মায়াহবটমানঘটনাপটীয়ন্তাৎ। তয়া সংহর। অত এব মৎস্বরূপজ্ঞানে মূঢ়ঃ সন্নয়ঃ লোকোহজমব্যয়ং চ মাং ন জানাতীতি ॥ ২৫

ব্রহ্মসম্বাদ। [তাহাদিগের আত্মজ্ঞানের অভাবের কারণ বলিতেছেন]—

সকল লোকের নিকট আমি প্রকট হই না, কিন্তু মন্ত্রজ্ঞানিগের নিকট প্রকাশ হই। বেহেতু যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত থাকি, সেইজন্য লোক আমার স্বরূপজ্ঞানে মূঢ় হইয়া আমি যে অজ্ঞ এবং অব্যয়—তাহা জানিতে পারে না। যোগমায়া=যোগ ভগবানের অচিন্ত্য প্রজ্ঞাবিলাসরূপ সঙ্কর—অবটন-ঘটনপটীয়নী বলিয়া তাহাকে তাহার মায়ার বলে। এই অবস্থাতেই গুণের যোগ বা সংঘটন হয় ॥ ২৫

[যোগো গুণানাং যুক্তিঃ ঘটনং সৈব মায়্য যোগমায়া—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের যোগই এইস্থলে যোগ শব্দের অর্থ, সেই যোগই মায়্য—সঙ্কর। ভগবতো যঃ সঙ্করঃ স এব যোগঃ তদ্ব্যবস্থিনী বা মায়্য যোগমায়া—মধুহদন]

আশ্রয়াত্মিক স্ব্যাশ্রয়া। আমি সকলেব নিকট প্রকাশ নহি; কারণ অজ্ঞ বস্তুতে আসক্তি পূর্ব্বক সকলের দৃষ্টি আছে—তাহাতেই আবৃত থাকে—তন্নি-মিত্ত তাহার মূর্ণ সুভবাং আত্মাতে না থাকিয়া আমাকে জানে না। আমার—জন্মও নাই আমার নাশও নাই—সে এই ক্রিয়ার পর অবস্থা—যে কখন হইল কখন গেল কিছুই টের পাবে না।—ভগবানকে বা পরমাত্মাকে সকলেই জানিতে পারিত এবং বৃত্তিতে পারিত, তবে বৃত্তিতে পারে না কেন? কারণ জীব সাধারণের অজ্ঞ বস্তুতে আসক্তি থাকে, তাহাতেই তাহাদের জ্ঞান সমাচ্ছাদিত থাকে। এই জ্ঞানের আবরণ ভেদ করিতে পারেন জ্ঞানীরা, অজ্ঞানীরা পারে না। তাই তাহার তাহার চির স্থির নিত্য স্বরূপকে বৃত্তিতে পারে না। ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্তি হইলে বৃক্ষা যায়—কিন্তু এই জন্মমৃত্যুরহিত আত্মার দেহগত হওয়ায় অর্থাৎ দেহেতে আত্মবোধ হওয়ায় বার বার জন্মমৃত্যুর সংঘটন হইতেছে। ক্রিয়ার পরাবস্থায় বধন চিন্তের শুদ্ধি বা নিরোধ হয়, তখনই পরাংপর আত্মস্বরূপের প্রকাশ হয়, উহাই সত্য জন্মমৃত্যুরহিত অবস্থা। উহা ‘অদৃষ্টং, অব্যবহার্য্যং, অগ্রাহ্যং

বেদাং সমভীতানি বর্তমানানি চার্জুন ।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তে বেদ ন কচ্চন ॥ ২৬

অলক্ষণং, অচিন্ত্যং, আশ্চর্য্যপ্রত্যয়-সারং, ‘প্রপঞ্চোপশয়ং, শাস্তং, শিবমবৈতম’ । তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন, কশ্মেন্নির্যেও অগ্রাহ্য, ব্যবহারের অবোধ্যা, কোন চিহ্ন নাই যে তদ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে । তিনি অচিন্ত্য—মন তাঁহার মনন করিতে পারে না । আশ্চর্য্য-প্রত্যয় অর্থাৎ নিম্ন বোধরূপ—কেহ বুঝাইয়া দিলেও বুঝা যায় না, নিজে নিজে বুঝিতে হয় । তিনি প্রপঞ্চোপশয়—অর্থাৎ কিত্যাদি ভূতময় উপাধিশূন্য ; তিনি শাস্ত—অর্থাৎ ইন্দ্রিরেরা যখন বিষয় গ্রহণ করে না সেই অবস্থায় উপলব্ধব্য ; তিনি বৈতত্যব-রহিত এইজন্ত জন্মমরণাদি অমঙ্গলশূন্য শিবস্বরূপ । সাধনা দ্বারা এই অবস্থা লাভ হইলে শূণ্যের আবরণ থাকে না সুতরাং শরীরাদিতে অতিমান থাকে না । শূণ্য সংযোগ ছিন্ন হইলে তৎসহ মংগাও তদৃশ হইয়া যায় । জীব, শরীরস্থ হইয়া ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নাযোগে, গুণাচ্ছাদিতবৎ প্রতীয়মান হন । সাধনা দ্বারা গুণাতীত হইতে পারিলে অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অতীত হইতে পারিলে আর গুণত্রয় তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না । গুণত্রয়ের দ্বারা জীবসকলের দৃষ্টি বহির্মুখ হইয়া যাওয়ায় গুণ ও তাহার তার্য্যাদি প্রতিই বহুজীবের লক্ষ্য থাকে, তাই তাহার নিকট গুণাতীত ভাব সদা সমাচ্ছাদিত । এই সকল মোহবিড়্ধিত জীবেরাই মূর্খ, কেননা তাহাদের বেদোচ্ছাদন বুদ্ধি বা প্রজ্ঞানয়ন নাই । ক্রিয়ার পর অবস্থার যে অসীম স্থির-ভাব সেই স্থিরতাকে বিষয়-বিস্মৃত চক্ৰ-চিন্তেরা কিছুই ধারণা করিতে পারে না ॥ ২৫

অন্থন । অর্জুন (হে অর্জুন) অহং (আমি) সমভীতানি (ভূত) বর্তমানানি চ (ও বর্তমান) ভবিষ্যাণি চ (এবং ভবিষ্যৎ) ভূতানি (স্বাবয়ব রূপমাদি ভূত সকল) বেদ (জানি), তু (কিহ) কচ্চন (কেহই) মাং (আমাকে) ন বের (জানে না) ॥ ২৬

শ্রীশঙ্কর । সর্বোত্তমং মৎস্বরূপমজ্ঞানন্ত ইত্যুক্তং । তদেব স্বস্ত সর্বোত্তমত্বমনাবৃত্তজ্ঞান-শক্তিধ্বেন দর্শয়ন্তেষামজ্ঞানমাহ—বেদাহমিতি । সমভীতানি বিনষ্টানি, বর্তমানানি চ, ভবিষ্যাণি ভাবীনি চ ত্রিকালবর্তীনি ভূতানি স্বাবয়বজ্ঞানানি সর্বাণ্যহং বেদ জানামি । যাদ্যশ্রয়ঃশ্রয়ঃ । তত্য়াঃ শ্রায়ব্যমোহকত্বাভাবমিতি প্রসিদ্ধম্ । মাং তু কোহপি ন বেত্তি মন্যামোহিতত্বাং । প্রসিদ্ধং হি লোকে মায়ায়াঃ শ্রায়্যাবীণত্বমন্তমোহকত্বং চেতি ॥ ২৬

অন্থনানুবাদ । [সর্বোত্তম মৎস্বরূপ অজ্ঞানেরা জানিতে পারে না, তাহা বলা হইয়াছে, পরে আপনার সর্বোত্তমত্ব অনাবৃত্ত-জ্ঞানশক্তির নির্দেশ করিয়া, অন্তান্ত লোকের অজ্ঞান সহজে বলিতেছেন] হে অর্জুন, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালবর্তী স্বাবয়ব জ্ঞানমানি সমুদয় ভূত সকলকে আমি জানি । আমি যারার আশ্রয়, যার তাহার স্বীয় আশ্রয়কে মোহিত করিতে পারে না ইহা প্রসিদ্ধ । কিন্তু আমাকে কেহই জানে না ; কারণ তাহারা আমার মায়া-মোহিত । ইহা লোকে প্রসিদ্ধ যে মায়া নিম্ন আশ্রয়ের অধীন, কিন্তু অজ্ঞের মোহ-উৎপাদক । [নান্দো বোগমায়া মদীয়া সতী মযেশ্বরস্ত মায়াবিনো জ্ঞানং প্রতিবদন্তি—মায়াবী

ইচ্ছাৎসমুখেন দন্দমোহেন ভারত ।

সর্বভূতানি সংমোহং সর্গে বাস্তি পরস্তপ ॥ ২৭

আশ্চর্য্যাত্মিক ব্যাখ্যা । আমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সকলই জানি—তাহাত জানিবেনই কারণ সবই ব্রহ্ম—কিন্তু ব্রহ্মকে ব্রহ্ম না হইলে জানিতে পারে না ।—সীমাবদ্ধ কাল অস্থির ও চক্ৰ, তাই তাহাতে ত্রিকালের বোধ হয় । মহাকাল অচক্ৰ স্থির-স্বভাব সুতরাং তাহাতে ত্রিকাল নাই । যোগীন্দ্র পুরুষ বাহ্যকালকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সমস্তই বর্তমানের জ্ঞায় বোধ হয় । এই সব কালজয়ী পুরুষেরাই সর্কজ এবং কালারীন জীব বতই বড় পণ্ডিত হউন, তথাপি তিনি অজ্ঞ । কালের মধ্যেই যখন ভেদ রহিয়াছে, তখন কালারীন বস্তু-মাঝে ভেদ তো থাকিবেই । এই কালের ভেদ হওয়াতেই জন্ম মৃত্যু স্থিতির বোধ হয় । এইরূপ বোধই অজ্ঞান । কিন্তু ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পরাবস্থায় সাধকের সমস্তই ব্রহ্মময় বোধ হয় সুতরাং তাহার নিকট তখন কাল-শক্তি রুদ্ধ হইয়া যায় । ব্রহ্ম কালাতীত । দেহ-ধর্ম্মাদিতে দৃষ্টি থাকিলে কালাতীত হওয়া যায় না সুতরাং ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় না । ব্রহ্মকে জানিতে হইলে কালাতীত ব্রহ্মরূপ হইতে হইবে, কারণ ব্রহ্মই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন । আর অল্প গুণাধিকার যতই উচ্চ হউক তথাপি ব্রহ্মকে জানা যায় না । তুলসীদাস বলিয়াছেন—“বিবি হরি শব্দ নাচাবন হারা, সো নহী জানত মর্থ তুমহারা । ওর তুমহে কোন জানন হরা, জানত তুমহে তুমহী হোই বার্দী” বিবি হরি শব্দকেও তুমি নাচাইতেছ, তাহারাও তোমার মর্থ বুঝিতে পারেন না সুতরাং আর কেই বা তোমাকে বুঝিতে পারিবে ? তোমারই কৃপাতে তোমাকে জানা যায় এবং যে জানিতে পারে, সে তখন সে থাকে না, তুমি হইয়া যায় । ইহার উদ্দেশ্য এই যে নামরূপ-বিশিষ্ট যে কেহই হউন, তিনি নামরূপাতীত বস্তুকে জানিতে পারেন না, কারণ বোধের দ্বার যে ইন্দ্রিয়গণ তাহারও অতীত তিনি । তাহাকে জানিবার একমাত্র উপায় আছে—তাই হইয়া বা ওয়া, নামরূপ-বিবজ্জিত অবস্থা লাভ করা । একমাত্র ক্রিয়ার পর-অবস্থায় এই নামরূপ-বিবজ্জিত কালাতীত অবস্থার সাক্ষাৎকার হয় সুতরাং বাহার তাহা হয় নাই, সেরূপ অসমাহিত চিত্ত কিরূপে ইন্দ্রিরের অগ্রাহ আশ্রয়রূপের ধারণা করিতে পারিবে ? ২৬

অন্থন । পরস্তপ ভারত ! (হে পরস্তপ ভারত) সর্গে (সৃষ্টি) কালে অর্থাৎ স্থলদেহ উৎপন্ন হইলে) ইচ্ছাৎসমুখেন (অনুকূল বিষয় লাভে ইচ্ছা ও প্রতিকূল বিষয়ে ঘেব সমুৎপন্ন হয় তজ্জনিত) দন্দমোহেন (তাহা হইতে শীতোষ্ণ স্তম্ভ দ্রঃবাধি বন্ধ নিমিত্ত মোহের দ্বারা) সর্বভূতানি (সমুদায় প্রাণিগণ) সংমোহং বাস্তি (সম্যক্ মোহাভিভূত হয়) ॥ ২৭

শ্রীশঙ্কর । তদেব মায়াবিষয়ধ্বেন জীবানাং পরমেশ্বরাজ্ঞানযুক্তং । তদৈশ্বর্য্যজ্ঞানস্ত দূরতে কারণমাহ—ইচ্ছতি । স্ফূটত ইতি সর্গঃ, সর্গে স্থলদেহোৎপত্তৌ সত্যং তদনুকূল ইচ্ছা । তৎপ্রতিকূলে চ ঘেবঃ । তাত্য়াঃ সমুৎপন্নঃ সমুভূতো যঃ শীতোষ্ণস্তম্ভঃখাদিধ্বনিমিত্তো মোহো বিবেকরূপঃ । তেন সর্বাণি ভূতানি সংমোহং বাস্তি—অহমেব স্তম্ভী হংসী চেতি গাত্তরমতি-নিবেশং প্রাপ্ত বস্তি । অজ্ঞতানি মজ্ঞ জ্ঞানাতাব্যাহাং ন ভক্তস্বীতি ভাবঃ ॥ ২৭

যেবাং কৃত্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।

তে দ্বন্দ্বমোহনিশ্চুত্কা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮

অর্থানুবাদ। [মায়ায় জন্ম জীবের ভগবৎ জ্ঞান হয় না—ইহা বলা হইয়াছে। সেই অজ্ঞানের দৃঢ়ত্বের কারণ দেখাইতেছেন]—হে পরম্পর ভারত, স্থল দেহোৎপত্তি-সময়ে অর্থাৎ জন্ম-কালে দেহের অমুকুল বিষয়ে ইচ্ছা এবং প্রতিকূল বিষয়ে ঘেব উৎপন্ন হয় (পূর্ব-সংস্কারজাত) এবং তাহা হইতে শীতোষ্ণ স্নেহ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব সমুদ্ভূত হয়, তন্নিমিত্ত বিবেকভ্রংশ হয়। তাহা হইতে সমুদায় জীবগণ সংমোহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আমি স্মৃষী বা দুঃখী ইত্যাদি গাঢ়তর অভিনিবেশ প্রাপ্ত হয়। (অর্থাৎ এই প্রকার অভিমানযুক্ত হইয়া মোহিত হয়)। এজন্ত মন্বিরক জ্ঞানের অভাবে তাহারা আমাকে ভজনা করে না ॥ ২৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। ইচ্ছা করে—হিংসা করে—বিধা করে—মোহ করে—সকলের স্মৃতি ইচ্ছা হয়।—স্থল দেহ উৎপন্ন হইলেই জীবের পূর্বসংস্কার বশতঃ অমুকুল বিষয়ে ইচ্ছা ও প্রতিকূল বিষয়ে ঘেব উৎপন্ন হয়। তাহা হইতেই আবার শীতোষ্ণ ও স্নেহ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব সমুদ্ভূত হইয়া আমি স্মৃষী আমি দুঃখী ইত্যাকার ভাবে জীবকে মোহিত করে। দুঃখ হইতে পরিত্রাণের জন্ত কার্ত্তনিক স্মৃতির পিছনে ছুটিয়া বেড়ায় এবং এই স্মৃতির কেহ বাধা জন্মাইলে বা অপরে সেই স্মৃতি ভোগ করিতেছে দেখিলে তাহাকে হিংসা করে। ভগবতের বাবতীয় স্মৃতিকে আপনার আয়ত্তাধীন করিতে সমুৎসুক হয়। ইহা হইতে আত্মবিষয়ক প্রজ্ঞা আচ্ছাদিত হয় অর্থাৎ শীতাতপ, ক্লেশ-পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া দেহ-রক্ষার্থে কর্মাদিতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং আমি স্মৃষী আমি দুঃখী ইত্যাদি বোধের তাড়নায় অহর্নিশি ব্যাকুল থাকে, আত্ম-দর্শনের স্মৃতি পর্যন্ত মনে উদয় হয় না। এই যে অনাত্ম বিষয়ে আত্মবোধ ইহা দ্বারা আত্মবোধ আচ্ছাদিত হয়। যতই আত্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞান আবৃত হয়, ততই অজ্ঞান গভীর হইতে গভীরতর হয়, অন্তঃকরণ হইতে ভগবৎ স্মৃতি ততই মুছিয়া যায়, তাই তাহারা ভগবানকে ভজনা করে না ॥ ২৭

অর্থানুবাদ। তু (কিন্তু) যেবাং (যে সকল) পুণ্যকর্মণাম্ (পুণ্যচরণশীল) জনানাং (জনগণের) পাপম্ (পাপ) অন্তগতং (নষ্ট বা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে) তে দ্বন্দ্বমোহনিশ্চুত্কাঃ (সেই স্নেহ দুঃখাদি দ্বন্দ্বজনিত মোহশূন্য জনগণ) দৃঢ়ব্রতাঃ (দৃঢ়ব্রত হইয়া অর্থাৎ একান্তচিত্তে) মাং ভজন্তে (আমাকে ভজনা করে) ॥ ২৮

শ্রীশ্রদ্ধ। কৃত্তগতং কেনঃ বা ভজন্তো দৃঢ়ব্রতঃ? ভদ্রাহ—বেদামিতি। যেবাং তু পুণ্যচরণশীলানাং সর্বপ্রতিবন্ধকং পাপমন্তগতং নষ্টং তে দ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন নিশ্চুত্কা দৃঢ়ব্রতা একান্তিনঃ সন্তো মাং ভজন্তে ॥ ২৮

অর্থানুবাদ। [তবে কেন কেহ কেহ তোমাকে ভজনা করে দেখা যায়? তদন্তরে বলিতেছেন]—কিন্তু যে সকল পুণ্যচরণশীল ব্যক্তির সর্ব প্রতিবন্ধকরূপ পাপ নষ্ট হইয়াছে, তাহারা দ্বন্দ্ব নিমিত্ত মোহ হইতে নিশ্চুত্কা হইয়া একান্তিকতা সহকারে আমাকে ভজনা করেন ॥ ২৮

জরামরণমোক্ষায় নামাশ্রিত্য যতন্তি যে ।

তে ব্রহ্ম তদ্বিত্তঃ কৃৎস্নমধ্যাত্ম্যং কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। বাহ্যাদিগের আসক্তিপূর্বক অন্তরিক দৃষ্টি না হয় সে সূতরাং আত্মাতে থাকে—ভাল কর্ম অর্থাৎ ক্রিয়া করে। সে বিধা আর মোহ হইতে বিশেষরূপে মুক্ত হইয়া অবিদ্যার পর অর্থাৎ ক্রিয়ার পর স্থিতি হয়।—কাহাদের নিঃশেষে ক্রিয়ার পর স্থিতি অর্থাৎ ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্তি হয়? বাহ্যারা পুণ্যকর্ম অর্থাৎ ভাল করিয়া ক্রিয়া করে। তাহারই ক্রিয়ার ফল লাভ করে অর্থাৎ তাহাদের অন্ত কিছুতে আসক্তি থাকে না। ক্রিয়া করিয়া আনন্দ পায়, এজন্ত ক্রিয়াই করে। অন্ত সহজ কর্ম যে আছে, তাহা করিলে হয়তো বিষয়মুখ প্রাপ্তি হইতে পারিত কিন্তু তাহাতে তাহাদের মন যায় না। কারণ সে সকল স্নেহ প্রাপ্তিতে মনের জালা মিটে না। ক্রিয়ার পর-অবস্থাতেই মনের জালা মিটে, তাই ঐকান্তিক চিত্তে তাহারা ক্রিয়া করে। ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পরাবস্থা একটু একটু বধন পায়, তখন আর ক্রিয়াতে সংশয় থাকে না, বিষয়ের মোহও কাটিয়া যায়। প্রাণ দিয়া তখন সে কেবল ভজনা করে। ক্রিয়াকে পুণ্য কর্ম বলা হইল কেন? কারণ অন্ত সমস্ত কর্মেই তাপ হয়, কিন্তু ক্রিয়া করিলে শরীরের তাপ ও অন্তর-গামি সমস্তই নষ্ট হয়। শরীর ও মনের তাপ নষ্ট হইলে শরীর ও মনে দিব্য তেজের সঞ্চার হয়। এই দিব্য তেজের সঞ্চার হইবামাত্র অন্তদৃষ্টি খুলিয়া যায়। তখন ইন্দ্রিয়গণের বিষয় প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে কোন স্নেহ দুঃখের আর অনুভব হয় না সূতরাং বিষয়ের প্রতি চিন্তের চান থাকে না; বিষয়ের প্রতি চান না থাকিলে সাধনার বিষয় নষ্ট হইয়া যায় সূতরাং তখন দৃঢ়ব্রত হইয়া অর্থাৎ একান্তচিত্তে ভগবৎ-ভজনা হইতে পারে এবং এইরূপ ভজনা হইতেই ক্রিয়ার পরাবস্থায় দৃঢ়স্থিতি লাভ হয়। এই দৃঢ়স্থিতি লাভ হইতে না হইতে যদি কাহারও দেহ-নাশ ঘটে, তবে পূর্বজন্মের সেই ব্রহ্মত্ববশেই তাহার দ্বন্দ্বজনিত মোহের ক্ষীণতা ঘটে। সেই সংশয়হীন সাধক তখন অন্ত কিছুই প্রতি না তাকাইয়া আত্মোপাসনাকেই তাহার একমাত্র ভজনীয় বলিয়া মনে করে। এইরূপ দৃঢ়ব্রত সাধকেরাই মুক্তিপদ লাভের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন ॥ ২৮

অর্থানুবাদ। যে (বাহ্যারা) জরামরণমোক্ষায় (জরামরণ নিরসনের জন্ত) মাং (আমাকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ আত্মাতে সমাহিতচিত্ত হইয়া) যতন্তি (প্রবৃত্ত করেন) তে (তাঁহারা) তৎস্বক (সেই সনাতন ব্রহ্মকে) কৃৎস্নং (সমস্ত) অধ্যাত্ম্যং (প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ দেহাদি ব্যতিরিক্ত শুদ্ধাত্মাকে) অখিলং কর্ম চ (তৎসাধনভূত সর্বহস্ত কর্মও) বিদঃ (জানেন) ॥ ২৯

শ্রীশ্রদ্ধ। এবং চ মাং ভজন্তঃ সর্বং বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞায় কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ—জ্ঞপ্তি। জরামরণমোক্ষোক্ষায় নিরসনার্থে নামাশ্রিত্য যে প্রবৃত্তিতে তে ভৎ পরং ব্রহ্ম বিদঃ। কৃৎস্নমধ্যাত্ম্যং চ বিদঃ। যেন তৎ প্রাপ্তব্যং তৎ দেহাদিব্যতিরিক্ত শুদ্ধাত্মানঃ চ জানন্তীত্যর্থঃ। তৎ-সাধনভূতমখিলং সর্বহস্তং কর্ম চ জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৯

সাধিত্বাধিদৈবং মাং সাধিবজ্ঞঃ চ যে বিদুঃ ।

প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিদ্বুঃ কচেতসঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসু পনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং বোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মসংবাদে । [এইরূপ বাক্যে আমাকে ভজনা করেন, সেই ভক্তগণ সমুদায়
বিজ্ঞের পদার্থ জ্ঞাত হইয়া কৃতার্থ হন, এতদর্থে বলিতেছেন]—জরামরণ হইতে মুক্তিলাভের
জন্ত আমাকে আশ্রয় করিয়া বাক্যে প্রবৃত্ত করেন, তাহারাই সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন ।
এবং সমস্ত অধ্যাত্মকে জানিতে পারেন । বাক্যের পরব্রহ্মকে পাওয়া যাইবে, সেই প্রাপ্তির
উপায়-স্বরূপ দেহাদিবাতিরিক্ত শুদ্ধ আত্মাকে জানিতে পারেন এবং তাহার সাধনভূত সরহস্ত
অখিল কৰ্ম্মও জানিতে পারেন ॥ ২৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । অধ্যাত্ম কৰ্ম্ম ক্রিয়া করিলে আমার আশ্রিত হইয়া
জরা মরণ হইতে মুক্ত হয়—ব্রহ্মকে থেকে ।—দেহ লাভ করিয়া দেহীয় পরম সৰ্ব্বট
অবস্থা হইতেছে—জরা ও মরণ । হৃদয় বলিষ্ঠ দেহ জরার জীর্ণ হইয়া যাইতেছে । আজ বাহ্যকে
পরম সুলভ দেহাইতেছে, কাল তাহা শ্রীকৃষ্ণ কর্তব্য হইয়া যাইতেছে । কাল-বশীভূত জীব
কালদ্বারা সর্বদা পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম । ভোগসুখাসক্ত জীব
কালকৃত এই সকল পরিবর্তন পছন্দ করে না ; সে সর্বদা রূপে, রসে, ভোগে ভুবিয়া থাকিতে
চায় কিন্তু জীবের এ বাসনা কিছুতেই পূর্ণ হয় না । ভোগ করিতে করিতে, আশা মিটিতে না
মিটিতে জীবন কুরাইয়া যায় । মনের আশা মনেই থাকিয়া যায়, অবশ হইয়া কোন অজ্ঞাত
আগমে তাহাকে চলিয়া যাইতে হয়, যে স্থান হইতে আর তাঁহার কোন সংবাদ পর্যন্ত
পাইবার সম্ভাবনা থাকে না । এই জরা-মরণের দুর্দমা প্রভাবে জীব সত্য সত্য, বিচলিত ও
দুঃস্থ হইতেছে, এই জরা মরণের কবল হইতে সকলেই রক্ষা পাইতে চাহে বটে কিন্তু তাহা
হইতে নিকৃতি লাভের উপায় কি তাহা জানে না । বিষয়-বিমুগ্ধচিত্তে অনন্তশরণ হইয়া
তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারিলে, তবে কাল-ভর দূর হইতে পারে । অধ্যাত্ম কৰ্ম্মদ্বারা যখন
ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ হয়, তখনই জীব অনন্তশরণ হয় ইহাই ভগবদ্রাশ্রয় । দেহের
সহিতই জরা-মরণ নিত্য সংযুক্ত হইয়া আছে । যিনি ক্রিয়ার পরাবস্থায় আত্মার সহিত সংযুক্ত
হইয়া থাকেন, তিনি ব্রহ্মে অটল স্থিতি লাভ করেন এবং দেহধর্ম জরা মরণের কবল হইতে
অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন । আত্মদেহের ভজন বা আত্মোপাসনা করাই তাঁহার আশ্রয়
গ্রহণ করা । এইরূপ আশ্রয় গ্রহণ করিলেই চিত্ত শুদ্ধ হইবে, মন স্থির হইবে, কৃষ্ণ জ্যোতির
প্রকাশ দেখিতে পাইবে । সেই সকল সাধকই পরে আবার বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের
মধ্যে যে অধ্যাত্ম বা কৃষ্ণ রহিয়াছেন—উহা পরব্রহ্মের সহিত এক অভিন্ন । ইহা বুঝিলেই
জরা মরণের প্রভাব হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে এবং যে অধ্যাত্মকৰ্ম্ম দ্বারা আত্মসাক্ষ্যকার
করা যায়, সেই অধ্যাত্মকৰ্ম্মেরও রহস্ত বুঝা যাইবে ॥ ২৯

অনুজ্ঞ । যে চ (আর বাক্যে) সাধিত্বাধিদৈবং (অধিত্ব ও অধিদৈবের সহিত)

সাধিবজ্ঞ চ (এবং অধিবজ্ঞের সহিত) মাং (আমাকে) বিদুঃ (জানেন) তে যুক্তচেতসঃ (সেই
সকল সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণ) প্রয়াণ-কালে অপি (মরণের সময়েও) মাং বিদুঃ (আমাকে
জানিতে পারেন অর্থাৎ আমাকে ভুলিয়া থাকেন না) ॥ ৩০

শ্রীকৃষ্ণ । ন চৈবংভূতানাং বোগভ্রংশকাংগীত্যাং—সাধিত্বাধি-
শব্দানামর্থং শ্রীভগবানেবোত্তরাধ্যায়ের ব্যাখ্যাত্তি । অধিত্বেনাধিদৈবেন চ সহাধিবজ্ঞেন চ
সহ মাং যে জানন্তি তে যুক্তচেতসো মধ্যাসক্তমনসঃ প্রয়াণকালেহপি মরণসময়েহপি মাং
বিদ্বুর্জানন্তি । ন তু তদাপি ব্যাকুলীভূয় মাং বিস্ময়ন্তি । অতো মন্তকানাং ন বোগভ্রংশক্কেতি
ভাবঃ ॥ ৩০

কৃষ্ণভক্তৈরযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে ।

ইতি বিজ্ঞানযোগোহ্যে সপ্তমে সংপ্রকাশিতম্ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতাত্মাং ভগবদগীতাটীকায়াং সুবোধিতাং বিজ্ঞান-যোগো নাম
সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মসংবাদে । [এতদূশ ব্যক্তিগণের বোগভ্রংশের আশঙ্কাও নাই, এতদর্থে
বলিতেছেন]—অধিত্বাদি শব্দের অর্থ শ্রীভগবান্ পর অধ্যাত্মে ব্যাখ্যা করিবেন । বাক্যে
আমাকে অধিত্ব, অধিদৈব ও অধিবজ্ঞের সহিত জানিতে পারেন, সেই মদাসক্ত হৃদয়ভক্তিগণ
মরণ সময়েও আমাকে জানিতে পারেন । তৎকালে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার আমাকে
বিস্মৃত হন না । অতএব মন্তকগণের বোগভ্রংশ হইবার আশঙ্কাও থাকে না ॥ ৩০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । অধিত্ব, অধিদৈব, অধিবজ্ঞ—মরণের সময় এ
কয়টি যে জানে সে আমাতে আটকে থেকে—চিহ্নে থেকে—ব্রহ্মপদকে পায় ।—
বাক্যে অধিত্ব, অধিদৈব ও অধিবজ্ঞের সহিত পরমাত্মাকে জানিয়াছেন, তাঁহারাই
ব্রহ্মপদকে লাভ করেন, এ জানা কিরূপ তাহা পর অধ্যাত্মে বলা হইবে । মৃত্যু-সময়ে
শরীরের বিবিধ যাতনায় সাধারণতঃ ইন্দ্রিয় মন অভিভূত হইয়া পড়ে । তখন অল্প কথা মনে
উদয় হয় না, কেবল চিরান্তস্ত সংস্কার গুলি চিন্তের মধ্যে হিল্লোলিত হয় । সে সময় জীবের বড়
ভয় হয়, কখনও বা সে জ্ঞানশূন্য হইয়া যায় । তখন নিজেও ভগবৎ-স্মরণ করিতে পারে না,
কেহ করিলেও তাহা কর্ণে প্রবেশ করে না, কারণ মন তখন অত্যন্ত ব্যাকুল থাকে এবং
তাহার শক্তিও তেমন সতেজ থাকে না । তবে যদি ভাগ্যবশে কেহ সাধনায় প্রবৃত্ত করিয়া
থাকেন এবং আত্মাতে আটকাইয়া থাকার অভ্যাস দৃঢ় হইয়া গিয়া থাকে, তবে সে সময়
তাঁহার মনে অল্প ভাব আসিতে পারে না, তাঁহার মন চিহ্নে মগ্ন হইয়া যায় । মরণমূহুর্তে
তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান বিলুপ্ত হইলেও অন্তঃজ্ঞান স্থির হয় না । শরীরে সহস্র কষ্ট হইলেও মন
বিবশ হইয়া পড়ে না । আত্মদ্যান্যাত্ম্য চিত্ত আত্ম-চিন্তা কিছুতেই বিস্মৃত হয় না হতরাং

সেইরূপ সাধকের যোগদ্রব্য হইবার আশঙ্কা নাই। পূর্বেই মৃত্যু-লক্ষণ অবগত হইয়া তিনি মৃত্যুর ভয় প্রস্তুত হইয়া থাকেন। যোগী কিরূপে মৃণালধারস্থ জীবশক্তি কুলকুণ্ডলিনীকে মেরুমার্গের মধ্য দিয়া সহস্রারে পরমপুরুষ শিবের সহিত মিশাইয়া দিয়া তাহার জন্ম মৃত্যু পথের গমনাগমনের ক্রীড়া অবরোধ করিয়া দেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার। ইহার সর্বদাই মুক্ত। ইহাদের প্রাণ উৎক্রমণ করে না—‘ন তস্ত প্রাণা উৎক্রামন্তি।’ কিন্তু বাহ্যরা শরীর থাকিতে থাকিতে এতদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের জন্ত ক্রম-মুক্তিরও বিধান আছে। ভগবানের যে শরণাগত ভক্ত সে সর্বদা তাঁহার সাধন ভঞ্জন লইয়াই থাকে, তাঁহার কোন কারণে মুক্তিপথে বিঘ্ন থাকিলেও মাতা যেমন ভরাতুর ব্যথিত শিশুকে কোড়ে তুলিয়া লন, ভগবানও সেইরূপ সাধনে সদাভ্যস্ত সাধককে মরণের সময়ে দিব্যজ্ঞান দান করিয়া তাকে নিজধামে প্রবেশ করাইয়া লন—ইহাই তাঁহার ভক্ত-বাৎসল্য ॥ ৩০

ইতি শ্রীষাচরণ-আধ্যাত্মিক-দীপিকা নামক গীতার সপ্তম অধ্যায়ের
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

(অক্ষর ব্রহ্ম যোগঃ ।)

অৰ্জুন উবাচ ।

কিং তদব্রহ্ম কিমধ্যাত্ম্যং কিং কৰ্ম্ম পুরুষোত্তম ।

অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১

অধিবজ্রঃ কথং কোহিহ দেহেহস্মিন্ মধুসূদন ।

প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাস্বভিঃ ॥ ২

অব্রহ্ম । অৰ্জুনঃ উবাচ (অৰ্জুন বলিলেন)। পুরুষোত্তম ! (হে পুরুষোত্তম) তৎ (সেই) ব্রহ্ম কিং (ব্রহ্ম কি ?) অধ্যাত্ম্যং কিং (অধ্যাত্ম কি ?) কৰ্ম্ম কিং (কৰ্ম্ম কি ?) অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্ (আর অধিভূত কাহাকে বলে ?) অধিদৈবং কিং উচ্যতে (অধিদৈবই বা কাহাকে বলে ?)। মধুসূদন ! (হে মধুসূদন) অব্র (এই দেহে) অধিবজ্রঃ কঃ (অধিবজ্র কে ?) অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) কথং (কি প্রকারে অবস্থিত ?) প্রয়াণকালে চ (এবং মরণ কালে) নিয়তাস্বভিঃ (সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক) কথং (কি প্রকারে) জ্ঞেয়ঃ অসি (জ্ঞেয় হও—অর্থাৎ কিরূপে তাঁহারা তোমাকে জানিতে পারেন ?) ॥ ১২

শ্রীব্রহ্ম ।

ব্রহ্মকৰ্ম্মাধিভূতাদি বিদ্বঃ ক্লৈবিকচেতসঃ ।

ইত্যানু ব্রহ্মকৰ্ম্মাদি স্পষ্টমৰ্থম উচ্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে ভগবতোপক্ৰিষ্টানাং ব্রহ্মাধ্যাত্মাদিসপ্তানাং পদার্থানাং তৎ জিজ্ঞাসুর্জুন উবাচ—কিং তদব্রহ্মেতি যাচ্যে। স্পষ্টোহর্থঃ ॥ ১

কিঞ্চ—অধিবজ্র ইতি । অব্র দেহে বা বস্ত্রো নির্বর্ততে তস্মিন্ কোহধিবজ্রোহধিষ্ঠাতা ? প্রযোজকঃ কলদাতা চ ক ইত্যর্থঃ । স্বরূপং পৃষ্ট্বাহিষ্ঠানপ্রকারং পৃচ্ছতি—কথং কেন প্রকারেণা-
গাবস্মিন্ দেহে স্থিতো বজ্রমধিষ্ঠিত্তীত্যর্থঃ । বজ্রগ্রহণং সর্বকৰ্ম্মণামুপলক্ষণার্থং । অন্তকালে চ নিয়তচিত্তৈঃ পুরুষৈঃ কথং কেনোপায়েন জ্ঞেয়োহসি ? ॥ ২

ব্রহ্মানুবাদঃ । [ক্লৈবিকচিত্ত ভক্তগণ ব্রহ্ম, কৰ্ম্ম ও অধিভূতাদি কি তাহা জানেন, ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে । অষ্টম অধ্যায়ে ব্রহ্ম ও কৰ্ম্মাদি বিষয়ে স্পষ্টরূপে বলিতেছেন]

[পূর্বাধ্যায়ের শেষে ভগবদ্রক্ত ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম প্রভৃতি সপ্ত পদার্থের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া]—
অৰ্জুন বলিলেন । হে পুরুষোত্তম, (১) সেই ব্রহ্ম কি ? (২) অধ্যাত্ম কি ? (৩) কৰ্ম্ম কি ? (৪) অধিভূত কাহাকে বলে ? (৫) অধিদৈবই বা কাহাকে বলে ? (৬) হে মধুসূদন, এই দেহে যে বজ্র রহিয়াছে, তাহার অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ প্রযোজক এবং কলদাতা কে ?

(৭) অধিবজ্জের জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার অধিষ্ঠানের প্রকার কিরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—
অর্থাৎ এই দেখে থাকিয়া কি প্রকারে তিনি যজ্ঞ (কর্ম) সম্পন্ন করেন? সর্ব কর্মের
উপলক্ষণার্থ যজ্ঞ শব্দ এখানে, গৃহীত হইয়াছে। (৮) আর অন্ত্যকালে নিয়তচিত্ত
পুরুষগণ কর্তৃক কি উপায়ে তাহাদের জ্ঞেয় হও? ১১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। ভারত ব্রহ্ম যোগ বর্ণন।

শরীরের তেজের দ্বারায় অনুভব হইতেছে:—(১) ব্রহ্ম, (২) অধ্যাত্ম
কর্ম, (৩) অধিভূত কি? অধিবজ্জ কি? এই দেহের মধ্যে মরবার সময়
তুমি কেমনতর করে জানা যাও?—পূর্বাধ্যায়ের শেষে ভগবান বলিয়াছেন,
যাঁহার অধিভূত, অধিদেব ও অধিবজ্জের সহিত আমাকে জানেন, তাঁহার মুক্ত্যকালেও
বে সাধারণতঃ জীব সে সময় ভগবচ্ছিত্তা করিতে পারে না, বুল দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট হিঁস
হইবার সময় জীব বস্তুর অস্থির হইতে থাকে, নিজস্ব কর্ম জীব অনুশ্রবণ করিতে থাকে,
এবং কর্ম-সংস্কার ভাবী স্থল দেহ গঠনের জন্য উপাদান সংগ্রহ করে। সুতরাং পূর্ব হইতে
ভগবৎশ্রবণে দৃঢ় রূঢ়তা না হইলে এই নিদারুণ সময়ে আর কোন উপায় থাকে না। সুতরাং
পূর্ব হইতেই ব্রহ্ম, অধ্যাত্মকর্ম ও অধিভূতাদির বিষয় অবগত হইলে পরমাশ্বাকে সাধক
বিস্মৃত হইবেন না—ইহাই ভগবৎজ্ঞি; তাই অর্জুন তাহা জানিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া এই
প্রশ্নগুলি করিলেন। তুমি সর্বজ্ঞ ও পরম কারুণিক অতএব শরণাগত আমার প্রতি কৃপা
করিয়া এই কথাগুলি আমাকে বুঝাইয়া দাও, ইহাই অর্জুনের প্রেমের অভিপ্রায়। ব্রহ্ম সর্বত্র
বিজ্ঞমান হইলেও মনুষ্যের অজ্ঞাত জ্ঞাতব্য বিষয়ের মত উহা প্রসিদ্ধ পদার্থ নহে। উহা
জ্ঞাতব্য হইলেও অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যময়, সকলে বুঝিতে পারে না, বুঝাইলেও সব সময়ে বুঝা
যায় না। সত্ত্ব ও নিগূঢ় ভেদে এই ব্রহ্মের দুই প্রকার বিভাগ, এখানে (১) কোন
ব্রহ্ম জ্ঞেয়? “লোপাদিক অথবা নিরূপাদিক? (২) এই দেহকে অবলম্বন করিয়া যিনি
অবস্থিত, সেই অধ্যাত্মের স্বরূপ কি? উহা চেতনরূপ বা ভৌতিক? যেমন চক্ষুরাদি
ইন্দ্রিয়, উহা জড়বৎ হইলেও উহা দ্বারা বোধ হয়—এই জড় চেতনাত্মক শক্তিই কি অধ্যাত্ম?
(৩) কর্ম কি? বৈদিক যজ্ঞাদি অথবা লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সমস্ত কর্মই কি কর্ম?
(৪) পৃথিব্যাদি কার্যই অধিভূত, না কর্ম মাত্রকেই ইহা দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছ? (৫)
অধিদেব কি? ইহা দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থিষ্ঠাতা দেবগণকে কি লক্ষ্য করা হইয়াছে? অথবা
“আদিত্যাস্তর্গত যজ্ঞ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্। স্বয়ং সর্বভূতানাং জীবভূতঃ স তিষ্ঠতি ॥”
—আদিত্যাস্তর্গত সর্বজ্যোতির প্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ এবং সর্বভূতের স্বয়ং জীবভূত যিনি
—তাঁহাকে কি লক্ষ্য করিতেছ? (৬) অধিবজ্জ কে? তিনি কি দেবতা বিশেষ
অথবা পরমব্রহ্ম? তাঁহাকে কি ভাবে চিন্তা করিতে হয়? তিনি দেহের ভিতরে অথবা বাহিরে?
তিনি বুদ্ধিরূপে অথবা বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র বস্তু? (৭) মুক্ত্যকালে সংযতচিত্ত ব্যক্তির
তুমি কিরূপে জ্ঞেয় হও?

অর্জুন এই সপ্ত পদার্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা হইয়া ভগবানকে প্রশ্ন করিলেন ॥ ১১২

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে।

ভূতভাবোত্তরকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩

অনুব্র। শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)। পরমং অক্ষরং (পরম
অক্ষরই) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম), স্বভাবঃ (স্বভাব) অধ্যাত্ম উচ্যতে (অধ্যাত্ম বলিয়া কথিত
হয়), ভূতভাবোত্তরকরঃ বিসর্গঃ (ভূতানাং ভাবো—ভূতভাবঃ, তত্তোত্তরো ভূতভাবোত্তরঃ,
তৎ করোতীতি ভূতভাবোত্তরকরঃ—ভূত সকলের ভাবসমূহের বুদ্ধিকর বা পুষ্টিকর এবং তাহাই
বিসর্গঃ—দেবোদ্দেশ্যে ত্যাগ) কর্মসংজ্ঞিতঃ (কর্ম বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৩

শ্রীশ্রব। প্রশ্নক্রমেণৈবোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—অক্ষরমিতি জিহিঃ। ন ক্ষরতি ন
চলতীত্যক্ষরম্। নহু জীবোহ্যাক্ষরঃ? তত্রাহ—পরমং যদক্ষরং জগতো মূল কারণং তদব্রহ্ম।
‘এতদৈতদক্ষরং গাগি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি’ ইতি শ্রুতেঃ। স্বত্বেব ব্রহ্মণ এবাংশতয়া জীবরূপেণ
ভবনং স্বভাবঃ, স এবাত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃশ্চেন বর্তমানোহধ্যাত্মশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ।
ভূতানাং জরাযুজাদীনাং ভাব উৎপত্তিঃ, উত্তবশ্চ—ভবনমুত্তবঃ। ‘অগ্নৌ প্রাত্যাহুতিঃ সমাগাদিত্যা-
মুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিবৃষ্টিৈরন্নং ততঃ প্রজাঃ’ ইত্যুক্তক্রমেণ বুদ্ধিঃ, তৌ ভূত-
ভাবোত্তরকরো করোতি বো বিসর্গো দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপো যজ্ঞঃ। সর্বকর্মণামুপ-
লক্ষণমেতৎ। স চ কর্মশব্দবাচ্যঃ ॥ ৩

বঙ্গানুবাদ। [প্রশ্নক্রমে তিন শ্লোকে উত্তর] শ্রীভগবান্ বলিলেন—[যে বস্তু যায়
না, বাহার চলন বা ক্ষয় নাই তাহাই অক্ষর। কিন্তু জীবও তো অক্ষর, তাই বলিতেছেন] যিনি
পরম অক্ষর, জগতের মূল কারণ (১) তিনিই ব্রহ্ম। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আছে—‘এতদৈত-
দক্ষরং গাগি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি’—যাক্তবক্ষ্য বলিলেন হে গাগি! তিনিই এই অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞেরা
বলিয়া থাকেন। ‘স্বত্বে’ অর্থাৎ ব্রহ্মের অংশস্বরূপ জীবরূপে ভবন বা অবস্থিতি—যিনি
(২) এই আত্মা অর্থাৎ দেহকে অধিকৃত বা অবলম্বন করিয়া স্বপ্ন স্বপ্নাদির ভোক্তরূপে
বর্তমান—সেই জীবকেই ‘অধ্যাত্ম’ বলে। জরাযুজাদি ভূতসমূহের উৎপত্তি এবং তাহাদের
উৎকর্ষ বা বৃদ্ধি বাহা দেবোদ্দেশ্যে ত্যাগরূপ যজ্ঞ দ্বারা হইয়া থাকে। সেই
বুদ্ধিক্রম এই—অগ্নিতে যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহা সমাক্ আদিত্যে গিয়া পড়ে,
আদিত্য হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়—দেবতার
উদ্দেশ্যে ত্যাগরূপ যে যজ্ঞের দ্বারা দ্রব্য নিষ্পন্ন হয়—সেই যজ্ঞই “কর্ম”। যজ্ঞ সর্ব কর্মের
উপলক্ষণ অর্থাৎ যজ্ঞ অর্থে সর্ব কর্ম বুঝিতে হইবে ॥ ৩

[অক্ষরং—ন ক্ষরতীত্যক্ষরং পরমাশ্রয়। “এতস্তু বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গাগি” ইতি শ্রুতেঃ।
ঔকারস্ত চ ঔ ইত্যোকারং ব্রহ্মেতি পরেণ বিশেষণাদগ্রহণম্। পরমমিতি চ নিরতিশয়ে
ব্রহ্মণি অক্ষরে উপপন্নত্বং বিশেষণম্। তত্বেব পরস্ত ব্রহ্মণঃ প্রতিদেহং প্রত্যগাত্মভাবঃ স্বভাবঃ—
স্বো ভাবঃ স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে, আত্মানং দেহমধিকৃত্য প্রত্যগাত্মতয়া প্রবৃত্তং পরমার্থব্রহ্মাবসানং
বস্তু স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে”—অক্ষর বাহা বিনষ্ট হয় না, তাহাই পরমাশ্রয়—এই অক্ষরের শাসনে,

ভাৰ্গ্য—পুত্ৰের জন্ম নিজ ভাৰ্গ্যাতে উপগত হইতে হইবে, তাহাতেও শক্তির ব্যয় হইল, কিন্তু যদি তাহাতে কেবল ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা মাত্র হয়, তবে তাহা অকৰ্ম ও অধৰ্ম হইয়া গেল—কৰ্ম বা ধৰ্ম হইতে পারিল না। নচেৎ ধৰ্মকে লক্ষ্য করিয়া জীব-প্রবাহের জন্ত যে প্রবৃত্তি—তাহা অতিশয় কর্তব্য কৰ্ম। এ কর্তব্যের জন্ত সকল মনুষ্যই জগতের নিকট গুণী। এই জীব হইতেই ব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদ, শুক, জুব, প্রহ্লাদ, নল, যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী, দময়ন্তী, সীতা, সাবিত্রী, বৃদ্ধ, শক্ৰ, চৈতন্ত, অদ্বৈত প্রভৃতি মনোবিগণ উদ্ভূত হইয়াছেন। এইরূপ জগৎপাবন জীবের জন্ম জগতের কল্যাণের জন্তই হইয়া থাকে। বাহারা এই লক্ষ্যকে দেখিতে পান না, তাঁহাদের শক্তির অপব্যয় হইল, কৰ্ম অকৰ্মরূপে পরিণত হইল, তাহা কেবলমাত্র পার্শ্ববিক চেষ্টায় পর্যাবসিত হইল।

এই তো গেল সাধারণ ভাবের কথা, এখন সাধনার কথা কিছু বলি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই কৃষ্ণচৈতন্ত। ইহাকে কৃষীকেশ বলা হয়, কারণ এই কৃষ্ণচৈতন্ত আছেন বলিয়াই ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত হইতেছে। ইনিই কর্তা বা অবিবজ্ঞ পুরুষ, এই কৃষ্ণচৈতন্তই সর্বভূতের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তাই তাঁর নাম বিষ্ণু। ইনি আছেন বলিয়াই এই নামরূপময় জীব ও জগৎ প্রকাশিত হইতেছে। ‘বহুনা জন্ম যুক্তেন সৰ্বঃ বিষ্ণুস্য জগৎ’—বেণী বলিবার প্রয়োজন নাই, সৰ্ব জগৎই বিষ্ণুময়।

“শিবঃ স্তান্নির্মলো বস্মাচ্ছিতঃ সৰ্বগতো যতঃ।

তারণাৎ সৰ্বহঃখানাং তারকঃ পরিগীৰ্যতে ॥”

সৰ্বগত বলিয়া ইহাকে বিষ্ণু বলা হয় এবং সৰ্বহঃখ হইতে জ্ঞান করেন বলিয়া ইহাকে তারক বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতিপটরূপ কৃষ্ণে ইনি বহুরূপে প্রতিবিম্বিত হ’ন বহু রূপ ধারণ করেন। এই প্রকৃতি বহুবিহারী ভগবান চৈতন্তস্বরূপের অবস্থিতির জন্ত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি—চৈতন্তবৃত্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। কৰ্মকারের নেয়াইকেও কৃষ্ণ বলে, তাহার উপর লোহকে পিটিয়া লোহের অসংখ্য রূপ প্রকাশিত হয়, কিন্তু নেয়াইএর কোন পরিবর্তন হয় না, তজ্জন অনন্ত জীবের অনন্ত রূপ আমরা দেখিতেছি কিন্তু সেই জীবমধ্যস্থ হইয়া কৃষ্ণচৈতন্ত সৰ্বদা সকলের একরূপ, তাহার কখনও পরিবর্তন হয় না। ইহাই সেই সৰ্বব্যাপী বিষ্ণুর পরম পদ—‘তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি স্বরয়ঃ দিবীষ চক্ষুরাততম্’। আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর মত সেই বিষ্ণুর পরমপদকে জ্ঞানীরা সৰ্বদা দর্শন করিয়া থাকেন। চিংশক্তির অপূৰ্ণ হিংস্র কিরণ-রাশির মধ্যে একটি কৃষ্ণবর্ণ গোলক। “হিরণ্যে পরে কোষে বিরজঃ ব্রহ্ম নিকলং”—হিরণ্য কোষের মধ্যে স্তান্নির্মল ব্রহ্মরূপ কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডল কি অপূৰ্ণ শোভায় ফুটিয়া উঠে, “তচ্ছূদ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ব্যবস্থাবিদো বিদুঃ”—সেই শুভ্র স্তান্নির্মল জ্যোতিঃ বাহ্য জ্যোতিঃ, তিনিই আত্মা। এই স্তান্নির্মলের সৌন্দর্যের আর তুলনা নাই। ছইটি ধনুক মুখামুখি করিয়া ঘুড়িয়া দিলে যে আকার হয়, তাহারই মধ্যস্থিত কদম্ব পুষ্পের জায় গোলাকার—সাধনসম্পূর্ণ জ্ঞানচক্ষুদ্বারা এই গোলোক বাহারা দর্শন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে—গোলোকে গমন করেন—

“কোদণ্ডমধ্যম্যস্থঃ পশুন্তি জ্ঞানচক্ষুযা।

কদম্ব গোলকাকায়ং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মস্তি তে ॥”

যে সাধনাবারা নিজের মধ্যে এই আত্মস্বরূপের দর্শন হয়, সেই সাধনাই অধ্যাত্মসাধন। কারণ—এই সাধনার দ্বারাই আত্মাতে বুদ্ধি স্থির হইয়া যায়, তখন ক্রিয়ার পরাবহাররূপ হির ভাব উপলব্ধ হয়, উহাই প্রকৃত ‘অধ্যাত্ম’—ইহাই ত্রিগুণাতীত অবস্থা। ইড়া পিঙ্গলা সূর্য্যম্বর অতীত ভাবরূপ যে নিজ বোধমাত্র তাহাই অবকল্প অবস্থা। আত্মার গুণময়তাব ও গুণাতীত হইটি অবস্থাই বিজ্ঞান। গুণময় ভাবই প্রাণের স্পন্দনতাব, ইড়া পিঙ্গলা সূর্য্যম্বর মধ্যগত অবস্থা, প্রাণের নিষ্পন্দ অবস্থাই গুণাতীত অবস্থা—অবকল্প রূপ, কিন্তু এই গুণাতীত অবস্থায় বাইতে হইলে গুণের মধ্য দিয়াই বাইতে হইবে অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সূর্য্যম্বর সাহায্যেই এই তিনের অতীত অবস্থা লাভ করিতে হইবে। ইহাকেই উপনিষদে ‘ত্রিনাটিকেত’ অগ্নির উপাসনা বলিয়াছেন।

কঠোপনিষদে আছে—“ত্রিনাটিকেতস্তিত্তিরেত্য সন্ধিঃ

ত্রিকৰ্ম্মকৃতং তরতি জন্মমৃত্যু।

ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীডাং বিদিত্বা

নিচাৰ্য্যেমাং শাস্তিমত্যন্তমেতি ॥” ১।১।১৭

ত্রিভিঃ (এই ইড়া পিঙ্গলা সূর্য্যম্বর—এই তিনের) সন্ধিঃ (মিলনাবস্থা) এতা (সন্ধান পাওয়া) ত্রিনাটিকেতঃ (এই সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সূর্য্যম্বর অর্জনা রূপ) ত্রিকৰ্ম্মকৃতং (যিনি ত্রিকৰ্ম্মকারী অর্থাৎ এই ত্রিধারায় যিনি সাধন করেন) জন্মমৃত্যু তরতি (তিনি জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম করেন)। ব্রহ্মজজ্ঞং দেবঃ (ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জ্যোতির্গুণ প্রকাশ সকলকে) ইডাং (পূজনীয়) বিদিত্বা (অবগত হইয়া) নিচাৰ্য্য (তাহাই যে আত্মা, সেই আত্মস্বরূপের উপলব্ধি করিয়া) ইমাং অত্যন্তঃ শাস্তিঃ (এই নিরতিশয় শাস্তিকে) এতি (লাভ করেন)।

“ত্রিনাটিকেতস্তয়মেতদ্ বিদিত্বা

ব এবং বিদ্যাংচ্ছিত্ব তে নাটিকেতম্।

স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোন্ত

শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥” ১।১।১৮

যঃ ত্রিনাটিকেতঃ (যিনি এই তিনি অগ্নির উপাসনা করিয়াছেন) এতৎ জয়ং (এই তিনটি অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সূর্য্যম্বরকে) বিদিত্বা (অবগত হইয়া) এবং নাটিকেতম্ (এইরূপে অর্থাৎ এতৎজয়ের জ্ঞানদ্বারা কেবলমাত্র একটি নাটিকেত অগ্নিকে) চিত্বতে (ধ্যান করেন অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা সূর্য্যম্বর এই তিনটির মধ্যে যেটি প্রধান সেই সূর্য্যম্বরকে যিনি ধ্যান করেন) সঃ (তিনি) পুরতঃ (দেহপাতের পূর্বেই) মৃত্যুপাশান্ (বারবার জন্মমরণরূপ পাশ) প্রণোন্ত (ছিন্ন করিয়া) শোকাতিগঃ (শোকের অতীত অবস্থা লাভ করিয়া) স্বর্গলোকে (স্বর্গে অর্থাৎ সহস্রারে) মোদতে (পরমানন্দ অশ্রুতব করেন)। [ইষ্টক ও বাহু অগ্নি চয়ন দ্বারা কেহই শোকাতিগ অবস্থা লাভ করিতে পারে না।]

জীবের পক্ষে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেয়ঃ-সাধন হইল পরমাখ্যার সহিত বদ্ধারা মিলন লাভ হয়, সূতরাং তাদৃশ কৰ্ম্মকেই অধ্যাত্মকৰ্ম্ম বলা হয়—বাহাতে অন্তঃস্থ বাসনা-তরঙ্গ অবকল্প হইয়া

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ।

অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভূতাং বর ॥ ৪

ব্রহ্মবাসনা' ক্ষুদ্রিত হয় সূতরাং যে কর্মদ্বারা আমরা ব্রহ্মসংমিলনরূপ স্খলাভ করিতে পারি— তাহাই সর্বাংশে প্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম কর্ম। এই অধ্যাত্ম কর্ম কি? চৈতন্তের জীবাবস্থাই 'ভূত ভাব'—অর্থাৎ যে প্রাণ স্থির অচঞ্চল ছিল, তাহা যখন চঞ্চল হয় তখনই জীবভাব ব্যক্ত হইতে থাকে। জীবভাব ব্যক্ত হইলেই প্রাণ বহিস্থ'রী হইয়া স্বাস-প্রশ্বাসরূপ কর্ম উৎপন্ন করে। এই-স্বাসপ্রশ্বাস হইতেই সৃষ্টি, স্থিতি, পোষণ কার্য হয়—এবং সংসার প্রবাহের আরম্ভ হয়, সে প্রবাহ আর কিছুতেই থামিতে চায় না। পরে যখন জীব সংসারতাপে উত্তপ্ত হইয়া কাঁভর হইয়া উঠে, আর সহ করিতে পারে না, তখন তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত শ্রীগুরু শরণাপন্ন হয়। তিনি কৃপা করিয়া আর্ন্ত শিষ্টাকে উদ্ধারের পথ বলিয়া দেন। যাহা হইতে (চঞ্চল স্বাস হইতে) সংসার প্রবৃত্তির আরম্ভ হয়, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে হইলে জীবের সেই পথেরই উন্টা দিক ধরিতে হয়। অর্থাৎ স্বাস যে ভাবে প্রবাহিত হইয়া এই জীবভাবকে সঞ্চারিত করিয়া রাখে, তাহাই জীব-প্রবাহের (জন্মমরণ লীলার) "উদ্ভবকর" ভাব। স্বাসের বহির্গমনাগমনই সেই "ভূতভাবোদ্ভবকরঃ" ভাব—যদ্বারা জীব-জগতের প্রারম্ভ ও বিস্তার হইয়া থাকে। এই ভাব বতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ জন্মমৃত্যুর বিবিধ কর্মের তুলান চলিতে থাকে। এই ভাব হইতে আবার ফিরিতে ফিরিতে শেষে সেই অনাদি এক অব্যক্ত ভাবে আসিয়া জীব সংমিলিত হয়। তখন আর বহুভাব থাকে না, নামাত্র থাকে না। তখনই প্রলয়ের অবস্থা, অব্যক্তে আত্মবিসর্জন। এই ভাবকেই শিবভাব বা ব্রহ্মভাব বলে। এই শিবভাব সংস্থাপিত হইলেই প্রাণ-কর্মের অবসান হয়, বুদ্ধি আত্মাতে স্থির হয়। যে কর্মের দ্বারা এই জীবভাবের বিসর্গ হয় ও আত্মভাব সংস্থাপিত হয়—তাহাই কর্ম শব্দবাচ্য। এই বিসর্গ হইতে সৃষ্টিক্রম পরিণাম অব্যক্ত ভাবে বিলীন হইয়া শাশ্বত অপরিণাম ভাবে প্রকাশিত করে। তখন সমস্ত প্রবৃত্তিপ্রবাহ সঙ্কুচিত হইয়া অপরিণামী বিন্দুতে আসিয়া বিলীন হয় ॥ ৩

অনুব্রজ। দেহভূতাং বর (দেহি-প্রেষ্ঠ) ক্ষরঃ ভাবঃ (ক্ষর বা নশ্বর ভাবই) অধিভূতং (অধিভূত), পুরুষঃ চ (আর পুরুষই) অধিদৈবতং (অধিদৈব), অত্র দেহে (এই দেহে) অহমেব (আমিই) অধিযজ্ঞঃ (অধিযজ্ঞ রূপে আছি) ॥ ৪

শ্রীশঙ্কর। ক্রিষ্ণ—অধিভূতমিতি। ক্ষরো বিনশ্বরো ভাবো দেহাদিপদার্থঃ। ভূত প্রাণিমাাত্রমধিকৃত্য ভবতীত্যধিভূতমুচ্যতে। পুরুষো বৈরাগ্যঃ সূর্য্যামণ্ডলমধ্যবর্তী স্বাংশ-ভূতসর্কদেবতানামধিপতিরধিদৈবতমুচ্যতে। অধিদৈবতমধিষ্ঠাত্রী দেবতা। "স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাংগ্রে সমবর্ত্তত" ইতি শ্রুতেঃ। অজ্ঞানিন্ দেহেহন্তর্য্যামিৎসেন স্থিতোহহমেবাধিযজ্ঞো যজ্ঞাদিকর্মপ্রবর্ত্তকস্তৎফলদাতা চ। কথমিত্যতাপ্যন্তর্য্যমেনৈবোক্তং দ্রষ্টব্যম্। অন্তর্য্যামিণোহসঙ্গত্বাদিতিল্ড'নৈর্জীববৈলক্ষণ্যেন দেহান্তর্ক্কতিত্বস্ত প্রসিদ্ধত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—"হা হরণী সবুজা সখ্যা সমানং বৃক্ষং

পরিষম্বজাতে। তয়োঃ পিপ্লবঃ স্বাদন্তানম্ননো অভিচাক্ষীতি"। দেহভূতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠেতি সোধেয়ঃ স্তমপ্যেব ভূতমন্তর্য্যামিণং পরাধীনস্বপ্রবৃত্তিনিবৃত্তাবয়বাতিক্রোভাৎ বোদ্ধুমর্হনীতি-হচয়তি ॥ ৪

অনুব্রজ। ক্ষর ভাবই অর্থাৎ বিনশ্বর দেহাদি পদার্থই অধিভূত, প্রাণিমাাত্রকেই অধিকৃত করিয়া আছে; এইজন্ত ইহাকে অধিভূত বলে। পুরুষই অধিদৈবত অর্থাৎ সূর্য্য-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী স্বাংশভূত সর্কদেবতার অধিপতি বৈরাগ্য-পুরুষকে অধিদৈবত বলে। অধিদৈবত অর্থাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শ্রুতিতে আছে, যিনি প্রথম শরীরী তাঁহাকেই পুরুষ বলে, তিনিই সমস্ত ভূতের অগ্রে উৎপন্ন হন, তাঁহাকে আদিকর্ত্তা ব্রহ্মা বলে। এই দেহে অন্তর্য্যামিরূপে স্থিত আমিই অধিযজ্ঞ, অর্থাৎ যজ্ঞাদিকর্ম-প্রবর্ত্তক এবং তাহার ফলদাতা। কি প্রকারে তিনি এই দেহে অবস্থিত আছেন, তাহার উত্তরও ইহাতে দেওয়া হইল। আমি সখাদিগুণশূন্য অন্তর্য্যামী, দেহান্তর্ক্কর্ত্তা জীব হইতে বিলক্ষণ। শ্রুতিতে আছে—দুইটি পরস্পর সংযুক্ত সখ্যাতাপন্ন পক্ষী একই বৃক্ষ (শরীর) আশ্রয় করিয়া আছেন; তাঁহাদের মধ্যে একজন নিষ্ঠ কল ভক্ষণ করেন আর অল্পজন না খাইয়া কেবল দর্শন করেন।

এই দেহে অন্তর্য্যামিরূপে ও সর্ক-কর্মের প্রবর্ত্তক-রূপে আমিই অধিযজ্ঞ। আমিই সর্ক কর্মের ফলদাতা। অনঙ্গাদি গুণ দ্বারা জীবাশ্রয় হইতেও পৃথক অর্থাৎ আমি সখাদি-গুণশূন্য, জীব হইতে বিলক্ষণ, দেহান্তর্ক্কর্ত্তা অন্তর্য্যামী। জীব কলভোক্তা অর্জ্জুনকে দেহধারণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সোধেয় করার এতদ্বারা ইঙ্গিত করা হইল যে, তুমিও এবভূত অন্তর্য্যামীকে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি অবয়বাতিক্রোভ দ্বারা অবগত হইতে পার। [অর্থাৎ জীব স্বাধীন নহে, জীব কলভোক্তা হইলেও সে ফল-দাতা অল্প কেহ। কর্মে নিজের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যায়, আমি কাহারও ইচ্ছার অধীন হইয়া কর্ম করিয়া থাকি। এতদ্বারা পৃথক অন্তর্য্যামি সত্যের অনুমান করা বাইতে পারে। এখন দেখ, সেই অধীনতা গাশ হইতে কিরূপে মুক্তি লাভ করিবে? যাহার অধীনে থাকিয়া তুমি কর্ম করিতেছ—তিনিই অন্তর্য্যামী, আর সেই তিনিই তুমি। ইহাই অবয়ব ব্যতিরেকে বুঝা।

আধ্যাত্মিক সত্যার্থ্য। (৩) অধিভূত পঞ্চভূতেতে মন রাখাতে কৃটস্থ অক্ষবে ভাব হয়—অর্থাৎ তাহাতেই স্থিতি থাকে—তাহার পর উত্তম পুরুষ দেখা যায়—তিনিও আকাশের স্থায় নরাকার—তাহাতে বুদ্ধি স্থিতি রাখার নাম অধিদৈব—দেহরূপ চামড়া-স্বরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া জগৎ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপক ব্রহ্মশূত্র যাহা গুরুবক্তৃগম্য তিনিই সমুদয় কর্ম করিতেছেন—সমুদয় কর্মেতে মন তাঁহাতে রেখে প্রবৃত্ত হওয়া ও কর্ম করার নাম অধিযজ্ঞ (৪)।—পূর্ব্বের শ্লোকে বলা হইয়াছে "অধি" মানে বুদ্ধি। যখন বুদ্ধি আত্মাকে ছাড়িয়া এই দেহে লইয়া খেলা করেন, এই দেহকেই আপনার স্বরূপ বলিয়া বুঝেন, তখনই অধিভূত অবস্থা। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এবং তাহাদের গুণ বা স্ফাবস্থা

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—ইহারা ই পঞ্চভূত ; এই পঞ্চভূতে মন থাকিলেই ‘অবিভূত’ ভাব। এই পঞ্চভূতে মন দিয়াই আত্মা জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া জীবরূপে আপনাকে তাহার মধ্যে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহা হইতে উদ্ধারের উপায় কি? ‘বিবস্ত্র বিবমৌবধম্’ বিব নিবারণের ঔষধই হইল বিব। যেমন এই পঞ্চভূতে জড়িত হইয়া জগৎ প্রপঞ্চ বাক্ত হইয়াছে, ইহা হইতে পরিজ্ঞান পাইতে হইলেও এই পঞ্চভূতই (মূলধার—কিতি, স্বাধিষ্ঠান—জল, মণিপুর—তেজঃ, অনাহত—মরুৎ, বিত্তরু—ব্যোম, আজ্ঞা—মন রাখিয়া সাধন করিতে হইবে। এইভাবে সাধন করিলে যে স্থিরতা আসে, তাহাই অক্ষর ভাব। এই অক্ষরের সহিত ধীরে ধীরে মিলিতে মিলিতে তাহা সহিত ভাব অর্থাৎ মিলন হয়। মন তাহাতেই স্থির থাকে অর্থাৎ তাহাই হইয়া যায়। তাহার পর অধিদেব—ইহাই পুরুষ-ভাব। ‘পুরুষ’ অর্থাৎ দেহরূপ পুরে যিনি শয়ন করিয়া থাকেন। আকাশই সব। সেই আকাশকে প্রাচীর দিয়া বেড়িলেই তাহা তখন পুর হয়। আমাদের দেহরূপ পুর-মধ্যে যে চৈতন্যরূপ আকাশ বা চিদাকাশ রহিয়াছেন তাহাই অধিদেব। অনন্ত-প্রকাশময় বস্তুর অন্ত একটি অন্তবস্ত জিনিষের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করেন, তখন তাহার রূপটি যেন দেখা যায়। যে অমিততেজঃ-সম্পন্ন সূর্য্যের দিকে তাকানো যায় না, তাহা যখন একটি পাত্রস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন লে-রূপ সহজেই দেখা বাইতে পারে, ঠিক সেইরূপ দেহ-পুর মধ্যে যে চিজ্যোতিঃ প্রকাশ দেখা যায়, তাহাই অধিদেব পুরুষ। আদি অধিদেব পুরুষের উহা প্রতীক। উহা দেহরূপ পুরে সর্বত্রই ব্যাপিয়া আছেন। ‘তস্মিন্ হংসো ভ্রাব্যতে ব্রহ্মক্ষে’ সেই ব্রহ্মক্ষে আত্ম-হংস ঘুরিতেছেন। এই ব্রহ্মক্ষে ক্রিয়াবান সাধকেরা প্রথমে আজ্ঞাক্ষে দেখিতে পান। “এই কূটস্থ তেজঃ, অপ্, অন্নস্বরূপ, তিনিই গায়ত্রী পরমহুস্ম-ধ্বনিরূপা নিত্য, ইনিই তর্গা এই শরীর রূপ দুর্গে রহিয়াছেন। সেই কূটস্থ ব্রহ্ম অমৃত অক্ষর ও সূর্য্য স্বরূপ। সেই সূর্য্যই বরুণীয় শক্তি। তাহার উপাসনাতে মধুর রসের মত রস অনুভব হয়। এই উপাসনা দ্বারা বিজ্ঞা, শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও নিবৃত্তিকণা চারি প্রকারের শক্তি প্রকাশিত হয়। ইহারা সমস্তই ঠিকার ধ্বনির আশ্রয়েই থাকে।” এই শরীর ঠিকার স্বরূপ, ঠিকার ক্রিয়ার দ্বারা কাল, ক্ষেত্রজ ও প্রধানকে জানিতে পারা যায়, অর্থাৎ মহাবিশ্ব বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকে জানিতে পারা যায়। পরাবস্থায় সর্বদা স্থিতিই মহাবিশ্ব, অল্পস্থিতিই বিষ্ণু এবং অস্থিতিই ব্রহ্ম। ক্রিয়ার পরাবস্থায় সব এক হইয়া যাইলে অব্যক্ত পদ হয়। উহা সদনদাত্তক, বাহ্য দ্বারা অক্ষত শ্রুত হয়, অমত মত হয়, অজানা জানা হয়; তিনিই ব্রহ্ম। তাহা হইতে তেজঃ, অপ্, জল, তাহার পর অন্ন অর্থাৎ কূটস্থ হইতেছে। ক্রিয়া দ্বারা উহা স্থির হইলেই তখন উহা অমৃত স্বরূপ বলিয়া উক্ত হয়। ইনিই আত্মা বা পরব্যোম। ‘শক্তি প্রথমদন্তুতা উহা অমৃত স্বরূপ বলিয়া উক্ত হয়। ইনিই আত্মা বা পরব্যোম। ‘শক্তি প্রথমদন্তুতা গায়ত্রী সা পদোত্তমা’ (বানু-পুরাণ)। প্রথমে খাসই ব্রহ্মযোনির মধ্যে প্রতিষ্ঠা হইলে গায়ত্রী-পুষ্টি প্রাপ্ত হন। ইনি জীবের জ্ঞান কর্তা। ব্রহ্মযোনির মধ্যে স্থিতির অর্থ খাস যখন মস্তকে স্থির হয়, তাহাকেই মাহেশ্বরী শক্তি বলা যায়।

‘বা সা মাহেশ্বরী মূর্ত্তিজ্ঞানরূপাতিশোভনা

ব্যোমসংজ্ঞা পরাকাষ্ঠা সৈবা হৈমবতী সতী ॥’

সেই মস্তকস্থিত শক্তিই মাহেশ্বরী শক্তি, এই শক্তির জ্ঞান হইলেই সাধক ব্যোমস্বরূপ হইয়া যান। ইহাই পরাকাষ্ঠা এবং তিনিই সতী অর্থাৎ সেই প্রকৃতিই ব্রহ্মস্বরূপ। যখন কিছুই উৎপন্ন হয় নাই, তখন সমস্তই প্রকৃতির মধ্যে অব্যক্তভাবে ছিল। এই অব্যক্তাবস্থাই সদনদ-ভাব অর্থাৎ বিকৃত ও অবিকৃত, নিত্য ও অনিত্য, দুই ইহার মধ্যে আছে। ব্রহ্মই এই দুই অবস্থা প্রাপ্ত হন। ইহাই সদনদরূপা দুইটি বিন্দু,—ইহাও একটি অপরিণামী ও একটি পরিণামী, একটি কূটস্থ ও একটি ক্ষরভাব। খাস রোধ হইলেই ইহার বোধ হয়। সূর্য্য-কিরণের দ্বারা নির্মূল তেজ উৎপন্ন হয়। তিনিই মাহেশ্বরী শক্তি, উপাধি বোলে বহুরূপা হইয়া থাকেন। অধিক দিন ক্রিয়া করিলে শান্তি, বিজ্ঞা, প্রতিষ্ঠা ও নিবৃত্তি এই চারি শক্তিকে অনুভব করিতে পারা যায়, তখনই আত্মানন্দ ভোগ হয়। এই চারি মূর্ত্তি মহাদেবের, জগতের বাহিরে ও ভিতরে আছেন। সেই আত্মাই আবার কাল-স্বরূপ অমি। কালেতেই স্বপ্ন, সংহার ও স্থিতি হয়। স্মরণ জগৎ কালের অধীন। কালের বশেই সমস্ত প্রাণী। কাল কাহারও বশে নহে। কিন্তু কালও মহাকালের মধ্যে লয় হইয়া যায়। এই মহাকালই ক্রিয়ার পরাবস্থা, স্মরণ এই পরাবস্থায় সকলের থাকাই উচিত। মায়াস্থিকা শক্তি সমস্ত আকাশের মধ্যে বিস্তারিত। আর মহাদেবই আত্মারূপে বিষ্ণুরূপ হইতেছেন। মায়ার যখন মায়ীকে ভেদ করিয়া এক হইয়া যান, তখন বিচ্ছেদব্রীহি বিধেয় হইয়া যান। সেই আত্মারূপ শিব এবং প্রকৃতি-স্বরূপা শিবা স্ব-ভাবে থাকিলে দুই-ই সমান অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থাতে প্রকৃতি ও আত্মা দুই ব্রহ্ম থাকায় দুই-ই সমান হইয়া যায়।

“বধা দেবতথা দেবী বধা দেবী তথা শিবঃ।

নাথয়োত্তরং বিজ্ঞানজ্ঞ-চন্দ্রিকায়র্থধা ॥”

কূটস্থ দেখিতে দেখিতে পরে উত্তম পুরুষকে দেখা যায়, বাহ্যকে শাস্ত্রে পরমাত্মা বলেন। তিনি নরাকার কিন্তু সে অরূপের রূপ আকাশের রূপ, তাহাতে বুদ্ধি স্থির রাখার নাম অধিদেব। (পৃষ্ঠদেশে মেরুদণ্ডে হুস্মরূপে ইড়া, পিঙ্গলা, হৃদয়া, ক্রিয়াধারা এই তিন মুখ এক হইয়া গেলেই রথস্বরূপ যে কূটস্থ তাহাতে উত্তমপুরুষ নারায়ণ দর্শন হইয়া থাকে।) সূর্য্যলিঙ্গান্তে লিখিত আছে যে, মহাদেব জলে বীজ রোপণ করিলেন অর্থাৎ প্রকৃতি-বোনিতে বীর্য্য পতন হইল, তাহা হইতে সোণার মত অণু উৎপত্তি হয়। অন্ধকারাবৃত (সেখানে ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ নাই) নিরুদ্ধ (পরব্যোম) অবস্থা হইতে ইহা বাক্ত হইল। প্রথমে ঠিকার ধ্বনি, তাহা হইতেই আধ্বানি সোণার মত ও আধ্বানি রূপার মত অণু উৎপন্ন হইল। এই জন্ম এই পুরুষকে হিরণ্যগর্ভ বলে, প্রথম ব্যক্ত হওয়াতে ইহাকে আদিত্যও বলা হয়। এই কূটস্থের পরে পরম জ্যোতিঃস্বরূপ সবিভা আছেন, তিনিই জিহ্বনকে পালন করিতেছেন, তাহারই প্রকাশ বাহা, তাহাই আত্মার রূপ। পুরুষ, অব্যক্ত, আর পঞ্চতত্ত্ব—এই সপ্ত প্রকৃতিতে অণু আবৃত। তাহার মধ্যে কূটস্থ, তাহারই মধ্যে পুরুষ, তাহার বামদিকে বিষ্ণু ও সন্ন্যাসী, দক্ষিণে ব্রহ্ম ও সন্ন্যাসী, পূর্বে দ্বৈধ রুদ্র—ইহারা ই কার্য্য করেন। এক মহাদেব, তাহারই তিন রূপ। কূটস্থই প্রথম সবিভা, ক্রিয়ার পরাবস্থা

দ্বিতীয় সবিতা, আর তৃতীয় সবিতা পরম জ্যোতিঃ সত্য ব্রহ্ম, তিনিই জগতের জন্মাদির কারণ। “যোসাবাদিত্য-পুরুষঃ সোহসাবাহম্”—যিনি আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ তিনিই আমি। ইনিই ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপক ব্রহ্মহত্ব। ইহারি সত্য সমস্ত নিখিল ভূতজগতের অস্তিত্ব। ইনিই অধিবজ্র পুরুষ। ইহাতে মন রাখিয়া সমুদয় কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার নাম অধিবজ্র ভাব।

“এতাবানন্ত মহিমা অতো জ্যায়ান্ত পুরুষঃ।

পাদোহন্ত বিখ্যাত্তানি জিগাদস্তামৃতং দিবি ॥”

ইনিই সর্ববজ্রের ফলদাতা, সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এই জন্ত ইনিই বিষ্ণু। বাস্তবদেব ইহারই নামান্তর, সমস্ত বজ্রের কর্তা বলিয়া ইনিই যজ্ঞেশ্বর বা কর্মকর্তা। এই কর্তাকে জানিলেই জীবের অহং-ভাব নষ্ট হইয়া যায়। গীতায় ভগবান বেখানে বেখানে “অহং” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেইখানে এই অধিবজ্র পুরুষকে বা পুরুষোত্তমকে বুঝিতে হইবে। সপ্তম অধ্যায়ে “জরা-মরণ-মোক্ষায় মামাশ্রিত্য বতন্তি যে”—জরামরণ হইতে মুক্তি লাভের জন্ত আমাকে আশ্রয় করিয়া ধাঁহারায় যত্ন করেন, “তে ব্রহ্ম তদ্বিহঃ কৃৎসনমধ্যাক্ষং কর্ম চাখিলম্”—তাঁহারাই সেই পরব্রহ্ম, সমস্ত অধ্যাত্ম এবং সমুদয় কর্মের রহস্ত অবগত হইয়া থাকেন। ইনি কর্মকলদাতা, কর্ম ইহাকে আশ্রয় করিলেই তবে সে কর্মের ফল-রূপে ভগবান স্বয়ং আবিস্কৃত হন। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই—“অহং”এর স্বরূপ কি? তিনি কৃষ্ণ বা রাম বা বিষ্ণু অথবা কোন দেবতা-বিশেষ? তিনি কি আমাদের মত শরীরধারী? তাঁহার আমাদের মতই আকৃতি বটে, কিন্তু সে আকারে স্থূল জড় দেহের ধর্ম নাই, তাহা শুদ্ধ চিদাকাশরূপ—“অয়ং হি বিশ্বোত্তম-সংযমানামেকঃ স্বমায়াক্ষণবিধিতো যঃ। বিরিকি-বিকীর্ণ-নামভেদান্, ধত্তে স্বতন্ত্রঃ পরিপূর্ণ আত্মা ॥” তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান সেই আশ্রয় বস্তুটি নির্দেশ করিয়াছেন—“মনসন্ত পরা বুদ্ধির্বো বুদ্ধেঃ পরতন্ত্র সঃ”—মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, যিনি বুদ্ধির পর সাক্ষীস্বরূপে অবস্থিত তিনিই সর্বাস্তর্ধ্যামী আত্মা। “স্যা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।” ইনিই শ্রেষ্ঠ, ইহার পর আর কিছু নাই, ইনিই সমস্ত জীবের চরমা গতি। তাঁহার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের কিছুই নাই, অথচ তাহা হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঝলক উঠিতেছে। সুগুণোপনিষদে আছে—

“দিব্যো হুমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাত্যন্তরো হৃদঃ।

অপ্রাণো হমনাঃ শুভ্রো হৃকরাৎ পরতঃ পরঃ ॥” ২।১০২

সেই পুরুষ দিব্য অর্থাৎ স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, অমূর্ত্ত—কোন বিশেষ আকারবিশিষ্ট নহেন—অথচ সবরূপে তাঁহারই রূপ; তিনি বাহ্য ও অভ্যন্তরে—জ্ঞানরূপে বুদ্ধির অভ্যন্তরে, এবং নামরূপাদিময়রূপে বহির্দেশে বিদ্যমান; তিনি জন্মরহিত অর্থাৎ নিত্য বিদ্যমান, তাঁহার প্রাণ নাই, মন নাই, তিনি শুদ্ধ, অর্থাৎ নির্মল বিকারবর্জিত, তিনি অক্ষর অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ।

“এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেল্লিঙ্গাণি চ।

যং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥ ২।১০৩

অন্তকালে চ মামেব স্মরমুক্তা কলেবরম্।

যঃ প্রয়াতি স মন্তাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫

এই পুরুষ হইতেই প্রাণ, (হিরণ্যগর্ভ) মন, সর্কেল্লিঙ্গ, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও সর্ব বস্তুর আধার পৃথিবী (মূলধার) উৎপন্ন হইয়াছে।

“অগ্নিস্থীর্জী চক্ষুর্দী চন্দ্র-স্বর্ঘ্যো

দিশঃ শোভে বাগ্নিরুতাস্চ বেদাঃ।

বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমন্ত

পদ্মাং পৃথিবী হেব সর্বভূতাস্তরাণ্য ॥” ২।১০৪

এই পুরুষের মস্তক আকাশ, চন্দ্রস্বর্ঘ্য দুইটি চক্ষু, দিক্‌গম্ভ কর্ণ, ঋগাদি বেদগম্ভ বাক্য, বায়ু প্রাণ, এই বিশ্ব জগৎ-ই মন। সন্তর হইতেই জগৎ উৎপন্ন, সন্তর মনের ধর্ম। ইহার পদদ্বয় হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। এই পুরুষই সর্ব ভূতের, অন্ত-রাণ্য ॥ ৩

অম্বয়। অন্তকালে চ (অন্তকালেও) যঃ (যিনি) মান্ এবং স্মরন্ (আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে) কলেবরং (দেহ) মুক্তা (ত্যাগ করিয়া) প্রয়াতি (প্রয়াণ করেন) সঃ (তিনি) মন্তাবং যাতি (আমার স্বরূপতা প্রাপ্ত হন) অত্র (এ বিষয়ে) সংশয়ঃ ন স্তি (সংশয় নাই) ॥ ৫

শ্রীশঙ্কর। প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়ং নীত্যানেন পৃষ্টমন্তকালে জ্ঞানোপায়ঃ তৎকলং চ দর্শয়তি—অন্তকাল ইতি। মামেবোক্তলক্ষণমন্তর্যামিরূপং পরমেশ্বরং স্মরন্ দেহং ত্যক্তা। যঃ প্রাকর্ষণাভিরাতিমার্গোত্তরায়ণ-পথ্য। যাতি স মন্তাবং মজ্জপতাং যাতি। অত্র চ সংশয়ে নাস্তি। স্মরণং জ্ঞানোপায়ঃ। মন্তাবাপত্তিচ্চ কলমিত্যর্থঃ ॥ ৫

বঙ্কানুবাদ। ‘প্রয়াণকালে তুমি কিরূপে জ্ঞেয় হও,’ এই কথা অর্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাই সেই জ্ঞানোপায় ও তাহার ফল দেখাইতেছেন। আমাকে অর্থাৎ অন্তর্যামী পরমেশ্বরকে স্মরণ পূর্বক যে দেহত্যাগ করিয়া অভিরাতিমার্গ ও উত্তরায়ণ পথদ্বারা প্রকৃষ্টরূপে গমন করে, সে মৎস্বরূপতা লাভ করে—ইহাতে কোন সংশয় নাই। জ্ঞানের উপায় স্মরণ এবং তাহার ফল—মন্তাবপ্রাপ্তি ॥ ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। অন্তকালে কৃটস্থকে স্মরণপূর্বক যে কেহ শরীর ত্যাগ করে সে আমাতেই মন থাকার দরুণ আমারই ভাব অর্থাৎ আমাতেই স্থিতি হইয়া মুক্ত হয় ইহাতে সন্দেহ নাই—যে লয় ক্রিয়াধিত ব্যক্তিদের প্রত্যহই অনুভব হইতেছে।—ধাঁহারায় জীবমুক্ত হইতে পারেন নাই, অথচ দৃঢ় অভ্যাঙ্গী সাধক, তাঁহাদের মৃত্যুকালে কিরূপে মুক্তিলাভ হয়, সেই কথাই এখানে বলিতেছেন। ব্রহ্মজ পুরুষদের প্রাণ উৎক্রমণই করে না, তাঁহারাই দেহ থাকিতে থাকিতেই মুক্তিলাভ করেন। তাঁহাদের প্রাণব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, স্মৃতরাং তাঁহারাই জীবন ও মৃত্যু—কিছুই টের পান না।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬

এই বাহারা এইরূপ সর্বোত্তম অবস্থা অর্থাৎ নিত্য স্থিতি লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা যদি স্মরণাত্যন্তে দৃঢ় হন, তবে তাহার ফলস্বরূপ মদ্যাব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সেই সাধকের মন আত্মস্বরূপে নীল হয়। ক্রিয়াবানেরা এ অবস্থা অন্ন স্বল্প প্রায় প্রত্যহই অনুভব করিতে পারেন। মূল্যধার হইতে আত্মাচক্র পর্যন্ত তখন একটি টান অনুভব হয়। এখন অস্ত-কালে কুটস্থের স্থিতি উদয় হইলে মন তাহাতেই থাকে, সে মনে অস্ত চিন্তা থাকে না। অস্ত চিন্তা না থাকিলে মনের আত্মাকারে স্থিতি হয়, সে অবস্থায় প্রাণ উৎক্রমণ করিলে মৎস্বরূপতা অর্থাৎ পরাবস্থা বা মোক্ষলাভ তো হইবেই। এই আশায় আমাদের দেশে মৃত্যুকালে জীবকে নাম শুনা হয়। যদি তাহার জ্ঞান থাকে, তবে কিছু উপকার ইহাতে হইবেই। কিন্তু নিরহঙ্কারী নিত্য সাধনশীল ভগবদর্পিতচিত্ত সাধকের মৃত্যুকালে অজ্ঞান আসিতে পারে না। যদি বা দেহ-রূপ হেতু বিক্ষেপ আসে, কিন্তু তবুও সে ভগবানকে ভুলে না।

“ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার স্থান হৃদয়। মরণের সময়ে সেই হৃদয়ের অগ্রভাগের জলন দ্বারা দীপ্তি হয়, সেই তেজমালা হৃদয় হইতে চক্ষু, ওষ্ঠ, মূর্দ্ধা ইত্যাদি দ্বার হইতে উৎক্রমণ করে। সেই হৃদয় প্রকাশিত-দ্বারে জানার জোরে পরমা বিজ্ঞা তত্ত্বজ্ঞানরূপ যে সামর্থ্য, তাহার প্রভাবে অনুস্মৃতি যোগের দ্বারা শেষে ব্রহ্মগতি হয়। সেই ত্রিবিধ ব্যক্তির কৈবল্য প্রাপ্তি হয়, পরম ব্যোমরূপ পরমাত্মভাব প্রাপ্তি হয়। পরে স্থিতি যোগের দ্বারা পরমাত্মা শিব যিনি হৃদয়ে আছেন, তাঁহাকে দেখে। তাঁহার অর্থাৎ হৃদয়স্থ পরমাত্মার অনুগ্রহে ১০১ নাকী বাহা হৃদয়ে আছে, তাহার এক উর্দ্ধ নাকীদ্বারা উর্দ্ধ পথে উৎক্রমণ করে। সেই উদান বায়ুর নাকী দ্বারা পূণ্যবান পূণ্যলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে যায়, আর পাপী মহত্মলোকে যায়। যে মরে তাহার হৃদয়গ্রন্থের আলোক দ্বারা উর্দ্ধনাকীকে প্রকাশ করে, সেই রশ্মিদ্বারা আত্মা নিষ্ক্রমণ করেন ॥” ৫

অন্তঃ। কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়) অন্তে (অন্তকালে) যং যং বাপি ভাবং (যে ভাব) স্মরন্ (স্মরণ করিতে করিতে) কলেবরং (দেহ) ত্যজতি (ত্যাগ করে), সদা (সর্বদা) তদ্ভাবভাবিতঃ (সেই ভাব দ্বারা তন্ময় থাকায়) তং তং এব (সেই সেই ভাবই) এতি (প্রাপ্ত হয়)। ৬

শ্রীশঙ্কর। ন কেবলং যং স্মরন্ মদ্যাবং প্রাপ্নোতীতি নিয়মঃ। কিং তর্হি?—যং যমিতি। যং যং ভাবং দেবতাস্তবং বাহ্যমপি বাহ্যস্থকালে স্মরন্ দেহং ত্যজতি তং তমেব স্বর্ধ্যমাণং ভাবং প্রাপ্নোতি। অন্তকালে ভাববিশেষ-স্মরণে হেতুঃ—সদা তদ্ভাবভাবিত ইতি সর্বদা তস্ত ভাবো ভাবনাত্মকচিত্তনম্। তেন ভাবিতো বাসিতচিত্তঃ ॥ ৬

ব্রহ্মানুবাদ। [অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিলে মদ্যাব প্রাপ্তি হয়, কেবল আমার বিষয়েই ইহাই যে নিয়ম, তাহা নহে। তবে কি?]—যে, যে ভাব, দেবতাস্তব বা অন্ত কোন ভাব স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করে, সে সেই স্বর্ধ্যমাণ ভাব প্রাপ্ত হয়। অন্তকালে

কোন একটি বিশেষ ভাব স্মরণের হেতু কি? ইহার কারণ সর্বদা সে ব্যক্তি সেই ভাবনা বা অনুচিন্তনের দ্বারা বাসিত চিত্ত অর্থাৎ অভ্যন্ত ॥ ৬

আত্মাত্মিক ব্যাখ্যা। মরবার সময় যে যে ভাবেতে থাকে তাহার সেই ভাবাপন্ন পর-জন্ম হয়।—প্রত্যেকের দেহই নিজ নিজ ভাবানুরূপ হইয়া থাকে। কণ্ঠানুরূপ ভাব উৎপন্ন হয়। যে পুরুষ অনুকম্পাবৃত্ত তাহার দেহ মন ইন্দ্রিয়ের গঠন একপ্রকার, আবার যে ক্রুর তাহার দেহ, মন, ইন্দ্রিয় অন্য প্রকার। আমরা বাহির হইতে সকল সময়ে ইহা লক্ষ্য করিতে না পারিলেও বাহ্যারা স্বল্পদর্শী তাঁহাদের নিকট ইহা ধরা পড়ে। সরলচিত্ত শিশুও আকৃতি দেখিয়া সহজে বুঝিতে পারে কে তাহাকে ভালবাসে, কে তাহাকে বাসে না। এই ভাবনার দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে আমাদের আকৃতির পরিবর্তন হয়, বিশেষতঃ অস্তঃ-প্রকৃতির। আমাদের বৈরূপ কর্মসংস্কার বা ভাবনা থাকে, মৃত্যুর পরে আমরা তদ্রূপ দেহই পাইয়া থাকি। জীবিতকালে আমাদের বহু ভাব পরিবর্তিত হয় কিন্তু এক দেহেই তাহা হয় বলিয়া সাময়িক দেহের একটু পরিবর্তন লক্ষিত হইলেও স্থায়ী পরিবর্তন তাহাতে লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু মৃত্যুকালে যখন এই দেহটা ত্যাগ করিতেছি—যে দেহে তখন আর কিরিয়্যা আসা হইবে না, তখন মৃত্যুকালের ভাবটি সেই স্থান দেহে স্থায়ী হইয়া যায়। কারণ দেহে কিরিয়্যা আসিলে যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা ছিল, মৃত্যুর ক্ষণ তাহা হইতে পারিল না। কাজে কাজেই মৃত্যুকালে চিন্তানুরূপ ভাবটিই স্থায়ী হইয়া থাকে অর্থাৎ মনোময় স্থান শরীরটি তদ্ভাব-ভাবিত হইয়া রহিল। মৃত্যুর পরে পরলোকে কিছুকাল থাকিয়া যখন আবার নূতন দেহ গ্রহণের সময় হয়, তখন কর্মের ভোগায়তনরূপ স্থল দেহ, ভাবময় বা মনোময় স্থান শরীরের অনুরূপভাবে রচিত হইয়া থাকে। ইহাই ঐশ্বরিক বিধান। মরণ-মুহূর্ত্তের চিন্তাশক্তি অতিশয় প্রবল। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে সময় চিত্তের ব্যাকুলতা বশতঃ বহু ভাবনা এককালে সমু-দিত হইতে থাকে। ক্রমে যখন ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও মনের শক্তিও আর থাকে না, তখন মনের মধ্যে অবশভাবে কতকগুলির চিন্তার উদয় হয়। সেগুলিকে পূর্নকৃত কর্মের অনুধ্যান বলিলেও হয়। তখন এ চিন্তা করিব বা করিব না এ অবস্থা থাকে না। অবশভাবে কৃত কর্মের প্রতিচ্ছবিগুলি আমাদের মানসপটে যেন অঙ্কিত দেখিতে পাই। ক্রমে সেই চিন্তাগুলি পিণ্ডীকৃত হইয়া যেন সমুদ্রে ভাসিতে থাকে, আমরা যেন তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাই হইয়া বাই। ঈশোপনিষদে আছে—

“বায়ুরনিলমমৃতমধোদং তস্মাস্তং শরীরম্।

ও ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর, ক্রতোস্মর, কৃতং স্মর ॥”

মৃত্যুকালে প্রাণবায়ু সহ স্থান শরীর বায়ুরূপ স্ত্রীস্বাক্ষকে প্রাপ্ত হউক। এই শরীর ভস্মেতে মিলিত হউক। হে শুভাশুভ চিন্তাশীল মন! তুমি তোমার কৃতকর্ম স্মরণ কর। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—“হে ক্রতো সন্মোদক স্মর যং মম স্মর্তব্যং, তস্ত কালোহয়ং প্রত্যাগমিতঃ, অন্তঃ স্মর। এতাবন্তং কালং ভাবিতং কৃতমগ্রে স্মর—যং ময়া বাণ্যপ্রত্যাহ্বিতং কর্ম, তচ্চ স্মর”—হে সন্মোদক মন! এখন স্মরণ কর, যাহা তোমার স্মরণ করা উচিত,

তস্মাৎ সৰ্ব্বেষু কালেষু মামনুশ্মর যুধ্য চ ।

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামৈবৈশ্বস্ত্যসংশয়ঃ ॥ ৭

তাহার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। শৈশব হইতে একাল পর্যন্ত যে সমস্ত কৰ্ম করিয়াছ অগ্রে তাহাই স্মরণ কর।

ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে মৃত্যুকালে—যখন একটু পরেই এই দেহ ত্যজ্য হইয়া যাইবে—তখনই আবালা কৃতকর্মের প্রতিচ্ছবি অবশভাবে মনে উদ্ভিত হয়, সেই স্মরণের কথাই এখানে বলিতেছেন। কারণ আগামী দেহ তদনুরূপই হইয়া থাকে। সপ্তদশ অবয়বযুক্ত শিশুরূপেই জীবের জন্মের পরেই সংস্কার নিহিত থাকে। পরবর্তী যে দেহ হইবে, সে এই সংস্কারের ভোগ সম্পাদনের জন্য তদনুরূপ স্থূল দেহই গঠিত করিয়া লইবে।

তাই দেখা যায় দীর্ঘকাল ভগ্নতা করিয়াও রাজা ভরত মৃত্যুকালে যুগশিশুর চিন্তায় অভি-নিবিষ্ট থাকায় তাঁহাকে পরজন্মে হরিণদেহ প্রাপ্ত হইতে হইল। নন্দিকেশ্বর সর্বদা শিবের ভাবনা করিতেন, তিনি সেই দেহেই তাই শিবরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ জন্মের গভীর অভিনিবেশ দ্বারা এই জন্মেই তত্তৎ ভাব প্রাপ্তির কথা শুনা যায়। দেহেরও নাকি পরিবর্তন হয়; মনের যে হয় তাহার অনেক কথা আমরা গল্পে শুনিয়াছি। একটি শিশু অত্যন্ত অস্তমনস্থ ছিল, পাঠে মন দিতে পারিত না, গুরু তাহার কারণ অবগত হইয়া সেই শিশুকে তাহার অভি-প্রিয় মহিষের চিন্তা করিতে বলিলেন। সে চিন্তা করিতে করিতে সেই ধোয় বস্ত্রটিতে তন্ময় হইয়া গেল, তাহার বাহ্যজ্ঞান নষ্ট হইয়া গেল। যখন গুরু তাহাকে সচেতন করিয়া তাঁহার নিকট আসিতে বলিলেন, তখন সে বলিল আমি আপনার নিকট কিরূপে যাইব? আমার শূঙ্গ নিকটস্থ বৃক্ষে লাগিয়া যাইবে। তন্ময়তার এতই প্রভাব! বাহার মন সাধনাত্যাসে আত্মার সহিত তন্ময়তা লাভ করিয়াছে, তাহার মন তখন যে আত্মারাম হইয়া যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ৬

অনুব্রত। তস্মাৎ (অতএব) সৰ্ব্বেষু কালেষু (সকল সময়ে, সর্বদা) মাং (আমাকে) অনুশ্রম (অনুস্মরণ কর) যুধ্য চ (ও বুদ্ধ কর, অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠান কর); ময়ি (আমাতে) অপিতমনোবুদ্ধিঃ (মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিয়া) মাম্ এব (আমাকেই) অসংশয়ঃ (নিশ্চয়ই) এযাসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৭

শ্রীশঙ্কর। যস্মাৎ পূর্ববাসনৈবাস্তকালে স্মৃতিহেতুঃ। ন তু তদা বিবশস্ত স্মরণোত্তমঃ সংভবতি—তস্মাদিতি। তস্মাৎ সর্বদা মামনুশ্মর চিন্তয়। সততং স্মরণং চ চিন্তণ্ডিকং বিনা ন ভবতি। অতো যুধ্য চ যুধ্য। চিন্তণ্ডিকার্থঃ বুদ্ধাদিকং স্বধর্ম্মমহুতিষ্ঠেত্যর্থঃ। এবং ময্যর্পিতং মনঃ সক্রান্তকং বুদ্ধিশ্চ ব্যবসায়াত্মিকা যেন ত্বয়া স ত্বং মামেব প্রাপ্তসি। অসংশয়ঃ সংশয়োহজ্ঞ নাস্তি ॥ ৭

ব্রহ্মানুমান্দ। [যেহেতু অস্তকালে স্মৃতির হেতু পূর্ববাসনা বা সংস্কার, এবং সেই হেতু যে মরণ সময়ে বিবশ হইয়া পড়িয়াছে, সে সময় নতুন করিয়া স্মরণোত্তম তাহার পক্ষে সম্ভব নহে—] অতএব সর্বদা আমাকে চিন্তা কর। কিন্তু চিন্তণ্ডিক ব্যতীত সতত স্মরণ হইতে পারে না, অতএব চিন্তণ্ডিকের জন্ত বুদ্ধাদি স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। এইরূপে সক্রান্তক মন

এবং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি আমাতে অর্পিত হইলে তুমি আমাকেই পাইবে। ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৭

আত্মাত্মিক ব্যাপ্ত্যা। তন্নিমিত্তে সব সময়ে ঐ আত্মাতে যিনি স্থির হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হন অর্থাৎ পরমাত্মা, তাঁহাতে স্মরণ করিয়া, ক্রিয়া ক'বে চল।—কেহ কেহ মনে করেন ব্যবসায়িক ভগবচ্ছিন্নতা না করিয়াও মরণকালে একবার তাঁহাকে ভাবিতে পারিলেই তো সব হাঙ্গামা মিটিয়া যায়। কিন্তু চিরজীবন ফাঁকি দিয়া আসন্নকালে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তুমি পার হইয়া যাইবে তাহা ভাবিও না। যদিও কোন কোন ব্যক্তির জীবনে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে দেখা যায় সত্য, কিন্তু সেই দুই একটি ঘটনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে কালক্ষেপ করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে। যে দুই একটি জীবনে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহার মূলে পূর্বজন্মের অভ্যাস ও সংস্কার থাকিতে পারে, তাহার জীবন হয়তো পুণ্য ও পাপ উভয় সংস্কার দ্বারা বিমণ্ডিত। হয়তো এ জীবনে দুষ্কৃতির ফলস্বরূপ কুর্কর্মে প্রবৃত্তি হইয়াছে, কিন্তু সেই ফলভোগ কাল শেষ হইলে তাহার শূন্যতার উদয় হওয়ার সে মৃত্যুকালে ভগবৎ স্মরণে সক্ষম হইল; তাই বলিয়া ইহা যে সকলেরই হইবে—তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। না হওয়াই অধিক সম্ভব। এইজন্য আপনার সাধের মধ্যে বাহা রহিয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করিলে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। এজন্য এ বিষয়ে যে রাজ-পথ পড়িয়া আছে, তাহারই অনুসরণ করা সর্বতোভাবে বিধেয়। অতএব পূর্ব হইতে প্রস্তুত হইতে থাক, আমাকে সর্বদা স্মরণ কর, তবে শেষের সময় সহজ শারীর কষ্টেও আমার স্থিতি নষ্ট হইবে না। বাহার চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই, সে কিন্তু সর্বদা স্মরণ করিতে অক্ষম। পূর্ব সংস্কারের বেগাধিক্য বশতঃ বহু বাসনার মনকে উৎকিঞ্চ করিবে, স্মরণে মন লাগাইতে ইচ্ছা থাকিলেও সমর্থ হইবে না। যে ভগবদপিতচিত্তে কৰ্ম না করে তাহার মনের ময়লা কাটে না, সর্বদা ভগবৎ-স্মরণও তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। পূর্বকৃত কর্মের কত বোঝা আমাদের স্বকৈই রহিয়াছে, তাহা তো অনর্থ ঘটাইবেই। সেই সংস্কার নষ্ট করিবার জন্যই প্রকৃষ্ট উত্তমের প্রয়োজন। এইজন্য ভগবান্ বলিলেন “স্মরণ কর”, কিন্তু স্মরণেও বহু বিঘ্ন আসিবে, এইজন্য বুদ্ধ কর অর্থাৎ প্রাণপণে চেষ্টা কর। অর্জুন ক্ষত্রিয়; ক্ষত্রিয়তাবাপন্ন সাধকের স্বধর্ম্মই বুদ্ধ, অর্থাৎ প্রাণপণে সাধনাত্যাস। এই সাধনাত্যাস হইতে কখনও বিরত হইও না, এতদ্বারাই প্রবৃত্তিপন্থী বাসনারাশি পরাজিত হইয়া যাইবে। যে সর্বদা মন দিয়া ক্রিয়া করে, তাহার মন আত্মস্থ হইয়া যায়। মন আত্মস্থ হইয়া বিলীন হইলেই তখন আর কোন সংস্কার থাকে না, এক অখণ্ড আত্মসত্তায় সমস্ত ভরিয়া যায়। উহাই পরমাত্মার স্বরূপ, তখন মন প্রাণ বুদ্ধির পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, সব আত্মাকারাকারিত হইয়া যায়। আত্মসমর্পণ ইহারই নামান্তর। এই সমর্পণ বাহার ঠিক ঠিক হইয়া গিয়াছে, তাহার আর বহির্দৃষ্টি থাকে না, স্তব্ধতাঃ জগতের কোন বস্তুই তাহার নিকট আর পৃথক্ভাবে বর্তমান থাকে না। এইজন্য প্রত্যেক ঋষি বাহাতে বিফলে না যায়, তদ্বিষয়ে সাধকের অবহিত হওয়া কর্তব্য। বাহার সর্বকালে বিবশ হইয়া এইরূপ স্মরণ চলিতে থাকে, তিনিই জীবন্ত পুরুষ। তাঁহাকে আমাদের জ্ঞায় জ্ঞায় করিয়া মনকে টানিয়া আনিতে হয় না, মন তাঁহার আপনা হইতেই ভগবানের চরণে

লুটাইয়া পড়ে, সে মন লইয়া নিজের কাজ বা সংসার হয় না; তাহা ভগবানের হইয়া যায়। তিনি ভগবান ছাড়া আর কিছু শ্রমণ করিতে পারেন না, যদি বা কিছু বাহিরের কাজ করেন, তাহা যেন তাঁহার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া করেন। এইজন্য কর্মের কলাকলে তাঁহার ক্রমোপেক্ষ থাকে না। সাধনা দ্বারা এ অবস্থা বতর্কণ না আসে ততক্ষণ অহংকার থাকে, “আমি আমার” থাকে। এই অবস্থাকে জয় করিবার জন্যই কৃত্রিমতাহের প্রয়োজন হয়। যুদ্ধে অপলায়নই কৃত্রিমের প্রধান ধর্ম। সাধন করিবার সময় এইরূপ ভাব মনে না থাকিলে, সে কখনই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আত্মরাজ্য স্থাপন করিতে পারে না। মুণ্ডক উপনিষদে আছে—

“তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম, স প্রাপন্তুহ বাহনঃ।

তদন্তং সত্যং তদমৃতং, তদবেদব্যং সোম্য বিদ্ধি ॥ ২।২।২

ইহাই সেই সর্বাশ্রয় অক্ষর ব্রহ্ম, তিনিই প্রাণ, তিনিই বাক্ এবং তিনিই মন। যিনি প্রাণেরও প্রাণ সেই অক্ষর ব্রহ্মই পরম সত্য, তিনিই অমৃত। তাহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে অর্থাৎ মনের দ্বারা তাড়িত করিতে হইবে। তাহাতে মনকে সমাহিত করিতে হইবে।

কিভাবে বিদ্ধ করিতে হইবে?

“ধনুর্গৃহীত্বোপনিষদং মহাত্মঃ

শরং হ্যপাসা-নিশিতং সংদধীত।

আয়ত্বা তত্তাবগতেন চেতসা

লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥” মুণ্ডক ২।২।৩

হে সোম্য, উপনিষদে প্রসিদ্ধ মহামন্ত্র বা মহাত্ম সদৃশ ধনু গ্রহণ করিয়া তাহাতে ‘উপাসা-নিশিত’ অর্থাৎ অনবরত উপাসনার দ্বারা তনুফুত শর বোজন করিবে, শর সন্ধানের পর “আয়ত্বা” অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্তঃকরণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া ‘তত্তাবগতেন’—লক্ষ্য বিষয়ে অনুরাগসম্পন্ন চিত্ত দ্বারা সেই লক্ষ্য স্বরূপ অক্ষর পুরুষকেই বেদব্য বলিয়া জানিবে।

এই কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—

“প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

অপ্রমত্তেন বেদব্যং শরবন্তায়ো ভবেৎ ॥ ২।২।৪

প্রণব বা ওকার ধনুঃ স্বরূপ। ধনুঃ যেমন শরের লক্ষ্য প্রবেশের কারণ, তেমনি প্রণবই ব্রহ্ম রূপ লক্ষ্য বস্তুতে, আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধিরূপী শরের প্রবেশের কারণ, সেই অক্ষর ব্রহ্মকে অপ্রমত্তভাবে অর্থাৎ বাহ বিষয়ে তৃষ্ণাবজ্জিত হইয়া ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিতে হইবে। শর যেমন মৃগাদি লক্ষ্যবস্তুতে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, চিত্ত সেইরূপ লক্ষ্যের সহিত একাত্মতার প্রাপ্ত হইবে—এইরূপে ব্রহ্মসত্তাতে চিদাত্মাস অভিন্ন হইয়া যায়।

ভগবান্ বলিতেছেন এইরূপে তাঁহাতে মনকে বোজন করিয়া দিতে হইবে। এইরূপ সংযোগের চেষ্টা দ্বারাই ভূতভক্তি হইয়া থাকে। ভূতভক্তি হইলে সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া যায়। এই অবস্থাতে তুমি নিঃসংশয়রূপে আমাকে প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ “আমি” হইয়া যাইবে, “তুমি” আর থাকিবে না ॥ ৭

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নাত্মগামিনা।

পরমং পুরুষং দিব্যং য়াতি পার্থাত্মচিন্তয়ন্ ॥ ৮

অনন্তর। পার্থ! (হে পার্থ) অভ্যাসযোগযুক্তেন (পুনঃ পুনঃ শ্রবণাভ্যাসরূপ যোগযুক্ত) [অতএব] নাত্মগামিনা (অনন্তগামী) চেতসা (চিত্ত দ্বারা) দিব্যং পরমং পুরুষং (দিব্য পরম পুরুষকে) অচ্যুচিন্তয়ন্ (চিন্তা করিতে করিতে) [তমেব] য়াতি (তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়) ॥ ৮

শ্রীভগবান্। সততশ্রবণস্ত চাভ্যাসোহন্তরঙ্গঃ সাধনমিতি দর্শয়ত্বাহ—অভ্যাসযোগেতি। অভ্যাসঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ, স এব যোগ উপায়ঃ। তেন যুক্তেনৈকাত্ম্যেন অতএব নাত্মং বিষয়ং গন্তুং শীলং বন্ত, তেন চেতসা। দিব্যং স্তোতনাত্মকং পরমং পুরুষং পরমেশ্বরমচ্যুচিন্তয়ন্ হে পার্থ তমেব বাতীতি ॥ ৮

বঙ্গানুবাদ। [অভ্যাসই সতত শ্রবণের অন্তরঙ্গ সাধন, তাহাই দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—] সজাতীয় প্রত্যয়-প্রবাহ-ই অভ্যাস; সেই অভ্যাসরূপ যোগ বা উপায় দ্বারা একাত্ম অতএব বিষয়ান্তরে গমন-রহিত চিন্তা দ্বারা স্তোতনাত্মক (জ্যোতির্ময়) পরমেশ্বরকে চিন্তা করিতে করিতে, হে পার্থ, তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৮

আত্মসাক্ষাতিক ব্যাখ্যা। ক্রমশঃ ক্রিয়ার অভ্যাস করিতে করিতে ধারণা ধ্যান সমাধি পূর্বক আত্মাতে আটকিয়া থেক—ক্রিয়ার পর-অবস্থা যেমন অস্ত্র কোন দিকে মন আপনা আপনি যাইবে না, তখন আকাশেরই মতন নরাকৃতি পরম পুরুষ—যিনি জগতের নাথ—ব্রহ্মের অণুতে চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইবে।—প্রথমে চিত্তকে অস্ত্র বিষয়ে যাইতে দিবে না, সাধনাব্যাস দ্বারা একাগ্র ও অনন্তগামী যাহাতে হয়, তাহাই করিতে হইবে। এই অভ্যাসের বলেই ধ্যানাবস্থা লাভ করিতে পারিবে। চিত্তে সজাতীয় প্রত্যয়ের দ্বারা প্রবাহিত করিবার যে পুনঃ পুনঃ প্রয়াস—তাহার নামই অভ্যাস। এইরূপ অভ্যাসের ফলে চিত্ত বহির্গামী হয় না, আত্মাতেই আটকিয়া থাকে। মন তখন আপনা হইতে সহজেই আত্মমুখী হয়, অস্ত্র দিকে যায় না। ইহাই ক্রিয়ার পর-অবস্থা বা সমাধি, তখন যোগী পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তমের দর্শন লাভ করেন। প্রথমতঃ গুরুপদেশ মত সাধন করিতে করিতে কত চিত্ত বিচিত্র রঙ্গের আশ্রয় সমুদায় দেখিতে পাইয়া বিস্ময়াগস্ত হন, পরে চতুর্দিকে অগ্নিশ্বরূপ জ্যোতিঃ এবং তাহার মধ্যে কুটস্থ দেখিতে পান; ইহাই স্তোতনাত্মক আদিত্য, তমোলুহ যে পুরুষ “বঙ্গাসা-বাদিতাঃ”। কুটস্থের মধ্যে নক্ষত্র ও নক্ষত্রের মধ্যে গুহা এবং গুহা-মধ্যে জ্যোতিঃ ও জ্যোতি-র্মধ্যে কুটস্থ এবং কুটস্থ-মধ্যে উত্তম পুরুষ দেখা যায়। কত দেব, দেবী ও সিদ্ধগণকে কুটস্থের মধ্যে দেখা যায়। আকাশের যে সকল মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা যেমন আকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়, সেইরূপ চিদাকাশে নরাকৃতি পরম পুরুষকে দেখা যায়, তাহাও চিদাকাশই। তৎপরে মনে হুস্ত ব্রহ্মের অণুর মধ্যে প্রবেশ করে, তখন ভিতর বাহির এক হইয়া যায়। এই কুটস্থে চিত্তস্থিতির প্রথমই অর্থাৎ ত্রয়োদশ স্বরূপাবস্থানে যে পুনঃ পুনঃ প্রয়াস তাহারও

কবিং পুরাণমহুশাসিতারং-

মণোরণীয়াংসমসুস্মরেদ্ বঃ ।

সর্বস্ব ধাতারমচিন্ত্যরূপ-

মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯

নাম অভ্যাস । এই অভ্যাস ও ব্রহ্মবিচার ভিন্ন বস্তু নহে । অবশ্য মৌখিক বেদান্তাদির আলোচনাই ব্রহ্ম-বিচার নহে, ব্রহ্মসত্য অবস্থানের প্রবৃত্তি ব্রহ্ম-বিচার বা ব্রহ্মে বিচরণ । সাধন করিতে করিতে চিত্ত বৃত্তিশূন্য হইলে চিন্তের সেই প্রশান্তবাহিতা বা নিরোধের যে প্রবাহ, তাহাই স্থিতি এবং সেই স্থিতি লাভের জন্য বীৰ্য্য সহকারে যে প্রবৃত্তি তাহারই নাম অভ্যাস । এই প্রকার পৌরুষ প্রবৃত্তি বা অভ্যাসের বলেই চিত্ত অনন্তগামী হয় এবং সেই অনন্তগামী চিন্তাবারা জীবের ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ পরমকল্যাণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে । উপনিষদেও আছে—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো

ন চ প্রমাদাৎ ভগসো বাপ্যলিঙ্গাৎ ।

এতৈরুপায়ৈর্ধ্বততে বস্তু বিবাহ-

স্তম্ভৈব আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥ মুণ্ডক, ৩। ৪

এই আত্মা আত্মনিষ্ঠাসমুৎপাদিত শক্তি দ্বারাই লভ্য, আত্ম-জ্ঞান লাভের সাধনায় যে উত্তমহীন সে ব্যক্তিকর্তৃক লভ্য নহে । ঐহিক বিত্ত-পুত্রাদিতে অত্যন্ত আসক্তিরূপ প্রমাদ থাকিতেও হইবে না, শাস্ত্রবিধি বহির্ভূত তপস্তা হইতেও লভ্য নহে, কিন্তু যে-বিদ্বান্ সাধক এই সমস্ত উপায়ের দ্বারা (আত্মনিষ্ঠা-সমুৎপন্ন বল, বিষয়াসক্তিশূন্য আত্মানুরাগ, শাস্ত্রসম্মত তপস্তা) আত্মসাক্ষ্যকারের জন্য প্রবৃত্ত করেন, তাহার আত্মাই ব্রহ্মধামে প্রবেশ করিতে পারেন ॥ ৮

অন্থস্ম । বঃ (যিনি) কবিং (সর্বজ্ঞ) পুরাণম্ (অনাদি) অহুশাসিতারং (নিয়ন্তা) অণোঃ অণীয়ান্ (হৃদয় হইতেও হৃদয়তর) সর্বজ্ঞ (সকলের) ধাতারম্ (বিধাতা) অচিন্ত্যরূপং (মলিনমনোবুদ্ধির অগোচর) আদিত্যবর্ণং (সূর্য্যাসম ভাঙ্গর) তমসঃ পরস্তাৎ (অজ্ঞান মোহান্ধকারের পর-পারে বর্তমান) [প্রপঞ্চাতীত পরম পুরুষকে] অহুস্মরেৎ স্মরণ করেন)—॥ ৯

শ্রীশঙ্কর । পুনরপ্যহুচিন্তনীয়ং পুরুষং বিশিনষ্টি—কবিমিতি দ্ব্যত্যাং । কবিং সর্বজ্ঞঃ সর্ববিজ্ঞানিস্থিতারং পুরাণমনাদিসিদ্ধং । অহুশাসিতারং নিয়ন্তারম্ । অণোঃ হৃদ্যাদপ্যণীয়াংসম্ অতিহৃদ্যাকাশকালদিগ্ভ্যোহপ্যতিহৃদয়তরং । সর্বজ্ঞ ধাতারং পোষকম্ । অপরিমিত-মহিমাদ্ভ্যাসরূপং মলীমস্মরোর্মোনোবুদ্ধ্যোগোচরম্ । তমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ বর্তমানম্ । “বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং ভমলঃ পরস্তাৎ” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৯

ব্রহ্মশাস্ত্রবাদে । [সেই স্মরণীয় পুরুষ সম্বন্ধে পুনরায় দুইটি শ্লোকে বিশেষরূপে বলিতেছেন—] সেই স্মরণীয় পুরুষ সর্বজ্ঞ সর্ববিজ্ঞানিস্থিতা, অনাদি-সিদ্ধ, নিয়ন্তা, হৃদয়

হইতেও হৃদয়তর, অতিহৃদয়—আকাশ, কাল, দিক্ হইতেও হৃদয়তর ; সকলের পোষক অপরিমিত মহিমা-হেতু অচিন্ত্যরূপ অর্থাৎ মলিন মনোবুদ্ধির অগোচর, প্রকৃতির পরে বর্তমান । শ্রুতিতে আছে ;—মহাস্ত পুরুষকে আমি জ্ঞানদ্রাছি, তিনি আদিত্যবর্ণ অর্থাৎ নিতাইতেজঃ প্রকাশ স্বরূপ এবং অজ্ঞানরূপ মোহান্ধকারের পর-পারে ॥ ৯

আত্মাত্মিক স্বাভাব্যতা । তিনি কবি হইতেছেন—পুরাণপুরুষ অণুর অণু—(মাটির অণু জলের অণুতে মিশাইয়া যায়—জলের অণু তেজের অণুতে—তেজের অণু বায়ুর অণুতে—বায়ুর অণু আকাশের অণুতে—আকাশের অণু ব্রহ্মের অণুতে, ব্রহ্মের অণুর এক অংশেতে ত্রিলোক এমত মহাদেব এক ব্রহ্ম হইতেছেন) সেই ব্রহ্ম হইতে সমুদয় সৃষ্টি হইতেছে—চিন্তাদ্বারা তাঁহাকে পাইবার যো নাই—কারণ ছই ব্যতীত চিন্তা হয় না আর ব্রহ্ম এক হইতেছেন, তন্নিমিত্তে ক্রিয়ার পর অবস্থায় থেকে এক না হইলে হয় না । একজ্ঞ শাস্ত্রে এক ব্রহ্ম বলিয়াছেন—তিনি কেমন না সূর্য্যের দ্বারা প্রকাশ—পরে তম (অন্ধকার) স্বরূপ (যোনিমুদ্রা) তিনি কৃষ্ণ ব্রহ্ম, তাঁহাকে বেদ বেদান্তেতে সকলে বলে—ইহা গুরু বাক্যের দ্বারা লভ্য ।—“বং মনসান মনুতে”—মন দ্বাৰাকে মনন করিতে পারে না অর্থাৎ মনও সেই ব্রহ্মপুত্র নিকট অতি স্থল । স্থল বেলন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, আমাদের মনও তেমনই ব্রহ্মপুত্র মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না । মন বতরূপ মনন-ধর্মবিশিষ্ট থাকে ততক্ষণ মনের চিন্তায় মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড বাস করে । মনের এতাদৃশ স্থলভাব থাকিতে সেই ‘অণুভ্যোহণুচ’—অণু হইতেও অণু—ব্রহ্মের দর্শন হয় না ।

‘ন চকুবা গৃহতে নাপি বাচ্য নাত্তৈর্দেবৈস্তপসা কশ্মণা বা ।

এবোহপুয়াত্মা চেতসা বেবিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ ॥’ মুণ্ডক, ৩। ৯

রূপ না থাকায় কেহই তাঁহাকে চকুদ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না । অনির্কলনীয়াতা হেতু বাক্যদ্বারাও গ্রহণ করিতে পারে না । অপর ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও নহে । তপস্তা দ্বারা বা কশ্ম দ্বারাও গ্রহণ করিতে পারে না । যে শরীরে এই প্রাণ পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া সম্যকরূপে প্রবিষ্ট আছে, সেই শরীরস্থ হৃদয়ের মধ্যে এই অতি হৃদয় আত্মাকে জানিতে হইবে । বাহ্য কিছু সমস্তই চিন্তাদ্বারা ব্যাপ্ত, সেই চিন্তা গুরু হইলেই এই আত্মা স্ব-স্বরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন । চিত্তশুদ্ধির উপায় কি তাহা বলা হইতেছে ;—গুরুপদে মত প্রাণ-অপানের ক্রিয়া-দ্বারা বায়ুকে কুন্তকবহুয় রাখিলে, মন আপনাপনি সকল দিক হইতে প্রত্যাহত হওয়ায় মন শূন্যেতে প্রবেশ করে এবং নিত্যানন্দে বিভোর থাকে । তাহাতে থাকিতে থাকিতেই উত্তম পুরুষ নারায়ণকে দেখিতে পাওয়া যায় ; তখন সাধকের অনৌকিক শক্তি হয়, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হয় । অগ্নির তেজের মত একটি তেজ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তদ্ব্যযো ক্ষুদ্র চিত্তের মত একটি বিন্দু দেখা যায়—তিনিই ব্রহ্ম । প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই পাঁচটি যোগের ধর্ম । প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা প্রত্যাহার, পরে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অবস্থা—ক্রমে ক্রমে উদ্ভব হয় । এই বিশ্ব ভ্রমণকারী মন যখন ক্রিয়ার পর-অবস্থায়

প্রাণকালে মনসাহচলেন

ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।

ক্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ সম্যক্

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০

প্রবেশ করে তখন অস্ত্র কোন বস্তুতে আর ছুটে না। ক্রিয়া করিতে করিতে আপনাপনি হৃদয়ে স্থিতি হয়। তখন সেই ব্রহ্মের অণুর অংশে থাকিয়া সাধকও অণুরূপ হইয়া যায়। এই ব্রহ্মের অণুতে আসক্তিপূর্বক থাকিলে, তাঁহাতেই চিত্ত অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে। সর্বদা ব্রহ্মের অণুতে মনকে যোগ করিয়া রাখায় মন ব্রহ্মাণুর সহিত সংলগ্ন হইয়া তজ্জপ হইয়া যায়। তাঁহাকে ভালরূপে মন দিয়া চিন্তা করিলে তাঁহারই পুনঃ পুনঃ স্মরণ হয়। তখন সেই অব্যক্ত পূর্ণব্রহ্মরূপ পরমাত্মা ক্রিয়ার পর অবস্থায় তাঁহাকে তেজোবিন্দুরূপে দেখা যায়। সেই তেজোবিন্দুতে মন লীন হইলে যে ভাস্কর তেজের প্রকাশ হয়, সাধক সেই তেজোরূপকে দেখিতে দেখিতে পূর্ণব্রহ্মরূপ হইয়া যায়। সকল বস্তুর নাশ হয় ॥ ৯

অন্তঃপ্রাণ। প্রাণকালে (অন্তঃপ্রাণে) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক) যোগবলেন চ এব (যোগবলের দ্বারাই) যুক্তঃ (যুক্ত হইয়া) অচলেন মনসা (স্থিরচিত্তে), প্রাণঃ (প্রাণকে) ক্রবোঃ মধ্যে (ক্রবোর মধ্যে) সম্যক্ (সম্যকরূপে আবিষ্ট করিয়া বা ধারণ করিয়া) সঃ (তিনি) তং (সেই) দিব্যং পরং পুরুষং (দিব্য পরম পুরুষকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ১০

শ্রীশ্রদ্ধা। প্রাণকাল ইতি। সপ্রপঞ্চভূতিং তিস্তা বস্তুভিতি, এবম্ভূতং পুরুষমন্তঃপ্রাণে ভক্তিযুক্তো নিশ্চলেন বিক্ষেপরহিতেন মনসা যোগবলেন ॥ মনোনিশ্চল্যো হেতুঃ—যোগবলেন সম্যক্ সূত্রমার্গেণ ক্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশেতি। স তং পরং পুরুষং পরমাত্মরূপং দিব্যং স্তোতনাস্বকং প্রাপ্নোতি ॥ ১০

ব্রহ্মসুখান্দ। প্রপঞ্চের সহিত প্রকৃতিকে ভেদ করিয়াছেন যিনি—এবম্ভূত পুরুষ অন্তঃপ্রাণে ভক্তিযুক্ত হইয়া বিক্ষেপ-রহিত মনের দ্বারা যিনি স্মরণ করিতে করিতে প্রাণ করেন, তিনি সেই পরমাত্ম-রূপ স্তোতনাস্বক পুরুষকে প্রাপ্ত হন। মনের নিশ্চলতার হেতু এই যে, যোগবলে সূত্রমার্গে ক্রমশঃ প্রাণকে আবিষ্ট করিলে মন নিশ্চল হইয়া যায়। [পূর্বে হৃদয়পুণ্ডরীকে বশীকৃত্য চিন্ত্য তত উর্দ্ধগামিনী নাড্যা ভূমিজয়ক্রমেণ ক্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ স্থাপয়িত্বা সম্যক্ অগ্রমস্তঃ সন্ স এবং বুদ্ধিমান্ বোগী তং পরং পুরুষং উপৈতি প্রতিপত্ততে। ভক্ত্যা যুক্তো ভজনঃ ভক্তিঃ তয়া যুক্তো যোগবলেন চৈব যোগতঃ বলং যোগবলঃ তেন সমাধিজ-সংস্কারজনিতং চিত্তৈর্হৃদ্য-লক্ষণং যোগবলঃ তেন চ যুক্ত ইত্যর্থঃ।—প্রাণ করিবার পূর্বে হইতেই বোগীকে হৃদয়পুণ্ডরীকে ধারণ দ্বারা চিত্তকে বশীকৃত করিতে হয়, তাহার পর ভূমি-জয় (পঞ্চতরু বা পঞ্চতরু ভেদ) ও উর্দ্ধগামিনী (সূত্র) নাড়ী দ্বারা প্রাণকে ক্রমশঃ স্থাপন করিতে হয়। এই দ্বোকে ভক্তি শব্দের অর্থ ভজন। সমাধিসংস্কার দ্বারা উৎপাদিত যে চিত্তৈর্হৃদ্য, তাহাই চিত্তৈর্হৃদ্য লক্ষণরূপ যোগবল।—শব্দঃ [চিত্তঃ হি স্বভাবতো বিবর্তেতু ব্যাপৃতং তেভ্যো বিমুখীকৃত্য পুণ্ডরীকাকারে পরমাত্মহানে বস্তুতঃ স্থাপনীয়ম্। ইড়াঙ্গিলে

দক্ষিণোত্তরে নাডৌ হৃদয়ান্নিস্থিতে নিরুধা তস্মাদেব হৃদয়াগ্রাদূর্দ্ধগমনশীলয়া সূত্রয়া নাড্যা হার্দং প্রাণমানীয় কণ্ঠাবলম্বিতং স্তনসদৃশং মাংসখণ্ডং প্রাপ্য তেনাধরনা ক্রবোর্মধ্যে তমাবেশ্য ব্রহ্মরূপাদ্ বিনিষ্ক্রম্য পরমপুরুষং উপগচ্ছতীত্যর্থঃ। চিত্ত স্বভাবতই বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে, তাহাকে বিষয় হইতে বিমুখ করিয়া হৃদয়ে পুণ্ডরীকাকার পরমাত্ম-হানে বস্তুপূর্বক স্থাপন করিতে হইবে। হৃদয় হইতে নিঃসৃত ইড়া ও পিকলা নামক দক্ষিণোত্তর-স্থিত নাড়ীদ্বয়কে নিরুদ্ধ করিয়া হৃদয়াগ্র হইতে উর্দ্ধগমনশীল নাড়ীদ্বারা হার্দে প্রাণ আনয়ন করিয়া কণ্ঠাবলম্বিত স্তনসদৃশ মাংসখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া সেই পথ দ্বারা (সূত্র) ক্রমশঃ প্রাণকে আবিষ্ট করিয়া ব্রহ্মরূপ দ্বারা নিষ্ক্রমণ করিতে পারিলে পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়।—আনন্দগিরি] ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। মরবার সময় মনের দ্বারা গুরুবাক্যে বিশ্বাসের দ্বারা আত্মাতে আটকে থেকে ধারণা ধ্যান সমাধিপূর্বক বলপূর্বক সম্যক্ রূপেতে ক্রমশঃ প্রাণবায়ুতে প্রবেশ করিলে পর—সৎ—পরমপুরুষকে দেখিতে পায়—(গুরুবাক্যে লভ্য) এই রকম ক'রে ভীষ্মাদিরা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন অর্থাৎ এক নিশ্বাসেতে ওঁকার ক্রিয়ার বিশ হাজার সাত শত ছত্রিশবার (২০৭৩৬) করিলেই ব্রহ্ম-রক্ত ফেটে যায়, ইহা করিলে পরম পদ পায় যাহা গুরু-বক্তুলভ্য।—যাহারা চিরদিন ভজন করিয়া আসিয়াছেন ও যোগবিভাগ অমূলীন করিয়াছেন, মৃত্যুকালেও তাহারা সেই ভজনের বলে প্রাণবায়ুকে ক্রমশঃ লইয়া বাইতে পারেন। সাধারণ লোকের মৃত্যু ও যোগীর মৃত্যুতে বেশ পার্থক্য আছে। বাদরাগণ বেদান্ত-সূত্রে বলিয়াছেন যে, জীবের মরণকাল উপস্থিত হইলে জীবের সমুদয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও প্রাণবৃত্তি স্থল দেহে সম্পিণ্ডিত হয়। ‘স্থলং প্রমাণতঃ তথোপলব্ধে’—(ব্রহ্মসূত্র) জীব মৃত্যুকালে স্থল শরীর লইয়া পরলোকে গমন করে। সাধারণ লোকে কর্ম্মাসক্ত ও কর্ম্মে লিপ্ত বলিয়া কর্ম্ম-সংস্কারকে সঙ্গে লইয়াই দেহ হইতে গমন করে। “তং বিভ্রাক্ষ্মণী সমসারভতে পূর্বপ্রজ্ঞা চ”—বিভ্রা, কর্ম্ম ও পূর্বপ্রজ্ঞা সমস্ত তাঁহার অহুগমন করে। জীব কর্ম্মাসক্তের পরলোকে ফলভোগ করিয়া, ভোগ-করে ইহলোকে কর্ম্ম করিবার জন্ত পুনরায় আগমন করে। কিন্তু যাহারা নিকাম অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষ তাহারা মৃত্যুর পর অস্ত্র লোকান্তর প্রাপ্ত না হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সেই ব্রহ্মলোকে গমনের কি ব্যবস্থা—তাহাই এখানে ভগবান উপদেশ করিতেছেন। শব্দাচাৰ্য্য বলিয়াছেন, জীবমুক্ত পুরুষের মৃত্যুকালে দেহ হইতে উৎক্রান্তি হয় না, কারণ মায়িক জীবের জ্ঞান তাহার দেহেজিয়াদিতে সত্যবোধ থাকেনা। দেহেজিয়াদিতে সত্যবোধ তাঁহার না থাকিতে পারে কিন্তু দেহেজিয়াদি তো তাঁহার সত্য সত্যই থাকে, এবিধ জ্ঞানী পুরুষের দেহ নষ্ট হইলে তখন তাঁহার আত্মার গতি কিরূপ ভাবে হইয়া থাকে? যেমন কোন দ্রব্যে উই লাগিলে বাহিরের দিক হইতে তাহার রূপান্তর না হইলেও তাহাকে বধন উঠাইতে বাওয়া হয়, তখন যেমন আর সেই দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায় না, কেবল কতকগুলি মাটি হাতে আসিয়া পড়ে, তখন বলা হয়—উপরে দেখিতে বাহ্যক্, আসলে দ্রব্যটি মাটি হইয়া গিয়াছে। ঐরূপ দেহাদি থাকিতে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে বাহির হইতে

তাঁহাকে দেহ, প্রাণ, মনবিশিষ্ট মনুষ্যের মতই বোধ হয় বটে, কিন্তু তাঁহাকে লোকান্তরে উঠাইবার সময় আর তাঁহার কোন পৃথক্ সত্তার উপলব্ধি হয় না, তাঁহার দেহ, মন, প্রাণ সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া গিয়াছে দেখা যায়। এইরূপে জীবন্ত পুরুষের উৎকৃষ্ট নিবেদ—“অত্র ব্রহ্ম সমনুভূত”—এইখানেই তিনি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, লোকান্তরের অপেক্ষা করিতে হয় না। শব্দ বাহা বলিয়াছেন, তাহা অব্যক্তিক নহে। কিন্তু বাহ্যিকের বিদেহ হুক্তি হয় অর্থাৎ মরণান্তে মুক্তি হয়, তাহারও ব্রহ্ম পুরুষ। কিন্তু এই সকল ব্রহ্ম পুরুষদিগের স্তর-ভেদ থাকে। যদিও পরে সকলে এক অবস্থাই প্রাপ্ত হন, তথাপি জীবিতাবস্থায় তাঁহাদের যে পুরুষ-প্রবৃত্তির ভেদ থাকে, তাহার ফলে তাঁহাদের গতিও একটু ইতর-বিশেষ হয়। এই সকল ব্রহ্ম পুরুষদিগের স্বল্প শরীর নষ্ট হইয়া যায় না, তবে তাঁহার স্বল্প শরীরের উপাদান মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। যেমন হিরণ্যগর্ভ ও নারদাদির শরীর আছে—একটা ঠাট ঢালাইবার মত, কিন্তু তাহা বিশ্লেষণ করিতে গেলে আর সূত্র বা স্বল্প কোন বিষয়েরই কিছু নাড়া পাওয়া যায় না। সাধকেরা তাই বলেন—“ব্রহ্মময়ী সকল ব্রহ্মময়, তাঁর কর চরণ শ্রবণ নয়ন ভৌতিকের তো কিছুই নয়।” ব্রহ্ম পুরুষদেরও যে অবস্থাবাদি দেখা যায়, তাহাও যেন কতকটা ভৌতিকভা-শূন্য। কিন্তু এই সকল বিদেহ মুক্ত পুরুষদেরও বিশিষ্ট ভাব প্রকাশের অহুত স্বল্প দেহের মত এক প্রকার দেহ থাকে, এই অবলম্বন না থাকিলে তাঁহাদের লোকান্তরে নীত হইবার যে কথা আছে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু তাঁহারা যে লোকান্তরে নীত হন—ইহা শ্রুতি-সম্মত কথা। ব্রহ্মলোকে বা সত্যলোকে তাঁহারা ব্রহ্মের আবুংকাল পর্যন্ত ব্রহ্মের সহিত সত্যলোকে থাকিয়া ব্রহ্মের লীলাবসানের সঙ্গে ব্রহ্মের সহিত তাঁহারাও কৈবল্যগদ লাভ করেন। যদি বিদেহ মুক্তাবস্থায় কোন কিছু আশ্রয় না থাকিত, তবে তাঁহারা ব্রহ্মলোকে থাকিতেন কি ভাবে? বেদান্ত দর্শনের নির্ধারক ভাবে আছে—“ব্রহ্মোপাসকস্ত শরীর বিরোগকালে সর্বকর্ষ-ক্ষয়েইপি পশ্চা উপপন্নঃ কুতঃ?” “পরঃ জ্যোতিরূপসম্পন্নঃ যেন রূপেণাভিনিপ্পন্নতে স তত্র পর্ধ্যতি, জন্ম, জীভন, ব্রহ্মাণঃ ইত্যাদিবি দেহাদিসংহ্রাদ লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ”—ব্রহ্মোপাসকের শরীর-বিরোগকালে সর্ববিধ কর্ষক্ষয় হইলেও, তাঁহার দেবদান-পশ্চা-প্রাপ্তি সিদ্ধ আছে। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন পরমজ্যোতিরূপ প্রাপ্ত হইয়া তিনি স্বীয় নির্ণয়রূপে প্রতিভাত হইলে, তিনি যথেষ্টক্রমে গমন, ভোজন, জীভন এবং আশ্রয় করিতে পারেন—এই সকল বাক্যে দেহ সর্বজনকরণ ভোগের উপলব্ধি হয়। বেদান্তদর্শনের এই স্বত্রটিও ইহার পোষক—“স্বল্পঃ প্রমাণতশ্চ ভাষোপলব্ধেঃ”—স্বল্প দেহ বিনষ্ট হইবার পর জ্ঞানী পুরুষের স্বল্প শরীর থাকে, কারণ শ্রুতি-প্রমাণের দ্বারা তাহাই বোধগম্য হয়। যথা শ্রুতির দেবদান পথে (অর্জিরাশি পথে) গমনকারী জ্ঞানী পুরুষ এবং চন্দ্রমার কণোপকথন বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা স্বল্প শরীর না থাকিলে সম্ভব হইতে পারে না। সংবাদ-বোধক শ্রুতিবাক্য বধা, “বিহ্বলঃ প্রতিজ্ঞয়াৎ”—(বিদ্বান পুরুষ চন্দ্রমাকে প্রত্যুত্তর করেন) ইত্যাদি। (শ্রীভারাকিশোর শর্মা চৌধুরী কর্তৃক নির্ধারক ভাষ্যের অনুবাদ।)

এতদ্বারাই বুঝা যায় এই সকল বিদেহ-মুক্ত পুরুষের দেহধারী। দে দেহ স্বল্প দেহ তে

বটেই, কিন্তু সাধারণ স্বল্প দেহ হইতে তাহার কিছু বিশেষত্ব আছে। যেমন তাঁহার মন বুদ্ধিও ব্রহ্মরূপতা বা ব্রহ্মভাব-ভাবিত হইয়া যায়। সাধারণ স্বল্প দেহ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, কিন্তু ইহা সেরূপ নহে। যেমন ভড়িৎ-ভাড়িত পদার্থের সর্বত্রই ভড়িতের সন্ধান পাওয়া যায়, তদ্রূপ মুক্ত পুরুষের স্বল্পাবস্থার প্রতি অণুর মধ্যেও ব্রহ্মাণুর সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। অবশ্য ব্রহ্মাণু বলিতে কি বুঝায়—তাঁহা যোগী ব্যতীত কেহ ধারণা করিতে পারেন না।

এই বিদ্বান পুরুষের উৎকৃষ্টতার কথা এখানে একটু আলোচনা করা যাক। বেদান্ত-দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদে একটি স্বত্র আছে—“তদেকোহগ্রজলঃ তৎ প্রকাশিত দ্বারো বিভাসামর্থ্যাস্তদ্বৈব গতাহুত্বতিযোগাচ্ছান্দাহুত্বহীতশতাতিক্রিয়া”—নিজ বিভা প্রভাবে এবং সামর্থ্যের প্রভাবে শেষ গতিস্বরূপ পরমাত্মার সর্বদা-স্রবণ হেতু শ্রীভগবানের অনুগ্রহে সেই নাড়ীর মূল স্থান অর্থাৎ হৃদয়ের অগ্রভাগে দীপ্তিযুক্ত হইয়া উঠে, তৎপরে ভগবৎ রূপায় সেই নাড়ীর দ্বার প্রকাশিত হয়, তাহা বিদিত হইয়া বিদ্বান পুরুষ সেই নাড়ীদ্বারা নিজস্ব হইল।

‘শতকৈক্য চ হৃদয়স্ত নাড্য-

স্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিহৃতৈক্য।

তয়োক্ত মারম্মমুতমুমেতি,

বিহন্ততা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥’ কঠ ২।৩।১০

পুরুষের হৃদয় প্রদেশ হইতে শত সংখ্যক ও সূক্ষ্ম-নামক এই একশত একটি নাড়ী নির্গত হইয়াছে তন্মধ্যে সূক্ষ্ম নামক নাড়ী মূর্দ্ধদেশ (ব্রহ্মরূপ) ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছে, অন্তকালে আত্মাকে (প্রাণকে) বশীভূত করিয়া হৃদয়ের সেই নাড়ীর সহিত সংযোজিত করিবে। সেই নাড়ীর সাহায্যে উর্দ্ধে উৎক্রান্ত হইয়া আদিত্য মণ্ডলের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন, অপর নাড়ী সমূহ দ্বারা উৎক্রমণ হইলে জীবের অপরাপর লোকে গতি হইয়া থাকে।

বেদান্তদর্শনেও একটি স্বত্র আছে—“ব্রহ্মাহুসারী”—বিদ্বান পুরুষ মূর্দ্ধ নাড়ী দ্বারা নিজস্ব হইয়া স্বর্গাশ্রয় অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধে গমন করেন।

ব্রহ্মলোক-গমনকারী পুরুষদের লোকলোকান্তরে লইয়া যাইবার চক্র বহনকারী দেবতা আছেন। এইরূপে বিভাংলোক প্রাপ্ত হইবার পর এক অমানব পুরুষ আসিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মলোক লইয়া যান। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—“ব্রহ্মবিদ পুরুষ অর্জিরাশিমার্গ প্রাপ্ত হন।” (অর্জি, অহঃ, চরুপক্ষ, বগ্নাশ, সঞ্চংসর, বায়ু, আদিত্য ইত্যাদি)

বৃহদারণ্যকেও আছে—“স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি”—তিনি ইহাদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করান।

অর্জিরাশি মার্গে গমনান্তর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া জীব স্বীয় স্বাভাবিক রূপ প্রাপ্ত হন। তাঁহার দেব-কলেবর কি অপর কোন বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট কলেবর প্রাপ্ত হয় না। ছান্দোগ্যে আছে—“এবমেবৈব সন্ত্যাসেহস্মাচ্ছরীরাং সমুখায় পরঃ জ্যোতিরূপসম্পন্নঃ যেন রূপেণাভিনিপ্পন্নতে” এই সংসার দুঃখবিমুক্ত সন্ত্যাসপ্রাপ্ত পুরুষ এই শরীর হইতে সম্যক্ উখিত হইয়া পরম জ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত হন, হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক বিহ্বলরূপে আবির্ভূত হন। এখন ক্রিয়ার গতি ইহার কি সম্বন্ধ দেখা যাক।

ক্রিয়া করিলে যে ক্রিয়ার পরাবস্থা হয়, তাহা আত্মারই ঐশ্বর্য। ঐ অবস্থায় মন অন্তরীক্ষে না বাওয়ায় সৰ্ব্ব পাপ হইতে বিনিমুক্ত হইয়া সাধক ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যান। এই ক্রিয়ার পরাবস্থা বাহার যত বেশী হয়, তাহার তত বেশী সত্যসঙ্গত ও সর্বজন্য প্রভৃতি ঐশ্বর্য হইয়া থাকে কিন্তু ক্রিয়ার পরাবস্থায় অটল প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত যোগীর কোন ঐশ্বর্য থাকে না, ইহা তাহার ঐশ্বর্যাদিতে সঙ্করের ও ইচ্ছার অভাব হেতু হইয়া থাকে। তখন তিনি শুদ্ধ চৈতন্য মাত্রে অবস্থিত। কিন্তু মুক্ত পুরুষেরা যখন ক্রিয়ার পরাবস্থার পরাবস্থাতে থাকেন, তখন সত্য-সঙ্করাদি গুণ তাঁহাদের দেখা যায় অর্থাৎ তাঁহাদের সঙ্কর মাত্রেরই দেবতা, পিতৃগণ তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থিত হন। মুক্ত পুরুষদের আর কেহ অধিপতি থাকে না, অর্থাৎ তাঁহারা গুণকে অতিক্রম করিয়া থাকেন—“স গুণান্ সমতীত্যানতান্ ব্রহ্মভূয়া কল্পতে” তাঁহার গুণের অধীনতা থাকে না—এইরূপে তিনি “স্বরাট্” হইয়া যান, প্রয়োজন হইলে তাঁহারা সঙ্কলনশরীর নির্মাণ করিয়া জগদাদি ব্যাপারে যোগদানও করিতে পারেন। ক্রিয়ার পরাবস্থাতে কোন তেজ অর্থাৎ শক্তির ক্রিয়া না থাকিলেও সকল তেজ বা শক্তি ঐ অবস্থা হইতেই উৎপন্ন হয়। হ্রদয়ে বায়ু (প্রাণের) স্থিতি হওয়ারতেই ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ হয়। সকল শরীরেই ক্রিয়ার পর অবস্থা সমভাবেই উপলব্ধি হইতে পারে। আসলে এই স্থিতি সকলের মধ্যেই রহিয়াছে, নচেৎ কেহই বাচিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু মন সাধারণতঃ বহির্ভূত—এইজন্য এই অবস্থাকে কেহ বুঝিতে পারে না। ক্রিয়া করার পর এই মনের বহির্ভূত ব্রহ্ম হইলে সাধকের নিকট ক্রিয়ার পর অবস্থা বাহ্য আছেই তাহা কেবল নূতন করিয়া বোধ হয় মাত্র। ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকিলে ‘তৎপদ’ দৃষ্ট হয়, পরে তাহাতে থাকিতে থাকিতে সাধকও সেই দেব-স্বরূপ সর্বভাগী হইয়া যান। এ অবস্থায় দেবতার দেব-মূর্তিও আর দেখা যায় না। যত দেবতা ও আত্মা সমস্ত ব্রহ্মেতে লয় হয়। আবার এই যে শরীরাদি বাহ্য কিছু দৃষ্ট পদার্থ দেখিতেছে, তাহাও সেই ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে।

এই শরীরের মধ্যে ক্ষুদ্র নক্ষত্র স্বরূপে তিনি বিরাজমান। বাহ্যার ক্রিয়া করেন, সেই সকল সাধকদিগের জ্ঞান গুহার মধ্যে একটি রাস্তা প্রকাশ হয়, তন্মধ্যে যিনি বিরাজমান, তিনিই শরীরের মধ্যে সংস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেছেন। ক্রিয়ার পর অবস্থায় প্রাণই ব্রহ্ম তেজরূপ প্রাপ্ত হয়, তখন ব্রহ্মকে ব্রহ্মই লাভ করেন। কারণ তখন মনে কোন কামনা থাকে না, সব কামনা ব্রহ্মে লীন হইয়া সাধক ব্রহ্ম-সম হইয়া যান ও অমরত্ব লাভ করেন।

শ্রেষ্ঠ সাধকেরা এই দেখে থাকার সময়েও কিরূপ ব্রহ্ম-ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন, তাহা বলা হইয়াছে, তাঁহারা উৎকান্তির সময় কিরূপ গতি লাভ করেন, তাহাও আলোচিত হইয়াছে, এক্ষণে দেহত্যাগের সময় তাঁহার দেহের বিভিন্ন স্থানে কিরূপ ক্রিয়া অবলম্বিত হইলে যোগীর ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়, তাহাই আলোচিত হইতেছে। এই দ্বার মুক্ত কি প্রকারে হয়, তাহার সাধনা ক্রিয়াবানেরা সকলেই জানেন, তবে অভ্যাস দ্বারা তাহাতে পটুতা লাভ করা চাই। ধারণা ধ্যান দ্বারা মনকে আটকাইলে মন প্রাণবায়ুর সহিত জন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন পরম পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধন বিশেষ দ্বারা জন্মধ্যে প্রাণ বায়ুকে অবরুদ্ধ করিলেই যে জ্যোতির্শব্দ মণ্ডল প্রকাশ পায়, তন্মধ্যে কুটস্থ ও নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, যোগী সেই পথ

ভেদ করিয়া চলিয়া যান। তখন যোগী তন্মধ্যে দিব্য পদ্ম পুরুষকে দেখিতে পাইয়া কৃত-কৃত্য হইয়া থাকেন, সে যোগীর আর পুনর্জন্ম হইতে পারে না। যে ক্রিয়াদ্বারা এই অবস্থা লাভ হয়, তাহাকে “ওঁকার” ক্রিয়া বলে। অভ্যাস-পটুতাজনিত যোগীর যে পটুতা লাভ হয়, তাহারই প্রভাবে যোগী এক নিঃশ্বাসে বিশ হাজার সাত শত ছত্রিশ (২০৭৩৬) ওঁকার ক্রিয়া করিতে পারেন। এইভাবে করিতে পারিলে ব্রহ্মরক্ষা কাটিয়া যায়। এই সাধন প্রক্রিয়ায় যিনি সদাভ্যস্ত তাঁহার যোগবল উৎপন্ন হয়। তখন যোগীর নিমেষহীন দৃষ্টি, নিশ্চল মন ও স্থান স্থির হইয়া তাঁহার উক্ত সামর্থ্যের সূচনা করে। তখন আদিত্যবর্ণ পুরুষের অচিন্ত্য দিব্যরূপ হৃদির উঠে, এইরূপে তমঃ পায় হইয়া যোগী আর এ জগতে কিরিয়্যা আসেন না। এই অবস্থা প্রাপ্ত যোগীরই যোগবৃত্ত অবস্থা লাভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তখন প্রাণ ও তৎসহ মন আক্সাচক্রে অবস্থিত হইয়া সেই জ্যোতির্শব্দ মণ্ডলের সহিত এক হইয়া যায় ও আক্সাচক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে দিব্য পুরুষের সহিত এক হইয়া যায়। ইহাকে পরমপদ প্রাপ্তি বলা হয়।

ভীষ্মাদি শ্রেষ্ঠ যোগীরাও এইভাবে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ভাগবতে আছে,—

“কৃষ্ণ এবং ভগবতি মনোবাগ্ দৃষ্টিবৃত্তিভিঃ।

আত্মত্যাগান্নাবেশ্য সোহন্তঃশ্বাস উপারমং ॥”

ভীষ্মদেব এইরূপে মন, বাস্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় বৃত্তি দ্বারা আত্ম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-সংযোগ করিয়া অর্থাৎ জীবাশ্মাকে পরমাশ্মার আবিষ্ট করিয়া প্রাণ ব্রহ্ম করতঃ মহাপ্রয়াণ করিলেন। “আত্মশ্বাস” শব্দের ব্যাখ্যা শ্রীধর করিয়াছেন,—“অন্তরেব শীতঃ শ্বাসো বন্ত সঃ” শ্বাসের প্রকাশ বাহিরে থাকিবে না, তাহা অন্তর্লীন হইবে—ইহাকেই নিরুদ্ধাবস্থা বলে।

এখন ব্রহ্মরক্ষা কাটাইয়া যোগীদের যে যত্ন হয়, তৎসম্বন্ধে প্রণব-গীতায় যে রূপ আলোচনা আছে তাহাই সংক্ষেপে করিয়া কিছু বলিতেছি। যুগ্মা নাড়ী মূলধার হইতে উৎপত্তি হইয়া মস্তক-গ্রন্থিতে গিয়া হই শাখার বিভক্ত হইয়াছে। একটি শাখা মস্তিষ্কের অধস্তল দিয়া একটু বক্রভাবে আসিয়া জর কাছে অন্ন উর্দ্ধমুখ হইয়া আক্সাচক্র ভেদ করিয়া ইড়া পিঙ্গলার সহিত মিলিত হইয়াছে। পুনরায় একটু উর্দ্ধমুখ উঠিয়া কপালের মাঝামাঝি স্থানে আসিয়া ভিতরে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র পায় হইয়া ভিতরে প্রবেশ পূর্বক একটু ঝুলিয়া পড়িয়া অন্ন বক্র গতিতে উর্দ্ধমুখে উঠিয়া মস্তিষ্কে ব্রহ্ম-রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে। দ্বিতীয় শাখাটি মস্তক-গ্রন্থি হইতে উর্দ্ধ-মুখে উঠিয়া মস্তিষ্কে ব্রহ্ম-রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে। তৃতীয় শাখাটি মস্তক-গ্রন্থি হইতে উর্দ্ধ-মুখে উঠিয়া মস্তিষ্কে ব্রহ্ম-রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে। পুণ্ড্রার এই শাখাটির মুখই ব্রহ্ম, অন্তটি খোলা। সূতরাং এক শাখার ছিদ্রের সহিত অন্য শাখার ছিদ্রের সংযোগ নাই। যোগী যখন যোগবলে প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্ভূত হন, তখন যুগ্মাশ্রিত ব্রহ্ম-রন্ধ্রগত ব্রহ্ম মুখটি ঝুলিয়া যায় ও উভয় শাখার ছিদ্র এক হইয়া যায়, ইহারই নাম ব্রহ্ম-রন্ধ্র ফাটা বা ফুটিয়া যাওয়া।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি

বিশস্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি

তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১

অবশ্য এইরূপ ভাবে দেহ ত্যাগ কর-সকল যোগীরও সাধারণ কুলায় না। কুণ্ডলিনী শক্তি সদা যাহার জাগ্রত, তাহারই পক্ষে ইহা সম্ভব। কুণ্ডলিনী শক্তিই আসলে প্রাণশক্তি, “না দেবী বায়বী শক্তিঃ” এই প্রাণের সহিত মন আছেই সুতরাং মন ও প্রাণের একত্র সংঘমে স্বপ্ন প্রাণ বা স্থির প্রাণের অস্তিত্ব বৃদ্ধিতে পারা যায়। তখন অনায়াসে যোগী প্রাণশক্তিকে সুস্থ-চালিত করিয়া ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠা করাইলে তত্ত্ব-প্রভার জ্বালা প্রাণরশ্মি চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হয়। সেই আলোকের সাহায্যে যোগীর ব্রহ্ম-রূপের স্পন্দিত-স্বচ্ছ পথটি প্রস্তুত আকারে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন যোগী অতি সহজে প্রাণ-মনকে এক করিয়া তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠা হইয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত হইতে পারেন। যোগীর যে যে অবস্থার মধ্য দিয়া ব্রহ্মলোকে প্রবেশ লাভ হয়, তাহারই আলোচনা “অগ্নিজ্যোতিরহঃ শুক্লঃ” প্রভৃতি শ্লোকে আলোচিত হইয়াছে। স্বল্পতম প্রাণ-শক্তির সহিত যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সংযোগ আছে, তাহা যোগীরা এই দেহে থাকিয়াও বৃদ্ধিতে পারেন কিন্তু প্রাণকে জয় করিতে না পারিলে কিছুই সুগম হয় না।

ভাগবতে আছে,—

“জিতেন্দ্রিয়স্ত বৃদ্ধস্ত জিতশাস্তস্ত যোগিনঃ।

ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥”

যোগশাস্ত্রেও আছে,—“প্রাণবৃন্তো বিলীনায়াং মনোবৃন্তিবিলীয়তে।” প্রাণবৃন্তি বিলীন হইলে মনোবৃন্তিও বিলীন হইয়া যায়। তাই—“ব্রহ্মাদয়োহপি ত্রিংশাঃ পবনাত্যাস-তৎপরঃ”, ব্রহ্মা হইতে সমস্ত দেবতারা এই প্রাণসংঘম অভ্যাস করিয়া থাকেন।

“সনকাত্মা বশিষ্ঠাত্মাঃ কচ-দত্ত-শুকাদয়ঃ।

অরুন্ধতী-প্রভৃতয়ঃ যোগাৎ সিদ্ধিমুপাগতাঃ ॥”

যোগাত্ম্যাস দ্বারাই সনকাদি ঋষিরা, বশিষ্ঠ শূকাদি অরুন্ধতী প্রভৃতি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥ ২০

অনুব্রত। বেদবিদঃ (বেদজ্ঞগণ) যৎ (যাহাকে) অক্ষরং বদন্তি (অক্ষর পুরুষ বলেন), বীতরাগাঃ (অনাসক্ত) যতয়ঃ (যতিগণ) যৎ (যাহাতে) বিশস্তি (প্রবেশ করেন), যৎ (যাহাকে) ইচ্ছন্তঃ (জানিবার ইচ্ছা করিয়া) ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি (ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করেন), তৎ পদং (সেই পরম পদ) তে (তোমাকে) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) প্রবক্ষ্যে (বলিতেছি) ॥ ১১

শ্রীশঙ্কর। কেবলান্যাসযোগাদপি প্রণবাত্ম্যাসমস্তরূপং বিবিৎসঃ প্রতিক্রান্তো—

যদক্ষরমিতি, যদক্ষরং বেদার্থজ্ঞা বদন্তি। “এতস্ত বা-অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি স্বর্ঘ্যচন্দ্রমণৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত” ইতি শ্রুতেঃ। বীতো রাগো যেভ্যস্তে বীতরাগাঃ। যতয়ঃ প্রযত্নবন্তো বদিশস্তি। যত জাতুমিচ্ছন্তো গুরুকূলে ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি। তত্তে তূভাং। পদং—পদভূতে গম্যত ইতি পদং প্রাপ্যং। সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে, তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১১

অনুব্রতানুবাদ। [কেবল অভ্যাস যোগ অপেক্ষা প্রণবাত্ম্যাসের অন্তরঙ্গ বিধানার্থ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন]—বেদার্থজ্ঞেরা যে অক্ষরের বিষয় বলিয়া থাকেন—[হে গার্গি, স্বর্ঘ্য ও চন্দ্র এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রশাসনে নিয়মিত হইয়া রহিয়াছে—বৃহদারণ্যক ৩।৮।৯] বীতরাগ—যাহাদের হইতে রাগ অর্থাৎ আসক্তি বিগত হইয়াছে—এইরূপ যতিগণ প্রব্রতমান হইয়া যাহাতে প্রবেশ করেন, যাহাকে জানিবার ইচ্ছা গুরুকূলে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই পদটি অর্থাৎ প্রাপ্য বস্তুটি আমি সংক্ষেপে বলিতেছি অর্থাৎ তৎপ্রাপ্তির উপায় বলিতেছি ॥ ১১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। যাহাকে কৃষ্ণ বেদ যাহারা জানে বলিয়া থাকে—ইচ্ছা রহিত হইয়া এই পদকে পায়—ব্রহ্মতে সর্বদা থাকিয়া ইহাতেই থাকে—এমত যে পদ—তাহা সম্যক্ প্রকারে তোমায় বলিতেছি।—মাথুকোপনিষদে আছে,—ওমিতোতদক্ষরমিদং সর্বং : তন্তোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবৎ ভবিষ্যদিতি সর্বমোক্তার এব। বদন্তঃ ত্রিকালাতীতঃ তদপোক্তার এব—এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎই ‘ওঁ’ এই অক্ষর-বাক্য, তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এ সমস্ত বস্তুই ওঁকারবাক্য এবং কালত্রয়াতীত অগ্র ও বাহ্য কিছু আছে, তাহাও এই ওঁকারবাক্যই।

“সর্বো বেদা যৎ পদমামনন্তি,

তপাংসি সর্বাণি চ যৎ বদন্তি।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি,

তন্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রহ্মোম্যামিতোতৎ ॥” কঠ, ১।২।১৫

সমস্ত বেদ যাহাকে প্রাপ্তবা বলিয়া নির্দেশ করেন, সমস্ত তপস্বীও যাহার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অভিহিত; সাধুগণ যাহার প্রাপ্তির ইচ্ছা ব্রহ্মচর্য্য (গুরুগৃহে বাস ও ইন্দ্রিয়সংযম) আচরণ করিয়া থাকেন, আমি সংক্ষেপে সেই পদ বলিতেছি—“ওম্”ই সেই পদ।

শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যে বলিয়াছেন—“ওম্ ইতোতৎ; তদেতৎ পদং যদবুভূৎসিতং স্বয়ং, তদেতৎ ওম্ শব্দবাক্যম্, ওম্ শব্দ প্রতীকক—অর্থাৎ যাহা তুমি বুঝিতে ইচ্ছা করিয়াছ ‘ওম্’ সেই পদ। ‘ওম্’ শব্দে ব্রহ্ম ও ‘ওম্’ শব্দে ব্রহ্মপ্রতীক—এই উভয়কেই সেই পদ বলিয়া জানিবে।

“এতচ্ছোবাক্ষরং ব্রহ্ম এতচ্ছোবাক্ষরং পরম্।

এতচ্ছোবাক্ষরং স্তব্যং যো যদিচ্ছতি তত্ত তৎ ॥” কঠ, ১।২।১৬

অতএব প্রসিদ্ধ এই অক্ষরই (ওঁকারই) অপর ব্রহ্মরূপ (কার্যব্রহ্ম) এবং এই অক্ষরই পরব্রহ্মরূপ। কারণ এই অক্ষরই উক্ত উভয় প্রকার ব্রহ্মের প্রতীক বা আণব্দন। এই অক্ষরকেই ব্রহ্মরূপে জানিয়া—উপাসনা করিয়া যে বাহ্য ইচ্ছা করে—পর বা অপব্রহ্ম তাহার তাহাই সিদ্ধ হয় অর্থাৎ পরব্রহ্মকে যদি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তিনি জ্ঞাতব্যরূপে সিদ্ধ হন, আর অপর ব্রহ্মকে যদি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তিনি প্রাপ্তব্যরূপে সিদ্ধ হন। [নির্বিশেষ ব্রহ্মকেই পরব্রহ্ম বলে, আর হিরণ্যগর্ভকে অপব্রহ্ম বা কার্যব্রহ্ম বলে]।—শাকরভাষ্যের অনুবাদ।

এই স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীর, সপ্তদশ অবয়বযুক্ত হৃদয়শরীর এবং কারণ শরীর এবং তদতিরিক্ত (তুরীয়) নাদবিন্দু কলা ও কলাতীত অবস্থা—একত্রে ওঁকার। এই ওঁকারকে স্থূল, হৃদয়, কারণ ও কারণাতীতরূপে জানিলেই সাধক ব্রহ্মরূপ হইয়া যান।

বেদজ্ঞ যোগীরা ইহাকেই “কূটস্থ” বলিয়া জানেন। এই শরীর, ইন্দ্রিয় মন বাহ্যর আশ্রয়ে বর্তমান থাকে, যিনি না থাকিলে কিছুই থাকে না, ইন্দ্রিয় মন থাকে না, শরীরও নষ্ট হইয়া যায়; বাহ্যর প্রকাশে ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রতিনিয়ত প্রকাশশীল হইয়া থাকে, আত্মবিদ পুরুষেরা সেই জ্যোতির্ময় কূটস্থকে দেখিতে পান। মুণ্ডকোপনিষদে আছে—

“হিরণ্যয়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্মনিরুপম।

তচ্ছূদ্রং জ্যোতিবাং জ্যোতিস্তদ্বদাত্মবিদো বিদুঃ ॥” ২।২।১০

জ্যোতির্ময় কোশই আত্মরূপ উপলব্ধি করিবার স্থান। আত্মবিদগণ সেই অবিভক্ত দোষরহিত, নিরবয়ব ব্রহ্মকে জ্যোতির্ময় কোশে অবস্থিত আছেন দেখেন। তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ নির্মূল এবং সমস্ত জ্যোতিরও প্রকাশক।

“হিরণ্যয়েন পাত্রেণ সত্যাত্মাপিহিতং মুখম্।

তৎ ত্বং পৃথগ্গপাবু সত্যাত্মায় দৃষ্টয়ে ॥” ঈশ, ১৫

জ্যোতির্ময় পাত্র দ্বারা অর্থাৎ হৃদয়মণ্ডল দ্বারা সেই সত্যাত্মরূপ আদিত্যমণ্ডল পুরুষের উপলব্ধির দ্বার আবৃত হইয়া আছে, হে পৃথ্বী! হে জগৎপোষক পরমাত্মন! তুমি তাহা অপনীত কর। সত্যাত্ম-পরায়ণ অর্থাৎ ব্রহ্মানুগতান-তৎপর আমার দর্শনের জন্য তুমি তাহা উন্মুক্ত কর।

“পুথল্লেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য-

বৃহৎ রশ্মীন্ সমুহ তেজো।

যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্চামি,

যোহসাবদৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি ॥ ঈশ, ১৬

হে একাকীগমনশীল (দ্বিতীয় সেখানে নাই) ও জগৎপোষক (বাহ্য না থাকিলেও জগৎ থাকে না) হে যম (বাহ্যকে দেখিলে মন অন্য বিষয়ে ছুটে না), প্রজাপতি-সমুৎ সূর্য্য! (ব্রহ্ম হইতে কূটস্থ এবং সেই কূটস্থ মধ্যে ব্রহ্ম) রশ্মিগমূহ দূর কর এবং তীব্র তেজ সঙ্কোচিত কর (অর্জুনও ভগবানকে এইরূপ সংবত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন)। তোমার

সর্ব্বদ্বারানি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।

মুক্তিাধায়াশ্রমঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২

বাহ্য কল্যাণময় রূপ (পুরুষোত্তম রূপ) তাহা যেন তোমার কৃপায় দেখিতে পাই। তাঁহাকে দেখিলেই তখন মনে হয়,—ঐ যে আদিত্য-মণ্ডলস্থ পুরুষ ‘স অহম্ অস্মি’ সেই—তিনিই আমি অর্থাৎ ‘আমি’র প্রকৃত-স্বরূপ।

এই পরম পুরুষের সহিত মনের সংযোগের নামই—যোগ।

“তাং যোগমিতি মন্তস্তে স্থিরামিচ্ছিয়ধারণাম্।”

অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগোহি প্রভবাপ্যয়ো ॥” কঠ, ২।৩।১১

পূর্ব্বকথিত (যদা পঞ্চাবতিষ্ঠতে ইত্যাদি) ইন্দ্রিয় সমূহের স্থিরীকরণকেই যোগিগণ যোগ বলিয়া মনে করেন। সেই যোগারম্ভ কালে সাধক প্রমাদ রহিত হইবেন, কারণ যোগই প্রভব (সিদ্ধি) ও অপায়ের (বিনাশের) কারণ হইয়া থাকে। অপ্রমাদীরাই যোগ-সিদ্ধি হয়, প্রমাদী ব্যক্তিরাই বিপরীত ফল হয়, এই জন্য প্রমাদ পরিত্যাগ করিয়া যোগাভ্যাস করিতে বলিতেছেন।

প্রমাদরহিত করিয়া যোগাভ্যাস করিলে শীঘ্রই ইচ্ছারহিত অবস্থা প্রাপ্তি হয়। তাহাই পরম পদ—“পদং তৎ পরমং বিষ্ণোর্মনো বজ্র প্রসীদতি।”

যোগী ব্রহ্মের অগ্রেতে প্রবেশ করিয়া হর্ষ-শোক হইতে মুক্ত হন,—উহাই পরমপদ। সেই পরমপদ প্রাপ্তির উপায়—এইবার পর শ্লোকে ভগবান্ বলিবেন ॥ ১১

অব্রহ্ম। সর্ব্বদ্বারানি (সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বার) সংযম্য (সংবত করিয়া) মনঃ চ (এবং মনকে) হৃদি (হৃদয়ে) নিরুধ্য (নিরোধ করিয়া) আশ্রমঃ (আপনার) প্রাণম্ (প্রাণকে) মুক্তি (মন্তকে) আধায় (স্থাপন করিয়া) যোগধারণাম্ (যোগধারণাকে অর্থাৎ যোগাভ্যাস জনিত সমাধিস্থৈর্য্যকে) আস্থিতঃ [নন্] (আশ্রয় করিয়া—) ॥ ১২

শ্রীশ্রদ্ধ। প্রতিজ্ঞাতমুপায়ঃ সাক্ষমাং দ্বাভ্যাং—সর্বেতি। সর্বাণীন্দ্রিয়দ্বারানি সংযম্য প্রত্যাহত্যা, চক্ষুরাদিভির্স্বাংবিষয়গ্রহণকুর্নিত্যর্থঃ। মনশ্চ হৃদি নিরুধ্য বাহ্যবিষয়-স্বরূপকুর্নিত্যর্থঃ। মুক্তি ক্রবোর্মধ্যে প্রাণমাধায়। যোগশ্চ ধারণাং স্থৈর্য্যমাস্থিত আশ্রিতবান্ নন্—॥ ১২

অব্রহ্মানুবাদ। [প্রতিজ্ঞাত উপায় অঙ্গসহ দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন] (১১ সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার প্রত্যাহত করিয়া অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্য বিষয় গ্রহণ না করিয়া, (২) মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া অর্থাৎ বাহ্য বিষয় স্মরণ না করিয়া, (৩) জন্মধ্যে প্রাণকে স্থাপন করিয়া স্থৈর্য্য আশ্রয় করিয়া— ॥ ১২

আত্মপ্রাণজিক ব্যাখ্যা। সব দরজা বন্ধ করে দেবে, মনকে হৃদয়েতে নিঃশেষরূপে রোধ করবে—আপন প্রাণকে মন্তকে লইয়া ধ্যান করিবে—

সেই ধ্যানেতেই ঔকারের ক্রিয়া করিবে সেখান থেকে—সমাধিস্থ হইয়া যোগের ধারণা করিবে অর্থাৎ যোনিমুদ্রা।—প্রয়াণকালে যোগী যেভাবে দেহত্যাগ করিলে পরম গতি লাভ করেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত উপায় বলিবেন বলিয়া যে ভগবান্ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এখানে সেই সংক্ষিপ্ত উপায়টির কথা বলিতেছেন। (১) প্রথমেই শরীরের সব দরজাগুলি বন্ধ করিতে হইবে—অভ্যাস-পটুতাবশতঃ ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়-বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিতে হইবে—যেন তাহার বিষয়ের দিকে ছুটিয়া না যায়। যদি একরূপভাবে সংযম করিতে না পার, তবে ইন্দ্রিয়দ্বারগুলিকে বাহ্যিক উপায় দ্বারা নিরোধ কর যেন বাহিরের বিষয় ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া মনে প্রবেশ করিতে না পারে। ইন্দ্রিয়দ্বার খোলা থাকিলেই বাহ্যিক বিষয় সকল তাহাতে প্রবেশ করবে এবং মনকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবে, সুতরাং যোগধারণার সুবিধা হইবে না। (কি করিতে হইবে পরে বলা হইতেছে) বাহ্যভাবে রোধ করারও বিশেষ ফল আছে। ইন্দ্রিয়দ্বারগুলির অধিকাংশই মুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিত, এই সকল দ্বারগুলি হইতে বহু নাড়ী মস্তিষ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত। জ্ঞান মস্তিষ্ক হইতে নাড়ীমুখে ঐ সকল দ্বার পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া বিবিধ প্রকারের জ্ঞান উৎপন্ন করে। ঐ জ্ঞান কিন্তু মনকে বহিস্থ রাখিবার হেতু, মন বহিস্থ হইলেই শক্তির অপচয় হয়। কিন্তু যখন ঐ দ্বারগুলি বন্ধ করা হয়, তখন মন বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না, সুতরাং তাহার শক্তির অপচয় করা হয় না; এইরূপে শক্তি অপচিৎ না হইলে তাহার বাহ্যক্ষুরণ না হইয়া অন্তঃক্ষুরণ হয়। অন্তঃক্ষুরিত হইলেই তাহার বিদ্যাজ্জালাময়ী শক্তিপুঞ্জের প্রকাশ অসুভব হয়, তাহা হইলেই সুব্রাহ্মণ্য-অবরোধ ভাব কাটিয়া গিয়া, তাহার প্রকাশশক্তির বিকাশ হয়; এই প্রকাশের ক্ষুরণকেই যোগীরা কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ বলেন।

কুণ্ডলিনী শক্তিই ঈশ্বরের পরা শক্তি জীবভূতা প্রাণ,—যিনি জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন। প্রাণেরই আর এক রূপান্তর মন, ক্রিয়া দ্বারা মন অণুস্বরূপ হইয়া যায়, তখন মন সহ প্রাণ সুব্রাহ্মণ্য মধ্যে প্রবেশ করে। তখনই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হ'ন। প্রাপ্তকৃত ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা কুলকুণ্ডলিনীর সাময়িক জাগ্রত ভাব আসিয়া থাকে; সেই সাধন ক্রিয়াকে যোনিমুদ্রা বলে। যে ক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা সেই জগদ্বোনি জগদম্বার সাময়িক প্রকাশ অসুভব হয়। এই মনের মধ্যেই দেবতা রহিয়াছেন। উত্তরগীতায় আছে—“মনস্তো দেহিনাং দেবো মনোমধ্যে ব্র্যাবস্থিতঃ।” দেহীদিগের দেবতা তাহাদিগের মনোমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। ‘কাষ্ঠাঘ্নিবং প্রকাশে তু আকাশে বায়ুবচ্চরেৎ’—কাষ্ঠের মধ্যে যেমন অগ্নির প্রকাশ হয়, সেইরূপ মনোমধ্যে আত্মার প্রকাশ দেখা যায়। বায়ু যেমন সর্বদা আকাশে বিচরণ করিলেও লোকে তাহা চক্ষে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ আত্মা প্রত্যেক জীবের হৃদয়াকাশে বিদ্যাজমান আছেন; এইজন্ত হৃদয়াকাশেই যোগীরা ধ্যান করিয়া থাকেন।

“ইড়া-পিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুব্রাহ্মণ্য স্তম্ভরূপিণী।

সর্বং প্রতিষ্ঠিতং যত্রাং সর্বগং সর্বতোমুখম্ ॥”

ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যভাগে স্তম্ভরূপিণী যে সুব্রাহ্মণ্য নাড়ী রহিয়াছে, তাহাতেই সর্বব্যাপী ও সর্বতোমুখ ব্রহ্মজ্যোতি প্রকাশিত থাকায়, সমস্ত বিশ্বই তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

“নানা নাড়ী প্রসবগং সর্বভূতান্তরাশ্বিনী।

উর্দ্ধমূলমধঃশাখং বায়ুমার্গেণ সর্বগম্ ॥”

এই সুব্রাহ্মণ্য নাড়ী সর্বস্বীকৃতের অন্তরাশ্ব-স্বরূপ, উহা হইতে বহু নাড়ী উৎপন্ন হইয়া দেহের চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত, উর্দ্ধভাগে অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে উহার মূল ও নিম্নে বহুশাখাবিশিষ্ট হইয়া বায়ুমার্গ দ্বারা সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

এই প্রাণবায়ুর সাহায্যে ঐ সমস্ত নাড়ীর মধ্যে গমনাগমন করিতে পারা যায়। অমরাবতী, যমলোক, নৈঋতলোক, বরুণের বিভাবরী পুরী, গন্ধবতী পুরী, পুষ্পবতী পুরী, মনোখনী পুরী ও ব্রহ্মপুরী এই মস্তকে ঘেরিয়া বর্তমান। সুতরাং ইহার মধ্যেই মন সংযত করিলে ঐ সকল পুরী দেবশক্তির সাক্ষাৎলাভ হয়। শরীরান্তরে যে ৭২০০০ হাজার নাড়ী আছে, যোগীরা প্রাণবায়ুর সাহায্যে তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্বই পরিজ্ঞাত হইতে পারেন।

“অধশ্চোর্দ্ধং গতান্তান্ত নবদ্বারানি রোধয়ন।

বায়ুনা সহ জীবোর্দ্ধজ্ঞানী মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥”

যে সমস্ত নাড়ী সুব্রাহ্মণ্য হইতে বহির্গত হইয়া উর্দ্ধে ও অধোভাগে প্রসৃত রহিয়াছে, নবদ্বার নিরোধপূর্বক প্রাণবায়ুর সহিত জীবাত্মা উর্দ্ধে অবস্থিত হইলেই জীব জ্ঞানলাভ করে এবং মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

সুতরাং বাহ্যভাবে রোধ করিলেও সাধকের লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই। পূজাপাদ্ লাহিড়ী মহাশয় বেদান্ত দর্পনের ব্যাখ্যায় একস্থানে বলিয়াছেন (১) “বায়ু দ্বারা ক্রিয়া করিতে করিতে মন পরিষ্কার ও তৃপ্ত হয়; তখন স্তম্ভরূপে প্রাণ সুব্রাহ্মণ্য মধ্যে আসা বাওয়া করে—ঐরূপ করিতে করিতে সমস্ত অজ্ঞেতে ঐ পবিত্র বায়ু লইয়া যাইবার ক্ষমতা হয়। ঐরূপ ক্ষমতা হইলে চক্রে দেখিতে পায়, কুবেরের তুল্য ধনশালী হয় (অর্থাৎ বাহ্য ইচ্ছা করে তাহা করিতে পারে), সমস্ত দ্রব্যের গুণ দেখিতে পায়, স্বধারস পান করে। ব্রহ্মরূপে যে ছিদ্ৰ আছে, বাহ্য কুটাইয়া সাধুরা প্রাণত্যাগ করেন, সেই ছিদ্রের মধ্যে যখন (মন) প্রাণ প্রবেশ করে তখন সর্বদা আনন্দানুভব হয়।” (২) ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থার উর্দ্ধে আকর্ষণ হইলে হৃদয়ের একশত নাড়ীর উর্দ্ধে যে নাড়ী—তাহাতে গমন করিয়া বিশ্ববাসার ব্রহ্মময় দেখে। এই নাড়ীই জ্যোতির্ময় সুব্রাহ্মণ্য নাড়ী—“তত্র শ্বেতঃ সুব্রাহ্মণ্য ব্রহ্মবানঃ”; ইহাকে সূর্য্যদ্বারও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। যোগীরা যে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করেন, তাহা শাস্ত্রে আছে। এই দ্বার দিয়াই অব্যয় আত্মাতে উপনীত হওয়া যায়। “সূর্য্যদ্বারে তে বিরজাঃ প্রয়াস্তি, যত্রাত্মতঃ স পুরুষো হব্যায়াত্মা”; এখন একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জাপূর্ণ অবয়বই নাড়ী কিরূপে স্তম্ভ লোকাদিতে উপনীত করিয়া থাকে? ইহার সহিত শোকান্তরের সংগ্রহ বা সম্বন্ধ কোথায়? বাস্তবিকই সুব্রাহ্মণ্য কোন রক্তবাহিকা নাড়ীর মত নহে, তাহা জ্যোতির্ময় দ্বার মাত্র। জ্ঞানের প্রবাহ ঐ দ্বার দিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই জন্ত উহাকে ব্রহ্মবাহিকা নাড়ী বলে। উহার

একটি জ্যোতির্গন্ত বৈগ (current) মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া অনুভূত হইতে থাকে। কিন্তু ঐ বোধধারাকে স্থূল বস্তুর মত কিছু মনে করিয়া অবৈষণ করিলে কেহই তাহার সন্ধান পাইবেন না। তবে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কশেরুকী মজ্জা (spinal cord) না থাকিলে বা নষ্ট হইয়া যাইলে, ঐ বোধধারাও রুদ্ধ হইয়া যায়। আত্মার বিস্তারিততা আমাদের সর্ব প্রকার বোধের মূল। কিন্তু spinal cord-বাতিত যখন বোধাদি রুদ্ধ হয়, তখন বৃত্তিতে হইবে আত্মার সহিত দেহের সংযোগ বা সম্বন্ধ ঐ স্থানেই হইয়া থাকে। এই সংযোগ হইবারাজই দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হয়, আত্মা তখন প্রাণরূপে সর্বদেহে অ-প্রবিষ্ট হইয়া বান। এই ধারার প্রধান কার্যকারী কেন্দ্র হৃদয়স্থিত অনাহত চক্রে। উপনিষদে তাই হৃৎপুণ্ডরীকে আত্মার আবাস কল্পিত হইয়াছে। শাস্ত্রান্তরেও আছে—“অনন্তা রশ্ময়ন্তস্ত দীপবৎ বঃ স্থিতো হৃদি উর্দ্ধৈর্মেকঃ স্থিতস্তেবাং যো ভিষ্মা স্বর্ধ্যাশুলম্। ব্রহ্মলোকমতিক্রমা তেন বাতি পরমাং গতিম্”—হৃদয়ে যিনি অবস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহার দীপবৎ অনন্ত রশ্মি সকল রহিয়াছে, তাহাদের একটি উর্দ্ধে অবস্থিত বাহা স্বর্ধ্যাশুল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তাহার দ্বারা ই পরমা গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

এই উর্দ্ধগতিশীল জ্যোতির্গন্তী ধারাটিই সূক্ষ্ম বা স্বর্ধ্যাধার। ইহারই মধ্যে একটি ছিদ্র আছে, তাহা ব্রহ্মলোকাদির সহিত সংযুক্ত। অবশ্য উহা ভৌতিক বৈগ নহে। সেইজন্য আরও একটি কথা স্মরণ্য; মনে হইতে পারে আমরা যে জগতে রহিয়াছি, তাহার সহিত উর্দ্ধলোকাদির যে নানীমুখে বৈগ রহিয়াছে বলা হয়, তাহাও কি এই বর্তমান লোকের মত স্থূলভূতময় স্থান? তাহা-বদি হয়, তবে সূক্ষ্মা নানী-বারে লোকান্তরের যে বৈগ—তাহা কতকটা উপকথার মতই শুনায় না কি? না—তাহা নহে। আমরা যেমন একস্থানে বসিয়া চিন্তা দ্বারা বহুদূরে চলিয়া যাইতে পারি, কেবল কল্পনায় নহে, প্রকৃতই চলিয়া যাইতে পারি, তাহাতেই বুঝা যাইতে পারে আমাদের মনোময় বা সূক্ষ্মভূতময় সূক্ষ্মদেহ স্থূল পিণ্ড-দেহকে অতিক্রম করিয়া লোকান্তরে যাইতে পারে। বাইবার পথও ঐরূপ সূক্ষ্ম পদার্থে রচিত। যেমন স্থূল বস্তু দিয়া আমাদের স্থূলদেহ চলা করা করে, তদ্রূপ ঐ সকল সূক্ষ্ম তেজোময় মার্গ অবলম্বন করিয়া আমাদের সূক্ষ্ম দেহও লোক-লোকান্তর সমূহে উপস্থিত হইতে পারে। প্রাণের স্থিরতা দ্বারা মনের সংযোগ হ্রাস হইলে, ইঞ্জিয়ার বিভিন্ন শক্তি যখন মনে সংপিণ্ডিত হয়, তখনই বহু অদৃষ্টপূর্ব লোক ও জীব আমাদের জ্ঞান-গোচর হইতে পারে। ব্রহ্মলোক যদি সত্যই থাকে এবং উহা আমাদের কল্পিত না হয়—তবে সে দেশের সহিত এদেশের বৈগ হইবারও একটি বিশেষ পন্থা থাকা আবশ্যিক; ঐ পন্থাটিই হইল দেবদান পন্থা। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের মৃত্যুকালে ঐ পন্থা খুলিয়া যায়। অনেক সময়ে তেমন ব্রহ্মজ্ঞ না হইলেও পুণ্যকর্মকারী লোকেরাও মৃত্যুর পর ঐ পথের সন্ধান পান, তাহা আমরা শাস্ত্রে স্থানে স্থানে উল্লিখিত আছে দেখিতে পাই। তা ছাড়া মনে কর—একটি সুবৃহৎ সূক্ষ্ম সূত্রের দুই প্রান্তের ব্যবধান বহুদূরবর্তী হইলেও সূত্র-প্রান্তের দুইটি বিন্দু বা মুখ একত্র করিলে যেমন আর কোন দূরত্বই থাকে না, তদ্রূপ সাধারণতঃ এ লোক হইতে ব্রহ্মলোকের মধ্যে বহু দূরত্বের ব্যবধান থাকিলেও তাহার দুইটি মুখ বৃদ্ধিবার উপায় আছে, তাহা যোগীরা অবগত আছেন। সেই উপায় জ্ঞাত হইয়া যোগী অনায়াসে চক্রে

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামমুশ্বরন্।

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স বাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩

আরও এক কথা এই যে আমাদের আত্মা দেহস্থ হইলেও, ঘটস্থ আকাশ যেমন ঘটস্থ হইয়াও মহাকাশের সহিত সংযুক্ত থাকে, তদ্রূপ এই আত্মা পিণ্ডস্থ হইয়াও পিণ্ডবর্জিত। এই আত্মা বিভূষিতাব্য অর্থাৎ সর্বব্যাপক, সূত্ররূপে তাঁহার পক্ষে এ লোকই বা কি আর অন্য লোকই বা কি? অজ্ঞানবশতঃ দেহাদিতে অহংভাববৃত্ত হইয়াই না আত্মা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর মত দেহে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছেন! কিন্তু সেই অজ্ঞানের আবরণ যেমন যেমন কাটিয়া যায় তেমনি তেমনি ইহার ব্যাপক ভাব প্রস্ফুট হইতে থাকে। স্থূল দেহ হেতুই স্থান ও কালের বোধ হয়, এবং তদ্বারা বস্তুর দূরত্ব বা নৈকট্য বোধ জন্মে। সাধনাদি দ্বারা বাহ্যর স্থূল দেহাদিতে বত অভিমান ক্ষীণ হয়, তাঁহার বিভূষিত বাহা সঙ্কুচিত ছিল তাহার প্রসার হইতে থাকে। সূত্ররূপে প্রাণায়ামাদি সাধন সাহায্যে বৃদ্ধির আবরণ যেমন যেমন ক্ষীণ হইতে থাকে, তাঁহার নিকট যেমন তেমন সূক্ষ্ম লোকাদিরও প্রকাশ হইতে থাকে। বাহ্যর আবরণ সম্পূর্ণ ক্ষীণ হইয়া যায়, তাঁহার পক্ষে ব্রহ্ম লোকাদিতে যাওয়া আর কিরূপে অসম্ভব হইতে পারে? ব্রহ্ম আত্মা যখন এক তখন সমস্ত লোকই আত্মার মধ্যে রহিয়াছে ইহা নিশ্চয়, সূত্ররূপে যে বৈগুণ্য আত্মস্থ হইতে পারে, তাহার নিকট তদ্রূপ লোকের প্রকাশ হয়, যে সম্পূর্ণ আত্মস্থ সে এইখানে থাকিয়াও ব্রহ্মলোকে থাকিতে পারে। সূত্ররূপে “অত্র ব্রহ্ম সমশ্রুতে” ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১২

অনন্তরং। ওঁ ইতি (ওঁ এই) একাক্ষরং ব্রহ্ম (একাক্ষররূপ ব্রহ্মকে) ব্যাহরন্ (অন্তরুচ্চারয়ন্—মনে মনে স্মরণ করিয়া) মাং অনুশ্বরন্ (প্রণবের অর্থভূত যে আমি ঈশ্বর—আমাকে অনুচিন্তা করিতে করিতে) দেহং (দেহকে) ত্যজন্ (ত্যাগ করিয়া) বঃ (যিনি) প্রয়াতি (গমন করেন অর্থাৎ উর্দ্ধনান্দীর দ্বারা দেবদান মার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করেন) সঃ (তিনি) পরমাং গতিং (পরমা গতি) বাতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ১৩

শ্রীশ্রবণ। ওমিতি। ওমিত্যেকং ব্রহ্মাক্ষরং তদেব ব্রহ্মবাচকত্বাচ্চ প্রতিমাদিবৎ প্রতীক-কাছারা ব্রহ্ম। তদ্ব্যাহরন্ উচ্চারণং বাচ্যং চ মাহুশ্বরমেব দেহং ত্যজন্ বঃ প্রকর্ষণে বত্যাচ্চিরা-মার্গেণ স পরমাং শ্রেষ্ঠাং গতিং মঙ্গলং বাতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৩

ব্রহ্মানুব্রাহ্ম। “ওঁ” এই একাক্ষর ব্রহ্মবাচক শব্দ (ব্রহ্মের প্রতীক প্রতিমাদিবৎ ব্রহ্ম) উচ্চারণ করিয়া এবং ওঁ শব্দ-বাচক আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিয়া অচ্চিরাদি মার্গ দ্বারা যিনি প্রয়াণ করেন, তিনি শ্রেষ্ঠা গতি যে মঙ্গলং—তাহাই প্রাপ্ত হন ॥ ১৩

আত্ম্যাজ্জিক ব্যাখ্যা। ওঁ—এই শরীরের রূপ—পরে কুটস্থ—তিনিই ব্রহ্ম!!! ব্যাহতিপূর্বক ব্রহ্মের অণুতে স্মরণ করে—ওঁ ভূঃ—মূলধার অর্থাৎ পৃথিবী,—ওঁ ভূবঃ—স্বাধিষ্ঠান—জল অর্থাৎ প্রস্রাব, ওঁ মহঃ—মহাজ্জৌক-মণিপুর (ক) নাভিস্থান, বাহা রূপরূপে সকল লোকের মধ্যে বিরাজমান—এই মনের গোপনীয় যোগিগম্যস্থান—ওঁ স্বঃ যাহা হইতে সকলের জন্ম হয় অর্থাৎ হৃদয়ের অনাহত, (থ) মহাদেবের স্থান—আপনি জন্ম-গ্রহণ করেন—ওঁ জনঃ যেখানে হইতে

সকল স্বরের উৎপত্তি অ, আ, ই, ঈ, অঃ, ঐঃ বোল অক্ষর তন্নিমিত্তে বোড়শাধার
 বিশুদ্ধাখ্য, (গ)—শিবের স্থান—শ্বেতবর্ণ মহাদেবের রূপ—তৎপরে কুটস্থ।

(ক) মণিপুরে তেজে বায়ু দ্বারা সকল কথোপকথন হয়,—(খ) ঐ উপযুক্ত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া হৃদয়েতে স্থিতি করতঃ সমুদয় অন্ত ভক্ষ্য করিয়া বায়ুতে তেজকে মিলিয়া দেয়,—(গ) সেই বায়ু কণ্ঠে গিয়া শূণ্ণেতে মিলিয়া বোলরূপ স্বাস প্রকাশ করে।—সেই বোড়শ রূপের অন্ত—স্থির সূক্ষ্মরূপ—কূটস্থস্বরূপ—দ্বিদল আন্তাচক্রে ব্রহ্মস্বরূপ।

পরে সেই ব্রহ্মের অণুব মধ্যে প্রবেশ করিয়া ৩৪৫৬ বার ওঁকার ক্রিয়া প্রতি চক্রে এক নিশ্বাসে করিতে করিতে যে দেহকে ত্যাগ করে—সে পরমপটিকে প্রাপ্ত হয়, ইহারই নাম যোগবলে প্রাণত্যাগ করা। আর যে ইহা না পারে, সে ঐ চার চক্রের কূটস্থতে ধ্যান করতঃ ব্রহ্মের অণুকে স্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। (ঠিক হলে জিজ্ঞাস্য থাকে না)।—যে সাধনা দ্বারা ব্রহ্মগতি লাভ হয়, উপরে দেই সাধনা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তদপেক্ষা সহজ করিয়া সাধনার কথা বলা অসম্ভব। ওঁকার এই শরীরের রূপ—(প্রথম ষট্টকে : ৬৩৭ পৃ: দেখুন)—এই সাধনায় শরীরস্থ নববার রুদ্ধ করিতে হয়, অভ্যন্ত হইয়া গেলে সাধক আপনা আপনিই বিনা আয়্যাসে এই নববার রোধ করিতে পারেন, অর্থাৎ তত্ত্ব স্থান হইতে মনকে সরাইয়া মনের নিজ স্থান আজ্ঞাচক্রে স্থাপিত করিতে পারিলেই মনের সহিত ইন্দ্রিয়গুলিও তখন রুদ্ধ হইয়া যায়। বাহ্যারা তাহা না পারেন, তাহারা বাহ্য উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহাতেও কাজ হইবে। চরণদ্বয়ের গোড়ালি দ্বারা গুহ্বার নিপীড়িত করিয়া এবং গুরুপদদেশ মত বাহ্যেস্ত্রিয় দ্বার সংযত করিয়া প্রাণবায়ুকে মূলধার হইতে আজ্ঞাচক্রে বা ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্তোলন করিয়া তথায় স্থাপন করিতে হইবে। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেসকল ভূ: প্রভৃতি সপ্তলোক বর্তমান রাখিয়াছে, তদ্রূপ দেহ-ব্রহ্মাণ্ডেও সপ্তস্থান আছে, তাহাই সপ্তলোক। ঐ সপ্তলোক জয় করিতে পারিলেই মূলধারস্থিতা কুণ্ডলিনী শক্তি তখন সপ্তলোক ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে পরম শিবের সহিত সংযুক্ত হন। ইহাকেই কুণ্ডলিনীর জাগরণ বলে। ব্রহ্মাণ্ডস্থ সপ্তলোকের বৈশিষ্ট্য বর্ণ, আকৃতি ও তত্ত্ব স্থানে থাকিলে যে অবস্থা লাভ হয়, জীবদেহেও ঐ সপ্তস্থান থাকিলে যোগীর সেই সেই অবস্থা লাভ হইয়া থাকে, এইরূপে ষট্চক্র ভেদ করিয়া যিনি আজ্ঞাচক্রে বা তদুর্দ্ধে সহস্রারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তিনি দেহে থাকিয়াও জীবমুক্ত হইয়া থাকেন। ইহাই প্রকৃতপক্ষে ভগবানে আত্মসমর্পণ।

ইহাই প্রকৃতপক্ষে ভগবানে আত্মনিরপণ।
সহস্রারঙ্কিত সিংহদ্বার পহুয়াত্মার সহিত মূল্যবাহু সিংহদ্বারী কুণ্ডলিনীকে সংযোজন করিতে
পারিলেই যোগী কৃতকৃত্য হইয়া বান। পূজা শেষে বেধন আম্রা দেবতার আয়ত্নিক
সম্পন্ন করিয়া থাকি, কল্প সাধনার শেষ অবস্থার কুণ্ডলিনী পরম শিবের সহিত মিলিত হইবার
পূর্বেই স্বর্গীয় হ্রদুতি বাজিয়া উঠে। তৈলধারার মত অবিচ্ছিন্ন ধারে প্রণবধনি বাদিত

হইয়া জীবের চিন্তাবৃত্তিকে অচঞ্চল করিয়া তুলে, তাহাকে আর নীচে আসিতে বা বিধ্ব-
 রসে লিপ্ত হইতে হয় না। সেই ধ্বনির অন্তর্গত তখন আত্মজ্যোতি ফুটিয়া চতুর্দিকে সেই
 কিরণ বিকীর্ণ করিতে থাকে, তখন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, জ্ঞান মিটিয়া গিয়া এই পাঞ্চভৌতিক
 জীবলীলা শেষ হইয়া যায়। সেই অশ্রুতপূর্ব বেদ ধ্বনির সম্যক বিকাশে মনের বহির্জীবিত্তি
 সঙ্কুচিত বা নুপ্ত হইয়া যাইলেই, 'তচ্ছব্দং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' রূপ বিস্তার পদম পদ প্রকাশিত
 হইয়া থাকে।—ইহাই পরমা গতি।

শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে বর্ণিত আছে, যে পৃথু রাজাও এইরূপ সাধনার দ্বারাই স্বরূপাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। আমরা পাঠকবর্গের তৃপ্ত্যৰ্থে ভাগবতের সেই কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

*सम्प्रीड पायुः पाकिंत्वा वायुसंसारवृद्धतेः ।

নাভ্যাং কোষ্ঠেদবস্থাপ্য হৃদয়ঃ কণ্ঠশীর্ষণি ॥

উৎসর্গস্থঃ তং মুক্তি ক্রমেণাবেশ নিম্পূহঃ ।

বায়ুঃ বায়ৌ ক্রিতৌ বায়ুঃ তেজস্তেজস্তুদ্বয়ং ॥

ସାହାଯ୍ୟକାଶେ ଶ୍ରବଣ ଚୋରାୟ ସ୍ବାସ୍ଥାନଃ ବିଭାଗଶଃ ।

କିତିମନ୍ତମି ତତ୍ତେଜନ୍ତଦୋ ବାଘୋ ନଭସ୍ତହମ୍ ॥

ইন্দ্রিয়েষু যনস্তানি তন্মাজ্জেষু যথোক্তবদ্ ।

ভূতাদিনামুহ্মাংকিপ্য মহত্যাঅনি মনসে ॥” ভা: ৪।২৩।১৪-১৭।

আদিরাজ পৃথু প্রথমে চরণঘরের গুলকের অধোভাগ (গোড়ালি) দ্বারা গুহদ্বার নিষীড়িত করিয়া মূলধার হইতে ক্রমান্বয়ে বায়ু উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া বাষ্পীভবনচক্রে পরে নানিহানে তৎপশ্চাৎ ক্রমে হৃদয়ে, বক্ষঃস্থলে, কণ্ঠদেশে ও ক্রমধ্যে লইয়া গেলেন। কামনাশূন্য মহারাজ পৃথু সেই বায়ুকে ক্রমে ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্তোলনপূর্বক (অর্থাৎ স্থাপন করিয়া) দেহারন্তক ভূতকে একীকরণ করিলেন। দেহস্থ বায়ুকে বায়ুতে, শরীর ক্ষিতিতে, তেজঃ ভেজেতে, দেহস্থিত হিঙ্গকে আকাশে ও জলীয় অংশ জলেতে সংযোজিত করিলেন। এইপ্রকার দেহ বিলয় করিয়া দেহের অবলম্বন মহাভূত সকলকে লয় করিলেন। জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে এবং ঐ বায়ুকে আকাশে লয় করিলেন, তৎপর আকাশকে ইন্দ্রিয়-পঞ্চকে এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে তাহাদের উৎপত্তি ক্রমে অপকীকৃত পঞ্চতন্ত্রায়ে বিলয় করিলেন ইত্যাদি।

କୁଟୁମ୍ବକେର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାଣାଦି ପଦ୍ମବାୟୁ ଓ ତନ୍ମୁହଁ ସନ୍ତାନୋଦ୍ଭବି ଏକାକୃତ ହଇଲେ ତାହା ଏକସୁଖୀ ହଇଯାଉଛି । ଗିୟା ସ୍ଥିତି ଲାଭ କରେ, ଏହିଜନ୍ତୁ ସେ ଶାସନ କରିତେ ହଇବେ, ସେ ଶାସନପ୍ରକ୍ରିୟାର ହିସ୍ତିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାଧ୍ୟାୟ ଦେଓୟା ହଇଯାଉଛି । ଆଧାର ପଦ୍ମ ହଇତେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକେ କିରୁମ୍ପେ ମହସାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଇୟା ବାହିତେ ହଇବେ, ତାହା ଉପଦେଶ ଓ ଶାସନାମାମେକ । କିରାଗ୍ରସ୍ତି, ହସ୍ୟଗ୍ରସ୍ତି ଓ ମୁଳାଧ୍ୟାୟ-ଗ୍ରସ୍ତି ଭେଦ ହଇଲେ, ଚକ୍ରହ୍ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜ ପର ପର ଚକ୍ରର ଶକ୍ତିର ସହିତ ମିଲିୟା ଏକ ହଇୟା ବାୟ । ଏହିରୁମ୍ପେ ଶେଷ ତତ୍ତ୍ଵ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଲିୟା ଗିୟା ତତ୍ତ୍ଵାତୀତ ପରବୋୟା ଯାତ୍ରା ଅବଶିଷ୍ଟ ରାକେ । ଏହିରୁମ୍ପେ ଅବସ୍ଥାୟ ଦେହତ୍ୟାଗ ହଇଲେ ଦେହୀ ବ୍ରହ୍ମକର ହଇୟା ବାୟ । ମନ ସେ ଅବସ୍ଥା ଚିନ୍ତା କରେ ଏବଂ ହିନ୍ଦ୍ରିୟେରା ସେ ଅବିସ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏହି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା କ୍ରିୟାଶକ୍ତିର ମୂଳେ ରହିୟାଉଛି—ପ୍ରାଣ । ଏହି ପ୍ରାଣ

অনন্তচেতাঃ সততং বো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।

তস্তাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্ত বোগিনঃ ॥ ১৪

সচঞ্চল হইয়া মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে বহিবিবরে উৎক্লিষ্ট করে। প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ স্থির হইলে ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির মধ্যে যে বৈর্য্য দৃষ্ট হয়, উহাই প্রকৃতপক্ষে যোগধারণা। সাধক উক্ত-রূপ যোগধারণায় অভ্যস্ত হইলে আর ঔকার মুখে উচ্চারণ করিবার আবশ্যকতা থাকে না। যাহা কিছু দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সমস্তই ঔকার; তাহার জন্ত একটি স্বতন্ত্র যোগ-ক্রিয়া আছে; দেহ-ত্যাগের সময় বোগীর সেই ক্রিয়াটি স্বতঃসিদ্ধ ভাবে হইতে থাকে, তদ্ব্যবহারে বোগী অন্তঃপরম-গতি লাভ করিয়া থাকেন, ইহাই যোগ দ্বারা দেহত্যাগ, বোগীর এইরূপে দেহত্যাগ করেন ॥ ১৩

অনন্তর। যঃ (যিনি) অনন্তচেতাঃ (অনন্তচিত্ত হইয়া) নিত্যশঃ (প্রতিদিন) সততং (নিরন্তর) মাং (আমাকে) স্মরতি (স্মরণ করেন) পার্থ ! (হে পার্থ) তস্ত (সেই) নিত্য-যুক্তস্ত (নিত্যযুক্ত) বোগিনঃ (বোগীর পক্ষে) অহং (আমি) সুলভঃ (সুখলভ্য) ॥ ১৪

শ্রীশ্রদ্ধা। এবং চান্তকালে ধারণা যৎ প্রাপ্তিনিত্যাত্ম্যাসরতস্ত এষ ভবতি, নাস্ত্যন্তেতি পূর্ব্বোক্তমেবানুস্মারয়তি—অনন্তেতি। নাস্ত্যন্তশ্চিহ্নেচতো বস্ত তথাত্ম্যং সন্। বো মাং সততং নিরন্তরং। নিত্যশঃ প্রতিদিনং স্মরতি। তস্ত নিত্যযুক্তস্ত সমাহিতস্তাহং স্মরেন লভ্যোহস্মি। নাস্তন্ত ॥ ১৪

বঙ্গানুবাদ। [এইরূপে নিত্যাত্ম্যাসরত ব্যক্তিরই অন্তকালে ধারণা দ্বারা যৎ প্রাপ্তি হয়, অন্তের হয় না—পূর্ব্বোক্ত কথাই পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছেন]—যাহার কোন বিষয়ে চিন্তা নাই, তিনিই অনন্তচিত্ত। এইরূপ অনন্তচিত্ত হইয়া যিনি আমাকে নিরন্তর প্রতিদিন স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত অর্থাৎ সমাহিতচিত্তের আমি অনায়াসলভ্য হই, অন্তের নহে। [সততমিতি নৈরন্তর্য্যমুচ্যতে। নিত্যশ ইতি দীর্ঘকালসমুচ্যতে—ন বদ্যাসং সংবৎসরং বা। কিং তস্মি? বাবজীং নৈরন্তর্য্যেণ বো মাং স্মরতীত্যর্থঃ। তস্ত বোগিনোহহং সুলভঃ স্মরেন লভ্য—“সতত” এই শব্দের দ্বারা নৈরন্তর্য্য কথিত হইতেছে; “নিত্যশঃ” এই শব্দের দ্বারা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বুবানো হইতেছে—ছয় মাস নহে বা এক বৎসর নহে। কিন্তু যত দিন বাচিবে ততদিন নিরন্তর যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করিবে—ইহাই অর্থ। সেই বোগীর আমি সুলভ অর্থাৎ অনায়াসলভ্য—শব্দ]

ভাষ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। অস্ত্রাদিকে আত্মা ব্যতীত না দেখায় অর্থাৎ সর্বদা কূটস্থে থেকে যে স্মরণ করে—সর্বদা—সে সুন্দররূপে ব্রহ্মকে পায়—যে ব্যক্তি সর্বদাই ক্রিয়ার পর অবস্থায় আটকিয়া থাকে—ধারণা ধ্যান সমাধি-পূর্ব্বক—১২ প্রাণায়ামে প্রত্যাহার—১৪৪ প্রাণায়ামে ধারণা—১৭২৮ প্রাণায়ামে ধ্যান—২০৭৩৬ প্রাণায়াম করিলে সমাধি হয়—এই সমাধিতে অচল থাকার নাম যোগ। বারদিন যদি ১৭২৮ বার প্রাণায়াম করে তবে সমাধির সংখ্যা মাত্র হয় কিন্তু সমাধি হয় না। সমুদয় কর্ম্ম করে প্রাণায়াম সর্বদা মনে মনে করিলে

মামুপেত্য পুনর্জন্ম হুঃখালয়মশাশ্বতম্।

নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিঃ পরমাং গতঃ ॥ ১৫

ভিতর হইতে মূলধার অবধি মাথা পর্য্যন্ত একটান সর্বদাই বাহার থাকে—তাহাকে চৈতন্ত্য সমাধি বলে, ইহাই সকলের কর্তব্য। ও সমাধিতে জড়বৎ হয় তজ্জন্ত্য উহাকে জড়সমাধি বলে। কিন্তু ১৭২৮ বার প্রাণায়াম করিলে—যাহা প্রাতঃকাল হইতে ১০ ঘণ্টা রাত্রি পর্য্যন্ত হইতে পারে, ইহা এক আশ দিন করিয়া সমুদয় জড়—যাহা এই পৃথিবীর স্বভাব হইতেছে—দেখিতে পায় ও অনুভব হয়—এবং যাহা দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা দেখিতে পাইবে—একাগ্রচিত্তে প্রাণায়াম করিলে, এতদ্ব্যতীত অনবরত প্রাণায়াম করিতে করিতে আপনা আপনি মন স্থির হইলে সত্য অনুভব হয় (ছয় মাস অভ্যাস করিলে অনবরত) কিন্তু চেষ্টা করিয়া করিলে হয় না।—অনন্তচিত্তে তাঁহাকে স্মরণ করিতে হইবে—এইটি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা। আত্মা ব্যতীত আর কোন কিছুতে লক্ষ্য নাই,—জগতের কোন বস্তুকেই আর পাইতে চাহে না, কেবল আত্মার মধ্যে আত্মারাম হইয়া থাকিতে চায়, সে আর অন্য কোন বস্তুর কথা ভাবিবে কেন? সে কেবল মাত্র আত্ম-চিন্তায় তন্ময় হইয়া বসিয়া আছে—এইরূপ ক্রিয়ার পরাবস্থায় যে সর্বদা থাকিতে চেষ্টা করে তাহাকে আর সংসারের কোন বস্তুর আকর্ষণ করিতে পারে না, কিন্তু এ অবস্থা হই চারি দিনের চেষ্টায় হয় না, এমন কি হই চারি বৎসরেও হইবে না। যে দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর তাঁহার স্মরণাত্ম্য করে সেই এই মূর্ত্ত্তল যোগ প্রাপ্ত হয়।* অবশ্য প্রতিদিন দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করিতে হয়, কিন্তু মন দিয়া না করিলে কোন ফল হইবে না। আবার মধ্যে মধ্যে অন্ততঃ মাসে একবার বা দুইবার ১৭২৮ বার করিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া দেখা উচিত। কিন্তু আর একটি সহজ উপায় আছে, অবসর পাইলেই মনকে মেরুদণ্ডের মধ্যে চক্রে চক্রে রাখিবার ব্যবস্থা করা। এইরূপ সর্বদা স্মরণে যে অভ্যস্ত তাহার মন একেবারে স্থিরতার মধ্যে ডুবিয়া যায়; মনের এই স্থিরাবস্থায় যে আনন্দ লাভ হয় তাহা অতিশয় মূর্ত্ত্তল। ‘আমি আনন্দ পাইব’ বা ‘আত্মাতে ডুবিয়া যাইব’—এইরূপ লোভাতুর চিন্তে যে সাধনা করে, তাহার চিন্তে রজোগুণাধিক্য হেতু সে ঠিক শান্তিলাভ করিতে পারে না। কি হইবে না হইবে জানি না, শুক্ল ইচ্ছামত প্রতিক্ষণে মনটিকে স্মরণে যে লাগাইয়া রাখে, একদিন না একদিন তাহার অজ্ঞাতসারেই সে সেই পরমাত্মার সহিত অতি সহজে যোগযুক্ত হইয়া যায় ॥ ১৪

অনন্তর। পরমাং (পরমা) সংসিদ্ধিঃ গতঃ (সিদ্ধিপ্রাপ্ত) মহাত্মানঃ (মহাত্মাগণ) মাম্ (আমাকে) উপেত্য (পাইয়া) পুনঃ (পুনরায়) হুঃখালয়ম্ (হুঃখের আশ্রয়স্থল) অশাশ্বতম্ (অনিত্য) জন্ম (জন্ম) ন আপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হয় না) ॥ ১৫

* স চ দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যাসংকারসেবিতো দৃঢ়হৃদিঃ ॥ পাতঞ্জল দর্শন, সমাধিপ্রাণ, ১৩শ সূত্র

অভ্যাস দীর্ঘকাল ও অভ্যস্ত ব্রহ্মপূর্ব্বক আসেবিত হইলে দৃঢ়হৃদি হয়। এতল অভ্যাস দ্বারা জ্ঞানের দুর্গানাদী চরম হৃদি লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রদ্ধা। যতঃ সং স্তব্ধভাবোহি ততঃ কিং? অতঃ আহ—মামিতি। উক্তলক্ষণা মহাত্মানো মন্তব্যং মাং প্রাপ্য পুনঃ প্রাপ্তময়ানিত্যং চ জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তি। যন্তে পরমাং সম্যক্ সিদ্ধিঃ মোক্ষম্বে প্রাপ্তাঃ। পুনর্জন্মনো হঃখানাং চাশ্রয়ং স্থানং তে মামুপেত্য ন প্রাপ্নুবন্তীতি বা ॥ ১৫

ব্রহ্মানুবাদ। যদি তুমি ভক্তগণের সুহৃৎ ভাই হও, তাহা হইলেই বা কি হয়? এইমন্ত বলিতেছেন]—উক্ত লক্ষণবৃত্ত মন্তগণ আমাকে পাইয়া পুনরায় হঃখের আশ্রয়-স্থানরূপ অনিত্য জন্ম প্রাপ্ত হয় না। যেহেতু তাঁহারা পরমা সংসিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। আমাকে পেয়ে পুনর্ব্বার আর জন্ম হয় না যে জন্মেতে কেবল হঃখেরই ঘর—তাহাও চিরকাল থাকে না। তাহার প্রাপ্তিপদ পেয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে ক্রিয়ার পর অবস্থায় লীন হইয়া ক্ষুদ্র আত্মা আমি ইহা—ব্রহ্মেতে গিয়া মহাত্মা অর্থাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ এইরূপ হইয়া সর্ব্বদাই সম্যকরূপে সব বিষয়েই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ কিছুতেই ইচ্ছা হয় না—আবশ্যক থাকে না—বিশেষ অনাবশ্যক বস্তুতে—এরূপ অবস্থায় থাকিতে থাকিতে পরমগতি অর্থাৎ যোনি হইকে মাথা পর্য্যন্ত বায়ু স্থির থাকিয়া লীন হয়।—জন্ম হাতারাতই সমস্ত হঃখের ঘর, সেই জন্ম হাতারাত বন্ধ হয়—তাঁহাকে পাইলে। তাঁহাকে বাহারা পান, তাঁহারাও মহাত্মা হইয়া যান—অর্থাৎ তাঁহাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ দৃষ্টি আর থাকে থাকে না, তাঁহাদের দৃষ্টি বিশাল হয়। চরাচরের মধ্যে তাঁহারা সেই এক আত্মাকেই দেখেন। বলিতে সেই আত্মাকেই বুঝায়; এই আত্ম-বোধ এ কবার হইলে আর নষ্ট হয় না। এই আত্ম-ভব সাধকের নিকট যখন প্রকাশিত হয়, তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনি স্বয়ংই সেই বিস্তৃততম শিব-স্বরূপ—যাহাকে তিনি অন্বেষণ করিতেছেন। সেই শিব অজ ও বিশ্বব্যাপক, ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার পরাবহায় স্থিতি হইলেই তিনি যে বিশ্বব্যাপক এবং তাহা হইতেই সকলের উৎপত্তি ও তাহা হইতেই লয় হইয়া যায়—ইহা সাধকের বোধের বিষয় হয়। এই ক্রিয়ার পর অবস্থাই প্রাণের প্রাণ ব্রহ্মরূপ, প্রাণের ক্রিয়ার দ্বারাই এই প্রাণের প্রাণকে বুঝিতে পারা যায়। নির্লীলাত স্থানে দীপ-শিখার দ্বায় অবিচল ব্রহ্মতত্ত্বকে বুঝিতে পারিয়া জীব শিব হইয়া যান, তিনি তখন সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ নির্ম্মল হইয়া থাকেন। যড়্যাতে যে ক্রিয়া করে তাহারই স্থিতিলাভ হয়, সেই স্থিতি বা পরাবহাই তাঁহার মহিমা, উহাই তাঁহার তৃতীয়পাদ। কুটস্থের মধ্যে যে উত্তম পুরুষ দেখা যায়—তিনি অজ, তাঁহাতে উহাই তাঁহার তৃতীয়পাদ। কুটস্থের মধ্যে যে উত্তম পুরুষ দেখা যায়—তিনি অজ, তাঁহাতে থাকিলেও ব্রহ্মে থাকা হয়, কিন্তু ক্রিয়ার পর অবস্থায় কোন প্রকার দর্শন প্রবণ থাকে না—উহাই ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’, সর্ব্বত্র সমরূপে সর্ব্বব্যাপক, উহাই ব্রহ্মরূপ যোগীরা বলেন। এই অবস্থায় যে সর্ব্বদা থাকে সেই মুক্ত। তখন যোগী কুটস্থেতে বিশ্বসংসার দেখেন এবং অবস্থায় যে সর্ব্বদা থাকে সেই মুক্ত। তখন যোগী কুটস্থেতে বিশ্বসংসার দেখেন এবং তদ্ব্যতীত বাহা দেখেন সবই তাঁহার নিকট—ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হয়, স্তব্ধতা তাঁহার নিকট আর ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। সব তখন এক হইয়া যায়। বাহ্যের নিকট সমস্তই এক

আব্রহ্মভূবনালোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোহর্জুন।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিত্ততে ॥ ১৬

হইয়া যায়, তিনি ইহলোকে থাকিয়াও ব্রহ্মলোকেই থাকেন। ব্রহ্ম অজ স্তব্ধতা তাঁহারও আর পুনরাবর্ত্তি হয় না। সকলেরই নিজরূপ ঐ ব্রহ্মরূপ, যখন তিনি ব্রহ্মে মিলিয়া গেলেন, তখন তিনি আত্মস্বরূপে স্থিত হইলেন। ক্ষুদ্রাত্মা তখন বিশ্বাত্মা হইয়া গেল। তখন আর কোন বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থাকে না, স্তব্ধতা ইচ্ছাও থাকে না। এই ইচ্ছারহিত অবস্থাকেই পরমাগতি বলা হয়। যোগীর তখন বাহ্যবাস থাকে না, যোনি হইতে মাথা পর্য্যন্ত যে প্রাণের প্রবাহ তাহা সমস্তই স্থির হইয়া যায়, ইহাই সিদ্ধাবস্থা,—ইহাই অস্তর অমৃতপদ। এই প্রাপ্তি বাহার হয় তাঁহার আর বন্ধন থাকে না, স্তব্ধতা তাঁহার আর পুনরাবর্ত্তি হওয়া অসম্ভব ॥ ১৬

অনুব্রহ্ম। অর্জুন! (হে অর্জুন) আব্রহ্মভূবনাং (ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত) লোকাঃ (জীবগণ) পুনঃ আবর্ত্তিনঃ (পুনরাবর্ত্তিনীল); তু (কিন্তু) কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়) মাম্ (আমাকে) উপেত্য (পাইয়া) পুনঃ জন্ম (পুনর্জন্ম) ন বিত্ততে (থাকে না) ॥ ১৬

শ্রীশ্রদ্ধা। এতদেব সর্ব্বেষপি লোকেষু পুনরাবর্ত্তি দর্শয়ন্ অপুনরাবর্ত্তি নির্ধারয়তি—আব্রহ্মভূবনাদিতি। ব্রহ্মণো ভূবনং বাসস্থানং ব্রহ্মলোকঃ তমতিব্যাপ্য সর্ব্বে লোকাঃ পুনরাবর্ত্তনশীলাঃ। ব্রহ্মলোকস্তাপি বিনাশিত্বাৎ। তত্তত্ত্যানামহুংপন্নজ্ঞানানামবশ্যং ভাবি পুনর্জন্ম। ব এং ক্রমমুক্তিকলাভিক্রপাসনাভিব্রহ্মলোকঃ প্রাপ্তান্তেবামেব তত্তত্তোৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষঃ। নাত্তেবাম্। তথা চ—ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রভিসংকরে। পরন্তান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥” পরন্তান্তে ব্রহ্মণঃ পরমায়ুর্বাহন্তে। কৃতাত্মানো ব্রহ্মভাবাপাদিতমনোবৃত্তয়ঃ। কর্ম্মদ্বারেণ যেষাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিতেষাং ন মোক্ষ ইতি পরিনির্জীতিঃ। মামুপেত্য বর্ত্তমানানাং তু পুনর্জন্ম নাত্তোবেতি ॥ ১৬

ব্রহ্মানুবাদ। [এই প্রকার সমস্ত লোক হইতেই পুনরাবর্ত্তি হয়, ইহা দেখাইয়া অপুনরাবর্ত্তি নির্ধারণ করিতেছেন]—ব্রহ্মার বাসস্থান ব্রহ্মলোক, সেই ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত লোকই পুনরাবর্ত্তনশীল। ব্রহ্মলোকও বিনাশশীল। সেই লোকের অহুংপন্নজ্ঞান জীবগণের পুনর্জন্ম অবশ্যজ্ঞারী। কিন্তু বাহারা ক্রমমুক্তিপ্রদ উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের সেই লোকে থাকিয়া জ্ঞানোৎপন্ন হইলে তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত মোক্ষ প্রাপ্ত হন। অপরের পক্ষে মোক্ষলাভ হয় না। “পরন্ত” অর্থাৎ ব্রহ্মার পরমায়ুর অন্তে বাহাদের মনোবৃত্তি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় তাহারা পরম পদ অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কর্ম্ম দ্বারা বাহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা মোক্ষপ্রাপ্ত হয় না। কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। ব্রহ্ম হইতে যত ছুঁন সৃষ্টি হইয়াছে সকলেরই সৃষ্টি ও জন্ম আছে—আমাকে পেলে অর্থাৎ স্থির হইলে—ক্রিয়ার পর অবস্থায়

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্ষদ্রাক্ষণো বিহঃ ।

রাত্রিং যুগসহস্রাঙ্তাং তেহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭

সর্ব্বদা থেকে পুনর্ব্বার জন্ম হইবে না।—সমাধিবান্ পুরুষ হইলেই যে তাঁহার কৰ্ম্ম নিঃশেষে নিবৃত্তি হইয়া যাইবে তাহা নহে, সমাপ্তি ভঙ্গ হইলে আবার সংসার ঘেরিয়া বসে। সুতরাং সেরূপ সাধককেও উচ্চাবস্থা হইতে নিম্নে অবতরণ করিতে হয়। তখনই আর অবতরণ হইবে না—বধন সাধক ক্রিয়ার পর অবস্থায় সর্ব্বদা থাকিতে পারিবেন। ক্রিয়ার পর অবস্থায় বধন অন্ন অন্ন করিয়া অগতীয়াত পরিপূর্ণ হইতে থাকে, তখন কত দেবমূর্ত্তি দেখা যায়; বধন ক্রিয়ার পর অবস্থা সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ হয়, তখন কোন দেবমূর্ত্তিও দেখা যায় না, সমস্ত দেবতা ও সব আত্মা একে লয় হইয়া যায়। শরীর তাঁহার আছে কি নাই তাহার বোধ পর্য্যন্ত থাকে না। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যিনি সর্ব্বদা আছেন, তাঁহার আর অবতরণ নাই, সুতরাং তাঁহার জন্মও হয় না। তখন ব্রহ্ম উর্দ্ধে, অধোদিকে, চতুর্দিকে, সমস্তই ব্রহ্ম হইয়া যায় ॥ ১৬

অনুব্রতঃ । সহস্রযুগপর্য্যন্তঃ (দেবপরিমিত যুগসহস্র পর্য্যন্ত) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) বৎ অহঃ (যে দিন) যুগসহস্রাঙ্তাং (এক যুগ সহস্র যুগ পরিমিত) রাত্রিং (রাত্রি) [যে] বিহঃ (যাহারা জানেন) তে জনাঃ (সেই সকল ব্যক্তিরাই) অহোরাত্রবিদঃ (অহোরাত্র-বেত্তা) ॥ ১৭

শ্রীশ্রদ্ধা । নমু চ—“তপস্বিনো দানশীলা বীতরাগভিত্তিকবঃ । ত্রৈলোক্যভোগ্যপরি হানং লভন্তে শোকবর্জিতম্ ।” ইত্যাদি পুরাণ-বাক্যৈস্ত্রৈলোক্যস্ত সকাশান্নমহর্ষেকাদীনামুৎকৃষ্টং গম্যতে । -বিনাপিষ্টে চ সর্বেষামবিশিষ্টে কথমসৌ বিশেষঃ স্থানিত্যাস্যাবল্লভকালাবস্থানি-নিমিত্তোহসৌ বিশেষ ইত্যাস্যেন সমানেন শতবর্ষাষু বা ব্রহ্মণোহহস্তহানি ত্রৈলোক্যভোগ্যপত্তিনিশি চ প্রলয়ো ভবতীতি দর্শয়িত্ব ব্রহ্মণোহহোরাত্রবিদোঃ প্রমাণমাহ সহস্রেতি । সহস্রং যুগানি পর্য্যন্তোহবসানং যন্ত তদ্বৃক্ষণো বদন্তত্বে বিহঃ । যুগসহস্রমস্তো যন্তাতাং রাত্রিং চ বোগবলেন যে বিহঃ । ত এব সর্ব্বজ্ঞা জনা অহোরাত্রবিদাঃ । যেবাং তু কেবলং চন্দ্রাদিত্য-গঠৈব জ্ঞানং তে তথাহোরাত্রবিদো ন ভবন্তি । অন্নদর্শিত্বাং । যুগশব্দেনাং চতুর্ভুগমভিপ্রেতং । ‘চতুর্ভুগ-সহস্রং তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে’ ইতি পুরাণোক্তেঃ—(জ্ঞানগবলিনী) ॥ ব্রহ্মণ ইতি মহর্ষেকাদি-বাসিনামপ্যুল্লক্ষণার্থম্ । তত্রায়ং কালগণনা-প্রকারঃ মনুজ্ঞানাং বর্ষং তদেবানামহোরাত্রং । তাদৃশৈহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিকল্পনয়া দ্বাদশবর্ষসহস্রৈশ্চতুর্ভুগং ভবতি । চতুর্ভুগসহস্রং ব্রহ্মণো দিনং । তাবৎ পরিমাণেব রাত্রিঃ । তাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুরিতি ॥ ১৭

অনুব্রতঃ । [পুরাণে আছে—যাহারা তপস্বী, দানশীল, বীতরাগ এবং তিত্তিকু তাঁহারা ত্রৈলোক্যের উপরিহিত শোকবর্জিত হান লভ করেন ইত্যাদি পুরাণোক্ত বাক্য দ্বারা ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ—এই ত্রিলোক অপেক্ষা মহঃ প্রভৃতি ব্রহ্মলোক শ্রেষ্ঠলোক মধ্যে গণনীয়। কিন্তু ব্রহ্মলোক হইতেও যদি পুনরাবৃত্তি হয় তবে ইহা অবশিষ্ট লোকাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিরূপে হইল—এই আশঙ্কা নিবারণার্থ বলিতেছেন যে ব্রহ্মলোক অপর লোক অপেক্ষা বহুকালস্থায়ী, তাহার তুলনায় অন্য লোক বহু অল্পকাল স্থায়ী, ইহাই অন্তলোক অপেক্ষা ব্রহ্মলোকের বিশেষত্ব।

শতবর্ষাষু ব্রহ্মার প্রতি দিনে ত্রৈলোক্যের উৎপত্তি ও তাঁহার প্রতি রাত্রে প্রলয় হয়—ইহাই দেবাইবার জন্ত ব্রহ্মার অহোরাত্র সম্বন্ধে প্রমাণ বলিতেছেন] সহস্রযুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার যে একটি দিন এবং সহস্র-যুগান্তা যে রাত্রি, তাহা বোগবলে যাহারা জানেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই অহোরাত্রবেত্তা। যাহারা চন্দ্রাদিত্যের গতি দ্বারা অহোরাত্র ঠিক করে, সেই সকল ব্যক্তিরা অহোরাত্রবিৎ নহে; যেহেতু তাহারা অন্নদর্শী। এখানে যুগ শব্দে চারিযুগই অভিপ্রেত। জ্ঞানগবলিনী প্রভৃতি পুরাণাদিতে চতুর্ভুগ সহস্র পরিমিত কালই ব্রহ্মার দিন বলিয়া কথিত। ব্রহ্মলোক শব্দটিও মহর্ষেকাদির উপলক্ষণ মাত্র। কাল-গণনার প্রকার এইরূপ—মনুজ্ঞানিগের যে এক বৎসর—তাহাই দেবতার এক অহোরাত্র। তাদৃশ দেবতাদের অহোরাত্রে পক্ষ-মাসাদি কল্পনা করিয়া দ্বাদশ সহস্র বর্ষে চতুর্ভুগ হয়। চতুর্ভুগ সহস্রে ব্রহ্মার একদিন এবং ঐ পরিমাণে তাঁহার একরাত্রি। এইরূপ অহোরাত্র-পক্ষ-মাসাদি ধরিয়া শত বৎসর ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল ॥ ১৭

আশ্রয়ান্তিকৈঃ ব্যাখ্যাতা । মহর্ষিদের হাজার বার দিবসে প্রচ্ছদন বিধারণ হয়—রাত্রেও সেইরূপ হয়—এক যাহাদিগের হয় তাহাদেরই ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে—অর্থাৎ প্রাণায়াম করিতে করিতে যাহাদিগের প্রচ্ছদন বিধারণ একবার স্বভাবতঃ ৪৪ নেকেণ্ডেতে হয়।—সাধারণতঃ সত্য, জ্ঞেতা, ধাপর ও কলি লইয়া চতুর্ভুগ। এইরূপ চতুর্ভুগ সহস্রবার অতিক্রান্ত হইলে ব্রহ্মার এক দিন হয়, আবার ঐরূপ সহস্র চতুর্ভুগ পরিমিত কালে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়। এইরূপ ব্রহ্মার দিবসারন্তে সৃষ্টি আরম্ভ হয় এক সমগ্র কালই সৃষ্টি বর্তমান থাকে। ব্রহ্মার রাত্রিকালই প্রলয়-রাত্রি বা মহাপ্রলয়, সে সময় চরাচর সমগ্র লোকই প্রলীন হইয়া যায়। ব্রহ্মার এক একটি দিবস কালকে কল্পকাল বলে। এই এক এক কল্প—এক এক ইন্দ্রের রাজত্বকাল। সেই—এক কল্পের মধ্যে আবার ১৪ জন মনুর আবির্ভাব হয়, এক এক মনুর আবির্ভাব ৬০ তিরোভাবের মধ্যবর্তী কালকে মন্বন্তর বলে। উক্তরূপ দিন গণনায় ব্রহ্মার শতবর্ষ পরমায়ু। ইহাকে বিপর্য্যাকালও বলে। তৎপরে ব্রহ্মাও থাকেন না সুতরাং উর্দ্ধ চতুলোক—জন, মহ, তপ ও সত্যলোকেরও আর অস্তিত্ব থাকে না।

সুতরাং সূর্য্যের উদয়াস্ত দেখিয়া যাহাদের দিব্যরাত্রি নির্ভারিত হয়—তাঁহারা অন্নজ্ঞ, এই অন্নজ্ঞ পুরুষেরা অহোরাত্রবেত্তা নহেন। যোগী ব্যতীত এই কালরহস্ত বুঝিবার কাহারও শক্তি নাই। পরিমিত কালই মায়ার স্বরূপ, এই কালকে অতিক্রম করিতে না পারিলে মায়াকে অতিক্রম করা যায় না। দেহদৃষ্টি জীবের বতদিন থাকে ততদিন জীব মায়ার অধীন, ততদিন জীব কালের বশে থাকে, অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে না। মহাকাল—অনন্ত, সেখানে জন্ম মৃত্যুর কোন খেলা নাই। এই কাল বটক হইলে তবে তাহার পরিমাণ হয়। কালের পরিমাণ যেখানে আছে, সেখানে আরম্ভ ও শেষ আছে, এই আরম্ভের নাম সাধারণতঃ জন্ম ও শেষের নামই মৃত্যু। এইরূপ সৃষ্টি ও লয় থাকিলে তাহাতে ভোক্তা ও ভোগ্য পদার্থের বিভ্রমাতা আবশ্যক। এই ভোক্তা ও ভোগ্য হইতেই প্রাণ-জগৎ ও প্রাণ-জগতের সৃষ্টির জন্ত স্থূল জগৎ আবশ্যক হয়। এই ভোক্তা ও ভোগ্যই সূর্য ও চন্দ্র রূপ

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত প্রলীয়তে ।

রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯

বক্ষ্যানুবাদ । কার্যের বাহ্য কারণ—তাহাই অব্যক্ত । অব্যক্তই কার্যরূপে ব্যক্ত হয় । সেই অব্যক্ত কারণ হইতে ব্যক্ত চরাচর ভূত প্রাহৃত হয় । কখন প্রাহৃত হয় ?—ব্রহ্মার অহরাগমে—দিবসের উপক্রমে । সেইরূপ ব্রহ্মার রাত্র্যাগমে অর্থাৎ ব্রহ্মশয়নে, অব্যক্ত সমস্তক কারণরূপে চরাচর প্রলীন হয় ॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । যখন দিনরাত অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা স্থির হইয়া সুব্রহ্মতে চলে, তখন এইরূপ অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়—সে সর্বদাই বিজ্ঞান পদে থাকে—যেখানে দিন-রাত নাই—অথচ দিনের মতন আলোতে বেরূপ দেখায় সেইরূপ সমুদয় সৃষ্টি যাহা দেখেন তাহার লোকরূপ পর্যন্ত দেখা যায় । যখন এরূপ অবস্থায় না থাকে—তখন সমুদয় কিছুই দেখা যায় না—তাহারই নাম রাত্রি—যখন প্রকৃষ্টরূপে অস্ত্র বস্তুর্তে আসক্তিপূর্বক ব্রহ্ম ব্যতীত দৃষ্টি করে—তখন অব্যক্ত অর্থাৎ কিছুই বৃদ্ধিতে পারে না ।—অহরাগম অর্থাৎ দিবসের উপক্রম হইলে সমস্তই স্বাক্ষরিত হয়, তখন যোগীর কিছুই অজানা থাকে না । স্বর্ঘ্য নাড়ী পিঙ্গলায় স্থাপন হইলে তখন দিন এবং চন্দ্র নাড়ী ইড়ায় যখন স্থাপন হইবে তখন যোগীদের রাত্রি হয় । ইড়া হইতে পিঙ্গলায় যাইবার মুখে এবং পিঙ্গলা হইতে ইড়ায় যাইবার মুখে যে সুব্রহ্মার স্থানের গতি হয়—তাহাই অব্যক্তাবস্থা । সেই অব্যক্তাবস্থাই বিজ্ঞানপদ ; সেইখানে অন্তর্জগতের কত প্রকার অমৃত বৃত্ত অমৃতব হইয়া থাকে । ‘ন চন্দ্রশ্চ গতিস্তত্র ন স্বর্ঘ্যশ্চ গতিস্তথা’—সেখানে চন্দ্র স্বর্ঘ্যের গতি নাই অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলায় কাজ হয় না, বহির্জগৎ ভূবিয়া যায়, কিন্তু স্বপ্রকাশ অন্তঃকরণে সৃষ্টিয়া উঠে । তখন সেখানে যে জ্যোতির প্রকাশ হয়, তাহার রশ্মিপাতে বস্তুর অন্তর বাহ্যের স্ফুটন উঠে । তখন সেখানে যে জ্যোতির প্রকাশ হয়, তাহার রশ্মিপাতে বস্তুর অন্তর বাহ্যের সমস্ত জ্ঞাতব্যই জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে । এই অবস্থায় যোগীর সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি হয় । যোগী সর্বত্র হইয়া থাকেন । যখন অস্ত্র বস্তুর্তে আসক্তি হয়, তখন ব্রহ্মদৃষ্টি নষ্ট হয়, তখন অব্যক্ত ব্রহ্ম নাড়ী হইতে স্থান সরিয়া যায়—যাহা স্মরিত হইয়াছিল তাহা তখন আর থাকে না, সব যেন অন্ধকারে ভূবিয়া যায় । স্থাপন সুব্রহ্মতে চলিলে যোগীর যে বিজ্ঞানপদ লাভ হয়, তাহাই যোগীর পক্ষে দিন । তখন এই প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক জগৎ যেন অব্যক্ত কারণে বিলীন হইয়া যায় এবং স্বপ্রকাশ অমৃতবপদ বাহ্য অব্যক্ত ছিল, তাহা যোগীর প্রত্যক্ষাবগম হইতে থাকে । এই জ্ঞান অজ্ঞানই, এই সংসারের অতীত ভাব ও সংসারই প্রকৃতপক্ষে যোগীর দিবা ও রাত্রি । এই স্বপ্রকাশ অমৃতবপদই আদিপুরুষ বা হিরণ্যগর্ভ এবং তদন্তর্গত সর্বোত্তম বিজ্ঞানপদই প্রকৃষ্টোত্তম ভাব । এই প্রকৃষ্টোত্তম বা নারায়ণের শরীরেই সমস্ত জীবজগৎ বা বাহ্য প্রকাশ-সমূহ লীন হইয়া যায় ॥ ১৮

অনুবাদ । পার্থ ! (হে পার্থ) সঃ এব (সেই) অয়ং (এই) ভূতগ্রামঃ (ভূত সকল) ভূত্বা ভূত্বা (পুনঃ পুনঃ) অবশঃ (কৰ্ম্মাদি-পরতন্ত্র হইয়া) রাত্র্যাগমে (ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে)

প্রলীয়তে (প্রলীন হয়) অহরাগমে (দিবসাগমে) প্রভবতি (পুনরায় উৎপন্ন হয়) ॥ ১৯

শ্রীশ্রী । তত্র চ কৃতনাশকৃতভাগমশঙ্ক্যং বারয়ন বৈরাগ্যার্থং সৃষ্টিপ্রলয়প্রবাহস্তা-বিচ্ছেদং দর্শয়তি—ভূতগ্রাম ইতি । ভূতানাং চরাচর-প্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহঃ । যঃ প্রাণাসীৎ স এবায়মহরাগমে ভূত্বা ভূত্বা রাত্র্যাগমে প্রলীয় প্রলীয় পুনরায় অহরাগমেহবশঃ কৰ্ম্মাদিপরতন্ত্রঃ প্রভবতি । নাশ ইত্যর্থঃ ॥ ১৯

বক্ষ্যানুবাদ । যে কৰ্ম্ম করা হইল কিন্তু তাহার ফল লাভ হইল না—উহার নাম কৃতনাশ, এবং যাহা করা হইল না অথচ তাহার ফল লাভ হইল—তাহাকে অকৃতভাগম দোষ বলে । সৃষ্টি আকস্মিক হইলে এইরূপ আপত্তি উঠিতে পারে, সেই আশঙ্কা নিবারণ করিতে বৈরাগ্যার্থং সৃষ্টি-প্রলয় প্রবাহের বিচ্ছেদ ভাব দেখাইতেছেন—[চরাচর প্রাণিসমূহ, বাহ্যার পূর্বে ছিল তাহারাই ব্রহ্মার অহরাগমে জন্ম লাভ করিয়া তাঁহার রাত্রি সমাগমে প্রলয় প্রাপ্ত হয় । এইরূপ প্রলয় প্রাপ্ত হইয়া আবার ব্রহ্মার দিবসাগমে কৰ্ম্মাদি-পরতন্ত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে । বাহ্যার কৰ্ম্মপরতন্ত্র তাহারাই জন্ম গ্রহণ করে, অপরে নহে ॥

এই শ্লোকের শাক্ত ভাষ্যের অনুবাদ—“যে কৰ্ম্ম করিল না—তাহার ফল লাভ হইল, আর যে কৰ্ম্ম করিল তাহার ফল লাভ হইল না—এইরূপ দোষকে বধাক্রমে কৃতনাশ অকৃতভাগম দোষ বলে । এইরূপ দোষ পরিহার করার জন্য ব্রহ্ম ও মোক্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্র পাঠ করিয়া যে লোকের প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তির সাক্ষ্য প্রদর্শন করিবার জন্য এবং অবিজ্ঞানাদি ক্লেশ-নিমিত্ত কৰ্ম্মশয়ের বশে অস্বতন্ত্র প্রাণিনিচয় পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ করিয়া মরিয়া যায়, এই কারণে সংসারে বৈরাগ্য হয়, ইহাও প্রদর্শন করাইবার জন্য (ভগবান) বলিতেছেন যে ভূতগ্রাম প্রাণি সমুদায় স্থাবর ও জঙ্গম এই উভয়বিধ, যাহা পূর্বকল্পে ছিল, তাহাই আবার এই পরিন্দুশ্রমান-রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, অস্ত্র নহে । দিনের আগমন হইলে এইরূপ ভূতগ্রাম উৎপন্ন হইয়া রাত্রির আগমনে পুনঃ পুনঃ বিলীন হইয়া যায় । “অবশ” অর্থাৎ অস্বতন্ত্র, আবার দিবসের আগমনে সেইরূপ অবশ হইয়াই উৎপত্তি লাভ করে ।” [গোটাস লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত গীতা হইতে উদ্ধৃত]

প্রতি কল্পের শেষে ব্রহ্মা আর এক কল্পকাল পর্যন্ত নিদ্রিত থাকেন, তখন স্থাবর জঙ্গম সমুদায় সৃষ্টি বস্ত্র অব্যক্তে লীন হইয়া যায় । কল্পান্তে ব্রহ্মা যখন জাগরিত হন, তখনই তাঁহার দিবসারম্ভ হয়, তখন স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত সৃষ্টি বস্ত্রই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত অবস্থায় উপনীত হয় । ব্রহ্মার রাত্রিতে ত্রিলোক ও ত্রিলোকস্থ সমুদয় জীব ধ্বংস হইয়া গেলে তাহারাই বীজরূপে ব্রহ্মার প্রকৃতি-গাত্র-সংলগ্ন হইয়া স্তম্ভ হইয়া যায় । যেমন আমরা নিদ্রার সময় পূর্বে দিনের চিন্তা ও কৰ্ম্মের সংস্কার লইয়া স্তম্ভ হই, জাগ্রত হইলে আবার সেই সংস্কার ও চিন্তা সহ জাগিয়া উঠি, সমুদায় জীব প্রলয়কালে তাহাদের কৰ্ম্ম ও চিন্তা লইয়া অব্যক্তে প্রবেশ করে, আবার সৃষ্টি-কালে ঐ সকল কৰ্ম্ম ও চিন্তা লইয়া অব্যক্ত হইতে বাহির হইয়া আসে । এইরূপ ঘটনাই পুনঃ পুনঃ চলিতেছে । অবশ হইয়া জীব এই মায়ায় মোহিত ভাসিতেছে । ব্রহ্মা যাত্র কৰ্ম্মসহ জীব-সমূহকে প্রকাশ করেন । তাহাকেই সৃষ্টি বলে, কিন্তু এই সৃষ্টির

মধ্যে কোন নূতন জীব জন্মগ্রহণ করে না—যাহারা ছিল, তাহারা এই আসে কেবল একটু বেশ বদলাইয়া। জীবকে বেশ বদলাইতে হয়—তাহার গুণগত কর্মের সংস্কাররূপ। ক্রটিও তাই বলিতেছেন—“স্বর্ঘ্যচন্দ্রমৌ ধাতা বথা পূর্বমকল্পয়ৎ।

দিবং চ পৃথিবীং চান্দ্রীক্ষ মথো যঃ ॥” স্বর্গবেদ

স্বর্ঘ্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অন্দ্রীক্ষ ও স্বর্গাদি লোক পূর্ব-কল্পে বাহ্য বেরূপ ছিল, বিধাতা পর-কল্পেও সেইরূপ রচনা করেন ॥ ১৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। সব ভূত—স্থলন হইয়া প্রকৃষ্টরূপে লয় পায়—অল্পদিকে থাকিলে; বাহ্য-অবশ হইয়া সকলেরই থাকিতে হয়—যাহারা ক্রিয়া না করেন—আবার ক্রিয়া করিলেই অন্ধকার হইতে স্বপ্রকাশ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।—জীব বারবার জন্মগ্রহণ করে—তাহার নিজ স্বরূপকে বুঝিবার জন্য। হৃভাগ্যবশতঃ জীব কত বার এই কথা ভুলিয়া যায়, তাই বার বার আসে, আর বার বার চলিয়া যায়। তাহার জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ আর থামিতে চায় না। কতবার কত গুণত বাসনা করিল, কিন্তু কখনও তাহা কার্যে পরিণত হইল না, তাই চল-বদলের মত ব্যক্ত হইয়া আবার তখনই তাহা অবাক্তে মিশিয়া গেল। ইহাই যেন জীবের অদৃষ্ট, অবশ ভাবে প্রব জীবই এইরূপ প্রবাহের মধ্যে কতবার ডুবিতেছে, কতবার উঠিতেছে। বাহ্যকে খুঁজিতেছে—তাহাকে পাইতেছে না। সুখকে অন্বেষণ করিতে গিয়া কতবার দুঃখকে আঁকড়িয়া ধরিতেছে। তাহার সুখের লম্বা কিছুতেই মিটিতেছে না। অজ্ঞানান্ধ জীব—তাহার এই স্থূল দেহটি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইতেছে না। এই স্থূল দেহের ভোগের জন্য জীব সদাই যেন ব্যাকুল রহিয়াছে। তাই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধময় বিষয়ের প্রতি উৎকট লালসা বশতঃ কেবলই বিষয়-চিন্তা করিতে করিতে স্থাপুণ্য হইয়া গিয়াছে। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও তজ্জনিত শোক-তাপাদিতে প্রতিনিয়ত সন্তাপিত হইতেছে, তবুও ভোগা বস্তুতে আসক্তি ছুটিতেছে না। বিষয় ভোগের জন্য লোলুপচিত্তে কত বাসনাই করিতেছে, কত কর্মই সৃষ্টি করিতেছে—তাহার আর সীমা সংখ্যা নাই। এই বাসনার সংস্কারে জীবের জন্ম-মরণের ভরসা যেন আর থামিতে চাহে না, সুতরাং তাহার দুঃখের অবসান হইবার আর কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। যদিও সে ক্রেশের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ছটকট করিতেছে, কিন্তু এমনই দুর্দৈব যে ক্রেশ হইতে আপনাকে বাঁচাইতে গিয়া আরও জন্ম-মৃত্যুর মহাশাশে আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে! যে ভোগাশা তাহাকে বোর নরকের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছে, সেই ভোগাশা কত অকিঞ্চিৎকর দেখিয়াও তাহা মন হইতে ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। সাধনাত্যাগ করিলে প্রজ্ঞালোক উদ্ভিত হইয়া তাহার মোহ-রজনীর অবসান হইতে পারিত, কিন্তু সেই সাধনাত্যাগের প্রতি তাদৃশ অসুযোগ তাহার দেখা যাইতেছে না। সাধনাত্যাগ না করিলে প্রজ্ঞালোক উদ্ভিত হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। অজ্ঞানান্ধকারে জীব অন্ধমুত হইয়া কেবল বিষয়-লোভে বিমুগ্ধ হইয়া পরস্পরকে প্রতিনিয়ত আঘাত করিতেছে। ব্রাহ্মসৈন্যের মত পরস্পরের অস্থি-মাংস চিবাইতে চিবাইতে মহানন্দে তাণ্ডন করিতেছে ॥

পরন্তুস্মাত্তু ভাবোহহোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ।

যঃ স সর্বৈবু ভূতেষু নশ্চৈত্ব ন বিনশ্চতি ॥ ২০

এত দুঃখ ভোগ করি কেন? পিশাচের মত পুতিগন্ধময় পঙ্কিল বিষয়রস পানে কেন বিভোর হইয়া আছি? বিষয়ের অগ্নিমাখা জালায় দগ্ধ হইয়াও কেন বিষয় হইতে দূরে সরিয়া আসি না? ইহা বড়ই রহস্যময় ব্যাপার! তাই শ্রীশঙ্কর দয়াল বলিতেছেন—মুগ্ধ জীব! আর গুরুম করিয়া বিষয়ে মজিয়া থাকিও না, একবার ওঠ, একবার জাগ। ক্ষিপ্তের মত আর বোলাম কুটির পেটিটাকে বুকে করিয়া বসিয়া থাকিও না। শুক যে সাধনা দিতেছেন, একবার সেই সাধনায় মাতিয়া বাও। একবার বাহিরের ব্যাপার ছাড়িয়া অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখ—কি স্থলর! কি শোভাময় অপূর্ব জ্যোতি! তোমার স্বরূপই যে উহা, তুমি কেন পিশাচের মত এই অস্থি-মাংস-রক্তময় দেহটাকে লইয়া বার বার চিবাইতেছ! একবার গুরু-প্রদর্শিত পথে চলিয়া দেখ যে—

“অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি ভদ্রো

যঃ পশ্চন্তি যতনঃ ক্লীণদোষাঃ ॥” মুণ্ডক

অন্তঃশরীরে অর্থাৎ শরীরাত্ম্যের ব্রহ্মরূপে, বা হৃদয়াকাশে সুবর্ণবর্ণ নিখিল আত্মা বিরাজিত। যাহাকে শুদ্ধহৃদয় যোগিগণ দর্শন করিয়া থাকেন।

এই আত্মাকে লাভ করিতে হইবে কিরূপে?

“সত্যেন লভ্যন্তপসা হ্রেষ আত্মা

সমাগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেন নিতাম্ ॥” মুণ্ডক

এই আত্মাকে জানিতে হইলে কায়মনোবাক্যে সত্যকে আশ্রয় করিতে হইবে। তপস্তা করিতে হইবে। তপস্তা কি? “মনস্চেন্দ্রিয়াণাক হৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ”—মন ও ইন্দ্রিয়-সমূহের একাগ্রতাই পরম তপস্তা। সম্যক জ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ আত্মদর্শন দ্বারা ও ব্রহ্মচর্য দ্বারা অর্থাৎ সর্বপ্রকার মৈথুন পরিত্যাগ দ্বারা। এইগুলি আশ্রয় করিতে পারিলে তবে ক্লীণ-দোষ হওয়া যায়। তাহা হইলে আর কাল-রাত্রি ও নিদারুণ মোহ-রাত্রির মধ্যে পড়িয়া জীবকে সন্তুষ্ট হইতে হয় না। এই শরীরদৃষ্টি বতরূপ থাকিলে, ততক্ষণ বার বার জন্ম আর বার বার মৃত্যু হইবেই হইবে। যদি ক্রিয়া না কর, মনকে আশ্রয় না করিয়া কেবল নিব্বয়-মুখী কর, তবে অবশ হইয়া এইরূপ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর চর্চিতে থাকিলে, ইহাই যোরা ভ্রমোন্নয়ী ব্রজনী। এই মোহান্ধকার হইতে যদি স্বপ্রকাশ স্বরূপের অহুভব করিতে চাও, তবে বদ্ধ করিয়া সাধনাত্যাগ কর। এই জন্ম-মৃত্যুর চর্চিতে থাকিলে, ইহাই পরিজ্ঞান লাভের অন্য কোন উপায় নাই। যাহারা আত্মা বা ভগবানকে চাহিতে পারেন, কেবল তাহারা ই গুরুপদেশ মত সাধন করিয়া জন্ম-মৃত্যুর চর্চাকে রোধ করিতে পারেন ॥ ২০

অন্তঃশরীরে। তু (কিন্তু) তন্মাৎ অব্যক্তাৎ (সেই অব্যক্ত হইতে) পরঃ (ভিন্ন) অন্তঃ

(অর্থাৎ) ইন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) সনাতনঃ (চিরন্তন) যঃ ভাবঃ (যে ভাব) সঃ (তাহা

সর্বেষু ভূতেষু নশ্চৎস্ব (সমুদায় ভূত নষ্ট হইলেও) ন বিনশ্চতি (বিনষ্ট হয় না) ॥ ২০

শ্রীশঙ্করঃ। লোকানামনিত্যং প্রপঞ্চ্য পরমেশ্বরস্বরূপস্ত নিত্যত্বং প্রপঞ্চয়তি—পর ইতি দ্ব্যভ্যাং । তস্মাচ্চর্য্যাকারণভূতাদব্যক্তাৎ পরন্তুতাপি কারণভূতো যৌহন্তস্তবিলক্ষণে-
ব্যক্তচক্ষুরাঙ্গগোচরো ভাব, সনাতনোহনাদিঃ স তু সর্বেষু কার্য্যাকারণলক্ষণেষু ভূতেষু
নশ্চৎস্বপি ন বিনশ্চতি ॥ ২০

অন্যান্যমতান্। [লোক সকলের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া পরমেশ্বরস্বরূপের
নিত্যত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—] পূর্বোক্ত চর্য্যাকারের কারণভূত অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ
তাহারও কারণ যে অস্ত্র বিলক্ষণ “অব্যক্ত” বাহ্য চক্ষুদিগর অগোচর ভাব, যিনি সনাতন
ও অনাদি তিনি সর্বকার্য্য-কারণলক্ষণ ভূতদমূহের বিনাশেও বিনষ্ট হন না ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। ইহার পর ক্রিয়াব পর-অবস্থায় থেকে—সেখানে
কিছু ব্যক্তও নাই অব্যক্তও নাই, তিনি সর্বদা ব্রহ্মেতে থেকে শেষে সনাতন
ব্রহ্মেতে লীন হয়—এরূপ যার ভূতেতে জ্ঞান হইয়াছে সে নাশমান হইয়াও
বিনাশকে পায় না—বিনাশ—বিশেষরূপে নাশকে পায় না অর্থাৎ অন্তরীক্ষে অণু-
স্বরূপে থাকেন ব্রহ্মেব রূপ হইয়া। সেই রূপেতে যাহা ইচ্ছা করেন তাহা
ইচ্ছা করিবার পূর্বে আপনি আপনি সম্পন্ন হয় বা করিতে পারেন ইহা যথার্থ
এবং প্রত্যক্ষ। “যিনি করিবেন তিনি দেখিবেন, যে দেখিতেছে সে দেখিতেছে”
তাহা বলিলে কাহারও বিশ্বাস হইবে না—কবিয়া দেখুন ।।।—ক্রিয়ার পরাবস্থাই
নির্জিকল্প ভাব, কারণ সেখানে কোন বস্তুর প্রতি ইচ্ছা নাই। উহাই নিরাধার ও নিরাশ্রয়
কারণ সে অবস্থায় কোন অবলম্বন নাই। সকল প্রপঞ্চ হইতে রক্ষা পাইবার উহাই একমাত্র
আশ্রয় স্থান। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় যখন সকল বস্তু হইতে চিন্তার নিবৃত্তি হয় তখন আর
প্ররক্তি কোথায়? তখন প্রবৃত্তিতে নিবৃত্তি নাই, নিবৃত্তিতেও প্রবৃত্তি নাই। যেখানে প্রবৃত্তি
নিবৃত্তি—ঐ নাই, সেখানে সকল বস্তু থাকিলেও কিছুতে ভাব নাই—অর্থাৎ আসক্তিপূর্বক
দৃষ্টি নাই, অথচ সমস্ত দেখিতেছে, শুনিয়াও শুনে না, জ্ঞান করিয়াও জ্ঞান করে না, খাইয়াও
খায় না, স্পর্শ করিয়াও স্পর্শ করে না, এইরূপ অবস্থা। তখন যোগী সুষুম্নায় থাকিয়া সর্বদা
নেশাতে থাকেন, কোন বিষয় আসক্তিপূর্বক করেন না। সকলই ব্রহ্মময় জ্ঞান করেন। এইরূপ
যোগীর সমস্তই ব্রহ্মলীন হয়। অস্ত্র সমস্ত প্রবৃত্তিপ্রবাহ সংস্কারাদি ব্রহ্মলীন হইলেও তিনি কিন্তু
বিশেষরূপে নাশকে প্রাপ্ত হন না। তখনও তিনি অন্তরীক্ষে অণু স্বরূপে অবস্থান করেন। সেই
অণুস্বরূপ ভাবও ব্রহ্মভাব। সেই অবস্থায় অবস্থিত হইয়া বাহ্য ইচ্ছা করেন, তাহাই সিদ্ধ হয়,
ইচ্ছা করিবার পূর্বেও তাহা সম্পন্ন হইয়া যায়। প্রাণায়াম করিলেই মনের প্রসন্নতা হয়,
মনের প্রসন্নতা হইতে ক্রিয়ার পর-অবস্থা উপস্থিত হয়। বায়ু স্বাস, দক্ষিণ স্বাস ও মধ্য স্বাস
তিনই ব্রহ্মরূপ সুষুম্না হস্ত বায়ুর রূপ, যাহা মৃণালভক্তের হায় হস্ত। ইহাই আপনাকে
আপনি জানিবার মন্ত্র। ইহার দ্বারা চক্ষণ মন অস্ত্র-দিকে না বাইয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় স্থির

অব্যক্তোহঙ্কর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্।

যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১

হয়। এই স্থিরস্থি নিজ বোধ-স্বরূপ বাহ্য, তাহাকে অমূল্যব করাইয়া দেয়। তখন যোগী
জিতেন্দ্রিয় হন, চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা শ্রবণ ও মনের উপর আত্মাই কর্তৃত্ব করেন। ক্রিয়া
দ্বারা আত্মা বশীভূত হইলে ইন্দ্রিয় সকল থাকিয়াও না থাকার মধ্যে হয়। বাক্য, পানি, পাদ,
পাখু ও উপস্থ কর্তৃসাধন এই পঞ্চেন্দ্রিয় ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকিয়াও নাই। কারণ তখন
আত্মা বাক্যাদি পঞ্চাঙ্গে আর কর্তৃ করিতে ইচ্ছা করেন না, ইচ্ছা না করিলে সে সকল অঙ্গ
থাকা না থাকার সমান হয়। যোগীর এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, ইহা শাস্ত্রে আছে, এবং
যোগীশ্বর পুরুষদের ইহা প্রত্যক্ষের বিষয়। এই বে পরমাবস্থা ইহাই ব্রহ্মভাব, ইহা অবিনশ্বর,
সমস্ত ভূতাদির লয় হইলেও ইহা থাকে। “আদিত্যবর্ণো ভূবনস্ত গোপ্তা”—ইহা অব্যক্তেরও
অব্যক্ত। যোগীরা ইহাকে ইড়া-শিঙ্গনা-সুষুম্নার অতীত অবস্থা বলেন। কূটস্থের জ্যোতিতেই
এই প্রত্যক্ষ শরীরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু সেই কূটস্থ মণ্ডলের জ্যোতি
সকলের প্রত্যক্ষগম্য নহে। আবার এই সমস্তের কারণ স্বরূপ কূটস্থ মণ্ডল হইতেও বিগুহ
আর একটি অব্যক্ত ভাব আছে তাহাই ক্রিয়ার পর-অবস্থা, উহা সমস্ত ভূতমণ্ডল বিনষ্ট
হইলেও নষ্ট হয় না। উহাই সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষ, উনিই নারায়ণ ॥ ২০

অন্যান্যমতান্। যঃ (যে) অব্যক্তঃ (অতীন্দ্রিয়ভাব) অঙ্করঃ ইতি (অঙ্কর এই শব্দে
উক্তঃ (শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে) তং (তাহাকে) পরমাং গতিং) আত্মঃ (বলে),
যঃ (বাহাকে) প্রাপ্য (পাইয়া) ন নিবর্ত্তন্তে (কিরিয়া আসিতে হয় না) তং (তাহা) মম
(আমার) পরমং ধাম (পরম ধাম অর্থাৎ স্বরূপ) ॥ ২১

শ্রীশঙ্করঃ। অবিনাশে প্রমাণং দর্শনমহ—অব্যক্ত ইতি। বো ভাবোহব্যক্তোহতীন্দ্রিয়ঃ।
অঙ্করঃ প্রবেশনাশশূন্য ইতি। তথাহঙ্করাৎ সংভবতীহ বিশ্বম্ ইত্যাদি শ্রুতিষকর ইত্যুক্তঃ। তং
পরমাং গতিং গম্য পুরুষার্থমাহঃ—পুরুষায় পরঃ কিঞ্চিং না কাঠা সা পরা গতিঃ ইত্যাদি
শ্রুতয়ঃ। পরমগতিষমেবাহ—যং প্রাপ্য ন পুননিবর্ত্তন্ত ইতি। তচ্চ মমৈব ধাম স্বরূপং।
মমেতুপচ্যয়ে বর্ত্তী। রাহোঃ শির ইতিবৎ। অতোহহমেব পরমাগতিরিত্যর্থঃ ॥ ২১

অন্যান্যমতান্। [ভগবানের অবিনাশিত্বের প্রমাণ দিতেছেন—] যে ভাব অব্যক্ত
অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়, বাহাকে “অঙ্কর” অর্থাৎ প্রবেশ-নাশ-শূন্য বলিয়া শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে।
“অঙ্কর স্বরূপ হইতে বিশ্ব সমুৎপন্ন হইয়াছে” ইহা শ্রুতিবাক্য। বাহাকে পরমা গতি অর্থাৎ
পরমপুরুষার্থ বলা হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে সেই পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; সেই
পরমাআত্মাই কাঠা অর্থাৎ শেষ সীমা এবং পরমা গতি অর্থাৎ জীবের জন্মমৃত্যু নিবৃত্তির একমাত্র
কারণ। তিনিই পরম গতিত্বের কারণ যে তাহাকে পাইয়া আর পুনরাবৃত্তি হয় না। তাহাই
আমার পরমধাম অর্থাৎ স্বরূপ। আমার ধাম বলিতে আমি ও ধাম পৃথক নহে, যেমন রাত্রির
শির বলিতে বুঝায়। অতএব আমিই পরমা গতি ইহাই অভ্যপ্রায় ॥ ২১

(প্রয়াণ করিলে) বোগিনঃ (বোগিগণ) অনাবৃষ্টিম্ আবৃষ্টিম্ চ এব (অনাবৃষ্টি এবং আবৃষ্টি) বাষ্টি (প্রাপ্ত হন) তং (সেই) কাশং (কালের বিষয়) বক্ষ্যামি (বর্ণিতকরি) ॥ ২৩

শ্রীধর । তদেবং পরমেশ্বরোপাসকাত্মং পদং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে । অত্র স্বাবর্তন্তে । ইত্যুক্তং । তত্র কেন মার্গেন গতা নাবর্তন্তে ? কেন বা গতাশ্চাবর্তন্তে ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—
বজ্রেতি । বজ্র যস্মিন কালে প্রযাতা বোগিনোহনাবৃত্তিঃ যাস্তি যস্মিংশ্চ কালে প্রযাতা
আবৃত্তিঃ যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামীতাবয়ঃ । অত্র চ রশ্মাহুসারী অতশ্চায়নেহপি দক্ষিণে—
ইতি হৃদিতত্ত্বায়োনোত্তরায়ণাদিকালবিশেষমগ্রগতং দ্বিবিবক্ষিমাং । কালশঙ্কেন কালান্ধমানি-
নীভিন্নাতিবাহিকীভির্দেবতাভিঃ প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষ্যতে । অতোহয়মর্থঃ—যস্মিন
কালান্ধমানিদেবতোপলক্ষিতে মার্গে প্রযাতা বোগিন উপাসকাঃ কস্মিংশ্চ বধাক্রমমনাবৃত্তিমা-
বৃত্তিঃ চ যাস্তি তং কালান্ধমানিদেবতোপলক্ষিতং মার্গং কথয়িষ্যামীতি । অগ্নিজ্যোতিষো-
কালান্ধমানিত্বাভাবেহপি ভূয়সামহরাদিশকোকান্নাঃ কালান্ধমানিহাং তৎসাহচর্যাদান্নবর্ণ-
মিত্যাদিবং কালশঙ্কেনোপলক্ষণবিরুদ্ধম্ ॥ ২৩

ব্রহ্মানুবাদ। [পরমেশ্বরোপাসকগণ সেই পদ প্রাপ্ত হইয়া সংসারে আর আবৃত্তি প্রাপ্ত হন না, অত্ৰ সকলেই আবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে কোন্ পথে গমন করিলে পুনরাবৃত্তি হয় না এবং কোন পথে গমন করিলেই বা পুনরাবৃত্তি হয়, তাহাই বলিতেছেন—] যে কালে বোগীয়া প্রয়াণ করিলে অনাবৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং যে কালে প্রয়াণ করিলে আবৃত্তি প্রাপ্ত হন সেই কাল সম্বন্ধে বলিতেছি। বেদান্তে দুইটি সূত্র আছে—“ব্রহ্মানুগায়ী”—৪৮।১৭, “অতশ্চায়নহপি দক্ষিণে” ৪৮।১৯। ইহার অর্থ—বিদ্বান পুরুষ মুক্ত হইয়া নান্দী দ্বারা নিজস্ব হইয়া স্বর্গারামি (বাহ্য ঐ মুক্ত নাতীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহা) অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধে গমন করেন। (৪৮।১৭); (পূর্বোক্ত হেতুতে দক্ষিণায়নে মৃত হইলেও বিদ্বান পুরুষের ব্রহ্ম প্রাপ্তির বাধা হয় না)। বেদান্ত দর্শনে এই সূত্রোক্ত বৃত্তির দ্বারা উত্তরায়ণাদি কাল বিশেষে মরণের কোন বিশেষত্ব নাই দেখানো হইয়াছে। সূত্রায় এখানে কাল শব্দে কালাভিমাত্রী আভিবাচিকী দেবতাগণের প্রাপ্য মার্গের কথা বলা হইতেছে বুঝিতে হইবে। অতএব ইহার অর্থ এই যে উপাসকগণ ও কর্মীরা যে কালাভিমাত্রী দেবতাদের উপলক্ষিত মার্গে গমন করিলে স্বাভাবিক অনাবৃত্তি ও আবৃত্তি প্রাপ্ত হন সেই কালাভিমাত্রী দেবতাদের উপলক্ষিত মার্গের কথাই বলিতেছি ॥ ২৩

বলিতোছি ॥ ২৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। যে কালে মরিলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না ও যে কালে মরিলে জন্ম হয়—যোগীদের অর্থাৎ সমাধিস্থ লোকদের—তাহা বলিতোছি—প্রকৃষ্টরূপে বাঁহারা ব্রহ্মতে যাইতে চাহিবেন মুক্তাকালীন তাঁহারা নিম্নলিখিত কালেতে যাইবেন।—যোগবলে মরিতে পারার মত শক্তি না হইলে তিনি বাহ্য উত্তরায়ণ সময়ে মরিলেও মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। বাঁহারা জ্ঞানী অর্থাৎ সর্বদা জিয়ার পরঃ অবস্থায় অবস্থিত তাঁহাদের প্রাণের উৎক্রান্তি প্রতিতে প্রতিবেশ করা হইয়াছে “ন তত্ত্ব প্রাণা উৎক্রান্তি” — তাঁহাদের প্রাণের উৎক্রামণ হয় না। কারণ জিয়ার পদ-অবস্থায় শরীরস্থ

ইন্দ্রিয়গণ ও জীবাত্মা সমস্তই পরমাশ্রুতে লয় হইয়া যায়। মনের চিন্মাত্রের স্থিতি লাভ হইলে শরীরও ব্রহ্মময় হইয়া যায়, তখন ইন্দ্রিয় সকলেরও পৃথক কার্য থাকে না, তাহারাই ব্রহ্মদীপ হয়। ইন্দ্রিয়াদির অভাবে ব্যবস্থেরও অভাব হয়। তখন সর্বত্র ব্রহ্মময় জগৎ। সকল বস্তুরই ব্রহ্মের সহিত ভাব হইয়া যায় অর্থাৎ মিলন হইয়া যায়। তখন আত্মা সর্বোপাধিরহিত, অলিপ্ত মাত্র। এই অবস্থায় দেহটা শুক পত্রের মত পড়িয়া যায়। দেহী ত ব্রহ্মময় অবস্থাতে ব্রহ্মই হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার আর দেহ হইতে উৎক্রান্তি হয় না। ইহারা জীবমুক্ত পুরুষ। ঈশ্বারা জীবমুক্ত হইতে পায়েরন নাই, তাঁহাদের দেহান্তের পরেই বা দেহান্তের কিছু কাল পরে যে মুক্তি লাভ হয় তাহাই বিদেহ মুক্তি। সাধারণতঃ এইরূপ মুক্তিই উত্তমশীল সাধকেল্পগণের হইয়া থাকে। শাস্ত্রে ইহাকে ক্রমমুক্তি বলে, বাহার বিষয় পর শ্লোকে বলিবেন। আর জীবমুক্তি লক্ষ লক্ষ সিদ্ধ সাধকের মধ্যে কাহারও কদাচিৎ হইয়া থাকে, ইহারা বৈরাগ্য অসাধারণ পুরুষ ইহাদের মুক্তিলাভও সহজরূপ অসাধারণ ভাবে হইয়া থাকে। বিদেহমুক্তি দেহ থাকিতেও সাময়িক ভাবে সাধকদের হইয়া থাকে বটে কিন্তু তাঁহাদের এ অবস্থায় সর্বদা স্থিতি না থাকায় তাঁহাদিগকে মুক্ত বলিয়া মনে করা হয় না। জীবমুক্তের আত্মা দেহ থাকিতেই স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মহুত্রে আছে “অবিভাগেন দৃষ্টবাহুঃ”-সে অবস্থায় জীবের আত্মার সহিত অবিভাগ অর্থাৎ অভেদ হয়। অর্থাৎ মুক্তাত্মার সর্বপ্রকার বন্ধন মুক্ত হওয়ায় সমস্ত পদার্থেই তাঁহার ব্রহ্মদর্শন হয় বা ‘অহং তদ্বাস্তি’ এইরূপ অনুভব হয়। পরে সে অনুভবও থাকে না, তখন চিদাভাসের সহিত চিন্মাত্রের ও চিন্মাত্রের সহিত পুরুষোত্তমের চির সম্মিলন হইয়া যায়। কিন্তু এই সম্মিলনের আগে তাঁহার ঈশ্বরভাব হয়। ঋতিতে বলিয়াছেন—জিনি স্বরাট হন, সমস্ত লোকে তাঁহার ইচ্ছামাত্র গতি হয়। নরুমায়ে পিতৃগণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন। দেবতারা সকলে তাঁহার বলি আহরণ করেন। যথা—“আপ্রোতি স্বারাক্ষ্ম, তেবাঃ সর্কেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। সন্না দেবান্ত পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠতি, সর্কে দেবা বলিমাহরন্তি ॥” বেদান্তদর্শনেও আছে—

সকলদেব তচ্ছূতেঃ। ৪।৪।৮

“অতএবানস্ফাধিপতিঃ ।” ৪।৪।২

সময় ঐশ্বর্য্য তাঁহার সঙ্গ মাজে উপনীত হয়, তিনি অনভ্যাধিপতি অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীন হন, তাঁহার অধিপতি আর কেহ থাকে না।

এই শরীরের মধ্যে যে পুরুষ আছেন, ইড়া ও পিজলা তাঁহার দুই পদ স্বরূপ। এই দুই পদের ক্রিয়ার দ্বারা তৃতীয় পদটি প্রকাশিত হয়। নাভিদেশ হইতে হৃদয়ই সেই তৃতীয় পদ। ইহাই হৃদয়ের পদ বা ক্রিয়ার পর অবস্থা। এই অবস্থায় ব্রহ্ম অণুস্বরূপ বোধের বিষয় হন। এই অবস্থা স্বতন্ত্র থাকে, ততক্ষণ তিনি মহৎ। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবন ব্যাপিয়া তখন তাঁহার মহিমা প্রকাশিত হয়। তখন তিনি বিশ্বনাথ। এই তিন পাদ এক হইয়া অমৃত পাদ হয়, তাহাই পরম ব্যোমস্বরূপ। এইরূপ পুরুষকে যিনি জানেন তিনি সর্বজ্ঞ হন। বাহ্য কিছু হইয়াছে বা হইবে সে সকলের সহিত তিনি তখন যুক্ত হইয়া যান। দেহেতে থাকিয়াও তিনি দেহাতীত বা মুক্ত। এই সকল ব্রহ্মকৃত পুরুষদের কোন স্থান বিশেষে গমনাগমন সম্ভবপর নহে :

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ বন্যাসা উত্তরায়ণম্ ।

তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪

‘অত্র ব্রহ্ম সমশ্রুতে’ ‘অত্রৈবসমবলীয়ন্তে’—এইখানে তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন,—তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না তাহাতেই লয় হয় ।

মুক্ত পুরুষদের বুদ্ধি সমতাকে প্রাপ্ত হয় । ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হওয়ায় সুখ দুঃখের প্রতি তাঁহাদের বেধ বা রাগ নাই । তাঁহাদের প্রায়ক কৰ্ম্ম বাহা ফলদানোন্মুখ হইয়াছে তাহা সুখকর বা দুঃখকর হইলেও তাহাদের গতিরোধ করিতে তাঁহাদের স্পৃহা থাকে না, সুতরাং ভোগের দ্বারা কৰ্ম্ম না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্থল দেহ ও তদনুগামী সুখ দুঃখাদি সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না । দেহান্তে এবং তাহার পূর্বেও তাঁহারা স্মরাট হন, সুতরাং তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব লোপ পায় না । ব্যক্তিত্ব না থাকিলে স্মরাট হইবে কাহার ? কিন্তু সে ব্যক্তিত্ব দেহাত্মাভিমানবৃত্ত নহে, ঈশ্বরের সহিত তাহা একাত্মতা ভাবে বৃত্ত হইয়া যায় । তাঁহাদের হৃদয় শরীর থাকে, কিন্তু সে হৃদয় শরীরের সমস্ত উপাদান অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই ব্রহ্মভাবময় হইয়া যায় । তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বহুদিন এই দেহ রাখিতেও পারেন, নাও পারেন । বধন রাখিতে ইচ্ছা করেন না, তখন তাঁহারা ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান অর্থাৎ ব্রহ্মসাবুজ্য লাভ করেন । দেহ থাকিলেও তাঁহাদের সামোপা ও সাক্ষ্য মুক্তির বাধা হয় না । নারদাদি মুক্ত পুরুষেরা এই শ্রেণীর । কিন্তু ঐহাদের প্রাণ মন বুদ্ধি তিরদিনের মত ব্রহ্মসংলীন হয়, তাঁহাদের আর জগৎজ্ঞান থাকে না সুতরাং দেহবোধও থাকিতে পারে না । তাঁহারা আর এ জগতে জাগ্রত হন না, যদি কখন জাগেন তখন আর জগৎকে জগৎ বলিয়া বুঝিতে পারেন না । একমাত্র ব্রহ্মাকারা বৃত্তি থাকে, সুতরাং সর্ব্বের মধ্যে তাঁহারা ব্রহ্মকেই দেখেন, জগৎ তাঁহাদের নিকট মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় । তাঁহাদের ব্রহ্মসমাধি আর কখনও ভঙ্গ হয় না । এই শ্রেণীর বোগী স্বয়ংই ব্রহ্ম হইয়া যান, তাহার পৃথক অস্তিত্ব থাকে না । ইহারা ই পূর্ণ জ্ঞানপ্রাপ্ত । অজ্ঞান বা মায়া ইহাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারে না । ঐহারা ব্রহ্মলোকে গিয়া জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হন তাঁহাদের গতিই ভগবান পর শ্রোকে বলিতেছেন ॥ ২৩

অনুব্রজ । অগ্নির্জ্যোতিঃ (শূন্য অর্জিতাভিমানিনী দেবতা) অহঃ (দিবসাত্মিনী দেবতা) শুক্লঃ (শুক্লপঙ্কজাভিমানিনী দেবতা) বন্যাসাঃ উত্তরায়ণম্ (ছয়মাস উত্তরায়ণরূপ উত্তরায়ণাভিমানী দেবতা) [অর্থাৎ ইহাদের উপলক্ষিত যে মার্গ] তত্র (সেই মার্গে) প্রয়াতাঃ (গমনকারী) ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ) ব্রহ্ম গচ্ছন্তি (ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন) ॥ ২৪

শ্রীব্রহ্ম । তদানাবৃত্তিমার্গমাং—অগ্নিরিতি । অগ্নির্জ্যোতিঃ শব্দাভ্যাং—তেহচ্ছিরতি নতবন্তি—ইতি শূন্যত্বাচ্ছিরতিভিমানিনী দেবতাপলক্ষ্যতে । অহরিতি দিবসাত্মিনী । শুক্ল ইতি শুক্লপঙ্কজাভিমানিনী । উত্তরায়ণরূপাঃ বন্যাসা ইত্যুত্তরায়ণাভিমানিনী । এতচ্চাভ্যাসমি শূন্যত্বানাং সংবৎসরদেবলোকাদিদেবতানামুপলক্ষণার্থম্ । এবং তূতো যে মার্গস্তত্র প্রয়াতা গতা ভগবত্পাদসক্ জনা ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি । যতন্তে ব্রহ্মবিদাঃ । তথাচ শ্রুতিঃ—

তেহচ্ছিরতি নতবন্ত্যচ্ছিরতিবোহহরহঃ আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাৎ বান্ বন্যাসাহৃদম্ভাদিত্যা এতি মাসেভ্যো দেবলোকম্—ইতি ॥ ২৪

ব্রহ্মসানুবাদ । [এখানে অনাবৃত্তিমার্গের কথা বলিতেছেন—] অগ্নিঃ জ্যোতিঃ—ভেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এতদ্বারা শূন্যত্ব অর্জিতাভিমানিনী দেবতা উপলক্ষিত হইয়াছে, অহঃ—দিবসাত্মিনী দেবতা, শুক্লঃ—শুক্লপঙ্কজাভিমানিনী দেবতা, উত্তরায়ণরূপ বন্যাসা অর্থাৎ উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা, এই সকল এবং বেদোক্ত সংবৎসর দেবলোকাদি দেবতাগণের উপলক্ষিত যে মার্গ তাহাতে ভগবত্পাদসক ব্যক্তিগণ প্রয়াণ করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন । যেহেতু তাঁহারাও ব্রহ্মবিৎ । শ্রুতিতে আছে উত্তরমার্গগামীরা প্রথমে অর্জিতদেবতাকে প্রাপ্ত হন, অর্জিতদেবতা হইতে অর্হদেবতা, অর্হদেবতা হইতে শুক্লপঙ্কদেবতা, শুক্লপঙ্ক দেবতা হইতে উত্তরায়ণ দেবতা, উত্তরায়ণ দেবতা হইতে সংবৎসর দেবতা, সংবৎসর দেবতা হইতে সূর্য্যকে, সূর্য্য হইতে চন্দ্রমাকে, এবং চন্দ্রমা হইতে বিদ্যাং দেবতাকে প্রাপ্ত হন । তদ্ব্যয় এক অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যান । [শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মবিদো জনাঃ অর্থে ‘ব্রহ্মোপাসকা জনাঃ’ বলিয়াছেন “এবং ক্রমেণেতি বাক্যশেষঃ”—অর্থাৎ ইহাদের ক্রমমুক্তি হয় । তাহার কারণ দেখাইয়াছেন—“ন হি সন্তোমুক্তিতাজ্জাং সমাগ্দর্শননিষ্ঠানাং গতিরাগতির্বা ক্চিদস্তুি । ন তত্র প্রাণা উৎক্রামন্তি ইতি শ্রুতেঃ । ব্রহ্মসংলীনপ্রাণা এব তে ব্রহ্মময়াঃ, ব্রহ্মভূতা এব তে”—ঐহারা সমাগ্দর্শননিষ্ঠ সন্তমুক্তিতার্গী পুরুষ, তাঁহাদের কোন স্থানে গমন বা আগমন থাকে নাই । শ্রুতিতে বলিয়াছেন তাঁহাদের প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না । তাঁহাদের প্রাণ ব্রহ্মে সংলীন হয়—তাঁহারা ব্রহ্মভূত—ব্রহ্মই হইয়া যান ॥] ২৪

শ্রীমদ্ভগবদগীতা । চারিদিকে আগুন জ্বালার মত সমুদয় দিক জ্বলিবে—তাহার মধ্যে বিদ্যাং হইবে—তাহার মধ্যে দিনের মত প্রকাশ হইবে—শ্বেতবর্ণ—এরূপ যেন কোটি সূর্য্য ও কোটি চন্দ্রের উদয় একত্রেতে হইয়াছে—ছয়মাস দিন রাত্রি ক্রিয়া করিতে করিতে এইরূপ সম্মুখে উদয় হইবে—তাহাতে থাকিয়া ঐহারা সমাধিস্থ—উত্তমলোক ভীষ্মাদির মত ব্রহ্মজ্ঞ কিম্বা ব্রহ্মকে ঐহারা জানিয়াছেন—শরীর ত্যাগ করিয়া ।—জ্ঞানীর এ ভাবে মুক্তি হয় না অর্থাৎ তিনি স্বতঃ মুক্ত, তাহার মুক্তি কার্য্যাস্তরের অপেক্ষা করে না । দুই চারি পাতা বেদান্ত পড়িয়া অথবা আত্মা অনাত্মার মোখিক বিচার করিয়া এরূপ জ্ঞানী হওয়া যায় না । এরূপ জ্ঞানী হইতে হইলে বহু সাধন করিতে হয়, এবং সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্তির পরও এই অবস্থা পাইতে বহু বিলম্ব হয় । লক্ষের মধ্যে দুই একটি সাধক এই মর্ত্যলোকে থাকিতে থাকিতেই ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হন । ঐহারা এরূপ অধিকারী না হইলেও উচ্চাধিকারী, তাঁহাদের শরীর ত্যাগের পর ব্রহ্মলোকে থাকিতে থাকিতে এরূপ জ্ঞান লাভ হয় । এই সকল উচ্চাধিকারসম্পন্ন বোগীরা যখন দেহত্যাগ করেন তখন তাঁহারা প্রস্তুত হইয়াই দেহত্যাগ করেন । ছয়মাস দিনরাত্রি ক্রিয়া করিতে করিতে সম্মুখে কোটি সূর্য্য ও কোটি চন্দ্রের মতন শ্বেতবর্ণ জ্যোতির প্রকাশ অব্যভব হয় । সমুদয় দিক যেন প্রজ্জ্বলিত শিখার মত জ্বলিয়া উঠিবে, তদ্ব্যয়ে অবিশ্রান্ত

বিদ্যা বিকাশের মত হইতে থাকিবে এবং নিবালোকের মত সর্বত্র আলোকে আলোকে ছাইয়া থাকিবে। ইহাই উত্তরায়ণের পথ অর্থাৎ সে পথ দিয়া বাইলে উত্তীর্ণ হইয়া যায়। যাহারা সারা জীবন ধরিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়াছেন তাঁহাদের সুসুনাহার সর্বকালের জন্য খুলিয়া যায়, তখন এই অবস্থা লাভ হয়। সেই অবস্থায় গুরুপদেশ মত ঔকার ক্রিয়া করিয়া বৌগীরা ব্রহ্মরূপে পথে প্রাণকে রাহির করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রাণ করেন। যাহারা ভীষ্মাদির মত ব্রহ্মজ্ঞ তাঁহাদের এইরূপে সাধন করিয়া দেহপাত করিতে হয়। যাহারা তখনও পর্যন্ত ব্রহ্মকে সম্পূর্ণভাবে জানিতে পারেন নাই, তাঁহারাও বোগবলে ঐরূপ ভাবে দেহত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং সেইস্থানে গিয়া ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মে লীন হইয়া যান।

জীব মৃত হইলে তাহার করণগ্রাম সংশ্লিষ্ট হইয়া কার্যে অক্ষম হইয়া পড়ে, সে অবস্থায় এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। এইজন্য বহনকারী দেবতার (যাহাদিগকে আতিবাহিক দেবতা বলে) তাঁহাদিগকে লোকান্তরে লইয়া যান। ইহারা দেবতা অর্থাৎ চ্যুতিমান শক্তিসমূহ। ক্রিয়াবানেরা যে সাধন সময়ে বহুবিধ জ্যোতি দর্শন করিয়া থাকেন, উহারাও শক্তিমান দেবতা। এই শক্তিমান জ্যোতির্শ্বর দেবতারাই ব্রহ্মলোকে বিরাজ করেন এবং তাঁহারা ই সাধককে সাধন পথে বহু সাহায্য করিয়া থাকেন। ব্রহ্মলোক গমনার্থ দেবদান পছন্দ ভিন্ন ভিন্ন বহু দেবতা জীবকে একস্থান হইতে অন্য উচ্চতর স্থানে গমনার্থ দেবদান পছন্দ ভিন্ন ভিন্ন বহু দেবতা জীবকে একস্থান হইতে অন্য উচ্চতর স্থানে লইয়া যান। কিন্তু তাঁহারা কেহই জীবকে ব্রহ্মলোকে লইয়া বাইতে পারেন না। বিদ্যাবিভাজী-দেবলোক প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মলোক হইতে এক অমানব পুরুষ আসিয়া জীবকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। 'ইহাই ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে। বোগীরা বলেন—

“দক্ষিণা পিঙ্গলা নাড়ী বহ্নিমণ্ডলগোচরা।

দেবদানমিতি জ্ঞেয়া পুণ্যকর্মানুসারিণী ॥”

দক্ষিণ নাসাতে যে নাড়ী দ্বারা বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহার নাম পিঙ্গলা। ঐ পিঙ্গলা অগ্নির স্তায় তেজোময়ী। দেবদান মার্গ উহাকে বলে। যাহারা পুণ্যকর্মানুসারী, তাহাদেরই ঐ মার্গে গতি হয়। বোগীরা ঐ নাড়ীতে মনকে সমাহিত করিয়া সাধন করিলে তাঁহারা জ্যোতির্শ্বর দেবপথে উত্তরোত্তর গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। ক্রিয়া করিলেই অগ্নিজ্যোতি প্রকাশিত হয়, উহাই নিতি, অপ, তেজের অগ্নি বা তেজ। ব্রহ্মবিদেরা এই পঞ্চায়িক (অগ্নি, বিদ্যা, সূর্য, চন্দ্র ও কুটস্থ ব্রহ্ম) জানিয়া দেহত্যাগ করেন। ইহাই ভিতরের পঞ্চতপারূপ তপস্তা। যিনি প্রতাপূর্বক একমাস, একবৎসর কুটস্থ থাকিয়া তপস্তা করেন তিনি আপনাই রূপের মত এক পুরুষ দেখেন। পরে যিনি চন্দ্রের মধ্যে ও বিদ্যুতের মধ্যে ও ঐরূপ দেখিতে পান, তিনিই ব্রহ্মে প্রবেশ করেন। ইহাই দেবদান গতি। ইহাই অভয় ও অমৃত পদ। কুটস্থের মধ্যে মণির মত যে নক্ষত্র দেখায় তিনিই এই পরীরের কর্তা, তিনিই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় যে উর্দ্ধে স্থিতি তাহাই অমৃত ব্রহ্ম। ক্রিয়া করিয়া বাহার চিত্ত এইরূপ ব্রহ্মে থাকে, সে আর মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে না। এইরূপ ব্রহ্মলীন অবস্থায় সাধকই প্রকৃতপক্ষে রাজাবিরাজ।

সকাম সাধকেরা এইভাবে দেহত্যাগ করিতে পারেন না, তাঁহাদের পুনরাবুত্তি হয়। কিন্তু কি জানি কি অজানি (জীবন্ত পুরুষ ব্যতীত) সকল জীবেরই মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাহার বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ মনে এবং মন মূখ্য প্রাণে লয় হয়, মূখ্যপ্রাণ ভূত-স্বল্পকে আশ্রয় করে। এই অবস্থা পর্যন্ত জানী বা অজানীর মধ্যে কোন ইতর বিশেষ নাই। তৎপরে অবিদান তাহার কর্মোপযুক্ত নাড়ী দিয়া বহির্গত হইয়া স্বকর্মানুযায়ী লোক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিদান পুরুষ উৎক্রমণ কালে জংগুণীকে যে একশত এক সংখ্যক নাড়ী আছে তন্মধ্যে মূর্ত্ত্যুভিযুগে যে একটি নাড়ী গিয়াছে, সেই সুসুমাঝে অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধদিকে গমন করিয়া ব্রহ্মস্বরূপকে প্রাপ্ত হন। তাহার ক্রম বোদাস্তসূত্রে এইরূপ বলা হইয়াছে—“তদেকোহ-গ্রজলনঃ তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিভাসামর্থ্যাৎ তচ্ছেষগতানুশ্রুতি যোগাচ্চ হার্দানুগৃহীতঃ শতদিকিয়া।” (৪।২।১৬)—নিজ বিদ্যা প্রভাবে এবং নিজের শেষ গতিস্বরূপ পরমাশ্রয় সর্বদা অনুশ্রুতি (ক্রিয়া করা) হেতু হৃদিস্থিত পুরুষোত্তমের অনুগ্রহে শত নাড়ীর মধ্যে যে প্রধান এক নাড়ী আছে (সুসুমা) তাহার মূল হান। অর্থাৎ হৃদয়ের অগ্রভাগ দীপ্তিযুক্ত হইয়া উঠে, তৎপরে সেই নাড়ীর দ্বারা প্রকাশিত হয়। বিদান পুরুষ তাহা বিদিত হইয়া উক্ত নাড়ীর দ্বারা নিজস্ব হইয়া সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধে গমন করেন।

এখানে এই প্রশ্ন হইতে পারে সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া যদি উর্দ্ধে গমন হয়, তবে রাজিতে সূর্য্যরশ্মি থাকে না, রাজিতে মরিলে কি বিদান পুরুষের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে না? ইহা বলা চলে না। কারণ বিদান পুরুষের দেহসম্বন্ধ রহিত হইলেই তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, ইহা শ্রুতিবাক্য। শ্রুতি বলেন “তত্ত্ব তাবদেব চিরং বাবম বিমোক্ষেহৎ সম্পংস্তে”। শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন ‘দেহের সহিত নিয়ত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ আছে।’ শ্রুতিও বলিয়াছেন ‘অহরেবৈতজ্ঞাত্রো বিদধতি’ অর্থাৎ সূর্য্যদেব রাজিকালেও রশ্মি দান করেন। এই হেতু বিদান ব্যক্তির দক্ষিণায়নে মুকুট হইলেও তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিষয় ঘটে না। বেদান্ত দর্শনে সেইজন্য এই সূত্রটি আছে—“অতচ্চান্নেনহপি দক্ষিণে।” এই সূত্রের ব্যাখ্যায় পূজ্যপাদ লাহিড়ী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহার ভাব এই যে হৃদয়গ্র প্রকাশ দ্বারাই বোগীর উৎক্রমণ হয়, তাহা দিব্যরাত্রি, দক্ষিণায়ন, উত্তরায়ণ সকল অবস্থাতেই হইতে পারে। বাহ্যিক সূর্য্য-আলোক দ্বারা হৃদয়ের প্রকাশ হয় না। বাহ্য সূর্য্যের প্রকাশে বাহ্য দেহ প্রকাশ হয়, তদ্বারা অন্তর হৃদয় প্রকাশ হয় না। হৃদয়ের জ্বলন বা প্রকাশের দ্বারাই উৎক্রমণ তিক ভাবে হয়। হৃদয়গ্র প্রকাশের দ্বারা উর্দ্ধ নাড়ীর প্রকাশ হয়, তাহার রশ্মি অনুসারী হইয়া আশ্রয় নিষ্কমণ হয়। উর্দ্ধ নাড়ী অর্থাৎ সুসুমার প্রকাশই কুটস্থের প্রকাশ। ক্রিয়া করিতে করিতে রশ্মির উর্দ্ধে উৎক্রমণ হয়। এইরূপ রশ্মিতে যোগী রাতদিন থাকেন। ইহাও এক প্রকার লয়। কিন্তু ক্রিয়ার পর-অবস্থায় কোন রশ্মি নাই, তখনই সর্বঃ ব্রহ্মময়ঃ জগৎ। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যেখানে কোন রশ্মি নাই ব্রহ্মবিদেরা তাহাকেই ব্রহ্ম বলেন। ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত ও তাহাতে নিত্য অবস্থিত বোগীরাই প্রকৃত জানী। স্তত্রাঃ ঐরূপ জানীর আর রশ্মি বা লোকান্তরের অপেক্ষা নাই। তাঁহার পক্ষে উত্তরায়ণ দক্ষিণায়নও নাই ॥ ২৪

ধুমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্ ।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫

অর্থঃ । ধূমঃ (ধূমাত্মিনি দেবতা) রাত্রিঃ (রাত্রি-অভিমানিনী দেবতা) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা) তথা (তত্র) ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্ (ষণ্মাস দক্ষিণায়নাভিমানিনী দেবতা) [ইহাদের উপলক্ষিত যে মার্গ] তত্র (তাহাতে) [গমনকারী] যোগী (কৰ্ম্ম-যোগী) চান্দ্রমসং (চন্দ্রসম্বন্ধীয়) জ্যোতিঃ (স্বর্গলোক) প্রাপ্য (পাইয়া) [ভোগাবসানে] নিবর্ততে (কিরিয়া আসে, অর্থাৎ সংসার গতি প্রাপ্ত হয়) ॥ ২৫

শ্রীশঙ্কর । আত্মমার্গমাহ—ধূম ইতি । ধূমো ধূমাত্মিনি দেবতা, রাত্র্যাদিশব্দৈকশ্চ পূর্ববদেব রাত্রি কৃষ্ণপক্ষ দক্ষিণায়নরূপ ষণ্মাসাভিমানিনী দেবতা উপলক্ষ্যন্তে । এতাদৃশি দেবতাবিরূপলক্ষিতো যো মাসস্তত্র প্রত্যহঃ কৰ্ম্মযোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং প্রাপ্য তত্রেষ্টাপূৰ্ত্তকৰ্ম্মফলং ভুক্ত্য পুনরাবর্ততে । তত্রাপি ঋতিঃ—তে ধূমভিসংভবন্তি ধূমাঃ রাত্রিঃ রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণায়নম্ এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাচ্চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্যামঃ ভবন্তি ইতি । তদেবং নিবৃত্তিকৰ্ম্মসহিতোপাসনয়া ক্রমমুক্তিঃ । কাম্যকৰ্ম্মভিচ্চ স্বর্গভোগানন্তরমাত্মনিঃ । নিবৃত্তিকৰ্ম্মভিচ্চ নরকভোগানন্তরমাত্মনিঃ । ক্ষুদ্রকৰ্ম্মণাং তু জঘন্যমত্রেব পুনর্জন্মেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৫

অর্থঃ । [আত্মমার্গ বলিতেছেন—] ধূমশ্চ ধূমাত্মিনি দেবতা, রাত্রি আদি শব্দে রাত্রি-অভিমানিনী দেবতা সকল উপলক্ষিত হইতেছেন । এই সকল দেবতাদিগের ষণ্মাস-দক্ষিণায়ন-অভিমানিনী দেবতা সকল উপলক্ষিত হইতেছেন । এই সকল দেবতাদিগের উপলক্ষিত মার্গে গমনকারী কৰ্ম্মযোগী চান্দ্রমসং জ্যোতি অর্থাৎ তদুপলক্ষিত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া সেখান ইষ্টাপূৰ্ত্ত (ইষ্ট=যজ্ঞাদি, পূৰ্ত্ত=কৃপ তড়াগাদি দান) কৰ্ম্মফল ভোগ করিয়া ভোগাবসানে পুনরাবর্তন করে । ঋতিতে আছে—কৰ্ম্মযোগীরা মৃত হইলে প্রথমে ধূমাত্মিনি দেবতাকে প্রাপ্ত হয় । ধূমদেবতা হইতে রাত্রিদেবতা, রাত্রিদেবতা হইতে কৃষ্ণপক্ষ দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ দেবতা হইতে দক্ষিণায়ন দেবতা, দক্ষিণায়ন দেবতা হইতে পিতৃলোক দেবতা, পিতৃলোক দেবতা হইতে আকাশ দেবতা, আকাশদেবতা হইতে চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হয় । চন্দ্রমণ্ডলে স্বর্গভোগের ক্ষত তাহাদের জলময় দেহ নির্মিত হয় । চন্দ্রমণ্ডলে বাইরা তাহারা দেবতাদের অন্ন অর্থাৎ ভোগ্য হয় । বাহারা ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া কৰ্ম্ম ও উপাসনা করেন তাহাদের ক্রমমুক্তি হয় । সকাম উপাসকদিগের স্বর্গ ভোগানন্তর পুনরাবর্ত্তি হয় । নিবৃত্ত কৰ্ম্মকারীদের নরকভোগানন্তর পুনরাবর্ত্তি হয় । ক্ষুদ্র-কৰ্ম্মা জন্ত অর্থাৎ বিদ্রাক্ষশূন্য পণ্ড, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদির লোকান্তরে গতাগতি হয় না, তাহারা ইহলোকেই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে ॥ ২৫

[ছান্দোগ্যশ্রুতিতেও আছে—“অথ যে ইমে গ্রাম ইষ্টাপূৰ্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমভি-সংভবন্তি, ধূমাত্রাঃ রাত্রেরপক্ষমপক্ষমপক্ষাদ্ যান্ ষড়ক্ষিণৈতি মাংসান্তান্ নৈতে

সংবৎসরমতিপ্রাপ্নুবন্তি । মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেবসোষো রাজা তদেবানামন্নং তং দেবী ভক্ষয়ন্তি ॥”—যে সকল গ্রামবাসী গৃহস্থ অগ্নিহোতাদি নিত্যকৰ্ম্ম ও যজ্ঞ-কৃপ, বাপী-তড়াগাদি প্রতিষ্ঠা ও অন্নাদি দানরূপ কৰ্ম্মাদি করেন—তাঁহারা মৃত্যুর পরে ধূমাত্মিনি দেবতাকে প্রাপ্ত হন, ধূম হইতে রাত্রি-দেবতাকে, রাত্রি-দেবতা হইতে কৃষ্ণ-পক্ষকে, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়ন ছয় মাসকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু ইহারা সংবৎসরকে প্রাপ্ত হন না । দক্ষিণায়নের পরে তথা হইতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন । এই দীপ্তিমান নোমই ব্রাহ্মণের রাজা যিনি অন্তরীক্ষে প্রত্যক্ষ হন । তিনিই দেবতাদিগের অন্ন । পিতৃদান দ্বারা বাহারা দেবলোকে যান তাঁহারা চন্দ্রমার সহিত মিলিয়া দেবতাদের উপভোগ্য হন । ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই চন্দ্ররূপী অন্নকে ভক্ষণ করেন । ভক্ষণ করার অর্থ খাইয়া ফেলা নহে । পণ্ড, ভূত্যের মত দেবতাদিগের ভোগোপকরণভূত হওয়া মাত্র । দেবতাদের ভোগোপকরণ হইলেও তাঁহারা দেবগণের সহিত যুখে ক্রীড়া করেন । ইহাদের প্রথমে জলময় শরীর, পরে চন্দ্র হইয়া প্রাপ্তি হয় । চন্দ্রমণ্ডল হইতে পুনরায় জল শরীর উপাদানের নিমিত্ত তাহার উপকরণ সংগ্রহ করে । যজ্ঞাদি কৰ্ম্মফল উপভোগ না হওয়া পর্যন্ত জীব চন্দ্রলোকেই বাস করে ।

জল ইন্দ্রিয়গুলিই জীবের কৰ্ম্ম করিবার করণ, মৃত্যুর পর সেগুলি সংপিণ্ডিত হইয়া গেলে ইন্দ্রিয়শক্তি হস্তভূতে বিলীন হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়খিঁচাই তত্তৎ দেবতারূপতা প্রাপ্ত হয় । এক এক ইন্দ্রিয়ের এক এক দেবতা । সেই সব দেবতার মধ্যে জীবের ইন্দ্রিয়শক্তি অন্তর্নিহিত হইয়া যায় । ইহাই জলরূপতা প্রাপ্তি । শেষে সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি চন্দ্ররূপ হইয়া যায় । চন্দ্র হইলেন মন, চন্দ্র হওয়ার অর্থ সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি মনোময় মাত্র হইয়া যায় । মন না থাকিলে ভোগ হইবে কাহার ? সেই মন ও চন্দ্রমা একই বস্তু—‘চন্দ্রমা মানসা জাতা ।’ আমরা নিদ্রিত হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তিও স্তম্ভ হয়, অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি তখন মনে অন্তর্নিহিত হইয়া যায় । কিন্তু সে অবস্থাতেও মনের ভোগ হয় । এই ভোগকাল বা চান্দ্রশরীর ততদিন থাকে, বতদিন ভোগের ক্ষয় না হয় । ভোগের ক্ষয় হইলেই নিম্নোক্ত প্রকারে জীবের অবরোহন হইতে থাকে ।

“ভস্মিন্ বাযব সম্পাতমুবিদ্যাত্থৈতমেবান্নানং পুননিবর্ত্তন্তে, যথৈতমাকাশমাকাশাদ্ বায়ুং বায়ুর্ভূতা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূষান্তঃ ভবতি । অত্রঃ ভূষা মেঘো ভবতি মেঘো ভূষা প্রবৰ্ষতি, তে ইহ ব্রীহিববা ওষধিবনস্পত্যস্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে, অতো বৈ খলু ব্রহ্মপ্পতরম্ যো যো হ্রস্বমতি যো রেতঃ সিকতি তদ্বয় এব ভবতি”—(ছাঃ উঃ ৫।১০)—কৰ্ম্মফল ক্ষয় পর্যন্ত চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থান করিয়া অনন্তর বধাগত ভাবে (অর্থাৎ জীব যে ভাবে যে ক্রমে চন্দ্রমণ্ডলে আছে) প্রাপ্তকৃত ধূমাদি মার্গকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হয় । প্রথমে অন্তরীক্ষ লোক, অন্তরীক্ষ হইতে বায়ু, বায়ুমণ্ডল হইতে ধূমাকার, ধূমাকার হইতে অন্ন অর্থাৎ সজল মেঘাকার প্রাপ্ত হয় । অন্ন হইতে জলবর্ষণমর্থ মেঘ হয়, মেঘ হইতে বারিধারারূপে ভূমিতে পতিত হয় । শেষে জীবেরা পৃথিবীতে ধাতু, যব, তুণ, লতা, তিল কিম্বা মাষকলাইরূপে জন্মগ্রহণ করে । এই ব্রীহি ববাদি অবস্থা হইতে জীবের নির্গমন

বড়ই ক্লেশকর। পরে ব্রীহি যবাদিরূপ প্রাণীগণকে বে বে প্রাণী ভক্ষণ করে এবং রেতঃ সেক করে, প্রায় তাহাদের অমুরূপ আকৃতি প্রাপ্ত হয়।”

অবশ্য প্রাপ্তক দেহগুলি জীবের ভোগদেহ নহে, পৃথিবীতে আসিতে হইলে ঐ সকল অবস্থার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া বা উহাদিগকে আশ্রয় করিয়া আসিতে হয় মাত্র। আশঙ্কা হইতে পারে ব্রীহি যবাদি বা লতাগুণাদি পেষণ করিবার সময় ঐ সকল জীব তো বড়ই কষ্ট পায়? না তাহা হয় না। ভোগদেহ হইলে তাহা হইতে বটে, কিন্তু উহা জীবের ভোগদেহ নহে। তাহা ব্যতীত চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহণের সময় জীব সংজ্ঞাহীন হইয়া যায়, কেবলমাত্র কর্মসুত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রেরিতবৎ ঐ সকল ব্রীহি যবাদির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু সে অবস্থায় কোন অমৃতত্ব থাকে না। সুতরাং ব্রীহি, যব, কলাদির পেষণে বা কুর্ন্তনে তাহাদের ক্লেশ হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। যখন যোগী ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত আছেন অর্থাৎ অস্ত্র বস্ত্রতে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি কবিতা আত্মাতে ধ্যান না রাখিয়া অন্ধকার রাত্রির ন্যায় মোহিত হইয়া অল্প চন্দ্রের জ্যোতির ন্যায়—সংসারে স্তম্ভাবৃত হইয়া—বে সুখ চিরস্থায়ী নয়—কাবণ চন্দ্র সমানরূপ অবস্থায় থাকেন না ও প্রকাশিত সূর্যের মতন নয়, তদ্রূপ জগৎ ক্রমশঃ হ্রাস বৃদ্ধিকে পাইতেছে—এইরূপ অবস্থায় অর্থাৎ ক্লমিক সুখে থেকে দক্ষিণায়নে অর্থাৎ যমযবে সচেষ্টিত হইয়া মবেন না অর্থাৎ বান না। ছয়মাস পর্যন্ত অল্প স্বল্প ক্রিয়া করে—আর সাধাবণেতে সাধুরা প্রায়ই দক্ষিণ দিকে যখন সূর্য থাকেন ছয়মাস—তখন মরেন না। আব উত্তর দিকে যখন সূর্য থাকেন তারই মধ্যে মরেন। প্রথমেতে ছয় মাস ক্রিয়া করিতে করিতে চন্দ্র দেখেন—পরে যোনি মুদ্রায় কূটস্থ দেখেন—ফেব ছয় মাসেব পর—ভাবি জ্যোতির সহিত—তখন তাঁহার মবেন। তাহা অধিকদিন—অর্থাৎ প্রায় এক বৎসর পরিশ্রম করিলে দেখিতে পান—তখন ব্যাহতিপূর্বক যোনি মুদ্রায় ওঁকারের ক্রিয়ার বাহার বিস্তার ১২ শ্লোকে আছে।—যোগীদিগের ভৌতিক বস্তুর প্রতি যখন মন যায়, তখনই তাঁহাদের জগদ্ব্যাপার আরম্ভ হয়। বিবৃতি বিকাশ হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মান প্রতিষ্ঠার প্রতি আসক্তি হয়। ষাটার এইরূপ জগদ্ব্যাপারে মগ্ন হইয়া বান, তাঁহাদের জ্ঞানের প্রতিভা নান হইয়া যায়। তাঁহার অল্প সুখে মোহিত হইয়া সংসারী মত বিবেকভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। এ সুখও চিরস্থায়ী নয়, অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত বিবৃতি নষ্ট হইয়া যায়। এই অবস্থায় যোগীর মৃত্যু হইলে তিনি স্বর্গাদি লোকে নীত হইয়া তথায় কিছুদিন সুখভোগ করেন, পরে তথা হইতে জগতে আবার কিরিয়া আসেন। ইহাদেরও সাধন শক্তির প্রভাবে কিছু জ্ঞান থাকে বটে, কিন্তু সূর্যালোকের সহিত চন্দ্রের আলোকের যে পার্থক্য প্রকৃত সিদ্ধ জ্ঞানীর সহিতও তাঁহাদের সেই পার্থক্য। চন্দ্র যেমন সম অবস্থায় থাকেন না, বিমূঢ় যোগীদেরও সুখ সর্বদা স্থির থাকে না, চন্দ্রের ন্যায় হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু ষাটার

শুরু কৃষ্ণে গতী হোতে জগতঃ শাখতে মতে।

একরা যাত্যনাবৃত্তিমন্ত্রাবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬

উক্তম যোগী ষাটার সাধনে সচেষ্টি থাকিয়া ভগবদমুগ্ধে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহাদের মৃত্যুর জন্ত কোন আতঙ্ক থাকে না, তাঁহার মৃত্যুর জন্ত সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন। চতুর্বিংশ শ্লোকোক্ত যে গতি, সেই গতি তাঁহাদের লাভ হয়। অর্থাৎ দেহত্যাগ করার পর তাঁহার ব্রহ্মলোকে নীত হন। এরূপ দেহত্যাগ যোগবল না থাকিলে হয় না। আর দক্ষিণায়নে মৃত্যু তাঁহাদের ইচ্ছাপূর্বক নহে। মৃত্যু যেন তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যায়। ষাটার অল্পমাত্র ক্রিয়া করেন তাঁহাদের ঐ প্রকারের গতি হইতে পারে না। তাঁহাদের কূটস্থের জ্যোতির তেমন প্রকাশ অমৃতত্ব হয় না। মন চঞ্চল থাকে, সে অবস্থায় রাত্রির অন্ধকারের ন্যায় তামসী শক্তির বিকাশ হয়। বিষয়াসক্তিরূপ অজ্ঞানান্ধকার তাঁহাদের মনকে সর্বদা ঘেঁষিয়া থাকে। অত্যন্ত কালের জন্ত যে একটু জ্ঞানের বিকাশ হয়, তাহাও ক্ষণস্থায়ী ও স্বল্প প্রকাশযুক্ত। ইহা উত্তরায়ণের ঠিক উল্টা পথ। এই সময় দেহত্যাগ হইলে স্বর্গাদি ভোগানন্দের আবার মর্ত্যালোকে কিরিয়া আসিতে হয়। এই মহামার্গকে পিতৃযান মার্গও বলে। ভক্তিমান প্রাজ্ঞ যোগী যখন দেখেন তাঁহার মনে তখনও বিষয়ের ছায়া পড়িতেছে, সুতরাং কূটস্থ দর্শন তেমন স্পষ্ট হইতেছে না, তখন তিনি আরও পরিশ্রম করিয়া ছয়মাস নিবারণি প্রাণায়াম করিতে থাকেন। ইহার কালে তিনি যোনিমুদ্রায় স্পষ্টতর ভাবে কূটস্থ দেখিতে পান। যদি তাঁহার আত্ম ও শক্তি থাকে তাহা হইলে আরও ছয়মাস পরিশ্রম করিয়া ক্রিয়া করিলে তাঁহার অতি বৃহৎ কূটস্থ জ্যোতির প্রকাশ অমৃতত্ব হইতে থাকে, সেই সময়ও যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও আর পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ২৫

অন্তরঃ। জগতঃ (জগতের) হি এতে (এই) শুরু কৃষ্ণে (শুরু ও কৃষ্ণ দুইটি) গতী (মার্গ) শাখতে মতে (অনাদি বলিয়া প্রসিদ্ধ); একরা (এই দুইটি গতির মধ্যে একটি গতির দ্বারা) অনাবৃত্তি বাতি (মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়া যায়) অত্রয়া (অত্র গতিটির দ্বারা) পুনঃ আবর্ততে (পুনরাবর্তন করিতে হয়) ॥ ২৬

শ্রীশ্রদ্ধা। উক্তো মার্গাবুপসংহরতি শুক্রেতি। শুক্রেতিগতিগতিঃ, প্রকাশয়য়ত্বাৎ। কৃষ্ণা ধূমাদিগতিঃ তমোমত্বাৎ। এতে গতীমার্গো জ্ঞানকর্ম্যাদিকারিণো জগতঃ শাখতে অনাদী সংমতে। সংসারস্তানাদিত্বাৎ। তয়োরেকরা শুরুয়াহনাবৃত্তিঃ মোক্ষং বাতি। অত্রয়া কৃষ্ণয়া তু পুনরাবর্ততে ॥ ২৬

ব্রহ্মশ্রুত্বাদ্। [উক্ত মার্গদ্বয়ের উপসংহার করিতেছে—] শুরু অর্থাৎ প্রকাশময় বলিয়া অজিগতি গতি এবং অর্থাৎ তমোময় বলিয়া ধূমাদি গতি জগতে এই দ্বিবিধ গতি জ্ঞান ও কর্ম্যাদিকারিণের পক্ষে অনাদিরূপে প্রসিদ্ধ; সংসার অনাদি বলিয়া এই দুইটি গতিও অনাদি। তন্মধ্যে একটি অর্থাৎ শুরু গতি দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, অত্র অর্থাৎ কৃষ্ণা গতি দ্বারা পুনরাবর্ত্তি হইয়া থাকে ॥ ২৬

নৈতে স্ত্রী পার্থ জ্ঞানন্ যোগী মুহুতি কশ্চন ।
তন্মাত্ সৰ্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাজ্জুন ॥

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। শাদা আর কাল—এই নিত্য জগতের গতি; শাদা অর্থাৎ দিন; কাল অর্থাৎ রাত যাহার বিস্তার ২৪ স্ট্রোকে আছে। তবে দিনে অর্থাৎ উত্তরায়ণ ভারি জ্যোতির সহিত দেখিয়া মরিলে আবৃত্তি অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না—আর কেবল চন্দ্র দেখিয়া মরিলে পুনর্জন্ম হইবে একজন্ম সাধুরা কোটি চন্দ্র ও কোটি সূর্যের প্রকাশ চারিদিকে অগ্নিমধ্যে বিদ্যুৎ তাহার পর কুটস্থ ব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে দেখিয়া মৃত্যু—যে সকল সাধুর হয়, তাহার সেই কুটস্থের সম্মুখে মৃত্যু হইয়াও বসিয়া রহিয়াছেন, ইহা যে সকল লোক এই জিজ্ঞাসা করেন ভালরূপে যোনিমুদ্রাতে অনেকেই সমুদয় সাধুর সহিত দর্শন হইয়াছে। সুতরাং তাহাদিগের সালোক্য প্রাপ্তি হইয়াছে ইহা অনেকেই দেখিয়াছেন।—এইবার ভগবান এই দুইটি পথের উপসংহার করিতেছেন। উদ্দেশ্য হে জীব, এই অনাবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি এই দুই মার্গ ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। জীব এই দুইটি পথকে বুঝিয়া গইয়া সাবধান হইতে না পারিলে তাহার কৃষ্ণা গতি অথবা ভদ্রপেক্ষাও নিকৃষ্টা গতি লাভ হইতে পারে। উত্তরায়ণটি উত্তীর্ণ হইবার মার্গ, এবং দক্ষিণায়ন তদ্বিপরীত। যাহারা গুরুপদে মত সাধনে সচেষ্ট ও উৎসাহশীল, তাহারা এই পথের সাক্ষাৎ বহুবার এই জন্মেই পান। এবং যে সকল সাধুরা পার হইয়া গিয়াছেন, তাহারাও ঐ জ্যোতির্ময় কুটস্থ মণ্ডলের মধ্যে জ্যোতির্ময় মূর্তিতে বসিয়া আছেন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকেই সালোক্য মুক্তি বলে। সাক্ষ্য ও সাযুজ্য আরও পরে হয়। এইরূপ সাধকদের মৃত্যুকালে বেন কোটি চন্দ্র ও কোটি সূর্যের প্রকাশ হয়। চতুর্দিকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মত দীপ্তি দেখিতে পান, তন্মধ্যে স্থির পৌষামিনীসমা জ্যোতি প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে পরম সুন্দর পুরুষোত্তম নারায়ণ বিরাজমান। তন্মণ্ডল মধ্যে কত সিদ্ধ কত মুক্ত পুরুষ। এই সকল সালোক্য প্রাপ্ত মুক্ত পুরুষদিগকে সাধক সকল নিত্য চিন্ময় দেখে কুটস্থের মধ্যে অবস্থিত দেখিতে পান ॥ ২৬

অনুব্রত। পার্থ! (হে পার্থ) এতে স্ত্রী (এই দুইটি গতির বিষয়) জ্ঞানম্ (অবগত হইয়া) কশ্চন যোগী (কোন যোগী) ন মুহুতি (মোহপ্রাপ্ত হন না), তন্মাত্ (অতএব) অজ্জুন (হে অজ্জুন) সৰ্ব্বেষু কালেষু (সকল সময়েই) যোগযুক্তঃ ভব (যোগযুক্ত হও) ॥ ২৭

শ্রীশঙ্কর। মার্গজ্ঞানকলং দর্শয়ন্ ভক্তিযোগমুপসংহরতি—নৈতে ইতি। এতে স্ত্রী মার্গো যোক্তব্যপ্রাপকৌ জ্ঞানন্ কশ্চিপি যোগী ন মুহুতি। সুখবুদ্ধ্যা স্বর্গাদিকলং ন কাময়তে। কিন্তু পরমেশ্বরনিষ্ঠ এব ভবতীত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্তঃ ॥ ২৭

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যকলং প্রদীষ্টম্ ।
অভ্যোতি তৎ সৰ্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাত্মনঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞান্যঃ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাচ্ছুন-
সংবাদে অক্ষরব্রহ্ম যোগো নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মানুবাদ। [মার্গ জ্ঞানের কি ফল দেখাইয়া ভক্তিযোগের উপসংহার করিতেছেন—] যোক্তব্য ও সংসার প্রাপক এই দুইটি গতি জ্ঞানিয়া কোন যোগীই মুক্ত হন না। অর্থাৎ সুখবুদ্ধি বশতঃ স্বর্গাদি কামনা করেন না, কিন্তু পরমেশ্বরনিষ্ঠই হইয়া থাকেন। অতএব, হে অজ্জুন, তুমি সকল সময়েই যোগযুক্ত হও ॥ ২৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। যোগীরা কখন মুক্ত হন না অর্থাৎ সমাধিস্থ হইলে অস্থ বস্তুতে কখনই দৃষ্টি হয় না—তন্নিমিত্ত সর্বদা সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্মোক্তে আটকাইয়া থাকে।—সমাধি স্থিতি না পাইলে বিষয়ের মোহ কাটে না, সমাধিস্থ পুরুষেরই বিষয়ান্তরে দৃষ্টি থাকে না। বারবার বেশ করিয়া বুঝিতেছ, তবুও চিন্তা বিষয়ের পানে ছুটিয়া বাইতেছে, এতই বিষয়ের টান। এবং বিষয় স্বাদ বলিয়া বিষয়ের প্রতি মনের এতই দৃঢ় সংস্কার। সুতরাং বাচিবার উপায় কি? তাই জগদগুরু বলিতেছেন অন্ততকর্ম করিয়া আর নরকের পথ প্রশস্ত করিও না, শুভকর্মমুঠানে স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে বটে, কিন্তু সে স্থানও তো চিরকালের জন্য নহে। কর্মক্ষয় হইলে ভোগান্তে আবার ঘুরিয়া কিরিয়া সংসারে আসিতে হইবে। সেখানে আসিয়া আবার সেই শুভাশুভ কর্ম, আবার সেই স্নেহ মমতায় জড়িত হইয়া কত দুঃখ দুর্গতি লাভ করিবে, এখন ইহা হইতে অব্যাহতি পাইবে কিরূপে? তাই যোগাত্মক কর, যোগাত্মকদের ফলে ধারণা ধ্যান আয়ত্তীকৃত হউক। পরে ধ্যানের গভীরাবস্থায় আপনাকে ভুলিয়া বাইবে, মায়ায় স্পর্শের বহির্দেশে গিয়া পৌছিতে পারিবে। সেইখানে যে চিন্তা থাকিবে তাহা কামদোষে দ্রবিত হইবে না। যোগদর্শনে আছে—‘তত্র ধ্যানজ-মনাশয়ম্’—যোগদর্শন, কৈবল্যপাদ। সিদ্ধ চিন্তের মধ্যে ধ্যানজ চিন্তাই অনাশয় অর্থাৎ তাহাতে রাগাদি প্রবৃত্তি থাকে না। শুদ্ধ অস্মিতা স্বরূপে প্রত্যয়ের বহু নাই, সুতরাং সেখানে-সজ্জাতীয় বিজাতীয় ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, সে অবস্থায় কাম্যকর্মের বিস্তারিতা অসম্ভব। তাই বার বার কুটস্থ মণ্ডলকে দেখ, সেই জ্যোতির মধ্যে পুরুষোত্তমকে দেখিয়া জীবন সার্থক কর। তোমার বারবার বাতায়ান্তের পরিসমাপ্তি হউক ॥ ২৭

অনুব্রত। বেদেষু (বেদাধ্যয়নে) যজ্ঞেষু (যজ্ঞ সম্পাদনে) তপঃসু (তপস্যায় অমুষ্ঠানে) দানেষু চ (এবং সংপাত্রে দান করিলে) যৎ এবং (যে) (পুণ্যকলং) প্রদীষ্টম্ (শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে) ইদং (এই তত্ত্ব) বিদিত্বা (জানিয়া) তৎসর্বং (সেই সমস্ত কলকে)

যোগী (যোগী) অতোতি (অতিক্রম করেন) চ (এবং) আত্ম (জগতের মূল স্বরূপ)
 পরম স্থানঃ (পরম স্থান অর্থাৎ বিষ্ণুর পরম পদ) উপৈতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ২৮

শ্রীশ্রব (অধ্যার্থার্থম্ প্রস্মার্থনির্ব্যং সফলমুপসংহতি—বেদেষিতি । বেদেষধ্যয়নাদিভিঃ । ক্ষেত্ৰহুতানাদিভিঃ ; তপঃস্থ কাযশেষাদিভিঃ ; দানেষু সৎপাক্ৰহৰ্ণাদিভিঃ ; ষৎপুণ্যফলমুপ-
দিষ্টে শাস্ত্ৰেষু তৎসৰ্মমত্যোতি, ততোহপি শ্রেষ্ঠং যোগৈগৰ্ধ্যং আপ্রোতি । কিং কৃত্বা ? ইদমষ্ট
প্রস্মার্থনির্ব্যয়েনোক্তং তত্ত্বং বিদিত্বা । ততঃ যোগী জ্ঞানী ভূত্বা পরমুৎকৃষ্টমাভ্যং ভগ্নমূলভূতং স্থানং
বিশেষাঃ পরমং পদং আপ্রোতি ॥ ২৮

অষ্টমেহষ্টবিশিষ্টেষুঃ পৃষ্ঠার্থা হৃষ্টনির্গম্যৈঃ ।

अक्रिष्टमिष्टधायापिः स्मृतिताइष्टमवअना ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতাস্থাঃ ভগবদ্গীতাটীকায়াঃ স্রবোধিজ্ঞাঃ

ভারুকব্রহ্মযোগে। নান্যষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥

বজ্রাশুভান্দ । [অধ্যার্থে অষ্ট প্রকারে নির্ণয় ও ফলাফল উপসংহার করিতেছেন]
বেদাধ্যয়ন দ্বারা, বজ্রাহুষ্ঠান দ্বারা কায়াশোধনাদি তপস্ব্য দ্বারা সংশোধিত অর্পণাদি দান দ্বারা
যে পুণ্যফল শাস্ত্রে উপনিষ্ট আছে, যোগী সেই সমস্ত পুণ্যফল অতিক্রম করেন অর্থাৎ তদপেক্ষাও
শ্রেষ্ঠ যোগৈশ্বর্য লাভ করেন । কি করিয়া তিনি সেই সকল পুণ্যফলকে অতিক্রম করেন ?
এই অধ্যায়োক্ত অষ্ট প্রশ্নার্থে নির্ণয় দ্বারা যে তত্ত্ব কথিত হইল সেই তত্ত্ব অবগত হইয়া । তদনন্তর
যোগী জ্ঞানী হইয়া উৎকৃষ্ট জগতের মূলভূত যে বিষ্ণুর পরম পদ তাহাই প্রাপ্ত হন ॥ ২৮

আর্থাত্মিক ব্যাখ্যা। সমুদয় দেখে শুনে সমুদয় ক্রিয়া কবে— সমুদয় লোককে ক্রিয়া দিয়ে কূটস্থেতে সর্বদা থেকে যে ফল হয়—ইহা সমুদয় অতিক্রম করিয়া ধোনিমুক্তিতে এইরূপ কূটস্থ, সমুদয় সাধু যেন সম্মুখে বসিয়া আছেন দেখিলে ফল হয়। পবে ক্রিয়া কবিত্তে করিতে প্রায় মধ্যে মধ্যে বিশ হাজার সাত শত হুত্রিশ (২০৭৩৬) বাব প্রাণায়াম একাসনে বসিয়া ক্রমশঃ অভ্যাস করিতে করিতে এমত একাসন প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ক্রিয়াব পর যে অবস্থা সেই অবস্থায় সর্বদা থাকেন—যাহাব পর স্থান আর নাই অর্থাৎ পবন স্থান ব্রহ্ম। তাহাতে লীন হইয়া থাকেন অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়—যিনি সকলের আদি।—ক্রিয়ার পর অবস্থাই সর্বোচ্চ অবস্থা, তখন “আমি” বা “আমার” কিছুই থাকে না। সমস্তই ব্রহ্মত্ব হইয়া যায়। ক্রিয়া করিলে মধ্যে মধ্যে এই অবস্থা সাধকের হয়, কিন্তু তাহা বৈশীক স্থায়ী হয় না। যিনি সর্বদা ক্রিয়া করেন এবং মধ্যে মধ্যে একাসনে ২০৭৩৬ বার প্রাণায়াম করেন, তাঁহার ঐ ধ্যানাবস্থা স্বদীর্ঘ হয় এই অবস্থায় যিনি সর্বদা থাকেন, তিনিই মুক্ত পুরুষ। এই অবস্থাকেই বিষ্ণুর পরমগদ বলা হয়। এই অবস্থা প্রাপ্তির মূলভূত কারণ প্রাণায়াম অভ্যাস ও তাহাতে পটুতা লাভ। এই অভ্যাস দ্বারাই প্রাণ উদ্ধগতি লাভ করিয়া স্থির হয়, প্রাণের এই স্থিরাবস্থা হইতে খোয় বস্তুর প্রত্যাক জ্ঞান হয়, ইন্দ্রিয় ও

মনের চপলতা বিদূষিত হইয়া অস্থিরকরণ শুদ্ধ হয়। এইরূপ শুদ্ধাশ্রয় করণই পন্থ্য পদ প্রকাশিত হয়; বাহ্য লাভ করিয়া যোগীরা কৃতকৃত্য হন। ইহার নিকট দূর শ্রবণ, দূর দর্শন প্রভৃতি বিভূতি অববা বহু বিষয়ের জ্ঞানও তুচ্ছ। বাহ্যরা জীবের হিতার্থে ক্রিয়া উপদশ করেন বা কুটস্থে থাকিবার প্রবন্ধরূপ ভগবত্যা করেন, তাহাতে যে পুণ্য হয়, তদপেক্ষাও অধিকতর ফল লাভ করেন, বাহ্যরা ক্রিয়ার পন্থ-অবস্থায় সর্বদা থাকেন। এই ক্রিয়ার পন্থ-অবস্থাই বিকল্প পন্থ্য পদ ॥ ২৮

ইতি জামাতহুৎ-আখ্যাত্বিকনীপিকা নামক গীতার অষ্টম অধ্যায়ের
আখ্যাত্বিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত ।

নবমোহপ্যায়ঃ ।

(বাজবিজ্ঞা রাজগুহ যোগঃ)

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদন্ত তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়ে ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্ঞজ্ঞাত্বা মোক্ষসেহশুভাং ॥ ১

অনন্তর । শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) ইদং তু (এই) গুহ্যতমং (অতি গূঢ়) বিজ্ঞান সহিতং জ্ঞানং (বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান) অনসূয়ে (অস্বাশুভ—দোষদৃষ্টিবিহীন) তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (বলিব), যং জ্ঞাত্বা (বাহা জানিয়া) অন্ততঃ (সংসার বন্ধন হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে) ॥ ১

শ্রীশ্রবঃ । পরেশঃ প্রাপাতে শুদ্ধভক্যোতি স্থিতমষ্টমে ।

নবমে তু তদৈশ্বর্যমত্যাশ্চর্য্যং প্রপক্যতে ॥

এবং তাবৎ সপ্তমষ্টময়োঃ স্বীয়ং পারমেশ্বরং তৎ ভক্ত্যৈব স্নতং নাত্মপেতৃত্বাদানীমচিস্ত্যং স্বকীয়মৈশ্বর্য্যং ভক্তেশাসাদধারণং প্রভাবং প্রপক্যিষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ইদমিতি । বিশেষণ জ্ঞাত্বেতেনেনেতি বিজ্ঞানমুপাসনম্ । তৎসহিতং জ্ঞানমীশ্বরবিষয়ম্ । ইদং অনসূয়ে পুনঃপুনঃ স্বমাহাশ্রমেবোপদিশতীত্যেবং পপমকারুণিকে ময়ি দোষদৃষ্টিরহিতায় । তে তুভ্যং বক্ষ্যামি । তুশকো বৈশিষ্টো । ভদেবাহ—গুহ্যতমমিত্যাদিনা । গুহ্যং ধর্মজ্ঞানং, ততো দেহাদিভ্যতিরিক্তাশ্র-জ্ঞানং গুহ্যতরং ; ততোহপি পরমাত্মজ্ঞানমতিরহন্ত্যান্গুহ্যতমং । যজ্ঞজ্ঞাত্বাহন্ততঃ সংসার-মোক্ষ্যসে সন্ত এব মুক্তো ভবিষ্যতি ॥ ১

বক্ষ্যানুবাদ । [শুদ্ধভক্তির দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায় অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে ; নবমে তদীয় অত্যাশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য বর্ণিত হইতেছে ।]

[স্বকীয় পারমেশ্বর তত্ত্ব ভক্তি দ্বারাই স্নত, অস্ত্রোপায়ে নহে, এতাবৎ উহা সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, ইদানীং স্বীয় অচিস্ত্য ঐশ্বর্য্য এবং ভক্তির অসাধারণ প্রভাব বর্ণনা করিবার জন্ত—] শ্রীভগবান্ বলিলেন । যদ্বারা বিশেষ ভাবে ভগবানকে জানা যায় তাহাই বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা । তৎসহিত ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান তোমাকে বলিব । কারণ তুমি অস্বা-রহিত, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ স্বমাহাশ্রম উপদেশ দেওয়া হইতেছে, তবুও তুমি পরম কারুণিক যে আমি সেই আমার কার্য্যে দোষ দেখিতেছ না । “তু” শব্দটি দ্বারা এখানে বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হইয়াছে । [সেই বিশিষ্ট জ্ঞানটি কি তাহাই বলিতেছেন—] ধর্ম জ্ঞানই গুহ্য, দেহাদি-বার্তিরিক্ত আত্মজ্ঞান তদপেক্ষাও গুহ্যতর, আর পরমাত্মজ্ঞান তদপেক্ষাও রহস্যময় বলিয়া উহা

গুহ্যতম । যে গুহ্যতম জ্ঞানকে জানিয়া তুমি সংসার বন্ধন হইতে সন্ত মুক্ত হইতে পারিবে । [বিজ্ঞানসহিতমহত্ত্ববস্তুকম্—সাক্ষাৎকার বা অনুভববস্তুক—শব্দর] ॥ ১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । কূটস্থ দ্বারায় অনুভব হইতেছে :—এক্ষণে তোমাকে আমি জ্ঞান বিজ্ঞান বলিতেছি বাহা জানিয়া উত্তমরূপে সহজে মঙ্গল মোক্ষপদ পাইবে ।—অষ্টম অধ্যায়ে সাধন দ্বারা কিরূপে ক্রমমুক্তি লাভ হইতে পারে সে কথা ভগবান বলিয়াছেন । সপ্তম অধ্যায়ে অনুভবের সহিত জ্ঞান—বাহা জানিলে কিছু জানিবার বাকী থাকে না—তাহা অর্জুনকে বলিয়াছেন । সে জ্ঞানও যে চূর্ণত তাহা ভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন । এই স্বানুভব জ্ঞান সকলে বুদ্ধিতে পারে না, তাই উপযুক্ত অধিকারীকে জ্ঞান দিতে হইবে, অনুপযুক্তকে নহে, ইহাই শাস্ত্রাদেশ । গুহ্য বিষয় শ্রবণে তাহারই বিশেষ অধিকার বাহার গুরু প্রতি অচলা ভক্তি থাকে, বাহার গুরুবাক্যে দোষ দর্শনে ইচ্ছা হয় না । তাই ভগবান অর্জুনকে উপযুক্ত অধিকারী বিবেচনা করিয়া তাহার নিকট গুহ্য হইতেও গুহ্যতর কথা প্রকাশ করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন ।

ভগবানের যে ঐশ্বরিক মায়াক্রান্তি জগদাদিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার মূলতত্ত্বও অতিশয় রহস্যজনক । সংসারের অগণ্য জীব যে তত্ত্ব না বুদ্ধিতে পারিয়া মোহপাশে আবদ্ধ হইয়া আছে । সংসার, শাস্ত্রপাঠ ও সাধুরূপায় আমাদের চিত্তে বধন এই সকল শ্রুতান্ত্র প্রব্ধের উদয় হয়—“কিং কারণং ব্রহ্ম কৃতঃ স জাতা, জীবাম কেন ক চ সংপ্রতিষ্ঠাঃ । অধিষ্ঠাতাঃ কেন সুখভরবু, বর্তমানহে ব্রহ্মবিদে । ব্যবস্থাম্ ॥”—শ্বেতাঃ উঃ । এই শ্রুতান্ত্র জ্ঞেয় বস্তুকে জানিবার জন্ত মনের যে উত্তোগ তাহাই “জ্ঞান”, আবার জীবভূতা ক্ষেত্রজ্ঞারূপা যে প্রকৃতি—বাহা প্রাণ-শক্তিরূপে প্রাণিগণের প্রাণধারণের নিমিত্তরূপা, যিনি অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া এই জগৎকে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই পরমাত্মার উৎকৃষ্ট প্রকৃতি ক্ষেত্রজ্ঞ—জীবাত্মাকে জানিতে পারাই গুহ্য-তর জ্ঞান । শাস্ত্রগুরুদেশ জনিত যে আত্মবোধের বিকাশ হয় তাহাই প্রথমোক্ত জ্ঞান । পরে সাধন সাহায্যে সেই বস্তুর অনুভবের নাম বিজ্ঞান । ক্রিয়া দ্বারা নানী ও তৎসহ প্রাণ শুদ্ধ হইলে এবং তৎসহ চিত্ত স্থির হইলে ভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতিরূপের পরিচয় লাভ হয় । তাহা বুদ্ধিলেও জীব কৃতকৃত্যর্থ হয় । এইবার তদপেক্ষাও রহস্যজনক গুহ্যতম জ্ঞানের কথা বলিবেন বলিয়া শিষ্য অর্জুনকে আশঙ্কিত করিতেছেন । এ গুহ্যতম কথা কাহাকে বলা যায় ? সাধন দ্বারা যে শিষ্যের চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, অজ্ঞানও নিবৃত্ত হয় হয় হইয়াছে । চিত্ত শুদ্ধ বাহার হইয়াছে সে সহজেই সংযমশীল ও সরল হইবেই । সে প্রকৃতির রহস্য উদ্ভেদ করিয়াছে এইবার তাহার নিকট আশ্রয় রহস্য বলা হইবে । এই উক্ত অধিকার না জন্মিলে গুহ্যতম জ্ঞানের কথা বলা যায় না, বলিলেও বিপরীত ফল হইয়া থাকে, এইজন্ত অনধিকারীকে রহস্য কথা বলিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে । শ্রীমদাচার্য্য শব্দ বলিতেছেন—“বাহুদেবঃ সর্বমিতি” “আত্মবেদং সর্বং” “একমেবাদ্বিতীয়ম্”, “অথ যেহন্তথাহতো বিহুরন্তরাজানঃ, তে ক্ষ্যালোক্য ভবন্তি”—“বাহুদেবই সমস্ত পদার্থ”, “এই সব আত্মা”, “সেই আত্মা এক ও অদ্বিতীয়”, “যে সকল সাধারণ নৃপতিগণ এই আত্মাতে ভেদ দৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহারাই পুনরাবৃত্তি লাভ করেন”—এই

রাজবিজ্ঞা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যাং সুসুখং কর্তুং মব্যয়ম্ ॥ ২

অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে অল্প কোন উপায়ই যোক প্রাপ্তির সাধন হইতে পারে না। সেই অমুচিবস্তু জ্ঞানের কথা ভগবান অর্জুনকে এইবার উনাইবেন। তিনি বলিতেছেন আত্মা সহজে এই জ্ঞান লাভ করিলেই আর সংসার বন্ধন থাকে না।

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ,

বস্মান্নাগ্নিরো ন জ্যায়োহস্তি কচিৎ ।

বৃক ইব স্তন্ধো দিবি তিষ্ঠত্যোকঃ

তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সৰ্বম্ ॥ খেতাশ্বতর, ৩।৯

ভতো বৃহত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্ ।

য এতদ্বিভবমুতাস্তে ভবন্ত্যথেনরে দ্বঃখমেব্যাপিয়ন্তি ॥ ঐ ৩।১০

সর্কাননশিরোগ্রীবঃ সর্কভূতগুহ্যশয়ঃ ।

সর্কব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্কগতঃ শিবঃ ॥ ঐ ৩।১১

যো দেবোহগ্নৌ বোহপ্সু বো বিশ্বঃ ভুবনমাবিবেশ ।

য ওষধীষু বো বনস্পতিবু তস্মৈ দেব্যায় নমো নমঃ ॥ ঐ ২।১৭

যাহা হইতে উৎকৃষ্ট আর কোন বস্তু নাই, - যাহা হইতে ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর কোন বস্তু নাই। সেই পরমাত্মা বৃক্ষের স্থায় নিশ্চলভাবে আকাশে (চিদ্র) বিরাজ করিতেছেন; তিনি একমাত্র আছেন আর কিছুই নাই, সেই পুরুষের দ্বারা এই বিশ্বভুবন পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। যাহা জগতের কারণ (মূল প্রকৃতি) তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, যাহা সর্বোপাধিরহিত এবং তাপত্রয়-রহিত, এই ত্রৈলোক্য অর্থাৎ শাস্তিপূর্ণ পুরুষকে যাহারা জানেন তাহারা মুক্তিলাভ করেন এবং অল্প সকলে অর্থাৎ যাহারা তাঁহাকে জানে না তাহারা সংসারদুঃখেই প্রাপ্ত হয়। সর্ব জীবের মুখ মস্তক গ্রীবা ইত্যাদি যাহার সুখমণ্ডল অর্থাৎ জীবমায়ে বিনি বিরাজিত, বিনি সর্ব প্রাণির বুদ্ধিরূপ গুহাতে অবস্থিত, তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বৈশ্বর্য্য সমন্বিত, অতএব সর্কত্র বিদ্রাজমান ও শিবরূপ। যে দেবতা অগ্নিতে জলেতে ওষধি ও বনস্পতিসমূহে ও সমস্ত বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার।

এই জ্ঞান কেবল বই পড়িয়া হয় না। এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ধারণা ধ্যান ও সমাধি সাধন আবশ্যক। অল্প উপায়ে চিন্তমল যায় না। চিন্তমল না থাকিলে প্রকৃত শুদ্ধা ভক্তির উদয় হয় না, এবং শুদ্ধা ভক্তি না থাকিলে কেহ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। জ্ঞান প্রাপ্তি বাহার না হইল তাহার ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না সুতরাং সংসার মোচন হইবে কিরূপে? >

অনুব্রত। ইদং (এই আত্মজ্ঞানই) রাজবিজ্ঞা (সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞা) রাজগুহ্যং (অতি গুহ্যতম সকল রহস্যের সার) উত্তমং (পরমোৎকৃষ্ট) পবিত্রং (পরম পবিত্র) প্রত্যক্ষাবগমং (প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ) ধর্ম্যাং (ধর্মের অবিকল) কর্তুং সুসুখং (অতিশয় সুখসাধ্য) অব্যয়ম্ চ (ও অক্ষয় ফলপ্রদ) ॥ ২

শ্রীমদ্ভগবদগীতা। ইদং জ্ঞানং রাজবিজ্ঞা বিজ্ঞানং রাজহিত রাজবিজ্ঞা চ। রাজগুহ্যং গুহ্যানাং চ রাজা। বিজ্ঞানং গোপ্যবু চাতি রহস্যং। শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। রাজগুহ্যমিতি-
দ্রুপদর্জনস্ত পরমং। রাজ্ঞাং বিজ্ঞা। রাজ্ঞাং গুহ্যমিতি বা। উত্তমং পবিত্রমিদমত্যুপাবনং।
জ্ঞানিনাং প্রত্যক্ষাবগমং চ; প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টোহবগমোহববোধো যন্ত তৎ প্রত্যক্ষাবগমং দৃষ্টকল-
মিত্যর্থঃ। ধর্ম্যাং ধর্মাদনপেতং। বেদোক্ত সর্বধর্মফলদাতা। কর্তুং চ সুসুখং। সুখেন
কর্তুং শক্যমিত্যর্থঃ। অব্যয়ং চাক্ষয়ফলদাতা ॥ ২

অনুব্রত। এই জ্ঞান রাজবিজ্ঞা অর্থাৎ বিজ্ঞার রাজা এবং রাজগুহ্য—গোপ্য বিষয় সকলের মধ্যে সর্বোপেক্ষ। রহস্যময় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, ইহা অত্যন্ত পাবন, জ্ঞানীদের প্রত্যক্ষাবগম স্পষ্ট অববোধ অর্থাৎ বাহ্য ফল প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, ইহা ধর্ম হইতে অনপেত, অর্থাৎ ধর্মবিরুদ্ধ নহে, বেদোক্ত সর্বধর্মফলপ্রদ। কর্তাও অতি সুকর এবং ফলও অক্ষয়। শব্দ বলিয়াছেন “অতঃ শ্রেয়সামাজ্ঞানম্”—এই আত্মজ্ঞানের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা থাকা উচিত ॥ ২

আনুব্রত। রাজবিজ্ঞা—গুপ্ত; বড় বিজ্ঞা, বড় গুপ্ত; যেখানে গেলে মন ব্রহ্মতে থেকে পবিত্র হয়—চক্ষের সম্মুখে কূটস্থকে আটকে রেখে সহজ কলের বিনা ইচ্ছায় ধর্ম হইতেছে। অর্থাৎ ত্রিগুণ যাহা গুরুবস্তুরূপ এবং সুন্দর সুখে—কলিতে করা যায় — গুণের চাক্ষু্য সমস্ত ইন্দ্রিয় মন চঞ্চল হয়। সচঞ্চল ইন্দ্রিয়গুলি অবিরত বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে ধাবিত হইতেছে। যতক্ষণ বিষয় প্রকাশ থাকে এবং মন ইন্দ্রিয়দ্বারে সেই সেই বিষয়ে ঝাঁপাইয়া পড়ে, ততক্ষণ মনের বিশ্রাম নাই শাস্তি নাই। অতএব এই বিষয়গুলিও আত্মা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে। আত্মান নিবৃত্তি না হওয়ার আত্মাকেই বিষয়াকারে মন দেখিতে পায়। চঞ্চল মনই স্বরূপবোধের বাধক। এইজন্ত মনঃস্থির হইলেই ইন্দ্রিয়দের বিষয়গ্রহণ নিবৃত্তি হয়। বিষয়-নিবৃত্ত মন আত্মাকারে স্থিত হইলেই পরম শাস্তিময় অবস্থার উদয় হয়। এই অবস্থাই প্রকৃত জ্ঞানের অবস্থা বা স্ব স্বরূপাবস্থা। স্বরূপে স্থিত হইলেই জীব ব্রহ্মরূপ হইয়া যায়, অভয় পরম পদ লাভ করে।

যদ্বারা এই অবস্থা লাভ হয় বা উহার নিকটে পৌছান যায় তাহাই ধর্ম। এইজন্ত ধর্মতত্ত্ব বড়ই রহস্যময়। ধর্মতত্ত্ব লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে দুই প্রকারের হইলেও উভয় ধর্মই রহস্যময়। কোথায় কি একটু পুণ্যকর্ম দ্বারা জীব মুক্তি সঞ্চয় করিল, সেই মুক্তির ফলভোগ না হওয়া পর্যন্ত তাহা সঞ্চিত থাকিবে, জন্মান্তরে জীবের দেহ মন প্রাণে সর্বত্র সেই পুণ্যের ছাপ দেওয়া থাকিবে। তাহার পূর্বকৃত পুণ্য তাহাকে দৈবীসম্পদমণ্ডিত করিয়া দিবে। ইহা কিরূপে হয়, কে করিয়া দেয় তাহা জীবের বুদ্ধির অগোচর বটে, কিহু কোন অদৃষ্ট শক্তির নিয়ন্ত্রণে ধর্মের সেই অমোঘ ফল ফলিবেই। দ্রুতি ফলও এইরূপ নিয়মেই সম্বলিত হয়। সেই-
জন্ত যে কর্ম জীবকে বহুদিন পরেও সুখদুঃখের ভাগী করে, তাহা কি এক অসাধারণ শক্তির খেলা নহে? এইজন্ত ধর্ম অতিশয় গুহ্য ও রহস্যময়। ইহা তো সাধারণ পুণ্য-পাপের কথা, সুতরাং অবিজ্ঞার দিক। আবার যাহা অধ্যাত্ম বিজ্ঞা—যে বিজ্ঞার সাহায্যে জীব অলৌকিক শক্তি-
সামর্থ্য লাভ করে, অদ্বৈতের প্রভাব অতিক্রম করিয়া চিন্ময়ভাবে অমুরঞ্জিত হয়—সেই সাধনা

ও তাহার ফল আরও গুহ্যতর দুর্লভতর রহস্য নহে কি? কিন্তু আত্মজ্ঞানের নিকট এ সমস্তই আবার তুচ্ছ। এইজন্ত আত্মজ্ঞানই সর্কশ্রেষ্ঠ এবং এইজন্তই উহা গুহ্যতম। ইহাতে প্রত্যক্ষ-বগম হর এবং তাহার সাধনাও কষ্টসাধ্য নহে বরং সুখসাধ্য, ভগবান বলিলেন। অনেকের ধারণা এই আত্মজ্ঞান লাভের উপায় যে ভক্তি, ভগবান সেই কথাই এখানে বলিলেন, ইহাকে কিন্তু ‘ব্রহ্ম বিজ্ঞা’ বলা যায় না। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মবিজ্ঞা হইতে ভক্তি স্বতন্ত্র বস্তু। কিন্তু এ কথা সত্য নহে। বাহ্যতে ভগবৎ প্রাপ্তি হয়, আত্মদর্শন লাভ হয় তাহাই ব্রহ্মবিজ্ঞা। ভক্তিও সেই জন্ত ব্রহ্মবিজ্ঞারই অন্তর্গত। শুদ্ধ জ্ঞানমার্গ বা যোগমার্গই ব্রহ্মবিজ্ঞার পথ নহে। যদ্বারা পরমানন্দরূপ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষানুভব হয়, তদনুরূপ সাধন ভঙ্গনে প্রবৃত্তি হওয়াই ভক্তির লক্ষণ। ভগবানের ভক্তনাতে সুখ ও শান্তি বোধ হইলেই তাহা জ্ঞান, যোগ অথবা কথের পথ হউক, তাহাই ভক্তিলক্ষণাধিত ব্রহ্মবিজ্ঞা। ভাগবতে আছে—

“তচ্ছুদ্ধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।

পশুন্ত্যত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যাক্ষতগৃহীতয়া ॥”

শ্রদ্ধালু হইয়া বাহ্য সাধনার প্রবৃত্ত হন সেই সকল মননশীল ব্যক্তির শাস্ত্রানুমোদিত ভক্তি দ্বারা এবং তৎসহ যদি জ্ঞান এবং বৈরাগ্য মিলিত হয় তবে সেই বিশ্বাত্মা ভগবানকে সাধকেরা আপনাদের চিত্তেই অনুভব করিয়া থাকেন। ব্রহ্মকে বা পরমাত্মাকে জীবাত্মার সহিত অভেদ ভাবে অনুভব করিলেই, জীব ব্রহ্মের সহিত যোগবৃত্ত হন। সেই যোগবৃত্ত অবস্থায় পরমানন্দ দ্বারা সমস্ত পরিবাস্তু বলিয়া চিত্তে অনুভব হয়, এবং সেই আনন্দের মধ্যে আমাদের বুদ্ধি মিলিয়া এক হইয়া যায়। ইহাতে জীবের আনন্দ হয় বলিয়া ভগবানেরও আনন্দ হয়। কারণ উভয়ই তখন এক এবং উভয়ের আনন্দই তখন একেরই আনন্দ। ইহাই প্রকৃতপক্ষে ভাগবতোক্ত “হরিতোষণম্”। উত্তমরূপে ধর্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাহার ফল ভগবানের সন্তোষ ও ভক্তের আনন্দ। ইহাই প্রকৃত আত্মজ্ঞান।

সুতরাং আত্মজ্ঞান দ্বারা ইহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়। এই আত্মজ্ঞান ক্রেশসাধ্য নহে ভগবান বলিয়াছেন। আত্মজ্ঞান দ্বারা পরমানন্দের উপলব্ধি সুখসাধ্য বটে কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত যিনি না হইয়াছেন তিনি উহা পাইতে চেষ্টা করিলে তাঁহার পক্ষে উহা সুখসাধ্য হইবে না। ধ্যান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, পরে ধ্যেয় বস্তুর প্রত্যক্ষ অনুভব হয়। উহাই প্রকৃত জ্ঞান। যে বিজ্ঞা দ্বারা এই ধ্যেয় বস্তু সাধকের জ্ঞেয় হন সেই বিজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞা এবং সমস্ত রহস্যবিজ্ঞার মধ্যে উহাই সর্কশ্রেষ্ঠ।

যেনিসুদ্রাতে জ্যোতির্শ্চ কূটস্থমণ্ডল দেখা যায়, তাহার মধ্যে কত দেবতা, কত ঋষি, কত মুনি বসিয়া রহিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কূটস্থের কৃষ্ণবর্ণ কারণ-বারিহ মধ্যে পুরুষোত্তম নারায়ণকেও দেখা যায়। ক্রিয়াভ্যাস করিতে করিতে বাহ্য দেবতা হইয়া গিয়াছেন, সেই সলল নরদেবগণই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন। তাঁহারা দেখিতে পান আচ্ছাদকের ত্রিকুটির মধ্যে জ্যোতির্শ্চ সনকাদি ঋষিগণ, নারদাদি দেবর্ষিগণ সকলে তাঁহার স্তবগান করিতেছেন। ভূমিও মুক্ত হইলে ভ্রাম্যে তোমাকেও দেখিতে পাইবে। এ সমস্তই অত্যন্ত রহস্য সাধনা, গুরুরা সহজে কাহাকেও এই সাধনা দেন না। অত্যন্ত রহস্য বিজ্ঞা

বলিয়াই ইহাকে রাজবিজ্ঞা ও রাজগুহ্য বলে। অথচ এ সাধনা একেবারেই কঠিন নহে। ইহার ফল প্রত্যক্ষ ও স্বামী। সদ্গুরুর কাছে এই সাধনা জানিয়া লইয়া সাধন করিলে সাধক কৃতার্থ হইতে পারেন। কিন্তু সৌভাগ্যের উদয় না হইলে কাহারও সদ্গুরু লাভ হয় না।

প্রাণায়ামরূপ আত্মকর্ষ দ্বারা প্রাণের স্থিরতা আসিলেই মন অবরুদ্ধ হইয়া যায়। সেই অবস্থায় যে বোধ হয় তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। এই বুদ্ধির উদয় হইলে অনেক গুহ্য হইতেও গুহ্যতর বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সাধনার পরিণত হইলে যে পরাবস্থার প্রকাশ হয় ও তদ্বাধ্যে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাই পরাবুদ্ধি। ব্রহ্ম সেই বোধেরই গম্য। তখন এই অনন্ত দৃশ্য সব একের মধ্যে লয় হইয়া এক হইয়া যায়। স্বয়ং, প্রাণ, মন এই তিনটিই ক্রিয়ায় অধিষ্ঠানক্ষেত্র। এই তিনটির বিভিন্ন কার্য ও শক্তি ব্রহ্মতে স্থিতিলাভ করিলে সাধক ব্রহ্মময় হইয়া যান। তখন মন নেশাধোরের মত তৌ হইয়া থাকে। জাগিয়া থাকে, দেখে সব, অথচ কিছুই তার মনকে স্পর্শ করে না। এই অবস্থায় যে থাকে তাহারই অমর পদ লাভ হয়। এই অবস্থায় যিনি সর্কদা থাকেন তিনি আত্মাকারে অবস্থিত বৃত্তিতে হইবে। এ অবস্থা প্রাপ্তি না হইলে “অহং জ্ঞানভব” যে কি তাহা বৃত্তিতে পায় অসম্ভব। এই অবস্থায় অবস্থিত সাধকেরাই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোমের মধ্যে যে ব্রহ্ম নিরঞ্জন রহিয়াছেন তাহা তখন তাঁহারই অনুভব করিতে পারেন। সাধকও তখন ব্রহ্মরূপ হইয়া যান—“ব্রহ্মময়ী পূজায় পূজক ব্রহ্মময়”। নিজে ব্রহ্ম হইয়া না যাইলে এ বোধ হওয়া সম্ভব নহে। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়বোধগম্য পদার্থ নহে, উহা নিজবোধ মাত্র। বাহ্য এই অবস্থা হয় তিনিই কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

“বৈধেব বিধং মৃদয়োপলিপ্তং ভেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুখাতম্।

তদ্বাত্তত্বং প্রদমীক্য দেহী একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ।

যদাত্তত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।

অজং ঋবং সর্কতত্বৈর্বিগুণং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্কপাঠৈঃ ॥ ২।১৪, ১৫

যেমন মুক্তিকার দ্বারা অমূলিগু সুবর্ণ উত্তমরূপে প্রকাশিত হইলে ভেজোময় রূপ ধারণ করে; সেইরূপ দেহী আত্মতত্ত্ব দর্শন করিয়া দ্বিতীয় রহিত (অর্থাৎ এক) হইয়া শোকহীন ও কৃতার্থ হইয়া যান। [জীব শোকরহিত অবস্থা প্রাপ্ত হয় কিরূপে? তাহাই বলিতেছেন] যখন জীব দীপসদৃশ প্রকাশবৃত্ত আত্মতত্ত্বে যুক্ত হইয়া নিজ আত্মাতে ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করেন, তখন অজ ঋব, সর্কতত্ত্ব হইতে বিমুক্ত বা তত্ত্বাতীত ব্রহ্মকে জানিয়া জীব সর্কপাশ হইতে মুক্তিলাভ করে।

শ্রীবিষ্ণুধর্মে এই উক্তি রহিয়াছে—

“পশুন্ত্যত্মানমন্তস্ত বাবৈধৈরমাখনঃ।

তাবৎ স ভ্রাম্যতে জন্তুর্মোহিতো নিজকর্ষণ ॥

সংকীর্ণাশেষকর্ষণা তু পরং ব্রহ্ম প্রপশ্যতি।

অভেদেনাখনঃ শুদ্ধঃ শুদ্ধহৃদ্যদক্ষো ভবেৎ ॥”

অশ্রদ্ধাধানঃ পুরুষা ধর্মস্তাস্ত্র পরস্তপ ।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবন্ধনি ॥ ৩

জন্ত অর্থাৎ অজ্ঞানোক যে পর্যন্ত আপনাকে পরমাত্মা হইতে অস্ত বা পৃথক দর্শন করে, সে পর্যন্ত নিজ কর্মফলে বিমোহিত হইয়া সংসারে পরিলম্বন করে। কিন্তু যে নিঃশেষরূপে কর্মকর্ম করতঃ অংগনার সহিত অভিন্নরূপে বিগুহ পরব্রহ্মকে দর্শন করে, সে নিজেও শুদ্ধ হয় এবং তাহার মরণভয়ও চলিয়া যায়।

বৃহদারণ্যকেও এইরূপ ভেদদর্শনের অশুভ ফল বর্ণিত আছে—“য এব দেবাহং তদ্বাসীতি ন ইদং সর্বং ভবতীতি, তত্ত্ব হ ন দেবাস্ত নাত্মা দীশতে : আত্মা হেবাং ন ভবতি । অথ যোহস্তাং দেবতাস্থপাশ্তেহস্তোমাস্তোহহমস্বীতি, ন স বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাম্”—বিনি এইরূপ জানেন যে, আমিই ব্রহ্ম তিনি এই সর্বময় হন। দেবগণও তাঁহার অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হন না। কেননা তিনি তাঁহাদেরও আত্মরূপ হন। [আত্মার অনিষ্ট সাধনে কাহারও প্রযত্ন হইতে পারে না।] আর যে লোক আমি অস্ত, আমার উপাস্ত্র দেবতা অস্ত, এইভাবে অস্ত দেবতার উপাসনা করে সে জানে না। সেই অস্ত গৃহস্থদিগের পক্ষে যেমন পশু, সেও দেবতঃপণের নিকট তেমনই পশুতুল্য। ভগবানের স্বরূপে দৈতভাব নাই। ক্রিয়ার পরাবস্থায় ঐহিকের দৈতভাব মিটিয়া যায়, তাঁহাদেয়ই প্রকৃত অদৈতজ্ঞান লাভ হয়। ইহাই আত্মজ্ঞান। সাধনা দ্বারা ভগবানের বিগুহ স্বরূপের প্রত্যক্ষভাব না হইলে কাহারও অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় না। প্রাণায়াম দ্বারা চক্ষু চিত্ত নিরুদ্ধ না হইলে ভগবানের স্বরূপ জ্ঞান কাহারও বোধের বিষয় হয় না, সুতরাং উচ্চ সাধকের ইহা সুখসাধ্য হইলেও অযোগী পুরুষের পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই সুখসাধ্য নহে ॥ ২

অশ্রদ্ধা । পরস্তপ ! (যে পরস্তপ) অস্ত্র ধর্মস্ত (এই ধর্ম) অশ্রদ্ধাধানঃ (অশ্রদ্ধাকারী) পুরুষাঃ (পুরুষগণ) মাং (আমাকে) অপ্রাপ্য (না পাইয়া) মৃত্যুসংসারবন্ধনি (মৃত্যুময় সংসার পথে) নিবর্তন্তে (পরিভ্রমণ করে) ॥ ৩

শ্রীশ্রদ্ধা । নরেশ্বরমাত্মিকরূপে কে নাম সংসারিণঃ স্বাঃ ? তত্রাহ—অশ্রদ্ধাধানঃ ইতি । অস্ত্র ভক্তিসম্বিত্ত জ্ঞানলক্ষণ । ধর্মস্তেতি কর্মণি বচী । ইদং ধর্মমশ্রদ্ধাধানঃ আন্তিক্যোনাষ্টী-কুর্তস্ত উপায়াস্ত্রৈর্গুণপ্রাপ্তয়ে কৃতপ্রবন্ধা অপি মামগ্রাণ্য মৃত্যুভুক্ত সংসারবন্ধনি নিবর্তন্তে । মৃত্যুভ্যাশ্তে সংসারমার্গে পরিভ্রমণীত্যাধঃ ॥ ৩

ব্রহ্মানুবাদ । [আচ্ছা, জ্ঞান যদি এতই সুকর, তবে জীব কেন সংসারী হয় ? তদ্বস্তরে বলিতেছেন—] এই ভক্তিবৃত্ত জ্ঞানলক্ষণ ধর্ম বাহ্যরা আন্তিক্যবুদ্ধিশূত্র তাহার মংপ্রাপ্তির জন্য উপায়াস্ত্র দ্বারা কৃতপ্রবন্ধ হইলেও, আমাকে না পাইয়া মৃত্যুভুক্ত সংসারমার্গে পরিভ্রমণ করে ॥ ৩

আত্মপ্রাণিক ব্যাপ্ত্য । যে পুরুষ ব্রহ্মতে না থাকেন এই ক্রিয়া না করেন—সুতরাং আমাকে পান না, না পাইয়া আত্মা হইতে নিবৃত্ত হইয়া অস্ত্র

ব্রহ্মতে আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি করতঃ বিষয়ভোগে অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম করিয়া তেজারতি করে—তাহার ভোগ জন্ত মৃত্যু ও জন্ম হয়।—দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সম্বন্ধ সংঘটিত হইলেই উহাকে দ্রষ্টার ভোগ বলে। যখন এই ভগদাদি বিষয়ের সহিত “আমি”র সম্বন্ধ হয় তখন ভগদাদি বিষয় ‘আমি’র ভোগরূপে সম্বন্ধযুক্ত হয়। ইহার মধ্যে কতকগুলি বিষয় স্বরূপে কতকগুলি হৃৎরূপে প্রকাশিত হয়। চিত্তে ইহাদের সংস্কার নিহিত থাকে, তাই হৃৎরূপে প্রতি দেহ ও সুখের প্রতি আসক্তি হয়। এই আসক্তি ও দেহ ভাব থাকাতাই জীবের বন্ধন হয়। যদিও পুরুষে (আত্মায়) কেবল দ্রষ্টৃত্ব ভাব আছে, কিন্তু তিনি বুদ্ধির প্রতিসংবেদী বলিয়া বুদ্ধির বন্ধনে নিজেও বন্ধনগ্রস্ত বলিয়া মনে করেন। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা যেমন বিষয় গ্রহণ হয়, চিত্তে সেইরূপ সমস্ত বিষয়ের ধারণা হয়। এই ধারণা হইতে হৃৎ হৃৎরূপে সংস্কার জন্মে। তাহা হইতে কতকগুলি বিষয়কে ত্যাগ ও কতকগুলিকে গ্রহণে প্রবৃত্তি জন্মে। ব্যথিত চিত্তেও এই সকল সংস্কার জাগ্রত হইয়া গ্রহণ ও ত্যাগ বুদ্ধিকে প্রবৃত্ত করে। মলিন বুদ্ধিতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদজ্ঞান হয়, এবং বুদ্ধিতে নিশ্চয়াজ্ঞিকা বৃত্তি থাকায় ঐ ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয় না। সুতরাং সংসার-প্রবাহ অবিরাম ধারে চলিতে থাকে। এই চিত্তে ধর্মসাধনা করিলেও তাহাতে ধর্মের তেজারতি করা হয় মাত্র, প্রকৃত ভগবদমুখী প্রবৃত্তির উদয় হয় না। এ অবস্থায় সংসারভোগকে ছেদ বলিয়া মনে হয় না বরং উপাদেয় মনে হয়। সংসার ও শুভবুদ্ধি প্রভাবে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ বা পার্থক্য বিনিশ্চিত হইলে মনোবেগ হ্রাস হয় বটে, কিন্তু পূর্বসঞ্চিত বিষয়জ্ঞানের সংস্কার প্রাণের মধ্যে নিহিত থাকে। সুতরাং চক্ষু প্রাণের গতাপতির সহিত সেই সকল সংস্কার মনে ও ভণা হইতে ইন্দ্রিয়ের পুনরাবর্তন করে। এইজন্য চিত্ত শুদ্ধ করিতে হইলে প্রাণকে শুদ্ধ করিতে হইবে। ক্রিয়া দ্বারা প্রাণের ঐ সকল সংস্কার ক্রীণ করা যায়। প্রাণের মধ্য হইতে কোন চিন্তার সংস্কার ক্ষয় হইলে আর তাহা মনে আসিতে পারে না। এইজন্য শুদ্ধ প্রাণে বিষয়াসক্তি থাকে না, তখন চিত্তস্পন্দনও থাকে না। এইরূপ নিরুদ্ধ চিত্তই জীবের ভ্রমমরণের বাধক হয়। প্রাণকে শুদ্ধ করা বা চিত্তকে স্পন্দন রহিত করাই সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য। বিনি ক্রিয়াসাধন করেন না, তাঁহার চিত্ত একাগ্র হইয়া আত্মাতে বসিতে পারে না, সুতরাং তিনি আত্মার সহিত যোগযুক্ত হইতে না পারিয়া বিষয়াস্তরে মনকে বগাইবার চেষ্টা করেন, সেই ভ্রমভক্তিশূত্র জীবগণ পরমানন্দলাভে বঞ্চিত হইয়া পুনঃপুনঃ জন্ম বাতায়াতের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। জীবের প্রাণপ্রবাহ বহিস্থখী বলিয়াই জীবের বিষয়াসক্তি ঘুচে না, সেইজন্য তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার থাকিয়াই যায়।

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বাণঃ

প্রমাত্ত্বং বিস্তমোহেন মৃচ্ ।

অয়ং লোকা নাস্তি পর ইতি মানী

পুনঃ পুনর্কর্মমাপত্ততে মে ॥ ৪ ৬

বিবেকহীন ব্যক্তির নিকট সাম্পরায় প্রতিভাত হয় না। পরলোকে সদগতি প্রাপ্তির নিমিত্ত যে বিশেষ সাধনা আছে তাহারই নাম ‘সাম্পরায়’। বাহ্যরা প্রমাদী অর্থাৎ পুত্রধনাদিতে আসক্ত চিত্ত, বাহ্যরা বিস্তমিত্ত মোহে-সমাজ, এই প্রকার লোকের নিকটেও ‘সাম্পরায়’

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেদ্ববস্থিতঃ ॥ ৪

প্রকাশ পায় না। আর যাহারা এই পরিদৃশ্যমান জগতেই আছে এবং অপ্রত্যক্ষ কোন লোক বর্তমান নাই এইরূপ অভিমানগ্রস্ত—তাহারা বারম্বার মূর্ত্যরূপী আমার বস্ত্রতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহাদের জন্মমরণাদি চঃখধারা আর নিবৃত্ত হয় না।

ইহারাই আত্মপ্রবলিত জীব। ইহারাই আস্তিক্য বুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও আত্মজ্ঞান লাভের পথ বিদিত না হইয়া এই জন্মমরণসকল সুখদুঃখের অগ্নিময়ী জালায় নিরন্তর দগ্ধ হইতে থাকে ॥ ৩

অনুব্র। অব্যক্তমূর্তিনা (অব্যক্ত মূর্তি মৎকর্তৃক) ইদং (এই) সর্বং জগৎ (সমুদয় জগৎ) ততং (ব্যাপ্ত) ; সর্বভূতানি (সমুদয় চরাচর ভূতই) মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত) অহং চ (আমি কিন্তু) তেব্ (সে সকলে) ন অবস্থিতঃ (অবস্থিত নহি) ॥ ৪

শ্রীশ্রব। তদেবং বক্তব্যতয়া প্রস্তুতস্ত জ্ঞানস্ত স্তাত্য শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য তদেব জ্ঞানং কথয়তি—ময়েতি দ্ব্যভ্যাম্। অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মূর্তিঃ স্বরূপং যন্ত। তাদৃশেন ময়া কারণভূতেন সর্বমিদং জগন্ততং ব্যাপ্তং। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ—ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অতএব কারণভূতে মদ্বি তিষ্ঠতীতি মৎস্থানি সর্বাণি ভূতানি চরাচরাণি। এবমপি ঘটাদিষু কার্যেষু মূর্ত্তিকেব তেব্ ভূতেষু নাহমবস্থিতঃ। আকাশবদঙ্গস্থ্যং ॥ ৪

অনুব্র। [অধুনা অব্যক্ত জ্ঞানের স্তুতি কবিতা শ্রোতার চিত্তকে উপদিষ্ট জ্ঞানের প্রতি অভিমুখী করিয়া অর্থাৎ শ্রোতাকে প্রস্তুত করিয়া দুইটি শ্লোকে সেই জ্ঞান বলিতেছেন—] অতীন্দ্রিয় বাহার স্বরূপ, তাদৃশ যে আমি, কারণ রূপে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি। শ্রুতিতে আছে সেই ব্রহ্ম সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। অতএব কারণভূত আমাতে চরাচর সর্বভূত অবস্থিত রহিয়াছে। যদিও ঘটাদিরূপ কার্যে মূর্ত্তিকা বৈরূপ বর্তমান থাকে তক্রপ আমি ভূতসমূহে অবস্থিত নহি। কারণ আকাশের স্তায় আমি অগঙ্গ বলিয়া ॥ ৪

আত্মব্যঙ্গিক ব্যাখ্যা। তখন এই জগতের কিছুই বুঝিতে পারে না—আমি তখন এই সকলেই থাকি—আমাতেই সকল থাকে—আমি সকলেতে থাকি না অর্থাৎ আমাতে তাহারা, কিন্তু আমি তাহাদের মধ্যে নহি। যেমন সকলেই আত্মাতে থাকে বটে—কিন্তু আত্মাকে না দেখাতে তাহার থাকা হয় না। কারণ দৃষ্টি অস্ত্র বস্তুতে রহিয়াছে—স্বাসে দৃষ্টি নাই।—যখন জীবের জগৎ দৃষ্টি থাকে, তখন জীবসমূহের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থিত আমাকে কেহ বুঝিতে পারে না। আমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াই সকল বস্তুকে চৈতন্ত্যবান বা অস্তিত্ববান বলিয়া মনে হয়। ভূত আমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াই সকল বস্তুকে চৈতন্ত্যবান বা অস্তিত্ববান বলিয়া মনে হয়। ভূত চরাচর আত্মাকে আশ্রয় করিয়া যখন প্রকাশ পাইতেছে, তখন আমার (আত্মার) মধ্যে সকলেই রহিয়াছে বলা যাইতে পারে, কিন্তু আমি সকলের মধ্যে থাকি না। কেন?—বস্তু

মাত্রেরই যদি আমি আশ্রয় হই, তাহারাও তবে আশ্রিতরূপে আমাতে থাকিবেনই, যেহেতু কারণ কার্যের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকিবেনই। ইহা সত্য বটে, কিন্তু আমি যে আকাশবৎ অপরিচ্ছিন্ন এইজন্ত কোন বস্তু আমার অবলম্বন অথবা আমি কোন বস্তুর আশ্রয় হইতে পারি না। হৃদ্য দর্শি হইলে দর্শিতে দ্রষ্ট থাকে যদি বল ইহা সে প্রকারের নহে। রজ্জুতে সর্প বোধ হইলে সর্প যেমন রজ্জুতে থাকে না, আমিও সেইরূপ আমার কার্যরূপ এই জগতে থাকি না। তাহাতেই বুঝা যায় রজ্জুতে সর্পবৎ জগৎ সত্য নহে, উহা মনঃকল্পিত মাত্র। সমস্ত চরাচর বিশ্ব এইরূপে প্রকাশিতবৎ বোধ হইতেছে মাত্র। বতক্ষণ বস্তু সমুদয় রহিয়াছে মনে হইতেছে, ততক্ষণ সেই কুটস্থ চৈতন্ত্যই সর্বত্র প্রতিবিম্বিত হইতেছেন। কুটস্থ চৈতন্ত্যকে বাদ দিয়া যদি কোন বস্তুর সত্তা থাকে, তবেই বুঝা যাইতে পারে ঐ সকল বস্তু আত্মানিরপেক্ষ হইয়াও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা থাকা সম্ভব নহে। যেমন স্বর্ণকে বাদ দিয়া স্বর্ণবলয় থাকা সম্ভব নহে। সূতরাং ধাবতীর বস্তুর কুটস্থ চৈতন্ত্য ব্যতীত যখন অস্তিত্বই নাই, তখন তাহাদের মধ্যে তাহার থাকা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আত্মাকে লইয়াই তো তুমি, আমি, এই অনন্ত জগৎ। সমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গের সমুদ্রই যেমন একমাত্র আশ্রয়, সমুদ্র না থাকিলে তাহারা থাকে না, তক্রপ তুমি, আমি, অনন্ত জগৎ আত্মা ব্যতীত থাকে না। সমুদ্র ব্যতীত তরঙ্গের পৃথক সত্তা যেমন নাই, আত্মা ব্যতীত তুমি, আমি, কাহারও কোন অস্তিত্ব নাই।

তিনি অব্যক্তমূর্ত্তি অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ করণাদির অগোচর, সেই সূক্ষ্ম জ্ঞেয় আত্মাকে জানিতে হইলে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় তখন এক হইয়া যায়। সূতরাং দ্রষ্টা ও দৃষ্ট এই উভয়ের মধ্যে দৃষ্ট দ্রষ্টার মধ্যে লীন হইয়া যায়। দৃষ্ট পদার্থের অভাবে দৃষ্টের পৃথক জ্ঞান দ্রষ্টার পক্ষে হওয়া সম্ভব নহে। সূতরাং তুমি, আমি ও এই অনন্ত জগৎ আত্মারূপ সমুদ্রে বুবুদের মত ফুটিয়া উঠিতেছি, আবার বুবুদের মত তাহাতে ডুবিয়া যাইতেছি। এই বুবুদের উঠা ডোবাই জগৎলীলা—সৃষ্টি, স্থিতি, লয় চক্র।

এই প্রকাশের কারণভূত ব্রহ্ম প্রাণরূপে সকলের মধ্যে থাকিয়া ভূতজাত বস্তু মাত্রকেই প্রকাশ করিতেছেন। এই প্রাণ না থাকিলে কিছুই থাকিত না। তাই ব্রহ্মাণ্ড প্রাণরূপ সূত্রে গাঁথা রহিয়াছে। আমরা বস্তু মাত্রের নামরূপ দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু অব্যক্ত প্রাণ সূত্রের কোন সন্ধান জানি না। ব্যক্ত প্রাণ স্বাক্ষকে দেখিতেছি বটে কিন্তু তাহাতেও লক্ষ্য নাই, তাই ধাঁধা কাটিতেছে না। প্রাণই অব্যক্ত রূপে স্থির, এই স্থিরত্বে লক্ষ্য না থাকায় আত্মাই যে সকলের সব তাহা বোধগম্য হয় না। বাহ্য বস্তুতে লক্ষ্য রহিয়াছে, স্বাসে দৃষ্ট নাই বলিয়া এই জগদাদি অনন্ত তরঙ্গ দেখিয়া বারম্বার মুগ্ধ হইতেছি। কিন্তু এই চাক্ষুষ বা তরঙ্গ বাহার, সেই প্রাণে লক্ষ্য রাখিলে প্রাণের চাক্ষুষ যে স্বাণ তাহা স্থির হইয়া যাইবেই। তরঙ্গ সমুদ্রে আত্মগোপন করিলে এই জগদ্ব্যাপারও মন হইতে মুছিয়া যাইবে। ক্রিয়ার পর-অবহারূপ পরম অব্যক্ত ভাব দ্বারা পরমাত্মা চরাচরে ব্যাপ্ত—তাহা সর্বদাই নিঃসঙ্গ, তাহাই আবার ঘট হইয়া দেহাদি ধাবতীর পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। ঘট হইয়া তিনি ঘট রূপে আপনাকে প্রকাশ করিলেও ঘট কিন্তু সেই সদ্বস্তু নহে। অপরিচ্ছিন্ন মহাতাব ঘট দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইলে ঘটাকাশ তাহার উপাধি হয়—এই ঘটস্থ আকাশের সংযোগই প্রাণের

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভূম চ ভূতস্থো মমাশ্রা ভূতভাবনঃ ॥ ৫

ব্যক্তাবস্থা। প্রাণের এই ব্যক্তাবস্থাতেই তাহার স্পন্দন অলুপ্ত হয়। এই স্পন্দন হইতে বাসনা ও বাসনা হইতে জন্মসূত্রাক্রম সংসারচক্রের খেলা আরম্ভ হইয়া থাকে। অস্পন্দিত অবাক্ত স্থিরতাবই মহাপ্রাণ—‘স চ প্রাণস্ত প্রাণঃ’—ইহাই জ্ঞেয় পদার্থ। ‘এতজ্জ্ঞেয়ং নিভামেবাস্থ-সংস্থং নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।’ ক্রিয়ার পর-অবস্থাই সেই জ্ঞেয় পদার্থ, কিন্তু সেই মহাতাব ঘটন হইয়া যখন কূটস্থ চৈতন্যরূপে বিদ্যিত হয়, তখন তিনি ধোয়ও বটেন, সাকারও বটেন ॥ ৪

অনুব্রত। মে (আমার) ঐশ্বর্য (ঐশ্বর্য অর্থাৎ অসাধারণ) যোগ (অবটন-বটন-চাতুর্য—যোগমায়ার প্রভাব) পশু (দেখ); ভূতানি (ভূতসকল) মৎস্থানি ন (আমাতে অবস্থিত নহে); [অর্থ] মম আশ্রা (আমার স্বরূপটি) ন ভূতঃ (ভূতমধ্যে অবস্থিত নহে) চ ভূতভূম ভূতভাবনঃ (অর্থ চ ভূতধারক ও ভূতপালক) ॥ ৫

শ্রীশঙ্কর। কিঞ্চিৎ—ন চেতি। ন চ মরি স্থিতানি ভূতানি। অসঙ্গবাদেব মম। নহু ভবি ব্যাপকত্বপ্রদেহং চ পূর্বোক্তং বিরুদ্ধমিত্যশঙ্ক্যং—পশ্যেতি। মে মম, ঐশ্বর্যমসাধারণং যোগং যুক্তিমতটত্বটনাচাতুর্যং পশু। মদীয়যোগমায়াদৈবভূতাবিতর্ক্যত্বাদ্ধ কিকিঞ্চিদ্রুদ্ভিমিত্যর্থঃ। অন্তদপ্যশ্চর্য্যং পশ্যেতাং—ভূতেতি। ভূতানি বিভক্তি ধারয়তীতি ভূতভূম। ভূতানি ভাবয়িতি পালয়তীতি ভূতভাবনঃ। এতৎভূতাহপি মমাশ্রা পরং স্বরূপং ভূতস্থো ন ভবতি। অয়ং ভাবঃ—যথা জীবো দেহং বিদ্যং পালয়ং চাহংকারেণ তৎসংশ্লিষ্টভিষ্টভ্যেবমহং ভূতানি ধারয়ন্ পালয়ন্নপি তেষু ন তিষ্ঠামি। নিরহংকারত্বাদিত্যি ॥ ৫

অনুব্রতানুব্রত। ভূতসকল আমাতে অবস্থিত নহে। যেহেতু আমি অসঙ্গ। তবে যে ভোমার সর্বব্যাপকত্ব এবং সর্বপ্রশ্রবের কথা পূর্ব বলা হইয়াছে তাহাতে লোক বিরুদ্ধ আশঙ্কা করিতে পারে, সেইজন্য বলিতেছেন—আমার ঐশ্বর্য অসাধারণ অবটন-বটন-চাতুর্যরূপ যোগ দেখ। আমার যোগমায়ার বৈভবের নিকট ভগবত্য কিছুই নাই, সুতরাং কিছুই বিরুদ্ধ আশঙ্কা করিবার নাই। আরও আশ্চর্য্য দেখ আমি ভূতভূম অর্থাৎ ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি, আমি ভূতভাবন অর্থাৎ ভূতগণকে পালন করিতেছি। আমি অবলুপ্ত হইয়াও আমার আশ্রা অর্থাৎ “পরস্বরূপ” ভূত নহে। ইহার ভাব এই যে জীব দেহধারণ ও পালন করিয়া অহংকারবশতঃ তৎসংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু আমি ভূতসকলকে ধারণ ও পালন করিয়াও নিরহংকারবশতঃ তাহাতে সংশ্লিষ্ট থাকি না। ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। আমার রূপ ঐশ্বর্য—তাঁহার অশ্রুদিকে দৃষ্টি করা—এইটেরই উপরে লক্ষ্য কর—যাহাতে এরূপ না হয়—অর্থাৎ অশ্রুদিকে দৃষ্টি কর না—সকলের মধ্যে থেকেও—সকল অবস্থাতে—সকল ভূত বর্তমান রহিয়াছে অথচ আমাতে নেই, অশ্রা চক্ষুস মন প্রযুক্ত অশ্রুদিকে দৃষ্টি করে।—এই শ্লোকের

উপদেশ যেন পূর্বোক্ত শ্লোকের বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইতে পারে। ভূতসমূহ আমাতে অবস্থিত নহে, আমি ভূতসমূহে থাকি না, অথচ আমি ভূতসমূহের উৎপাদক ও পালক—এ কথা কি করিয়া সঙ্গত হয়? ভূতগণ যদি থাকে, তাহাকে প্রকাশ ও পালন করিতেছে কে? যদি ভূতগণের থাকা ঠিক হয় তবে তাহারা ভোমাতে থাকে না তো থাকে কোথায়? বাস্তবিক এক আশ্রাই সত্য, আর বাহা কিছু প্রতীত হইতেছে তাহা পারমাণবিক সত্য নহে। কনকে কুণ্ডল বোধের স্তায় এই দৃশ্য জগৎ যেন তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলেও প্রকৃতপক্ষে সর্পই রজ্জুতে থাকিতে পারে না, অতএব রজ্জুতে যে সর্প দেখা যায়, তাহা কল্পিত সর্প মাত্র, প্রকৃত নহে। রজ্জুবিশেষক অজ্ঞান তিরোহিত হইলে যখন রজ্জুজ্ঞান প্রকাশিত হয়, তখন যেমন তাহাতে সর্পবোধ থাকিতে পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে ভ্রমে বহুবিধ কল্পনা বা ভ্রান্তির বিনাশ হয়। সুতরাং সংসার বাহা আপাতদৃষ্টিতে সত্য বোধ হইতেছে তাহা সত্য নহে। ততদিনই সংসার সত্য, যতদিন আত্মজ্ঞান প্রকাশিত না হয়। শ্রুতি বলিতেছেন—

যদেবেহ তদমুদ্র, বদমুদ্র তদবিশ্ব।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্রোতি ব ইহ নানেনব পশুতি ॥

মনগৈবেদমাপ্তবাং নেহ নানান্তি কিঞ্চন।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি ব ইহ নানেনব পশুতি ॥ কঠ, ২।১।১০, ১১

যৎ—যে আশ্রুচৈতন্য, ইহ—এই দেহস্থ অস্তঃকরণ বা ইহলোকে প্রকাশিত, তৎ এবং—সেই আশ্রুচৈতন্যই, অমুদ্র—তথ্য অর্থাৎ পদ্যলোকে ও বর্তমান অথবা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট কার্য্যোপাধি দেহাদিতে যে চৈতন্য বর্তমান। অমুদ্র কারণোপাধি মায়াতেও সেই একই চৈতন্য অনুভূত রহিয়াছেন। যে লোক এই চৈতন্যে নানা পৃথক পৃথক ভাব দর্শন করে সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। একমাত্র মন দ্বারা (বিবেকযুক্ত ও ধ্যানসমাহিত মন দ্বারা) এই ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ববোধ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ব্রহ্মে কিছুমাত্র ভেদ বা নানাশ্য নাই। যে এইরূপ ভেদ বা নানাশ্য দর্শন করে সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর মৃত্যু অর্থাৎ বারবার জন্মনরণ ভাব প্রাপ্ত হয়।

আমি প্রাণিসমূহের দেহাদিকে যে আশ্রয় করিয়া আছি—ইহা মৃত্যুর ধারণ। আদৌ বিচার করিয়া দেখ এই দেহ ও দৃশ্য জগৎ আছে কিনা, যদি তাহারা না থাকে তবে তাহাদিগকে অবশর্জন করিয়া থাকা বা তাহাদের সহিত আত্মার সংস্পর্শ থাকা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? তাই ভগবান বলিতেছেন এই দৃশ্যমান জগৎ অজ্ঞানীর নিকট বর্তমান থাকিলেও, জ্ঞানীর নিকট তাহার অস্তিত্ব নাই। বাহা একবার আছে, একবার নাই, তাহা নাই এইরূপ মনে করিতে হইবে। সমুদ্র তরঙ্গের মত সমুদ্র হইতে তরঙ্গকে পৃথক দেখাইলেও সমুদ্র-দৃষ্টিতে তাহা অভেদ। এই জগৎকে ক্ষণে ক্ষণে যে ভেদাভেদ রূপে দেখাইতে পারে, তাহা বাহুরূপের দ্বারা ছাড়া আর কি মনে করা যাইতে পারে? ইহাই ভগবৎলীলা বা মায়া। ভগবানের অবটন-বটন-পটায়সী শক্তি বা ঐশ্বর্য যোগ। সুতরাং দৃশ্যজগৎ বা এই ভূতগ্রাম বাহা সমুদ্রে তরঙ্গবৎ তাহার মধ্যে প্রতীত হইতেছে তাহার কিছুমাত্র সত্তা নাই। স্বপ্নের আশ্রয় বস্তুটি সত্য, তাই যখন স্বপ্ন অলুপ্ত হয় তখন প্রকৃত সত্তার সহিত উদাপ্রিত বস্তুটিকেও সত্য বলিয়া বলা হয়—

তাই “ভূতভুজ চ ভূতহো মমাত্মা ভূতভাবনঃ” বলা হইল, কিন্তু পরে যখন দেখা গেল শ্রমের আশ্রয়টি সত্য বটে, কিন্তু স্বপ্ন সত্য নহে, তখন ভূতগণের প্রকাশ ও প্রতিপালন—ও সকলই স্বপ্নপ্রসঙ্গ মাত্র। অবশ্য বতরুণ ‘ইদং সৰ্ব্বং’-এর প্রতীতি থাকে ততক্ষণ আশ্রয় বস্তুর সহিত জগদাদির আধার ও আধেয়রূপ সম্বন্ধ স্বীকার করতেই হয়, তখনই তাহাকে বলা হয়—

“য একোবর্ণো বহুধা শক্তিবোগাদ্
বর্ণানেনেকান্ নিহিতার্থো দধতি ।
বি চৈতি চাস্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো ব্রহ্মা শুভয়া সংযুক্তু ॥ ষেতাশ্বতর উঃ, ৪।১
তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তবায়ুস্তহ চন্দ্রমাহাঃ ।
তদেব শুক্রং তদব্রহ্ম তদাপস্তং প্রজাপতিঃ ॥ ঐ ২
ঐ জী ঐ পুমানসি ঐ
কুমার উত বা কুমারী ।
ঐ জীর্ণো দণ্ডেন বকসি
ঐ জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥ ঐ ৩
নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িলাৰ্জ শুভবঃ সমুদ্রাঃ ।
অনাদিমন্তং বিভূত্বেন বৰ্ত্তসে
যতো জানাতি ভুবনানি বিশ্বাঃ ॥ ঐ ৪
স্বস্মাতিস্বস্মঃ কলিলস্ত মধ্যো
বিশ্বস্ত ঐষ্টারমনেকরূপম্ ।
বিশ্বৈষ্টকং পরিবেষ্টিতায়ঃ
জ্ঞান্বা শিবঃ শাস্তিমত্যস্তমেতি ॥ ঐ ১৪
স এব কালে ভুবনস্ত গোপ্তা
বিশ্বাধিপঃ সৰ্ব্বভূতেষু গৃঢ়ঃ ।
যস্মিন্ ব্রহ্মা ব্রহ্মৰ্ষয়ো দেবতাস্ত
তমেব জ্ঞান্বা মৃত্যুপাশাংছিনতি ॥ ঐ ১৫

এব দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।
হুদা যদ্বিধা মনসাতিক্ষণো
য এতচ্ছিন্নমৃত্যুস্তে ভবন্তি ॥ ঐ ১৬
যদাতমন্তরং দিবা ন রাত্রি-
ন সন্ন চাপছিব এব কেবলঃ ।
তদক্ষরং তৎ সবিভূর্করেণ্যং
প্রজা চ তস্মাৎ প্রসূতা পুরাণি ॥ ঐ ১৮

যে অদ্বিতীয় বর্ণরহিত প্রচ্ছিন্নাভিপ্রায় (স্বার্থ নিরপেক্ষ) পরমাখ্যা নানা শক্তি যোগে বহু বিষয়াদির সৃষ্টি করেন, ঐহা হইতে সমুদায় জগৎ প্রথম উৎপন্ন হয় এবং অন্তকালে ঐহাতে প্রতিগমন করে, সেই দেবতা আমাদেরকে শুভবুদ্ধি প্রদান করেন।

তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা, তিনিই আপ, তিনিই প্রজাপতি, তিনিই অপর ব্রহ্ম এবং তিনিই পরব্রহ্ম।

তুমি জী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং তুমিই কুমারী। তুমিই জয়াগ্রস্ত হইয়া দণ্ডহস্তে গমন কর, তুমিই বিশ্বতোমুখ, আবার তুমিই জন্মগ্রহণ কর।

তুমিই নীলপতঙ্গ, লোহিতচক্ষু শুকাদি, তুমিই তড়িলাৰ্জ মেঘমালা, তুমিই ঐশ্বর্য ও সাগর-সমূহ। ব্যাপকরূপে অনাদিমন্ত তুমিই রহিয়াছ, ঐহা হইতে সমুদায় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে।

স্বপ্ন হইতেও স্বপ্নতর অবিকারূপ গহনের মধ্যে তুমিই স্থিত। বিশ্বের ঐষ্টা তুমি, তোমার অনেক রূপ। বিশ্বের এই অদ্বিতীয় পরিবেষ্টিতা শিবস্বরূপকে জানিলেই অত্যন্ত শান্তিলাভ করা যায়।

তিনিই কালে (অর্থাৎ স্থিতিকালে) এই ভুবনের রক্ষক, তিনিই বিশ্বাধিপ, এবং সমুদায় ভূতে গৃঢ়রূপে বর্তমান। ঐহাতে ব্রহ্মবিগ্গণ ও দেবতাগণও যুক্ত হইয়া রহিয়াছেন—তাহাকে জানিলেই মৃত্যুপাশ ছেদন করা যায়।

এই বিশ্বকর্মা মহাত্মা ঈশ্বর সর্বদা সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন। সংশয়রহিত বুদ্ধি দ্বারা ও মনন দ্বারা যে ধ্যান করে তাহার নিকট তিনি প্রকাশিত হন। এইরূপে তাহাকে ঐহারা জানেন তাহারাই অমৃত হইয়া যান অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন।

যখন অতমঃ অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন দিবাও নহে রাত্রিও নহে, সৎও নহে অসৎও নহে, তখন কেবল তাহার মঙ্গলরূপ প্রকাশিত থাকে। তিনিই জগৎ প্রসবিতার বরণীয় সেই অক্ষর পুরুষ, ঐহা হইতে এই পুরাতন প্রজা প্রসূতা হইয়াছে।

এই অপরিচ্ছিন্ন আত্মার সহিত পরিচ্ছিন্ন কোন বস্তুর সংযোগ হওয়া অসম্ভব। আবার তিনিই যখন ‘সৰ্ব্বাত্মানং সৰ্ব্বগতং বিভূত্বাৎ’—তখন তাহাতেও অস্ত্র বস্ত্র উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব। তাই ঐশ্বর্য বলিতেছেন যদি অস্ত্র বস্ত্র মোহবশতঃ দেখিতে পাও, তাহাও অস্ত্র কোন পুথক বস্ত্র নহে, উহা তাহারই প্রকাশ মাত্র বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। “তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তবায়ু-স্তহ চন্দ্রমাহাঃ ।”

দেবতা হইতে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ উদ্ভিদ, সমস্ত প্রাণীই প্রাণহুত্রে মালার মত তাহাতে গ্রথিত আছে। প্রাণই সেই হুত্র, সেই হুত্ররূপ প্রাণে লক্ষ্য না থাকায়, জীবও সেই প্রাণকে ধরিতে পারে না। জগৎ দৃষ্টির রোধ না হইলে আত্মার স্বপ্রকাশ ভাব অসম্ভব করা যায় না। তাই হে সাধক! তোমার সদা জাগ্রত দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। আত্মায় লক্ষ্য না থাকিলেই বাহিরের বস্তুতে লক্ষ্য পড়িবে। বাহিরে বস্তুতে লক্ষ্য পড়িলেই মন তাহাতে বাধা পড়িবে। তাই জগৎ-দৃষ্টি রোধ কর। মন দিয়া ক্রিয়া করিলেই সাধকের আত্মলক্ষ্যে স্থিতি হয়, তখন আর এই সংসার-চক্ররূপ তাঁর ঘোর মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। শুদ্ধগদে মত প্রাপণে সাধনাভ্যাস কর। আর এ যাবৎ করিতেছই বা কি ?

যথাকালস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্ ।

তথা সর্বানি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধায় ॥ ৬

কেবল ক্ষিপ্ত ও অস্থির মত হই হাত দিয়া নয়ক দাঁড়িতেছ ॥ এখনও প্রবৃত্ত হইয়া সাধন কর, তখন শুষ্ক রূপায় এমন একটি অবস্থার সন্ধান পাইবে, যে অবস্থায় স্থিত হইলে, বাহিরের লোক দেখিবে তুমি সংসারীর সাদৃশ্য সংসার করিতেছ বটে, সংসারের সব বন্ধন তোমার সহিত জড়িত হইয়া আছে বটে—কিন্তু তোমার মন আত্মস্থ থাকিয়া নিরঙ্কর হইয়া গিয়াছে । এইরূপ অবস্থায় সাধক সকলের মধ্যে থাকিয়াও সকলের নিক্তি অসংযুক্ত হইয়া থাকেন, ইহাই ব্রহ্মবস্থা ।

এই ব্রহ্মবস্থা কিরূপে প্রাপ্তি হইতে পারে ? বাহ্য কিছু সমস্তই ভগবৎরূপ—‘ঈশবাস্ত-মিদং সৰ্ব্বং’—বাবতীয় বস্তুই ব্রহ্মরূপ, কিন্তু অজ্ঞানীর নিকট উহা বিভিন্ন বস্তুরূপে ভাসিতে থাকে । বহু জীবেরই জগৎ দৃষ্টি হয়, ব্রহ্ম দৃষ্টি হয় না । এই জ্ঞত সাধকের চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে ব্রহ্মদৃষ্টি হয় এবং জগৎদৃষ্টি না থাকে । কিন্তু মন আত্মাতে না রাখিলে পে অল্প বস্তু দেখিবেই । অল্প বস্তু দেখিলেই ব্রহ্মদর্শন হইবে না । এরূপ হয় কেন ? তাহার কারণ মন স্বভাবতঃই চঞ্চল, স্তব্ধতা অল্পদিকে দৃষ্টি তাহার থাকিবেই এবং তাহার নিকট তখন বহু দৃশ্য পদার্থ থাকিবেই । যদি সেই সাধক সাধন দ্বারা মনের চাক্ষু্য দূর করিয়া বিয় হইতে পারেন, তবে তাহার অল্প দৃষ্টি না থাকায় তখন তাহার নিকট এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন বস্তুই অস্তিত্ব থাকিবে না । মন চঞ্চল হইয়া বোধও চঞ্চল হইয়া যায়, সেইজন্য একটি বস্তুকেই বহু বস্তু বলিয়া বোধ হয় । কিন্তু ক্ষতিতে বহু পদার্থের নিবেদ দেখা বাইতেছে, অতএব বহু পদার্থ সত্য নহে । সত্য কেবল সেই এক পরমাত্মা । সেই একই দর্শন হয় বরন মনের চাক্ষু্য থাকে না, অতএব মনে বিক্ষোভ রোধ করাই সর্বপ্রধান সাধনা ॥ ৫

অন্থর । যথা (যেমন) নিত্যং (সদা) আকাশস্থিতঃ (আকাশে অবস্থিত) মহান্ বায়ুঃ (মহাবায়ু) সর্বত্রগতঃ (সর্বত্রগামী) তথা (সেইরূপ) সর্বানি ভূতানি (সমুদায় ভূত) মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত) ইতি (ইহা) উপধায় (জানিও) ॥ ৬

শ্রীমদ্ভগবতঃ । অসংশ্লিষ্টরোপাধারাদেহভাবঃ দৃষ্টান্তেনাহ—যথার্থি । অবকাশং বিনা-হবস্থানাত্মপত্তেনিত্যমাকাশস্থিতো বায়ুঃ সর্বত্রগোহপি মহানপি নাকাশেন সংশ্লিষ্টতে । নিরবয়বং মৎস্থানীতি মন্তি স্থিতানীতি জানীহি ॥ ৬

ব্রহ্মসুখান্দ । [অসংশ্লিষ্ট পদার্থত্বের আধার-আধেয় ভাব দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিতেছেন—] অবকাশ বিনা অবস্থান অসম্ভব । সর্বত্রগ ও মহান বায়ু নিত্য আকাশস্থিত হইলেও আকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট হয় না । নিরবয়ব হেতু সংশ্লিষ্ট অসম্ভব, সেইরূপ সর্বভূত অসংশ্লিষ্টভাবে আকাশ স্বরূপ আমাতে অবস্থিত জানিবে ॥ ৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । বায়ুর জ্ঞায় সর্বব্যাপক ও সর্বভূতে আছি ।—বায়ু আকাশে সর্বত্র বহমান হইলেও অসীম আকাশকে যেমন লিপ্ত করিতে পারে না, তরুণ ভূতসমূহ আত্মাতেই সঞ্চার করিতেছে, তথাপি আত্মা সে সমুদায় লিপ্ত । এরূপ কেন হয় ?

তাহার কারণ, যদিও আমি সর্বত্র আছি, কিন্তু চাক্ষু্য হেতু জীব আমাকে লক্ষ্য করিতে পারে না । তাই আমাতে থাকিয়াও তাহার থাকি হয় না । আকাশ ব্যতীত বায়ু সঞ্চার করিতে পারে না, কিন্তু নিরবয়ব হেতু বায়ু-আকাশরূপ আত্মায় থাকিয়াও তাহার সহিত মিলিত হইতে পারে না । বায়ু যেমন সর্বত্র বিস্তারিত, অনন্ত জীবাত্মা সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিত্য অবস্থিত ; আকাশে বায়ু থাকিয়াও যেমন আকাশে মিলিতে পারে না, তরুণ দেহাদি আত্মার সহিত যুক্ত হইয়াও আত্মার সহিত মিলিতে পারে না । বায়ু আকাশের মধ্যে সর্বত্রগামী হইয়াও যেমন পৃথকভাবে থাকে, তাহার সহিত মিলিতে পারে না, তরুণ এই ভূতনিচয় নিশিষ্ট আত্মাচৈতন্যে অবস্থিত থাকিয়া সেই চৈতন্যের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না ।

তুরীয় ব্রহ্মই নিগুণ ব্রহ্ম, তিনি শাস্ত, তিনি আপনাকে আপনি স্তব্ধ ও মগ্ন, তাহাতে তখন কোজ বিষয়েরই স্মরণ বা সৃষ্টি নাই । যদিও তাহার প্রকৃতি তাঁহাতে স্বতঃ বিস্তারিত, তথাপি তুরীয়াবস্থাতে তিনি ব্রহ্মলীনা হইয়া থাকেন, তাহার কোন কার্য দেখিতে পাওয়া যায় না । আবার এই নিঃসঙ্গ ব্রহ্ম তখন মায়ায় অঙ্গীকার করেন, তখন তিনি সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বরী হন । তখনই তাঁহার মধ্যে সৃষ্টি ইচ্ছার উদয় হয় । তখন “স ঐক্যত একোহহম্ বহু-জ্ঞান”—সেই ঐক্য হইতে ব্রহ্মজ্ঞি প্রাণ স্পন্দিত হইয়া উঠে—তখন যে প্রকৃতি তাঁহার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হইয়া এক হইয়াছিল, তাহা যেন একই তাঁহা হইতে পৃথক হইয়া যায় । ইহাই শিবশক্তিরূপে প্রকাশভাব, ইহাই সেই সর্ববস্তুর পূর্বপ্রকৃতিরূপে পরিণাম । দেখে অসংখ্য পরিণাম ও অসংখ্য জীব । কিন্তু মূলতঃ এই অসংখ্যই সেই একেরই পরিণাম মাত্র । জ্ঞানদৃষ্টিতে সেই এককে অনুভব করিলেই বহুত্বের বিকাশ রুদ্ধ হইয়া যায়, তখন যে এক ছিল সেই একই রহিয়া যায় । এই জ্ঞত মধ্যবস্থায় যে অসংখ্য পরিণাম ও অসংখ্য জীবের উৎপত্তি তাহাকে জ্ঞানীরা মায়া বলিয়াছেন ।

অত্মায়ারী স্বজতে বিশ্বমেতৎ

তদ্বিশ্বাত্মো মায়ায়া সসিকৃৎ ॥ শ্বেতাশ্বতর উঃ, ৪।৯

মায়াস্ব প্রকৃতিং বিভ্রাম্যয়িনস্ত মহেশ্বরম্ ।

তদ্বাবয়বভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সৰ্বমিদং জগৎ ॥ ঐ ৪।১০

যো যোনিং যোনিমধিষ্ঠিত্যেকো যদ্বিশ্বমিদং স চ বি চৈতি সৰ্বম্ ।

তমীশানং বরদং দেবমীভ্যং নিচাযোমাং শাস্তিমাত্তমমতি ॥ ঐ ৪।১১

মায়াধীশ্বর পরমেশ্বর এই বিশ্বকে অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অল্প অর্থাৎ জীব সেই বিশ্বতেই মায়া দ্বারা বদ্ধ হইয়া আছে ।

মায়ায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ায়াকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে, তাহারই অঙ্গভূত বস্তুসমূহের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে ।

যে অদ্বিতীয় দেবতা প্রত্যেক কারণের অধিষ্ঠাতা, ইহাতে এই সমস্ত জগৎ এবং প্রতিগমন করে, সেই নিরাকার, বরদ ও পূজ্য দেবতাকে দর্শন করিয়া সাধক নিত্য শাস্তি লাভ করেন ।

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।

কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭

এই শিবশক্তি-মিলিত ঈশ্বর ভাবের নিকটই ভীত ও ব্যাকুলিত জীব পরিভ্রাণের জন্ত ব্যাকুল ভাবে প্রাণনা করে।

“অজ্ঞাত ইত্যেবং কশ্চিদভীকঃ প্রপত্ততে।

কদ্দ যন্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং ॥” শ্বেতাশ্বতর উঃ, ৪।২১

হে কদ্দ, তুমি জন্মমরণাদি ছঃখ রহিত, তাই জন্মামরণশীল জীব কাতর হইয়া তোমারই শরণ গ্রহণ করে। অতএব কৃপা করিয়া তোমার অনুকূল দক্ষিণ মুখ দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ৬

অনুব্রত। কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়) কল্পক্ষয়ে (প্রলয় কালে) সর্বভূতানি (ভূত সমূহ) মামিকাম্ (মদীয়) প্রকৃতিং যান্তি (প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয় বা প্রকৃতিতে বিলীন হয়); পুনঃ (পুনরায়) কল্পাদৌ (কল্পের আদিতে বা সৃষ্টিকালে) অহং (আমি) তানি (তাহা-দিগকে) বিসৃজামি (সৃষ্টি করিয়া থাকি) ॥ ৭

শ্রীশঙ্কর। তদেবমঙ্গদৈব বোগমায়য়া স্থিতিহেতুত্বম্। তয়ৈব সৃষ্টিপ্রলয়হেতুত্বং চাহ—সর্কেতি। কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে সর্বাণি ভূতানি মদীয় প্রকৃতিং যান্তি। ত্রিগুণাশ্রিকায়ঃ মায়য়াঃ লীযন্তে। পুনঃ কল্পাদৌ সৃষ্টিকালে তানি বিসৃজামি বিশেষণে সৃজামি ॥ ৭

অনুব্রতানুবাদ। [অসঙ্গ ভগবানের বোগমায়ার দ্বারাই যে সংসার স্থিতি হইয়া থাকে তাহা বলিয়াছেন, তাহাই আবার সৃষ্টি ও প্রলয়ের হেতু—তাহাই বলিতেছেন—] প্রলয়কালে ভূতগণ মদীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ত্রিগুণাশ্রিকা মায়াতে লীন হয়। পুনরায় সৃষ্টিকালে সেই সমস্ত ভূতকে আমি বিশেষ ভাবে সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। সকল ভূত অষ্টপ্রকৃতিতে যায়—কোন কর্ম সম্পন্ন হইলেই পুনর্ব্যার অস্ত্র কর্মে প্রবৃত্ত হয়।—ভগবৎ প্রকৃতি হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, জগৎ বিনষ্ট হইলে সৃষ্টপদার্থ সমূহ মূলকারণরূপা প্রকৃতির মধ্যে লীন হয়। যখন জগদাদি বস্তু সৃষ্টি ও লয় রহিয়াছে, তখন তাহাকে একেবারে অসৎ কি করিয়া বলা যায়? জগদাদি সৃষ্টি ও লয়ের কারণ মায়া। মায়া হইতেই এই জগৎ পুনঃপুনঃ সৃষ্টি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। এই মায়া অনির্কটনীয়, ইহাকে সৎও বলা যায় না অসৎও বলা যায় না। ঘট মুক্তিকা হইতে জাত, এবং তাহা মুক্তিকাতাই লীন হয়, তজ্জপ এই জগৎ ঐ অনির্কটনীয় মায়া হইতেই উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই লয় হইতেছে। মায়াই যদি জগৎ-উৎপত্তির হেতু হয়, তবে ভগবানকে আবার হেতু বলা হয় কেন? হাঁ মায়াই হেতু বটে, মায়া নিমিত্ত কারণ। মায়া নিমিত্ত না হইলে জগৎরূপ পরিণাম হইতে পারিত না। জগৎরূপা যে বিকৃতি তাহার উপাদান হেতু মায়া। কিন্তু মায়া স্বয়ং সত্য নহে, এইজন্য তাহার পরিণাম ঐই জগদাদি ভাবও অসত্য। কিন্তু যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই মাত্রিক পরিণাম হয়, সেই

মূল কারণটি চিরদিনই সত্য, সেই সত্য বস্তুটাই জগতের বিবর্ত কারণ। ব্রহ্মভূতে সর্বভ্রম হয়—এই সর্ববোধ ভ্রমজ্ঞান সূত্রায় মিথ্যা, কিন্তু যে ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া এই সর্বজ্ঞান হয়, সেই ব্রহ্ম সত্য,—ব্রহ্ম যেন বিবর্তিত সর্বরূপতা প্রাপ্ত হইল। তবে ভগবানকেই সমস্তের কারণ বলে কেন? কারণ এই মায়াও ভগবানের শক্তি এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন। যদি তাঁহা হইতে মায়া ভিন্ন হইত, তবে তাহা জগতের নিমিত্তকারণও সত্য হইত। তাহা হইলে ব্রহ্ম ব্যতীত এই প্রকৃতিও পরম সত্য রূপে গণ্য হইত। কিন্তু স্রুতি বলিতেছেন ‘নেহ নানান্তি কিঞ্চন’—নানান্ত নাই, সূত্রায় নিমিত্ত কারণও তাঁহা হইতে অভিন্ন। যেমন সমুদ্রের জলই তরঙ্গরূপে বা স্বর্ণই কুণ্ডলরূপে বিবর্তিত হয়, সমুদ্র হইতে তরঙ্গ পৃথক নয়, এবং স্বর্ণ হইতে কুণ্ডল বলিয়া কোন পৃথক বস্তু নাই, তজ্জপ ব্রহ্ম হইতে মায়া পৃথক কোন বস্তু নহে। যদি তাহা প্রতীত হইয়া থাকেই তবে সেই ব্রহ্মই তজ্জপে প্রতীত হইতেছেন, অস্ত্র কেহ নহে। শ্রীমাতাপনৌ উপনিষদে আছে—

“জাগ্রৎস্বপ্নস্থপ্তাদি প্রপঞ্চঃ যৎ প্রকাশতে।

তৎ ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ॥”

জাগ্রত, স্বপ্ন, স্থপ্তির মধ্য দিয়া যে প্রপঞ্চ প্রকাশিত হইতেছে, তাহাও সেই ব্রহ্মরূপ আমি, ইহা জানিলেই সর্ববন্ধ হইতে মুক্তি লাভ হয়।

প্রকৃতি অর্থাৎ ‘কিতাপ্তোজমকংবোম’, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকৃতি; দেহান্তের পরও জীব এই অষ্ট প্রকৃতি ছাড়া হইয়া থাকে না। ঐ অষ্ট প্রকৃতি সমূহকে দেহীর অনুগমন করিয়া পুনরায় জীবরূপে উৎপন্ন হয়। জীবাবস্থায় শত শত কল্পনা করিতেছে, কল্পনারূপ কর্ম সম্পন্ন হইয়া গেলে আবার অস্ত্র কর্মে প্রবৃত্ত হইতেছে। কল্পনা পরিত্যাগের সময় হইলে জীবের মৃত্যু, ইহা সাময়িক। আবার জীবের অদৃষ্টবশতঃ ভোগের সময় উদয় হইলে কল্পনারূপা জীবের জন্ম হইতেছে। এইরূপ জীবের বারবার জন্ম ও বারবার মৃত্যু হইতেছে। ক্রিয়ার পরাবস্থাতেও এইরূপ জীবের কল্পনা নিবৃত্ত হয়, ইহাই কল্পক্ষয়। কিন্তু ক্রিয়ার পরাবস্থায় পূর্ণ স্থিতি না হওয়ায় জীব অবশ হইয়া সেই অবস্থা হইতে অবতরণ করে, তখন আবার তাহার সংসারপ্রবৃত্তির উদয় হয়—ইহাই ‘কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্’, ইহাই ভগবানের প্রকৃতির খেলা, এবং সেই প্রকৃতির বশে সমস্ত জীব। যেহেতু তত্ত্বাতীত ক্রিয়ার পর-অবস্থায় কিছুই থাকে না, কিন্তু এই যে জীবতাব এবং তাহার জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্থপ্তি এই তিনটি অবস্থাই প্রপঞ্চ। জীব পঞ্চতত্ত্বে থাকিয়া দেহাদিতে অভিমান করিতেছে, কিন্তু তত্ত্বাতীত অবস্থায় প্রপঞ্চ নাই, তাহাই ব্রহ্মরূপ, এবং উহা হইতে এই প্রপঞ্চ প্রকাশিত হইতেছে। ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পর-অবস্থায় সেই নির্মল ব্রহ্মের জ্ঞান হয় তখন ব্রহ্মই আমি এইরূপ জ্ঞান হইয়া সর্ববন্ধন-বিমুক্ত হয়। কারণ ব্রহ্মেতে লীন হইলে অস্ত্র বস্তুই থাকে না। বস্তু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মন বদ্ধ হয়, যখন কোন বস্তুই থাকে না, সমস্ত ব্রহ্ম হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে বন্ধন করিবে? চিত্ত অন্তমনস্ক হইলেই মায়ায় মুগ্ধ হয়, সেইজন্য ক্রিয়া বেশী করিয়া করিতে হয়, করিলে নেশা হয়, তখন আর চিত্ত সন্ত বস্তুতে যায় না, সূত্রায় আর কল্প বা কল্পনা সৃষ্টি হয় না। এইরূপে চিত্ত যখন চিত্ততেই থাকে অস্ত্র কোথাও যায় না, তখন উহা

প্রকৃতিঃ স্বামবষ্টভ্য বিসৃজ্যামি পুনঃপুনঃ

ভূতগ্রামমিমাং কুৎসনমবশং প্রকৃতের্বশাং ॥ ৮

“চিন্মাত্র” হইয়া যায়। এই চিন্মাত্ররূপই ভগবদ্রূপ, ইহাই ক্রিয়ার পর-অবস্থা। ইহাকেই চিত্তে চিত্ত রাখা বা মনে মন রাখা বলে। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় চিত্তে চিত্ত মিলিয়া যায়, ঐ অবস্থায় বিনি থাকেন তিনিই সদাশিব। তখন ভিতরে ভিতরে স্থান চলে ও ক্রর মধ্যে দৃষ্টি থাকে, প্রাণ ও অপান সমানরূপে অবস্থিতি করে, বায়ু নাদিকার মধ্যে চরণ করে। ইহাই নিষ্কল অবস্থা। ক্রিয়া করিতে করিতে এ অবস্থা আপনা আপনি হয়। সদা চিত্তরূপ কুটুবে থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মোত্তে থাকে এবং ব্রহ্মে থাকায় ব্রহ্ম হইয়া যায়। সব ব্রহ্ম হইলে ব্রহ্ম অধিতীয় হইলেন। ইহা জ্ঞানার নাম কৈবল্য। সর্বদা ক্রিয়া করিলে কৈবল্য পদ লাভ হয়। কৈবল্য পদ বাহার লাভ হয় তাহার পক্ষে আর সৃষ্টি বা লয় নাই। এই অবস্থাপন্ন সাধকই জীবনুরু পুরুষ ॥ ৭

অবস্থা। স্বাং (স্বীয়) প্রকৃতিঃ (প্রকৃতিকে) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করিয়া বা বশীভূত করিয়া) প্রকৃতেঃ বশাং (প্রকৃতির বা স্বভাবের বশে) অবশং (কর্মাদি পরবশ) ইমং (এই) কুৎসং (সমুদয়) ভূতগ্রামঃ (ভূতসমূহ) পুনঃপুনঃ (বারবার) বিসৃজ্যামি (সৃষ্টি করিয়া থাকি) ॥ ৮

শ্রীভগবান্। নবনস্কো নিবিকারশ্চ যঃ কথংস্বভবীত্যপেক্ষ্যাবাহ—প্রকৃতিমিতি। স্বাং স্বীয় স্বাধীনঃ প্রকৃতিমবষ্টভ্যার্থিষ্ঠায়। প্রলয়ে নীনঃ সন্তঃ চতুর্বিধমিদং সর্বং ভূতগ্রামং কর্মাদি-পরবশং পুনঃপুনঃবিবিধং সৃজ্যামি। বিশেষণ সৃজ্যামীতি বা। কথং? প্রকৃতের্বশাং প্রাচীনকর্ম-নিমিত্ততত্ত্বংস্বভাববশাং ॥ ৮

অবস্থানুবাদ। [আচ্ছা, তুমি ভো অসঙ্গ ও নিবিকার, তবে তুমি কিরূপে সৃষ্টি কর? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—] আমি স্বীয় অধীন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া প্রলয়ে নীন চতুর্বিধ (ভয়ায়ুজ, অণুজ, বেদজ, উদ্ভিজ্জ) এই সমুদয় কর্মাদিপরবশ ভূতগ্রামকে পুনঃপুনঃ সৃজন করি। কেন? ঐ সমস্ত ভূতগ্রাম প্রাক্তন কর্ম নিমিত্ত তত্ত্বং স্বভাব বশে অবশ ॥ ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। ঐ প্রকৃতিতে আটকে থেকে—বারবার অর্থাৎ ইচ্ছা করে—তত্ত্বজ্ঞা বারবার জন্ম মৃত্যু হয়—তবে পঞ্চভূতের যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় সেই ভূতেরা সেই ইন্দ্রিয়ের বশ—ইন্দ্রিয় সকলকে—প্রকৃতি অর্থাৎ শরীরের মধ্যে থেকে শরীর যাহা নিজে অবশ তাহাকে বশে রাখা সুকঠিন—সুতরাং ইন্দ্রিয় সকল সেই ঘরের তাহারও বশে থাকে না—কিন্তু ক্রিয়া করিলে থাকে।—ভগবান নিলিপ্ত ও নির্বিকার হইয়া কেন জগৎ রচনা করেন, ইহাতে তাহার প্রয়োজন কি, এই সকল সন্দেহ মনে আসা অসম্ভব নহে। তাই ভগবান অর্জুনের সংশয় মিটাইবার জন্ত বলিতেছেন—দেখ, প্রলয়-কালে ভূতসমুদয় প্রকৃতিতে বিলীন থাকে। সেই প্রকৃতির অধীশ্বর আমি, আমার বদিও ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই নাই, কারণ স্বয়ংপূর্ণ আমি, আমার কোন অভাব থাকিতে পারে না, সুতরাং অভাব পূরণার্থ জগৎ রচনার কোন হেতু নাই। আমি চিরযুগন্ত্যতাব, আমার বন্ধনও থাকিতে পারে না যে যুক্তির জন্ত জন্মগ্রহণ করিব। তবে কেন সৃষ্টি হয়? ইহাই প্রশ্ন। আমার যে প্রকৃতির কথা বলিয়াছি, সেই প্রকৃতি আমার মায়া, তাহার ভিতর অনেক অবতন

বতন হইতে থাকে, কিন্তু আমি তাহার প্রভু, আমিই তাহার আশ্রয় সুতরাং তন্মধ্যে যে খেলা হয় তাহা আমার শক্তিতেই হয়; এইজন্য মনে হয় যেন আমিই সেই সকল করিয়া থাকি অথচ আমার প্রয়োজনের অভাবে আমি সে সমুদয় খেলা হইতে সদা নিঃসঙ্গ। ঐ সকল প্রকৃতির মধ্যে খেলা মিথ্যা হইলেও তাহা সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়, তাহার কারণ যে মায়া মিথ্যা হইলেও সত্যরূপ আমাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এইজন্যই তাহাকে কেহ অসত্য মনে করিতে পারে না। এই মায়াদর্পণে যে আমার প্রতিবিম্বপাত হয় তাহা স্বরূপতঃ অসত্য হইলেও সত্যবৎ ভাসে। এই প্রতিবিম্বকে লইয়াই মায়ায় খেলা। তাহাতে কতবার সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়। প্রতিবিম্ব হইলেও উহা সেই চৈতন্তের প্রতিবিম্ব—সেই চৈতন্যময় প্রতিবিম্বগুলি বহু সাজে খেলা করে; এ খেলার যেন অন্ত নাই, কবে আরম্ভ হইয়াছে তাহাও কেহ বলিতে পারে না। কারণ এই প্রকৃতি অনির্কটনীয় সদসদ্রূপা ও অনাদি। এই প্রকৃতি যখন আবার পুরুষের বন্ধে ঘুমাইয়া পড়ে তখনই জগতের প্রলয়। কিন্তু প্রকৃতি আবার জাগে। এই প্রকৃতির জাগরণের সহিত তাহার ক্রীড়নকগুলি জাগিয়া উঠে। পূর্ব পূর্ব কর্ম জন্ত এই সকল ভূতের যে স্বভাব সৃষ্টি হয়, সেই স্বভাবের বশে তাহার অবশ হইয়া খেলিতে আসে। তাহার পূর্ব পূর্ব কর্মসমূহকারী কর্মে আবদ্ধ হইয়া তত্ত্বরূপে সৃষ্টি হইয়া থাকে, সুতরাং এই প্রকারের সৃষ্টিও যেরূপ মায়ায় বা মিথ্যা, আমার সৃষ্টিকল্প বা রচনাও তদ্রূপ মায়ায় বা মিথ্যা। আমি এই সকল ব্যাপারে সাক্ষীমাত্র, আমার অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতিতে এইরূপ সৃষ্টির বিকাশ হয়। স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষকে আশ্রয় করিয়া যেমন স্বপ্ন উৎপন্ন হয়, আমাকে আশ্রয় করিয়া তদ্রূপ মায়াতে সৃষ্টি পরিকল্পিত হয়। স্বপ্নাবস্থা যেমন দ্রষ্টা পুরুষের মিথ্যা কল্পনা, তদ্রূপ জগদাদি রচনা দ্রষ্টা পুরুষের মায়াকল্পিত মাত্র।

ভূতগ্রাম মায়াতে বশীভূত করিতে পারে না, ঐ মায়াই জীবের ইচ্ছা বা কল্পনা, উহারই বশে প্রকৃতির মধ্যে জীব আটকাইয়া থাকে এবং তাহার কলে বারবার জন্মমৃত্যুর অভিনয় হয়। পঞ্চেন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক, ইহারা পঞ্চভূত ক্ষিতি অগ্নি ভেজ মরুৎ ঘোমেয়ই বশীভূত, সুতরাং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাদি দ্রষ্টার দৃষ্টি হইয়া অবিরত ঘুরপাক খাইতেছে। প্রকৃতি—এই শরীর স্বং অবশ, পঞ্চভূতের খেলাঘর, পঞ্চ ইন্দ্রিয়গণও সেই খেলাঘরে গবাক ও ঘাসরূপ। পঞ্চভূতের চাকল্যে শরীর চঞ্চল, শরীরের চাকল্যে ইন্দ্রিয়েরা চঞ্চল, ইন্দ্রিয়ের চাকল্যে মন চঞ্চল হইয়া $৫ \times ৫ = ২৫$ তত্ত্বের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ব্যাকুল হইতেছে। *

* পরিত্রাভক এই তব্ধি তাহার নিয়ন্ত্রিত সঙ্গীতে দেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

মন করিসনে গওগোল—

ওরে, পাঁচ হওরা পাঁচ ছাওয়া ঘরে

পাঁচভূতে ভুলেছে রোল;

যদি পাঁচে পাঁচে পটিলের মাছুষ

দেখি তবে ঘরার খোল।

ছেড়ে বুটী নাটী মরলা মাটি মনটা খাঁটি করে তোল;

দেখ পাঁচপথে এক রঙ্গের মাছুষ কবুতেছে লীলা কেবল।

ওরে কালো থলো বত বল পুরুষ মেয়ে সেই সকল;

যেমন নানা বুলি-বাখার ঢুলী বাজে কিন্তু একই ঢোল ॥

ন চ মাং তানি কৰ্ম্মানি নিবৰ্ত্তন্তি ধনঞ্জয় ।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কৰ্ম্মসু ॥ ৯

কিন্তু এই ভূতগ্রাম, ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই ইন্দ্রজালের দৃষ্টের মত অদ্রুত অথচ মিথ্যা। যে মন দিয়া প্রতিদিন সাধনাত্যাস করে তাহার সমস্ত প্রপঞ্চের মূল যে প্রাণ সেই প্রাণ স্থির হয়। প্রাণের স্থিরতার সহিত মন ও তৎসং ইন্দ্রিয়েরা স্থির হইয়া সেই দেবদেব পরমাশ্রয় আরতি করিতে থাকে। তখন একের মধ্যে বহুত্বের পরিসমাপ্তি হয়—আর এই ইন্দ্রজালরূপ বিশ্বখেলার অবসান হয়। সেই একই দেবতা, স্ত্রী, পুরুষ, পুত্র, পক্ষী, কীট, স্বাবের জগদাদিরূপে প্রকাশিত হইতেছেন—এ খেলায় বহুত্বের খেলা আছে বটে কিন্তু অভিনেতা বহু নহে ॥ ৮

অনুব্রত । ধনঞ্জয় । (হে ধনঞ্জয়) তেহু কৰ্ম্মসু (সেই সকল কৰ্ম্মে) অসক্তং (অনাগত) চ উদাসীনবৎ (ও উদাসীনের ভাৱ) আদীনঃ (আদীন বা অবস্থিত) মাং (আমাকে) তানি কৰ্ম্মানি (সেই সকল কৰ্ম্ম) ন নিবৰ্ত্তন্তি (বন্ধন করিতে পারে না) ॥ ৯

শ্রীভগবান্ । নহং নানাবিধানি কৰ্ম্মানি কুর্ন্ততন্ত্ব জীববন্ধনঃ কথং ন শ্রাদ্ধিতি ? অত আহ—ন চ মাং তানি কৰ্ম্মানি নিবৰ্ত্তন্তি । কৰ্ম্মশক্তির্হি বন্ধহেতুঃ । না চাপ্তকামদ্বন্দ্বম নাস্তি । অত উদাসীনবদুদাসীনমসক্তং হিতমিত্যুক্তম্ ॥ ৯

বঙ্গানুবাদ । [আজ্ঞা, তুমি তো নানাবিধ কৰ্ম্ম করিয়া থাক, তবে জীববৎ তোমার বন্ধন হয় না কেন ? তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন—] হে ধনঞ্জয়, সেই সকল বিশ্বস্থ্যাদি কৰ্ম্ম আমাকে বন্ধন করিতে পারে না। কৰ্ম্মশক্তিই বন্ধহেতু। আমি অাপ্তকাম, সেইজন্য কৰ্ম্মাসক্তি আমার নাই। অতএব উদাসীনবৎ থাকি বলিয়া আমার কৰ্ম্মবন্ধন হয় না। উদাসীনের পক্ষে কৰ্ত্তব্য অনুপপন্ন। কৰ্ত্তব্য থাকায় উদাসীনত্বের অনুপপত্তি অর্থাৎ অভাব হয়, সেইজন্য “উদাসীনবৎ” অবস্থিত বলিলেন ॥ ৯

অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । প্রকৃতির ও ইন্দ্রিয়ের বশেব দ্বারা সমুদয় কৰ্ম্ম হইতেছে—কিন্তু আমি সে সকল কৰ্ম্ম হইতে পৃথক্—সে সকল কৰ্ম্ম আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না—কারণ আমি আপনার আত্মাতেই আছি মাথার উপর চ'ড়ে বসে—অথবা চ'ড়ে বসার মতন অত্মদিকে দৃষ্টি না থাকায় অত্ম বস্তুরে আসক্তি নেই—আমি আত্মাতেই রহিয়াছি তন্নিমিত্তে আত্মাতে আসক্ত। —মায়া যখন তোমারই এবং তাহাতে যখন কিছু কৰ্ম্ম হইবেই তাহাতে অত্মাত্ম জীবের মত তোমার বন্ধন হইবে না কেন ? তাই ভগবান বলিতেছেন—দেখ ধনঞ্জয়, কৰ্ম্মবন্ধনের হেতু কি জ্ঞান ? আসক্তি ও কৰ্ত্তব্যের অভিমানেই কৰ্ম্মবন্ধনের হেতু। আমি উদাসীন বলিয়া আমি কোন কিছুর কর্ত্তা হইতে পারি না, স্তব্ধতা কৰ্ত্তব্যভিমানরূপ বিকার আমাতে থাকা সম্ভব নহে। অসক্ত বলিয়া কৰ্ম্মের ভালমন্দ ফলের প্রতি আমার আসক্তিও থাকিতে পারে না। স্তব্ধতা মায়াযুক্ত হইলেও মায়ায় কার্য্য আমি আবদ্ধ নহি। কৰ্ম্মশক্তির

অভাবই অবন্ধের হেতু, নচেৎ অভিনিবেশযুক্ত মূঢ় ব্যক্তিকে কোশকারের দ্বায় কৰ্ম্ম আবদ্ধ করিয়াই রাখে। আমি পৰ্জ্জন্তের দ্বায়। সমভাবে পৰ্জ্জন্ত যেমন বৃক্ষাদির উপর বারি বর্ষণ করে, কিন্তু বীজের প্রকৃতি অনুসারে মিষ্ট বা কটু ফল হইয়া থাকে—উহার মত পৰ্জ্জন্ত দায়ী নহে, ভগবান সেইরূপ জীবের স্বভাবের উৎপাদক নহেন, স্বভাব জীবের নিজ নিজ কৰ্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে। জীবের কৰ্ম্মকলোৎপত্তির মত তাঁহার প্রভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; বীজের মধ্যে যে শক্তিই থাকুক, পৰ্জ্জন্তের বর্ষণ ব্যতীত কোন বীজই অদ্ব্যবহিত হইতে পারে না, তদ্রূপ তাঁহার অধিষ্ঠান ব্যতীত মায়া একা কিছু করিতে পারে না। কিন্তু তিনি উদাসীনবৎ সাক্ষীরূপ, এজন্য মায়ায় কার্য্য দ্বারা তিনি বদ্ধ হন না। তবে একথা এখানে মনে হইলেও হইতে পারে যে ঐরূপ উদাসীন ভগবানকে ভজন করিয়া জীবের কি লাভ হয় ? লাভ হয়। যেমন অগ্নির নিকটে বাইলে অগ্নির ইচ্ছা না থাকিলেও অগ্নির স্বতঃস্ফূর্তিত তেজ অগ্নিসেবীর শৈত্য নিবারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভগবত্পাদনায় উপাসকের কল্যাণলাভ হইবেই। যেমন তটস্থ ব্যক্তি প্রার্থনা না করিলেও সমুদ্রবায়ু তাহার তাপ নিবারণ করে, তদ্রূপ ভগবানে স্থিত তাঁহার স্বাভাবিক তাপপ্রশমিনীশক্তি তাঁহার তত্ত্ব দেবকের ত্রিষ্টাপজালা নিবারণ করিতে পারে। এজন্য সাধকেরও ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না, ভগবানেরও স্কন্ধ করিবার প্রয়োজন হয় না। এইরূপ নির্বিকার ভগবানও ভক্তোপাসকের কল্যাণ করিতে পারেন।

জগতের বত কিছু কৰ্ম্ম সমস্তই প্রকৃতিবশে ইন্দ্রিয়দ্বারে হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মাকে সে সমস্ত কৰ্ম্মে লিপ্ত করিতে পারে না। আকাংক্ষা নিরব আত্মাকে কিছুতে কেহ লিপ্ত করিতে পারে না। তিনি তাহা হইতে সৰ্ব্বদাই পৃথক। ইহা বুঝা যায় যখন অভ্যাস প্রভাবে যোগীর প্রাণ উর্দ্ধে (সহস্রারে) স্থিতিলাভ করে। বাহ্যদ্বার থাকে না, স্তব্ধতা অত্মদিকে দৃষ্টি বা আসক্তি থাকে না। কৰ্ম্ম করিলেও তাই যোগীকে তখন বদ্ধ হইতে হয় না। ইহাই প্রাণে প্রাণে মিলন। বাহ্যদ্বার চঞ্চলপ্রাণ, তাহা যখন স্থিরদ্বার অব্যাক্তে মিলিয়া যায় তখন উভয়ে এক হইয়া যায়। এইরূপ এক হইয়া গেলে আর জগৎদৃষ্টি থাকিতে পারে না। কিছু না থাকিলে আর আসক্তি হইবে কোথায় ? যে প্রাণ চঞ্চল হইয়া জগৎ স্থিতি করিয়াছিল, সেই চাক্ষুশ্যের অভাব ঘটিলে যোগীর নিকট জগৎ ব্যাপারের আর অস্তিত্ব থাকে না। কৰ্ত্তব্য, ভোক্তব্য না থাকিলে জগৎ থাকিয়াও নাই। ইহাই গুণাতীত ভাব। এই অবস্থায় থাকিলে গুণকৰ্ম্ম যোগীকে স্পর্শ করিতে পারে না। যদি স্পর্শ করিতে না পাবে তবে আর তাঁহাকে বদ্ধ করিবে কি করিয়া ?

আত্মা অব্যক্তমানসগোচর, স্তব্ধতা অব্যক্ত। দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি সমন্বিত ভাবই ব্যক্ত-বস্থা। সমুদ্রের অগ্নীম জলরাশি হইতে যেমন বৃদ্ধি উঠে, সেইরূপ অগ্নীম ব্যক্তাবস্থায় মধ্য হইতেই ব্যক্তাবস্থা বারম্বার উৎপন্ন হইতেছে। বৃদ্ধিবাদ্যকারে যে পরিণাম সেই ব্যক্তাবস্থাটিই প্রকৃতির অধীন। অব্যক্তভাব প্রকৃতির বশে নহে, সেইজন্য সেখানে বদ্ধ বা মোক্ষ নাই। অব্যক্ত প্রাণশক্তি দেহেন্দ্রিয়াদি পরিণত হইয়া যে আত্মসমুদ্রের মধ্যে জলবিধিরূপে খেলা করে তাহাই জীবের জীবন বা চঞ্চল স্থান। সেই চঞ্চল স্থানকে সাধন দ্বারা যিনি সহস্রারে স্থির করিতে পারেন, তিনিই এই অব্যক্তাবস্থা কি তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন ॥ ৮

মায়াহধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরম্।

হেতুনাহনেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ ১০

অনুব্রত । অধ্যাক্ষেণ ময়া (আমার অধ্যাক্ষতা বশতঃই) প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি) সচরাচরং জগৎ (চরাচর বিশ্ব) সূর্যতে (প্রসব করেন); কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়) অনেন হেতুনা (এই কারণে) জগৎ বিপরিবর্ততে (জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥ ১০

শ্রীশ্রদ্ধ । তদেবোপপাদয়তি—ময়েতি । ময়াহধ্যক্ষেণাধিষ্ঠাতা নিমিত্তভূতেন সচরাচরং বিশ্বং সূর্যতে জনয়তি । অনেন মদধিষ্ঠানেন হেতুনেন জগদ্বিপরিবর্ততে পুনঃপুনর্জায়তে । সন্নিধিমাভ্রোণাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্তৃত্বদাদীনং চাবিরুদ্ধমিতি ভাবঃ ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ । [তাহাই প্রমাণ করিতেছেন—] আমার অধিষ্ঠানবশতঃ অর্থাৎ আমি নিমিত্তভূত বলিয়া প্রকৃতি সচরাচর বিশ্ব উৎপাদন করিতেছে। এই প্রকার আমার অধিষ্ঠান হেতু এই জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে। সন্নিধি মাত্রে আমার অধিষ্ঠাতৃত্বহেতু প্রকৃতি জগৎকার্যে সমর্থ হইতেছে, অতএব সৃষ্টিকার্যে কর্তৃত্ব ও উদাদীনত্ব বিরুদ্ধ নহে ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । আমি বুদ্ধিপূর্বক—এই শরীরে—অর্থাৎ প্রকৃতিতে দৃষ্টি কবতঃ চব এবং অচবেতে আছি। তন্নিমিত্তে জগৎ উট্টা রাস্তায় চলিতেছে, তাহার কারণ এই যে ভাল পালা নীচে—জড় মাথা উপবে।—পূর্বে শ্লোকে ভগবান প্রাণিসমূহকে সৃষ্টি করেন আবার উদাসীনের জার থাকেন বলিয়াছেন, কিন্তু এই দুইটি কথা পরস্পর বিরুদ্ধ মনে হইতে পারে, সেই আশঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান বলিতেছেন—“ময়া সর্বতো দৃশিমাভ্ররূপেণাবিক্রিয়ায়নহধ্যাক্ষেণ মম ময়া ত্রিগুণাত্মিকাবিভালাক্ষণা প্রকৃতিঃ সূর্যতে উৎপাদয়তি সচরাচরং জগৎ। তথা চ মত্ববর্ণঃ—একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুচঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্ত-রাত্মা। কর্ণাধ্যাক্ষঃ সর্বভূতাবিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণশ্চ”—যেতাখতরোপনিষৎ (শঙ্কর)। আমি সকল স্থানেই একমাত্র জ্ঞানরূপে বিরাজমান, আমার কোন প্রকার বিকার নাই, আমিই অধ্যাক্ষরূপে প্রেরণা করি বলিয়া আবার ময়া—ত্রিগুণাত্মিকা অবিজ্ঞা লক্ষণা প্রকৃতি—এই চরাচর জগৎকে প্রসব করিয়া থাকে। বেদে এই প্রকার মত উক্ত হইয়াছে। যথা—সেই এক অদ্বিতীয় দেবতা সকল প্রাণীকে গূঢ়ভাবে অবস্থিত, তিনি সর্বব্যাপক এবং সর্বজীবের অন্তরাত্মা; তিনি কর্মমাত্রেরই অধ্যাক্ষ, সর্বভূত তাহাকে আশ্রয় করিয়া বিজ্ঞমান রহিয়াছে, তিনি সাক্ষী, চৈতন্ত্বরূপ, এক ও প্রাকৃতিকগুণসম্বন্ধশূন্য। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে—“ব্যোহধ্যাক্ষঃ পরমে ব্যোমন” এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চের যিনি অধ্যাক্ষ, তিনি পরম আকাশে বিরাজমান। ময়া বশতঃই ব্রহ্মচৈতন্ত্যের বিপর্যয় জ্ঞানে জীবভাব বিকাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভগবানের অধ্যাক্ষতা না থাকিলে এই চরাচরাশ্রয় ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগৎ নানা অবস্থাতে পরিবর্তিত হইতে পারে না। এইজন্যই ব্রহ্মকে জগতের কারণ করনা করা হয়। কিন্তু যখন অস্ত্র কোন সত্য বস্তু নাই, একমাত্র তিনিই সত্য, তাহা হইলে পরমার্থতঃ তাহার কোন ভোগের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না এবং তিনি ছাড়া যখন অস্ত্র কোন ভোক্তা বা চেতন সম্বন্ধ নাই

অবজানন্তি মাং মুচা মাহুযীং তহ্মশ্রিতম্।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১

তখন এ জগৎকে কে উৎপন্ন করিল? ইহা-ভই বুঝা যায় এই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় নিখ্যা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। তবে এরূপ সত্য বোধ করি কেন? তাহার উত্তরে ভগবান বলিয়াছেন—“অজ্ঞানেনাবৃতঃ জ্ঞানং তেন মুহুস্তি জন্তবঃ”—অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত, এই কারণেই জীবগণ মোহ প্রাপ্ত হয়। আশ্রয় চৈতন্ত্যভাব দেহেন্দ্রিয়াদিতে লিপ্ত হইয়া দেহেন্দ্রিয়কেও চেতনবৎ দেখায়। এই দেহেন্দ্রিয়াদির চেতনটুকুতে যাহার লক্ষ্য সে চৈতন্ত্য কাহার এ কথা না ভাবিয়া এই জড় চেতনাত্মক দৃশ্য জগৎটিকেই মাত্র দেখে। যাহা হইতে চৈতন্ত্য আসিতেছে, সেই মূল কেন্দ্রে লক্ষ্য করিতে পারে না, সুতরাং উট্টা রাস্তায় চলে। জগৎ দর্শন হয়, ব্রহ্মদর্শন হয় না। চৈতন্ত্য স্বরূপ তিনি, সেই চৈতন্ত্যকে বিপরীত ভাবে দেখা হয়। বৃক্ষের মূল থাকে নীচে, শাখা-প্রশাখাগুলি থাকে উপরে। এখানে মূল কিন্তু উপরে, কারণ মস্তকে ব্রহ্মরূপে, সেই পরম কারণের কারণ বর্তমান রহিয়াছেন, সেই শক্তি বিবিধ ইন্দ্রিয়-দেহাদি রূপে পরিণত হইয়াছে। মূল স্থানে একমাত্র চিৎরূপে শিব ও শক্তি একেবারে মিলিত, তাহাই মস্তক হইতে অসংখ্য প্রবাহিকার মধ্য দিয়া অবতরণ করিতে করিতে—একেবারে মূল ভূতময় ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। আবার সেই একে উপনীত হইতে হইলে বিবিধ নাক্তীর মধ্য দিয়া শেষে সহস্রারে পরমব্যোমে আসিয়া মিলিত হইবে। তখন আবার সব একাকার হইয়া যাইবে। তিনি যে অধ্যাক্ষ অর্থাৎ অধি+অক্ষ, অক্ষিৎ পুরুষ, অর্থাৎ এই পুরুষই সকলের মধ্যে সব, ইনি না থাকিলে কিছুই থাকে না, অথচ প্রাকৃত ব্যাপারের ততোত্তর কর্তৃকর্ত্ত্বের তিনি ভোক্তা নহেন, কেবল দ্রষ্টা মাত্র। প্রকৃতি সবস্তই তাহাকে গড়ে বটে, কিন্তু এই অধ্যাক্ষ পুরুষ আছেন বলিয়াই প্রকৃতির সব করা সম্ভব হইতেছে। আসলে এই প্রকৃতিও তিনি হইয়াছেন, ইহাই তাহার অবতরণ বা জগৎ রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হওয়া ॥ ১০

অনুব্রত । মম (আমার) ভূতমহেশ্বরঃ (সর্বভূতমহেশ্বর) পরং ভাবঃ (পরম ভাবকে) অবজানন্তঃ (না জানিয়া) মুচাঃ (সূচগণ) মাহুযীঃ তহ্মশ্রিতম্ (মাহুযদেহধারী) মাং (আমাকে) অবজানন্তি (অবজ্ঞা করে) ॥ ১১

শ্রীশ্রদ্ধ । নধেংভূতঃ পরমেশ্বরঃ য়াঃ কিমিতি কেচিদ্ভ্রিয়স্তে? তজ্জাহ—অবজানন্তীতি যাত্যঃ। সর্বভূতমহেশ্বররূপঃ মদীয়ঃ পরং ভাবঃ তবমজানন্তো মুচা মূর্খা মামবজানন্তি মামব-মন্ততে। অবজানে হেতুঃ—গুরুসম্বয়মপি তহুঃ ভক্তেচ্ছাবশায়মুদ্ব্যাকারমশ্রিতবস্তমিতি ॥ ১১

বঙ্গানুবাদ । [এবস্তূত পরমেশ্বর তো ভূমি, তবে তোমাকে কেহ কেহ জানর করে না কেন? এতদর্থে বলিতেছেন—] সর্বভূত-মহেশ্বররূপ মদীয় পরমতত্ত্ব না জানিয়া মূর্খগণ আমাকে অবজ্ঞা করে। অবজ্ঞা করিবার হেতু—গুরুসম্বয় হইয়াও ভক্তেচ্ছাবশতঃ মমুদ্ব্যাকার দেহ আশ্রয় করিয়াছি ॥ ১১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । মূর্খরা এই বিশেষ স্থির করিয়াছে যে আমি মাহুয, আমার যে পরম ভাব অর্থাৎ ত্রিয়ার স্থিতি তাহা না জেনে—আমি পরম পদার্থ

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।

রাক্ষসীমানুসূরীকৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২

ব্রহ্মস্বরূপ । আমার নাশও নাই ও জন্মও নাই !!!—প্রাণ চকল হইয়াই দেহাদিরূপে পরিণাম লাভ করিয়াছে, সুতরাং প্রাণের কার্য দেহেন্দ্রিয়াদিও অত্যন্ত চকল স্বভাব । এই চকল স্বভাব প্রযুক্ত দেহেন্দ্রিয়াদিতে বহু বিকার ও বহু পরিণাম উৎপন্ন হইতেছে । যে উৎসটি হইতে এই প্রাণের প্রবাহ বহির্গত হইয়া আসিয়াছে সেই উৎসের কেন্দ্রটি অত্যন্ত স্থির ও চির নিখল । এই পরম স্থির অবস্থাই আত্মার পরমভাব ও স্বরূপ, এ অবস্থার আর আরম্ভ বা নাশ নাই । ইহাকে কেহ ধরিতে বা বুঝিতে পারে না, কিন্তু তাঁহা হইতে উৎপন্ন যে প্রাণের বেগ তাহাই বহু আকারে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া জগদ্ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছে, মুখেরা সেই আকারবস্তুর জীবভাবকেই আসল মনে করিয়া ঐ নামরূপ প্রাপণে আঁকড়িয়া ধরে, যেন ঐ নাম রূপ না থাকিলে কিছুই থাকিবে না । শিশুরা যেমন মাতার স্তন্যদুগ্ধের প্রবাহিকা স্তনটিকেই আসল মনে করিয়া তাহা ছাড়িতে চাহে না, তাহার মূল উৎসটির দিকে লক্ষ্য করিতে পারে না, তজ্জপ জীব তার মূল অব্যক্ত উৎসটিকে ধারণার আনিতে পারে না, সম্মুখে যে নামরূপময় কার্যকারকের সম্ভাব্যরূপ দেহপ্রকৃতিকে দেখিতেছে, তাহা হইতে পৃথক অব্যাক্তাবস্থাকে কিছুই বুঝিতে পারে না । সকল রূপের মধ্যে যে সেই অরূপ মহেশ্বর অব্যাক্তাবস্থাকে কিছুই বুঝিতে পারে না । জিয়ার দ্বারা জিয়ার রহিয়াছেন—অজ্ঞানকে আমরা—আমাদের তাহা নজরেই পড়ে না । জিয়ার দ্বারা জিয়ার পরাবস্থার পরিহিত বুঝিতে পারিলেই বুঝা যায় উহাই আমার ‘আমি’ । উহাই পরম পদার্থ ব্রহ্ম স্বরূপ আত্মা, উহার জন্মও নাই বিনাশও নাই ॥ ১১

অভ্রহ্ম । মোঘাশাঃ (বিফল আশা যুক্ত) মোঘকর্মাণঃ (নিফল কর্মে রত) মোঘজ্ঞানাঃ (বিফল জ্ঞান সম্পন্ন) বিচেতসঃ (বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণ) মোহিনীঃ (বুদ্ধিভ্রংশকারী) রাক্ষসীম্ (হিংসা প্রবণ তামসী) চ আনুসূরীঃ (এবং দন্ত দর্প কামাদি প্রবণ) প্রকৃতিং (প্রকৃতিকে) এব শ্রিতাঃ (আশ্রয় করে) ॥ ১২

শ্রীভগবান্ । কিঞ্চ—মোঘাশা ইতি । মন্তোহন্তদেবতাস্তরং কিঞ্চ ফলং দান্ততীত্যেবংভূতা মোঘা নিফলৈবাশা যেষাং তে । অত এব মহিমুখত্বাচ্চোঘানি নিফলানি কর্মণি যেষাং তে । মোঘমেব নানাকৃতকীপ্রিতঃ শাস্ত্রজ্ঞানং যেষাং তে । অত এব বিচেতসো বিক্ষিপ্তচিত্তাঃ । সর্বত্র হেতুঃ—রাক্ষসীঃ তামসীঃ হিংসাদিপ্রচুরাম্ । আনুসূরীঃ চ রাক্ষসীঃ কামদর্পাদিবহলাঃ । মোহিনীঃ বুদ্ধিভ্রংশকারীঃ । প্রকৃতিং স্বভাবঃ । শ্রিতা আশ্রিতা সন্তঃ । মানবজানন্তীতি পূর্বেইনবাবয়ঃ ॥ ১২

ব্রহ্মানুভবান্ । অত্র দেবতা শীঘ্র ফল দিবেন এবংভূত নিফল আশাবিশিষ্ট স্ততরাং মহিমুখ হইয়া তাহারা নিফলকর্মী, এবং তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান নিফল কারণ তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞানও নানা কৃতকীপ্রিত । সেইজন্য তাহারা বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া থাকে । সুতরাং বুদ্ধিভ্রংশকারী হিংসাদি-প্রচুর তামসী-রাক্ষসী প্রকৃতি এবং কামদর্পাদিবহল রাক্ষসী-আনুসূরী স্বভাব আশ্রয় গ্রহণ আত্মাকে অবজ্ঞা করে ॥ ১২

আত্মাত্মিক ব্যাপ্ত্যা । সেই নষ্টকর্মী যে কেহ আত্মাতে থেকে কূটস্থকে

দর্শন না করে তোখে দেখে অত্র বস্তুতে লোভ করে—ক্রিয়া না করে গৌয়ারতমি করে । (কূটস্থই—পুরুষ ; জ্যোতি—প্রকৃতি) ।—বাহারা অত্যন্ত সংসারাসক্ত এবং চালাক তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ আমাকে পাইবার আশা করে । তাহাদের ধারণা তাহারা বতই কুর্কর্ম করুক বা অত্রাত্ম জীবের প্রতি বতই নির্মম ব্যবহার করুক, তাহারা যে প্রতিদিন একটু জপ করে বা ভগবানের প্রতিমূর্তির নিকট কিছু ভোগ দেয়, তাহারা ইচ্ছায় তাহারা কলুষিত কর্মজনিত বন্দগুকে কাঁকি দিতে পারিবে । কিন্তু জানে না যে বম তাহার কর্মচারী মাত্র নহে যে কোন প্রকারে প্রভুকে তোবামোদে সন্তুষ্ট করিয়া প্রভুর কর্মচারীর কর্তব্য সম্পাদন ব্যর্থ করিয়া তুলিবে । বম আমি স্বয়ং—“বমঃ সংবনতামহং”—ধর্মার্থের ফলদানরূপ নিগ্রহাহুগ্রহকারিগণের মধ্যে আমি যমরাজ । এই সকল ব্যক্তিদিগের সমস্ত চেষ্টাই নিফল, তাহারা বন্দগু হইতে মুক্ত হইবে এই বৃথা আশা করিয়া বলিয়া আছে । তাহাদের কর্মও নিফল যেহেতু তাহারা মহিমুখ । আমাকে চাহে না, কিন্তু মৎপ্রদত্ত ধনাদির প্রতি বিশেষ লোভ আছে, সেই লোভকে চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা কখন কখন আমার বা অত্র দেবতার পূজা করে, বাগবজ্ঞ করে । আমার প্রতি মমতার অভাবে, তাহাদের তপস্তা বা ক্রিয়াদিও ব্যর্থ ; আর বাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান আছে, বেশ পড়াশুনাও আছে কিন্তু কৃতকীপ্রী, তাহারা ইচ্ছামত অত্রায় কার্য করিবে, এবং তাহা যে ভাল কর্ম ও শাস্ত্রহুমোদিত তাহা কুর্কর্ম দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবে । ইহাদের পরিণাম মহা শোকপূর্ণ ভবিষ্যৎ ইহাদের বড় ভয়ঙ্কর । যদি তাহাদিগকে বলা যায় অমুক স্থানে বেশ একজন সাধু মহাত্মা ভগবন্ত আসিয়াছেন, তাহারা শুনিয়াই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবে যে তিনি সাধু বা ভগবন্ত নন । যদি শেষ পর্যন্ত কোন জটীও না পায় তো বলিবে “অমন করিয়া পেট ভরিয়া যে ছ’বেলা খায় সে আবার সাধু কি করিয়া হয় ? যে উপবাস করিয়া থাকে না, ছুঁ দিয়া আগুন বাহির করিতে পারে না, সে আবার সাধু কিসের ?” ইহারা আমার ভক্তকেও অবজ্ঞা করে, আমাকেও অবজ্ঞা করে । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যেমন ভগবানকে স্বীকার করিতেই চাহে না, আবার কেহ কেহ কোন ব্যক্তিবিশেষে সামান্য ঐশ্বর্য দেখিয়া তাহাকেই ভগবান বলিতে প্রস্তুত । সেই সকল স্বরজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহার মাহাত্ম্য বিদিত নহে । ভগবান অবতীর্ণ হইলেও যদি তাঁহাকে সেই নীলাম্বুধ মাত্রই মনে করা যায়, তবে সে জ্ঞান ব্যর্থ । তিনি দৃষ্টির মধ্যে আসিলেও দৃশ্যমান রূপটি মাত্র তাঁহার স্বরূপ নহে । তাঁহার রূপ কোন আকৃতি নহে, কিন্তু সমস্ত আকৃতির মধ্যে যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভাসিত হয়, তাহাই তাঁহার রূপ । যিনি নিজের মধ্যে ঐ সচ্চিদানন্দ রূপকে অবগত হন তিনিও তজ্জপ হইয়া যান । বাহারা দেহ ব্যতীত অত্র কিছু দেখিতে পায় না, দেহের মধ্যে যে কূটস্থ ব্রহ্ম ও তাঁহার জ্যোতি সদা বিকীর্ণ হইতেছে, তাঁহাকে দেখিবার বা বুঝিবার চেষ্টা করে না, যে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিয়োজিত করিয়াছে কিছু সাংসারিক লাভের প্রত্যাশায়, বাহাকে ব্রহ্মমার্গ জিয়া বলিয়া দিলেও হঠকারিতাবশতঃ তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহে না, বা তজ্জপ কিছু পরিশ্রম করিতে চাহে না, সেই সকল মুঢ় বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণ ভগবানকে ভালবাসিতে পারে না, তাহাদিগকে রাক্ষস ও আনুসূরী বলিয়াই জানিবে ॥ ১৩

মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাপ্রীতাঃ ।

ভজন্তনস্তমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ং ॥ ১৩

অনুব্র। পার্থ! (হে পার্থ) দৈবীং প্রকৃতিঃ (দৈবী প্রকৃতিকে) আপ্রীতাঃ (আশ্রয়কারী) মহাত্মানঃ (মহাআগণ) তু (কিন্তু) অনস্তমনসঃ (অনন্তচিন্তিত হইয়া) ভূতাদিম্ (ভূতগণের আদি) অব্যয়ং (অবিনাশী) মাং (আমাকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) ভজন্তি (ভজনা করেন) ॥ ১৩

শ্রীশঙ্কর। কে তহি আমারাধয়ন্তীতি? অত আহ—মহাত্মান ইতি। মহাত্মানঃ কামাশ্তনভিত্তচিন্তাঃ। অত এব—অভয়ং সৰ্বসংতুষ্টিরিত্যাদিনা বক্ষ্যমাণং দৈবীং প্রকৃতিং স্বভাবাপ্রীতাঃ। অত এব মহাত্মিরেকেন নাস্তত্ত্বিনিহনো য়েবাং। তে তু ভূতাদিঃ জগৎ-কারণনব্যয়ং চ মাং জ্ঞাত্বা ভজন্তি ॥ ১৩

বঙ্গানুবাদ। [তবে কীপূর্ণ ব্যক্তি তোমার আরাধনা করেন? এতদর্থে কহিতেছেন—] বাঁহারা মহাত্মা, কামাদি দ্বারা অনভিত্তচিন্তিত, এবং এইজন্য অভয় সৰ্বসংতুষ্টি প্রকৃতি দৈবী-স্বভাব আশ্রয় করিয়াছেন, হুতরাং মহাত্মিরেকে অস্ত্র বিবরে বাঁহাদের মন নাই, তাঁহারা কিন্তু আমাকে জগৎ-কারণ এবং অব্যয় স্বরূপ জানিয়া ভজনা করেন ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। বাঁহার একরূপ জ্ঞান হইয়া—যে সর্বব্রহ্মময় জগৎ ও ব্রহ্মোত্তে প্রকৃতি অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের ক্রিয়া—ইহারই আশ্রয় করিয়া থাকে। নমুদয় ভূত তাহাদিগের আদি কি না ব্রহ্ম অর্থাৎ বর্ষচক্রে—অবিনাশীকে জেনে।—উত্তমরূপে পঞ্চতত্ত্বের ক্রিয়া করিয়া বাঁহারা দেহাদিরূপ প্রকৃতির মায়াবরণ পরাইয়া দিয়া প্রকৃত “আমি” কে বুঝিয়াছেন—তাঁহারা মহাত্মা। এই সকল মহাত্মারা সারাংসার ব্রহ্মকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন, এবং তাঁহারা এই সৰ্ব্ব জীবের পরম আশ্রয় হইতে ব.হাতে বিচ্যুত না হন তজ্জন্ত তাঁহারা দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করেন। প্রাণই ভগবানের প্রকৃতি, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই এই জগৎ-খেলা চলে। যখন এই প্রাণ চঞ্চল হইয়া বহির্ভূত হয় তখনই তাহা ব্রহ্মত্বভিত্ত হইয়া রাক্ষসী ও অসুর ভাবে মনকে অহুপ্রাণিত করে,—কিন্তু বাঁহারা ক্রিয়া করিয়া মহাত্মা হন তাঁহারা জগতের স্থির প্রাণরূপা আদি কারণকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, উহাই দৈবী-প্রকৃতি। এই স্থির প্রাণই আত্মা। শ্রদ্ধার সহিত বটচক্রে ক্রিয়া করিলে, বটচক্রস্থিত মহাশক্তি উদ্ভূত হয়; তিনিই অবিনাশী ব্রহ্ম। এই অব্যক্ত অচঞ্চল মহা স্থির রূপই পরব্রহ্ম বাহুদেব। মহাত্মারা এই সৰ্ব্বময় বাহুদেবকেই ভজনা করেন। এই সকল মহাত্মারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) বাঁহারা এই দুর্লভ অবস্থার আশ্বাদন পাইয়াছেন, এবং তজ্জন্ত জগতের অস্ত্র সমস্ত ব্যাপারকে তুচ্ছ করিয়া তাঁহার আরাধনায় তৎপর থাকেন। (২) বাঁহারা শুদ্ধচিন্তিত হইয়া আত্মসংস্থিত হইতে পারিয়াছেন, বাঁহাদের চিন্তা স্বভাবতঃই একাগ্র হইয়া নিরুদ্ধ হইয়াছে। বাঁহাদের বুদ্ধি সারাবলোকিনী হওয়ার বাঁহাদের জ্ঞানের দীপ্তি পূর্ণ পরিপূর্ণ হইয়াছে। ইহাই দুর্লভতম অবস্থা। আর দুর্লভতম অবস্থা হইতেছে, (৩) যখন আত্মা ব্যতীত আর কোন বস্তুই জ্ঞান থাকে না, তখন তাঁহার জীবভাবে পরমাখ্যভাবে ডুবিয়া

সততঃ কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তু চ দৃঢ়ভাঃ ।

নমস্তু চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪

যায়। ইহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর অব্যক্তাবস্থা বা ক্রিয়ার পর-অবস্থা। ইহা এক বিচিত্র দশা, যাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার উপায় নাই, তখন ব্রহ্ম আছেন ইহাও বলিবার উপায় নাই। যাঁহা পাইলে সমস্ত পাওয়া হইল, তাঁহাই কারণ বারি স্বরূপ। কারণ তাঁহার মধ্যে বিশ্ব-সংসার সমস্তই আছে, অথচ নাই। যে প্রাণাশ্রিত তেজে এই বিশ্ব সংসার উৎপত্তি হইতেছে সেই প্রাণ, ক্রিয়ার পর-অবস্থার উর্দ্ধে অর্থাৎ মস্তকে গমন করায় সাংসারিক সমস্ত বিষয় নিবৃত্ত হইয়া যায়। অস্তর ও বাহ্য বিষয়ের উৎপত্তি হয় প্রাণ আছে বলিয়া। এইরূপ জগদৃষ্টিই ভবরোগ। কারণবারিই ব্রহ্ম, তাঁহাতে থাকিতে পারাই ভবরোগের ঔষধ হইতেছে। এই অবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত ক্রিয়াস্বরূপ ঔষধ সেবন করিলেই ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং ক্রিয়ার পর অবস্থাতে অস্তর ও বহির্বিষয় হইতে চিত্ত প্রত্যাহৃত হইয়া ব্রহ্ম প্রকৃষ্টরূপে লীন হইয়া থাকে। ক্রিয়ার পর-অবস্থাই সত্যাব বা আদিভাব, তাঁহার কখনও বিনাশ নাই। ১৩

অনুব্র। [কেচিৎ—কেহ কেহ] সততঃ কীর্তয়ন্তঃ (সর্বদা কীর্তন করিয়া), [কেচিৎ] দৃঢ়ভাঃ (কেহ কেহ দৃঢ় নিয়মস্থ হইয়া) যতন্তু চ (প্রবৃত্তপর হইয়া) [মাং উপাসতে—আমার উপাসনা করেন [কেচিৎ—কেহ কেহ] ভক্ত্যা নমস্তু চ (ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিয়া) [অন্তে কেচিৎ—অপর কেহ কেহ] নিত্যযুক্তাঃ (সর্বদা সমাহিত হইয়া—“সোহং” চিন্তা দ্বারা) মাং উপাসতে (আমাকে ভজনা করেন) ॥ ১৪

শ্রীশঙ্কর। তেবাং ভজনপ্রকারমাহ—সততমিতি দ্ব্যতাম্। সততঃ সর্বদা স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ কীর্তয়ন্তঃ কেচিন্মুপাসতে সেবন্তে। দৃঢ়ানি ব্রতানি নিয়মা য়েবাং তাদৃশাঃ সন্তঃ। যতন্তুশ্চেষদ্ব-পূজাদিবিভিন্নোপসংহারাদিবু প্রবৃত্ত কুর্কন্তঃ। কেচিভক্ত্যাঃ নমস্তুঃ প্রণমস্তুঃ। অন্তে নিত্যযুক্তা অনবরতমবহিতাঃ সেবন্তে। ভক্তোতি নিত্যযুক্তা ইতি চ কীর্তনাদিষুপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৪

বঙ্গানুবাদ। [তাঁহাদের ভজন-প্রণালী হইটো শ্লোকে বলিতেছেন]—(১) কেহ কেহ সর্বদা স্তোত্র মন্ত্রাদি দ্বারা কীর্তন করিয়া আমার উপাসনা করেন; (২) কেহ কেহ দৃঢ় নিয়ম বৃত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়াদি সংযত করিয়া সগুণ ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত করেন; (৩) কেহ কেহ ভক্তির সহিত প্রণামপূর্বক উপাসনা করেন; (৪) অপর কেহ কেহ অনবরত অবহিত চিন্তে আমার সেবা করে ॥ ১৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। আমারই কীর্তন অর্থাৎ ক্রিয়া—চোব্ কাণ বুজে খুব মজবুদ হ’য়ে আমাকে ওঁকার জিহবা দ্বারা নমস্কার করে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সর্বদা আটকে থেক—উর্দ্ধে বসিয়া।—ভগবানের ভজনায় জন্ত আমরা যে পথই অ.লম্বন করি তাঁহাতে আমাদের শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক। এ পথ অভিশয় দুর্গম। সেইজন্য শ্রদ্ধা সহকারে সেই লক্ষ্যের প্রতি ও তথায় পৌঁছবার উপায়ের কথা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা আবশ্যক। ইহা না করিলে বহির্ভূত চিন্তকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এইজন্য একদিকে গাধককে সেবন বিদ্যেপশু হইতে হইবে, সেইরূপ চিন্তা-সংযমের জন্ত দৃঢ়ব্রত অবলম্বন করিতে

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্তে যজ্ঞতো মানুষ্যাসতে ।

একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫

হইবে। বাক্যের দ্বারা পুনঃ পুনঃ ভগবৎ কথাই আলোচনা অবশ্য খুবই ভাল, কিন্তু তাহাও
বহিঃস্থ সাধন। ইহাতেও মনকে অন্তর্মুখ করা শক্ত, সেইজন্য কিছু কিছু অন্তরঙ্গ সাধনারও
আবশ্যক। ভগবৎ কথা বার বার বলার মত, শ্রোয়তার সহিত অন্তরঙ্গ বিলোমে বে
ভগবৎস্বরূপ হয়, তাহাতে মনের বহিঃস্থ ভাব আরও সহজে নিবারিত হয়। মন অন্তর্মুখী
হইলেই নিরুদ্ধ হইতে থাকে, এবং নিরুদ্ধ চিত্তে আত্মচৈতন্যের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয়। এই
অবস্থা লাভের জন্যই প্রণত হইতে হইবে। প্রকৃষ্টরূপে নত হওয়াই প্রণত ভাব। মনকে
নত করিবে কোথায়? আত্মাভিমুখে। এইরূপ প্রণত চিত্তই আত্মাতে অবস্থান করিতে
সমর্থ হয়। উপাসনার অর্থ ও উদ্দেশ্যও তাহাই। উপ অর্থাৎ সমীপে, আস্ ধাতু অর্থে
স্থাপনা—নিজেকে ভগবানের নিকট স্থাপনাই উপাসনার লক্ষ্য। এই প্রণত হইবার উপায়ই
হইল গুরুপদটি ওঁকার জিহ্বা। এই ওঁকার জিহ্বার সাধনে হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হয়, পরমাকাশ
প্রকাশিত হয়। প্রাণবায়ু উর্দ্ধে অর্থাৎ মস্তকে স্থির হইয়া তখন আত্মাকাশে আটকাইয়া
বায়। যোগীরা যোগভ্যাস জনিত ধারণা দ্বারা কুটস্থ ভেদ করিয়া পুরুষোত্তমের জ্ঞান লাভ
করেন। জিহ্বার পরাবহাতেই ব্রহ্ম স্বরূপের অনুভব হয়, তাহাতে থাকিয়া ব্রহ্মের বা আত্মার
সমস্ত শক্তির অনুভব হয়। এইরূপ অনুভব হইতে থাকিলে প্রতি অনুভবে তাঁহার মহিমা
কীর্তন হইয়া থাকে। সুব্রহ্ম মার্গে স্থির স্তম্ভ স্বরূপ যে বায়ু এই শরীরকে ধারণ করিয়া
আছে তাহাতে যে থাকে এবং শরীরের নবদ্বারে (দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, নাসিকা, মুখ, লিঙ্গ,
গুহ্বার ও মন) ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভব করে, তাহারই অবিরত ভগবৎ সেবা হয়, ভগবৎ সমীপে
অবস্থান হয় ॥ ১৪

অবস্থান হয় ॥ ১৪

ভক্তগণ। অপি চ অস্ত্রে (অপর কেহ কেহ) জ্ঞানবজ্রেন (জ্ঞানরূপ বজ্র দ্বারা) বজ্রন্তঃ (পূজা করিয়া) মাম্ উপাসতে (আমাকে উপাসনা করেন) [তেবাং মধ্যে কেচিং— তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ] একত্বেন (অভেদ ভগবান দ্বারা) পৃথক্লেদুঃ (পৃথক ভাবনার দ্বারা—‘আমি দাস, ভগবান প্রভু’) বিশ্বতোমুখম্ (কে কেহ সর্বাঙ্গকভাবে), বহুবা (বহু প্রকারে) শিব শক্তি বিষ্ণু নানারূপে) [মাম্ উপাসতে আমার ভজনা করিয়া থাকেন] ॥ ১৫

প্রকারে শিব শক্তি বিষ্ণু নানারূপে) [মামি উদাসিন্তে মানবরূপে]
 ক্রীতব্রহ্ম । কিঞ্চ—জ্ঞানেতি । বাহুদেবঃ সৰ্বস্মিত্যোৰং সৰ্বস্মিত্যদ্বর্শনং জ্ঞানং, তদেব যজ্ঞঃ ।
 তেন জ্ঞানবজ্জেন মাং যজন্তুঃ পূজয়ন্তোহজ্ঞেহপূ্যাপাসতে । তত্রাপি কেচিদেবত্বেন একমেব পরং
 ব্রহ্মেতি শ্রমমার্থদর্শনরূপা ভেদভাবনয়া । কেচিৎ পৃথক্ত্বেন পৃথগ্ভাবনয়া দানসৌহৃদমিতি ।
 কেচিৎ পৃথক্যোৰং সৰ্বস্মিত্যং মাং বহুধা ব্রহ্মরূপাদিক্রপোপাসতে ॥ ১৫
 কেচিৎ পৃথক্যোৰং সৰ্বস্মিত্যং মাং বহুধা ব্রহ্মরূপাদিক্রপোপাসতে ॥ ১৫
 কেচিৎ পৃথক্যোৰং সৰ্বস্মিত্যং মাং বহুধা ব্রহ্মরূপাদিক্রপোপাসতে ॥ ১৫

কেচিৎ বিশ্বতোমুখং সর্বাশ্রকং মাং বহুধা ব্রহ্মরূপাদিক্রপেণোপাসিতে ॥ ১২
ব্রহ্মানুবাদি। কেহ বা সমস্তই বাসুদেব, এইরূপ সর্বাশ্রদর্শন যে জ্ঞান, সেই
জ্ঞানরূপ বস্তু দ্বারা আমার উপাসনা করেন। এইরূপ জ্ঞানবাক্যের মধ্যেও কেহ কেহ একমাত্র
পরব্রহ্মই আছেন এইরূপ পরমার্থদর্শনরূপা অভেদ ভাবনা দ্বারা, কেহ বা পৃথক ভাবনা দ্বারা
“ভূমি প্রভু আমি দাস” এইরূপ ভাবে, আবার কেহ বা সর্বাশ্রক আমাকে ব্রহ্মরূপাদিক্রপে
উপাসনা করেন ॥ ১৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। কেহ যোনিমূত্রা ও ক্রিয়া ছই করে—ছইই এক—অনেক রকমের ক্রিয়া, মন্তলব সকলেরই এক—বাহারী মহাত্মা হইয়াছেন তাঁহার সাধন বলেই ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছেন। পূৰ্ণ শ্লোকোক্ত অনেক সাধনার কথা বলা হইয়াছে, এখানে আবার বিশেষ করিয়া জ্ঞানবজ্রের কথা বলিতেছেন। যেমন বজ্রকালে অগ্নিতে হবি নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহার কালে অগ্নির হৃদয় জ্যোতি ছুটিয়া উঠে, তেমনি আত্মক্রিয়াক্রমে যে সব বজ্র আছে, তাহাতে মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে হবিরূপে প্রক্ষেপ করিলে জ্ঞানাগ্নি অনিয়া উঠে। ঐ জ্ঞানাগ্নির স্বরূপ বহু প্রকার—প্রথমতঃ নিজ বোধরূপ, মূখ্য আত্মসাক্ষ্যকার। ইহাই স্বরূপ-স্থিতি। যে অবস্থার উদয় হইলে এক “আমি” ভিন্ন আর কিছুই থাকে না।

“पञ्चभूताश्चैव विद्मः मरीचिं जलसन्निभम् ।

कथापाहो नमस्तुभ्यमहमेको निद्रजनः ॥

আঠাইব কেবলঃ সৰ্ব্বঃ ভেদাভেদো ন বিদ্যতে ।

अस्ति नास्ति कथं क्रयाः विस्मयः प्रतिभाति मे ॥

যো বৈ সর্বাংকো দেবো নিফলো গগনোপমঃ ।

स्वभावनिर्मुक्तः शुद्धः स एवाहं न संशयः ॥” अवदुतगीता

যব্বীচিহ্নে বেমন ভলবোধ হয়, তেমনই এই পঙ্কভূতাত্মক বিশ্ব কিছুই নাই, কেবল আত্মাতে বোধ হয় মাত্র। যেখানে একনাত্র নিরঞ্জন ‘অহং’ মাত্র বিস্তমান, সেখানে আর কে আছে যে তাহাকে নমস্কার করিব? সমস্তই যদি সেই আত্মা তবে আর ভেদাভেদ থাকে না, স্তত্রাং বিশ্ব আছে কি নাই কি করিয়া বলিব? এ সমস্তই আমার নিকট কেমন বিশ্বব্রহ্মর বোধ হইতেছে। সেই যে সর্বাত্মক দেব যিনি নিষ্কল ও গগন সদৃশ যিনি স্বভাবতঃই নিরঞ্জন ও শুদ্ধ, সেই বস্তুই আমি, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। সকলের মধ্যেই পরব্যোমস্বরূপ সেই আত্ম-দেব রহিয়াছেন, তিনিই বিবেকধর। ক্রিয়ার পরাবস্থায় ব্রহ্মস্বরূপে তাহাকে অনুভব করা যায়। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় সে বিচিত্র দশা হয় তাহা নিষ্কল স্বরূপ অর্থাৎ তখন প্রাহিহেরে বায়ু বাহিরেই থাকে, চক্ষু ক্রমধ্যে এবং প্রাণ ও অপানের গতি সমান হইয়া যায় অর্থাৎ নিখাস নাকের ভিতরে থাকে, বাহিরে আসে না। ব্রহ্ম পরব্যোম রূপ, গগনের মত স্বভাব তাই গগনোপম, কিন্তু গগন অপেক্ষাও দশগুণ নিরঞ্জন। সেখানে গেলে মনের কোন বাসনা থাকে না, মন মনেতে লীন হইয়া মিশিয়া যায়, স্তত্রাং সে অবস্থা অত্যন্ত বিশুদ্ধ, সংসারের কোন বাসনা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সেই ব্রহ্মই “আমি”, অথন “আমিও” থাকে না। কথায় বুঝাইতে হইলে ‘আমি’ বলিতে হয়। সেই “আমি” যে ব্রহ্ম তাহাতে আর কোন সংশয়ও থাকে না। কিছুই থাকে না যখন, তখন সেখানে এক বলিবারও কেহ থাকে না, স্তত্রাং সংশয় হইবে কাহার? ইহাই আত্মসাক্ষ্যকার বা জ্ঞানাগ্নির সর্বোত্তম স্বরূপ।

দ্বিতীয় প্রকারের বোধ—অপূর্ব জ্যোতিঃমণ্ডল তন্মধ্যে নীলাকাশবৎ শ্রীমহাদেব রূপ, উহার চতুর্দিকে নক্ষত্র স্বলমল করিতেছে, বাহা দেখিলে প্রকৃতই মন মুগ্ধ হইয়া যায়। আবার ব্রহ্মময় মণিময় সিংহাসনে পুরুষোত্তম বিরাজিত, কত ঋষি মুনি দেবতা, কত অপূর্বদর্শন

জ্যোতির্ভব জীব তাঁহার স্তব কীর্তন করিতেছেন ও তাঁহাকে যুদ্ধনেত্রে দেখিতেছেন—এই প্রকারের বোধ হইয়া থাকে। তৃতীয় প্রকারের বোধ—অন্যহত নাদের অপূর্ণ বজ্র মন ইন্দ্রিয়কে মুগ্ধ করিয়া মনকে যেন কোন অনন্তের সহিত মিলাইয়া দেয়।

এই সকল অমুভবের পর যোগীর ক্রিয়াপালা চুটিতে থাকে, যোগীর অন্তরে বিশোক জ্যোতিঃকুটি উঠে। কিন্তু প্রাণের প্রহর্দন বিধারণ (অর্থাৎ প্রাণায়াম) দ্বারাই প্রধানতঃ এই বিষয়বত্তী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই বিষয়বত্তী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলে চিত্তস্থৈর্য লাভ হয়। যোগদর্শনে আছে—“বিষয়বত্তী বা প্রবৃত্তিরূপদামনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী”। বিষয়বত্তী প্রবৃত্তি কি তাহা বলিতেছি। শব্দস্পর্শাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষরূপা সূক্ষ্মবৃত্তিই বিষয়বত্তী প্রবৃত্তি। ইহা কিন্তু লৌকিক বৃত্তি নহে, দিবা শব্দস্পর্শাদির যে অনুভব তাহাই। নাসিকাগ্রে চিত্ত ধারণা করিলে যে দিবা গন্ধের জ্ঞান হয় তাহাই গন্ধ প্রবৃত্তি। দিহ্বাগ্রে ধারণা করিলে দিবা রসের জ্ঞান হয়। ইহাকে প্রবৃত্তি বলে এইজন্য যে সাধারণতঃ যে শব্দগন্ধাদির বৃত্তি উদয় হয়, তাহা হইতে ইহা প্রকৃষ্ট বলিয়া ইহাকে ‘প্রবৃত্তি’ বলে। এই ‘প্রবৃত্তির’ উদয় হইলে সাধকের আনন্দ লাভ হয়, সাধনার বিশ্বাস জন্মে। যোগাভ্যাসে দৃঢ় শ্রদ্ধা হয় এবং বাহ্য বিষয়াদিতে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। তৎপরে পতঞ্জলি বলিতেছেন—

“বিশোক বা জ্যোতিঃমতী”

পূর্বোক্ত বিষয়বত্তী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলেই ‘বিশোক’ বা জ্যোতিঃমতী প্রবৃত্তি উদয় হয়, ইহাতেও চিত্তস্থিতি লাভ হয়। এই পরম সুখময় ভাব দ্বারা চিত্ত হইতে সর্বপ্রকার দুঃখ অপহৃত হয়—এইজন্য ইহাকে ‘বিশোক’ বলে এবং জ্ঞানালোকের আধিক্য হেতু ইহাকে ‘জ্যোতিঃমতী’ও বলে।

চিত্ত স্থির হইলেই আকাশকর স্থির শুভ্র স্বচ্ছ জ্যোতিঃ বা প্রকাশের অনুভব হয়। সুব্রাহ্মণ্য মুখ খুলিলে এই লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঋতি বলিলেন “অদৃষ্টমাত্রো ববিতুগ্যরূপঃ”। ঐ আকাশকর জ্যোতিঃ আশ্রয়িতা করিলেও পরমানন্দ লাভ হয়। যিনি যোগাঙ্গ হন, তাঁহারই ইহা পূর্ণ লক্ষণ রূপে প্রকটিত হয়।

ইহাই দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানায়ির প্রকাশ। প্রাণায়াম অভ্যাস ও বোনিমুদ্রায় নানা প্রকারের জ্ঞানায়ি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। প্রথম প্রকারের জ্ঞানে একত্বের অনুভব হয়, দ্বিতীয় প্রকারের দ্বারা পৃথক্বোধ ও বহু বিষয়ের বোধ হয়। অর্থাৎ বাহ্য জ্ঞানিতে ইচ্ছা বা বাহ্য ক্রিয়াব্যব ইচ্ছা তাহা সমস্তই জ্ঞান বা করা যায়। কিন্তু এ জ্ঞানও কোন বাহ্যবিষয়ক জ্ঞান নহে, ইহাও অন্তর্মুখ জ্ঞান। ইহার পরিণাম “সর্বেশ্বর” মধ্যে ব্রহ্মের বোধ, পরিশেষে ব্রহ্মের মধ্যে “সর্বেশ্বর” প্রবেশ। এইরূপ জ্ঞান যে ব্রহ্মনাড়ী মুখে সাধকের হয় তাহা উত্তরগীতায় ভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন—

“ইড়া পিঙ্গল্যোর্মধ্যে সুব্রাহ্ম সূক্ষ্মরূপিণী।

সর্বং প্রতিষ্ঠিতং যস্মিন্ সর্বগং সর্বভৌমম্ ॥”

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।

মস্ত্রোহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হৃতম্ ॥ ১৬

ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে সূক্ষ্মরূপিনী সুব্রাহ্ম নাড়ী বিস্তারিত আছে; তাহাতেই সমস্ত এবং সর্বভৌম ব্রহ্মও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

“নানা নাড়ী প্রসবগং সর্বভূতান্তরাশ্রয়িনী।

উর্দ্ধমূলমধ্যঃশাখং বায়ুমাগ্নেন সর্বগম্ ॥

দ্বিসপ্ততি সহস্রাণি নাডাঃস্বাৰ্ঘ্যমুগোচরাঃ।

অধশ্চোর্দ্ধং গতান্তান্ত নবদ্বারানি রোধয়ন্।

বায়ুনা সহ জীবোর্দ্ধ জ্ঞানী যোক্তবায়ুপুং ॥”

শরীরান্তরে দ্বিসপ্ততি সহস্র সংখ্যক নাড়ী বিস্তারিত রহিয়াছে, ঐ সমস্ত নাড়ী উর্দ্ধ ও অধোদিকে প্রসৃত রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়রূপ নবদ্বার রোধপূর্বক বায়ুসহ জীবকে উর্দ্ধগামী করিলেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয় ॥ ১৫

অঙ্গুর। অহং (আমি) ক্রতুঃ (অগ্নিষ্টোমাদি শ্রোত যজ্ঞ) অহং যজ্ঞঃ (আমিই বৈবস্বদাদি স্বর্গ যজ্ঞ) অহং স্বধা (আমিই শ্রাদ্ধাদি পিতৃযজ্ঞ) অহং ঔষধম্ (আমিই ভৈবজ বা অন্ন) অহং মস্ত্রঃ (আমিই মন্ত্র) অহম্ এব আজ্যম্ (আমিই হোমাদি সাধন বৃত্ত) অহং অগ্নিঃ (আমিই অগ্নি) অহং হৃতম্ (আমিই হোম) ॥ ১৬

শ্রীমদ্র। সর্গাশ্রয়তাং প্রপুঞ্জয়তি—অহমিতি চতুর্ভিঃ। ক্রতুঃ শ্রোতোহগ্নিষ্টোমাদিঃ, যজ্ঞস্ত স্বর্গঃ পঞ্চমহাযজ্ঞাদিঃ; স্বধা পিতৃর্থে শ্রাদ্ধাদিঃ; ঔষধমোষধিপ্রভবমন্নং, ভৈবজ বা। মস্ত্রো বাজাপুরোহোমাদিক্যাদিঃ। আজ্যং হোমাদি সাধনম্, অগ্নিরাহবনীয়াদিঃ। হৃতং হোমঃ। এতৎ সর্বমহমেব ॥ ১৬

বঙ্গাশ্রয়বাদ। [“অহং ক্রতুঃ” ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে নিজের সর্গাশ্রয়তা বর্ণন করিতেছেন—] আমি ক্রতু অর্থাৎ অগ্নিষ্টোমাদি শ্রোতযজ্ঞ; আমি স্মৃত্যুক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ; আমি স্বধা অর্থাৎ পিতৃর্থে শ্রাদ্ধাদি; আমি ঔষধিভ্যত অন্ন বা ঔষধ; আমি যজ্ঞ ক্রিয়ার বাক্যাদি মন্ত্র; আমিই হোমাদি সাধন; আমিই আহবনীয়াদি অগ্নি এবং আমিই হোম। এই সমস্তই আমি ॥ ১৬

আশ্রয়ান্তিক ল্যাংখ্যা। (অহং ক্রতু আর অহং যজ্ঞ) আমি ত কর্ত্তা—যজ্ঞকর্ত্তা—যজ্ঞ করবার—যজ্ঞ কর্ত্তাও ত আমি—ক্রিয়ার পর অবস্থাও আমি—ঔষধও আমি কারণ তাহার মধ্যে ব্রহ্ম আছেন, ব্রহ্মেতে থাকার বাড়ী আর ঔষধ নেই। আমি মন্ত্র অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকিলেই মন প্রাণকে পার তাহার উপায় গুরুবক্তৃগম্য। হোমের দ্বিত আমি—আমি অগ্নি—আমাকেই হোম করে।—(১) ক্রতু বেদবিহিত যজ্ঞ, ইহা সোমরস-সাধ্য যজ্ঞ। ক্রিয়াবানেরা যে হুয়া গান করেন, তাহাই সোমরস। “সোমধায়া ক্রেতং বা তু ব্রহ্মরদ্ধাং বয়াননে”—আগমগায়।

ক্রিয়া করিতে করিতে ব্রহ্মরশ্মি হইতে সুধাধারা ক্ষরিত হয়, তাহাই পান করিয়া বোণী উন্নত হইয়া যান, তাঁহার দেহবোধ পর্য্যন্ত থাকে না। ঐ সুধা শরীরের ও মনের প্রত্যেক অণুকে তৃপ্তিদান করে তখন আর বাহ্য রসের প্রতি চিন্তের লোলুপতা থাকে না। সহস্রারস ত্রিকোণমণ্ডল মধ্যে ঐ সুধারস সঞ্চিত থাকে। সেই ত্রিকোণের তিনটি মুখে বথাক্রমে ইড়া, পিঙ্গলা ও সূর্য্যাস্থি সঞ্চিত হইয়াছে। ইড়াই চন্দ্র নাড়ী বা মন, পূর্কোক্ত রস ইড়া নাড়ীতে প্রবাহিত হইলে মনকে পুষ্টি দান করে। আবার ঐ রস যখন পিঙ্গলার সহিতে থাকে তখন তাহা স্বর্ধাদেব গ্রহণ করেন, পরে তাহা বৃষ্টিরূপে ভূমিতে পতিত হয় অর্থাৎ ক্ষেত্ররূপ এই দেহের তদ্বারা পুষ্টিগাথন হয়। সূর্য্যায় যে অংশ প্রবাহিত হয়, তাহাই অমৃত, কুণ্ডলিনী সেই অমৃত পান করেন, উহা আর বাহিরে আসে না। সাধক সাধন সাহায্যে ঐ পরমা শক্তিকে চৈতন্যযুক্ত করিতে পারিলেই তখন তাহা সহস্রারে পরম শিবের সহিত যুক্ত হইয়া যায়, তখন জীবতাবেরও অবসান হয়। কুণ্ডলিনী বা সূর্য্যাস্থিত শক্তি শরীরের মধ্যে মূল্যধারে সুসুপ্তাংস্থায় পড়িয়া আছেন, ক্রিয়া সাধন দ্বারা তাহাকেই জাগ্রত করিতে হইবে। এই শক্তি জাগ্রত হইলে অতি সুন্দরূপে শরীরের মধ্যে মেরুদণ্ডই পঞ্চতন্ম্র স্থিতিলাভ হয়, অর্থাৎ তন্ম্র তন্ম্রে প্রবেশ করিবার শক্তি সাধকের লাভ হয়।

(২) ক্ষতই বিষ্ণু, যিনি সমস্ত বিষে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। ইনিই স্থির প্রাণ, ইনি না থাকিলে এই দেহেন্দ্রিয় এবং এই সমস্ত বিষই অচল, অর্থাৎ বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই অনন্ত চাক্ষুশ্যময় এই বিরাট বিশ্ব চক্রাকারে প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে অথচ কেহলুচ হইতে পারে না। ইনিই জীবের চৈতন্য সত্তা। প্রজ্জলিত অগ্নির মত ইনি আচ্ছাদিত সর্বদা দীপ্তিশালী হইয়া আছেন, তিনিই ঋতরস অগ্নিরূপে অনাদি সমস্ত ভূক্ত দ্রব্যকে পাক করিয়া শরীরের সর্বত্র জীবন সঞ্চার করিতেছেন, ইনিই নাভিমণ্ডলে সমান বায়ুরূপে অবস্থান করিয়া প্রাণ অপানের গতি সংবর্তিত করিয়া থাকেন এইজন্ত বিষ্ণুকে পালনকর্তা বলে।

(৩) স্বধা—সর্বপ্রাণীর অন্ন। ‘সর্বপ্রাণিসাধারণমন্নম্’—শব্দর। বিভিন্ন অন্নের দ্বারা জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর পুষ্ট হয়। স্বধাই অগ্নির দ্বী—ইনিই তেজরূপা জ্ঞঃ ধাতু, এই ধাতুর অপকয়ে জীবের শরীর ও তৎসহ মন শুকাইয়া যায়। ইহাকে ব্রহ্মতেজঃ বলা যায়। সাধন করিলে প্রাণ উর্দ্ধগামী হয়, তখন যে তেজঃ বা জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়—তাহাই “স্বধা”।

(৪) ঔষধ—ত্রয়োদশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে “জগদ্ধৃষ্টই ভবরোগ”। জগৎ—বাহ্য গমন করে অর্থাৎ চঞ্চল; এই চাক্ষুশ্য মিটে প্রাণ স্থির হইলে। প্রাণের স্থিরতা হইলে ব্রহ্মে থাকে হয়, তাহার অধিক আর ভবরোগের কোন ঔষধ নাই।

(৫) মনের ব্যাধাতে ত্রাণ হয় তাহাই মজ্ঞ। মনের জ্ঞাণ হয় আপনাতে আপনি থাকিলে। আপনাতে আপনি থাকার উপায় ক্রিয়া করা। “নিঃস্বাসস্বাসরূপেণ মজ্ঞোহ্যং বর্ততে প্রিয়ে,” “প্রজ্ঞর্দিন বিধারগভ্যাং বা প্রাণতঃ”।

(৬) আত্মা—দ্রুত, ইহা দ্বারা হবন করিতে হয়, ইহাতেই বজ্রকার্য সম্পন্ন হয়, বজ্রেশ্বর প্রীত হন। হবন মানে প্রক্ষেপ, ত্যাগ। কি ত্যাগ করিব? যে বাহ্যতন্ম্রে চড়িয়া তত্ত্বাতীতকে

ভুলিয়াছি, সেই যে অহংজ্ঞান দেহাভিমান যে জন্ত জগতের সঙ্গে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছি এবং এই এতবড় সংসার পাতাইয়া ফেলিয়াছি। এ সমস্তই আত্মশক্তি, কিন্তু বিপরীত দিকে কাজ করিতেছে, গতাত্মগতিক ভাবে জগচ্চক্রের অনুবর্তন করিতেছে, এবং তাহাতে যে সামান্ত সুখ পাইতেছে, তাহাই লোভাত্মের মত গ্রাস করিতে উন্নত—সেই অজ্ঞানপাশ সেই অভিমান সেই দেহাভিমানকে গুটাইয়া আনিতে হইবে, এবং ব্রহ্মাগ্নিতে শিবশক্তি সমরসের মধ্যে তাহাকে পাক করিয়া লইতে হইবে। ইহার কল কি? “ত্যাগাৎ শান্তিঃ নিরন্তরং”। যে ‘অহং’ হইতে বৃত্তি উঠিয়া অজ্ঞানের পথে চলিতে চলিতে এই বিশ্ব সংসার রচনা করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাই গুটাইতে গুটাইতে আবার সেই ‘সর্কাতীতোহহম্’র মধ্যে এই “দেহোহহং” বুদ্ধিকে ডুবাইয়া দিতে হইবে। এই ‘দেহোহহং’ বুদ্ধির মূল কারণ প্রাণের বহিস্থুধী ভাব। ক্রিয়া দ্বারা প্রাণকে উর্দ্ধে রাখিতে পারিলে আত্মজ্যোতির দর্শন হয়, তাহাতে লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে আত্মসংবদ অগ্নি প্রজ্জলিত হয়, সেই প্রজ্জলিত অগ্নিতে ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলির হোম হইলে পরম স্থির ভাবের উদয় হয়, তাহাই আত্মসাক্ষাৎকার। যেমন দুধ মখন করিয়া দ্রুত উৎপন্ন হয় তদ্রূপ চঞ্চল প্রাণকে মখন করিলে স্থির প্রাণরূপ দ্রুত তাহা হইতে উৎপন্ন হয়। জ্ঞানসকলিনী তন্ম্রে আছে—

“ন হোমং হোম ইত্যাহঃ সমাধৌ তত্ত্বভূয়তে।

ব্রহ্মানৌ হুয়তে প্রাণো হোমকর্ম্মভূত্যাতে ॥”

ব্রহ্মাগ্নিতে প্রাণকে হোম করাই প্রকৃত হোমকর্ম্ম, অত্র হোম হোমই নহে।

(৭) অগ্নি—এই আত্মাই অগ্নি। ইনিই সকলের ‘অহং,’ বাহ্য না থাকিলে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না। ইনিই সকলের একমাত্র প্রিয়তম অতীষ্ট বস্তু। এই “আমিই” বিশ্বরূপে বিবিধ নাম রূপে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন। এই অগ্নি সকলের মধ্যেই আছেন, কিন্তু সর্বত্র তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হইলেই যে বস্তুর ভিতর হইতে তাঁহার প্রকাশ হয়, তাহাকে তিনি খাইয়া কেনেন। সেইজন্ত অগ্নির নাম “স্বধোনিহুৎ”—এই আত্মা অনন্ত নাম রূপের মধ্যে বিস্তারমান রহিয়াছেন, যখনই কোন বিশেষ নামরূপযুক্ত বস্তু হইতে তাঁহার প্রকাশ হয়, তখন সেই বস্তুর পূর্ব নাম রূপ থাকে না, নাম রূপ মিটিয়া গিয়া তখন তাহা অগ্নি বা আত্মারূপেই বর্তমান থাকে। সূত্রাং—

(৮) হোম—হবন কার্য্যটিও “আত্মা বা আমি”—“আমি” না থাকিলে হোম হইবে কিরূপে? ক্রিয়া যে করি, সেও আত্মা আছে বলিয়া।

প্রাণের যে বহিস্থুধী বৃত্তি মন রূপে পরিকল্পিত হয়, আত্মক্রিয়া দ্বারা প্রাণ স্থির হইলে মন নিজ কারণ স্থির প্রাণের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। এই সাধনাই সদ্গুরু-উপদেশগম্য—এই সদ্গুরুপদেশলব্ধ ক্রিয়াই প্রকৃত (৮) হোমকর্ম্ম। আত্মা আছেন বলিয়াই ক্রিয়া করা সম্ভব হয়, সূত্রাং আত্মাই সব ॥ ১৬

পিতাহমস্মৈ জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।

বেদ্যং পবিত্রমোক্ষার ঋক্সাম যজুর্বেদ চ ॥ ১৭

অনুব্রত । অহম্ (আমি) অস্ত জগতঃ (এই জগতের) পিতা (জনক) ধাতা (জননী বা অব্যক্তা প্রকৃতি) ধাতা (কর্মকল বিধাতা) পিতামহঃ (পিতারও পিতা অর্থাৎ পরমেশ্বর), বেদ্যং (একমাত্র জ্ঞেয়বস্তু), পবিত্রম্ (শোধক বা পাবন) ওক্ষারঃ (প্রণব) ঋক্, সাম যজুঃ এব চ (এবং ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ স্বরূপ) ॥ ১৭

শ্রীশঙ্কর । কিঞ্চ—পিতৃতি । ধাতা কর্মকলবিধাতা । বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু । পবিত্রং শোধকং, প্রায়শ্চিত্তাদ্বকং বা ; ওক্ষারঃ প্রণবঃ । ঋগ্বেদাদয়ো বেদাশ্চাহমেব । স্পষ্টমন্তঃ ॥ ১৭

ব্রহ্মসানুবাদ । আমি এই জগতের জনস্রিতা ও জনস্রিত্রী এবং পিতারও পিতা অর্থাৎ পিতামহ, আমিই কর্মকল বিধাতা । আমি জ্ঞেয় বস্তু, আমি শোধক অথবা প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ । আমি প্রণব এবং ঋগাদি বেদচতুষ্টয়ও আমি ॥ ১৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । পিতামহ ব্রহ্ম আমি—জগতের অর্থাৎ চলায়মান বস্তুর যাহা সকল আমা হইতে নির্গত হইয়াছে, আমি রক্ষা করিতেছি এবং আমিই সকলের ঠাকুরদাদা যাহা গুরুবক্তৃগম্য—জান্‌বার বস্তু আমি—আমার তুল্য কিছু সকলের পৃথিবীতে নাই—আমি লইয়াই এই শবীর ওঁকার রূপ । ঋক্, সাম, যজু—তিন মিলিয়া অখর্ব্ব । এই চারিদিক আমার রূপ ।—আমি জগতের পিতা মাতা কেন ? কারণ আমা হইতেই চরাচর সমুদয় জীব উৎপন্ন হইয়াছে । আমিই জগতের আধারভূত একমাত্র শক্তি, যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই বিশাল বিশ্ব প্রকাশিত হইয়াছে, সেইজন্ত আমি বিশ্বের জননী রূপা, আমি জগতের রক্ষাকর্ত্তা বিধাতা—“আমি” না থাকিলে কিছু থাকে কি ? এই অহং অভিমান বা অহঙ্কার হইতেই জগতের সৃষ্টি হয়, তাই “আমি”ই জগতের জনস্রিতা বা পিতা । আমি পিতামহ অর্থাৎ সকলের ঠাকুরের ঠাকুর, জগতের মূল কারণ । কুটস্থ দেখিতে দেখিতে যে উত্তম পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় বাঁহাকে পরমাশ্রয়ী বলা হয় । কুটস্থের মধ্যে অন্ধকার অপেক্ষা কিছু পাতলা—যাহা ভাল করিয়া জানা যায় না, তাঁহার কোন চিহ্নও নাই । তাহার পর বড়ৈশ্বর্যবান্‌ ব্যক্ত স্বরূপ—যিনি আপনা আপনি হইয়াছেন, বাঁহাকে কুটস্থের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় এবং যায়ও না । অত্যন্ত সূক্ষ্ম হেতু ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য নহে, তাঁহাকে চিত্তের দ্বারা ধারণা করা যায় না, অথচ আপনা আপনি প্রকাশিত হন ।

এই অবস্থা সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থা, তখন “মায়া” বা প্রকৃতি তাঁহা হইতে পৃথক হন নাই । পরে—“অপ এব সসর্জাদৌ তাস্মৈ বীজমবাসজৎ”—প্রথমেই জল সৃষ্টি করিলেন, বাঁহাকে কারণ-বাগ্নি বলে (কুটস্থের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ বাহা দেখা যায়) তাহার মধ্যে বীজ (নক্ত্র স্বরূপ) সঞ্জন করিলেন ।

“তদন্তমভবক্ৰৈমং সহস্রাণ্ডসমপ্রভত্ ॥

তস্মিন যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ ॥” মহ

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণঃ সূহৃৎ ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যায়ম্ ॥ ১৮

নেই স্বর্ণের ভায় অণ্ড স্বর্ধাসম প্রভাবিশিষ্ট, তাহা হইতে পুরুষোত্তম উৎপন্ন হইলেন, যিনি সমস্ত লোকের পিতামহ ।

“আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরস্বনয়ঃ ।

তা যদন্তাশ্বনং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥” মহ

জগকে নারা বলে, জল অর্থাৎ কুটস্থ তাহাতে নরাকৃতি ও নরাকৃতি নয় এমন এক পুরুষ আছেন, তিনিই পুরুষোত্তম । কুটস্থের দ্বারা তাহার আগমন হয়, সেই দ্বার দিয়া গমন করিলে পুরুষোত্তমের অনুভব হয় । কুটস্থের কাল বর্ণের মধ্যে তাঁহার স্থিতি, তদ্রিমিত তাঁহার নাম নারায়ণ । সকলের আসল আমি, উহাই উত্তম পুরুষের রূপ শরীরেরই মত । তাই অর্জুন বলিয়াছেন “দৃষ্টেদং মানুষং রূপং”—অস্বচ্ছন্দ্যাক্ত জ্যোতিস্বরূপ বাহা জ্ঞ নথো দেখা যায় । আর কেশের এক মহত্ব ভাগের এক ভাগ, তিনিই জীব । যিনি স্রষ্টার মধ্যে স্রষ্টারূপে আদিতেছেন ও লইতেছেন, হৃদয় নক্ষত্রের মত জ্যোতি বাহা দেখা যায় ।

তিনিই ঋক্, যজুঃ ও সাম—ইহাই স্বজন, স্থিতি ও মৃত্যু, ইহাকে অবলম্বন করিয়াই এই সাড়ে তিন হাত শরীর ও বিশ্ব-সংসার । বেদ হইতেই এই জন্ত বিশ্ব উৎপন্ন হয় বলা হইয়া থাকে । মহ বলিয়াছেন—“দ্রুদোহ বজ্রসিদ্ধার্বমৃগযজুঃ সামলক্ষণদৃ ॥” অর্থাৎ ক্রিয়াক্রম বজ্র সিদ্ধির জন্ত ঋক্, যজুঃ ও সাম লক্ষণ, স্বজন স্থিতি মৃত্যু লক্ষণ এই সাড়ে তিন হাত পরিমিত অবয়ব সৃষ্টি করিলেন । এই শরীরই ওঁকার রূপ । ঋচ্ অর্থে স্ততি করা, ক্রিয়া অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা স্তব, বাহা করিলে মনের প্রশস্ততা হয় । বায়ুশাস, দক্ষিণশাস ও মধ্যশাস, তিনিই ব্রহ্মরূপ সূক্ষ্মা সূক্ষ্ম বায়ু, মৃণাল তন্তুর ভায় । তিনিই ঋক্ অর্থাৎ আপনাকে আপনি জানিবার মন্ত, ইনিই চক্ৰ মনকে অন্তরিক্তে বাইতে না দিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় স্থিরত্ব—নিজবোধস্বরূপ অমুভব করাইয়া দেন । ইনিই বেদমন্ত গায়ত্রী, বায়ুহায বাঁহার গান করিলে ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্তি হয়, এবং তাহাতে মনশ্চাক্ষুর্য্যরূপ বিবম হৃৎকের হস্ত হইতে পরিজ্ঞান লাভ হয় ।

যজুঃ—(বজ) পূজা করা—দক্ষিণদিকে বায়ু লইয়া গেলে ওঁকার ক্রিয়ার দ্বারা যে বায়ুর স্থিতি হয়—তখন মূলধার হইতে ব্রহ্মরূপ পর্ধ্যন্ত আটকিয়া থাকে, তখন কখনও স্বেতবর্ণ ও কখনও কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায় ইহাই গুরু ও কৃষ্ণ যজুঃ ।

সাম—পশ্চিম দিকে বায়ু যাইলে ওঁকার ধ্বনি শোনায, এই বেদ, জানিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় । তখন সর্বকর্ত্ত, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান হওয়া যায় ॥ ১৭

অনুব্রত । [অহং—আমিই] গতিঃ (কর্মকল), ভর্ত্তা (পোষণকর্ত্তা), প্রভুঃ (নিরস্তা), সাক্ষী (জ্ঞাতা), নিবাসঃ (ভোগস্থান), শরণঃ (রক্ষক), সূহৃৎ (হিতকারী), প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ বা স্রষ্টা), প্রলয়ঃ (সংহর্ত্তা), স্থানং (আধার), নিধানং (লভস্থান), অব্যয়ম্ (অবিনশী), বীজম্ (কারণ) ॥ ১৮

শ্রীশঙ্কর। কিঞ্চ—গতিরিত্তি। গম্যত ইতি গতিঃ কলং। তর্জা পোষণকর্তা, প্রভূনিয়ন্তা। সাকী শুভাশুভদ্রষ্টা। নিবাসো ভোগস্থানং। শরণং রক্ষকঃ। সুহৃদ্বিতকর্তা। প্রকর্ষণে ভবতানেনেতি প্রভবঃ শ্রষ্টা। প্রলীয়েতেহেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্তা। তিষ্ঠতামিরিত্তি স্থানমাধারঃ। নিবীজতেহ্মিরিত্তি নিধানং লয়স্থানং। বীজং কারণং। তথাহ্যব্যায়মবিনাশি। ন তু ব্রীহাদিবীজবরশ্রমিতার্থঃ ॥ ১৮

বক্ষ্যানুবাদ। আমি এই জগতের গতি অর্থাৎ কর্মকল। আমি পোষণকর্তা, নিয়ন্তা, শুভাশুভদ্রষ্টা। আমি ভোগস্থান; আমি শরণ অর্থাৎ রক্ষক বা প্রপন্ন জনের আর্ষি-হরণকারী। আমি হিতকারী। আমি শ্রষ্টা, সংহর্তা। আমি আধার ও লয়স্থান। আমি অব্যয়বীজ অর্থাৎ অবিনাশি কারণ, ব্রীহিবাদি বীজবৎ আমি নশ্বর নহি ॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। আমি গতি—আমি ভরণপোষণ কর্তা—আমিই একজন হইয়াছি আপনার চোকে;—আমাতাই সকলে বহিয়াছে—সকলের স্ররণযোগ্য আমি অর্থাৎ আমাকে সকলের স্ররণ করা উচিত—সুন্দর দেহ হইলেই প্রকাশ আমা হইতেই সকলে প্রকৃষ্ট কাপে হইতেছে অর্থাৎ উপপত্তি আমার মন হইতে এবং তাহাতেই লয় ভাস্কর্য—নিধান—সকলের বিশেষরূপে স্থিতিস্বরূপ থাকিবার ব্যয়গা—সবিশেষ উপপত্তিস্থান অর্থাৎ বীজ ব্রহ্ম। উহার নাশ নাই।—কর্ম ও কুর্কর্ম জীব বাহ্য করে তদনুযায়ী তাহার গতি হইয়া থাকে, তিনিই প্রত্যেক কর্মে কর্মরূপে থাকিয়া জীবের শুভাশুভ গতির বিধান করিতেছেন। তিনিই ভরণ-পোষণকর্তা; জীবের স্ব স্ব কর্মদ্বারা কর্মকল উপন্ন হইয়া আবার তাহা সেই কর্মকারী জীবের অদৃষ্টরূপে সংযুক্ত হয়। ইহাতে জীবের ভরণপোষণ হয়, জীবের কর্মানুরূপ বারিবর্ষণ হয়, কর্মানুরূপ ক্ষেত্রে শস্যাদি উপন্ন হয়, এবং কর্মানুরূপ জীবের পুত্র ও বৈভবাদি প্রাপ্তি ঘটে—ইহার ব্যবস্থাপক তিনিই। তিনি প্রভু, তাহারই আদেশে স্বর্ঘ্যচন্দ্র বধানিয়মে স্ব স্ব কর্ম করিতেছেন, তাহারই আদেশে মেঘ বধাকালে বারিবর্ষণ করিয়া থাকে, কর্ম বধাসময়ে ফল উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। তিনিই জীবের কৃত ও অকৃত কর্মের দ্রষ্টা। দেহ না থাকিলে কর্মকল ভোগ হয় না। প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান এই দেহরূপ পুরে জীব বাস করে, সেই দেহের প্রকাশ আমা হইতেই হয়, এইজন্য তিনি নিবাস। তিনিই জীবের আশ্রয়—স্থির প্রাণকে অবলম্বন করিয়াই জীবের বহিঃস্থ প্রাণবৃত্তি প্রবাহিত হইতেছে। সূতরাং তিনিই জীবের আশ্রয়; তিনিই একমাত্র স্ররণযোগ্য। যে তাহাকে স্ররণ করে—শরণাগত-বৎসল তিনি—তাহাকে সমস্ত বিপত্তি হইতে রক্ষা করেন। ক্রিয়া করিলে, কি শারীরিক কি মানসিক, সর্বপ্রকার বিপত্তি হইতেই পরিজ্ঞাপ পাওয়া বাইতে পারে। সূতরাং জীবের এমন আশ্রয় (শরণ) আর নাই। বিবিধ শোক দুঃখের সম্ভাষণে জীব সদা সন্নত। এই সমস্ত তাপের মূলই কিন্তু দেহান্ববোধ। দেহচিন্তার মত এমন বিষমজর জীবের আর নাই। শ্রীশঙ্কর বলিয়াছেন ‘সংসারমূলং হি কিমস্তি চিন্তা।’ এই চিন্তাই মনকে সত্ত উৎক্লিষ্ট করে। এই চাক্ষুষ্যভাবই মন নামে প্রসিদ্ধ। যেখানে চাক্ষুষ্য নাই অর্থাৎ মন

তপাম্যাহমহং বর্ষং নিগৃহ্মাম্যংসৃজামি চ।

অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯

নাই, যেখানে সংসারও নাই। চিরস্থির আত্মাই সেইজন্য জীবের একমাত্র গতি। যে সাধক প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়া দ্বারা মনের চাক্ষুষ্য নিবারণ করিতে সমর্থ হন তিনিই তাঁহার নিজের পরমাশ্রয়ের সন্ধান পান। এই আশ্রয় যে লাভ করে তাহাকে আর অন্যজন্মস্বরূপ ক্রেশের অধীন হইতে হয় না। তিনি সুহৃৎ—তিনি আমার কল্যাণকারী। আমি না চাহিলেও যিনি আমাকে চান, আমি না ভাকিলেও যিনি আমার নিকটে আসেন, ভবের ধূলাবেলা লইয়া অন্ধ উন্মত্তভাবে দিন বাপন করিতেছি, তবুও যিনি গুরু কর্ণধার হইয়া পরিজ্ঞানের উপায় আমাকে বলিতেছেন, তদপেক্ষা ভীষের হিতার্থী, এমন পরম সুহৃৎ আর কে হইতে পারে? সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্তাও তিনি। প্রলয়ের পরেও জীবসমূহ সূক্ষ্ম বীজরূপে তাহাতেই অবস্থান করে। সমাধি সময়ের নিশ্চল স্থিতিও তাহাতেই হয়, ক্রিয়ার পর-অবস্থারূপে তাহারই। সমাধিস্থের পর জীবের আবার বধন সংসার প্রবৃত্তি হয়—সেই উপপত্তির স্থান ও সর্বজীব ও সর্বভাবের বীজ স্বরূপই তিনি। সেই ব্রহ্মরূপ বীজের আর নাশ নাই ॥ ১৮

অনুব্রজ। অর্জুন! (হে অর্জুন) অহং তপামি (আমি তাপ দিয়া থাকি), অহং (আমি) বর্ষং নিগৃহ্মামি (জল আকর্ষণ করি) উৎসৃজামি চ (ও পুনরায় তাহা বর্ষণ করি) অহম্ (আমি) অমৃতং এব চ মৃত্যুঃ (অমৃত ও মৃত্যু—সকলের জীবন ও মৃত্যু), সং চ অসং (সং অসং অর্থাৎ কারণ ও কার্যস্বরূপ অথবা বর্তমান স্থূল দৃশ্যরূপ সমস্ত আমি, সূক্ষ্ম অদৃশ্যরূপ অসদৃশ্যও আমি) ॥ ১৯

শ্রীশঙ্কর। কিঞ্চ—তপাম্যাহমতি। আদিত্যাদ্যনা স্থিতত্বাৎ নিদাঘকালে তপামি জগতস্তাপং কুরুমি। বৃষ্টিসময়ে চ বর্ষমুৎসৃজামি বিমুঞ্চামি। কদাচিত্তু বর্ষং নিগৃহ্মাম্যাকর্ষামি। অমৃতং জীবনং। মৃত্যুশ্চ নাশঃ। সং স্থূলং দৃশ্যম্। অসচ্চ সূক্ষ্মমদৃশ্যম্। এতৎ সর্বমহমেবেতি মম্বা মামেব বহুধোপাসত ইতি পূর্বেণৈবাবয়ঃ ॥ ১৯

বক্ষ্যানুবাদ। হে অর্জুন, নিদাঘকালে আদিত্যরূপে জগতকে আমি পরিভূত করি। বৃষ্টির সময়ে আমিই বারিবর্ষণ করি, কদাচিত্ বর্ষ (বৃষ্টি) আকর্ষণ করি। আমিই জীবন, আমিই নাশ। আমি সং অর্থাৎ স্থূল দৃশ্য, আমিই অসং—সূক্ষ্ম অদৃশ্য। এ সমস্তই আমি, আমাকে এইরূপ জানিয়া লোকে বহুরূপে আমাকেই উপাসনা করে। [পূর্বের ১৫ শ্লোকের সহিত ইহার অবয়ব] ॥ ১৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। ইচ্ছা দ্বারায় অর্থাৎ মনে না করিতে করিতে সৃষ্টি হয়—যখন একরূপ লোকের ক্ষমতা হয়—তখন অন্যরূপে লক্ষ্য হয়। সেই ব্রহ্মা!!! মৃত্যু হওয়া আমার রূপ—কারণ বেঁচে থেকে না মরলে মুক্ত হয় না। ভালও আমি মন্দও আমি।—আমিই ওপস্তারূপ তাপ, এই তাপ দ্বারাই আমি জীবের কর্মবারি শোধন করি। কষ্টসহিষ্ণু হইতে পারাই তপস্তার উদ্দেশ্য, কিন্তু ‘তপো ন পরং

প্রাণায়াম্যং ততো বিমুক্তির্যনানাঃ দীপ্তিঞ্চ জ্ঞানভ্রুতি—প্রাণায়াম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপস্তা আর নাই। কেননা প্রাণায়ামেও এই শোধন কার্য হয়। মন বহুধা বিক্লিপ্ত হইয়া বিষয়ে ছুটছুটি করে, মনযুক্ত মনেরই ইহা কার্য। প্রাণায়াম দ্বারা কিন্তু এই মনের বিস্তৃতি হয় ও জ্ঞানের দীপ্তি হয়। কাহারও কাহারও মনে এই সন্দেহ আসে যে প্রাণায়াম দ্বারা জ্ঞানের দীপ্তি কি প্রকারে হইবে? অজ্ঞান নাশ না হইলে কি জ্ঞান হইতে পারে? আচ্ছা, অজ্ঞান কি বল দেখি? অনাত্ম বস্তুতে আত্মবোধ, দেহকে “আমি” জ্ঞান এই তো অজ্ঞান। দেহের সহিত “আমি” এমন ভাবে জড়িত হইয়া আছে, তাহা বিযুক্ত না হইলে দেহ হইতে “আমি” পৃথক এ জ্ঞানের উদয় হইতেই পারে না। প্রাণায়াম দ্বারা এই শরীর হইতে আত্মত্বের জ্ঞান নষ্ট হয়, ভগবানের রূপ। এই প্রাণায়ামরূপ তপস্তাব তাপে অজ্ঞানরূপ বারি শুষ্ক হইয়া যায়, ইহাই “নিগৃহ্যামি” এবং ক্রিয়ার পর-অবস্থা রূপ শান্তিবারি বর্ষণ হইতে থাকে—ইহাই “উৎসৃজ্যামি”। এই অবস্থা ভোগ করিতে করিতে সাধকের অমৃত পদে লক্ষ্য হয় এবং শেষে সাধক স্বয়ং সেই অমৃত হইয়া বান। ইহাই প্রকৃত জীবন। এই জীবন ভাবায়ই শক্তি বা রূপ, আত্ম মৃত্যুও আমার রূপ। এই দেহটা ছাড়িয়া গেলেই তো মৃত্যু হয় না। ‘আমি’ তো থাকিয়াই যায়, সুতরাং এ দেহটা নষ্ট হইয়া যাওয়াই মৃত্যু নয়। মৃত্যু তবে কি? “বস্ত পুনরুজ্জয়”, বাতাস পুনর্বার জন্ম হয় না, বাতাস পুনরাবৃত্তি হয় না। বাতাস থাকিয়াও এইরূপ মৃত্যু হইতে পারে—ইহাই ক্রিয়ার পর-অবস্থা। এই “আমি”ই বধন ক্রিয়া করিয়া আত্ম হইয়া যায়—তখনই আপনাকে ‘সৎ’স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, ইহাই “ভাস আমি”। আবার বধন ক্রিয়া না করিয়া সংসার-চিন্তায় মন মগ্ন হয়, তখন দেহে আত্মবুদ্ধি হয়। কিন্তু দেহ চিরস্থায়ী নহে, এইজন্য দেহে আত্মবুদ্ধিও অসং। ইহাই “মন্দ আমি”। এই “আমি”র অনন্ত রূপ—সর্বাত্মক রূপে এই “আমিই” সর্বত্র প্রকাশিত।

“স্বস্মাতিস্বস্ম কলিলস্ত মধো বিশ্বস্ত শ্রষ্টারমনেকরূপং।

বিশ্বশৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিযতাস্তমেতি ॥

গুণায়ত্নে ঋকলকর্ম্মকর্ত্তা কৃতস্ত তশ্চৈব স চোপভোক্তা।

স বিশ্বরূপস্তিশ্চশ্রবণ্য প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিঃ ॥

অসূষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ নক্ষত্রাহঙ্কারসমম্বিতো যঃ।

বুদ্ধেণৈনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রোহৃষপদোহপি দৃষ্টঃ ॥” যেতান্বতর

স্বপ্ন হইতেও অতি স্বপ্ন, জগৎ-সৃষ্টির প্রারম্ভে বুদ্ধদ্বাবস্থা—তাহারও পূর্ববর্তী কলিলাবস্থা, তাহার মধো থাকিয়াও তিনি অনন্তরূপে প্রকাশমান, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর-অবস্থা রূপ অভ্যন্তর স্বস্মাবস্থা হইতেই এই অসীম ব্যক্ত জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই স্বস্মাতিস্বপ্ন জগতের অবিভীষ ভোগবিধাতা আনন্দময় শিবরূপ বিনি, তাহাকে জানিতে পারিলেই আত্মাত্মিক শান্তিলাভ হয়। জ্ঞান ও কর্ম্মজনিত বাসনাশূন্য গুণসমূহের সহিত বাহ্যর অম্বর ও সম্বন্ধ, তিনিই ‘গুণাধ্ব’-পদবাচ্য। তিনিই কলোদ্দেশে বিহিত কর্ম্মের কর্ত্তা এবং অধর্ম ও স্বকৃত

ত্রেবিজ্ঞা মাং সোমপাঃ পুতপাপা

যষ্টৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।

তে পুণ্যমাসাচ্ছ সুরেন্দ্রলোক-

মশস্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০

কর্ম্মকলের উপভোক্তা। তিনিই সৎ-রক্ত-তম ওপানুসারে ধর্ম, অধর্ম ও জ্ঞানরূপ ত্রিবিধ পথে গমন করতঃ প্রাণাধিপরূপে সংসারে পরিক্রমণ করেন।

অসূষ্ঠ পরিমিত হৃদয়-গুহার থাকে বলিয়া জীব অসূষ্ঠমাত্র, তাহার রবিতুল্য রূপ অর্থাৎ স্বর্গের মত তিনি জ্যোতির্ময়, আর তিনি সঞ্চর ও অহঙ্কারাদি ধর্ম্মযুক্ত এবং বুদ্ধি ও দেহধর্ম্মযুক্ত হইয়া অপর কোন বস্তু বলিয়া বেন দৃষ্ট হন। অর্থাৎ জীবকে পরমাত্মা হইতে পৃথক বলিয়া মনে হয় ॥ ১৯

অস্বপ্ন। ত্রেবিজ্ঞাঃ (বেদজ্যোক্ত কর্ম্মপরায়ণগণ—ঋক্, যজুঃ, সাম মিলিয়া বেদ, এইজন্য বেদকে ত্রয়ী বলে, এই ঋক্‌যজুঃসামবেদবিং বাহ্যরা তাঁহারা ত্রেবিজ্ঞ) যষ্টৈঃ (যজ্ঞ দ্বারা) মাং ইষ্টা (আমার উপাসনা করিয়া) সোমপাঃ (সোমপানকারী) পুতপাপাঃ (পাপমুক্ত ব্যক্তিগণ) স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে (স্বর্গগমন অভিলাষ করিয়া থাকেন) : তে (তাঁহারা) পুণাঃ (পবিত্র) সুরেন্দ্রলোকম্ (ইন্দ্রাদি দেবলোক) আসাচ্ছ (প্রাপ্ত হইয়া) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ (দিব্য) দেবভোগা বস্ত (অশস্তি (ভোগ করেন) ॥ ২০

শ্রীমদ্ভগবৎ। তদেবম্ “অবজানন্তি মাং মূঢ়া” ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে ক্রিপ্রফলাশয় দেবভোগ্যঃ বক্তব্যঃ মাং নাদিরস্ত ইত্যাত্তক দর্শিত্যঃ। ‘মহাশ্বানন্ত মাং পার্থ’ ইত্যাদিনা চ মজ্জক উক্ত্যঃ। তত্রৈকত্বেন পৃথক্‌ন বা যে পরমেশ্বরঃ ত্রীবাংসদেবঃ যে ন ভজতি তেবাং জন্মমৃত্যুপ্রবাহো দুর্কীর ইত্যাহ—ত্রেবিজ্ঞা ইতি দ্বাভ্যাং। ঋক্‌যজুঃসামলক্ষণান্ত্রিযো বিজ্ঞা বেবাং তে ত্রিবিজ্ঞাঃ। ত্রিবিজ্ঞা এষ ত্রেবিজ্ঞাঃ। স্বার্থে তত্রিতঃ। তিস্রো বিজ্ঞা অধীয়েন্তে জ্ঞানতীতি বা। ত্রেবিজ্ঞাঃ বেদজ্যোক্তকর্ম্মতৎপরা ইত্যর্থঃ। বেদজ্যবিহিতৈর্গর্গজ্ঞানামিষ্টা। মমৈব রূপং দেবভোগ্যমিত্য-জ্ঞানতোহপি বস্তুত ইন্দ্রাদিরূপেণ যামেবেষ্টা। সংপূজ্য, যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপাঃ। তেনৈব পুতপাপাঃ শোভিতকক্ষাঃ সন্তঃ স্বর্গতিং স্বর্গং প্রতি গতিং যে প্রার্থয়ন্তে তে পুণ্যকলরূপং সুরেন্দ্রলোকং স্বর্গমাসাচ্ছ প্রাপ্য। দিবি স্বর্গে। দিব্যান্‌ভুতমান্‌ দেবানাং ভোগান্। অশস্তি ভুজতে ॥ ২০

অস্বপ্নানুবাদ। [‘অবজানন্তি মাং মূঢ়া’ ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে ক্রিপ্র ফলাশয় বাহ্যরা দেবভোগ্য ভজনা করে, আমাকে সমাদর করে না, তাহারা যে অভক্ত ইহা বলা হইয়াছে এবং ‘মহাশ্বানন্ত মাং পার্থ’ ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা ভক্ত কাহারা বলা হইয়াছে, এবং তাঁহাদের মত অভেদ ভাবনা দ্বারা অথবা পৃথক ভাবনা দ্বারা বাহ্যরা পরমেশ্বরকে ভজনা না করেন তাঁহাদের জন্মমৃত্যু-প্রবাহ অনিবার্য—ইহাট দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—] ঋক্‌ যজুঃ সামলক্ষণ তিনটি বিজ্ঞা ত্রিবিজ্ঞা নামে অভিহিত, এই ত্রিবিজ্ঞা বাহ্যরা অধ্যয়ন করান বা জানেন তাঁহারা ইহা ত্রেবিজ্ঞা

অর্থাৎ বেদত্রয়োক্ত কর্ণপরায়ণ। বেদত্রয়বিহিত বজ্র দ্বারা আমারই রূপ যে অস্ত্র দেবতা, ইহা না জানিয়াও বস্তুতঃ ইন্দ্রাদিরূপে আমারই পূজা করিয়া তাঁহারা বজ্রশেব সোমপান দ্বারা শোধিত-কঙ্কর হইয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করেন। তাঁহারা পুণ্যকলরূপ সুরেন্দ্রলোক লাভ করিয়া স্বর্গে অতুস্তম দেবভোগ সকল ভোগ করেন ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। এই ওঁকার স্বরূপ শবীরের মধ্যে—তিন বিজ্ঞা জ্ঞান—স্বরূপ আমার; জিহ্বাগ্রস্থি—হৃদয় গ্রস্থি—মূলাধারগ্রস্থি ভেদ পূর্ণচন্দ্রের দৃষ্টি সেও আমার রূপ—যেখানে গেলে পবিত্র হয় এই যজ্ঞই বজ্র—এইখানে যাওয়ার নাম সদগতি—সেই পুণ্যোতে আপনাব ভাল কর্ম করিয়া ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু বিনি সকলের মধ্যে প্রধান তিনিই কূটস্থ স্বরূপ আপনি হইয়া তন্মধ্যে নক্ষত্র দর্শন করতঃ নানাবিধ দিব্যকপ দর্শন ও আনন্দ ভোগ এই দেহে হইতেছে। —ওঁকার স্বরূপ (প্রথম খণ্ড ৩৭ পৃঃ দেখ) এই শরীর। শরীরের মধ্যে কূটস্থ ও কূটস্থের মধ্যে উত্তমপুরুষ রহিয়াছেন। পরে শুদ্ধ নির্মল রশ্মি বাহাতে কোন রং নাই সাধক দেখিতে পান। তাঁহাকে জানিয়া সমুদয় বিজ্ঞার তাৎপর্য বুঝিতে পারেন। পরে এক বিদ্বৎশক্তি এই শরীরে উৎপন্ন হয়, যে শক্তি অনির্লচনীয়। তিনি শক্তিরূপা ব্রহ্মস্বরূপিনী গায়ত্রী। তাঁহার উৎপত্তির পূর্বে ওঁকার ধ্বনি ও অনাহত শব্দ সমস্ত শুনিতে পাওয়া যায়। তখন অন্ন (মন) ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া যায়। প্রাণ না থাকিলে কোন ভূতই থাকিতে পারে না, প্রাণ অন্নব্রহ্মে মিলিত হওয়ার সমস্ত ভূতই ব্রহ্মে মিলিত হয় এই জ্ঞানের নাম বেদ। বেদকে ত্রয়ী বলে, উক্ত প্রকারের জ্ঞান হইলে ত্রয়ী বিজ্ঞা জ্ঞান যায়। প্রাণ, অপান, ও ব্যানের ক্রিয়াই ত্রয়ী বিজ্ঞা। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি, বাহাকে তৃতীয় অবস্থা বলে, এই স্থিতি ব্যানের ক্রিয়াতেই হয়—ইহা জ্ঞানার নাম বেদ। প্রাণস্বরূপ গায়ত্রীতে অর্থাৎ ওঁকার ক্রিয়াতেই জ্ঞান পায় তন্নিমিত্তে এই ক্রিয়ার নাম গায়ত্রী। যখন তিন লোক এক হয় তখনই ব্রহ্ম। ভূত্বঃ স্বঃ—ইহাই ত্রিপদা গায়ত্রী। যখন মস্তকে বায়ু স্থির থাকিবে তখন প্রথম পদ হইবে। যখন বাহুতে বায়ু স্থিররূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন গায়ত্রীর (ক্রিয়ার) দ্বিতীয় পদ; আর সকলেতে ব্রহ্ম দেখা, ইহাই তৃতীয় পদ। মস্তকে, বাহুতে বায়ু স্থির হইলেই ব্রহ্মদর্শন হয়। ইহাই প্রকৃত করাঙ্গ ভাস। আমরা এখন বাহু, সর্বাঙ্গ ও চক্ষু হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকি মাত্র। কিন্তু ঐ রূপ হস্ত দ্বারা শরীরের স্থানগুলিকে স্পর্শ করিলেই অঙ্গভ্রাস হয় না। ক্রিয়া দ্বারা যখন মস্তকে, বাহুতে বায়ু স্থির হইবে, তখনই ব্রহ্মদর্শন হইবে, ইহাকেই গায়ত্রীর তিন পদ বলে। হৃৎকের বিষয় এখন আর আমরা ভ্রাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া কেবল ঐ স্থানগুলিকে স্পর্শ করিয়া বাই মাত্র। যে প্রাণায়াম দ্বারা অনিল স্থির হইলে পরমা স্থিতি প্রকাশিত হয়, উহাই অমৃত। সেই অমৃত পানে কৃতার্থ হইয়া সাধক পরমানন্দরূপ ব্রহ্মেতে লীন হন। ক্রিয়ার পর-অবস্থার পর অবস্থাতে উহা অমৃত হয়।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যতাপিহিতং মুখম্।

তৎ সৎ পুষ্পপাবণু সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং

ক্লীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি।

এবং ত্রয়ীধর্মমমুপ্রপন্ন।

গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১

পুষ্পেকর্ষে বম স্বর্ঘ্য প্রাজাপত্য

বাহু রশ্মীন সমুহ তেজো।

বৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি,

বোহসাবনৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি ॥ ঈশোপনিষৎ

হৃৎকের মধ্যে দ্রুত দেখা যায় না, কিন্তু হৃৎকে মনন করিলে যেমন দ্রুত বাহির হয়, সেইরূপ দেহের প্রতি অণুর মধ্যে ব্রহ্ম রহিয়াছেন, প্রাণায়ামরূপ মনন দ্বারা সেই ব্রহ্মের অমৃত হয়। যেমন পাষণেতে কাঞ্চন লিপ্ত থাকে, অগ্নি দ্বারা সেই জোড় না গলাইলে অর্থাৎ অগ্নি ভেদ না করিলে যেমন পাষণ হইতে স্বর্ণ নির্গত হয় না, তজ্জপ মুক্তিকারূপ এই দেহ, ইহার তিন গ্রস্থি—জিহ্বা, হৃদয়, নাভি বা মূলাধার প্রাণায়াম দ্বারা এই সকল গ্রস্থি ভেদ না করিলে বিনি সকল জ্যোতির জ্যোতি সেই ব্রহ্মস্বরূপ অগ্নি প্রকাশিত হন না। কূটস্থের মধ্যে অন্তর জ্যোতি-বিশিষ্ট আকাশের মণ্ডল, সেই আকাশমণ্ডলের মধ্যে প্রদীপের সলিতার জ্বালা আলোক জ্বলিতে থাকে, তাহারই মধ্যে ত্রিলোক। এইরূপ দর্শন করিতে করিতে সমস্ত চরাতরই ব্রহ্মরূপ বোধ হয়। সমস্ত ব্রহ্ম হইয়া গেলে আর অপবিত্র কিছু থাকে না। যে ক্রিয়া দ্বারা এই পবিত্র ভাবের উদয় হয়, তাহাই প্রকৃত বজ্র। এই বজ্রের উদ্দেশ্য সদগতি অর্থাৎ ব্রহ্মগতি বা ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্তি। বাহারা অষ্টপ্রহর ক্রিয়ায় লাগিয়া থাকেন তাঁহারা “মুন্ন”। এই দেবত্ব বা মুন্নত্ব কাহার শক্তিতে হয়? আমার মধ্যে যে কূটস্থ রহিয়াছেন, তাঁহারই শক্তি, সেই কূটস্থই আমি, তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ এইজন্ত সুরেন্দ্র। সেই সুরেন্দ্রলোকে অর্থাৎ জ্যোতির্ময় কূটস্থ মণ্ডলে নানাপ্রকার দিব্য দর্শন ও দিব্য শ্রবণ লাভ হয় এবং পরমানন্দ ভোগ হয়।

“অনাহতকং বৎ শব্দঃ তস্ত শব্দস্ত বৎ পরং।

তৎ পরং বিন্দতে বস্ত স যোগী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ধ্যানবিশু

অনাহতে দশ প্রকার শব্দ হয়। সেই শব্দ হৃদয়স্থ দ্বাদশ পদমধ্যস্থিত। এইখানে জীবাত্মা বাস করেন। এই শব্দ শুনিয়া পরে যে স্থিরত্ব বোধ হয়, সেই স্থিরত্বের পর যে ধাম প্রকাশ পায়—যেখানে চন্দ্র স্বর্ঘ্য থাকে না অথচ সমস্ত দেখা যায়—সেই পরম ধাম বাহার নিকট প্রকাশিত হয় সেই যোগীরই সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় ॥ ২০

অন্বয়ঃ। তে (তাঁহারা) তং (সেই) বিশালং স্বর্গলোকং (বিপুল স্বর্গলোক) ভুক্ত্বা (ভোগ করিয়া) পুণ্যে ক্লীণে (পুণ্যক্ষয় হইলে) মর্ত্যলোকং বিশস্তি (মর্ত্যলোকে প্রবেশ করেন)। এবং (এইরূপ) ত্রয়ীধর্ম (বেদত্রয়বিহিত ধর্ম) অমুপ্রপন্ন (অমুষ্ঠানকারিগণ) কামকামাঃ (ভোগকামী হইয়া) গতাগতং (গতাগতি অর্থাৎ সংসার) লভন্তে (লাভ করেন) ॥ ২১

শ্রীকৃষ্ণ। তত্শচ—তে তমিতি। তে স্বর্গকামান্তঃ প্রার্থিতং বিপুলং স্বর্গলোকং তৎস্বং ভূক্স। ভোগপ্রাপকে পুণ্যে কীণে সতি মর্ত্যালোকং বিশন্তি। পুনরপ্যেবম্বেব বেদত্রয়বিহিতং ধর্মমহুস্তাঃ কামকাম ভোগান্ কাময়মানা গতাংস্তং বাতাত্যাতং লভন্তে ॥ ২১

অন্তঃসুখানন্দ। তাহারা (ঐ সমস্ত স্বর্গকামীরা), তাহাদের প্রার্থিত বিপুল স্বর্গলোক এবং তাহার স্বং ভোগ করিয়া তাহাদের ভোগপ্রাপক পুণ্য ক্ষয় হইলে, মর্ত্যালোকে প্রবেশ করে। এইরূপ বেদত্রয়বিহিত ধর্মে অহুগত কামকামীরা পুনঃ পুনঃ বাতাত্যাত অর্থাৎ সংসার-গতি লাভ করে ॥ ২১

আধ্যাত্মিক ন্যাশ্ব্য। তাহারা স্বর্গলোকে থেকে মর্ত্যালোকে পুনর্বার আসে পুণ্যক্ষয় হইলে—এইরূপ ধর্ম অর্থ কাম তেজারন্তের ধর্ম করিয়া যে যে কামনা করে তাহা লাভ করে।—বিক্ষেপশূন্য অবস্থাই পুণ্য, তদ্বিপরীতই পাপ। জিয়ার পর-অবস্থাই নিত্যরূপ ভাব, সেখানে বিক্ষেপ বা চাক্ষুষ্য নাই ইহাই ত্রুটির স্বরূপে অবস্থান। কিন্তু এই পুণ্যময় অবস্থা সকল সাধকের ভাগ্যে অধিকরণ স্থায়ী হয় না। বাহ্যের চিত্ত গভীর ধ্যানযুক্ত হইয়া সমাধিস্থরে উঠিয়া গিয়াছে—বাহ্যের চিত্ত চাক্ষুষ্যশূন্য হইয়া গিয়াছে,— তাহাদের আর দেহাভিমান আসিতে পারে না, তাহারা তখন জিগ্মষময়ী মায়ার অধিকাংশ পায় হইয়া বহু উর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছেন—তাহাদের কথা এখানে বলা হইতেছে না, কিন্তু বাহ্যের সাধনাত্ম্যে পারদর্শী এবং ইচ্ছুক হইয়াও পূর্ক্স ত্রুটিবশতঃ কতকগুলি অন্তরায় বাহ্যের গন্তব্য পথে বিঘ্ন উপস্থিত করে, তাহারা যোগকণ লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। ধ্যানভঙ্গের পর সংসার প্রবৃত্তি বজ্রিত হইয়া আবার তাহাদিগকে অবিস্তার কবলে নিক্ষেপ করে। তখন আবার দেহাভিমান কিম্বা আসে এবং দুই একটা নিম্নতরের সিদ্ধাই আসিয়া তাহাদিগকে বঞ্চনা করে। উক্তকোটির বোগী যিনি—অর্থাৎ যিনি যোগে আক্লত হইয়াছেন তাহার জিহ্বাগ্রাঃ হৃদয়গ্রাঃ ও মূলাধারগ্রাঃ ভেদ হইয়া যায়। এই সকল গ্রাঃভেদ হইলে সাধকের আজ্ঞাচক্রে উর্দ্ধে সহস্রারে স্থিতি হয়, তখন আর তাহার পতন হইবার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু বাহ্যের এতটা উচ্ছাদিকার লাভ করিতে পারেন নাই, তাহারা আজ্ঞাচক্র (স্বর্গ) পর্যন্ত উঠিয়া আবার নামিয়া পড়েন। স্বর্গ পর্যন্ত যাইয়া তথায় বহুকাল ধরিয়া ষোড়শধর্ম জনিত আনন্দলাভ করেন বটে, কিন্তু তাহা গুণাতীত অবস্থার আনন্দ নহে, এবং উহা বহুদিন স্থায়ী হয় না। যোগৈশ্বর্যে আসক্তিবশতঃ আবার তাহাদের অধোগতি হয়, নাভির নিম্নে তাহাদের মন বিচরণ করে। এই অবস্থায় মৃত্যু হইলে সাধক কামনাশূন্য না হওয়ার তাহাকে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যোগদর্শনে ঋষি যোগের নয়টি অন্তরায়ের কথা বলিয়াছেন—“ব্যাধিত্যানসংশয় প্রমাদানন্তাবিরতি ভ্রান্তি দর্শনালকভূমিকস্থানবহিঃস্থানি বিক্ষেপান্তেত্তরায়ঃ”—সমাধিপাদ, যোগদর্শন। (১) ব্যাধি—শরীরগত ধাতুর বৈষম্য থেকে ইন্দ্রিয়াদির যে বিকলতা ও তৎসং শারীরিক অসুস্থতা—শরীরে পীড়া থাকিলে যোগলাভে সম্যক প্রবৃত্ত হইতে পারে না, তাহার অসংখ্য ও ইন্দ্রিয়ের অসংখ্যমই যাবতীয় পীড়া উৎপন্ন হয়, যিনি এ বিষয়ে বৃত্ত অবহিত তাহাকে অসুস্থতার কষ্ট তত কম ভোগ করিতে হয়। (২) স্ত্যান—চিন্তার অবসাদ, মনে বখেট প্রজ্ঞা ভক্তি আছে

অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যাপাসতে

তেষাং নিত্য্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২

কিন্তু তথাপি সাধনে চিত্ত বসিতে চায় না—এই রাক্ষসীই বহু সাধককে খাইয়া কেশে। সাধন অপ্রীতিকর বোধ হইলেও, চেষ্টা বাহার আছে সে একদিন না একদিন ইহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবেই। (৩) সংশয়—সাধনায় নিদ্রিত হইবে কিনা। সন্দেহ, নিজের সামর্থ্যের প্রতি সন্দেহ—আমার দ্বারা ইহা শেষ পর্যন্ত হইবে কি না? ভগবানের করুণার প্রতি সন্দেহ—তিনি চেষ্টাশীলকে দয়া করেন কি না? গুরুত্ব প্রতি ও শাস্ত্রের প্রতি বাহার প্রজ্ঞা থাকে তাহার মনে এই প্রকারের সংশয় প্রায়ই উপস্থিত হয় না। (৪) প্রমাদ—যিনি আশ্বিন্ত, যিনি সাধন করিতে গিয়া কোন একটা বিষয়ে আসক্তি বশতঃ সাধনায় শিথিল প্রবৃত্ত হয়, আর তেমন উত্তম থাকে না, বাহ্যবিষয় লইয়া তখন মগ্ন—ইহাই প্রমাদ। ভরত রাজা বেনন হরিণের প্রতি আগ্রহ হইয়া তপস্তায় শৈথিল্য দেখাইয়া ছিলেন। এইরূপ বাহ্যে আশ্বিন্তি জাগরক হয় তৎপ্রতি মনোযোগ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। (৫) আলস—আহারাদির অনিয়ম বশতঃ শরীর ও মনের বে ক্রান্তি, অপ্রিয়ত্ব করিতে শরীর ও চায় না, মনও চায় না। গুরু আহার ও নিদ্রাধিক্য আলস্যের জনক। অনেক বুদ্ধিমান ও উৎকৃষ্ট ব্যক্তিও এই আলস্যের কবলে পড়িয়া আপনায় জীবনে উন্নতিলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। (৬) অবিরতি—বিষয়ভোগের আসক্তি দূর না হওয়া। মনকে সর্বদা অন্যবস্তুর চিন্তা করিতে না দিলে, বিষয়ের হেতু বিচার করিলে এবং মনকে অনন্তঃ স্বাসে স্বাসে জপে অভ্যস্ত করাইতে পারিলে এই ভাবটা কমিয়া যাইতে পারে।

(৭) ভ্রান্তির্দর্শন—বাহ্য সত্য বস্তু নহে তাহাকে সত্য মনে করা, সামান্যকে অসামান্য ভাবা অথবা অবিবেকবশতঃ সামান্যায়িক সংস্কার দ্বারা বুদ্ধিকে সংস্কারাবদ্ধ করিয়া আশ্ব্যপ্রদান লাভ করা। চিত্তকে উদ্বার করিলে এবং শাস্ত্রোক্তজ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া সব বিষয় বুদ্ধিবার চেষ্টা করিলে ভ্রান্তির্দর্শন মিটিয়া যায়।

(৮) অলকভূমিক—টিক স্থানে পৌছিতে না পারা। বখেট সাধন করিয়া কোন কিছু প্রত্যক্ষ করিতে না পারা। ইহা পূর্ক্সকর্মজনিত অন্তরায়, ইহার জন্ত ধৈর্য্য সহকারে সাধনায় স্থির থাকিয়া চলিতে হইবে।

(৯) অনবস্থিতত্ব—সাধনা দ্বারা কোন ভূমি করিয়াও তাহাতে স্থিতিলাভ করিতে না পারা।

উপরোক্ত বিষয়গুলি যোগবিঘ্ন। এই সকল অন্তরায় দূর করিবার জন্ত বাহ্য বলা হইয়াছে, তাহার সম্যক পালনে বিষয়গুলি দূর হইয়া যাইতে পারে। বাহ্যের সম্যক চেষ্টাশীল ও উত্তমবৃত্ত পূর্ব তাহারা একদিন না একদিন কৃতকার্য হইবেনই, আর বাহ্যের চেষ্টা করিবে না তাহাদের এ সব পথে আগাই বিভ্রমনা যাত্র ॥ ২১

অন্তঃসুখ। যে জনাঃ (যে সকল লোক) অনন্তাঃ (অনন্তচিত্ত হইয়া) মাং (আমাকে) চিন্তয়ন্তঃ (চিন্তা করিতে করিতে) পর্যাপাসতে (উপাসনা করেন) তেষাং (সেই সকল) নিত্য্য-

ভিষ্মকানাং (নিত্যযুক্ত ব্যক্তিগণের) যোগক্ষেমং (যোগ ও ক্ষেম) বহামি (আমি বহন করি) ॥ ২২

শ্রীভগবান্ । মত্তকান্ত মৎপ্রসাদেন কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ—অনন্তাঃ ইতি । অনন্তাঃ—নান্তি মন্যন্তিরেকপাত্তং কাম্যং ভজনীয়ং দেবতাস্তরং যেষাং তথাভূতা য়ে জনাঃ । মাং চিস্তয়ন্তঃ সেবন্তে, তেবাং নিত্যভিযুক্তানাং সর্বদা মদেকনিষ্ঠানাং ; যোগং ধনাদিলাভং, ক্ষেমং চ তৎ পালনং, মোক্ষং বা । তৈরপ্রাথম্যপ্যাহমেব বহামি প্রাপয়ামি ॥

অক্ষানুবান্দ । [মত্তকণ্ডে কিম্ব মৎপ্রসাদে কৃতার্থ হন, এতদর্থে বলিতেছেন—] মদ্ব-ভীত অন্ত কাম্য বা ভজনীয় দেবতাস্তর বাহাদের কিছু নাই, সেইরূপ ব্যক্তির আমাকে চিন্তা করিয়া সেবা করে বা উপাসনা করে । বাহারা সর্বদা মদেকনিষ্ঠ সেই সকল ব্যক্তিদের ধনাদিলাভ ও তৎপালন, তাহারা ঐ সকল প্রার্থনা না করিলেও আমি [তাহাদের জন্য] বহন করিয়া থাকি অর্থাৎ পাওয়াইয়া দিই । [অধর বলেন যোগক্ষেম অর্থে মোক্ষও হইতে পারে । শঙ্কর বলিয়াছেন—যোগোহপ্রাপ্ত প্রাপণং, ক্ষেমওক্ষণং । * * নবন্তেবামপি ভক্তানাং যোগ-ক্ষেমং বহতোব ভগবান্ ; কিম্বয়ং বিশেষঃ—অন্তে যে ভক্তান্তে স্বাভাব্য স্বয়মপি যোগক্ষেম-মৌহন্তে । অনন্তদর্শিনস্ত নাস্বার্থং যোগক্ষেমমৌহন্তে । ন হি তে জীবিতে মরণে বাস্তুনো গৃহিৎ হুর্সন্তি । কেবলমেব ভগবচ্ছরণান্তে । অতো ভগবানেব তেষাং যোগক্ষেমং বহতীতি—অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিকে যোগ, এবং সেই লব্ধবস্তুর রক্ষণকে ক্ষেম বলে । সত্য বটে ভগবান্ অন্ত ভক্তগণেরও যোগক্ষেম বহন করেন, কিন্তু বিশেষ এই যে অন্ত ভক্ত বাহারা, তাহারা নিজের জন্য স্বয়ংই যোগক্ষেম সম্পাদন করিবার প্রয়াস করে । কিন্তু বাহারা ভগবানকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা কখনও নিজের ভোগেচ্ছায় যোগক্ষেম লাভে চেষ্টা করে না । কি জীবনে কি মরণে তাহারা আপনাত ভোগ কামনা করে না, কারণ ভগবানই তাহাদের একমাত্র শরণ বা আশ্রয় । সেইজন্য ভগবানই তাহাদিগের যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন—শঙ্কর] ॥ ২২

অপ্যাত্মিক অন্যান্য । যে কেহ সदा সর্বদা আত্মায় থাকে অন্তরিক্তে না দৃষ্টি করিয়া—প্রত্যহ আটকিয়া থেক—তাহাদের সমাধির কল্যাণ বাহাতে হয় তাহা আমি মনে মনে আপনি উদয় করিয়া দিই ।—যিনি সমস্ত চিন্তা পরিহার করিয়া কেবলমাত্র আত্মাতেই সর্বকণ অনিনিবিষ্টচিত্ত হইবার জন্য সমস্ত পুরুষার্থ প্রয়োগ করেন, তাঁহার দেহাদি রক্ষা ও সংসার প্রতিপালনের উপায় কিরূপ হইবে এ আশঙ্কা জীবের মনে উদয় হওয়া সম্ভব । কিন্তু সে জন্য ভাবনা নাই ভগবান বলিতেছেন । বাহারা ঘোহের কথা না ভাবিয়া, পরিবারবর্গের বিষয় না ভাবিয়া কেবল আত্ম-কর্মে লাগিয়া থাকেন, অন্ত চিন্তায় আর বাহাদের মনই যায় না, তাহারা আর তাঁহাদের সংসারের ভাবনা ভাবিতে পারেন না, কিন্তু তজ্জন্ম তাঁহাদের বিশেষ ক্লেশ বা অভাব হয় না, ভগবানই তাহারা ব্যবস্থা করিয়া দেন । ভগবান এইরূপ ভক্তবৎসলই বটেন ॥ এখানে যোগক্ষেম শব্দে আরও কিছু চিন্তা করিবার বিষয় আছে । মনে করুন যিনি আত্মনিষ্ঠ পুরুষ, প্রত্যহ নিয়মিতভাবে বহুক্ষণ ধরিয়া উৎসাহ সহকারে সাধনা করিয়া থাকেন, ঐ সকল সাধকেরাও সময়ে সময়ে বহুবিধ যোগবিষয় দ্বারা ব্যাকুল হইয়া পড়েন ও তাঁহাদের যোগাত্ম্যাসে শৈথিল্য

আসিয়া উল্লসিত হইতে পারে ; তাঁহাদের জন্য তিনি বেরূপ যোগক্ষেম বহন করেন তাহা বলিতেছি । যোগ অর্থাৎ ঐকান্তিকতা ও ক্ষেম অর্থাৎ বিষয় নিবারণাদি শক্তি ভগবদ্রূপায় যত্নশীল সাধকের হইয়া থাকে । কিন্তু তাঁহাকে স্মরণ করিতে হইবে অনন্তচিত্তে, তবে যোগধারণা লাভ হইবে এবং তাহার বিবিধ অন্তরায় বিদূরিত হইবে । যোগধারণা দ্বারা প্রাণ, মন ও বুদ্ধি সকলেই স্বকর্মা পরিহার করিয়া আত্মস্থ হইয়া যায়, ইহাই আটকানো বা অবরোধ ভাব । আমাদের মনঃপ্রাণ সাধারণতঃ বিষয়ে আবদ্ধ হয়, প্রকৃত সাধকের মনঃপ্রাণ ভগবানে সন্নিবদ্ধ হয় । এই নিরোধই হইল যোগ । কারণ ইহা অপ্রাপ্ত বস্ত, সাধক ভগবদ্রূপায় তাহা লাভ করেন । আত্মসংস্থ হইয়া সাধক অবিচ্ছেদে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া কৃতকৃত্য হন । কিন্তু অবিচ্ছেদে যোগবৃত্ত হইতে পারে তো একটুখানি কথা নহে । বহুদিনে ও বহু পরিশ্রমে সাধকের উদ্ধা লাভ হয় । ইহার মধ্যে আবার বিঘ্ন আছে । এই বিঘ্ন দ্বারা হয়তো যোগ হইতে চলিতমানস হইতে পারে, সুতরাং বহু চেষ্টার ও বহু সাধনার ফলে যে সমাধি সম্পন্ন হয় বা বা সমাধি আসন্ন হয়, তাহা যদি বিঘ্নরাশি আসিয়া নষ্ট করিতে উত্তত হয়, তবে সেই অন্তরায় দূর করিয়া যাহাতে সমাধিরূপ কল্যাণ লাভ হইতে পারে, তাহার উপায় তিনি সাধকের মনে জাগাইয়া দেন । শরণাগত সাধকের প্রতি ভগবানের করুণা যে হইতে পারে তাহাই ভগবান এইখানে স্মরণ করাইয়া দিলেন । ভগবানের এই কথায় যেন আমাদের অবিশ্বাস না হয়, আমরা ভক্তিবিনম্রচিত্তে একথা স্মরণ করিয়া যেন অন্তর লাভ করিতে পারি । পাতঞ্জলদর্শনে সমাধিপাদে একটি সূত্র আছে “ঈশ্বর প্রণিধানাৎ বা ।” প্রণিধান শব্দের অর্থ ভগবদ্ভক্তি বা ভগবদাশ্রয় । ভগবানকে নিজের আশ্রয়রূপে বুঝিতে পারাই জীবের সর্বোত্তম কল্যাণ । ভগবানের প্রতি এই মমতা না থাকিলে কেহই তাঁহার সহিত যোগলাভ করিতে পারে । ভগবানকে পাইতে হইলে মনের তীব্র সংবেগ চাই—তবেই তাঁহার সহিত মিলন আসন্ন হইবে । এই জন্যই ঈশ্বরপ্রণিধান আবশ্যক । ঐ সূত্রের ভাষ্যে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—“প্রণিধানাৎ ভক্তিবিশেষাৎ আবজ্জিত ঈশ্বরন্তমহু-গৃহীতি অভিধানমাত্রেণ, তদভিধানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলং চ ভবতীতি” —ভক্তিবিশেষের দ্বারা আবজ্জিত বা অভিমুখীকৃত হইয়া ঈশ্বর অভিধ্যানের দ্বারা সেই যোগীর প্রতি অমুগ্রহ করেন । তাঁহার অভিধান হইতেও যোগীর সমাধিলাভ ও তৎফল কৈবল্য আসন্ন হয় । ভক্তি মানে যে তাঁহাকে চায়, সে তাঁহার ভজন তো করিবেই । ভজনের দ্বারা চিত্ত ঈশ্বরমুখী হয়, এবং তিনিই যে আমার প্রভু বুঝিতে পারা যায় এবং আমি যাহা কিছু করি সে সমস্ত যে তাঁহারই শক্তিতে হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিলেই কর্ম ঈশ্বর্যাপিত হইয়া যায় । যে যোগী গায়ের ক্ষোরে হঠকারিতা করিয়া সাধন করেন না, পরন্তু ঈশ্বর্যাপিতচিত্তে সাধন করেন, তাঁহার চিত্ত ঈশ্বরমুখী বলিয়া ঈশ্বরচিত্তও তদভিমুখী হইয়া থাকে । ভগবান ভক্তের দিকে চাহিলেই সাধকের সমস্ত বিষয় বিনষ্ট হইয়া যায়, সাধনার ফল যে সমাধি বা আত্মার সহিত মিলন তাহাও সেই সাধকের শীঘ্র লাভ হইয়া থাকে । সূচাক্রমে সাংসারিক কর্ম করিলে যেমন কর্মকর্তার সংসার-সুখলাভ হয়, তরূপ প্রণিধানরূপ কর্ম দ্বারা সাধকের পারমাধিক সুখ বা জ্ঞানলাভ হয় । এই জ্ঞান সমাধিজনিত প্রজ্ঞা, বৈবরিক জ্ঞান

যেহ্যাপ্যন্তদেবতাভক্তা যজ্ঞস্তে শ্রদ্ধয়াহিতাঃ।

তেহপি নামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ ২৩

নহে। সকল কৰ্ম হইতে প্রাণকৰ্মই শ্রেষ্ঠ। মনঃসংযোগ পূৰ্বক এই প্রাণকৰ্ম করিলেই সাধকের প্রাণই নিজ প্রাণের প্রাণ যিনি তাঁহাকে আকর্ষণ করেন। এই প্রাণের প্রাণই হইতেছেন আত্মা—তিনি চিরস্থির চিদানন্দময়। “স উ প্রাণস্ত প্রাণঃ” ॥ ২২

অন্তঃ। যে অপি (আর যাহারা) অন্তদেবতাভক্তাঃ (অন্ত দেবতার ভক্ত) শ্রদ্ধয়া অহিতাঃ (শ্রদ্ধার সহিত) যজন্তে (অন্ত দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে), কৌন্তেয় ! (হে কৌন্তেয়) তে অপি (তাহারাও) অবিধিপূর্বকম্ (অবিধিপূর্বক) যাম্ এব (আমাকেই) যজন্তি (ভজনা করে) ॥ ২৩

শ্রীশঙ্কর। নহু চ তদ্ব্যতিরেকেণ বস্তুতো দেবতাস্তরস্তাভাবাদিত্তাদিসেবিনোহপি ক্তুক্তা এবোতি কথং তে গতাগতং লভেরন? তত্রাহ—যেহ্যপীতি। শ্রদ্ধয়োপেতাঃ ভক্তাঃ সন্তো যে জনা যজেন অন্ত দেবতা ইন্দ্রাদিরূপা যজন্তে তেহপি নামেব যজন্তীতি সতাং। কিন্তু-বিধিপূর্বকম্। যোক্ষপ্রাপকং বিধিঃ বিনা যজন্তি। অতস্তে পুনরাবর্তন্তে ॥ ২৩

বঙ্গানুবাদ। [ব্হ্যতিরেকে বস্তুতঃ দেবতাস্তর না থাকায় ইন্দ্রাদি দেবতার পূজকেরাও তো তোমারই পূজা করে; তবে কেন তাহারা গতাগতি লাভ করে? তাহা উত্তরে বলিতেছেন—] সত্য বটে শ্রদ্ধাযুক্ত ও ভক্তিযুক্ত হইয়া যাহারা যজ্ঞে ইন্দ্রাদি অন্ত দেবতা ভজনা করে তাহারাও আমাকেই ভজনা করে, কিন্তু তাহারা অবিধিপূর্বক ভজনা করে। অর্থাৎ যোক্ষপ্রাপক বিধি বিনা পূজা করে। সেই জন্য তাহাদের পুনরাবর্তি হয় ॥

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। যে কেহ আত্মা ব্যতীত অন্ত দেবতাকে ভজন করে শ্রদ্ধাপূর্বক বিনা আত্মাকে বিশেষরূপে স্থির করিয়া—সে আমাকেই ভজন করে—কাবণ তাহার দৃষ্টি মনে কিরূপে সেই দেবতাকেই থাকে—কিন্তু বিশেষরূপে বুদ্ধিস্থির করতঃ সদাসর্বদা থাকে না—বিধি অর্থাৎ বিশেষরূপে বুদ্ধিতে থাকাব নাম বিধি।—যখন আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই, তখন যাহাকেই পূজা করুক, সে তো আত্মারই পূজা হইবে। পূজা হইবে ঠিকই, কিন্তু অবিধিপূর্বক হইবে। অবিধিই অজ্ঞান। আত্মা ব্যতীত অন্ত দেবতার পূজা গৌণ পূজা, অজ্ঞানের পূজা। মনের মধ্যে স্বপ্ন প্রেতাদি কামনা যতক্ষণ থাকে ততদিন জীব গুণের মধ্যে পড়িয়া থাকে, ত্রিগুণাতীত ভাবকে ধরিতে পারে না। মনের চাক্ষু্য বিবেকাদি গুণের খেলা, সেই চক্ষুণ্ডার (অজ্ঞানের) বশবর্তী হইয়া যে পার্থিব বস্তুভাষের অন্ত দেবতাস্তরের ভজনা করে, সে ভজনার শেষ ফল ক্রিয়ার পূর-অবস্থার মত শান্তিপ্রদ নহে। কামনা থাকিলে বুদ্ধি স্থির থাকে না, স্থিরবুদ্ধি হইতে না পারিলে আত্মদর্শন হয় না। যদি বলা যায় ফলকামী হইয়া যখন সে অন্ত দেবতার ভজনা করে, তখন তাহার মন তো সেই দেবতাকেই থাকে, সুতরাং তাহার মন তো সেই দেবতায় কিছুক্ষণের মত স্থির থাকে।

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।

ন তু মামভিজানন্তি তত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪

সত্য বটে কিছু স্থিরতা আসে, তাহা না হইলে কামা ফলও পাইত না, কিন্তু তাহার বুদ্ধি বিশেষরূপে স্থির থাকে না, কারণ তাহার মন চঞ্চল বলিয়া তাহার বাসনার অন্ত নাই, এইজন্য মনও একস্থানে স্থির রাখিতে পারে না। মনের এই ছুটাছুটি ভাবই অজ্ঞান। কিন্তু যখন লক্ষ্য স্থির হয় বুদ্ধিও তখন স্থির হয়, সেই স্থিরবুদ্ধিরা অসংমুচ, সুতরাং তাহারা চিরস্থির সুনির্দল আত্মাকে ছাড়িয়া অন্ত বিবয়ে মন দেন না। ইহাদের আরাধনাই তাই বিধিপূর্বক আরাধনা, অন্ত আরাধনা অবিধিপূর্বক আরাধনা ॥ ২৩

অন্তঃ। হি (যেহেতু) অহং এব (আমিই) সর্বযজ্ঞানাং (সকল প্রকার যজ্ঞের) ভোক্তা চ প্রভুঃ চ (ভোক্তা এবং প্রভু), তু (কিন্তু) তে (তাহারা) মাং (আমাকে) তত্বেন (স্বরূপতঃ) ন অভিজানন্তি (জানেন না) অতঃ (এই কারণেই) চ্যবন্তি (পুনরাগমন করে) ॥ ২৪

শ্রীশঙ্কর। এতদেব বিবরণীতি—অহমিতি। সর্বযজ্ঞাং যজ্ঞানাং তন্তদেবতারূপেণাহমেব ভোক্তা। প্রভুশ্চ স্বামী। ফলদাতা চাপ্যহমেবোত্থার্থঃ। এবংভূতং মাং তে তত্বেন বধাবলম্বিত-জানন্তি। অতশ্চ্যবন্তি প্রচাবন্তে পুনরাবর্তন্তে। যে তু সর্বদেবতাস্থ মাংবাস্তর্গমিণঃ পশ্যন্তো যজন্তি নাবর্তন্তে ॥ ২৪

বঙ্গানুবাদ। [পূর্বোক্ত বাক্যই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন—] সর্বযজ্ঞের ভূতং দেবতারূপে আমিই ভোক্তা, আমিই স্বামী ও ফলদাতা। এবংভূত অর্থাৎ তাহারা বধাবলম্বিত জানিতে পারে না। এইজন্য তাহাদের পুনরাবর্তি হয়। যাহারা সর্বদেবতার মধ্যে অন্তর্গামীরূপে আমাকে দেখিয়া উপাসনা করে, তাহারা পুনরাগমন করে না ॥ ২৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। আমি সব যজ্ঞের ভোক্তা—যজ্ঞ অর্থাৎ কৰ্ম; আমিই প্রকৃষ্টরূপে হইয়াছি, যাহারা ক্রিয়া না কবে—অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বে না থাকিয়া বর্ষ চক্রে না থাকে—তাহারা আমাকে সর্বতোভাবে জানিতে পারে না।—আমি অর্থাৎ আত্মাই সর্ব কৰ্মের কর্তা ও ফলদাতা। যদিও ইন্দ্রিয়েরাই সব কৰ্ম করে, কিন্তু তাহারা কোন কৰ্মটি করিতে পারিত না যদি আত্মা না থাকিতেন, সেইজন্য সব যজ্ঞের অধিপতিই আত্মা। যাহা কিছু হইতেছে ও হইবে, সবই আত্মার আশ্রয়ে থাকিয়া হয়, এই জন্য তিনিই প্রভু। যত কিছু জগতে জীবরূপে উৎপন্ন সে সমস্ত “আমির”ই প্রকাশ। জীবগণ নিজের মধ্যে এই “অহং” তত্ত্বকে জানিতে না পারিয়াই অজ্ঞান হইয়া পরিলম্বন করে। কৃষ্ণ অন্ধরই অব্যক্ত। জ্ঞানসকলিনী তত্ত্বে আছে “অব্যক্তাজ্জায়তে প্রাণঃ”। এই স্থির প্রাণই মহেশ্বর। এই স্থিরপ্রাণ সর্বব্যাপী, তন্নিমিত্তে তিনি সর্বগত শিব। এই প্রাণ চঞ্চল হইলেই তাহার ক্রিয়া হয়; এই ক্রিয়াই বাস প্রেতাস্বরূপ প্রাণবজ্র। এই প্রাণবজ্র হইতে মন, এবং মনের সন্ধানে এই বিশ্বের প্রকাশ। যেমন তিলের মধ্যে তৈল থাকে, দধির মধ্যে ঘৃত থাকে

ভক্তির অনায়াসে দেখাইতেছেন—] পত্রপুষ্পাদি মাত্র যিনি শ্রীতির সহিত আমাকে অর্পণ করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত নিকাম ভক্তের ভক্তির সহিত সমর্পিত পত্রপুষ্পাদিও শ্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি। মহাবিভূতিপতি পরমেশ্বর আমি, আমার ক্ষুদ্র দেবতাদিগের মত বহুবিস্তারীয়া বাগাদির দ্বারা পরিতোষ করা সম্ভব হয় না, কিন্তু কেবল ভক্তি দ্বারা আমার পরিতোষ হয়। অতএব ভক্তের সমর্পিত বৎকিঞ্চিৎ পত্রাদি মাত্রও তাহাদিগের প্রতি অহুগ্রহাৰ্থ গ্রহণ করি ॥ ২৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। বিষপত্র—ফুল ফল জল যে কেউ গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া আমাকে দেয় তাহা আমি সমুদয় গ্রহণ করি, কিন্তু ভালরূপে সমাধিস্থ হইয়া দিলে। মিথ্যাকে সত্য জ্ঞান যেমত পিলে ঝাডবার সময় বলে “বল নেই” “কের বল নেই” কিন্তু যে বলিতেছে সে মিথ্যা জেনেই সত্য উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছে তদ্রূপ এ জগতের সব কর্ম (পূজা পাঁজি) মিথ্যা জেনেও সত্য বলে এবং করে।—ফল ফুল বাহা কিছু দাও তিনি গ্রহণ করিবেন সত্য, কিন্তু দিতে হইবে শুদ্ধ চিত্তে। এই চিত্তকে শুদ্ধ করিতে হইলে চিত্ত রোধ করিতে হইবে। মনে বহু করনা থাকিতে চিত্ত শুদ্ধ হয় না, করনামাত্র চিত্ত একাগ্র হইয়া লক্ষ্যাভিমুখী হইলে তাহাতে আর অন্য বাসনার তরঙ্গ উথিত হয় না। সে চিত্তের লক্ষ্য একমাত্র আত্মা, আর কোন জাগতিক বস্তু নহে। ইহারই নাম “নিরোধ অবস্থা”। মনের এই নিরুদ্ধ অবস্থায় ধ্যেয় পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন প্রত্যয় উদ্ভিত হয় না। কিন্তু এ অবস্থায় কি ফল জল দেওয়া সম্ভব হয়? হয় না। তবে প্রবতাত্মা হইয়া কল জল দিবার কথা কেন বলিলেন? তাহাই বলিতেছি। নিরুদ্ধ অবস্থায় চিত্ত আত্মময় হইয়া আত্মাই হইয়া যায়, সুতরাং সেখানে তো সবই আপনা আপনিই অর্পণ হইয়া গেল। কিন্তু সমাধিভঙ্গের পরও বোগীর স্মৃতি জাগ্রত থাকে তাই তিনি দেখেন এক আত্মাই তো ছিলেন, “আর এখন বাহা দেখিতেছি, আত্মাই সেই সব হইয়াছেন”—সুতরাং কল ফল জল হুই সেই আত্মচৈতন্যের প্রসন্নার্থ তাহা বোগী স্বয়ং গ্রহণ করিয়াও মনে করেন ইহাতে সেই আত্মচৈতন্যের তৃপ্তি লাভ হইতেছে। আর কে আছে তিনি ছাড়া যে তাহার তৃপ্তিলাভ হইবে? এতটা উন্নত বাঁহারা নহেন অথচ বাঁহারা সাধুপ্রকৃতির লোক, ঈশ্বরপরায়ণ, প্রত্যহ ধ্যান, সন্ধ্যা পূজা পাঠ করেন, ভগবানকে ভালবাসেন, তিনি যে সর্বময় এ কথা বিশ্বাস করেন—তাহারা ভক্তিপূর্বক তাঁহাদের প্রাণের দেবতাকে যে নৈবেদ্যাদি অর্পণ করেন তাহাও তিনি গ্রহণ করেন। তাহারা বলেন—প্রভো, যদিও তোমাকে ঠিক অহুভব করিতে পারি না, তবুও বিশ্বাস করি তোমার কথা; তুমি বলিয়াছ—

‘সর্বতঃ পাপিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিপিরোমুখম্।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥’

তাই ভক্ত যখন কাদিয়া বলেন “প্রভো, তুমি এই ক্ষুদ্র উপহারটুকু গ্রহণ কর”—তাহা তিনি শুনিতেও পান এবং তিনি তাহা গ্রহণও করেন। ইহাই তাঁহার স্বভক্তের প্রতি স্নেহ ও বাৎসল্য। তবে বাঁহারা দিতে হয় তাই ভগবানের প্রতিমার সম্মুখে দ্রব্যাদি আনিয়া বোঝাই করেন এবং মন্ত্র পড়িয়া অশ্রদ্ধার সহিত নৈবেদ্য অর্পণ করেন, এবং পুরোহিত যদি মনে মনে

যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যন্তপশ্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥ ২৭

তাবেন আজ তাঁহার যথেষ্ট লাভ হইল এবং বর্তমান যদি মনে করেন “এত দ্রব্য আমি ভগবানকে দিতেছি—এ হান ছাড়িয়া ভগবান আর কোথায় যাইবেন?”—তবে উভয়েই দ্রাস্ত। ভগবান দ্রব্য গ্রহণ করেন না, দ্রব্যের সঙ্গে যে ভক্তি মাখা থাকে, অর্পণের মন্ত্রের সঙ্গে যে প্রাণ দেওয়া থাকে, বাহাতে দেবতা ও মন্ত্র চৈতন্যযুক্ত হন—সেইভাবে দিতে পারিলে তবে তাঁহার পক্ষে গ্রহণ সম্ভব হয়। আর বাহারা জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কথা বলে, ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কর্কশক প্রভাষণ করে, তাহার নিজেদেরও জানে আমার মিথ্যা বলিতেছি এবং বাহাকে বলে সেও জানে ভগবান কিছু গ্রহণ করেন না—তবে একটা রীতি চলিয়া আসিতেছে, দাও ঠাকুরের ভোগ পাঁচসিকা—এরূপ ভাবে দিলে তাহা তাঁহার গ্রাহ্য হয় না। ভগবানের শ্রদ্ধালু ভক্তেরা সর্বভূতস্থিত ভগবানকে পূজা করিয়া আপনাদের হৃদয় পবিত্র করেন। তাই তাঁহার পীড়িতের সেবা করিয়া, অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন করিয়া আপনাদের বিত্ত ও সামর্থ্যের সার্থকতা সম্পাদন করেন। ভক্ত জানেন ভগবানের বৈভবের দীপ্য নাই, তবু তিনি দরিদ্রের সাক্ষ পরিয়া শোকের দ্বারে হাত পাড়েন, উদ্বেগ ভক্তের বিত্তকে সার্থক করা ও তাহার চিত্তকে পবিত্র করিয়া তোলা। নচেৎ তাঁহার আবার অভাব কি? যে তাঁহাকে জানে সে লোকটাকে অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত হইলেও সে প্রকৃত পক্ষে রাজা। তাই প্রেমিক ভক্ত গাহিয়াছেন—

বিভব কোন? ছায় ছায় দেখো ভুবন সিঁদুসারে।

দৈন্ত কোন? ভিখ মাঙ্গতু ছায় দীনন দীন দ্বারে ॥ ২৬

অন্বয়। কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়) যৎ করোসি (তুমি বাহা কর) যৎ অশ্নাসি (বাহা ভোজন কর) যৎ জুহোষি (বাহা হোম কর) যৎ দদাসি (বাহা দান কর) যৎ তপশ্তসি (যে তপশ্চরণ কর) তৎ (তাহা) মদর্পণম্ (আমাতে অর্পণ) কুরুষ (কর) ॥ ২৭

শ্রীশঙ্কর। ন চ পত্রপুষ্পাদিকমপি যজ্ঞার্থ পণ্ডসোমাদিভব্যবস্তুদর্থমৈবোক্তমৈরাপাত্ত সমর্পণীয়ং। কিং তর্হি?—যদিভি। স্বভাবতঃ শাস্ততো বা যৎ কিঞ্চিৎ কর্ম করোষি। তথা যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি, যদদাসি, যচ্চ তপশ্তসি তপঃ করোষি। তৎ সর্বং মবাপিতং যথা ভবত্যেবং কুরুষ ॥ ২৭

বঙ্গানুবাদ। [পত্র পুষ্পাদিও যজ্ঞার্থ পণ্ড সোমাদি দ্রব্যের ত্রায় আমার নিমিত্ত উক্ত্যের সহিত সংগ্রহ করিয়া সমর্পণ করিবার প্রয়োজন নাই, তবে কি করিতে হইবে? এতদর্থ বলিতেছেন—] স্বভাবতঃ বা শাস্তসম্মত বাহা কিছু কর্ম তুমি কর, বাহা কিছু ভক্ষণ কর, বাহা কিছু হোম কর, বাহা কিছু দান কর ও বাহা কিছু তপস্তা কর তৎসমস্ত আমাতে বৈষ্ণবে সমর্পিত হইতে পারে সেই ভাবে কর ॥ ২৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। বাহা কিছু ভোজন করিতেছ বাহা দিচ্ছ এবং যে ক্রিয়া করিতেছ সমুদয় আমাতে অর্পণ কর অর্থাৎ ব্রহ্মই করিতেছেন ব্রহ্মের কর্ম—আমি করিতেছি না—ইহারই নাম অর্পণ—সেই ব্রহ্ম আমি ইহা সর্বদা না

জানিলে অর্থাৎ আপনা আপনি এক্রপ জ্ঞান না হইলে ক্রিয়া করিতে কবিত্তে, এক্রপ অর্পণ হয় না—কে কাঁকে অর্পণ করে—ব্রহ্ম ব্রহ্মতেই অর্পণ করে অর্থাৎ স্বরূপ স্থিতি।—শ্রীমদ্ভগবতে আছে—

‘কারেন বাচা মনসেন্দ্রিযৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বাহুস্কৃতস্তথাবাৎ ।

করোতি বদবৎ সকলং পরশ্চৈ নারায়ণ্যয়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥’ ১১৭ স্বক

কায়, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, আত্মা দ্বারা অথবা স্বভাববশে যে কোন কর্ম করা হয়, তৎসমস্ত পরমপুরুষ নারায়ণে সমর্পণ করিবে। শুধু পূজার্কনা নহে, নৌকিক কর্ম আহার বিহারাদিও নারায়ণে সমর্পণ করিয়া করিতে হইবে। সত্যানীয়া কর্মকলের আশা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিতে উৎসাহ পান না। নিকামী বা ভগবদর্পিত চিন্তের বিশেষ এই যে তিনি কর্মকলের আশা ত্যাগ করিয়াও কর্ম করিতে পারেন; এক্রপভাবে কর্ম করিতে তাঁহার কিছুমাত্র উত্তম বা উৎসাহের অভাব থাকে না। কারণ তিনি জানেন ভগবানেরই সব, এই সবই ভগবান। ভগবানই যে সব, এই দৃষ্টিই কুটিয়া উঠা চাই। নচেৎ শুধু মনে অর্পণ করিলাম বলিলে অর্পণ হয় না। এই শরীরের মধ্যে যে নারায়ণ আছেন তাহা অনুভব করা চাই, এবং তিনিই যে আমার সর্বস্ব ইহা বোধ হওয়া চাই। অর্থাৎ তাঁহাকে বুঝা চাই, এবং একমাত্র তিনিই যে চরাচর ভগতে ব্যাপ্ত ইহা দেখিবার মত চক্ষু ও বুদ্ধিবার মত প্রজ্ঞা থাকিবে চাই। আমার মধ্যে যে সেই পুরুষোত্তম নারায়ণ রহিয়াছেন ইহা ঠিক ঠিক মত বুঝিলে আমাকে আর তাঁহা হইতে পৃথক বলিয়া বোধ হয় না।

কর্তৃত্ব করিবার অভিমান বন্ধ থাকে না তখন তাঁহাকে সর্বস্ব অর্পণ না করিয়া থাকিবার জো মাই। সকলের মধ্যেই “আমি” রহিয়াছে, এই “আমি”গুলি যে সেই এক অখণ্ড অনন্ত “আমি”রই অঙ্গগত, তাহা ধারণ না হইলে প্রকৃত নিকামী হওয়া যায় না। এক অনাদি ‘অহং’ ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত, তাহা বুদ্ধিবার প্রধান বাধা হইল আমাদের কামসঙ্কর। ইহাই জীবের অজ্ঞান বা ক্ষুদ্রোৎসাহ। কামসঙ্কর নিঃশেষে নিবৃত্ত হইয়া গেলে জীব যে স্বয়ংই সেই অমৃত স্বরূপ তাহা বুঝিতে পারে। কঠোপনিষদে আছে—

‘যদ্য সর্কে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্ত জপি শ্রিতাঃ ।

অথো মর্ত্যোহমৃতঃ ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্রুতে ॥’

যখন সমস্ত কামনা বাহা অস্তঃকরণে অবস্থিত ছিল, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন মনুষ্য জন্মমৃত্যুর অতীত হন এবং পরলোকে না গিয়াও এইখানেই ব্রহ্ম স্বরূপতা প্রাপ্ত হন।

‘যদ্য সর্কে প্রতিভন্তে হৃদয়স্তেহ গ্রন্থঃ ।

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যোতাবদহশাসনম্ ॥’ কঠ উঃ

যখন ইহজীবনেই হৃদয়ের সব গ্রন্থি বিনষ্ট হইয়া যায়, তখনই মরণধর্মশীল জীব অমৃতলাভ করেন। এই পর্য্যন্তই অমুশাসন, আত্মদর্শনের পর আর কোন উপদেশের আবশ্যক হয় না।

এই অবস্থায় দেহাভিমানযুক্ত “আমি” থাকে না, স্তত্রাং সমস্ত কর্মই ব্রহ্মকর্ম বলিয়া মনে হয়। ইহাতেই অভিমানাত্মক আমির সহিত সমস্ত কর্মের সংশ্রব মিটিয়া যায়। সে “আমি”

শুভাস্তভকলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ ।

সংজ্ঞাসংযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈশ্বাসি ॥ ২৮

তখন সেই “পরম আমি”র সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়। তখন দ্বিতীয় বস্তুর বা বস্তুর অভাবে ‘আমি’র আর কোন কাজ থাকে না। ক্রিয়া করিতে করিতে এইক্রপ জ্ঞান হইলেই প্রকৃত অর্পণ হয়। তখন এক ‘আমি’ই আছি, স্তত্রাং তখন যদি কিছু অর্পণ হয় তবে সে “আমি”কেই অর্পণ করে। ইহাই ব্রহ্মার্পণ বা স্বরূপ স্থিতি ॥ ২৭

অনুব্রতঃ । এবং (এইক্রপে) শুভাস্তভকলৈঃ (শুভাস্তভ কলরূপ) কর্মবন্ধনৈঃ (কর্মবন্ধন হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইতে পারিবে), বিমুক্তঃ (কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া) সংজ্ঞাসংযোগযুক্তাত্মা (আমাকে কর্মসমর্পণরূপ যোগে যুক্ত হইয়া) মাম্ (আমাকে) উপৈশ্বাসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ২৮

শ্রীশঙ্করঃ । এবং চ বৎ কলং প্রাপ্যসি তচ্ছূণু—শুভাস্তভেতি । এবং কুর্কনু কর্মবন্ধনৈঃ কর্মনির্মিতৈরৈষ্টানিকলৈর্মুক্তো ভবিষ্যসি । কর্ম্যাণাং ময়ি সমর্পিতত্বেন তব তৎকলসংকল্পপত্তেঃ । তৈশ্চ বিমুক্তঃ সন্ । সংজ্ঞাসংযোগযুক্তাত্মা—সংজ্ঞাসং কর্ম্যাণাং সমর্পণং, স এতৎ যোগঃ তেন যুক্ত আত্মা চিত্তং যত । তথাত্মত্বং মাং প্রাপ্যসি ॥ ২৮

ব্রহ্মানুভবান্দ । [এইক্রপ করিলে যে কল প্রাপ্ত হইবে, তাহা শ্রবণ কর—] এইক্রপ আমাতে কর্মসমর্পণ করিলে কর্মনির্মিত ইষ্টানিষ্ট কল হইতে মুক্ত হইবে। কর্ম আমাতে সমর্পিত হইলে তোমার কল সম্বন্ধ কিরূপে থাকিবে? কর্মবন্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া আশাতে কর্মার্পণরূপ যোগে যুক্তচিত্ত ভূমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮

আত্মপ্রাণাচ্ছিন্নক ব্যাখ্যাঃ । এই রকম কবে শুভ আব শুভ ফল হইতে মুক্ত হইবে ব্যাখ্যা—অর্থাৎ কলাকাজলার সহিত কর্ম করিয়া বন্ধন হইয়া না—কোন বস্তুর দৃষ্টি হইলে তাহাতে ইচ্ছা না কবা সমাধিস্থ থেকে—আটকিয়া থেকে—বিশেষরূপে মুক্ত হইয়া অর্থাৎ স্থিতি হইয়া আমাকে উপাসনা করে অর্থাৎ আমার উপরে থাকে।—ত্যাগকৌশল বাহ্যায় অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন ক্রিয়ার পর-অবস্থায় কিরূপে আমার ‘আমি-ভাব’ ধসিয়া পড়ে। সেই বড় ‘আমি’তে ছোট ‘আমি’ যেন লাক্কাইয়া পড়িয়া আত্মহারা হইয়া যায়। স্তত্রাং ‘অহং-মম’ বুদ্ধি আর থাকে না। পূর্বে দেহাভিমান-যুক্ত “আমি” দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত মিলিয়া কর্মও করিত, কর্মকলও ভোগ করিত। এখন সেই “আমি” বন্ধন বড় “আমি”র মধ্যে ভুবিয়া গেল, তখন দেহের সঙ্গে সংযোগ না থাকায় দেহাদির সহিত আর তাহাকে কল ভোগ করিতে হয় না। ইহাই সংজ্ঞাসং—সং সম্যক্, জ্ঞান অর্থাৎ ত্যাগ। এই ত্যাগের দ্বারা “পরম আমি”র সহিত এই “আমি”র যোগযুক্ত অবস্থা হইল। এক্রপ অবস্থা বাহার হয় তাহার আর দেহাভিমান থাকে না। দেহাভিমান-পাশই তো আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, দেহাভিমান না থাকিলেই “বিমুক্তি” অর্থাৎ বিশেষভাবে মুক্তিলাভ হইল। দেহেতে অহংজ্ঞান বদ্বন্ধ থাকে ততদিনই কলভোগ করিতে হয়। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় সর্বকর্ম সমর্পিত হইয়া গেলে সাধক “আমি” হইয়া বান। দেহাভিমানের অভাবে সাধক

সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯

সকল কাজ করিলেও তাঁহার কিছুই করা হয় না। ক্রিয়ার পর-অবস্থার যখন অন্ত কোন বস্তুতে আর দৃষ্টি থাকে না, তখন সাময়িক মুক্তি সাধকের হয়, কিন্তু যখন মাথার উপরে স্বাদ চড়িয়া দীর্ঘকাল আটকাইয়া থাকে, তখন তিনি বিশেষরূপে মুক্ত হন। এই স্থির ভাবটি যাহার কিছুতে বিচলিত হয় না, তিনি সর্বেক্সিষ্টের দ্বারা বিষয় স্পর্শ শাইলেও তাঁহার মনে আর কোন বৈবক্ষিত সঙ্কল্পের উদয় হয় না। তখন ইন্দ্রিয় দ্বারা শুভাশুভ বাহ্যই কৃত হউক তাঁহাকে সেই চিরস্থির অটল আসন হইতে আর কিছুতেই কেহ নামাইতে পারে না ॥ ২৮

অর্থঃ। অহং (আমি) সর্বভূতেষু (সকল জীবের) সমঃ (সমান), মে (আমার) দ্বেষ্যঃ ন (দ্বেষ্য নাই) ন চ প্রিয় অস্তি (এবং প্রিয়ও নাই); তু (কিন্তু) যে (বাহ্য) মাং (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক) ভজন্তি (ভজনা করে) ময়ি তে (আমাতে তাহার) থাকে (তেষু চ (তাহাদিগের মধ্যে) অহম্ অপি (আমিও থাকি) ॥ ২৯

শ্রীশঙ্করঃ। যদি ভক্তেভ্য এষ মোক্ষং দদাসি নাভক্তেভ্যস্তর্হি তথাপি কিং রাগদ্বेषাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি? নেত্যাহ—সমোহমমিতি। সমোহং সর্বেষুপি ভূতেষু। অতো মে মম প্রিয়শ্চ দ্বেষশ্চ নাস্ত্যেব। এবং সত্যপি যে মাং ভজন্তি তে ভক্ত্যা ময়ি বর্তন্তে। অহমপি তেষুগ্রাহকতয়া বর্তে। অয়ং ভাবঃ—যথাহঃ—সেবকের তমঃ শীতাদিঃ স্নেহমপ্যাহুর্ভোহপি ন বৈষম্যং। যথা বা কল্পবৃক্ষত। তথৈব ভক্তপক্ষপাতিনোহপি মম বৈষম্যং নাস্ত্যেব। কিন্তু মন্তকেসেবাং মহিমমিতি ॥ ২৯

বাক্যশুভান্দ। [যদি ভক্তগণকেই মোক্ষ দাও, অভক্তগণকে দাও না, তবে কি তোমাতেও রাগদ্বৈষকৃত বৈষম্য আছে? এতদ্বত্তরে বলিতেছেন—] আমি সর্বভূতেই সমান। অতএব আমার প্রিয় ও দ্বেষ্য নাই। তাহা হইলেও যে আমাকে ভজনা করে, তাহার ভক্তিহেতু আমাতে থাকে এবং আমিও অগ্রগ্রাহকরূপে তাহাদের মধ্যে থাকি। ইহার ভাব এই—যে সেবকের তমঃ শীতাদিঃ স্নেহ দূর করিয়াও অগ্নির বৈষম্য বৈষম্য নাই অথবা নিজ সেবক সঙ্ঘে কল্পবৃক্ষের যেমন বৈষম্য নাই, তদ্রূপ ভক্ত-পক্ষপাতী আমারও বৈষম্য নাই। কিন্তু আমার ভক্তের মহিমাই এইরূপ। [কল্পবৃক্ষ যেমন কাহাকেও ডাকে না অথচ যে কল্পবৃক্ষের সেবা করে, কল্পবৃক্ষ ফলদানে সেই সেবকের তৃপ্তি উৎপাদন করে; অগ্নি বৈষ্ণব নিকটস্থ ব্যক্তির শীত নাশ করে দূরস্থ ব্যক্তিগণের করে না; ইহা যেমন কল্পবৃক্ষের ও অগ্নির মহিমা, তদ্রূপ আমার দ্বেষ্য প্রিয় তেহ নাই, কিন্তু যাহারা ভক্তির দ্বারা আমার সেবা করে অর্থাৎ সন্নীপস্থ হয়, তাহার মৎসঙ্গিধানে অবস্থান হেতু আমাতে স্থিত পরমা শান্তি লাভ করে] ॥ ২৯

আধ্যাত্মিক ব্যখ্যা। সকল ভূতেই আমি সমান রূপে বিস্তারিত—যেমন মালাতে সমানরূপে সূতাগাছটা রহিয়াছে—না কাহাকেও আমি হিংসা করি, না কাহাকেও আমি ভালবাসি—যে আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজনা করে—

অর্থাৎ ক্রিয়া করে—তাহাকে আমিও ভজনা করি—অর্থাৎ তাহার মধ্যে থাকিয়া আমিও ক্রিয়া করি।—ভক্তকে ভগবান দয়া করেন, অভক্তকে বিনাশ করেন, তবে ভক্তি ও অভক্তির ফলের তো বিষম ভারতম্য রহিয়াছে। তবে যে তুমি বলিতেছ তুমি সকলের মধ্যে সমান। তোমার দ্বেষ বা প্রিয় কেহ নাই, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? বাস্তবিক ভগবান সকলের পক্ষেই সমান, জীবের স্ব স্ব কর্মের প্রতিক্রিয়াই ভগবানকে ভাল লাগা বা না লাগার কারণ। শাস্ত ও দুঃখ সকল জীবদ্বয়েই তো ভগবান বিরাজমান, তাঁহাতে কোন বৈষম্য নাই, কিন্তু জীবের প্রকৃতির ভারতম্যবশতঃ ভগবানের শাস্ত শুদ্ধ আনন্দময় ভাব বা ভীষণ হইতেও ভীষণভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাতে ভগবানের বৈষম্য প্রমাণিত হয় না। ক্ষটিক স্বভাবতঃ স্বচ্ছ ও নির্মল হইলেও রক্ত কুহুমের সঙ্গিধানে যেমন তাহার রক্তাভ দেখায়, বস্ত্রতঃ ক্ষটিক রক্তবর্ণ নহে, তদ্রূপ যে জীব তাঁহার সহিত যেকোন সঙ্ঘর্ষ রাখিবে, তিনিও তাহার নিকট তদ্রূপ সঙ্ঘর্ষ বা ভাব লইয়া প্রকাশিত হইবেন। যে তাঁহার সহিত প্রেমের সঙ্ঘর্ষ রাখিবে তাহার নিকট তাঁহার ভক্ত-পক্ষপাতী পরম প্রেমিক রূপ প্রকাশিত হইবে, যে তাঁহাকে ঘেঁষ ভাবে দেখিবে সেই ঘেঁটার চক্ষে তাঁহার দুঃখবিমর্দন বিভীষণ ভাব প্রকটিত হইবে।

যেহ বারিবর্ষণ করিয়া অনুভব করি ও বিশ্বক উভয়কেই সমভাবে পোষণ করে, ইহাতে যেহের পক্ষপাতিত্ব নাই, ক্ষেত্রের ও বীজের উৎকর্ষাপকর্ষের উপর এ সমস্তই নির্ভর করে। যদি বল ক্ষেত্র ও বীজের স্রষ্টাও তো তিনি, তিনি সৃষ্টিকালে এরূপ বিষম গুণযুক্ত জ্বয়ের সৃষ্টি করিলেন কেন? এই নানাব্য বা ভেদ তাঁহার গুণময়ী প্রকৃতির খেলা। তাঁহার প্রকৃতি যখন তাঁহাতে বিলীন থাকে প্রকৃতির সেই সাম্যাবস্থার কোন গুণের ক্ষুণ্ণ হয় না। কিন্তু প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থায় যখন প্রকৃতিমধ্যস্থ গুণময়ী শক্তি নৃত্য করিতে করিতে বহিষ্কৃত হইয়া ছুটিয়া আসে, তখন তাহার মধ্যে বিচিত্র গুণ ও ভজ্জনিত বিচিত্র কর্ম, সাগরে উন্মির মত ক্ষুণ্ণিত হয়। এই শক্তি তাঁহার স্বশক্তি, এই শক্তির খেলার দর্শকও তিনি স্বয়ং। যখন দ্রষ্টা জীব আপনার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ঐ শক্তির খেলা নিজেই খেলিতেছি বলিয়া অভিমান করেন—তখনই তাঁহার কর্ম উৎপন্ন হয়, ও ভজ্জনিত স্নান মৃত্যুর বিবিধ ভোগে তাঁহাকে সন্তুষ্ট হইতে হয়। যখন জীব বহুবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া আবার আশ্বস্ত হইবার জন্য সাধনা আরম্ভ করেন, তখন ধীরে ধীরে আবার তাঁহার পূর্বাৱস্থা কিরিয়া আসে। তখন ভগবানের মহাশক্তি স্বভাবতঃই সন্নিবিষ্ট হইয়া যায়। নানাব্য হ্রাস হইয়া আসে। তখন জীবের বিচিত্র ও বিবিধ ব্যাপার রূপ স্বপ্নদর্শনের অবসান হয়, জীব তখন জাগিয়া উঠে। এই জাগ্রত ভাবই জীবের স্বরূপে অবস্থান। তখন আবার ভগবদশক্তি বা প্রকৃতি ভগবদ্ব্যবস্থার সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়। ইহা জীবের স্বপ্নদর্শন হইলেও এই স্বপ্নদর্শন কিন্তু সহজে মিটে না। এইজন্য ভজন্য আবশ্যক। যে আত্মা চিরস্থির নির্মল ও অবিনাশী, তিনি চঞ্চল হইলে তাঁহাকেও জগদ্ব্যবস্থার অভিনয় করিতে হয়, এবং ভজ্জনিত বিবিধ দশা ও সন্তাপ ভোগ করিতে হয়। আত্মার এই চঞ্চল্য ভাবটিই যেন তাঁহার চিরস্থির কূটর ভাবকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। ইহাই আত্মার প্রকৃতিভাব প্রাপ্তি হওয়া বা গুণযুক্ত

অপি চেৎ সূত্ৰাচারো ভজতে মানস্ততাক্ ।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমাধ্যাবসিতো হি সঃ ॥ ৩০

হওয়া। প্রকৃতির এই সচক্ষু নৃত্যময়ী ভাবকে যতক্ষণ পর্যন্ত স্থির করা না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মার যেন কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। প্রকৃতি তাঁহার নৃত্য থামাইয়া স্থির হইয়া যাইলেই আত্মাতে তল্লীনা হইয়া যান, তখন তাঁহাকে আর পৃথকভাবে বৃত্তিতে পারা যায় না। এই স্থিরতাব যতক্ষণ না হইবে, ততক্ষণ জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখের পুনঃপুনঃ অভিনয় হইতে থাকিবে। আত্মা প্রকৃতিভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রাণত্বভাব প্রাপ্ত হন, উহাই জীবতাব। এই জীবতাব হইতে যে মুক্ত হইতে চাহে তাহাকে সৰ্ব্বাগ্রে প্রাণ স্থির করিতে হইবে। যে আত্মচৈতন্ত প্রকৃতি ভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রাণরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই প্রাণই সাধনার প্রধান অবলম্বন। ইহার আশ্রয় না লইলে কিছুতেই আত্মস্বরূপের নিকটে পৌঁছানো যায় না। প্রাণই প্রকৃতপক্ষে সূত্রাঙ্গী। যত্ন যেমন মালার মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে, তেমনই আত্মা প্রাণরূপে ভূতসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন ও সকল জীবের চৈতন্ত সম্পাদন করিতেছেন। যে কেহ এই প্রাণের উপাসনা করে, তাহার প্রাণ স্থির হইয়া যায় এবং সেই স্থির প্রাণে আত্মচৈতন্তের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। এই আত্মচৈতন্ত সৰ্বত্র সমভাবে বিরাজমান; যে তন্ত্রের সহিত ভজনা বা ক্রিয়া করে, তাহার নিকট তিনি তাঁহার সচ্চিদানন্দ নিত্যচৈতন্ত ভাবটিকে প্রকাশিত করেন। আত্মা স্বেদবশতঃ বা হেয়বশতঃ যে তাঁহার নিতম্বরূপ কাহারও নিকট প্রকাশ করেন বা কাহারও নিকট হইতে গোপন করেন এরূপ নহে। চাকলা ও স্থির হইয়া মধ্য স্বতঃসিদ্ধরূপে বিজ্ঞান; যে সাধনশক্তিবলে প্রাণকে স্থির করিতে পারে সেই স্থিরপ্রাণে তিনি ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ নিত্য চিন্ময়তাবকে উপলব্ধি করেন। যিনি সাধনা করেন না, তাঁহার নিকট এই ভাবের প্রকাশ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। চক্ষু প্রাণের মধ্যে স্বতঃই এ ভাবের সুরণ হইতে পারে না, এইজন্য প্রাণকে স্থির করা আবশ্যিক। প্রাণ স্থির হইলেই আত্মার সচ্চিদানন্দ ভাবের স্বতঃপ্রকাশ বাধ্যপূর্ণ হয়। ইহার ভগবানের ভক্ত তাঁহার ইহা জানেন এবং জানেন বলিয়াই কখনও ভজনা হইতে নিবৃত্ত হন না। আত্মচৈতন্তই যে প্রাণরূপে বর্তমান রহিয়াছেন, ইহা অভক্তের বিদ্যাস করিতে পারে না, তাই তাহার প্রাণের উপাসনা না করিয়া কেবল বিষয়-ভোগের জন্ত ব্যাকুল হয়, এবং তাহার কলে বিবিধ দুঃখের অগাধ জলিয়া পুড়িয়া থাকে হইয়া যায়, শাস্তির সুখ দেখিতে পায় না ॥ ২৯

অনন্তরঃ। সূত্ৰাচারঃ অপি (অত্যন্ত দুরাচার হইয়াও) চেৎ (যদি) মাং (আমাকে) অনন্ততাক্ (অনন্তচিত্ত অর্থাৎ একাগ্র হইয়া) ভজতে (ভজন করে), সঃ (সেই ব্যক্তি) সাধুঃ এব (সাধু বলিয়াই) মন্তব্যঃ (পরিগণিত হয়), হি (যেহেতু) সঃ (সে) সম্যক্ ব্যবসিতঃ (সাধুনিষ্ঠসম্পন্ন—অর্থাৎ সে বাহ্য ত্রিক করিয়াছে তাহার সেই নিশ্চরিত সাধু ॥ ৩০

শ্রীশঙ্করঃ। অপি চ মন্তকের বিতর্ক্যঃ প্রভাব ইতি দর্শয়মাং—অপি চেতিতি। অত্যন্তঃ দুরাচারোহপি নরো যত্নপ্যপুণ্যজেন পুণ্যদেবতা অপি বাসুদেব এবতি বুধ্য দেবভাস্তরভক্তি-

কুর্স্নামামেব পরমেশ্বরঃ ভজতে তর্হি সাধুঃ শ্রেষ্ঠ এব স মন্তব্যঃ। যতোহসৌ সমাধ্যাবসিতঃ পরমেশ্বরভক্তনৈব কৃতার্থো ভবিষ্যদীতি শোভনমধ্যবসায়ঃ কৃতবান্ ॥ ৩০

ব্রহ্মসানুবাদঃ। [আমার ভক্তের অবিতর্ক্য প্রভাব ইহাই দেখাইয়া বলিতেছেন—] অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি (স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও) পৃথক দেবতাকে দেবভাস্তররূপে ভক্তি না করিয়া তাহাও বাসুদেব এই বুদ্ধিতে পরমেশ্বর স্বরূপ আমাকে ভজনা করে তাহা হইলে তাহাকে সাধুশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। যেহেতু তিনি “পরমেশ্বর ভক্তনের দ্বারা কৃতার্থ হইব” এই শোভন মধ্যবসায় করিয়াছেন। [অনন্তভাগনন্তভক্তিঃ—শব্দঃ] ॥ ৩০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। অনন্ত ব্রহ্মেতে না থেকে—চুই প্রাচার ফে করে— সে যদিষ্ঠাৎ অনন্তচিত্ত হইয়া আত্মাতে থাকে—তাহাকে সাধু বলিয়া মানা উচিত, সম্যকরূপে ব্যবসিত অর্থাৎ কলাকাজ্জ্বল্য সহিত কর্ম করিলেও।—অত্যন্ত পাপাসক্ত ব্যক্তিকেও অভয় দিয়া ভগবান বলিতেছেন—হে জীব, তুমি এখানে অতি বিগহিত কর্ম নব করিয়াছ, এখন কি তোমার কৃতকর্মের জন্ত অংশোচনা হইতেছে? তোমার কোন উপায় নাই, তোমাকে রক্ষা করিবার আর কেহই নাই, এইবার কি তুমি আমার শরণাগত হইতে পারিবে? যদি আমার শরণাগত হইতে পার, যদি অনন্তভজনলীল হইতে পার, তবে তোমার আর ভয় নাই। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে ভজনলীল হওয়া আবশ্যিক, কারণ তাহার ভজনলীল হয় তাহারাই অভয় লাভ করে। সত্যেব ভগবৎ ভজনাই পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়।

বাস্তবিকই তো বাহার চিত্ত আত্মাতে রমণ না করে, সে তো চুই কর্ম করিবেই। কিন্তু এরূপ চুইবুজি জীবেরও যে কোন কালে উদ্ধার হইবে না তাহা নহে। যে বত কৃষ্ণায়স্কই হউক একদিন না একদিন তাহাকে জাগিয়া উঠিতে হইবে, সত্যপথ ধরিয়া চলিতে হইবে, ইহাই ঐশ্বরিক নিয়ম। যদি বল অতি কৃষ্ণায়স্ক ব্যক্তি তাঁহার ভজন করিবে কি করিয়া? সে ইচ্ছা করিলেও কি সহজে ভগবানে মন লাগাইতে পারিবে? অনন্তভক্তি হওয়া তো দূরের কথা, সাধারণভাবে ভজন করাও তাহার পক্ষে যে দুষ্কর। প্রথম প্রথম পাবিবে না বটে, অনন্তভজনলীল হইতেও পারিবে না সত্য, তবু যদি কোন একারে ভগবানের দিকে তার মনটা যায়, তাহা হইলেও সে একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িবে না। যেমন মনে কর কোন দুরাচার ব্যক্তি কুংসিং কর্ম করিয়া কুংসিং রোগগ্রস্ত হইয়াছে; এখন তাহার সুবৈজ্ঞের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত উপায় কি? তাহার দেহভাস্তরের নিদারুণ রোগ বাতনাই যে তাহাকে চিকিৎসকের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করিবে। মানুষ যখন নিজকৃত পাপের অগাধ দন্ড হইতে থাকে, তখন যিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, যিনি ভগবান, যিনি জীবের আত্মা, সেই আত্মার শরণ গ্রহণে কি জীব উপেক্ষা করিতে পারে? যে তাঁহার শরণ লয়, শরণাগতবৎসল কখনও তাহার আবেদন উপেক্ষা করিতে পারেন না। কিন্তু প্রকৃত শরণাগত হইতে হইবে—মন দিয়া ক্রিয়া করিতে করিতে মনকে নিশ্চল করিয়া তুলিতে হইবে। তবে ইহা মনে করিও না যে কৃষ্ণায়স্ক ব্যক্তি তাঁহার শরণ লইবামাত্রই তাঁহার বৈকুণ্ঠের পার্বদ হইয়া দাঁড়াইবে; তবে তাহার চিত্ত এ পর্যন্ত যে উন্টা পথ ধরিয়া চলিতেছিল, সেই উন্টা

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধৰ্ম্মায়া শত্ৰুচ্ছান্তিঃ নিগচ্ছতি ।

কৌন্তেয় প্রতিজ্ঞানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্ৰুতি ॥ ৩১

পথ হইতে তাহার চিত্ত সরিয়া দাঁড়াইবে। তাহার চিত্তের গতির পরিবর্তন হইবে। এইরূপে সুপথ ধরিয়া যে চলিতে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে তাহার মনের উন্নতি হয়, আরও পরে, আরও পরে তাহার চিত্ত অনন্তভাবে আত্মাতে রমণ করে। সেই ক্ষণেই হ্রস্রাচার ব্যক্তিও যখন আত্মনিষ্ঠ হইয়া ভজন আরম্ভ করিয়া দেয়, সে ভজনে আনন্দলাভ করে, তখন তাহাকে সাধুর মধ্যে গণ্য করিতেই হইবে। কেননা ঐ আত্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান ব্যক্তি অচিরেই দ্রুতিমুক্ত হইবে ও তাহার আর কুক্রিয়ায় আসক্তি বা প্রবৃত্তি থাকিবে না। কৰ্ম্ম তখনই অন্তত কৰ্ম্ম হয় যখন তাহা জীবকে জন্মমৃত্যুর পাশে আবদ্ধ করে। এই জন্মমৃত্যুর চক্রে ঘুরিয়া বেড়ানোই তো পাপের কল। শুভাত্তর বাসনার দ্বারাই জীব এই কৰ্ম্মচক্রে জড়িত হইয়া পড়ে। ভগবদ্ বিষয়ে উদ্যমীন হওয়া অপেক্ষা সত্যম ভাবেও তাঁহার ভজনা করা ভাল। কিন্তু সত্যম ভাব বতদিন থাকে ততদিন আত্মাভিমুখে লক্ষ্য পড়ে না, ততদিন প্রকৃত অগ্রসর হওয়াও যায় না। কিন্তু সে আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তি প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ক্রিয়া করে, সে যদি পূৰ্ণ প্রকৃতি দ্বারা অবশ হইয়া মধ্যে মধ্যে কুদৰ্শও করিয়া কেলে তবুও তাহার কোন ভয় নাই, সে শীঘ্রই অন্তত সংস্রব ত্যাগ করিতে সক্ষম হইবে। তাহার কারণ যে ব্যাকুল প্রাণে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে সাধন করে, সে ভজন-নন্দের রস পাইবেই। ভজনানন্দের রস পাইলে বিষয়ানন্দকে বিসর্জন বোধ হইবেই। প্রাচীন ইতিহাসেও দেখা যায় রত্নাকর হ্রস্রাচারী হইয়াও সাধুসঙ্গের মহিমায় যখন সে আপনার প্রকৃত চরিত্রের বিষয় অবগত হইল তখন সে সাধুর শরণাগত হইয়া ভজনায় চিত্ত নিবেশ করিতে চেষ্টিত হইল। ক্রমিক চেষ্টা ও বহুদিনের পরিশ্রমে তাহার চিত্ত শান্ত হইল, আর তাহার চিত্ত বিষয়াভিমুখে ছুটিয়া বাইত না। আত্মাতে তাহার মন নিশ্চল হইয়া বসিয়া গেল। এইরূপে মহা রত্নাকর মহামুনি বাম্বিকী হইয়া গেলেন। অনন্তভজনায় ইহাই কল।

“অতি পাপপ্রসক্তোহপি ধ্যায়ন্তিমিষমুচ্যতাম্।

ভূতপশ্বী ভবতি পঙ্ক্তি পাবন পাবনঃ”

অত্যন্ত পাপাসক্ত ব্যক্তিও যদি অনন্তচিত্তে নিমেষমাত্রও ভগবানের ধ্যান বা চিন্তা করে, তবে সে ব্যক্তি তপস্বী বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং সে ব্যক্তি যে পঙ্ক্তি বা লোক-মণ্ডলীর মধ্যে বাস করে তাহাও পবিত্র হইয়া যায় ॥ ৩০

অনুব্রতঃ । [সঃ—সেই] ক্ষিপ্ৰং (শীঘ্র) ধৰ্ম্মায়া ভবতি (ধাঙ্গিক হয়) শত্ৰুং (সর্বদা) শান্তিঃ নিগচ্ছতি (শান্তিকে লাভ করে); কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়) মে ভক্তঃ (আমার ভক্ত) ন প্রণশ্ৰুতি (প্রনষ্ট হয় না) [ইহা] প্রতিজ্ঞানীহি (তুমি সৰ্ব্ব সমক্ষে ঘোষণা করিয়া বলিতে পার) ॥ ৩১

শ্রীশ্রবঃ । নহু কথং সমীচীনাদ্যবসায়মাত্রেণ সাধুৰ্ভব্যঃ? তদাহ—ক্ষিপমিতি । হ্রস্রাচারোহপি মাং ভজন্তীত্যং ধৰ্ম্মচিন্তো ভবতি । ততশ্চ শত্ৰুচ্ছান্তিঃ শাশ্বতীমুপশান্তিঃ চিত্তোপপন্নবোপসমরূপাং পরমেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি । কৃতকর্কশবাদিনো নৈতদ্ব্যন্তেরতিশব্দকুলচিন্তমৰ্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি—হে কৌন্তেয় পটহাদি (কাহলাদি) মহাবোধ-পূৰ্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গতা বাহুযুক্তিপ্য নিঃশব্দং প্রতিজ্ঞানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু । কথং? মে পরমেশ্বরভক্তঃ হ্রস্রাচারোহপি ন প্রণশ্ৰুতি । অপি তু কৃতার্থ এব ভবতীতি । ততশ্চ তে ত্বং প্রোচিবিকৃতবিধংসিতকৃতক্যাঃ সন্তো নিঃসংশয়ং স্বামেব গুরুদেনাশ্রয়েয়ন্ ॥ ৩১

অনুব্রতঃ । [সমীচীন অধ্যবসায় করিলেই কিরূপে তাহারা সাধু বলিয়া গণ্য হইতে পারে? এতদন্তরে বলিতেছেন—] অতি হ্রস্রাচারও আমাকে ভজনা করিলে শীঘ্রই ধৰ্ম্মচিন্ত হয়, তারপর শাশ্বতী উপশান্তি অর্থাৎ চিত্ত উপপদের (তরঙ্গের) উপসামরূপ একান্ত পরমেশ্বরনিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। “কৃতকর্কশবাদীরা ইহা মানিবে না”—এইরূপ শব্দকুল অর্জুনকে প্রোৎসাহিত করিয়া বলিতেছেন—হে কৌন্তেয়, তুমি বিবদমান সভাতে বাইয়া পটহাদি (চাক) মহাবোধপূৰ্ব্বক বাহু তুলিয়া নির্ভয়ে প্রতিজ্ঞা করিতে পার। কি বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিবে? আমার (পরমেশ্বরের) ভক্ত হ্রস্রাচার হইলেও প্রনষ্ট হইবে না, পরন্তু কৃতার্থ হইবে। তাহা হইলে তোমার (প্রোচি বিজ্ঞ দ্বারা) উৎসাহবাক্যে তাহাদের কৃতকর্ক বিধংসিত হইলে নিঃসংশয়ে তাহারা তোমাকে গুরুদেব বরণ করিবে ॥ ৩১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। শীঘ্র সে ধৰ্ম্মায়া হ'বে অর্থাৎ ক্রিয়া করিবে—এবং ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থাকিয়া শান্তিপদকে পাবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে যে কেহ গুরুবাক্যেতে বিশ্বাস করিবে ও ক্রিয়া করিবে ভালরূপে সর্বদা—তাহার কখনই বিনাশ হবে না।—পূৰ্ণ শ্লোকে বলিয়াছেন, হ্রস্রাচারীও যদি ভগবানের ভজনা করে, সেও সাধু বলিয়া গণ্য হয়; কেননা সে উত্তম পন্থা ধরিয়াছে। কিন্তু সাধুপথ অবলম্বন করিলেও যে সে ধৰ্ম্মায়া হইতে পারিবে তাহা তো মনে হয় না। কারণ পাপ প্রবৃত্তির সংস্কারও যে অত্যন্ত প্রবল। সে ইচ্ছা না করিলেও পূৰ্ব্বসংস্কার তাহাকে পাপ কার্যে প্রেরণা দিবে, সে অবশ হইয়া অন্যায় কার্য করিবে ও অন্তত চিন্তা করিবে। তাই ভগবান সাহস দিয়া বলিতেছেন, পূৰ্ব্বাভ্যস্ত দুষ্ক্রিয়া আর তাহাকে বিনাশের পথে লইয়া বাইতে পারিবে না। সে শীঘ্রই ধৰ্ম্মায়া হইবে অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ধৰ্ম্মশীল হইবে। ধৰ্ম্ম কি? ‘ধারণাং ধৰ্ম্মমিত্যাহঃ’—প্রাণের অবিরত চাক্ষু্য মন সতত উৎক্লিপ্ত হইতেছে, চকল মনের অকরণীয় কিছুই থাকে না—সেই চকল মন ক্রিয়াভ্যাস দ্বারা স্থির হইবে বা আটকাইয়া বাইবে—এই বোধধারণাই ধৰ্ম্ম, আর মনের চাক্ষু্য বিক্ষেপই অধৰ্ম্ম। এই বোধ-ধারণারূপ স্থিরাবস্থাই প্রকৃত ধার্ম্মিকের অবস্থা। এই অবস্থা সাধার হয় সে অনন্তভাক্ত হইয়া শাশ্বত শান্তিপদ লাভ করে। তাই ভগবান বলিতেছেন, একথা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলা বাইতে পারে—যে কেহ গুরুবাক্যেতে বিশ্বাস করিয়া ভক্তিপূৰ্ব্বক ক্রিয়া করিবে সে বিনাশকে প্রাপ্ত হইবে না। দেবে আত্মবোধই প্রকৃত মৃত্যু। যে উত্তম ক্রিয়াবান সে ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার

মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেষাপি স্ম্যঃ পাপযোনয়ঃ ।
 স্ত্রিয়ো বৈশ্ণাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২
 কিং পুনরব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ।
 অনিত্যমশুখং লোকমিমাং প্রাপ্য ভজন্ত মাম্ ॥ ৩৩

পর-অবস্থা পাইবেই পাইবে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর দেহাশ্রবোধ থাকে না, সুতরাং তাহার জন্ম মরণের খেলাও বন্ধ হইয়া যায় ॥ ৩২

অনুব্রত। পার্থ! (হে পার্থ) যে (বাহ্যারা) পাপযোনয়ঃ (পাপযোনিসমূহ) স্ম্যঃ (হয়) স্ত্রিয়ঃ (জীগণ) বৈশ্ণাঃ (বৈষ্ণবগণ) তথা শূদ্রাঃ (শূদ্রগণও) মাং (আমাকে) ব্যাপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিলে) তে অপি (তাহারাও) হি (নিশ্চয়ই) পরাং গতিং (পরম গতি) যান্তি (লাভ করিয়া থাকে) ॥ ৩২

শ্রীশঙ্কর। স্বাচারভ্রষ্ট মন্ত্রিতঃ পবিত্রীকরোতীতি কিমত্র চিত্তং? যতো মন্ত্রির্ভূতগণ-
 পানধিকারিণোহপি সংসারামোচ্যতীত্যাহ—মাং হীতি। যেষাপি পাপযোনয়ঃ স্থানিকৃষ্ট-
 জন্মালোহিত্যজ্ঞাপয়ো ভবেয়ুঃ। যেষাপি বৈশ্ণাঃ কেবলং কৃষাদিনিরতঃ। স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চাধ্য-
 নাদি ব্রহ্মিতাঃ। তেষাপি মাং ব্যাপাশ্রিত্য সংসেবা পরাং গতিং যান্তি। হি নিশ্চিতম্ ॥ ৩২

অনুব্রতবাদ। [মন্ত্রিত আচারভটে ব্যক্তিকেও যে পবিত্র করে, হহাতে আর
 আশ্রয় কি? কারণ মন্ত্রিত চকুলোৎপন্ন ও অনধিকারী ব্যক্তিদেরও সংসার মোচন করে—
 এতদর্থে বলিতেছেন—] বাহ্যারা নিরুপদ্রব্যা অভ্যাজাদি, বাহ্যারা বৈষ্ণু কেবল কৃষাদি নিরত,
 অধ্যয়নানিরহিত স্ত্রী শূদ্র তাহারাও আমার সেবা করিয়া নিশ্চিতই পরমগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—আত্মাকে আশ্রয় ক'বে—কোন পাপযোনি
 হ'ক—স্ত্রীলোক—বৈষ্ণু—শূদ্র—ভাগবাত পরমগতিকে প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ
 ক্রিয়ার পর স্থিতি হয়।—যে সাধক আশ্রয় হইতে প্রবৃত্ত করে সে যে যোনিতেই জন্মগ্রহণ
 করুক না কেন মুক্তিলাভ করিবে। ক্রিয়সাধনে সকলেরই অধিকার আছে, ক্রিয়া
 করিলেই ক্রিয়ার পর স্থিতি যে শাস্তিপদ তাহা সকলেরই লাভ হইতে পারে, হহাতে অস্ত্রাজ
 জাতি, বা দ্রী, শূদ্র, বৈষ্ণু ভেদে কোন তারতম্য হয় না। যে কেহ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া
 গুরুপদে সমন্বিত সাধন করিয়া বাইবে সে নিশ্চয়ই পরমপদকে প্রাপ্ত হইবে। অমূল্যতা আছে—
 “স্বধর্মনিরত ব্রাহ্মণ ও ক্রিয়ের কথা দূরে থাক, পাপনিরত স্ত্রী, বৈষ্ণু ও শূদ্র এই আশ্রয়দর্শনরূপ
 ধর্ম আশ্রয় করিয়া অনায়াসেই পরমগতি লাভে সমর্থ হয়। ছয়মাস বোগসাধন করিলেই
 বোগফল লাভ হয়—তাহাতে সন্দেহ নাই।” চাকল্যই মনের মল। এই মল না বাইলে মন
 শুদ্ধ হয় না, চিত্তের নিশ্চলতা হইতেই পরমপদ-সাক্ষাৎকাররূপ বিমল জ্ঞান সমুদিত হয়, সাধক
 কৃতার্থ হইয়া যান। প্রাণায়াম দ্বারা এই মলের বিজ্ঞি ঘটে। শুদ্ধহৃদয় সাধকই পরে
 জীবমুক্তি অবস্থা লাভ করিয়া পরমাত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকার করেন অর্থাৎ পরব্রহ্মের সহিত
 অভিন্নভাবে অবস্থান করেন ॥ ৩২

অনুব্রত। পুণ্যাঃ (পবিত্র) ভক্তাঃ (ভক্ত) ব্রাহ্মণাঃ তথা রাজর্ষয়ঃ (ব্রাহ্মণগণ ও

মর্দন্য ভব মন্ত্রিতো মদ্বাজী মাং নমস্করু।

নামেবৈচ্ছাসি যুক্তৈবমাছানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসুপনিবৃত্ত ব্রহ্মবিজ্ঞানং বোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
 রাজবিজ্ঞানোক্তং যোগো নাম নবমোহধ্যায়ঃ।

রাজবিগণ [পরম গতি লাভ করিবেন] কিং পুনঃ (তাহা কি আর বলিতে হইবে?)
 [অতএব] ইমঃ (এই) অনিত্যম্ (অনিত্য) অশুখং (অশুখজিহ্ব) লোকং (মল্ললোক)
 প্রাপ্য (পাইয়া) মাং ভজন্ত (আমাকে ভজনা কর) ॥ ৩৩

শ্রীশঙ্কর। যদৈবং তদা সংকুলঃ সদাচারশ্চ মন্ত্রিতাঃ পরাং গতিং বাস্তুতীতি কিং বক্তব্য
 মিত্যাহ—কিমিতি। পুণ্যাঃ যুক্তিনিমো ব্রাহ্মণাঃ। তথা রাজানশ্চ তে ধ্বংসশ্চ ক্ষত্রিয়াঃ।
 এবংভূত্যাঃ পরাং গতিং বাস্তুতীতি কিং পুনর্বক্তব্যমিত্যর্থঃ। অতঃপরে রাজবিগণ লোকং দেহং
 প্রাপ্য লব্ধা মাং ভজন্ত; কিঞ্চানিত্যমশুখমশুখং সুখরহিতমিমাং মর্ত্যালোকং প্রাপ্যানিত্যম
 দ্বিগমকর্কসং অশুখম্ভাষ্যে স্তব্যমশুখং হিমা মামেব ভজন্তেত্যর্থঃ ॥ ৩৩

অনুব্রতবাদ। [পূর্বে যাহা বলিলাম তাহাই যখন হইয়া থাকে, তখন সংকুলভ্যাত
 সদাচারী মন্ত্রিতগণ যে পরমগতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি? এতদর্থে
 বলিতেছেন—] যুক্তিশালী ব্রাহ্মণগণ এবং ভক্ত রাজবিগণ (বাহ্যারা রাজাও বটেন ধ্বিও
 বটেন) যে পরমগতি লাভ করিবেন সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি? অতএব, হে অর্জুন, তুমি
 এই রাজবি দেহ লাভ করিয়া আমাকে ভজনা কর। এই অশুখ সুখরহিত মর্ত্যালোক বা দেহ
 পাঠরা অবিলম্বে স্তব্যমর্থে উত্তম সাধন করিয়া আমাকেই ভজনা কর ॥ ৩৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—ব্রাহ্মণ পুণ্যবান, ভাল বাজর্ষি—তাহাদিগের আর
 কথা কি? এই চলমান জগৎ অনিত্য—একটি বস্তুতে স্থখ নাই—ব্যতিরেকে
 আশ্রয়িতা ও ক্রিয়া—ইহাতে পেয়ে ক্রিয়া কবে চল।—জ্ঞান ভক্তির অধিকার অল্প
 যোনিতে নাই, কেবল মনুষ্যযোনিতে আছে। তাই পুরুষার্থ সাধক মনুষ্যজন্ম বড় দুল্লভ জন্ম।
 এতদূশ নরতরু লাভ করিয়া আবার পুণ্যশীল ও ভক্তিমান ব্রাহ্মণ ও রাজবি দেহ লাভ
 সমধিক দুল্লভতর। নরতরু লাভ দুল্লভতর কেন? কারণ এই তরু দ্বারা সাধন করা যায়।
 চেষ্টা করিলে যোগাত্ম্যের দ্বারা এই শরীরেব সুবুদ্রা উন্মুক্ত হইতে পারে, সুবুদ্রা উন্মুক্ত হইলেই
 মোক্ষদ্বারের অর্গল মুক্ত হয়। মনুষ্যদেহে যে কেহ সাধন করিবে সে-ই মুক্তির আশ্রয় লাভ
 করিবে। বাহ্যারা দৃঢ়ভাবে সাধন-সময়ে নিবৃত্ত হইয়া আছেন, এবং বাহ্যারা এই দেহেই
 ক্রিয়ার পর-অবস্থারূপ ব্রহ্মানন্দরস অনুভব করিতেছেন তাহাদিগের আর কথা কি? কিন্তু
 সাধনে আর বিলম্ব করিও না, কারণ সাধনার উপযুক্ত বলিয়া মানব দেহের মত দুল্লভ দেহ
 আর নাই, কিন্তু দেহ তো ক্ষণভঙ্গুর, কখন আছে কখন নাই, সুতরাং ভরসা কি? তাই
 কাল বিলম্ব না করিয়া সাধনায় লাগিয়া যাও। এক আশ্রয়িতা ব্যতীত আর জাগতিক কোন
 বস্তুতে স্থখ নাই, যদি জন্মমরণসকল দুঃখদাবান্নি-জর্জরিত দেহ পাইয়া সাধনা কর, তবেই
 প্রকৃত স্থখ ও শাস্তি লাভ করিবে ॥ ৩৩

অনুব্রত। মন্যনা (মদগতচিত্ত), মন্ত্রিতঃ (আমার ভক্ত) মদ্বাজী (নংপক্ষনশীল) ভব

(হও), মাং (আমাকে) নমস্কর (নমস্কার কর), এবং (এইরূপে) মৎপরায়ণঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) আত্মানং (মনকে) যুক্তু। (আমাতে সমাহিত করিলে) মাম্‌ এব (আমাকেই) এত্য়সি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৩৪

শ্রীশঙ্কর । ভক্তন প্রকারঃ দর্শয়ন্তু পঙ্গুহরতি—মদ্রনা ইতি । মদ্রোব মনো বস্ত স মদ্রনাঃ । তাদৃশং ভব । তদা মদ্রোব ভক্তঃ মৎসেবকো ভব । মদ্রবাসী মৎসজ্ঞানশীলো ভব । মামেব চ নমস্কর । এবমেতিঃ প্রকারৈর্নৎপরায়ণঃ সন্ন্যাসানং মনো ময়ি যুক্তু। সমাধায় মামেব পরমানন্দরূপমেত্য়সি প্রাপ্যসি ॥ ৩৪

নিজমৈশ্বর্যমাশ্ৰয়্য ভক্তেচ্চাত্তবৈভবম্ ।

নবমে রাজগুহ্যো রূপয়াহবোচদ্যুতঃ ॥

ইতি শ্রীধরস্বামিকৃত্যায়ঃ ভগবদ্গীতাটীকায়াঃ সুবোধিতাঃ রাতবিভা-
রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোহধ্যায়ঃ ।

বক্ষ্যাম্যুবাদ । [ভক্তনের প্রকার দেখাইয়া উপসংহার করিতেছেন—] আমাতেই যাহার মন সে মদ্রনা, তুমি তাদৃশ হও । সেইরূপ তুমি আমার সেবক হও, আমার বন্ধনশীল হও, আমাকেই নমস্কার কর । এই প্রকারে মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে মন সমাধান করিলে পরমানন্দরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । আত্মাতেই থাক গুরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রে—ক্রিয়া কব—ওঁকারের ক্রিয়া কব—আটকিয়া থেক—আমার হইবে যদি ক্রিয়া ক'রে চল ।—বিষয়সমূহই মনকে বিভ্রান্ত করিয়া টানিয়া রাখে, মনের বিষয় নিবৃত্তি হইলেই সে মন আর থাকিবে কোথায় ? সে মন আত্মাকারাকারিত হয় । এইজন্য মন দিয়া ক্রিয়া কর, মন দিয়া ক্রিয়া করিলেই মন বিষয়ে ছুটিবে না, মন আটকাইয়া যাইবে । সর্ব বস্তুতে “আমি” জড়াইয়া আছে, এই “আমি”কে ছাড়াইয়া আনিতে হইবে এবং “ওঁকার” ক্রিয়ার দ্বারা আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । কিন্তু এই আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ হইবে না—“আমি” হইয়া বাইতে পারিবে না—আত্মরূপে ভগবান সর্বত্র বৃত্তিতে পারিবে না যদি ক্রিয়া না কর । ইহারই নাম “মৎপরায়ণ” হওয়া । ভালরূপে ক্রিয়া করিলেই এক বিচিত্র অবস্থা লাভ করা যায়, সে অবস্থায় কোন সংশয় থাকে না, প্রেমা থাকে না, বাহ্য আবশ্যক বিনা প্রার্থনার তাহা আসিয়া উপস্থিত হয় । সমস্ত জগৎ তখন ব্রহ্মময় হয়, যে বস্তু দেখে তাহাতেই ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি হয় । ইহাই শাস্তিপদ । সুস্থির ক্রিয়া করিতে করিতে উর্দ্ধে মস্তকে স্থিতি হয়, তখন মন আর অন্তরিকে ছুটে না, স্থির হইয়া যায় । ইহাই ক্রিয়ার পর-অবস্থা, এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সাধক ব্রহ্মসংগীন হন । তাঁহার “সর্ব ব্রহ্মময়ং জগৎ” হইয়া যায় ।

যথা নম্রঃ স্তম্ভমানা সমুদ্রেহস্তংগচ্ছতিনামরূপে বিহায় ।

তথা বিদ্বান্নামরূপাদিমুক্তঃ পরাংপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ যুগল

প্রবাহমান গঙ্গাদি নদীসমূহ ধেরূপ নিজ নিজ নাম ও রূপ পরিচয় করিয়া সমুদ্রে অন্তর্নিহিত হয়, সেইরূপ বিদ্বান পুরুষও নামরূপবিশুক্ত হইয়া পরাংপর চৈতন্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমাচরণ-আধ্যাত্মিকদীপিকা নামক গীতার নবম অধ্যায়ের
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

(বিভূতিযোগঃ)

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।

যশ্বেহং শ্রীরমাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া । ১

অনুব্রত । শ্রীভগবানু উবাচ (ভগবান বলিলেন) । মহাবাহো । (হে মহাবাহো), ভূয়ঃ এব (পুনরায়) মে (আমার) পরমং বচঃ (পরমাত্মনিষ্ঠ উৎকৃষ্ট বাক্যাবলী) শৃণু (শ্রবণ কর), যৎ (যাহা) শ্রীরমাণায় (শ্রীতিমান) তে (তোমাকে) অহং (আমি) হিতকাম্যয়া (হিতার্থ) বক্ষ্যামি (বলিতেছি) ॥ ১

শ্রীশঙ্কর । উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পূর্বে সপ্তমাদৌ বিভূতঃ ।

দশমে ভা বিভূতস্তে সর্বত্রৈশ্বর্যদৃষ্টয়ে ॥

এবং ভাবঃ সপ্তমাদিভিত্তিত্তিরিধ্যায়ৈর্ভক্তনীয়ঃ পরমেশ্বরত্বং নিরূপিতং । তদ্বিত্তত্বশ্চ সপ্তমে ‘রসোহহমঙ্গু কোন্তেষ’ ইত্যাদিনা সংক্ষেপতো দশিতাঃ । অষ্টমে চাধিবজ্ঞোহহমেবাত্রেত্যাদিনা, নবমে চ অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ ইত্যাদিনা । অধোদানীং তা এব বিভূতীঃ প্রপঞ্চয়িত্বান্ স্বভক্তেচ্চাবশ্যকরীকৃতং বর্ণয়িত্বান্ শ্রীভগবানুবাচ—ভূয় এবতি । মহাত্তো যুদ্ধাদিশব্দার্থাভ্যুতানে মহৎপরিচর্যায় বা কুশলো বাহু যন্ত তথা । হে মহাবাহো ভূয় এব পুনরপি মে বচঃ শৃণু । কথংভূতং ? পরমং পরমাত্মনিষ্ঠং । মদ্রচনামুত্তেইনব শ্রীতিং প্রাপ্নুবতে তে ভূতায় হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়া বদহং বক্ষ্যামি তৎ ॥ ১

পূর্বে সপ্তম অধ্যায়াদিতে বিভূতির বিষয় সংক্ষেপে বলিয়াছেন । সর্বত্র ঈশ্বরদৃষ্টির জন্য তাহা দশম অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে বলিতেছেন ।

বক্ষ্যাম্যুবাদ । [সপ্তমাদি (৮ম ৯ম) অধ্যায়ে ভক্তনীয় পরমেশ্বরত্ব নিরূপিত হইয়াছে । সপ্তমাধ্যায়ে ‘রসোহহমঙ্গু’, অষ্টমে ‘অধিবজ্ঞোহহমেবাত্রে’ নবমে ‘অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ’ ইত্যাদি শ্লোক সংক্ষেপে ভগবদ্বিভূতি সমূহ বলা হইয়াছে । এক্ষণে সেই সকল বিভূতি ও স্বভক্তির অবশ্যকরীকৃত বিভূতভাবে বর্ণনার জন্য শ্রীভগবান বলিতেছেন । যুদ্ধাদি বর্ণনামুতানে বা মহতের পরিচর্যায় বাহার বাহু দুইটি কুশলী এবংভূত যে তুমি পুনরায় আমার বাক্য শ্রবণ কর । সে বাক্য কি প্রকার ? না পরমাত্মনিষ্ঠ । আবার বচনামুত্তে শ্রীতিপ্রাপ্ত যে তুমি, সেই তোমাকে হিতার্থ বাহা আমি বলিব তাহা শ্রবণ কর ॥ ১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । শ্রীভগবানুবাচ ।—শ—শব্দে এই স্বাস যাহা মস্তক পর্যন্ত গিয়াছে—র—বহুবীজ, চক্ষু—ঈ—শক্তি—এই স্বাস মস্তক পর্যন্ত চক্ষুর সহিত যথাক্রমে গিয়া রাখার নাম শ্রী—এই শ্রীপূর্বক ভগবান—অর্থাৎ

যড়ৈধ্ব্যবান্—মূলধারে—শাস্ত্রত পদ, স্বাধিষ্ঠানে—শাস্তি, মণিপুরে—রেতপূর্ণ, অনাহতে—স্বরূপ, বিদ্বদ্ভাষ্যে—তুষ্টি, আজ্ঞাচক্রে—আলো, এই সব গুণবিশিষ্ট যিনি তিনি বলিতেছেন অর্থাৎ স্থিতি পূর্বক তালু মূলে কূটস্থের দ্বারায় অনুভব হইতে লাগিল।

পুনর্ব্বার আমার পরম বচন শ্রবণ কর—আনি তোমাকে ভালবাসি কারণ তুমি মহাবাহু অর্থাৎ অগ্নির স্বরূপ সকলকে দগ্ধ করিতে পার—তজ্জন্ম তোমার ভালর নিমিত্ত বলিতেছি।—ভগবানের স্বরূপ দুই প্রকার (১) সোপাধিক, (২) নিরূপাধিক। প্রথমটিতে রূপ গুণ আছে, দ্বিতীয়টি রূপগুণবঞ্চিত। দ্বিতীয়টি অনুভব করা যায় ক্রিয়ায় পর-অবস্থায়, সেখানে দৃশ্য বা দ্রষ্টা নাই, আপনি আপনার ভাবে বর্তমান—ইহাই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানরূপ বোণ। মন যে সকল দৃশ্য অনুভব করে, সেই সকল দৃশ্যও মন হইতে পৃথক বস্তু নহে—ইহাই বিচার পূর্বক বুঝিলে ত্রৈলোক্যের নিরূপাধিক অবস্থা বুঝা যাইবে। এ বিষয়ে বোণবিশিষ্টে বেরূপ ভাবে বুঝানো হইয়াছে তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি। “যাহা শুদ্ধ চৈতন্য, তাহাই চিত্ত ও জগৎ এই দ্বিধা আকারে অবস্থান করিতেছে। সত্তরায় সমুদায় জগৎ চিহ্নরূপে দেখিলে চিন্ময়, এবং বৈত বুদ্ধিতে দেখিলেও চিন্ময়। কারণ চিৎ ছাড়া তাহা অস্ত কিছু নহে। চিৎই ব্রাহ্ম ব্যক্তির শায় আপনিই আপনাকে অন্তরকারে দেখিতেছে। আবার ইহাও বুঝিতে হইবে যে পরমানন্দ ব্রাহ্ম নাই, সত্তরায় ব্রাহ্ম আত্মাও নাই। যেমন জলপূর্ণ সমুদ্রে জল ব্যতীত পদার্থান্তর নাই, তেমনি পূর্ণ স্বভাব চিহ্নসত্তেও পদার্থান্তর নাই। চিত্তের রূপ সমুদায় জড় নামে প্রখ্যাত হইলেও চিত্তের অস্তিত্ব নহে। কেননা সেই জড় ভাবেও চিত্তের ভাব অনুভূত হয়। চিত্তাবনা থাকিলে কিছুই স্ফূর্তি পায় না এবং স্ফূর্তিপ্ৰাপ্ত না হইলে “ইহা জড়” এরূপ অবধারণ হয় না। অতএব যেমন জড়ে বোধের সম্ভাবনা তেমনি বোধেও জড়ের প্রতিভাস। যাহা বোধ (চৈতন্য) তাহা চিত্তাগ এবং তাহাতে যে অহংএর উদয় হয় তাহা জড়ভাগ। যাহা পরতত্ত্ব তাহা সংবিশ্লেষ অর্থাৎ কেবল সংবিশ্লেষ (মুখ্য জ্ঞান)। তাহাতে অস্ত কোন কিছু নাই। তাহাতে যে চেতোর উদয় দেখা যায়, তাহা অহংবুদ্ধির দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহা যুগত্বিকার অনুরূপ। লোকে যেমন ঘনীভূত শৈতকে হিম বলিয়া জানে, তেমনি ঘনীভূত বাসনাবিশিষ্ট চিত্তকে অহং বলিয়া জানিতেছে। চিৎ আপনিই আপনাকে যথেষ্ট স্বমর্য অল্পভবের অনুরূপে জাড়া দর্শন করে। চিৎ যে আপনার বিচিত্রা শক্তি প্রদর্শন করিতেছে, তাহা জ্ঞানের দৃঢ়তা ব্যতীত উপশান্ত হইবে না। নানাসক্ত্যাত্মক চিত্তরূপ দেহই আতিবাহিক দেহ। তাহা আকাশের ত্রায় স্বচ্ছ এবং মন প্রভৃতি পদার্থ তাহারই বিরুদ্ধ। অব্যবস্থিত হৃদয়াদি দেহ বিদ্যুত হইয়া চিত্তের দ্বারাই চিত্তের বিচার করা কর্তব্য। যেমন আকাশে বৃক্ষ নাই, তেমনি আত্মায় দেহাদিও নাই। “ইহা দেহ” এ প্রতীতি কেবল মিথ্যা জ্ঞানের প্রকার ভেদ। যদি তাহা সৎ হইত তাহা হইলে তৎপ্রতি আগ্রহ করিতে আপত্তি উত্থাপিত হইত না। যাহারা অসৎ দেহাদিতে বৃথা অহংমম অভিমান ধারণ করিতেছে তাহারাই আত্মাদি শব্দসমূহকে দেহবাচী বলিয়া উপদেশ

করে। মুর্ত্তিরহিত চিত্ত দৃঢ় ভাবনার প্রভাবে মুর্ত্তের ত্রায় হইয়া থাকে। চিত্ত যখন যে ভাবে স্ফূর্তি পায় তখন তাহাই হয়। সত্তরায় বৃদ্ধা উচিত যে বাস্তব পক্ষে দেহও নাই, অহংও নাই। কেবল এক অখণ্ড বিজ্ঞান মাত্র আছে, তাহা বিজ্ঞাত হইয়া তুমি ইচ্ছাবিহীন হইয়া মুখে অবস্থান কর। বালক যেমন ভূতের কল্পনা করিয়া ভীত হয়, আবার কল্পনা পরিত্যাগ করিলে নির্ভয় হয়, তেমনি “এই আমার দেহ” ইত্যাকার কল্পনা করিলে সংসারভয় ও ঐ কল্পনা পরিত্যাগ করিতে পারিলে নির্ভয় হইয়া যাইতে পারে।”

পরমাত্মাই সর্বপ্রপঞ্চশূন্য শূন্যরূপী আত্মাকাশ হইতে যে- - - - - হইয়া দেহাদি আকারে অবস্থিত রহিয়াছেন। যাহা বিদ্বৎ চিৎ তাহাই সত্তরায় - - - - - তাহাই স্ব স্ব স্ব স্ব আত্মাদানে জীব। সেই জীব মন হইয়া বৃথা দেহাদি ভাব অনুভব করে চিহ্ন - - - - - আত্মা এবং তিনিই সৃষ্টির আকারে প্রতিভাত হইতেছেন। তিনিই আপন মায়াক্রিয়াত এই এই স্ব স্ব - - - - - রূপ দীর্ঘবস্তু অনুভব করিতেছেন। বিচল্যাদি দশনও যেমন ব্রাহ্ম বিশেষ, সেইরূপ বিশ্বও ব্রাহ্ম বিশেষ অর্থাৎ চিত্তময় ও চিত্তপরিকল্পিত। ইহা সৎ ও অসৎ দুয়ের বহির্ভূত। কেন না উপলব্ধিকালে সৎ ও অনুপলব্ধি কালে অসৎ বলিয়া অবধারণিত হয়। সেই সত্তরায় বৃহৎপু মন জড়ও বটে, অজড়ও বটে। যেহেতু দৃশ্য সেই হেতু জড়, এবং যেহেতু ব্রহ্ম সেই হেতু অজড়। মন দৃশ্যভব কালে দৃশ্যের ত্রায় এবং ব্রহ্মানুভব কালে ব্রহ্মের সমান হয়। যেমন স্বর্ণের স্বর্ণরূপ ও কটকট বিরুদ্ধ নহে, তেমনি মনে সৎ ও অজড়ত্ব অবিরুদ্ধ। ব্রহ্ম সর্বময়, সেইভাবে সমস্তই জড় ও সমস্তই চেতন।

সর্বব্যাপী চৈতন্য সর্বত্র বিদ্যমান, তাহারই আত্মায় চিত্তের যে বিবিধ পরিণাম হয়, সেই সকল পরিণামই তো বিষয় নামে প্রসিদ্ধ। - - - - - আর তাহা জড় কোথায়, সমস্তই তো চিত্তের রূপ। অতএব ইহা জড়, ইহা অজড়, এ সকল কথার কোন অর্থ নাই। চিত্তের চেতাকার হওয়াই মনস্ব এবং তাহা হইতে জড় অন্তর্য বিভাগ। যাহাকে অববোধ শব্দে বলা যায় তাহা চিত্তাগ এবং যাহাকে চেতা, চিত্তে ভাসমান) বলা হয় তাহাই জড়ভাগ। জীব উক্ত প্রণালীক্রমে জগদ্রাস্তি অনুভব করতঃ তাহাতে অগৃহ্য ভাগ প্রাপ্ত হইতেছে। কিরূপে এই রূপময় জগৎ অরূপ সত্তার বিলীন হইয়া কেবল সত্তামাত্র অবশিষ্ট থাকে, এবং অরূপ চিৎ কিরূপে রূপময় হইয়া বোধের বিষয় হয়, তাহা বলা হইয়াছে। সমগ্র বিশ্ব অরূপের মধ্যে আত্মগোপন করিলে যে ভাব হয় তাহাই নিরূপাধিক বা নির্ভণ্ড ভাব। ইহা কেবল কথায় বুঝিবার বিষয় নহে, ক্রিয়ায় পর-অবস্থায় অনুভবের দ্বারা উহা বুঝিতে হয়। যাহা নিরূপাধিক ভাবে এক, তাহাই যে আবার সোপাধিক ভাবে বহু, এবং বহু হইয়াও তাহা যে একেরই মহিমা বা বিভূতি, তাহাই এই দশম অধ্যায়ে বিশেষরূপে বলা হইবে। জড় বা চৈতন্য, স্থূল বা সূক্ষ্ম যাহা আপাতদৃষ্টিতে বোধ হয়, তাহা বরূপতঃ ভিন্ন নহে। যাহা স্থূল জড়রূপে দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই আবার সূক্ষ্মরূপে কূটস্থের মধ্যে দেখা যায়। এই কূটস্থে দৃষ্টি রাখিলে অনন্ত অনন্ত ভাবময় রূপময় দৃশ্য সকল অনুভব করা যায়, যদ্বারা পরমাত্মা যে যড়ৈধ্ব্যবান, তিনি যে যথার্থই শ্রীভগবান তাহা সাধক অনুভব করিতে পারেন। যাহার কোন রূপ নাই, যাহা ব্যতীত দ্বিতীয় কিছু থাকিতে পারে না—

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।

অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ ॥ ২

‘ন তন্ত প্রতিমা অস্তি’—সেই আত্মা পঙ্কতত্বকে সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করেন, এবং অনন্ত ভাবে আপনাকে প্রকাশ করেন। এই প্রকাশ বা শক্তির সহিত ব্রহ্ম অবিনাভাবে সম্বন্ধবদ্ধ। যখন নামরূপ বর্জিত অরূপ স্বরূপ হইতে বিবিধ নামরূপ ছুটিয়া উঠে, তখনই তাঁহাকে শোভাময়, শক্তিময়, তেজোময়, পুষ্টিময়, ঐশ্বর্যময়, রূপময় বলিয়া বোধ হয়। এ সমস্ত ভাবরাশি কুটস্থের মধ্যেই প্রথমে ছুটিয়া উঠে, যোগীরা যোগদৃষ্টি দ্বারা ইহা অনুভব করিতে পারেন। এই ভাবই তাঁহার সোপাধিক ভাব। এই সোপাধিক ভাবের বিষয়ই দশম অধ্যায়ের বর্ণনার বিষয়। ভগবান জগৎজীবের হিতকামনায় অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব জানিয়া জীব বাহ্যতে উদ্ধার হয় তাহাই অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া এখানে বলিতেছেন।

উপরে শ্রীভগবানের বে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে সাধন করা আবশ্যক এবং সেই সাধন করিতে করিতে সাধকের বাহ্য বাহ্য অনুভব হয় তাহাই এখানে বলা হইতেছে। অর্জুনকে “মহাবাহু” বলিয়া সম্বোধন করিব্যবহৃত ইহাই উদ্দেশ্য। জীবের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি রহিয়াছে, সাধন সাহায্যে তাহা বের করিতে পারে সেই প্রকৃত মহাবাহু। তাহার সাধনশক্তির নিকট প্রচণ্ড ঐশ্বর্য (মায়ার) বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রপঞ্চ ভাব বিলুপ্ত হইলে যোগীরা ঐশ্বর্য অনুভব করিয়া এক অপূর্ণ ভাবের উদয় হয়। তখন আপনা আপনিই বাহ্য হইবার ইচ্ছা করে, কিন্তু তাহা বিশিষ্ট সাধকের মনকে কেন্দ্র করিয়া ছুটিয়া উঠে। সে অবস্থাতে সাধনকারীর মনের অজ্ঞাতে বাহ্য কিছু বসেন বা সঞ্চার করেন, তাহা সমস্তই সত্য হয়। সাধারণ অজ্ঞ গোকেরা মনে করে সাধন সাধনশক্তির প্রভাবে এই সকল ব্যাপার সিদ্ধ হইতেছে। বাস্তবিক তাহা নহে, মনে সঞ্চার থাকিতে কেহ সিদ্ধ হইতে পারে না, তবে সিদ্ধ সাধকের চিত্তে, তাঁহার অনিচ্ছার ইচ্ছাতে যে সঞ্চার সমুদ্ভূত হয়, যোগীরা শান্তবী মুদ্রার ফলে বিনা প্রয়াসে আপনা আপনি সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১

অনুব্রত । ন সুরগণাঃ (না ব্রহ্মাদি দেবগণ) ন মহর্ষয়ঃ (না মহর্ষিগণ) মে প্রভবং (আমার প্রভাব অথবা নানা অবতাররূপে উৎপত্তি) বিদুঃ (জানেন), হি (যেহেতু) অহং (আমি) দেবানাং মহর্ষীণাং চ (দেবগণ ও মহর্ষিগণের) সর্বশঃ (সর্ব প্রকারেই) আদিঃ (কারণ) ॥ ২

শ্রীশঙ্কর । উক্ততাপি পুনর্জন্মে হুজ্জেরত্বং হেতুমাং—ন মে বিদুঃপ্রতি । মে মম প্রকৃষ্টঃ তব জন্মরহিতত্বাপি নানাবিভূতিভিরাবির্ভাবঃ সুরগণা অপি মহর্ষয়ো ভূতাদয়োহপি ন জানন্তি । তত্র হেতুঃ—অহং হি দেবানাং মহর্ষীণাং চাদঃ কারণং । সর্বশঃ সর্বপ্রকারেঃ—উৎপাদকত্বেন বুদ্ধ্যাদিপ্রবর্তকত্বেন চ । অতো মদনুগ্রহং বিনা মাং কেহপি ন জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ২

ব্রহ্মানুবাদ । [কথিত বিষয়ের পুনঃ কথনের হেতু তাহার হুজ্জেরত্ব—সেইজন্ম বলিতেছেন—] আমার প্রকৃষ্ট ভব অর্থাৎ জন্মরহিত হইয়াও নানা বিভূতির সহিত অবতারাদি রূপে আমার আবির্ভাব—ইহা সুরগণ এবং ভূতাদি মহর্ষিরাও জানেন না। তাহার হেতু

যো মামজ্ঞমনাদিঃ চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।

অসংমুঢ়ঃ স মর্ত্যোষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

কি দেখাইতেছেন—আমিই দেবগণের ও মহর্ষিগণেরও আদি অর্থাৎ কারণ। যেহেতু সর্ব প্রকারে উহাদের উৎপাদক এবং বুদ্ধাদির প্রবর্তকরূপে আমি আদি কারণ, অতএব আমার অনুগ্রহ বিনা আমাকে কেহ জানিতে পারে না ॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । ক্রিয়া করিতেছেন যে সকল ব্যক্তি তাঁহা বা আমাকে জানেন না—মহাঋষি—মরীচি—অত্রি—অঙ্গিরস—পুলস্ত—পুলহ—ক্রতু—প্রচেতা—বশিষ্ঠ—ভৃগু—নারদ, এই দশ মহর্ষি ইহারা আমাকে জানেন না—যত মহর্ষি ব্রহ্মের উপাসক—তন্নিমিত্ত আমি সকলের আদি—যত দেবতা সকলেই ব্রহ্মের উপাসক—তন্নিমিত্ত আমি সকলের আদি—যাহারা ব্রহ্ম সহকারে নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ ক্রিয়া করেন, তাহারা ‘সুর’—তাঁহাদেরও কিছু কিছু শক্তি সামর্থ্য আছে—তাঁহারাও কিন্তু আমাকে বুঝিতে পারেন না। যাহারা মহর্ষি তাঁহারাও জানেন না। ঋষি অর্থে ঊষা পুরুষ, যাহাদের এইরূপ আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সমধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইয়াছে, যাহারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্তই বুঝিতে পারেন, যাহাদের শক্তি অসীম—সেই সকল মহর্ষিরাও আমার প্রভুশক্তির আতিশয়া স্বয়ংসম করিতে পারেন না, ‘আমি’ এতই হুজ্জেরত্ব। আত্মা সর্বোপাধিবিনিমুক্ত, তাঁহাকে যে জানিবে তাঁহারও আর কোন উপাধি থাকিবে না—তিনি তখন তাহাই হইয়া যাইবেন। ভক্ত কবি ভৃগুনাদীস বলিয়াছেন—‘জানত তুম্হে তুম্হী হোই জাগি’—তোমাকে যে জানে সে তুমিই হইয়া যায়। অতএব সব ভূগিয়া যে আত্মাই হইয়া যাইতে না পারে, সে আর আত্মার মহিমা কি করিয়া জানিবে? যে আত্মা হইয়া গিয়াছে সেও তখন আর কিছু বলিতে পারে না, কারণ তখন তাহার কিছু বলন্য থাকে না। এইজন্য দেবতা বা মহর্ষিরা কেহই তাঁহার কথা অবগত নহেন। কুটস্থ চৈতন্য এবং প্রাণ, মন, বুদ্ধি এ সমস্তই সেই অব্যক্ত পরাবস্থা হইতে সমুদ্ভূত, সুতরাং ইহারা কেহই তাঁহার কারণ অবগত নহেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—‘কো বা বেদ, কৃত ইয়ং বিষ্ণুঃ অর্কীগদেবা অস্ত বিসর্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূব’—এই সৃষ্টি কোথা হইতে হইল কেহ বা জানে? দেবতারাও এই সৃষ্টির পরে, সুতরাং উহা সেখান হইতে আবির্ভূত হইল কি প্রকারে তাহাকে জানিবে? ২

অনুব্রত । যঃ (যিনি) মাং (আমাকে) অজন্ম (জন্মরহিত) অনাদিঃ (অনাদি) চ লোকমহেশ্বরম্ (ও সর্বলোকমহেশ্বর বলিয়া) বেত্তি (জানেন), অসংমুঢ়ঃ (মোহবর্জিত) সঃ (তিনি) মর্ত্যোষু (মহুগণের মধ্যে) সর্বপাপৈঃ (সর্ব পাপ হইতে) প্রমুচ্যতে (মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন) ॥ ৩

শ্রীশঙ্কর । এবংভূতানুজ্ঞানে কলমাং—যো মামিতি । সর্বকারণত্বাদেব ন বিভ্রতে আদিঃ কারণং যন্ত তমনাদিম্ । অত এবাজং জন্মশূন্যং । লোকানাং মহেশ্বরঃ চ মাং যো বেত্তি স মনুষ্যেণ অসংমুঢ়ঃ সংমোহরহিতঃ সন্ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

বুদ্ধির্জ্ঞানসংমোহঃ ক্রমা সত্যং দমঃ শমঃ ।

সুখং দুঃখং ভবোহিত্যভাবো ভয়ং চাত্তয়মেব চ

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহিষশঃ

ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মন্ত এষ পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫

ব্রহ্মানুবাদঃ । [উক্ত প্রকার আত্মজ্ঞানের ফল কি তাহাই বর্ণিতছেন—] সত্যং কারণ বলিয়া ধাহার আদি বা কারণ নাই এইজন্ত অনাদি, অতএব “অজ” অর্থাৎ জন্মমুক্ত এবং সর্বলোকের মহেশ্বর এইরূপ আমাদের যে জানে, সে মহেশ্বরের মতো সম্যক্ মোহরহিত হইয়। সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৩

আত্মব্যক্তির ব্যাখ্যা । যে জানে যে আমার জন্ম নাই ও আমার মৃত্যু নাই ও সকল লোকের দুঃখ-দুঃখ স্থির হইলেই মহেশ্বর—সে মর্ত্যলোকে—এই প্রকারে মুক্ত না হইয়া সকল পাপ অর্থাৎ ব্রহ্মব্যতীত অস্তিত্বকে—যে না মৃতরাং ব্রহ্মোক্তে সদা থাকিলে অনন্তচিত্ত হইয়া [অস্তিত্বকে চিত্ত দেও, হইয়া মুক্ত হইবে—“আমি বা আত্ম” দেহের সহিত যুক্ত হইয়া জন্মমৃত্যুর সংসার করেন । দেহদৃষ্টি বতরণ থাকে ততক্ষণ জন্মমরণের হাত হইতে নিস্তার নাই । কিংবা করিয়া যেন স্থির অবস্থা পাইয়াছেন তিনি দেহাতীত পরম ভাবটির অলুপ্তান পান । তখন তিনি বুদ্ধিতে পারেন এই স্থির অবিচল ভাবই ব্রহ্মভাব এবং ইহাই আমার স্বরূপ । এই স্বরূপের ধারণা জন্মিলে আর জন্ম মরণ থাকিতে পারে না । মর্ত্যার্থ তাহাতে তখন আর থাকে না । তখন নিজ আত্মাকে “লোকমহেশ্বর” অর্থাৎ অজ্ঞান ও তাহার কার্যের সহিত অসম্বন্ধ-তুরীয় ব্রহ্মরূপে বুদ্ধিতে পারে । সাধন করিতে করিতে আস যখন সুন্দর ও সহজভাবে স্থির হয়, তখনই কালাতীত মহেশ্বর ভাব—সে অবস্থায় মন আর অস্তিত্বকে যায় না, এইজন্ত সে সদা মুক্ত । তিনি মহেশ্বরেরে থাকিলেও বা সংসারের মধ্যে তাঁহাকে বিবিধ কার্যে লিপ্ত হইতে দেখিলেও তিনি মুক্ত

প্রাণই চরাচর বস্তু মালিক । প্রাণ বা প্রাণিক কিছুই থাকে না । আমরা যে আত্মীয় স্বজনকে ভালবাসি, বাস্তবিক তাহার দেহকে মনে, তাহার পাপকে । কারণ প্রাণহীন দেহকে কেহ সমাদর করে না । অতএব প্রাণাপেক্ষা আর শ্রীর বস্তু আর কিছুই নাই । বহিঃপ্রাণ চঞ্চল, ইনিই মহামায়া । স্থির প্রাণই মহাবিজ্ঞা, এই স্থির ভাবই মহেশ্বর ভাব বা পরমাত্মা, ইনি সর্বব্যাপী, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের চৈতন্যরূপে বিরাজমান, তাই তিনি মহামহেশ্বর ॥ ৩

অনুব্রত । বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) জ্ঞানম্ (জ্ঞান), অসংমোহঃ (অব্যাকুলতা), ক্রমা (ক্রমা), সত্যং (সত্য), দমঃ (দম—বাহুজিয়সংযম), শমঃ (শম—অন্তরেজিয় সংযম), সুখং (সুখ), দুঃখং (দুঃখ), ভবঃ (উৎপত্তি), অভাবঃ (বিনাশ) ভয়ং চ ভয়ং চ এষ (ভয় ও ভয়), অহিংসা (অহিংসা—পরপীড়া নিবৃত্তি) সমতা (সমচিন্তিতা) তুষ্টিঃ (সন্তোষ)

তপঃ (তপস্ভা), (দান), যশঃ (যশঃ) অযশঃ (অযশঃ), ভূতানাং (জীব সমূহের) পৃথগ্বিধা (পৃথক পৃথক) ভাবাঃ (ভাবসমূহ) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়) ॥ ৪—৫

শ্রীশঙ্কর । লোকমহেশ্বরতামেব স্তুতয়তি বুদ্ধিরিতি ত্রিভিঃ । বুদ্ধিঃ সারাসারবিবেক-নৈপুণ্যং । জ্ঞানমাত্মবিষয়ম্ । অসংমোহো ব্যাকুলতাব্যবঃ । ক্রমা সহিষ্ণুত্বং । সত্যং বধ্যার্থভাষণং । দমো বাহুজিয়সংযমঃ । শমোহন্তঃকরণসংযমঃ । সুখং মনোহরকুলসংবেদনীয়ং । দুঃখং চ তদ্বিপরীতং । ভব উদ্ভবঃ । অভাবঃ তদ্বিপরীতঃ । ভয়ং ভ্রাসঃ । অভয়ং তদ্বিপরীতম্ । অহিংসাক্রমস্তমস্ত এষ ভবন্তি ইতি উত্তরেণাঘ্যঃ ॥ ৪

অহিংসা পরপীড়ানিবৃত্তিঃ । সমতা—রাগদ্বेषাদিরাহিত্যং মিত্রামিত্র ভূত্যা চ । তুষ্টি-দৈবলক্শনং সন্তোষঃ । তপঃ শারীরাদি ব্রহ্মমাণং । দান্যাজিতস্ত ধনাদেঃ সংপাত্রেহর্পণং । যশঃ সংকীর্তিঃ । অযশোহপকীর্তিঃ । এতে বুদ্ধির্জ্ঞানমিত্যাদয়স্তদ্বিপরীতাশ্চ অবজ্ঞাদয়ো নানা-বিধা ভাবাঃ প্রাণিনাং মন্তঃ সকাশাদেব ভবন্তি ॥ ৫

ব্রহ্মানুবাদ । [তিনটি শ্লোকে স্বীয় লোকমহেশ্বরতা পরিচুতি করিতেছেন—] বুদ্ধি—সারাসার বিবেকনৈপুণ্য, জ্ঞান—আত্মবিষয়ক জ্ঞান, অসংমোহ—ব্যাকুলতার অভাব, [বোধের যোগ্যবিষয় উপস্থিত হইলে তাহাতে বিবেকপূর্বক যে প্রবৃত্তি—শঙ্কর], ক্রমা—সহিষ্ণুতা [কেহ তাড়না করিলে মনের যে অবিকার—শঙ্কর], সত্য—বধ্যার্থ ভাষণ, দম—বাহুজিয় সংযম, শম—অন্তঃকরণ সংযম, সুখ—মনের অমূলক সংবেদন, দুঃখ—সুখের বিপরীত অর্থাৎ প্রতিকূল বেদন, ভব—উদ্ভব, অভাব—তাহার বিপরীত অর্থাৎ নাশ, ভয়—ভ্রাস, অভয়—ভ্রাসের বিপরীত ॥ ৪

অহিংসা—পরপীড়া নিবৃত্তি, সমতা—রাগদ্বেষাদিরাহিত্য [সমচিন্তিতা—শঙ্কর], তুষ্টি—দৈবলক্শন বিষয়ে সন্তোষ [লাভে পর্যাপ্ত বুদ্ধি—শঙ্কর], তপঃ—শারীর তপস্ভা [ইন্দ্রিয় সংযম পূর্বক শরীর পীড়ন—শঙ্কর], দানং—দান্যাজিত ধনাদির সংপাত্রে অর্পণ [যথাসক্তি অপরকে স্বীয় ধন বিতরণ—শঙ্কর], যশঃ—সংকীর্তি, অযশঃ—দুর্কীর্তি, প্রাণীদের এই সকল বুদ্ধাদি এবং তাহার বিপরীত অবুদ্ধি প্রভৃতি নানাবিধ ভাব আমরা হইতে উৎপন্ন ॥ ৫

আত্মব্যক্তির ব্যাখ্যা । ব্রহ্মোক্তে সদা বুদ্ধি স্থির করিয়া বাহ্য ও তদ্বারায় অমুভব হওয়ার নাম জ্ঞান—তাহা হইলে অস্ত্র কোন বস্তুতে মোহিত হইয়া যায় না—মৃতরাং মোহিত না হইলে ক্রমা অর্থাৎ তাহা হইতে ক্রান্ত আপনা আপনি থাকিবার পরে সত্য ব্রহ্মোক্তে কাজে তাহাই থাকিতে হইল—পরে সব বিষয়ের দম ও শম হয়, আর সুখ দুঃখ হওয়া না হওয়া ভয় অভয় ।

হিংসা না করা—সকলে ব্রহ্ম দেখা তদ্বারায় তুষ্ট থাকি—কূটস্থেতে থাকা এবং তাহার উপদেশ করা তাহার দ্বারায় জপ ও অজপ ইহা সকল পঞ্চভূতের ভাবের ভাবে মন্ত পৃথক বিশেষ বুদ্ধি হইতেছে ।—অন্তঃকরণের যে শক্তি দ্বারা কোন বিষয় নিঃসংশয়রূপে বুদ্ধিতে পায় যায় তাহাই বুদ্ধি । আমরা সাধারণতঃ যাহাকে “মন” বলি তাহার শক্তি হইতেছে সঙ্কল্প করা । কেবল মাত্র সঙ্কল্পের দ্বারাই কোন কাজ করা যায় না, বা কোন ইচ্ছাকে সফল করা যায় না । তাহার কারণ অন্তঃকরণের সঙ্কল্পাত্মিক বৃত্তি বহুমুখী, বহুক্ষণ এক

অবস্থায় থাকিতে পারে না। এক অবস্থায় দীর্ঘকাল না থাকিলে কোন চিন্তা দ্বারা আমরা গঠনমূলক কোন কার্য করিতে পারি না। অন্তঃকরণের যে শক্তি দ্বারা সকলকে কার্যে পরিণত করা যায় সেই স্থির সকলের নাম “বুদ্ধি”। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে—“বুদ্ধি” অন্তঃকরণ বা মনের একাগ্র অবস্থা। একাগ্রাবস্থাটি একমুখী ও বহু সকল বা মনন বৃত্তির বিরোধী। একাগ্র অবস্থায় বহু চিন্তা থাকে না একমাত্র চিন্তাই থাকে—এইজন্ত ইহা “নিরুদ্ধ” অবস্থার জ্ঞাপক। যেখানে বুদ্ধির কার্য, সেইখানেই নিরোধ ভাব স্বতঃ বিদ্যমান। জগতে যত কিছু বিষয় আছে, কোনটিই স্থির নহে, এইজন্ত বাহ্য বিষয়ে যে বুদ্ধির গতি হয়, তাহাও স্বভাবতঃ চঞ্চল হইয়া থাকে। একমাত্র আত্মা বা ব্রহ্ম চিরস্থির পরিবর্তনহীন। এইজন্ত মনের যে গতি ব্রহ্মমুখী হয় এবং তাঁহাতেই স্থির থাকে (বা আটকাইয়া যায়), তাহা ব্রহ্মের সহিত তন্নীন হয়—উহাকেই প্রকৃত “বুদ্ধি” বলে। আত্মরূপ ও বিক্ষেপই মনের মল, ইহা দ্বারা আত্মার স্বতঃপ্রসূত প্রকাশ আবরিত হইয়া যায়। এইজন্ত অনাশ্রয় পদার্থ সমূহে আশ্রয়বোধ হয়—ইহাই অজ্ঞান। যখন বুদ্ধি স্থির হইয়া যায় তখনই প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়। এইজন্ত মনের আবরণ ও বিক্ষেপ রূপ অন্তর্জি ক্ষয় করা আবশ্যক। অন্তর্জি ক্ষয় কিরূপে হইবে? মহর্ষি পতঞ্জলি বোগদর্শনের সাধনপাদে একটি সূত্রে উহা বিবৃত করিতেছেন—

“যোগাস্থানান্দত্ত্বিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ”

যোগাস্থানির অর্থান হইতে অন্তর্জি ক্ষয় হয়, এবং অন্তর্জি ক্ষয় হইলে বিবেকখ্যাতি পর্যন্ত জ্ঞান দীপ্তি হইয়া থাকে। বম, নিয়ম, আসন প্রাণায়ামাদিই প্রকৃত যোগাস্থান। প্রত্যাহার, ধারণা ধ্যান, সমাধি লইয়াই যদিও যোগের অষ্টাঙ্গ পূর্ণ হয়, কিন্তু শেষ চারিটি যোগাভ্যাসের কল, প্রথম চারিটিই সাধন। তন্মধ্যে প্রাণায়ামই সর্কশ্রেষ্ঠ। এই প্রাণায়ামের কল কি তাহা ঋষি যোগসূত্রে বলিয়াছেন—“ততঃ ক্রীয়েতে প্রকাশাবরণম্” প্রাণায়াম দ্বারা প্রকাশ স্বরূপ যে আত্মা, তাহার আবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যে প্রাণ আত্মার প্রধান শক্তি, প্রাণায়াম দ্বারা সেই প্রাণশক্তিকে বৃদ্ধিতে পারা যায়, এবং আত্মাতে প্রাণের ও তৎসহ মনের প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। এই প্রকার জ্ঞান হইলে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি বিষয়সমূহ সাধককে আর মুগ্ধ করিতে পারে না। আত্মজ্ঞান বাহার হইয়াছে অনাশ্রয় বস্তু আর তাহাকে মুগ্ধ করিবে কিরূপে? বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া জীবের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়, কিন্তু যে মোহিত হয় না, তাহার ইঞ্জিয়গণ বিষয় গ্রহণে ক্ষান্ত হয়। দৈবাৎ মনোবিকার জন্মিলেও কিরূপে চিত্তের বেগ সহ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত ক্ষমা। চিত্তের বেগ যে সহ করিতে পারে সে যে যুক্ত এবং সুখী তাহা পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন। এই যুক্ত ব্যক্তিরই সত্যের নিরাবরণ মুখ দেখিতে পান। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়েরা স্বতঃই বিষয়ব্যাপার হইতে বিনিবৃত্ত হয়, এবং সে চিত্তে ব্রহ্মচিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তার উদয়ই হয় না। সূতরাং শম দমাদি সাধনার জন্ত আর তাহাকে বেগ পাইতে হয় না, উহা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া দাঁড়ায়।

সুখ—সু=সুন্দর, খং=শূভ, যাহার চিত্তেতে বিষয়স্পৃহা নাই, তাহার বিষয় বিস্মরণ হয়, এই বিষয়বিশ্রুতিই চিত্তের শান্ত্যাকাংক্ষা অবস্থা। সে চিত্তে কোন উদ্বেগ থাকে না।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বৈ চত্বায়ে মনবন্তুথা।

মহাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬

হৃৎ=উক্ত অবস্থা হইতে যে দূরে থাকে, বাহ্য হৃৎকর বিষয় যখন অন্তঃকরণে তদনুরূপ বৃত্তি উদ্বেজিত করে, তখনই চিত্তে হৃৎকাকার বৃত্তির উদয় হয়। সন্তুগুণই সুখের কারণ এবং ব্রজোক্তগণের কলেই হৃৎক উৎপন্ন হয়।

ভব=জন্ম, অভাব=নাশ; ভয়=দ্বিতীয়ের অভিনিবেশ থাকা পর্যন্ত ভয় বায় না, একমাত্র ব্রহ্মপদই অভয়পদ। ভয় যতক্ষণ আছে ততক্ষণ নিজের মধ্যে হিংসা নষ্ট হয় নাই বৃদ্ধিতে হইবে। বোদদর্শনে আছে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে সর্কজ বৈরতাগ হয়। সর্কজ ব্রহ্ম দর্শন হইলেই আর কাহারও প্রতি হিংসা হয় না। সমতা=সমচিত্তত্ব অর্থাৎ সমদর্শন, ‘অহং’ অভিনিবেশ থাকিতে সমদর্শন হয় না, ক্রিয়ার পর-অবস্থায় বাহার “অহং” চলিয়া গিয়াছে, তাহারই প্রকৃত সমদর্শন হইতে পারে।

ভূষ্ট=এই সমদর্শন হইতেই ভূষ্ট আসে, আপনাতে আপনি মগ্ন। উদয় পূর্তি হইলে যেমন আর উৎকৃষ্ট ষাণ্ডও ভাল লাগে না, তদ্রূপ ব্রহ্ম দর্শনে যিনি ভূষ্ট হইয়াছেন তাঁহার ভূষ্টির জন্ত আর বাহিরের ভোগ সুখ প্রয়োজন হয় না।

তপঃ=কূটস্থিতে অর্থাৎ তপোলোকে বা আত্মাচক্রে থাকা। দান=সাধনার উপদেশ করা, এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দান আর নাই। বশঃ=আত্মাতে থাকা, আত্মায় থাকিলে যে চিত্তের উপরাম হয় এবং তজ্জনিত যে প্রশান্ত ভাব হয়, তাহা অন্য লোকেরও চিত্ত আকর্ষণ করে। অবশঃ=আত্মার না থাকিলে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রভৃতি যে বিপরীত কল হয় তাহাই।

জীব সকলের এই সকল পৃথক্ ভাব আমা হইতেই জাত। পূর্কোক্ত বৃত্তি সমুদায়ের উৎপত্তির আধার আত্মা। আত্মা না থাকিলে কিছুই থাকে না। এই আত্মাতে যিনি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন তাঁহার নিকট পৃথক পৃথক বোধ আর থাকে না, এক অদ্বিতীয় ভাবে সেখানে অন্ত সমস্ত ভাব মগ্ন হইয়া যায়। কাহার সহিত যেমন ছায়া থাকে, সেইরূপ আত্মার আশ্রয়ে সমস্ত বস্তুর বীজরূপ অজ্ঞান বর্তমান থাকে, এই অজ্ঞান হইতেই বিশ্ব, মন ও তাহার নানাধি বৃত্তি জন্মগ্রহণ করে। এ সমস্ত বৃত্তিই মায়ায় ক্রীড়া মাত্র। মন যতক্ষণ বে গুণে থাকে, সেই গুণাহুযায়ী ভাবের পার্থক্য হয়। চিত্ত ধর্মই ভাব, এই সমস্ত ভাব চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তির সহিত নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৪—৫

অশ্রবঃ । সপ্ত মহর্ষয়ঃ (সাতজন মহর্ষি), পূর্কৈ (পূর্কবর্তী) চত্বায়ে (সনকাদি চারিজন), ভূথা মনবঃ (এবং মনুগণ), মহাবাঃ (আমার প্রভাব সম্পন্ন) মানসাঃ জাতাঃ (আমার মন অর্থাৎ সঙ্কর হইতে উৎপন্ন), লোকে (এই জগতে) ইমাঃ (ইহারা) যেষাং প্রজাঃ (বাহাদের সন্তান) ॥ ৬

শ্রীভগবতঃ । কিং—মহর্ষয় ইতি। সপ্ত মহর্ষয়ো ভৃগাদয়ঃ। সপ্ত ব্রাহ্মণ ইত্যোতে পুরাণে নিশ্চয়ঃ গতাঃ ইত্যাদি পুরাণপ্রসিদ্ধাঃ। তেভ্যোহপি পূর্কৈহন্তে চত্বায়ে। মহর্ষয়ঃ সনকাদয়ঃ।

তথা মনবঃ স্বায়ত্ত্ববাদয়ঃ । মন্তাবাঃ—মদৌষো ভাবঃ প্রভাবো যেষু তে । হিরণ্যগর্ভাশ্বনো
মর্ষিব মনসঃ সংকল্পমাত্রাং জাভাঃ । পভাবমেবাহ—যেবামিতি । যেবাং ভূধাদীনাং সনকাদীনাং
মন্দ্যক ইমা ব্রাহ্মণাত্মা লোকে বর্দ্ধমানা যথাযথ পুত্রপৌত্রাদিরূপাঃ শিষ্য প্রশিষ্যাদিঃ ১০০ প্রজা
জাভাঃ প্রবর্তন্তে ॥ ৬

বঙ্গ-সুবাদ। [অরও বলিতেছেন—] ভৃগু আদি পুরাণপ্রসিদ্ধ সপ্ত মহর্ষি। অর্থাৎ
পুরাণপ্রসিদ্ধ সপ্ত ব্রাহ্মণ ইহা পুরাণে নিশ্চয় হইয়াছে। তাঁহাদেরও পূর্ববর্তী সনকাদি মহর্ষি
তুষ্ট, এবং স্বায়ম্ভুবাণি চতুর্দশ মনু—ইহারা মদীয় প্রভাবযুক্ত, এবং হিরণ্যগর্ভরূপ
মহর্ষি—সকলকেই উৎপন্ন হইয়াছেন। প্রভাব কিরূপ তাহাই বলিতেছেন—মহর্ষি ভৃগু প্রভৃতির
এক সনকাদির এবং মনুগণের সন্তানদি এই সকল ব্রাহ্মণাদি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যথাযথ
শাস্ত্রোক্তাদিরূপে ও শিষ্যপ্রশিষ্য রূপে জগতে এই সব প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে।
সপ্ত মহর্ষি—মহর্ষি ক্রতু, অঙ্গিরাস, পুলহ, পুলস্ত্য, জতু। পূর্ববর্তী চারিজন
মহর্ষি—সনক, সনতন, সনৎকুমার, ইহারা চিরকুমার ছিলেন। স্বতঃ ইহাদের
পুত্রাদি উৎপন্ন হয় নাই তবে 'যেবাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ—ইহাদিগের সম্বন্ধে এ কথা
কিহুপে খাটে? ইহারা চিরকুমার ছিলেন কিন্তু ইহাদের শিষ্য ছিল। জ্ঞানধারার
কুল শিষ্যপ্রশিষ্য দ্বারাই রক্ষিত হয়। চতুর্দশ মনু—সায়ম্ভুব, স্বায়োচিব, উত্তম, তামস,
রৈবত, চাক্ষুষ, ধবংস, সপরিদক্ষ, ব্রহ্মসাপি, ধনুসাপি, রুদ্রসাপি, দেবসাপি এবং
উলুপসপি। [মন্তব্যঃ—মতানুসারেঃ। মন্তব্যঃ—মন্তব্যঃ। মন্তব্যঃ—মন্তব্যঃ। মন্তব্যঃ—মন্তব্যঃ।
আমার চিন্তাপথঃ—এক কথের আশাঃ—এক শক্তি তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে—
মধুসূদন। ৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। সাত মহর্ষি আর চার মনু—আমার ভাবেতে মনেতে তাহাদিগের জন্ম ঘাহাদিগের হইতে লোক যত দেখিতেছ তাঁহারা ই প্রকৃষ্টরূপে জন্মিয়াছেন।—ব্রহ্মের একত্বকে সঙ্গ্রহ নাই, তাহার অনিচ্চার ইচ্ছাতে এই সকল উৎপন্ন হইয়াছে। অনিচ্চার ইচ্ছা কি প্রকার? আসক্তি বশতঃ মনে যে সকলের উদয় হয় সেরূপ কোন সঙ্কল্প নাই, তবুও সেই অবস্থায় কখনও কখনও আপনাপনি সঙ্কল্পবিকল্পমূল্য যে এক ভাবের উদয় হয় তাহাকেই ভগবদ্বিদ্ভা বা অনিচ্চার ইচ্ছা বলে। এ ইচ্ছার উদয় হইলে তাহা কখনও অসিদ্ধ থাকে না। কারণ উহা সত্যসঙ্গম। ব্রহ্ম হইতে এই ভাবেই বিশ্ব সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। মুণ্ডকোপনিষদে আছে—

“যথা সত্যঃ পুরুষাণ্য কেশ-লোমানি

তথাক্রমে সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥”

যেভাবে পুরুষের (ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া) কেশ ও গোম সকল উৎপন্ন হয় সেইরূপ এই দৃষ্টমান প্রপঞ্চ জগৎ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। “তন্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমগ্ৰঞ্চ জায়তে”—বৃণ্ডক। এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে হিরণ্যগর্ভ বা কার্য্য ব্রহ্ম, নামরূপ ও অন্ন উৎপন্ন হইয়াছে।

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তদ্বতঃ ।

১০ বিকম্পেন যোগেন বৃজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭

এইভাবেই আদি বা সমষ্টি মন হিরণ্যগর্ত উৎপন্ন হয়। থাকেন,
মন না থাকিলে সৃষ্টি করিবে কে? এক
মনের উদ্ভব হইতেই উদ্ভব হয় সেইরূপ বিরাট মনের সত্ত্ব হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড ও
সবের অন্তর্যামী উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন নিরবয়ব
পূর্ণরূপে প্রতীত হয়। এই মনই
সবকালেই মনের জ্ঞানময় সত্ত্ব তাহার
হয় মাত্র যদিও মনের পুরুষ কোন আকারবিধি নাই।
তথাপি নিরীশ্বর মনের বুদ্ধির অন্তরে অবস্থিত এবং মনই
জ্ঞান ভেদে বহিঃস্থ মন। তাহার প্রাণ নাই, মন নাই, মনই
সর্বস্বত্ববিধিবিহীন শুদ্ধভাবময়, সুতরাং অক্ষররূপ। অব্যক্ত প্রকৃতিরও অস্তিত্ব। উপনিষদে
বলিতেছেন—

“এতদ্ভাজ্জাবতে প্রাণো যনঃ সর্ষেস্ত্রিষাণি চ ।

ॐ वायुर्देव्यातिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥१०॥ शुक्ल

এই পুরুষ হইতেই প্রাণশক্তি, চিন্তাশক্তি (মন) পঞ্চ কর্ষেদ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেদ্রিয়, আকাশ, বায়ু, স্নেহ, কল এবং সর্ব বস্তুর আধার পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পুরুষ সর্বোপাধি বিনিমুক্ত, তবে তাহা হইতে ঐ সকল উৎপন্ন হয় কিরূপে ? যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সংগ্রহ মনের অতিরিক্ত পৃথক সত্তা নাই। স্বপ্ন মিথ্যা হইলেও স্বপ্নদ্রষ্টার জ্ঞানে যেমন তাহা প্রতীত হয়, তেমনই পুরুষের জ্ঞানসত্তায় বৃষ্ট পদার্থ সমূহ প্রতীত হয় বলিয়া পুরুষ হইতেই উহাদের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে ॥ ৬

অস্বল্প। যঃ (যিনি) মম (আমার) এভাং (এই) বিভূতিং যোগং চ (বিভূতি
এবং যোগকে) তত্ত্বতঃ (স্বার্থতঃ) বেত্তি (জানেন), সঃ (তিনি) অবিকম্পেন (অস্থূলিত)
যোগেন (যোগৈব) দ্বারা বৃজতে (যুক্ত হন) অত্র ন সংশয়ঃ (ইহাতে সংশয় নাই) ॥ ৭

শ্রীশ্রদ্ধা। যথোক্তবিভূত্যা দিত্বজ্ঞানশ্রুতসমাধ—এতামিতি। এতং ভূত্যা দিলক্ষণং যম
বিভূতিং। যোগক ঐশ্বর্যলক্ষণং তত্ত্বতো যো বেত্তি। সঃ অবিকল্পেন নিঃসংশয়েন যোগেন
সম্যগদর্শনেन যুক্তো ভবতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৭

অস্বাভাবিক। [যথোক্ত বিভূতি আদি তত্ত্বজ্ঞানের কল কি তাহাই বলিতেছেন—]
আমার এই ভূগুণ আদি বিভূতি এবং ঐশ্বর্যরূপ যোগ বিনি তত্ত্বতঃ জ্ঞানেন, তিনি সংশয়শূন্য
হইয়া সম্যকদর্শন দ্বারা (আত্মজ্ঞান দ্বারা) বুদ্ধ হন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। এইরূপ সব ক্রিয়ার দ্বারা সমাধিতে অচল বৃত্তি থাকিয়া পঞ্চতত্ত্বাতীত ষট্চক্র অর্থাৎ আশ্রয়চক্রেতে স্থিতি স্বরূপ যে জানে সে বিশেষরূপে ভবিষ্যতের ইচ্ছা রহিত হইয়া ও বিধারহিত হইয়া নিশ্চিতরূপে লেগে

অহং সর্বস্ত প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।

ইতি মন্তা ভক্তস্তে মাং বুধা ভাবসমম্বিতাঃ ॥ ৮

থাকে।—সেই স্বার্থ যোগী হইতে পারে, যে সাধন দ্বারা তাঁহার সহিত অবিচল যোগে যুক্ত হইয়া তাঁহার বিভূতি, যোগৈশ্বর্য ও সর্বজ্ঞ প্রভৃতি সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। মনের বিবিধ করণ। থাকিতে স্বার্থতঃ ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান হয় না। শ্রবণ অধ্যয়নাদি জনিত যে জ্ঞান তাহাতে স্বরূপাহৃত্য হয় না। পঞ্চতত্ত্ব ভেদ করিয়া আত্মাচক্রে স্থিতি হইলে তবে প্রকৃত ইচ্ছারহিত ও সংশয়শূন্য অবস্থা আসে, তখনই মন অস্ত্র বিষয়ে আসক্তিশূন্য হইয়া কেবলমাত্র আত্মাতে যোগযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে। সাধনে দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া যিনি খেচরীনিষ্ঠ হইয়াছেন, তাহারও পরে যোগী একপ্রকার অবস্থা লাভ করেন, বাহ্যকে শাস্ত্রবী বলে—সেই অবস্থায় যোগীর অসাধারণ সামর্থ্য ও যোগৈশ্বর্য লাভ হইয়া থাকে। এই বিভূতিই ভগবানের অতুলনীয় মহত্ব ও অপূর্ণ সৌন্দর্য প্রকাশিত করিয়া সাধকের সাধনপথে অগ্রগতি প্রদান করে। সাধক সাধন দ্বারা বতই বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করেন ততই বহু সূক্ষ্ম ও অননুভূতপূর্ণ বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন। তখন সাধকের মনে আর কোনও সংশয় থাকে না। যে সাধক আত্মাচক্রে এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন তাঁহার আর কিছু পাইবার ইচ্ছা থাকে না। এইরূপ সঙ্কররহিত সাধকই সর্বদা ব্রহ্মেতে লগিয়া থাকেন ॥ ৭

অন্বয়। অহং (আমি) সর্বস্ত (সমস্ত জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তিহেতু), মন্তঃ (আমা হইতে) সর্বং প্রবর্ততে (সমুদায় প্রবর্তিত হয়) ইতি মন্তা (ইহা বিবেচনা করিয়া) ভাবসমম্বিতাঃ (ভাবযুক্ত অর্থাৎ ভক্তিমান) বুধাঃ (জ্ঞানিগণ) মাং ভক্তস্তে (আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন) ॥ ৮

শ্রীপ্রবক্তা। যথা চ বিভূতিযোগয়োজ্ঞানেন সমাগ্জ্ঞানাবাপ্তিঃ তদ্ব্যবহিত—অহমিত্যাদিচতুর্ভিঃ । অহং সর্বস্ত জগতঃ প্রভবো ভূতাদিমহাদিরূপবিভূতিদ্বারেন উৎপত্তি হেতুঃ । মন্তঃ এব চাস্ত সর্বস্ত 'বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহ' ইত্যাদি সর্বং প্রবর্তত ইতি । একং মন্তা অববুদ্ধা বুধা বিবেকিনঃ ভাবসমম্বিতাঃ প্রীতিযুক্তা মাং ভক্তস্তে ॥ ৮

অন্বয়ানুবাদ। [বিভূতি এবং যোগের জ্ঞানে বৈরাগ্য সমাক্ত জ্ঞান প্রাপ্তি হয়, তাহা চারিটি শ্লোকে দেখাইতেছেন—] আমি সর্ব জগতের প্রভব—অর্থাৎ ভূতাদি ও মহাদি রূপ বিভূতি দ্বারা সর্ব জগতের উৎপত্তি হেতু। আমা হইতেই ইহাদের 'বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ' ইত্যাদি প্রবর্তিত হয়। এইরূপ জ্ঞানিয়া বিবেকিগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন ॥ ৮

[ভাব সমম্বিতাঃ—ভাবো ভাবনা পরমার্থতত্ত্বাভিনিবেশন্তেন সমম্বিতাঃ সংযুক্তা ইত্যর্থঃ = শব্দর। ভাব শব্দের অর্থ ভাবনা—পরমার্থতত্ত্বে অভিনিবেশ। তাহা বাহ্যদের আছে, তাহারাই ভাবসমম্বিত।]

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। আমা হইতেই সকল প্রকৃষ্টরূপে হইতেছে আর আমাতেই প্রকৃষ্টরূপে বর্তমান আছে এইরূপ মনে যে ভজন করে সর্বত্র ব্রহ্ম

মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্ ।

কথয়ন্তস্ত চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯

দর্শন করতঃ সমবুদ্ধি থাকিয়া ক্রিয়ার পর যে ভাব সেই ভাবে যুক্ত থাকে।—যিনি যেমন সাধন করিবেন পরমতত্ত্বে তাঁহার তদ্রূপ অভিনিবেশ হইবে। এইরূপ অভিনিবেশ-সম্পন্ন যোগীর প্রত্যক্ষ অনুভব হইতে থাকে যে আমিই (আত্মা) ব্রহ্মাদি স্বাবরাস্ত সমুদায় বিশ্বের উৎপত্তির হেতু। ভগতে বত কিছু সে তো ব্রহ্মেরই প্রকাশ। স্বর্ণকে আশ্রয় করিয়া যেমন বহুবিধ নামরূপ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ এই নামরূপ সর্বত্র এক আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই বর্তমান আছে। আত্মা না থাকিলে কিছুই উৎপত্তি হইতে পারে না—এইটি বিচার পূর্বক বুঝিয়া তিনি অস্ত্র চিত্তা ছাড়িয়া কেবল ভজনা করেন। তিনি তখন অলঙ্কারে স্বর্ণের অবস্থানের মত ব্রহ্মে এই নামরূপময় ভগৎ রহিয়াছে দেখিতে পান। সেইজন্য তাঁহার বুদ্ধির সমতা হয়, নানা বিষয়ের পিছনে ছুটিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করে না। ক্রিয়ার পরও এইরূপ সমভাব হয়, এই সমভাবে যোগীর চিত্ত সর্বদা যুক্ত থাকে। এইরূপ ক্রিয়া উত্তমরূপে করিয়া বাহ্যেতে সর্বত্র পরাবস্থা প্রাপ্তি হয় তদ্বিধে সাধকের অবহিত হওয়া কঠব্য ॥ ৮

অন্বয়। মচ্ছিত্তাঃ (মদগত হৃদয়) মদগতপ্রাণাঃ (মদগত প্রাণ) [ব্যক্তিগণ] মাং (আমার বিষয়ে) পরম্পরং বোধয়ন্তঃ (পরস্পরকে বুঝাইয়া) চ নিত্যং কথয়ন্তঃ, ও সর্বদা আমার কথা বা শব্দ কীর্তন করিয়া) তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ (তুষ্ট লাভ করেন ও আনন্দ প্রাপ্ত হন) ॥ ৯

শ্রীপ্রবক্তা। প্রীতিপূর্বক ভজনমাত্র—মচ্ছিত্তা ইতি। মমোব চিত্তে যেষাং তে মচ্ছিত্তাঃ মামেব শব্দাঃ প্রাপ্তাঃ প্রাণা ইল্লিগণ যেষাং তে মদগতপ্রাণাঃ। মদর্পিতজীবনা ইতি বা। এতৎসংসারং প্রাপ্তবাস্তবং মাং ভাষ্যোপেতৈঃ ক্ষতাদিপ্রমাণৈঃ বোধয়ন্তো বুদ্ধা চ মাং কথয়ন্তঃ সংকীৰ্ত্তয়ন্তঃ সর্বং নিত্যং তুষ্যন্তি অনুমোদনেন তুষ্টিঃ বাস্তি। রমন্তি চ নির্মুক্তিঃ বাস্তি ॥ ৯

অন্বয়ানুবাদ। প্রীতি পূর্বক ভজনরীতি বা সাধন কিরূপ বলিতেছেন—[আমাতেই বাহ্যদের চিত্ত আনন্দ, বাহ্যদের ইল্লিগণ আমাকেই গত বা প্রাপ্ত অর্থাৎ বাহ্যদের মদর্পিত জীবন—এবমুত সেই বুধগণ বুদ্ধিযুক্ত ক্ষতাদি প্রমাণ দ্বারা আমাকে বুঝিয়া, এবং পরস্পরকে আমার বিষয় কীর্তন করতঃ এবং সর্বদা তাহা অনুমোদন করে তদ্বারা তুষ্ট লাভ করেন এবং নির্মুক্তি প্রাপ্ত হন। [রমন্তি চ রাতং প্রাপ্তবাস্তবং [প্রিয়সংসৃত্য—প্রিয় সমাগমে বৈরাগ্য রতিকে লাভ করা যায় সেইরূপ—শব্দর] ॥ ৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। জন্মমধ্যে সদা বিন্দুতে দৃষ্টি রাখিয়া আমাতেই প্রাণ অবস্থিতি করিয়া মন ব্রহ্ম এক জ্ঞান হইবে স্তবরাং আমারই কথা সব বিষয়ে কহিবে ও সন্তুষ্ট তন্দ্বারায় হইয়া আনন্দিত হইবে।—ভগবানের স্বরূপ চিন্তার কথা বলিতেছেন। 'সত্যং জ্ঞানমনস্তঃ ব্রহ্মানন্দরূপমমৃতং বহির্ভূতং'—ইহা মুখে উচ্চারণ করিলেই তাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না, ব্রহ্মানন্দ ভোগও হয় না। এই দেহের মধ্যেই তাঁহার স্বরূপ অবগত হইবার উপায় আছে। জীব মাত্রেয়ই বৈরাগ্য পঞ্চভূতাত্মক স্থূল শরীর আছে, তদ্রূপ এই শরীরের মধ্যেই আর একটি শরীর আছে। তাহা অত্যন্ত

মহাকাশী প্রাজ্জ্বল্য হন। এই ত্রিবিধ শক্তি হইতে ত্রিবিধ নাদ (ত্রিবিধ মহত্ত্বরূপে), ত্রিবিধ নাদ হইতে ত্রিবিধ বিন্দু (সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কাররূপে) সমুদ্ভূত হয়। সাত্বিক অহঙ্কার হইতে অপকীকৃত শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান ও গন্ধজ্ঞানরূপে—রাজসিক অহঙ্কার হইতে অপকীকৃত শব্দশক্তি, স্পর্শশক্তি, রূপশক্তি ও গন্ধশক্তিরূপে—তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন অপকীকৃত আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিত্তিরূপে তিনি অব্যাক্তা, নিরাকারা ও হুলা, আর পকীকৃত হুলাভূতাদিরূপে তিনি ব্যক্তা, হুলা ও সাকারা রূপে প্রকটিত হইয়াছেন। এলম্বকালে একমাত্র তমোগুণ থাকে, সত্ত্ব ব্রহ্মঃ যথাক্রমে তমোগুণে লয় হইয়া যায়। তমোগুণ মূল প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতিতে গুণকোভ হয়, তখন প্রথমতঃ তমোগুণের আবির্ভাব হয়—এই তমোগুণ হইতে ব্রহ্মোগুণ এবং ব্রহ্মোগুণ হইতে সত্ত্বগুণ আবির্ভূত হয়। এই তমাই শক্তি শব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে—মহু বলিয়াছেন—“আসীদিদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতং অলক্ষণং।” সারদাতিলক ভদ্রে আছে—

“নিগুণঃ সন্তপশ্চেতি শিবো জ্যেষ্ঠঃ সনাতনঃ।

নিগুণঃ প্রকৃতেব্রহ্মঃ সন্তপঃ সকলস্থিতঃ ॥

সচ্চিদানন্দবিভবাং পরমেশ্বরায়।

আসীৎ শক্তিস্ততো নাদো নাদাৎ বিন্দু সমুদ্ভবঃ ॥”

শক্তিযুক্ত পরমেশ্বরই মূল প্রকৃতি। শক্তি দ্বিবিধা, জ্ঞানময়ী অজ্ঞানময়ী বা ও অবিভাকপা। এই অবিভাই সংসারবন্ধনের কারণ এবং বিভাই সংসারবন্ধ নাশের কারণ। নাদই মহত্ত্ব। ইহা সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার। এই নাদত্রয়ই অব্যক্ত মহেশ্বর, অব্যক্ত ব্রহ্মা ও অব্যক্ত বিষ্ণু। পরব্রহ্মের মধ্যে ক্রিয়া নাই, কর্তৃত্বও নাই, সূত্ররূপে তখন সৃষ্টিও নাই প্রলয়ও নাই। পরে—

সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীত্তমোক্ষমগোচরম্।

ত্বন্তো জাতং জগৎ সর্বং পরব্রহ্মসিন্ধুক্ষয়া ॥

মহত্ত্বাদিত্বিত্যন্তং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ।

নিমিত্তমাত্রং তদব্রহ্ম সর্বকারণকারণম্ ॥ মহানির্লিপ, তয় উল্লাস।

সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র তুমিই তমোরূপে বিদ্যমান ছিলে, তোমার সেই অব্যক্তরূপ বাক্য ও মনের অগোচর। পরে পরমব্রহ্মের (মূল প্রকৃতির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত তুরীয় ব্রহ্ম) সিন্ধুনা অমুসারে তোমারই রূপভেদ তমোরূপ শক্তি হইতে নিখিল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। মহত্ত্ব অর্থাৎ পঞ্চকৃত মহাত্ম্য পৰ্য্যন্ত সমুদয় জগৎ তোমা হইতেই সৃষ্ট হইতেছে। সকল কারণের কারণ পরব্রহ্ম কেবল নিমিত্তমাত্র। এই মূল প্রকৃতিতে উপহিত তুরীয় ব্রহ্ম অথবা তুরীয় ব্রহ্মের সহিত একীভূত মূল প্রকৃতিই আত্মাকালী নামে অভিহিত।

এইজন্তই দেখা যায় গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণকে (সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপ) পাইবার জন্য ভগবতীকে উপাসনা করিয়াছিলেন। সাধক মাত্রেই ঈশ্বারা ভগবত্পাসক তাঁহাদের সকলকেই এই ভগবতীর আরাধনা করিতে হয়। ইনিই কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে প্রতি জীবের জীবনরূপে বিद्यমান

রহিয়াছেন। যোগীরা যোগাভ্যাস দ্বারা এই মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রস্রারস্থিত পরম শিবের সহিত সংযুক্ত করিয়া সংসারের পরপারে উত্তীর্ণ হন। এই কুণ্ডলিনী দেবীই “কামকলা” তন্ত্রে আপনাকে এই কামকলা রূপে ভাবনা করিবার উপদেশ আছে। তন্ত্রে কামকলার রূপ—উর্দ্ধে একবিন্দু, ঐ বিন্দুর নিম্নে দুই পার্শ্বে দুই বিন্দু :-—একটি উর্দ্ধমুখ ত্রিকোণের মত (Δ), ইহার তিন কোণে তিন বিন্দু, নিম্নে — একটি নাদের চিহ্ন। প্রকৃতির গুণকোভ হইলেই এই বিন্দুত্রয় উদ্ভূত হয়। তন্মধ্যে প্রথম তামসিক বিন্দু এবং তামসিক বিন্দু হইতে রাজসিক বিন্দু ও রাজসিক বিন্দু হইতে সাত্বিক বিন্দুর উৎপত্তি হয়। এই বিন্দুত্রয়ধারিণী নাদই গুণকোভব্রহ্মা সৃষ্টি-উন্মুখী মূল প্রকৃতির প্রথমোচ্ছ্বাস। এই বিন্দুত্রয়ই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের উৎপত্তিস্থান বা এই বিন্দুত্রয়ই ব্রহ্মাবিশ্বশিবাখিকা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবই এই বিন্দুত্রয়ের ব্যক্তভাব।

গুরুপট্ট সাধন দ্বারা ক্রমশঃ দৃষ্টি রাখিতে রাখিতে বিন্দু দর্শন হয়, ক্রমশঃ জিহ্বা, চক্ষু, মন ও প্রাণ স্পন্দনশূন্য হইয়া যায়। তখনই ‘আমাতে প্রাণের অবস্থিতি হয়’। তখন মন আর মন থাকে না তাহাও ব্রহ্মরূপ হইয়া যায়। তাঁহার পক্ষে কোন বস্তুই ব্রহ্ম হইতে তখন পৃথক নহে, কাজে কাজেই তিনি যে কোন বিষয়েরই আশোচনা করুন সকল বিষয়েই তাঁহার ব্রহ্মালোচনা হয়। এইরূপ অবস্থাতেই সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হইতে থাকে। ইহাতেই তাঁহার আনন্দ, ইহাতেই তাঁহার সন্তোষ। পদ্মপত্রের জলের অবস্থিতির ভাষা বিষয় তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। বোণী এইভাবে কৰ্ম্ম করিবার সামর্থ্যলাভ করেন, কৰ্ম্ম তখন তাঁহাকে আর আবদ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্য্যন্ত এ অবস্থা সাধকের আসিতে পারে না। কুলকুণ্ডলিনীই সুষুম্নাহিত প্রাণশক্তি, ইহাকেই ব্রহ্মশক্তি বা প্রকৃতি বলা হয়। ব্রহ্ম প্রকৃতিই হইয়াই সৃষ্টিকার্য্যে রত হন। শরীরের মধ্যে এই শক্তি মূলাধারে সুষুম্নাবাহ্য আছেন। তিনি জাগ্রত হন প্রাণবায়ুর নিরোধ দ্বারা। এই প্রাণবায়ুকে নিরোধ করিবার কৌশলের নামই ক্রিয়া। ক্রিয়া করিতে করিতে শরীরস্থ মেরুদণ্ডের মধ্যে স্থিতি স্বরূপে সেই শক্তিকে বোধ করিতে পারা যায়। এই স্থিতিশক্তি দ্বারা পঞ্চতন্ত্রে প্রবেশ করিবার ক্রমতা হয়। ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই “সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ” বোধের বিষয় হয়। তখন আর আবরণ কিছুই থাকে না, সূত্ররূপে ভিতর বাহিরও থাকে না। অর্থাৎ ভিতর বাহির তখন এক হইয়া যায়। ইহাই “পিণ্ডস্থং পিণ্ড-বজ্জিতং” অবস্থা। সুষুম্নায় প্রাণের স্থিতি হইলেই ক্রিয়ার পর-অবস্থার উদয় হয়, সেই অবস্থায় মূলাধার হইতে ব্রহ্মরক্ত পৰ্য্যন্ত সর্বদা আটকাইয়া থাকার মত বোধ হয়। তখন বাম ও দক্ষিণ শ্রোত মধ্যস্রোতে মিলিত হয়। অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না এই তিন শ্রোত এক শ্রোতে পৰ্য্যবসিত হওয়ায় কুলকুণ্ডলিনীই আত্মাকারাকারিত হইয়া সর্বব্যাপক হইয়া যান। তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই বোধ না থাকায় ‘সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ’ হইয়া যায়। এই অবস্থাই ক্রিয়ার পর-অবস্থা, এ অবস্থা হইতে সাধকেরা যখন অবতরণ করেন তখন সম অধিকার প্রাপ্ত সাধকেরা পরম্পরের নিকট এই অবস্থার কথা আলোচনা করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহাদের চিত্ত সর্বদা আত্মসুখী ও তাঁহাদের প্রাণের টান উর্দ্ধমুখী হইয়া থাকে।

তেষাং সততবুদ্ধানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মানুষ্যশক্তি তে ॥ ১০

তেষামেবানুকম্পার্থনহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১

সে দেশের ভাষা ও ভাব তাঁহারা ই বুঝিতে পারেন এবং সেই ভাবে মত্ত মাতোয়ারা হইয়া তাঁহারা পরমানন্দ লাভ করেন ॥ ৯

অনুব্রত । প্রীতিপূর্বকং (প্রীতিপূর্বক) ভজতাং (ভজনাকারী) সততবুদ্ধানাং (সতত বুদ্ধ) তেষাং (তাহাদিগকে) তং বুদ্ধিযোগং (সেইরূপ বুদ্ধিযোগ) দদামি (দান করিয়া থাকি), যেন (বাহার দ্বারা) তে (তাহারা) মাং (আমাকে) উপশাস্তি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ১০

শ্রীশ্রদ্ধ । এবংভূতানাং চ সমাগজ্ঞানমহং দদামীত্যাহ—তেষামিতি । এবং সতত-বুদ্ধানাং মধ্যাসক্তচিত্তানাং প্রীতিপূর্বকং ভজতাং তেষাং তং বুদ্ধিরূপং যোগসুপারং দদামি । তমিতি কিং ? যেনোপায়েন তে মত্তজ্ঞা মাং প্রাপুৰ্ব্বি ॥ ১০

ব্রহ্মানুবাদ । [এতাদৃশ ব্যক্তিগণকেই আমি সম্যকজ্ঞান প্রদান করি, এতদর্থে বলিতেছেন—] আমাতে আসক্তচিত্ত এবং প্রীতিপূর্বক আমার ভজনাকারী বাহার, তাহাদিগকে আমি বুদ্ধিরূপ উপায় দিই। সেই বুদ্ধি কি ? যে উপায় দ্বারা সেই সকল মত্তজ্ঞগণ আমাকে প্রাপ্ত হয় (তাহাই বুদ্ধিযোগ) ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । এইরূপ সর্বদা বিশেষকণে ও নিঃশেষরূপে আত্মাতে আটকিয়া থাকে যে ইচ্ছারহিত হইয়া যে অবস্থা ক্রিয়ার পর হয়— এইরূপ যে ভজন করে ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নাই জানিয়া তাহাকে আমি সমাধিতে অচল বুদ্ধির যোগ দিই—বাহার দ্বারায় আশ্চর্য্য অমুভব বোধ প্রাপ্তি হয় । —বাহারা এইরূপে সর্বদা ভজন করে তাহারা সর্বদাই মচ্ছিত্ত হয় অর্থাৎ আত্মাতে আটকাইয়া থাকে, ইহাই নিরোধ অবস্থা । এ অবস্থায় আর ইচ্ছা বা সঙ্কল্প কিছুই থাকে না । এ অবস্থা ক্রিয়াভ্যাসের পর অনুভব হয় বলিয়া ইহাকে ক্রিয়ার পর অবস্থা বলে । ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্ত সাধকের একটি নেশার ঘোড়ের মত অবস্থা আসে, তাহাতে বড় আরাম বোধ হয় । মন ছুটিয়া বেড়ায় না, আপনাতে আগনি ভেঁা হইয়া থাকে । এ অবস্থা বাহার প্রাপ্তি হয় তাহার মনে হয়, যে ক্রিয়া দ্বারা এই অবস্থা পাওয়া যায় সেই ক্রিয়ার তুল্য জিনিষ আর জগতে কিছু নাই । ক্রিয়ার প্রতি এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস বাহার হয়, তাহার সমাধিতেও অচলা মতি হয় অর্থাৎ আর কোন বিষয়ে সময় না দিয়া সে কেবল সমাধি সাধনের জন্তই সময় কেপ করে, এবং ইহার ফলে তাহার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অমুভব সব হইতে থাকে ॥ ১০

অনুব্রত । অহম্ (আমি) তেষাম্ (তাহাদিগের প্রতি) অনুকম্পার্থম্ (অনুগ্রহ

বশতঃ) আত্মভাবঃ [সন্] (বুদ্ধিবৃত্তিতে আত্মসত্তার প্রকাশপূর্বক) ভাস্বতা (দীপ্তিময়) জ্ঞানদীপেন (তত্ত্বজ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা) অজ্ঞানজং তমঃ (অজ্ঞানজনিত অন্ধকার বা তমো-জ্ঞকে) নাশয়ামি (নষ্ট করিয়া থাকি) ॥ ১১

শ্রীশ্রদ্ধ । বুদ্ধিযোগং দত্তা চ তত্ত্বানুভবপর্য্যন্তং তন্ম আপাত্ত অবিচ্ছাদিত সংসারং নাশয়া-মীত্যাহ—তেষামিতি । তেষামনুকম্পার্থ—অনুগ্রহার্থমেব অজ্ঞানাজ্ঞাতং তমঃ সংসারাত্মং নাশয়ামি । কুত্র স্থিতঃ সন্, কেন বা সাধনেন তমো নাশয়সি ? ইত্যত আহ—আত্মভাবস্থো বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ সন্, ভাস্বতা বিস্কুরতা জ্ঞানলক্ষণেন দীপেন নাশয়ামি ॥ ১১

ব্রহ্মানুবাদ । [আমি বুদ্ধিযোগ প্রধান করিয়াও বুদ্ধির দ্বারা তাহা অমুভব হওয়া পর্য্যন্ত সেই বুদ্ধিবৃত্তিতে স্থিত হইয়া তাহার অবিচ্ছাদিত সংসার নাশ করি, এতদর্থে বলিতেছেন—] তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইবার জন্তই তাহাদের অজ্ঞানজাত সংসারাত্মা তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার আমি নাশ করিয়া দিই । যদি বল তুমি কোথায় থাকিয়া এ কি সাধনের দ্বারা বা তাহাদের অজ্ঞান নাশ করিয়া থাক ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন— তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে আমি অবস্থিত হইয়া বিস্কুরিত জ্ঞানদীপ দ্বারা তাহাদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার নাশ করিয়া দিই । [জ্ঞানদীপেন বিবেকপ্রত্যয়রূপেণ ভক্তিপ্রসাদস্নেহাভিযুক্তেন মদ্যভাবনাভিনিবেশবাতেরিতেন ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসংস্কারবৎপ্রজ্ঞাবর্তিনা বিরক্তাস্তঃকরণধারেন বিষয়ব্যাবৃত্তচিত্তরোগদেবাকলুণিতনিবাতাপবারকসেন নিত্যপ্রবৃত্তৈকাগ্রাধ্যানচিন্তিতসমাগ্ধর্শন-ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন ইত্যর্থঃ—অস্তঃকরণশয়স্থিত হইয়া মিথ্যাজ্ঞান রূপ তমঃ বিনষ্ট করিয়া থাকি—কিসের দ্বারা নষ্ট করি ? জ্ঞানদীপের দ্বারা । সেই জ্ঞানদীপ কিরূপ ? ভক্তিজ্ঞানিত চিন্তের প্রসাদরূপ তৈলের দ্বারা সেই বিবেকবোধরূপ জ্ঞানদীপ অতিবিস্কৃ-ঈষর ভাবনাভিনিবেশরূপ বায়ু দ্বারা প্রথমে প্রজ্বলিত, ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধন সংস্কার সহ মিলিত প্রজ্জ্বাই সেই দীপের বত্তি, বিরক্ত অস্তঃকরণই সেই দীপের আধার, রাগ ও ঘেঘের উদয়ে যাহা কলুষিত হয় না, সেই বিষয়চিন্তাবিহীন চিন্তরূপ যে আবৃত গৃহ, তাহাতেই সেই দীপ নিরুপ্প ভাবে জ্বলিতে থাকে । সর্বদা বিজ্ঞমান যে একাগ্রতা ও ধ্যান এবং তজ্জনিত সম্যক্ দর্শনরূপ প্রভা দ্বারা সেই জ্ঞানদীপ সর্বদা উদ্ভাসিত, এইরূপ দীপ্তিময় জ্ঞানদীপের দ্বারা তাহাদের অজ্ঞানজনিত মোহান্ধকারকে আমি নষ্ট করিয়া থাকি—শব্দর ভাবের অনুবাদ] ॥ ১১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । সেই সকল ব্যক্তিকেই ব্রহ্মোক্তে থাকিতে থাকিতে—ব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতে করিতে পরাবুদ্ধির আশ্চর্য্য অমুভবরূপ সব বোধ কবে—তদ্ব্যতীত অস্ত্র ভাবাপন্ন হইয়া না জানা স্বরূপ অন্ধকারকে নাশ করে—আত্মাতে ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থাকিয়া—সূক্ষ্মশরীরে—থাকিয়া দীপবৎ প্রকাশ জ্ঞানের দ্বারায় ।—ক্রিয়ার পর অবস্থায় ব্রহ্মের অনুসন্ধান হয়, সেখানে আশ্চর্য্য অমুভব সমস্ত হইতে থাকে । সে এক আজব দেশ, যেখানে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি নাই অথচ স্বপ্রকাশ !! ক্রিয়াভ্যাসের দ্বারা কুটস্থের মধ্যে নক্ষত্ররূপ গুহাতে বাহার বা ন তাঁহারা সেখানে অকাশ সৃষ্টি দেবতার ঠাকুর ধ্বনিতে গান করিতেছেন অমুভব করেন । বাহার ক্রিয়া করেন তাঁহারা

অৰ্জুন উবাচ ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।

পুরুষঃ শাস্ত্বতঃ দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্ ॥ ১২

এই আনন্দময় স্থানে গমন করেন । তৎপরে সৰ্ব্বজ্ঞ সৰ্ব্বব্যাপক আত্মায় নম্য হয় । ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থা যখন হয়, ঐ অবস্থাই যে সৰ্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের অবস্থা তাহা অসূচ্য হয় । “মুণাধায় হইতে কূটস্থ পর্যন্ত হৃদয়স্থ সদা টান থাকে । এই অবস্থায় যিনি সৰ্ব্বদা থাকেন তিনিও শিব হইয়া যান । কূটস্থের গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেই শোকরহিত অবস্থা লাভ হয়, সপ্ত ধাতুর সোমাতা জন্মে । এই ঔকাররূপ শরীরে ভ্রম মধ্যে বাসরহিত দীপ শিখার স্তায় প্রকাশ দেখা যায়, সেইস্থানে মুণালতঙ্কর স্তায় আভা এই চক্রে দেখা যায় । তিনিই শক্তিরূপ শিবা, তিনিই স্বরূপরূপ কূটস্থের রূপ । এই শরীরে ২২০০০ নাড়ী আছে, তাহা ক্রিয়া দ্বারা ভেদ করিলে উপরোক্ত মত সমুদয় দেখা যায়, পরে ষট্টানাদ শোনা যায় । পরে ক্রিয়ার পর অবস্থার উদয় হইলে তখন আর দেখা ওনার কিছু থাকে না—উহাই ব্রহ্মপদ বা অমৃতপদ” । যাহারা মন দিয়া শ্রদ্ধাপূৰ্ব্বক ক্রিয়া করেন ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্তি হইলে তাঁহাদের দেহবোধ থাকে না । দেহবোধই ঘোর অজ্ঞান ভ্রমঃ । যাহারা ক্রিয়াভ্যাসে রত তাহাদের বুদ্ধির মলিনতা থাকে না, বুদ্ধি একাগ্র হইয়া ধ্যান-নিশ্চল অবস্থা লাভ করে । ঐ নিশ্চল অবস্থা দ্বারা ই সমাক্ষ জ্ঞান প্রদীপ্ত হইয়া উঠে । তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি তখন বিষয় গ্রহণে অপ্রবৃত্ত থাকায়, আত্মসাক্ষ্যকাররূপ পরজ্ঞান প্রকাশ হয়, তখন আর তাহার বুদ্ধিতে সংসার-মল আসিয়া জমিতে পারে না ॥ ১১

অনুব্রত । অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন বলিলেন) । ভবান্ (আপনি) পরং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) পরং ধাম (পরমধাম বা আশ্রয়, কিম্বা প্রকাশস্বরূপ) পরমং পবিত্রম্ (পরম পবিত্র), শাস্ত্বতঃ পুরুষঃ (সনাতন পুরুষ), দিব্যঃ (স্বপ্রকাশ) আদিদেব (আদিদেব), অজম্ (জন্ম-রহিত), বিভূম্ (সৰ্ব্বব্যাপী) [আহঃ—বলিয়া থাকে] ॥ ১২

শ্রীশ্রবণ । সংক্ষেপেগোষ্ঠাং বিভূতিং বিস্তরেণ দ্বিজাঃ ভগবন্তঃ স্তবন অৰ্জুন উবাচ—পরং ব্রহ্মেতি সপ্ততিঃ । পরং ব্রহ্মঃ পরং ধাম চাশ্রয়ঃ । পরমং চ পবিত্রং ভগবানেব । কৃত ইতি ? অত আহ—ব্রতঃ শাস্ত্বতঃ পুরুষঃ । তথা দিব্যঃ স্তোতনামকঃ স্বয়ং প্রকাশম্ চ । আদিদেবো দেবচেতি তং । দেবানামাদিত্বত্বমিত্যর্থঃ ! তথা অজম্ অজন্মানং বিভূঃ ব্যাপকম্ স্বামেবাছঃ ॥ ১২

ব্রহ্মানুব্রত । [সংক্ষেপে কথিত বিভূতি, বিস্তৃতভাবে জানিবার জন্য দ্বিজাঃ হইয়া ৭টি শ্লোকে ভগবানকে স্তব করিতে করিতে] অৰ্জুন বলিতেছেন—আপনি পরব্রহ্ম ও পরমাশ্রয় আপনি পরম পবিত্র তাহারা বলিয়া থাকেন । কেন তাহারা বলেন ? তাহাই বলিতেছেন—যেহেতু আপনি নিত্য পুরুষ এবং স্তোতনামক স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ । আপনি দেবতাদের আদি, জন্মরহিত এবং ব্যাপক ॥ ১২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । শরীরের ভেতরের দ্বারায় বোধ হইতেছে—ক্রিয়ার

আহুত্বানুযয়ঃ সর্বে দেবর্ষিনাং রদন্তথা ।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩

সর্বমেতদ্বৃতং মন্ত্রে যন্মাং বদসি কেশব ।

ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানাবাঃ ॥ ১৪

পর যে অবস্থা সেই পরব্রহ্ম ও পরমধাম অর্থাৎ নিশ্চিত তাহার পর আর স্থান নাই—মন সেইখানেই নির্মল হয়—আপনিই সকলের পর হইতেছেন আপনিই উত্তম পুরুষ নিত্য আকাশবৎ সকল আকাশের আকাশ অর্থাৎ মহাকাশ আপনার জন্ম নাই—আপনি প্রকৃষ্টরূপ হন ।—ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় আত্মা পরমাশ্রিতে লীন হইয়া যায় । ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুতে মন না থাকায় সমস্তই তখন ব্রহ্মময় । যখন সমস্ত এক হইয়া যায়, তখন সাধক নিজেও ব্রহ্ম হইয়া যান । সূতরাং সে অবস্থার আর বে কিছু থাকে, সে কথা কেহ বলিতে পারে না । এইজন্য উহাকে অব্যক্তপদ ও পরমধাম বলে । অব্যক্তপদের পর এক পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়, বিভূ অর্থাৎ সৰ্ব্বব্যাপী, তিনি অত্যন্ত হৃদয়, অণুর অণুরূপে সৰ্ব্বব্যাপক—সেই ব্রহ্মাণুর মধ্যে জিলোক বর্তমান । ইহার পর আর কিছু নাই, এইজন্য ইহাকে পরা গতি বলে । মন সেইখানে নির্মল হয়, অর্থাৎ মন আর সঙ্কল্প বিকলস্বাক্য ভাবযুক্ত মন থাকে না, সেইজন্য এই প্রপঞ্চাতীত অবস্থা পরম পবিত্র । যদিও আত্মা জন্মরহিত এবং আকাশবৎ নিঃসঙ্গ তথাপি ভগৎপ্রপঞ্চ সমস্তই ইহা হইতে প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হয়, এইজন্য ইহাকে আদিদেব বলা হয় । উহা প্রকাশস্বরূপ, কখনও উৎপন্ন হয় না, সর্বদাই তাহা রহিয়াছে । মন চকল বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না, সাধন দ্বারা মন নিশ্চল হইলে উহা নিজ বোধরূপ হয় ॥ ১২

অনুব্রত ! সর্বে ঋষয়ঃ (সকল ঋষিরা) দেবর্ষি নারদঃ (দেবর্ষি নারদ) তথা (এবং) অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ (অসিত, দেবল ও ব্যাস) যাং (তোমাকে) [উক্ত প্রকার] আহঃ (বলিয়া থাকেন) স্বয়ং চ এব (এবং তুমি নিজেও এইরূপ) মে (আমাকে) ব্রবীষি (বলিতেছ) ॥ ১৩

শ্রীশ্রবণ । কে ত ইতি ? অত আহ—আহুতি । ঋষয়ো ভূতানয়ঃ সর্বে । দেবর্ষি নারদঃ, অসিতঃ, দেবলঃ ব্যাসঃ । স্বয়ং স্বমেব চ সাক্ষাৎ মন্তঃ ব্রবীষি ॥ ১৩

ব্রহ্মানুব্রত । [কাহারো তোমাকে এরূপ বলেন ?—] ভূত প্রভৃতি সমস্ত ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাস তোমাকে এরূপ বলিয়া থাকেন, স্বয়ং তুমিও আমার সাক্ষাতে এই কথাই বলিতেছ ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । সকল ঋষিরা আপনাকেই বলেন আকাশ স্বরূপ, নারদ তিনিও বলেন, অসিত, দেবল, ব্যাস এবং আপনিও বলিয়াছেন ।—ঋষি ও শাস্ত্র বাক্যে আমরা শুনিয়া থাকি, ব্রহ্ম নির্মল মহাকাশ স্বরূপ, ভগবদ্রূপেই সাধক তাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেন । নিজ অমুভূত বিষয় শাস্ত্র দ্বারা সমর্থিত হইলে সাধকের সাধনা বিষয়ে বুদ্ধি আরও দৃঢ়ীভূত হয় এবং আনন্দ হয় ॥ ১৩

অনুব্রত । কেশব ! (হে কেশব) যাং (আমাকে) বদ্ বদসি (যাহা তুমি বলিতেছ)

স্বয়মেবাশ্রনাত্মানং বেথং পুরুষোত্তম ।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫

এতৎ সৰ্বং (তাহা সবই) ঋতং মন্ত্ৰে (সত্য বলিয়া মনে করিতেছি), হি (যেহেতু) ভগবন্ (হে ভগবন্) তে (তোমার) ব্যক্তি (প্রভাব বা আবির্ভাব) ন দেবাঃ দানবাঃ চ (না দেবগণ, না দানবগণ) বিহঃ (জানেন) ॥ ১৪

শ্রীশঙ্কর । অতো মমেদানীং বদীশৈবো অসম্ভাবনা নিবৃত্তেত্যাহ—সৰ্বমেতদিতি । এতদ্ভাবনে পরং ব্রহ্মেত্যাদি সৰ্বমপি ঋতং সত্যং মন্ত্ৰে । বদ্যং প্রতি ভং কথয়সি—ন মে বিহঃ জ্বরগণাঃ ইত্যাদি । তদপি সত্যমেব মন্ত্ৰে ইত্যাহ—ন হীহি । হে ভগবন্ তব ব্যক্তিং দেবা ন বিহঃ । অশ্বদহুগ্রহাৰ্থমিয়মভিব্যক্তিরিতি ন জানন্তি । দানবাশ্চ অশ্রাণি গ্রহাৰ্থমিতি ন বিহঃ রেবেতি ॥ ১৪

ব্রহ্মানুবাদ । [এইজন্য তোমার ঐশ্বর্য্য সহজে এখন আর আমার অসম্ভাবনা বুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়াছে, এতদর্থে বলিতেছেন—] ঋবিগণ যে তোমাকে পরব্রহ্ম বলেন সে সমস্তই সত্য মনে করি । আর আমাকে তুমি যে বলিতেছ—[দেবগণ ও ঋবিগণ তোমার আবির্ভাব জানিতে পারেন না]—তাহাও সত্য বলিয়াই মনে করি—হে ভগবন্, দেবতারাও তোমার প্রভাব জানেন না । অর্থাৎ “আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ এই যে তোমার অভিব্যক্তি” ইহা তাঁহারা জানেন না । আর দানবেরাও জানে না যে তাহাদের নিগ্রহার্থই তোমার আবির্ভাব [প্রভাবো নাম প্রভাবো নিরুপাধিক স্বভাবঃ—আমার প্রভাব অর্থাৎ নিরুপাধিক স্বভাব—আনন্দগিরি] ॥ ১৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । সবই সত্য মানি যাহা আপনি বলেন, দেব দানব ইহারা কেহই আপনাকে বলিতে পারেন না ও বিশেষরূপে জানিতে পারেন না ।—আত্মাকে আত্মাই জানেন, আর কাহারও তো তাঁহাকে জানিবার সাধ্য নাই । যে তাঁহাকে জানে সে তখন আত্মাই হইয়া যায় । দেবতা তাঁহারাষ্ট ইহারা কুটম্ব দর্শন করেন ও তাহাতে কিছু কিছু স্থিতিলাভ করিয়াছেন । তাঁহারাও তাঁহার নিরুপাধিক আত্মাকারভাব ধারণা করিতে পারেন না । কারণ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় “আমি” বা “আমার” বোধই থাকে না । আর যাহারা দানব তাহারা তপস্বী হইলেও কল ও ঐশ্বর্য্য কামনার সদা বিমুচ্যচিত্ত, তাহারা সে সমাধিলব্ধ অবস্থার কথা আর কি বুঝিবে ? ১৪

অনুব্রত । পুরুষোত্তম ! (হে পুরুষোত্তম) ভূতভাবন । (হে ভূতভাবন) ভূতেশ ! দেবদেব ! জগৎপতে ! (হে ভূতেশ, হে দেবদেব, হে জগৎপতে) ঋং (তুমি) স্বয়ং এব (নিজেই) আশ্রনা (নিজের দ্বারা বা আপনার প্রভাবে) আশ্রানং (আপনাকে) বেথং (জান) ॥ ১৫

শ্রীশঙ্কর । কিং তহি—স্বয়মিতি । স্বয়মেব ত্বমাশ্রানং বেথং জানাসি । নাত্তঃ । তদপ্যাশ্রনা স্বেনৈব বেথং, ন সাধনাস্তরেণ । অভ্যাদয়েণ বহুধা সোধ্যয়তি—হে পুরুষোত্তম । পুরুষোত্তমস্বয়ং হেতুর্গতানি সোধোনানি । হে ভূতভাবন ভূতোপাদক ! ভূতানাম্ ইদম নিয়ন্তঃ । দেবানামাসিত্যাদীনং দেব প্রকাশক । জগৎপতে বিশ্বপালক ॥ ১৫

ব্রহ্মানুবাদ । [তোমাকে দেবভাগ্য বা দানবেরাও জানে না, তবে কে তোমাকে জানে ?—] স্বয়ং তুমিই তোমাকে জান, অস্ত কেহ নহে । তাহাও আপনার দ্বারাই আপনাকে জান, এইজন্য সাধনাস্তরের আবশ্যক হয় না [ভগবান ব্যতীত এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ স্বাহুত্বটি অস্ত কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে] । অতিশয় সমাদর হেতু এই শ্লোকে বহুরূপে ভগবানকে সোধোন করা হইল । পুরুষোত্তম সোধোন হেতুগর্ভ সোধোন । ভূতভাবন অর্থাৎ ভূতোপাদক । ভূতেশ অর্থাৎ ভূত সমূহের নিয়ন্তা । দেবদেব অর্থাৎ আদিত্যাদি দেবগণেরও প্রকাশক । জগৎপতে অর্থাৎ বিশ্বপালক ।

[ঋং নিরতিশয়জ্ঞানৈশ্বর্য্যবলাদিশক্তিমন্তমীশ্বরং পুরুষোত্তম—তুমি জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বল প্রভৃতি শক্তিতে নিরতিশয়, তুমি ঈশ্বর পুরুষোত্তম—শব্দ । পুরুষোত্তম—পুরুষগণাবৃত্তম—চেতি স্রাক্ষরাভীতপূর্ণচৈতন্যরূপং বোধাতে—কর ও অকরে অভীত পূর্ণ চৈতন্যরূপ—পুরুষোত্তম শব্দ দ্বারা বুঝাইতেছে—আনন্দ গিরি] ॥ ১৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । স্বয়ং ক্রিয়া করিলে উত্তম পুরুষ আপনাতে প্রকৃষ্টরূপে জানা যায়—তুমিই সকল ভূতের ভাব অর্থাৎ ক্রিয়ার পর যে অবস্থা, সকল ভূতের কর্তা অর্থাৎ সকল ভূত ব্রহ্ম হইতে নির্গত হইয়াছে ; সকল রকমের আকাশ অর্থাৎ শূন্য ভাবিত ভাবাত্মাদের পরব্যোম স্বরূপ তুমি হইতেছ—যত চলায়মান বস্তু তাহাতেও তুমি আছ কর্তা স্বরূপে ।—“আমি” যে কি তাহা দেহাত্মবোধ-বৃত্ত চঞ্চলস্বভাব জীবের বোধগম্য হইবার নহে । এই আত্মাই যে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান তাহা এই অম্লজ জীবের মনে হওয়াও হুসাধ্য । কিন্তু আপাততঃ মনে করা যাক যেন জীবাশ্মা ও পরমাশ্মা দুইটি বস্তুই বিজ্ঞমান রহিয়াছে । এখন বিচার করিতে হইবে—এই জীবরূপ ঘটাকাশের সহিত পরমাশ্মারূপ মহাকাশের সম্বন্ধ কি ? শুধু ঘট এই উপাধি মাত্র দ্বারা বাহা কিছু পার্থক্য প্রভীত হইতেছে, নচেৎ আকাশের মধ্যে আবার পৃথক কি ? এক মহাকাশই অথওভাবে চুরাচর জগতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে । ঘট তাহার সাময়িক উপাধি মাত্র । সে উপাধি গ্রহণের হেতুও অজ্ঞানসম্বৃত্ত কল্পনা । আকাশকে আবার লিপ্ত করিবে কিসে ? তাহাকে ধরিয়া রাখিবার কোন আধারও থাকিতে পারে না । হুতরাং আকাশের ঘট উপাধিই নিষ্ফল । আকাশকে ঘটস্থ বলিয়াও যখন মনে হয়, তখনও ঘটাকাশ ঘটের সহিত সংযুক্ত নহে, ঘট তখনও তাহাকে মহাকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় নাই । সেইরূপ দেহস্থ আত্মা বা দেহাতীত আত্মার মধ্যে কোন বিশেষ ব্যবধান নাই । কারণ আত্মা যিনি কেবল অখণ্ডবোধ স্বরূপ, তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বা সসীম বা অসীম নাই । আত্মা সর্বদা বিকারশূন্য, একরূপ, হুতরাং তাহার দ্বিতীয় বা তাহার মত অস্ত কিছু থাকি সম্ভব নহে । তাই ঘটাকাশ, ঘটাকাশ বা মহাকাশ কেবল কল্পিত উপাধি মাত্র, বাস্তবিক আকাশের কোন উপাধি থাকিতে পারে না । অন্তরে বাহিরে এক চিদাকাশই বর্তমান আছে । এই জ্ঞানার নামই জ্ঞান । তুমি, আমি, তিনি ইত্যাদি শতভেদ থাকিতে আত্মাকে জানা যায় না । এক আত্মাক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হইলে আপনাকে আপনি তখন জানা যায় । ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে সেই আত্মস্বরূপের জ্ঞানজানিও কিছু থাকে না । আত্মা কেবল বোধস্বরূপ । সর্ব বস্তুই যে

বক্তৃমহন্তশেষেণ দিব্য আশ্চর্যবিভূতয়ঃ।

যাতির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্তং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬

বোধ হয় তাহাও আশ্চর্য প্রকাশ মাত্র। সেই বোধমাত্র বস্তুটির কোন নির্দেশকও নাই, কারণ সে অবস্থায় তুমি আমি কিছুই থাকে না। ইহাই প্রকৃত পুরুষোত্তম অবস্থা। উহা যদিও নিশিগ্ধ ও নিরঞ্জন, তথাপি উহা সর্বের মূল কারণ ও ব্রহ্ম। আশ্চর্য পুরুষেরা জিয়ার পরাবস্থার পরাবস্থার উহা অবগত হন। ঐ পুরুষোত্তম না থাকিলে অস্ত্র কিছুই প্রকাশ থাকা সম্ভব হইত না। সুতরাং প্রকাশিত বস্তুমাত্রের স্বরূপও তিনি এবং তাহার অতীত অবস্থাতেও তিনি বর্তমান। তাই তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলা হইয়া থাকে। তিনি না থাকিলে কিছু থাকে না এইকল্প আবার তাঁহাকে ভূতভাবনও বলা যায়। যাহারা ধ্যানপরায়ণ তাঁহাদের স্ব স্ব চিত্ত চিন্তাশূন্য হইয়া ব্যোমরূপ হইলে, সেই ব্যোমময় চিত্তগুলি পরব্যোমে এক হইয়া মিলিয়া যায়—এইকল্প তিনিই ‘দেবদেব’। আর চলায়মান বস্তু সকল যাহা ইন্দ্রিয়গোচর হয় তাহা অসত্য ও অনিত্য, তথাপি তাহাদের যে সামগ্রিক প্রকাশ তাহাও তোমার সন্তোকে অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে তাই তুমি জগতেরও পতি হইতেছ ॥ ১৫

অনুব্র। ঋং (তুমি) যাতিঃ (যে সকল) বিভূতিভিঃ (বিভূতি দ্বারা) ইমান্ লোকান্ (এই লোকসমূহকে) ব্যাপ্য (ব্যাপিয়া) তিষ্ঠসি (রহিয়াছে) [তাঃ—সেই] দিব্যঃ (দিব্য) আশ্চর্যবিভূতয়ঃ (আশ্চর্যবিভূতিসমূহ) হি অশেষেণ (বিস্তৃতরূপে বা সম্পূর্ণরূপে) বক্তৃম্ অর্হসি (বলিতে যোগ্য হও বা আমাকে বল) ॥ ১৬

শ্রীশঙ্কর। হস্তাং তব অভিব্যক্তিঃ হ্রমেব বেৎসি। ন দেবাদয়ঃ। তস্মাৎ—বক্তৃমিতি। যা আশ্চর্যস্তব দিব্য অত্যন্ততা বিভূতয়ঃ তাঃ সর্বাঃ বক্তৃঃ স্বমেবাহসি যোগ্যো ভবসি। যাতিরিতি বিভূতীনাং বিশেষণম্ স্পষ্টার্থম্ ॥ ১৬

বক্তৃম্ অনুবাদ। [যেহেতু তোমার অভিব্যক্তি তুমিই জ্ঞান, দেবতারাও জানেন না, অতএব বলিতেছেন—] তোমার যে সকল অত্যন্তত বিভূতি দ্বারা তুমি এই সমস্ত লোক ব্যাপিয়া আছ, সেই দিব্য বিভূতি সকল বলিতে তুমিই সমর্থ। অর্থাৎ সেই সকল বিভূতি তুমি যেসকল বলিতে পারিবে অস্ত্র কেহ সেসকল বলিতে সমর্থ হইবে না। “যাতিঃ” বিভূতিদিগের বিশেষণ। ইহার অর্থ স্পষ্ট ॥ ১৬

আশ্চর্য্যাজ্জিক ব্যাখ্যা। সমুদয় বলিবার যোগ্য আপনি হইতেছেন আশ্চর্য দ্বারায় যে সকল আকাশ স্বরূপ মূর্ত্তি যাহা বিশেষরূপে তোমাতে আছেন—যে সকল বিভূতিতে লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া স্থির রূপে আছেন।—জগতের যত কিছু বস্তু তাহা সমস্তই ভগবদ্ বিভূতি। সে বিভূতির সংখ্যা করা যায় না, তাহার নিজের বিভূতির কথা তিনি নিজেই বলিতে পারেন, আর কাহারও বলিবার সামর্থ্য নাই। তবু পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাহা কিছু অনুভব করি তাহা কত কটাই বা, এবং যাহাও অনুভব করি, তাহা ভগবানের কতকগুলি স্থূল স্থূল বিভূতি মাত্র। হস্ত বিভূতি যে কত আছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই, যোগীরা কিছু কিছু তাহা জানেন। যোগীদের

সাধন পথের মাঝখানে কখনও কখনও যোগৈশ্বর্য্যের বিকাশ হয়। সেগুলিকে অনেক সময় যোগ-বিদ্য বলিয়া মনে করা হয়, কারণ প্রকৃত সিদ্ধি বা ইচ্ছারহিত অবস্থা না আসিতে আসিতেই মনের নিরুদ্ধ শক্তির প্রভাবে যে যোগৈশ্বর্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা অনেক সময় অবৈরাগ্যাবান যোগীর যোগবিদ্য উৎপন্ন করে। উহা বেশীদিন থাকেও না, অথচ উহাতেই অপেক্ষা যোগীর চিত্ত অতিমানে পূর্ণ হয়। বৃদ্ধিতে পারে না যে ইহাও মহামায়ার এক খেলা। দেহকে ভুলিতে পারাই সাধনার উদ্দেশ্য, যদি সাধনার কলে দেহাভিমান বাড়িয়া যায়, তবে তো মায়ারই জয় জয়কার হইয়া গেল। জীবের দেহাভিমান বতর্কণ থাকে ততর্কণই বাহু বস্তুর প্রতি আসক্তি ও বিরক্তি জন্মিতে পারে। কারণ যে সকল দ্রব্য ভোগ্যরূপে আমরা গ্রহণ করি, তাহা কখনও বা দেহ মনের অল্পকূল কখনও বা তাহার প্রতিকূল হইয়া থাকে। সুতরাং অল্পকূল দ্রব্যাদির প্রতি মনের স্বাভাবিক আকর্ষণ হয় এবং প্রতিকূল বিষয়ে ঘৃণা ভাব আসে। মনের আসক্তি ও বিরক্তি ততদিন বাইবার নহে। কিন্তু যিনি সাধনা দ্বারা বতর্কণ বৈশী আশ্চর্য্য আমিত্ব দেহ হইতে সরাইবার চেষ্টা করেন, তাহার নিকট তত বৈশী বস্তু হইতে আশ্চর্য্য স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। তখন দেহের ভাল মন্দ বা বস্তুর ভাল মন্দার প্রতি যোগীর কোন আসক্তি বা বিরক্তি জন্মে না। যোগীর এই আশ্চর্য্যভাষা ভাবকেই শাস্ত্রীরা মুদ্রা বলে। তখন তাহার দৃষ্টি বহির্দিকে থাকিলেও সর্বদা লক্ষ্য অন্তর্মুখী হয়। ইহাই যোগনিষ্কেষ বা হিতবীর লক্ষণ। তখন যোগীর কত ঐশ্বর্য্যই হয়, সেগুলিকে লইয়া তিনি পুতুল খেলার মত খেলা করেন। তিনি নিজেই জানেন না এ সব সিদ্ধি তাহার আছে কিনা? বালকের মত পূর্ক্যাপর ভাবনা বা চিন্তা না করিয়াও যাহা বলিয়া ফেলেন, তাহা সমস্তই সত্য হয়। কারণ তিনি তখন আত্মা বা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। লোকে তাহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া অবাক হইয়া যায়, কিন্তু নিজে বৃদ্ধিতে পারেন না উহা কিরূপে সম্ভব হইয়া থাকে। জগতে বত কিছু বস্তু বা প্রাণী (দেব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য প্রভৃতি) আমরা দেখিতে পাই, তাহাদের সকলেরই একটা হস্তরূপ আছে। এই বাহু প্রকাশটা সেই হস্তেরই অভিব্যক্তি। সেই হস্ত প্রকাশ অপেক্ষাও হস্ততর প্রকাশ আছে, যাহা আকাশের মতই। আকাশকে অবলম্বন করিয়াই সব মূর্ত্তি অথচ আকাশ স্থির; তাহার মধ্যে চাঞ্চল্য তাই। আত্মা স্থির আকাশবৎ সর্ব প্রাণীতেই অধিষ্ঠিত, তাহারই কলে জীবের অনন্ত ভাব ও অনন্ত রূপ দৃষ্টিয়া উঠিতেছে। তাহা হইলে এই আনন্দ ভাব বা অনন্ত রূপ আত্মাকাশেই স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ চিদাকাশকে বৃদ্ধিতে পারিলেই আর কাহারও দেহাভিমান আসে না, এবং আপনাকে কর্তা বলিয়া মনে হয় না। তখন যোগী বলেন “প্রভু, বা কিছু সব তোমারই ইচ্ছা, আমিও কিছু নই, আমারও কিছু নয়, তুমিই সব তোমারই সব”। সবই তুমি হইলে আর “সব” কোথায় থাকিল? তখন “সব” ধসিয়া পড়িল, এক অথও অধিতীয় আত্মাই রহিলেন। মেঘগুলি একত্রিত হইয়া আকাশের মধ্যে কত ভিন্ন ভিন্ন রূপই প্রকাশিত করে, আমাদের মন কল্পনার দ্বারা আকাশের গায়ে তাহা দেখিতে পায়। মনের কল্পনা মিটিলেই এক অনন্ত আকাশই বর্তমান থাকে, আর তাহার মধ্যে কোন বিভিন্ন চিত্র পরিলক্ষিত হয় না। আকাশে বেক্রপ

কথং বিজ্ঞানং যোগিস্তাং সদা পরিচিস্তয়ন্।

কেমু কেমু চ ভাবেমু চিস্ত্যোহসি ভগবদ্ব্যয়া ॥ ১৭

অসংখ্য প্রতিমূর্তি মনের দ্বারা অহুত হয়, তেমনি সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের মধ্যে অনন্ত বিশ্ব-বিস্তৃতি প্রকাশ পায়। কিন্তু স্থির হইয়া দেখিলে আর কোন মূর্তি থাকে না, সব মূর্তি ভাঙ্গিয়া এক ও আকাশের প্রকাশ হয় ॥ ১৬

অন্বয়ঃ যোগিন্ (হে যোগিন্) সদা (সর্বদা) কথং (কি প্রকারে) পরিচিস্তয়ন্ (চিন্তা করিলে) অং (আমি) হ্যং (তোমাকে) বিজ্ঞাম্ (জানিতে পারিব)? ভগবন্ (হে ভগবন্) কেমু কেমু ভাবেমু চ (এবং কোন্ কোন্ বস্তুতে) [হং] ময়া (মং কর্তৃক) চিস্ত্যঃ অসি (চিস্তনীয় হইবে) অর্থাৎ কোন্ কোন্ বস্তুতে আমি তোমার ধ্যান করিতে পারিব? ১৭

শ্রীভগবান্। কখনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্ প্রার্থয়তে—কথমিতি বাস্তবাম্। হে যোগিন্ কথং কৈঃ বিভূতিভেদৈঃ সদা পরিচিস্তয়ন্ অং হ্যং বিজ্ঞাম্ জানীয়াম্? বিভূতিভেদেন চিস্ত্যোহসি হং কেমু কেমু পদার্থেবু ময়া চিস্তনীয়োহসি? ॥ ১৭

ব্রহ্মস্বরূপান্। [বিভূতি কথনের প্রয়োজন দেখাইয়া ছুইটি পক্ষকে অর্জুন প্রার্থনা করিতেছেন—] হে যোগিন্, কোন্ কোন্ বিভূতি ভেদে কিরূপে সদা চিন্তা করিলে আমি তোমাকে জানিতে পারিব? হে ভগবন্, বিভূতি ভেদে চিস্তনীয় যে তুমি কোন্ কোন্ পদার্থে সংকল্প? তুমি চিস্তনীয় হইবে? ১৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। কিরূপে যোগীরা তোমাকে জানে ও সদা চিন্তা করে আর কিই ভাবে আমি চিন্তা করিব।—যোগমার্গে সাধক যেমন অগ্রসর হইতে থাকেন তাঁহার কর্ম ও প্রারদ্ধাহুসারে অস্বাভাবিক বিভূতি তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইতে পারে। ইহাকে যোগমার্গে উন্নতির সূচনাও বলা যাইতে পারে। এই অধ্যায়ে ভগবান যে সকল বিভূতির কথা উল্লেখ করিবেন তাহা পতঞ্জলিপ্রাপ্ত বিভূতি ব্যাখ্যায়ই রূপান্তর মাত্র। বিভূতিযোগের সমস্তই যোগীর প্রত্যক্ষ অমুভব হইয়া থাকে। বিভূতি অমুভব করিলেও তাহাতে সাধকের অহংকার করিবার কিছু নাই, কারণ বিভূতি সমস্তই আত্মার বা ভগবানের, ইহাতে জীবের অহংকার করিবার কি আছে? যাহারা কোনরূপ বিভূতি লাভ করিয়া অহঙ্কৃত হন তাঁহাদিগকে ভাগ্যহীনই মনে করিতে হইবে। সাধক যখন অন্তর্মুখ হন, সাধনার ভিতর দিকে কিছু প্রবেশ করেন, তখনও আত্মদর্শন হয় না, কিন্তু কিছু কিছু যোগৈশ্বর্য বা বিভূতি সাধকের নিকট আসিয়া পড়ে। তখনও দৈন্ত্যভাব মিটে না, মন প্রশান্ত হইয়া লক্ষ্যের মধ্যে আত্মহারা হইয়া পড়ে না, এই অবস্থায় সমস্ত বিষয়ের কার্য কারণ সযত্ন অবগত হইবার ক্ষমতা যোগীর মনে ইচ্ছা জাগ্রত হয়। সেই ইচ্ছার ফলে বিশেষ বিশেষ আধ্যাত্মিক দেশে চিন্তের বদ্ধ বা ধারণা করিয়া যোগাভ্যাসীরা বহুবিধ অলৌকিক দর্শন শ্রবণাদি করিয়া থাকেন। ষট্চক্র-মার্গের আধ্যাত্মিক স্থানগুলিই ধারণার বিষয়। সেই সেই স্থানে বিশেষ বিশেষ অমুভব বাহ্য অহুত হয়, তদ্বারা চিন্ত বদ্ধ হয় এবং বদ্ধ হইলেই

তবিস্বক জ্ঞান চিন্তে অহুত হয়। কিন্তু বাহ্য প্রাণায়ামাদিতে অভ্যস্ত নহেন, তাঁহাদের এরূপ ধারণা হওয়া প্রায়ই অসম্ভব। এখনও শ্রদ্ধার সহিত বাহ্য প্রাণায়াম যোগাভ্যাস করেন তাঁহাদের ঐ সকল অহুত হওয়া আদৌ অসম্ভব নহে।

তাই অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন সর্বদা কিরূপে তোমাকে চিন্তা করিব এবং কোন্ কোন্ পদার্থে চিন্তা করিব? কোন্ বিষয়ে ধারণা করিলে কোন্ বিষয়ের জ্ঞান হয়? তুমি বল। এ কথাগুলি জানিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াই অর্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন। পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদেও এই সকল ব্রহ্ম কথা বর্ণিত আছে—যেমন (১) “সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজ্ঞাতিজ্ঞান” —সংস্কার-সাক্ষাৎকরণ করিলে পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়। চিন্তাক্ষেত্রে যে বহু বিভিন্ন বাসনা কুটবা উঠে তাহাই সংস্কার। সংস্কার সমূহ দ্বিবিধ, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী। যে সংস্কারের এলে এই বর্তমান দেহ তাহাই পূর্বসংস্কার, আবার বর্তমান জীবনের কর্মফলে যে সংস্কারগুলি জন্মিয়া উঠিতেছে তাহাই পরবর্তী সংস্কার। তন্মধ্যে পূর্বসংস্কারের সংঘম প্রয়োগ করিলে পূর্বজ্ঞাতিজ্ঞান এবং পরবর্তী সংস্কারের সংঘম প্রয়োগ করিলে পরজন্ম জ্ঞানরূপ বিভূতি লাভ হইতে পারে। সংস্কার মাত্রতেই যদি সংঘম প্রয়োগ করা যায় অর্থাৎ চিন্তে অন্য চিন্তা না রাখিয়া কেবল জ্ঞাতব্য বিষয়ে মনকে নিরুদ্ধ করিলে, কোন্ জন্মে কোথায় কিরূপে সংস্কার সঞ্চিত হইয়াছে তাহা জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। এইরূপ (২) “প্রত্যয়ত্ব পর-চিন্তা জ্ঞানম্—প্রত্যয়মাত্রে সংঘম অভ্যাস করিলে পরচিন্তার জ্ঞান হয়। স্বকীয় চিন্তে সংঘম প্রয়োগ করিলে পরকীয় চিন্তারও জ্ঞান লাভ হয়। “বাহ্য চিন্তা জানিতে হইবে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিজের চিন্তাকে শূন্যবৎ করিলে তাহাতে যে ভাব উঠে তাহাই পরচিন্তার ভাব”—কাপিলাশ্রমীর যোগদর্শন।

সোপক্রমং নিরূপক্রমঞ্চ কর্ম তৎসংঘমাদ্

অপরাস্ত জ্ঞানম্ অরিষ্টোভো বা ॥ বিভূতিপাদ, ২২

কর্ম সোপক্রম ও নিরূপক্রম ভেদে দ্বিবিধ, তাহাতে সংঘম প্রয়োগ করিলে অপরাষ্টের অর্থাৎ মৃত্যুর জ্ঞান হয়, অরিষ্টসমূহ হইতেও উহা জানিতে পারা যায়। মনুষ্যের জগতে স্থিতিকালকে আয়ু বলে, এই কাল ব্যাপিয়া জীবের কর্মকল ভোগ হয়। আয়ুকালের মধ্যে জীবের সমগ্র কর্মের ফলভোগ নাও হইতে পারে। যে সকল কর্ম কলোন্মুখ হইয়াছে বা যে কর্মগুলির ফলভোগ হইতেছে, তাহা সোপক্রম, আর যে কর্মগুলির ফলভোগ ইচ্ছাশূন্য হইবে কিন্তু দূর ভবিষ্যতে, সেইগুলির নাম নিরূপক্রম। এই দ্বিবিধ প্রারদ্ধ কর্ম সংঘম প্রয়োগ করিলে অপরাষ্ট জ্ঞানের বিষয় অবগত হওয়া যায়। অমৃত ও মৃত্যু উভয়ই সেই আত্মার বিভূতি। “মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহং” মৃত্যু যে তাঁহার বিভূতি ভগবান এই অধ্যায়েই তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। মৃত্যুর মৃত্যু বলিতে জীবের যে জ্ঞান হয় তাহা জ্ঞানেরই অভাব মাত্র। আমাদের প্রতিক্ষেণই ভোগ দ্বারা প্রারদ্ধ ক্ষয় হইতেছে, যখন সমস্ত প্রারদ্ধ ক্ষয় হইয়া যাইবে তখনই মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে। কিন্তু মৃত্যুর জীবের অত্যন্ত অধিক। ইহাও একটি তীব্র ক্রেশ, এই ক্রেশের হস্ত হইতে পরিজ্ঞান পাওয়া যাইতে পারে যদি মৃত্যুর সহিত পরিচয় হইয়া যায়। যোগীদের মৃত্যুর সহিত পরিচয় হইয়া যায়। আত্মসমাধিই মৃত্যু, দেহের সহিত তখন কোন সযত্ন

বিস্তরেনাশ্বনো যোগং বিভূতিং চ জনাৰ্দ্দন ।

ভুয়ঃ কথয় তৃপ্তিৰ্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেহমৃতম্ ॥ ১৮

থাকে না। কিন্তু বাহ্যার সমাধিবান নহেন বা ধ্যানী নহেন তাঁহার্যও যদি জানিতে পারেন মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে, তবে তখন তাঁহার্য বিষয়চিন্তা হইতে বিরত হইয়া ভগবানে চিন্তা সমাধিত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, অথবা তাঁহার্য স্বরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার্য নামাদি জপ করিতেও পারেন, ইহাতে মুক্তিলাভ না হউক অন্ততঃ পরজন্মেও মুক্তি প্রাপ্তি বোগ্যতা লাভ হইতে পারে। তাই মরণের কাল অবগত হওয়া আবশ্যক। অরিত জ্ঞান দ্বারা আসন্ন মৃত্যু বৃত্তিতে পারা যায়। অরিত আধ্যাত্মিক (দৈহিক ও মানসিক) আধিদৈবিক ও আধিতৌত্বিক ভেদে ত্রিবিধ। আধ্যাত্মিক বধা—কর্ণধ্বজ রুদ্ধ করিয়া অন্তর্যবোধ গুণিতে না পাওয়া, নেত্র রুদ্ধ করিলে জ্যোতি দেখিতে না পাওয়া। আধিদৈবিক অরিত—অকস্মাৎ স্বৰ্গ বা সিদ্ধ সকলকে দেখা, অথবা সমস্ত বিপরীত দেখা। তীত্র অভিশম্পাত ও আধ্যাত্মিক অরিত। আধিতৌত্বিক অরিত—যম পুরুষ বা পিতৃপুরুষগণকে দেখা, স্বপ্নে মহিষারোহণ, দীপনির্করণগন্ধ না পাওয়া, অরুদ্ধতী নকত্র দেখিতে না পাওয়া প্রভৃতি অরিত লক্ষণ। এই লক্ষণগুলির মধ্যে যে কোন একটি অথবা দুই তিনটি প্রকাশ পাইলেই মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।

একণে কোন্ কোন্ বিষয়ের সংঘমে কি প্রকার জ্ঞান হয় এবং বিবেকজ্ঞান ও চরম অপরাধ জ্ঞান লাভে কিরূপে কৈবল্য লাভ হইতে পারে সেই সকল বিচার মনে উদয় হইলে কুটস্থ চেতনকে শরীরের তেজ যে ভাবে জানান এবং তাঁহার নিকট হইতে বেক্রপ ভাবে প্রশ্নের সমাধান হয় তাহারই কথা চলিতেছে ॥ ১৭

অশ্বত্থ । জনাৰ্দ্দন ! (হে জনাৰ্দ্দন) আশ্বনঃ (আপনার) যোগং বিভূতিং চ (যোগ ও বিভূতি) বিস্তরেন (বিস্তৃত ভাবে) ভুয়ঃ কথয় (পুনর্বার বলুন) হি (যেহেতু) অমৃতম্ শৃণ্বতঃ (তোমার অমৃতোপম বচন শ্রবণ করিয়া) মে (আমার) তৃপ্তিঃ ন অস্তি (তৃপ্তি হইতেছে না) ॥ ১৮

শ্রীশ্রদ্ধ । তদেবং বহিমুখং হি চিন্তে তত্র তত্র বিভূতিভেদেন স্বাক্ষরিতং বধা ভবেত্তথা বিস্তরেন কথরিত্যাহ—বিস্তরেনেতি। আশ্বনন্তব যোগং সৰ্ব্বজ্ঞস্বসৰ্ব্বশক্তিস্বাদিলক্ষণং যোগৈশ্বর্যং বিভূতিং চ বিস্তরেন পুনঃ কথয়। হি বতন্তব বাক্যমমৃতরূপং শৃণ্বতো মম তৃপ্তিরনবৃদ্ধি-নাতি ॥ ১৮

বাক্যানুবাদ । [তবে এইরূপ চিন্তা বহিমুখ হইলেও তখন তোমার যে যে বিভূতিতে চিন্তা আকৃষ্ট হইলে বিভূতিভেদে সেই সেই পদার্থে তোমার চিন্তা হইতে পারে। সেইরূপে বিস্তার করিয়া তাহা বল—ইহা বলিতেছেন] হে জনাৰ্দ্দন, তোমার যোগ অর্থাৎ সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্বশক্তিস্বাদিরূপ যোগৈশ্বর্য ও বিভূতির বিষয় বিস্তররূপে আমাকে পুনরায় বল। যেহেতু তোমার অমৃতরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইয়াছে, আর বলিবার প্রয়োজন নাই এরূপ বুদ্ধি আসিতেছে না অর্থাৎ বড়ই ভাল লাগিতেছে ॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । বিস্তার পূর্বক আত্মক্রিয়ার দ্বারা সমাধিতে অচল

শ্রীভগবানুবাচ ।

হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা শাস্ত্রবিভূতয়ঃ ।

প্রাধাত্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরন্ত মে ॥ ১৯

স্থিতির দ্বারায় যাহা কিছু দেখা যায় পুনর্বার বলুন—ইহা অপেক্ষা অল্প কোন বস্তু অমৃতের ত্যায় তৃপ্তি দেয় না।—প্রাণায়ামাদি যোগাত্মক দ্বারা আধ্যাত্মিক দেশে চিন্তের স্থিতি হইলে বুদ্ধি নির্মল হয়, রাগ ঘেব বিদূষিত হয়, বিষয়াদিতে বৈরাগ্য হয়। বিষয়াদিতে বৈরাগ্য হয় এইজন্য যে বাবতীয় বিভূতি বা ঐশ্বর্য ভগবানেরই প্রকাশ। ভগবান ব্যতীত ওগুলি কিছুই নয়। ওরূপ বিভূতি জন্ম ঔবধি মন্ত্র হইতেও হইতে দেখা যায়। তাহা দ্বারা কৈবল্যলাভ হয় না। বুদ্ধি নির্মল হইলে সাধকের অন্তর হয় যে পাথিব ঐশ্বর্যের জন্ত বার্থ পরিশ্রম করিয়া কোন লাভ নাই। যিনি সকল ঐশ্বর্যের মূল, বাহ্যার অপেক্ষা আর কিছু শোভনীর পদার্থ জগতে নাই তাঁহাকে না পাইলে অস্ত্র সব প্রাপ্তিই বৃথা হয়। এইজন্য পাথিব বস্তুর প্রতি যোগীর আকর্ষণ থাকে না। সেই ঐশ্বর্যই যোগী বাঞ্ছা করেন বাহ্যতে পরমা তৃপ্তি লাভ হইবে। কিন্তু অস্ত্র পদার্থ আমি না হয় নাই চাহিলাম, কিন্তু সাধন দ্বারা আমার যে অচলস্থিতি হইল তাহা বৃদ্ধিবার চিন্তা কি?—তাহা যে ঠিক আমার হইতেছে তাহা জানিবার উপায় কি? তাই অর্জুনের প্রশ্ন যে এই অচলস্থিতি লাভের সময় তোমার কি কি যোগৈশ্বর্য সৰ্ব্বজ্ঞতা, সৰ্ব্বশক্তিস্বাদি প্রকাশ হয় তাহা বল। তাহা হইলে আর কোন গণ্ডগোলে পড়িতে হইবে না। ভূমি বস্তই ওই সব কথা বলিতেছ ততই তাহা খুব ভাল লাগিতেছে। ভাগবতেও ঐশ্বর্য হস্তকে এই কথাই বলিয়াছিলেন—

বয়ন্ত ন বিভূপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে ।

যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাহ স্বাহ পদে পদে ॥ ১ম অঃ, ১ম অঃ ॥ ১৮

অশ্বত্থ । শ্রীভগবানুবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)। হস্ত কুরুশ্রেষ্ঠ ! (হে কুরুশ্রেষ্ঠ) দিব্যাঃ শাস্ত্রবিভূতয়ঃ (দ্বিবা শাস্ত্রবিভূতিসমূহ) প্রাধাত্যতঃ (ভগ্নাধে যে গুলি প্রধান) তে (তোমাকে) কথয়িষ্যামি (বলিব); হি (যেহেতু) মে (আমার) বিস্তরন্ত (বিভূতি বিস্তারের) অন্তঃ ন অস্তি (শেষ নাই) ॥ ১৯

শ্রীশ্রদ্ধ । এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ—হস্তেতি। হস্তেত্যনুসঙ্গোপাধানে। দিব্যা বা মহিভূতয়ঃ তাঃ প্রাধান্যেন তে ভূত্যাং কথয়িষ্যামি। যতোহবাস্তরন্ত বিভূতিবিস্তরন্ত মদীয়ন্ত অন্তো নাস্তি। অতঃ প্রধানভূতঃ কতিচিৎ বর্ণয়িষ্যামি ॥ ১৯

বাক্যানুবাদ । [এইরূপ প্রার্থিত হইয়া] শ্রীভগবান বলিলেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ (‘‘হস্ত’’ একটি অনুসঙ্গোপাধক সম্বোধন) আমার দিব্য বিভূতির মধ্যে যে গুলি প্রধান তাহাই তোমাকে বলিব। যেহেতু আমার অবাস্তর বিভূতির অন্ত নাই, এইজন্য প্রধানভূত কয়েকটি বিভূতির কথাই বর্ণন করিব ॥ ১৯

অহমাত্মা শুড়াকেশ সর্বভূতাত্মস্থিতঃ।

অহমাদিশ্চ মধ্যাং চ ভূতানামস্ত এষ চ ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। কুটস্থের দ্বারায় অনুভব হইতেছে :—আমি তোমাকে আত্মার বিভূতি দিব্যরূপ সব বলিতেছি প্রধান প্রধান যাহা তাহা বলিতেছি—আমার বিভূতির অন্ত নাই।—ভগবান অনন্ত বলিয়া তাঁহার বিভূতিও অনন্ত। যেমন আমাদের মানসিক কল্পনার অন্ত নাই, তেমনই এই অনন্ত বিস্তৃত জগৎ উহার অণু পরমাণু পর্যন্ত সবই ভগবদ্ভূতি, এবং তাহা সমস্তই ভগবানের মানস জাত, সে বাহ্যের কি অন্ত আছে? এই সপ্ত অধ্যায়ের ও সপ্ত উক্তলোক, তন্মধ্যস্থ আবার কোটি কোটি জীব। তথু কি তাই? এত বড় যে ব্রহ্মাণ্ড, এইরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাহার মধ্যে সংলুপ্ত! তাঁহার বিভূতির অন্ত কোথায়? স্বর্গের কিরণরাশি যেমন সূর্য হইতে অভিন্ন সেইরূপ ভগবানের মেলা সে যে তাঁহারই প্রকাশ। সে কি বলিয়া শেষ করা যায়? স্বর্গের দেব দেবের দুই দিকে দুইখানি বৃহৎ দর্পণ সামনা সামনিভাবে রাখিয়া তাহার মাঝখানে সূর্য হইলে এক আশ্রিত্যেই অসংখ্য দেব দেব হইবে—এইরূপ মায়াদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া আশ্রিত্যেই বহুরূপে দেব হইতেছে, তাহা না জানিয়া ভ্রান্তচিত্তের জীব জীবের আশ্রিত্যেই দেবিতা বার বার বিস্তৃত হইতেছে। দর্পণ দুখানি সম্মুখ পাশ্চাত্যে রাখিয়া সূর্য মাঝখানে দাও, তখন দেখিবে সেই স্থির অব্যক্ত আশ্রিত্যের মধ্যে অনন্ত চাক্ষুশ রূপ প্রকাশ পায় হইয়া গিয়াছে। সাধকের সাধনাবস্থার কুটস্থমস্তকের মধ্যে কত শত রূপই না প্রকাশ পায়। সেই সকল প্রকাশের মধ্যে যেগুলি প্রধান অর্থাৎ ভুলিতে পারা যায় না, সেইগুলি এখানে বর্ণনা করিতেছেন ॥ ১৯

অহমাত্মা। শুড়াকেশ! (হে শুড়াকেশ) সর্বভূতাত্মস্থিতঃ (সর্বভূতের অন্তঃকরণে অবস্থিত) আত্মা (প্রত্যগ্ আত্মা) অহম্ এষ (আমিই)। অহম্ (আমিই) ভূতানাং (সর্বভূতের) আদিঃ চ, মধ্যাং চ, অন্তঃ চ (আদি, মধ্য ও অন্ত অর্থাৎ তাহাদের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ আমিই) ॥ ২০

শ্রীশঙ্কর। তত্ত্ব প্রথমমৈশ্বর্যং রূপং কথয়তি—অহমিতি। হে শুড়াকেশ, সর্বেরাং ভূতানামাশ্রয়ঃ করণেন সর্বজ্ঞত্বাদিগুণৈর্নিরন্তরং চৈব্যাবস্থিতঃ পরমাশ্রয় অহম্। আদিঃ জন্ম, মধ্যাং স্থিতিঃ, অন্তঃ সংহারঃ। সর্বভূতানাং জন্মাদিহেতুশ্চাহমেব ইত্যর্থঃ ॥ ২০

বাক্যানুবাদ। [প্রথমে স্বীয় ঐশ্বর্যরূপ বলিতেছেন—] হে শুড়াকেশ, সমুদয় ভূতগণের আশ্রয়ে অর্থাৎ অন্তঃকরণে সর্বজ্ঞত্বাদি গুণ দ্বারা নিরন্তররূপে অবস্থিত পরমাশ্রয় আমি। আমিই ভূতগণের জন্ম, স্থিতি ও সংহার অর্থাৎ সর্বভূতের জন্মাদির হেতুই আমি ॥ ২০

[শুড়াকেশ নিদ্রা, তত্ত্বা দীপ্যো শুড়াকেশো জিতনিদ্র ইত্যর্থঃ—শঙ্কর। সর্বেরাং ভূতানাং হৃদস্থিতোহহমাত্মা প্রত্যগাত্মা নিত্যঃ ধ্যায়ঃ। তদশক্তেন চোত্তরেণু ভাবেণ চিত্তোহহং চ চিত্তস্থিতুঃ শক্তিঃ—শঙ্কর। সকল প্রাণীর আশ্রয়ে অর্থাৎ অন্তঃকরণে অবস্থিত প্রত্যগাত্মারূপে

আমি ধ্যায়। এই প্রকার ধ্যানে যে অসমর্থ সে পর পর ভাবগুলির কোন একটি লইয়া আমাকে ধ্যান করিবে।] ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। আমি শ্বাস স্বরূপ, সকল ভূতের স্থিতি ইহাতেই, এই আত্মা আদিত অর্থাৎ পিতাভে, মধ্যে অর্থাৎ যে পর্যন্ত বেঁচে থাকে, পুনর্জন্মেও এই শ্বাস থাকে।—শ্বাসই জীবের আত্মা, এই শ্বাসের স্বরূপ লইয়াই জীব জগতে আসে। স্বরূপী প্রাণ জন্মেতে, জন্মের পূর্বে পিতার প্রাণে, জন্মের পর হইতে বতদিন বাঁচিয়া থাকে শ্বাসই তাহার জীবন, আমার মৃত্যুর পরে এই শ্বাস স্বরূপী প্রাণে বর্তমান থাকে। নচেৎ পরজন্মে কে জন্মগ্রহণ করিবে? এই শ্বাসকে সাধনার দ্বারা স্থির করিতে পারিলেই সর্বভূত-স্থিত অথচ নিশ্চিন্ত আত্মার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। শ্বাসকে বা প্রাণকে কেন আত্মা বলা হয়? প্রাণের চঞ্চল অবস্থাই শ্বাস, আবার এই চঞ্চল প্রাণ স্থির হইলেই তখন তাহা কুটস্থ অক্ষর বা ব্রহ্ম। প্রাণ ও তদুৎপন্ন মন ও ইন্দ্রিয়াদি প্রাণের স্থিরতার সহিত সকলেরই ব্রহ্মস্থিতি লাভ হয়। অর্থাৎ সমুদয় স্থির হইয়া ব্রহ্মময় হইয়া যায়। এই ব্রহ্মেতে থাকার নামই গায়ত্রী উপাসনা। প্রাণই গায়ত্রীস্বরূপ, সেই প্রাণের উপাসনার জ্ঞান পাওয়া যায়, তন্মিলিত ইনিই গায়ত্রী এবং এই গায়ত্রীই ব্রহ্ম। ইড়া, পিঙ্গলা ও হৃদ্রা ইহাই গায়ত্রীর ত্রিপাদ। ক্রিয়ার পর অবস্থাতে এই তিন পদ এক হইয়া যায়, অথবা এই তিনকে এক করিতে পারিলেই ক্রিয়ার পর-অবস্থারূপ ব্রহ্মপদ বা পরব্যোম প্রকাশিত হয়, উহাই অমৃতপদ বা মোক্ষ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—“ভূত্বঃ স্বঃ, ভূরিতি বৈ প্রাণঃ ভূব ইত্যাপানঃ স্বরিতি ব্যানঃ”—অর্থাৎ ভূ-প্রাণবায়ু, ভূব অপান ও স্বঃ ব্যান। এই বায়ুর ক্রিয়া করিলেই সমুদয় প্রাপ্তি হয়। উপনিষদে আছে—“নমস্তে বায়ো স্বমেব প্রত্যক্ষ ব্রহ্মসি”। হে বায়ু তোমাকে নমস্কার, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। কারণ এই প্রাণই ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ প্রকাশ বা শক্তি, আবার এই প্রাণের সাধনাতেই ব্রহ্মপদ লাভ হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—“প্রাণো বৈ সত্যং” প্রাণই সত্য ব্রহ্ম, কারণ প্রাণ না থাকিলে কোন বিষয়েরই কিছু জ্ঞান হইত না। “যা প্রাণেন সম্ভবতি অদিতিদেবতা-ময়ী”—সর্ব দেবরূপ যে দেবতা তিনিই প্রাণ-শক্তিসহ অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম হইতে ক্রিয়ারূপে উৎপন্ন হন। “উর্দ্ধ্বং প্রাণমুদয়তাপানঃ প্রত্যগুত্ততি। মধ্যে বামনমাসীন বিশ্বদেবা উপাসতে ॥” বায়ুর উর্দ্ধগতির নাম প্রাণ, অধোবায়ুর নাম অপান, প্রাণায়াম করিয়া দুই বায়ুর স্থিতি হৃদয়ে হইলেই মন তাহাতে বসিয়া (এরূপ অবস্থা হইলে তিনি দেবতা, সেই সব দেবতারায়) তখন ব্রহ্মের উপাসনা করেন এবং উপাসনা করিতে করিতে ব্রহ্মে লীন হইয়া যান। তিনিই প্রাণের প্রাণ। “প্রাণঃ দেবা অহুপ্রাণন্তি মনুষ্যা পশবশ্চ যে স উ প্রাণন্ত প্রাণঃ”। অতএব বত ভূত আছে সকলের মধ্যেই প্রাণবায়ু, তিনি মূলধারে থাকিয়া মূলধার স্বরূপ সকলের আধার হইয়া আছেন। এই প্রাণের ক্রিয়া করিলে উত্তম পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং শেষে সাধক স্বয়ং তাহাই হইয়া যান। প্রাণ থাকাতাই সমস্ত ভূতাদির প্রকাশ; এই প্রাণ স্থির হইয়া ব্রহ্মে মিলিত হইলে সমস্ত ভূতও ব্রহ্মে মিলিত হয়—এই জ্ঞানের নামই বেদ। প্রাণ অপান ও ব্যানের ক্রিয়াই ত্রয়ী বিজ্ঞা। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি তাহাই তুরীয় অবস্থা, ব্যানের ক্রিয়ার দ্বারা এই স্থিতি পদ লাভ হয়।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংগুমান ।

মরীচির্মরুতামসি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১

ব্রহ্মেতে হৃদে ও স্থলরূপে পঞ্চ আত্মা বা পঞ্চ তত্ত্ব রহিয়াছে। (১) প্রাণবায়ু—মূলধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত চলিতেছে, এই প্রাণবায়ু পঞ্চতত্ত্বে আসিতেছে ও যাইতেছে বলিয়া সকলে বাঁচিয়া আছে। (২) অপান—অপানের ক্রিয়া নিঃসরণ করা, এই প্রাণ অপানের সহিত উর্দ্ধগামী হইতেছে, এই নিমিত্ত শরীরের সমস্ত দ্বার দিয়া রুদ্ধ নির্গত হইতেছে, স্থান স্থায়িত্বের নিম্নে। (৩) উদান—উদান বায়ুর ক্রিয়াই উর্দ্ধে গমন করা অর্থাৎ ঢেকার হিঁকা ইত্যাদি, এই উদান প্রাণের সহিত উর্দ্ধে গমন করিতেছে, স্থান মণিপুরে। (৪) ব্যান—ব্যান বায়ুর ক্রিয়া সর্বাঙ্গে, এই ব্যানও প্রাণের সহিত উর্দ্ধে গমন করিতেছে, স্থান হৃদয়ে। (৫) সমান—শূন্যতে স্থির হইয়া নাভিতে সমানরূপে থাকে, এই প্রকার অবস্থায় সর্বদা থাকিলে কোন পীড়া হয় না। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় প্রাণ হৃদয়ে আটকাইয়া থাকে; হৃদ ব্রহ্মেতে এই সকল বায়ু হৃদরূপে আছে বলিয়া স্থলেতে দেখা যাইতেছে।

প্রকৃতি = পঞ্চতত্ত্ব, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পুরুষ যদি প্রকৃতিতে না থাকিতেন তবে কিছুই অনুভব হইত না। হৃদরূপী স্বাসের মধ্যে ইহার স্পষ্টভাবে মিলিত থাকে। মৃত্যু হইলে স্বাসের সহিত এই সমস্ত মিলিত হইয়া চলিয়া যায়, আবার পুনর্দেহ গ্রহণ সময়ে স্বাসের সহিত ইহার দেহেতে আবির্ভূত হয়। স্তবরাং খাসরূপী-প্রাণ সমস্ত প্রাণিবর্গের আদি মধ্য ও অন্তে বর্তমান থাকেন ॥ ২০

অহম্ । অহম্ (আমি) আদিত্যানাং (আদিত্যগণের মধ্যে) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু), জ্যোতিষাং (জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে) অংগুমান (রশ্মিমান) রবিঃ (সূর্য্য), মরুতাং (মরুতগণের মধ্যে) মরীচিঃ (মরীচি), নক্ষত্রাণাম্ (নক্ষত্রগণের মধ্যে) অহং শশী (আমি চন্দ্র) অস্মি (হই) ॥ ২১

শ্রীশঙ্কর । ইদানীং বিভূতীঃ কথয়তি—আদিত্যানামিত্যাদিনা বাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। আদিত্যানাং দ্বাদশানাং মধ্যে বিষ্ণুঃ বামনোহরং। জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং মধ্যে অংগুমান বিশ্বব্যাপিরশ্মিযুক্তো রবিঃ সূর্য্যোহহম্। মরুতাং দেববিশেষাণাং মধ্যে মরীচিন্ (মোহমসি)। বহা সপ্ত মরুতগণা বায়বঃ। তেষাং মধ্য ইতি। তে চ—আবহঃ, প্রবহঃ, বিবহঃ পরাবহঃ, উদ্বহঃ, সংবহঃ, পরিবহ ইতি সপ্ত মরুতগণাঃ। নক্ষত্রাণাং মধ্যে চন্দ্রোহহম্।

অত্র চাদিত্যানামহং বিষ্ণুরিত্যাদিষু প্রায়শো নির্ধারণে বটী। ঋচিচ্চ ভূতানামসি চেতনেন ত্যাগিষু সম্বন্ধে বটী। তচ্চ তত্র তত্রৈব দর্শয়িষ্যামঃ। বিষ্ণুরিত্যাত্তবতারেষুপি প্রভাবাতিশয়নাত্ত্রিবিধক্ৰিয়া বিভূত্বেন নিদ্রিষ্টতে। অতঃপরং চাধ্যায়স্ত স্পষ্টার্থেষুপি কঠিনং কিঞ্চিদাখ্যাত্তামঃ ॥ ২১

ব্রহ্মানুমান্দ । [সম্প্রতি “আদিত্যানাং” প্রভৃতি হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিভূতি সকলের কথা বলিতেছেন—] দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু অর্থাৎ বামন। প্রকাশকদিগের মধ্যে বিশ্বব্যাপিরশ্মিযুক্ত সূর্য্য আমি। মরুৎ নামক দেববিশেষের মধ্যে আমি মরীচি। অথবা সপ্ত মরুৎ অর্থাৎ বায়ুগণের মধ্যে আমি মরুৎ। সপ্ত মরুতের নাম আবহ, বিবহ, পরাবহ, উদ্বহ, সংবহ, পরিবহ। নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র ॥ ২১

আত্মাত্মিক ব্যাখ্যা। যত প্রকাশ আছে তাহার মধ্যে স্থিতিরূপ প্রকাশ সেই আমি—অর্থাৎ ক্রিয়ার পর যে অবস্থা, সূর্য্যের অগ্নির মধ্যে ব্রহ্মেব অণু আছে তেজের মধ্যে যে সূক্ষ্ম বায়ুরূপ আছে—সেই আমার রূপ, ব্রহ্ম অণু সকল অন্তরেব মধ্যে নক্ষত্র যে সকল দেখা যায় তাহার মধ্যে চন্দ্র বৃহৎ আমার রূপ।—গীতার প্রথম বটকে চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে আদিভা কি তাহা বলা হইয়াছে। ভিতরের সমস্ত প্রকাশের মধ্যে কূটস্থ জ্যোতিঃর অন্তর্গত হিরণ্য বপুধারী নারায়ণের প্রকাশই সর্বাপেক্ষা মহান ও চিন্তাকর্ষক। ইনিই বিষ্ণু সর্বোজ্জ্বল মূর্ত্তি। ক্রিয়ার পরাবস্থায় এই স্থিতি স্বরূপ প্রকাশের আধিক্য দৃষ্ট হয়, এইজন্ত ক্রিয়ার পরাবস্থাই তাহার স্বরূপ। ভাগবতে বলিয়াছেন—‘চেত এতেনাবিকং স্থিতং সবে প্রণীদতি’—ক্রিয়া দ্বারা চিত্ত প্রশান্ত ভাব ধারণ করিলে আর তাহাতে রজস্তমোভাব বা কামলোভাদির তরঙ্গ উঠিতে পারে না, সেই নিস্তরঙ্গ অবস্থায় চিত্ত সম্বন্ধে অবস্থান করতঃ পরমানন্দ উপভোগ করে। ‘এবং প্রসন্নমনসো ভগবত্তল্লিবাগতঃ ভগবত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসমস্ত জায়তে’—ভগবানের প্রতি ভক্তি ও তৎসং মনের বোগ হওয়াতে সাধকের চিত্তে ভগবৎ-তত্ত্ব বিজ্ঞান অর্থাৎ চিন্ময় ব্রহ্মস্বরূপের অনুভূতি হয় এবং বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মায়। এইরূপ আত্মদর্শন হইতেই হৃদয়গ্রহি ছিন্ন হয় এবং সর্ববিধ সংশয় দূর হইয়া যায়। এই ব্রহ্মপ্রভা বাহ্যারা হৃদয়ে সর্বদা দেখিতে পান তাহাদের অবিষ্টা তিরোহিত হয়। এই ব্রহ্মপ্রভা বা চৈতন্ত জ্যোতিঃ দ্বাদশভাগে বিভক্ত, যথা—ভগ, অংশ, অর্ধ্যমা, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ধাতা, বিবস্বান, ষষ্ঠা, পুষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু। তন্মধ্যে আদিত্য—হৃদয়ের মধ্য-বিন্দু হইলেন এই বিষ্ণু বা নারায়ণ। ইহাকেই ঋতি হিরণ্য পুরুষ বলিয়াছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—‘অথ বদেবৈতদাদিত্যন্ত গুরুঃ ভাঃ সৈব না, অথ বদীলং পরঃ কৃষ্ণে তদমঃ—তৎ সাম; অথ ব এ এবোহস্তরাদিত্যে হিরণ্যঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্চহিরণ্যাকেশ আগ্রণথাং সর্ব এব সুবর্ণঃ’—সেই এই গুরু ও কৃষ্ণ দীপ্তিযুক্ত ‘সাম’ ও ‘অম’ = ‘সাম’। এই অন্তরাদিত্য অর্থাৎ আদিত্যের অভ্যন্তরে যে হিরণ্য হিরণ্যশ্চ ও হিরণ্যাকেশ পুরুষ দৃষ্ট হয়—বাহ্যার নথাত্ৰ হইতে কেন সমস্তই সুবর্ণ অর্থাৎ জ্যোতির্ময়। এই পুরুষ যিনি হৃদয়কমলে শয়ন করিয়া আছেন তাহাকে দেখা যায় বা অনুভব করা যায়। কাহারো তাহাকে দেখিতে পান? আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—‘বাহ্যারা চক্ষুকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে, চিত্তকে সমাহিত করিয়াছে এবং ব্রহ্মচর্যাগাদি সাধন সম্পন্ন হইয়াছে—তাহাদের কর্তৃক দৃষ্ট হন।’

জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে তিনি সূর্য্য অর্থাৎ সূর্য্যোতে, তাহার প্রকাশাদিক্য দৃষ্ট হয়। সূর্য্যের অগ্নির মধ্যে ব্রহ্মের অণু রহিয়াছে, তেজের মধ্যে হৃদ বায়ুর অণু রহিয়াছে। এইরূপে ব্রহ্মাণু সকল অন্তরের মধ্যে নক্ষত্রের রূপে দেখা যায়। এই সকল নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রই বৃহৎ, সেই-জন্ত উহাই ভগবানের পরম বিভূতি।

মরীচি—‘মৃ’ ষাড্ হইতে অর্থাৎ অন্ধকার যিনি নাশ করেন, তিনিই দিব্যচক্ষু কূটস্থ। সেই খাসরহিত কূটস্থ ব্রহ্মের পূজ্যই ‘মরীচি’, সূর্য্যের মত বাহ্যার জ্যোতিঃ। পরে চন্দ্রের মত জ্যোতিঃ বাহ্যতে সমুদয় দেখা যায়। ক্রিয়া করিলেই চন্দ্র দর্শন হয়, মনেরই রূপ চন্দ্র ॥ ২১

বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।

ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২

অভ্রত্ন । [অহং—আমি] বেদানাং (বেদ সমূহের মধ্যে) সামবেদঃ (সামবেদ) অস্মি (হই), দেবানাং (দেবগণের মধ্যে) বাসবঃ (ইন্দ্র) অস্মি (হই), ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়-গণের মধ্যে) মনঃ চ অস্মি (আমি মন হই) ভূতানাং (ভূতগণের) চেতনা অস্মি (আমি চেতনা হই) ॥ ২২

শ্রীশ্রদ্ধ । বেদানামিতি । বাসবঃ ইন্দ্রঃ । ভূতানাং চেতনা জ্ঞানশক্তিরহমস্মি ॥ ২২

ব্রহ্মসুত্রান্দ । চতুর্বেদের মধ্যে আমি সামবেদ ; দেবগণের মধ্যে আমি দেবরাজ ইন্দ্র ; চক্ষুরাদি একাদশ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি সকল বিকল্পাত্মক মন ; ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনা বা জ্ঞানশক্তি ॥ ২২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । ঔকার ধ্বনি যাহা পশ্চিম শরীরের মধ্যে অনুভব করিলে শুনা যায়—যে সব আকাশ দেখা যায় তাহার মধ্যে পরব্যোম ব্রহ্মরূপ যাহার নিকট বিনা প্রার্থনায় সমুদয় বস্তু পাওয়া যায়, স্থির বায়ু ব্রহ্ম ও বিন্দু ইহার আকার রূপ ।—বিনা কথায় বাহা শুনা যায়, তাহার নাম শ্রুতি, আর তাহা জানার নাম বেদ অর্থাৎ নিঃশব্দেতে বাহা বোধ হয় । নিবিষ্ট ভাবে ক্রিয়া করিলে যে স্থিরতা আসে, তদ্বারা যে বোধ হয় তাহাষ্ট প্রকৃত জ্ঞান, সেখানে ভুল হইবার উপায় নাই, এইজন্য বেদের প্রমাণ অকাট্য । বোণীরা অনুগ্রবেশ দ্বারার স্থানটি প্রথমে দেখেন, তারপর সেখানে যে সকল প্রাণী আছে, তাহারা যে সকল বিষয় আলোচনা করিতেছে তাহা শ্রবণ করেন । এইরূপে তাহারা অতীত অনাগত বিষয়ও অবগত হইতে পারেন । মন দিয়া ক্রিয়া করিলে আপনা আপনি ঔকার ধ্বনি শুনা যায়, হৃদয় অণুরূপ যে বিন্দু ব্রহ্ম, তাহাতে সদা সর্বদা থাকিলে ঔকার ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় । “অনাহতঞ্চ বচ্চকং তন্ত শব্দস্ত যৎপরম্ । তৎপরং চিন্তয়েদ্-যন্ত স বোণী হ্রিসংশয়ঃ” । অনাহত যে শব্দ (অর্থাৎ কীসর, ঘণ্টা, ভ্রমর, বেণু, বীণ, মেঘ, সিংহ, ভেরী, তুরী, ঢঙ্কা) তাহার পরই নিঃশব্দ অবস্থা, এই অবস্থায় যিনি পৌছিয়াছেন সেই বোণীর সব সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় ।

অ=গুহ্যদ্বার, উ=হৃদয়, ম=কূটস্থ, এই সব স্থানে বায়ু গমন করিলে ঐ প্রকার শব্দ হয় । উহা অত্যন্ত মধুর, চিত্তাকর্ষক, এইজন্যই জ্ঞাতব্য বিষয় (বাহা জানা যায়—বেদ) সকলের মধ্যে তিনি সামবেদ । স্বরের মাধুর্য্য উহাতে অধিক বলিয়া চিন্তা সহজেই হয় হয়, আত্মস্থিতি লাভ করে । এইজন্য সামবেদ শ্রেষ্ঠ ।

উপরোক্ত তিন স্থান (গুহ্যদ্বার, হৃদয় ও কূটস্থ) ক্রমশঃ দোহন করিতে করিতে ভূ=লিঙ্গ, ভুব=নাভি, স্ব=কর্ণ, এই কয় স্থানে বায়ুর অনুভব হয় ।

প্রথমে বায়ু মস্তক পর্য্যন্ত যায়, পরে হৃদয়ে, পরে গুহ্যদ্বারে । ইহাই ষষ্ঠ্যক্রমে পূর্ব পশ্চিম ও উত্তরের ক্রিয়া, এবং ইহাই ঋক, সাম ও যজু, এই তিন একজ্ঞ হইলেই ঔকার হয় । প্রজাপতি ব্রহ্মা বেদজ্ঞ হইতে এক এক পদ দোহন করায় ঔকার হইয়াছে । সাদৃশ্যকেও

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষবক্ষসাম্ ।

বসুনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩

সেইরূপ এক এক পাদ দোহন করিতে হইবে, তবেই তাহার প্রকৃত সাধিকী উপাসনা হইবে । এক এক পাদ দোহন, অর্থাৎ মস্তক হৃদয়, হৃদয় হইতে গুহ্যদ্বার এই তিন গ্রহি ভেদ করিলে কর্ণ ও তালু পর্য্যন্ত বায়ু স্থির থাকিবে । ঋক্বেদ—ঋক্—স্ততি করা সম্মুখে পূর্ব দিকে-ক্রিয়া করা অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা তব । বাহা দ্বারা মনের প্রসন্নতা হয় । ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় থাকা ।

যজু—যজ, পূজা করা—দক্ষিণ দিকে বায়ু লইয়া গেলে ঔকার ক্রিয়ার দ্বারা বায়ুর স্থিতি হয়, মূলধার হইতে ব্রহ্মরূপ পর্য্যন্ত আটকিয়া থাকে, কখন খেত কখন কৃকবর্ণ দেখা যায় ।

সাম—পশ্চিম দিকে বায়ু গেলে ঔকার ধ্বনি শুনা যায়—এই বেদ জানিলে ব্রাহ্মণ হয় । সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান হয়, অষ্টসিদ্ধি লাভ করে ।

ক্রিয়া করিতে করিতে যে সব আকাশ দেখা যায় তাহার মধ্যে ক্রিয়ার পরাবস্থারূপ শূন্যই পরব্যোম । উহাকেই দেবরাজ বলা হয় । উর্দ্ধলোকের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানই ঐ পরব্যোম । ‘অহং’ এর সর্বশ্রেষ্ঠ হৃদয়ভূতি । কূটস্থের মধ্যে বিন্দুই চেতনরূপ । ঐ বিন্দু বতস্কণ আছে, ততক্ষণ জড় দেহকেও চেতন বলিয়া মনে হয় ।

আত্মা হইতে মন নির্গত হইলেন, মন সঙ্কল্প দ্বারা বিষয় সকল গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করার ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন হইল । এই ইন্দ্রিয়ার মধ্যে যে শক্তি তাহা মনেরই শক্তি, তাহা প্রথমতঃ অতিশয় হৃদয় শক্তিসম্পন্ন হয় । তখন মন বাহা ইচ্ছা হয় করিতে পারে । চক্ষুর দ্বারায় অরূপেরূপ দেখে (অর্থাৎ কূটস্থ, বিন্দু এই সব দেখে) পরে কর্ণ দ্বারায় অশব্দের শব্দ ঔকার ধ্বনি শুনে । জিহ্বা তালুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অরসের রস আবাদন করে অর্থাৎ বায়ুর অমৃত (মিষ্ট) কণ্ঠে অনুভব হয়, নাসিকার অগন্ধের গন্ধ আপনা আপনি বোধ হয়, নানাদ্রব্য ও পুষ্পের গন্ধ পায় । স্বচ অম্পর্শ ব্রহ্ম বায়ু দ্বারায় ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুকেই স্পর্শ করিতে পারে । এ সমস্তই সাধনগুহ্য মনের সঙ্কল্পশক্তি হইতে জাত । ইন্দ্রিয় সমূহের অনুভবের মূলে কিন্তু মন রহিয়াছে । সেইজন্য ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে ‘মন’ই তাহার প্রধান ঐশ্বর্য্য ।

ইন্দ্রিয়েরা যখন স্থূল পদার্থের অভিরিক্ত আর কিছুই বুঝিতে পারে না, তখন বুদ্ধিতে হইবে মনও বাহ্য সঙ্কল্প বশতঃ স্থূল বস্তু চিন্তা করিতে করিতে আরও স্থূল হইয়া জড়বৎ হইয়া যায় । সেই মনই অন্ধ সদৃশবিবেকশূন্য ॥ ২২

অভ্রত্ন । রুদ্রাণাং চ (আর রুদ্রগণের মধ্যে) শঙ্করঃ অস্মি (আমি শঙ্কর) যক্ষ-বক্ষসাম্ (যক্ষ ও বক্ষগণের মধ্যে) বিত্তেশঃ (ধনাধিপতি কুবের), বসুনাং (বসুগণের মধ্যে) পাবকঃ (আমি অগ্নি) অস্মি (হই), শিখরিণাং চ (এবং গর্ভগণের মধ্যে) অহং মেরুঃ (আমি হিমেরু) ॥ ২৩

শ্রীশ্রদ্ধ । রুদ্রাণামিতি । রক্ষসামপি কুরূদাদিসাম্যাদ্ বচৈঃ সঠৈকীকৃত্য নির্দেশঃ । তেবাং মধ্যে বিত্তেশঃ কুবেরোহস্মি । পাবকোহস্মিঃ । শিখরিণাং শিখরবতাম্ উচ্ছি তাণাং মধ্যে মেরুঃ ॥ ২৩

পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।

সেনানীনানহং স্বন্দঃ সবসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪

ব্রহ্মানুবাদ । একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর । বক্ষ রাক্ষসগণের মধ্যে আমি কুবের । ক্রুরতা সম্বন্ধে রাক্ষসদিগের সহিত বক্ষদিগের সমতাব বলিয়া উভয়কে একত্র নির্দেশ করিয়াছেন । অষ্টবহুর মধ্যে আমি অগ্নি এবং উচ্চশৃঙ্গ পর্বতগণের মধ্যে আমি মেরু ॥ ২৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । নাভিতে বায়ু স্থির একত্র পাবক নাম বস্তুর মূর্তি কূটস্থের মধ্যে মুকুটধারী দেখা যায়—চন্দ্রের মধ্যে কূটস্থের মতন অথচ ত্রিকোণ পাহাড়ের চূড়ার মতন যাহা দেখায়—ইহারাই সব আমার রূপ ।—নাভিতে যে বায়ু তাহাই রুদ্র, এই বায়ু বখন স্থির হয় তখনই তাহা ‘শঙ্কর’ অর্থাৎ যিনি মঙ্গল করেন । নাভিতে সমান বায়ু বতক্ষণ স্থির থাকে, ততক্ষণ আর নৃত্য নাই । সমান বায়ু বুদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে উত্তম পুরুষ দর্শন হয়, সুতরাং শঙ্কর তাঁহার বিভূতি বা প্রকাশ । এইরূপ কূটস্থের মধ্যে বাহ্য কিছু দৃশ্যরূপে দেখা যায় সমস্তই তাঁহার বিভূতি । কূটস্থে সবই অমূর্তব হইতে পারে, কিন্তু এই সকল দৃশ্য স্বভাৱেই দেখা যায়, তজ্জন্ত কেন শঙ্কর বা উল্লোম্ব করিতে হয় না । বেণ্ডলি স্বভাৱেই কূটস্থের মধ্যে দেখা যায় বা অমূর্তব করা যায় তাহাই বিভূতিযোগে বর্ণিত হইয়াছে ।

অনুব্রজ । পার্থ ! (হে পার্থ) পুরোধসাং চ (পুরোহিতগণের) মুখ্যং (প্রধান) বৃহস্পতিং (বৃহস্পতি বলিয়া) মাং (আমাকে) বিদ্ধি (জানিও), সেনানীনানং (সেনাপতিগণের মধ্যে) অহং স্বন্দঃ (আমি কান্তিকের), সরসাং (জলাশয় সমূহের মধ্যে) সাগরঃ অস্মি (আমি সাগর) ॥ ২৪

শ্রীধর । পুরোধসামিতি । পুরোধসাং মধ্যে দেবপুরোহিতবান্ধ্যং বৃহস্পতিং মাং বিদ্ধি । সেনানীনানং সেনাপতীনানং মধ্যে দেবসেনাপতিঃ স্বন্দোহহমস্মি । সরসাং স্থিরজলাশয়ানাং মধ্যে সমুদ্রোহস্মি ॥ ২৪

ব্রহ্মানুবাদ । পুরোহিতগণের মধ্যে দেবপুরোহিত বলিয়া বৃহস্পতিই মুখ্য, আমাকে সেই দেবপুরোহিত বৃহস্পতি বলিয়া জানিবে । সেনাপতিদের মধ্যে আমি দেব-সেনাপতি স্বন্দ বা কান্তিকের । স্থির জলাশয়ের মধ্যে আমি সমুদ্র ॥ ২৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । বৃহস্পতি অর্থাৎ ব্রহ্ম—যটুচক্র সকল ব্রহ্মেতে মিলিতেছে ।—বৃহস্পতি দেবতাদিগের গুরু । যে সকল ক্রিয়াবানেরা সর্বদা কূটস্থে থাকেন তাঁহাদের তৃতীয় নেত্র প্রস্ফুটিত হয় । তাঁহারা দেবতা । যো দেবানাং পুরোহিতঃ, যিনি দেবতাদের পূর্বে হিত করেন তিনিই পুরোহিত, আত্মক্রিয়া দ্বারা যে সর্বদা তাঁহাতে থাকে তাহারই হিত অর্থাৎ কল্যাণ হয় । ক্রিয়ার পরাবস্থায় আসাই পরম হিত, তাহাতেই অমর পদ লাভ হয় । সাধক কূটস্থ স্বরূপ হইয়া পরে উত্তম পুরুষ স্বরূপ হইয়া বান । তখন তিনি সর্বদা ব্রহ্মেতে থাকেন ও সেই অবস্থাতেই ক্রিয়া করেন ।

মহর্ষীণাং ভৃগুবহং গিরামশ্রোকমক্ষরম্ ।

বজ্রানাম্ জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫

সেনানী সকলের মধ্যে আমি স্বন্দ—বাহারা লড়াই করে তাহারাই সেনা, সমস্ত জন সমূহই সেনা—তাহারা কেবল “আমি ও আমার” লইয়া কলহ যুদ্ধ করিতেছে । এই কলহের মূল হইল বাসনা । এই বাসনা বাহার অধীনে থাকে তিনি সেনাপতি । স্থল স্বাস প্রবাসের দ্বারা বাসনা সঞ্জীবিত হয় । এই বাহ স্থল স্বাসের প্রভু হইতেছেন যুদ্ধস্বাস বা স্থির স্বাস । এই স্থির স্বাস বাহার হয় সে বাসনার উপর জয়ী হইয়া মুক্তিভাগী হইতে পারে । স্বন্দ = স + ক + ন + দ, দ শব্দে বোনি, ন শব্দে নাই—বাহার মনোবৃত্তি বোনির নীচে থাকে না, তাহারই স্বাস—স (স্বাস), ক (মন্তক) মন্তকের উপরে চড়ে । মন্তকের উপরে স্বাস বাহার চড়ে সে-ই অমর জয় করিতে পারে । ‘বিদ্যাস্তত্ত্ব প্রতিষ্ঠাঞ্চ যতঃ স্তম্ভকোপরি’ । তাঁহারই বিদ্যা বা জ্ঞান, প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি লাভ করে, বাহার প্রাণ মন্তকে গিয়া স্থির হয় ।

‘সরসাং অস্মি সাগরঃ’—বাহা অবিরত চলে তাহাই সরস অর্থাৎ মন । প্রাণই চঞ্চল হইয়া মন হয়, সেই চঞ্চল প্রাণ বা স্বাস বখন মেরুর মধ্যে গমনাগমন করে, তখন তাহা স্বন্দ হইয়া যায় । স্বন্দ হইতে হইতে তাহা বখন অপরিণামী স্বন্দে পরিণত হয়, তখনই তাহা আত্মাকারী হয় । উহাই সখন সাগরের রূপ ধারণ করে, অর্থাৎ আত্মা তখন বিশ্বব্যাপী ও তাহার বাহিরেও বিদ্যমান বলিয়া মনে হয় ॥ ২৪

অনুব্রজ । মহর্ষীণাং (মহর্ষিগণের মধ্যে) অহং ভৃগুঃ (আমি ভৃগু), গিরাম্ (বাক্য-সমূহের মধ্যে) একম্ অক্ষরম্ অস্মি (আমি একাক্ষর ঔকার), বজ্রানাম্ (বজ্রসমূহের মধ্যে) জপযজ্ঞ (আমি জপরূপ যজ্ঞ), স্থাবরাণাং (স্থাবর অর্থাৎ অচল পদার্থের মধ্যে) হিমালয়ঃ অস্মি (আমি হিমালয়) ॥ ২৫

শ্রীধর । মহর্ষীগামিতি । গিরাম্ বাচ্যং পদাঙ্কিকানাং মধ্যে একমক্ষরমোকারাখ্যং পদমস্মি । বজ্রানাম্ শ্রোতস্পার্তানাং মধ্যে জপরূপো যজ্ঞোহহম্ ॥ ২৫

ব্রহ্মানুবাদ । মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু । পদাত্মক বাক্য সকলের মধ্যে আমি ঔকারাখ্য একাক্ষর পদ । ঐতি ও স্তুতি বিহিত বজ্রাদির মধ্যে আমি জপরূপ যজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে আমি হিমালয় ॥ ২৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । কূটস্থ অক্ষর—ক্রিয়া করা—শীতল বায়ু মেরুর মধ্যে ও বাহিরে গমন কবে ।—বাহারা মন দিয়া এই দেহরূপ ক্ষেত্রকে স্বাসরূপ হলের দ্বারা কর্ষণ করে তাহারাই ঋষি । বাহার ক্রিয়ার ফল সম্যক অবগত আছেন তাঁহারাই মহর্ষি । এইরূপ মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগুই তাঁহার প্রধান বিভূতি । ভৃগু—ভ্রমর ধাতু হইতে হইয়াছে, ইহার অর্থ ভজন করা । যেমন ভজিত বীজে অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না, তদ্রূপ ভৃগু—বাহার ক্রিয়া করিতে করিতে খুব নেশা হয় (লাহিড়ী মহাশয়ের বেদান্ত ব্যাখ্যা ২য় অঃ, ১ম পাদ, ১৭৪ পৃঃ) মুখ দ্বারা আর কথা কহিতে ইচ্ছা করে না । সুতরাং ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ার পরাবস্থারূপ

অশ্বখঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেববীণাঞ্চ নাবদঃ ।

গন্ধৰ্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬

ব্রহ্মেতে থাকিয়া যিনি মৌন হইয়া গিয়াছেন তিনিই ভৃগু । আবার বাক্য সকলের মধ্যে তিনিই একাক্ষর প্রণবঃ এই প্রণবই ব্রহ্মের বাচক অর্থাৎ প্রকাশক । ইহাই ঈশ্বর-প্রণিধানের বীজ । ইহা যেমন ব্রহ্মাণ্ডের বীজ তজ্জপ ব্যাপ্তি ভাবে প্রতি জীবেরও বীজ । যেমত বীজ বৃক্ষাকারে পরিণাম লাভ করিয়া পত্র পল্লব, পুষ্প ফল দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, তজ্জপ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হইতে জীবগু পর্যন্ত সমস্তই প্রণব স্বরূপ । প্রতি জীবের স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহাদি বৈরূপ বিন্দুরূপা মহা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তজ্জপ বিন্দুও নাদরূপ পুরুষ হইতে সঞ্জাত হইতেছে । এই নাদ+বিন্দু সম্বলিত ভাবই পুরুষ+প্রকৃতি মিলিত ভাব—তাহাই আত্মা প্রকৃতি । সমস্ত জীবের সমস্ত বৈখরী শব্দ মিলিয়া হস্তাত হস্তাত হইয়া শেষে নাদে পর্যাবসিত হয়, আবার এই নাদ হইতে সৃষ্টি আরম্ভ হইয়া এই স্থূলতম পিণ্ডময় জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে । সেই নাদও ব্রহ্ম, এই নাদব্রহ্মকে অবলম্বন করিতে পারিলেই সমস্ত স্থূলতম সূক্ষ্মতম্ভাব প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্বাতীত ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয় । বখন সমস্ত শব্দ সূক্ষ্ম নাদে মিলিত হইয়া যায়, তখন তাহা অনাহত নাদ রূপে বা উক্তার রূপে প্রকাশ হয় । এইজন্ত বাক্যের মধ্যে তাহার সর্বপ্রধান বিভূতি এই একাক্ষর প্রণব ।

যজ্ঞ সকলের মধ্যে তিনিই অজ্ঞপা রূপ যজ্ঞ । যজ্ঞ দ্বারা যেমন দেবতার প্রসন্নতা হয়, দেবতা বজ্রমানকে বজ্রফল দান করিয়া কৃতার্থ করেন, তজ্জপ অজ্ঞপা রূপ যজ্ঞে জীবের ভববন্ধন মোচন হয় । কিন্তু অগ্র সমস্ত যজ্ঞের ফল বন্ধন । এই অজ্ঞপা রূপ যজ্ঞ হইতেই সাধক স্বীয় অভীষ্ট বস্তু—আত্মার সহিত মিলিয়া বাইতে পারেন । আর সব যজ্ঞই তাহা হইতে সাধককে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় । কেবল ইহাই একমাত্র যজ্ঞ যাহারা জীব তাহার অভীষ্ট বস্তু সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায় । এইজন্ত যজ্ঞ সকলের মধ্যে অজ্ঞপাই প্রধান বলিয়া কথিত হইতেছে ।

‘স্বাবরাণাং হিমালয়ঃ’—স্বাবর যজ্ঞর মধ্যে তিনি হিমালয় । স্বাবর অর্থে শ্রেষ্ঠ স্থিতি, বাহার আর নড়চড় হয় না । মেরুর মধ্যে প্রাণের স্থিতি হইলেই তাহা স্থির শান্ত ও শীতল হয় । অর্থাৎ তখন বাসনার কোন তাপ থাকে না, মন পরম শান্তিগমে ডুবিয়া যায় । ‘বাবৎ বায়ো মেরোর্মধ্যে ভাবৎ মৃত্যুভয়ং কৃতঃ’—মেরুর মধ্যে প্রাণের স্থিতি হইলেই অমৃতত্ব লাভ হয় । জীব চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত হইয়া যায় ॥ ২৫

অশ্বখঃ । সর্ব বৃক্ষাণাম্ (বৃক্ষ সকলের মধ্যে) অশ্বখ (আমি অশ্বখ), দেববীণাং চ (এবং দেববিগ্গ- মধ্যে) নারদঃ (নারদ) গন্ধৰ্বাণাং (গন্ধৰ্বগণের মধ্যে) চিত্ররথঃ (আমি চিত্ররথ নামক গন্ধৰ্ব), সিদ্ধানাং (সিদ্ধ সকলের মধ্যে) কপিলঃ মুনিঃ (আমি কপিল মুনি) ॥ ২৬

শ্রীশঙ্কর । অশ্বখ ইতি । দেবা এব সন্তে’ য মজ্জ দর্শনেন ঋষিষ্য প্রাপ্তাঃ তেষাং মধ্যে নারদোহস্মি । সিদ্ধানাম্ উৎপত্তিত এব অধিগত—পরমার্থতত্ত্বানাং মধ্যে কপিলাখ্যো মুনিরস্মি ॥ ২৬

উচ্চৈঃশ্রবসমুদ্যানাং বিদ্ধি মামমৃতোত্তমম্ ।

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাং চ নরাধিপম্ ॥ ২৭

ব্রহ্মানুবাদ । সর্ব বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বখ । দেবতা হইয়াও বাহার মজ্জদর্শন দ্বারা ঋষিষ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমি নারদ । উৎপত্তিকালাবধি বাহাদের পরমার্থ তত্ত্ব অধিগত তাঁহারা ই সিদ্ধ পুরুষ । সেই সকল সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল নামক মুনি । গন্ধৰ্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ নামক গন্ধৰ্ব ॥ ২৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । অশ্বখ বৃক্ষের স্থায় উল্টো জ্ঞান মধ্যে দেখায় নাবদ কূটস্থের সম্মুখে দেখা যান—কূটস্থের পূর্বে চিত্র বিচিত্র পুরুষোত্তমেরই, রূপ ।—সর্ব বৃক্ষের মধ্যে অশ্বখই শ্রেষ্ঠ । কূটস্থের মধ্যে বিপরীতরূপে (মাথাটা নীচের দিকে করা অশ্বখ) দেখা যায় । নারদকেও দেখা যায় । ক্রিয়াবানদের মধ্যে যিনি ঋষি তিনিই নারদ । নারদ=নার (মনুষ্যগৃহ)+দ (উপদেশ দান)= যিনি মনুষ্যগণকে উপদেশ দান করেন । ক্রিয়া দিতে দিতে সর্বদা সেই কূটস্থ ব্রহ্মেতে থাকা আপনা আপনি হইয়া যায়, এইরূপ বাহার শরীর তিনিই নারদ । আত্মার জিয়ার দ্বারা ইনি আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতেছেন । ইনি চল্লিখ্য প্রভৃতি সমস্ত লোক ও সকল মনুষ্যকেই জানেন । দেখিলেই বুঝিতে পারেন কে কি ব্রহ্মের লোক ।

কূটস্থের মধ্যে যে চিত্রবিচিত্র পুরুষোত্তমের রূপ দেখা যায়—তাহাই ‘চিত্ররথ’ । কূটস্থের মধ্যে সিদ্ধপুরুষগণকে দেখা যায়, তন্মধ্যে কপিলই প্রধান । কপিল আত্মমু সিদ্ধ ও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । জ্ঞান বৈরাগ্য ও যোগ ঐশ্বর্যের আতিশয্য প্রযুক্ত কপিলই ভগবদ্বিভূতি বলিয়া প্রসিদ্ধ । ভাগবতে কপিলদেব ভগবানের অবতার বলিয়া গৃহীত ॥ ২৬

অমৃতম্ । অমৃতানাং (অমৃতগণের মধ্যে) মাং (আমাকে) অমৃতোত্তমম্ (অমৃত মহন কালে উদ্ভূত) উচ্চৈঃশ্রবসঃ (উচ্চৈঃশ্রব নামক অশ্ব) বিদ্ধি (জানিবে) ; গজেন্দ্রাণাং (গজেন্দ্রগণের মধ্যে) ঐরাবতং (ঐরাবত) চ (ও) নরাণাং (মনুষ্যগণের মধ্যে) নরাধিপং (রাজা) [বলিয়া জানিও] ॥ ২৭

শ্রীশঙ্কর । উচ্চৈঃশ্রবসমিতি । অমৃতার্থঃ কীরাদিসমুদ্র মহন কালে উদ্ভূতঃ উচ্চৈঃশ্রবঃ নামাশ্বঃ মদ্বিভূতিং বিদ্ধি । অমৃতোত্তমমিত্যোক্তং ঐরাবতেহপি সংখ্যতে । নরাধিপং রাজানং মাং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি ॥ ২৭

ব্রহ্মানুবাদ । অমৃতার্থঃ কীরাদিসমুদ্র মহন কালে উদ্ভূতঃ উচ্চৈঃশ্রবঃ নামা অশ্বকে মদ্বিভূতি বলিয়া জানিও । অমৃতোত্তম পদটী ঐরাবতের সহিতও সম্বন্ধ । [ঐরাবতও কীরাদি মহন কালে উদ্ভূত,] আমাকে গজেন্দ্রগণের মধ্যে অমৃতোত্তম ঐরাবত বলিয়া জানিও । মনুষ্যগণের মধ্যে নরাধিপ অর্থাৎ রাজাকে আমার বিভূতি বলিয়া জানিও ॥ ২৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । ঘোড়া দেখা যায়—তিনি অগ্নিরূপ—হাতী দেখা যায়—বৃহৎ জ্যোতির মধ্যে কূটস্থ ।—অমৃত লাভার্থ দেবতার সমুদ্র মহন করিয়াছিলেন, তাহার ঘোঁটা বা দণ্ড হইয়াছিল হুমেক পর্বত এবং নাগেন্দ্র বাহুকী মহনরজ্জুরূপে কল্পিত

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনামস্মি কামধুক্ ।

প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাহুকিঃ ॥ ২৮

হইয়াছিল। সমুদ্র মন্থনে উঠিয়াছিল অনেক বস্তু, তন্মধ্যে অমৃত, লক্ষ্মী, চন্দ্র, ধনুস্তরি, কোস্তভ, শব্দ, উল্কাঃপ্রবা অশ্ব ও ঐরাবত হস্তীই প্রধান। এগুলি কেবল বাহিরের কথা নহে, ইহার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক রহস্য আছে তাহাই এখানে আমরা বলিব। অনন্ত প্রাণশক্তিই সমুদ্র, পৃষ্ঠস্থ (মেরুপৃষ্ঠ দেখিতে কুর্শের পৃষ্ঠের মত) মেরুদণ্ডই হৃদয় পর্কত, মেরুদণ্ডের সর্ব নিম্নে মূলধারপদ্মে জীব-চৈতন্যময়ী কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজিতা, ইনি অবিরত বাস উদ্গীরণ করিতেছেন। এই স্বাসকে রজুরূপে কল্পনা করিয়া মেরুমধ্যস্থ সুরুরূপে মন্থনদণ্ডের সহিত বৃত্ত করিয়া মন্থন করিতে পারিলে প্রাণ-সমুদ্র মথিত হইয়া জ্ঞানামৃতরূপ অমৃত ক্রিয়াবানেরা লাভ করেন। তখন বিবিধ বোগৈশ্বর্যরূপা কমলা তাহা হইতে সমুদ্ভূতা হইয়া থাকেন, হৃদয় গভীর শব্দ নির্গোধ, ও রক্তবর্ণ অশ্ব ও খেত হস্তী সাধকের দৃষ্টিগোচর হয়, কূটস্থের মধ্যে সমুজ্জল নীলবর্ণ কোস্তভমণির জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। বৃহৎ জ্যোতির অন্তরে বিেষের রাজা শ্রামশূন্য মদনমোহন রূপে প্রকাশিত হইয়া জীবের সমস্ত সম্ভাপ গ্রহণ করেন ॥ ২৭

অমৃত। আয়ুধানাম্ (অমৃত সমুদ্রের মধ্যে) অহং বজ্রং (আমি বজ্র) ধেনুনাং (ধেনুগণের মধ্যে) কামধুক্ অস্মি (আমি কামধেয়), প্রজনঃ (কাম সমুদ্রের মধ্যে—প্রাণিগণের উৎপত্তি হেতু) কন্দর্পঃ অস্মি (আমি কন্দর্প), সর্পাণাং চ (এবং সর্পগণের মধ্যে) বাহুকিঃ অস্মি (আমি বাহুকি) ॥ ২৮

শ্রীমদ্ভগবতঃ। আয়ুধানামিতি। আয়ুধানাং মধ্যে বজ্রমস্মি। কামান্ দোহীতি কামধুক্। প্রজনঃ প্রজোৎপত্তিহেতুঃ কন্দর্পঃ কামোহস্মি। ন কেবলং সংভোগপ্রধানঃ কামো মন্থিতুঃ, অশাস্ত্রীয়ত্বাৎ। সর্পাণাং সবিষাণাং রাজা বাহুকিঃ অস্মি ॥ ২৮

ব্রহ্মানুমান্দ। আয়ুধ বা অস্ত্রের মধ্যে আমি [দধীচি-অস্থিসম্বৃত] বজ্র। কামধূহ শব্দে কামনা সকলকে দোহন করে যে সে। ধেনুগণ মধ্যে আমি কামধেয়। প্রজাদিগের উৎপত্তি হেতু আমি কন্দর্প। কেবল সম্ভোগপ্রধান যে কাম তাহা আমার বিভূতি নহে কারণ উহা অশাস্ত্রীয়। সবিষ সর্পগণের মধ্যে তাঁহাদের রাজা যে বাহুকি তাহা আমি ॥ ২৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। বজ্রাকৃতি দেখা যায়—গরু দেখা যায়—ইচ্ছা-রহিত কাম—যাহা আপনা আপনি হয়—সর্প দেখা যায়।—এই সকল লোকোক্ত বিভূতি সাধকের নিজ বোধরূপ। বজ্রাকৃতি অগ্নির বলক কূটস্থের মধ্যে দেখা যায়, বাহার উপরে উহা প্রযুক্ত হয়, তখনই প্রজালোক প্রদীপ্ত হইয়া তৎসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান সাধকের গোচরীভূত হয়। আমরা জানি বজ্রানল বাহার উপরে পতিত হয় তাহা ধ্বংস হইয়া যায়। জ্ঞান প্রকাশেও তাহাই হয়, সে সময় অস্ত্র বৃত্তি চিন্তে উদ্ভিত হয় না। ইহার পরের অবস্থাই সমাধি। বোগদর্শনে আছে—‘তদেবার্ধমাত্রনির্ভাগং স্বরূপশূভমিব সমাধিঃ’—ধ্যানের পরিপক অবস্থাই সমাধি। এই সময় দুইটি বিষয় পরিষ্কৃত হয়—একটি ‘অর্ধমাত্র

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাম বরুণো বাদসামহম্ ।

পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯

নির্ভাগ—অর্থাৎ যে বিষয়টি অবলম্বন করিয়া ধ্যান চলিতেছিল তাহার সম্যক প্রকাশ অর্থাৎ নিজ জ্ঞানের গোচর হওয়া। আর দ্বিতীয়টি ‘স্বরূপশূভমিব’—একটি অবস্থা প্রকাশিত হয়। সমাধি সময়ে ধাতুভাব থাকে না, শূন্যের মত হইয়া যায়। এই অবস্থায় মাত্র ধ্যেয় বিষয়টাই প্রকাশিত হয়। এইরূপ সংযম হইতে প্রজালোক উদ্ভাসিত হয়। তখন জ্ঞানের আন্তর ও বাহ্যভাব রূপে যে প্রকাশ তাহা থাকে না। সব এক হইয়া যায়। বজ্রানলে সব দগ্ধ হইয়া ধেনু মন্থ হইয়া যায়। আমার চিত্তই তো দ্রষ্টা ও দৃষ্ট উভয় সাজে সজ্জিত হইয়া এই অনন্ত ভেদময় সংসার লীলার অভিনয় করে। সমাধি অবস্থায় এই ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়। প্রত্যেক চিত্তবৃত্তির সারূপ্যই যে দ্রষ্টা তাহা তখন প্রত্যাকীভূত হইয়া থাকে। তাই ষত প্রকার গ্রহরণ আছে, বজ্রের মত গ্রহরণ আর নাই। বজ্রাগ্নি প্রদীপ্ত হইলেই বৃষ্টিতে হইবে—স্বরূপাবস্থার বাহা কিছু বিরোধী সেই সকল বৃত্তি ধ্বংস হইয়া বাইবে।

গরু দেখা যায় কূটস্থের মধ্যে। ইহা কিন্তু কামধেয়। সাধকের সঙ্কল্পমাত্রই সেই সকল কাম্যবস্তুর সাধকের নিকট উপস্থিত থাকে।

তাহার পর কন্দর্প—সাধকের ইচ্ছারহিত কাম আপনাপনি হয়। কোন মনে সঙ্কল্প নাই, অথচ অভীষ্ট বস্তু আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধকের সাধনাবস্থায় কখন কখন কূটস্থের মধ্যে জ্যোতির্ময় সর্প দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৮

অমৃতম্। নাগানাম্ (নাগগণের মধ্যে) অনন্তঃ অস্মি (আমি অনন্ত), বাদসামঃ চ (এবং জলচরগণের মধ্যে) অহং বরুণঃ (আমি বরুণ), পিতৃণাং (পিতৃগণের মধ্যে) অর্যমা অস্মি (আমি অর্যমা), সংযমতাং চ (ও নিয়মকারিগণের মধ্যে) অহং যমঃ (আমি যম) ॥ ২৯

শ্রীমদ্ভগবতঃ। অনন্ত ইতি। নাগানং নির্বিষাণাং রাজা অনন্তঃ শেবোহস্মি। বাদসামঃ জলচরাণাং রাজা বরুণোহস্মি। পিতৃণাং রাজা অর্যমা অস্মি। সংযমতাং নিয়মনং কুর্তাতাং মধ্যে যমোহস্মি ॥ ২৯

ব্রহ্মানুমান্দ। নির্বিষ নাগগণের মধ্যে তাহাদের রাজা যে অনন্ত (শেব নাগ) তাহা আমি। জলচরগণের মধ্যে তাহাদের রাজা বরুণ আমি। পিতৃগণের মধ্যে রাজা যে অর্যমা তাহা আমি। সংযম বা শাসনকারীগণের মধ্যে আমি যম ॥ ২৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। অনন্ত নাগ দেখায়—কারণ বারি—রিচা অর্থাৎ গলা হইতে জ্র পর্য্যন্ত—বায়ুর স্থিতি আর সংযম—অর্থাৎ প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধি।—কূটস্থের মধ্যে অনন্ত নাগকে দেখা যায়। নীল সমুদ্রের মত অথবা নীলাকাশ সদৃশ কারণবারি দেখা যায়, বাহার মধ্যে সমস্ত নিহিত আছে। সব ‘বাদঃ’ বা সব রসের মধ্যে আমি প্রধান রস কারণবারি, যাহাকে আশ্রয় করিয়া স্রষ্টি, স্থিতি, সংহার পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন জগৎলীলা এই রসকে অবলম্বন করিয়াই চলিতেছে।

প্রহ্লাদশাস্ত্রি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।

মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রোহং বৈনতেরশ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০

অর্থ্যমা পিতৃগণের অধিপতি । “পা” ধাতু হইতে পিতৃ—যিনি পালন করেন । পালক কে ? ‘বায়ুধাতা শরীরীনাং’ দেহধারী মাজেরই পালক বায়ু বা প্রাণ । প্রাণ অপান ও সমান শিথিল হইলেই আর শরীর থাকে না । এই প্রাণের অধিপতি “অর্থ্যমা” । “অর্থ্য”—ঋ ধাতু হইতে গমন করা বুঝায় । যখন আর গমন করে না, প্রাণের সেই স্থির ভাবই “অর্থ্যমা” । তখন গলা হইতে লুপ্যন্ত বায়ু স্থির থাকে । প্রথমে বায়ু মস্তক পর্যন্ত যায়, পরে হৃদয়, পরে শুভ্রদ্বারে স্থির হয় । ইহাই ঋক, সাম যজুঃ—এই তিন একত্রে মিলিয়াই ঋকার । মস্তক, মস্তক হইতে হৃদয় ও হৃদয় হইতে শুভ্রদ্বার—এই তিন গ্রহি ভেদ করিলে পরে কণ্ঠ ও তালু পর্যন্ত বায়ু স্থির থাকে—ইহারই নাম ত্রিচা, ইনিই সাবিত্রী । বাম শ্বাস, দক্ষিণ শ্বাস ও মধ্য শ্বাস অর্থাৎ সুষুম্না সূক্ষ্ম বায়ু মৃগাল তত্ত্বের দ্বারা সূক্ষ্ম—তিনিই ঋচা অর্থাৎ আপনাকে আপনি জানিবার মন্ত্র । ইনিই চক্ৰল মনকে অন্তরীক্রে বাইতে না দিয়া জিয়ার পর অবস্থার স্থিরতা—বাহ্য নিজে বোধ স্বরূপ—তাহা অনুভব করাইয়া দেন । সংযমকারিগণের মধ্যে যম ভগবানের প্রধান বিভূতি । কৈবল্যোপনিষদে আছে—‘পুরত্রে ক্রীড়তি বস্ত্র জীবন্ততন্ত্র জাতং সকলং বিচিত্রং । আধারমানন্দবধুবাধঃ বস্মিন্ শয়ং বাতি পুরত্রেঞ্চ ॥’ সেই অণুস্বরূপ জীব যিনি মায়াবিশিষ্ট হইয়া কখন এটা কখন ওটাতে মন দিতেছেন, বালকের দ্বারা এই শরীরের জিহ্বানে খেলা করিতেছেন, তাহা হইতে এই বিচিত্র অবস্থার (জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুস্থপ্তির) উদ্ভব হইতেছে । এইরূপ খেলা করিতে করিতে ক্রান্ত জীব গুরু নিকট সঙ্গপদেশ পাইয়া জিয়া করিতে আরম্ভ করে, জিয়া করিয়া জিয়ার পর-অবস্থার ব্রহ্মাধারে থাকিয়া জীব অব্যক্ত অখণ্ডানন্দ নিজবোধরূপ হইয়া যায় । তখন শরীরের এই তিন পুরই (ত্রিভুবন) লয় হইয়া যায় । এই তিন পুরের প্রকাশ যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ জীবলীলার অবদান নাই । এই তিন পুরের নাশ হইবে সংযমের দ্বারা । যম সেই সংযমী পুরীর অধিপতি । যোগদর্শনে আছে—‘ত্রয়মেকত্রসংযমঃ’—ধারণা ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি একত্রে কোন বিষয়ে প্রবর্তিত করার নাম সংযম । যখন এই সংযমের এতদূর মাত্রাধিক্য হয় যে আর বাহ্য বিষয়ের কোন সংজ্ঞা থাকে না, সমাধিভঙ্গের আশাও থাকে না বা উহা বহুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয়—‘ভং বিভ্রাদুৎসংযোগবিয়োগঃ যোগসংজ্ঞিতং’—উহাই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান । তখন প্রাণ স্থির ও মন স্থির হয় । এই মহাহিরাবস্থাই মহা-শব—জগৎ মহাশ্মশান—সেই মহাশ্মশানে আর কেহই থাকে না । থাকেন কেবল অনাদি পুরুষ শিব ও শিবহৃদ্যিবিহারিণী মা কালিকা । ইনি সূক্ষ্ম প্রাণরূপে তখন চক্রে চক্রে চলিতে থাকেন ॥ ২০

অন্যত্র । দৈত্যানাং চ (দৈত্যগণের মধ্যে) প্রহ্লাদঃ অগ্নি (আমি প্রহ্লাদ), কলয়তাং (গ্রাসকারীগণের মধ্যে) অহং কালঃ (আমি কাল), মৃগাণাং চ (এবং পশুগণের মধ্যে) অহং মৃগেন্দ্রঃ (আমি সিংহ), পক্ষিণাম্ চ (আর পক্ষিগণের মধ্যে) বৈনতেরঃ (আমি গরুড়) ॥ ৩০

শ্রীপ্রহ্লাদ । প্রহ্লাদ ইতি । কলয়তাং বশীকূর্বতাং গণয়তাং বা মধ্যে কালোহহমহি । মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ । পক্ষিণাং মধ্যে বৈনতেরো গরুড়োহহি ॥ ৩০

বক্ষ্যানুবাদ । আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ । বশকারী অথবা গণনাকারী বাহারী তাহাদের মধ্যে আমি কাল । পশুদিগের মধ্যে আমি মৃগেন্দ্র অর্থাৎ সিংহ । পক্ষীদিগের মধ্যে আমি গরুড় ॥ ৩০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । প্রকৃষ্টরূপ আনন্দ সর্বদা মস্তকে বায়ু স্থির রাখে যে—সিংহ দেখা যায়—পক্ষী দেখা যায় ।—দ্রিতি হইতে দৈত্য, দ্রিতি শব্দ দো ধাতু হইতে, বাহার অর্থ দ্বিগ বা বঙ । আনন্দ মাজেরই ব্রহ্মানন্দের দ্বারা, কিন্তু তাহা যখন ইন্দ্রিয় বিষয় জনিত হয় তখন তাহা খণ্ডিত বা স্থির হয় । অর্থাৎ তাহাতে সময়স ভাব থাকে না, আসে আবার চলিয়া যায় । এইজন্য বিষয়ানন্দকে পরমানন্দ বলা যায় না । প্রকৃষ্ট আনন্দ তখনই হয়, যখন প্রাণ ও মনের চাকলাভাব থাকে না । তাহাই স্থিরত্বের আনন্দ, এই আনন্দ সাধকেরা বুঝিতে পারেন, যখন মস্তকে প্রাণবায়ু স্থির হইয়া যায় । সে অবস্থিতির দ্বারা বাহ্যী পরমানন্দের আর তুলনা কোথাও নাই । সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ অন্তররাজ্যে গুটাইয়া তখন একমুখী হইয়া যায়, অন্তরকমল বিলাসিনী প্রাণময়ী জগন্মাতা তখন আনন্দময়ীরূপে সাধকের চিত্তে বিহার করেন ।

‘অহং সুবে পিতরমন্ত মূর্জয়মবোনিরপ্ স্বস্তঃ সমুদ্রে ।

ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানুবিষা উতামুংতাং বক্ষ্যোপশ্যামি ॥

ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, দেবীসুক্ত

সকলের আদি পিতা এবং সর্বভূতের মূল কারণ আকাশকে আমিই প্রসব করিয়াছি, আমি যে অবস্থা হইতে আদি পিতাকে প্রসব করিয়াছি তাহা সমুদ্রের অতল তলের দ্বারা অতীত হুজুর্দ, আমি চৈতন্যরূপে এই ত্রিভুবন ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি, শক্তিরূপেও সমস্তে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছি । ইনিই জগন্মাতা, ইনিই সকলের প্রাণ ।

‘রাজ্যং তন্ত প্রতিষ্ঠা চ লক্ষীকৃত্য সদা স্থিরা-।

প্রভুত্বং তন্ত সামর্থ্যং বস্ত্র ত্বং মন্তকোপরি ॥’

মা, তুমি বাহার মস্তকে (সহস্রারে) প্রতিষ্ঠিত হও, রাজ্য তাহার পদানত হয়, প্রতিষ্ঠা তাহার আরাধনা করে, লক্ষ্মী সেখানে সদা স্থিরভাবে অবস্থান করেন, প্রভুত্ব এবং সামর্থ্য সমস্তই তাহার অনুগামী হয় ।

‘মৃগেন্দ্রোহং’—কুটস্থের মধ্যে সিংহ দেখা যায় । সিংহনাদও শুনিতে পাওয়া যায় । সিংহনাদ যে সাধক শুনিতে পান, তাহার সমাধি আসন্ন বুঝিতে হইবে । মৃগ অর্থে অব্বেষণ বা বাচ্চা হয় । সকল অব্বেষণের বড় অব্বেষণ আত্মানুগমন, সকল ভিক্ষার শ্রেষ্ঠ মুক্তি ভিক্ষা ।

বৈনতেরঃ—গরুড় । কুটস্থের মধ্যে গরুড়পক্ষী দেখা যায় । বাণের পাখাকেও পক্ষ বলে ‘শরোহাশ্বা’—শর হইতেছে মন, বাহ্য বেগযুক্তভাবে গমন করে । মনের এই বেগযুক্তভাবে যখন ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে, তখনই তাহার বিস্তার (যিনি বিশ্বের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন) বাহন হয় । স্তব্ধতা সমস্ত মনোবেগের মধ্যে ভগবদ্ব্যবস্থা মনোবেগই সর্বশ্রেষ্ঠ । এইরূপ

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শত্রুভূতামহম্ ।

ঝবাণাং মকরশ্চাস্মি শ্রোতসামস্মি জাহুবী ॥ ৩১

অবস্থা ঘাঁটার হয় তাঁহাকে বিনত অর্থাৎ বিশেষভাবে নত হইতে হয় । এই প্রণত ভাবই ভগবদ্-সাক্ষাৎকারের প্রকৃষ্ট উপায় । [গুরুডও সেই অর্থ প্রকাশ করে । গর=বিষ, হৃদয়গ্রহিই জীবের পক্ষে বিষের কার্য করে, তাহা যিনি বিনাশ করেন ।] চক্ষুতে কূটস্থ রহিয়াছেন তাহার মধ্যে কৃষ্ণস্বরূপ ব্রহ্ম, আর জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নিই মহারথ । বায়ুর উর্দ্ধগতি হওয়াতেই এই কূটস্থের দিব্যরূপ দর্শন হয় । সূতরাং বায়ুর উর্দ্ধগতিরূপ গুরুড়ের উপর এই কূটস্থের স্থিতি হইয়াছে । তখন মাথার এক প্রকারের ভার বোধ হয় । ক্রিয়ার পর অবস্থায় এইরূপ ভার বোধ হয় । শাস স্থির হইলেই যে ক্রিয়ার পরাবস্থা হয়, তাহাতে বাসনার বেগ, মনের চাক্ষুশ আর কিছুই থাকে না ॥ ৩০

অনুব্রত । পবতাং (পবিত্রকারীগণ বা বেগবানদিগের মধ্যে) পবনঃ অস্মি (আমি পবন), শত্রুভূতাং (শত্রুধরগণের মধ্যে) অহম্ রামঃ (আমি রাম), ঝবাণাং (মৎস্তগণের মধ্যে) মকরঃ অস্মি (আমি মকর), শ্রোতসাং চ (এবং প্রবাহিনী নদী সমূহের মধ্যে) জাহুবী অস্মি (আমি পুতলগিণী গঙ্গা) ॥ ৩১

শ্রীশঙ্কর । পবন ইতি । পবতাং পাবয়িতৃণাং বেগবতাং বা মধ্যে বায়ুরহমস্মি । শত্রুভূতাং বীরগণাং রামো দাশরথিঃ । ঝবা পরপ্তরামঃ । ঝবাণাং মৎস্তানাং মধ্যে মকরো নাম মৎস্তজাতি বিশেষোহহম্ । শ্রোতসাং প্রবাহাদিকানাং মধ্যে ভাগীরথী ॥ ৩১

বঙ্গশাস্ত্রানুবাদ । পবৎ শব্দে পাবয়িতৃণাং অর্থাৎ পবিত্রকারিগণ মধ্যে অথবা বেগবানদিগের মধ্যে আমি বায়ু হইতেছি । শত্রুধারী বীরগণের মধ্যে আমি দাশরথি রাম অথবা পরপ্তরাম । ঝদ অর্থাৎ মৎস্তদিগের মধ্যে আমি মৎস্তজাতিবিশেষ মকর । প্রবাহাদিকদিগের মধ্যে আমি ভাগীরথী ॥ ৩১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । বায়ু ইচ্ছারহিত—দেখা যায়—জাহুতে বায়ুর জোয়ার।—প্রাণায়ামাদি বায়ুর কার্য করিলে ইচ্ছারহিত অবস্থা হয় । ইচ্ছাই সকল পাপের মূল । এই ইচ্ছা নষ্ট হয় প্রাণায়াম সাধন দ্বারা । অশুদ্ধিই প্রকৃত মল । আবরণ ও বিক্ষেপই মনের অশুদ্ধি বা মল । প্রাণায়াম দ্বারা এই অশুদ্ধি ক্ষয় হয় । বোগদর্শনে আছে “ততঃ ক্রীয়তে প্রকাশবরণম্”—প্রকাশ স্বরূপ যে আত্মা তাহার আবরণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—ইহাই প্রাণায়ামের ফল । প্রাণ আত্মারই বিশেষ শক্তি, সেই শক্তির দ্বারাই জগৎকার্য সাধিত হইতেছে ; এই প্রাণে যিনি প্রতিষ্ঠিত হন, প্রাণশক্তির যিনি আশ্রয়, সেই ব্রহ্মা পুরুষ বা চিতিশক্তির সন্ধান তিনি পান ।

রামঃ—রামকে দেখা যায় । সকলের মধ্যে যিনি রমণ করেন তিনিই সকলের আত্মা । শত্রুই অযুধ, যদ্বারা রক্ষা বা জ্ঞান পাওয়া যায় । যাহার মন আত্মাতে স্থির তাহার আর ভয় নাই । সূতরাং ভয় হইতে পরিত্রাণের যত অস্ত্র আছে, আত্মাই তন্মধ্যে সর্বপ্রধান । স্থির প্রাণের বিভিন্ন স্থানে গতির দ্বারা জ্ঞান প্রকাশ হয় । সেই জ্ঞান প্রবাহের মধ্যে পবিত্রতম

সর্গাণামাদিরন্তুশ্চ মধ্যঃ চৈবাহমর্জুন ।

অধ্যাত্মবিজ্ঞা বিজ্ঞানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২

আত্মজ্ঞানই গঙ্গা । জাহুর মধ্যে তখন স্থির বায়ুর গতি হয় । সর্গাণ্যে স্থির বায়ুর গতি হইলে আর তাহার বাহু কর্ম থাকে না, জাহুর মধ্যে বোঝিতে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি করিলে কিন্তু রৌরবে গমন করে । আসক্তিপূর্বক পুনঃ পুনঃ দেখিলে কণ্ঠস্থ বায়ু পর্য্যন্ত মগ্ন হইয়া সেই কথার আলাপ করে এবং তাহাতেই স্বপ্ন পাইবে মনে করিয়া তাহাতে লীন হয় এবং পরিণামে রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যু হয় । এই জাহুকে ভেদ করিয়া বা কামকে অতিক্রম করিয়া ; মনের যে নিশ্চল প্রবাহ বহিবে তাহাই পবিত্র গঙ্গা ॥ ৩১

অনুব্রত । অর্জুন ! (হে অর্জুন) সর্গাণাম্ (সৃষ্টপদার্থ মাত্রেয়ই) আদিঃ অন্তঃ চ মধ্যঃ চ (আদি, অন্ত এবং মধ্য) অহম্ এব (আমিই) ; বিজ্ঞানাং (বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে) অধ্যাত্মবিজ্ঞা (আত্মবিজ্ঞা বা ব্রহ্মবিজ্ঞা) ; প্রবদতাম্ (বাদী বা তार्কিকগণের মধ্যে) অহম্ বাদঃ (আমি বাদ) ॥ ৩২

শ্রীশঙ্কর । সর্গাণামিতি । সৃজ্যস্ত ইতি সর্গা আকাশাদয়ঃ । তেষামাদিরন্তুশ্চ মধ্যঃ চৈবাহম্ । অহমাদিশ্চ মধ্যাভ্যন্তর্য্যে সৃষ্টাদিকর্তৃৎ পারমৈশ্বর্য্যমর্জুন, অত্র তুংপত্তিস্থিতিপ্রলয়া মবিতৃতিত্বেন ধোয়া ইভ্যুচ্যত ইতি বিশেষঃ । অধ্যাত্মবিজ্ঞা আত্মবিজ্ঞা । প্রবদতাং বাদিনাং সম্বন্ধিতো বাদজন্মবিতণ্ডাখ্যাত্তিশ্রঃ কথাঃ প্রসিদ্ধাঃ । তাসাং মধ্যে বাদোহহম্ । বত্র দ্বাত্যামপি প্রমাণতত্ত্বকর্তৃশ্চ স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে । পরপক্ষশ্চ জলজাতিনিগ্রহস্থানৈর্দৃষ্ট্যতে স জল্পো নাম । বত্র ত্বেকঃ স্বপক্ষং স্থাপয়তি অন্তস্ত জলজাতিনিগ্রহস্থানৈস্তংপক্ষং দুষয়তি—ন তু স্বপক্ষং স্থাপয়তি—স্যা বিতণ্ডা নাম কথা । তত্র জল্পবিতণ্ডে বিজিগীষমাণয়োঃ বাদিনোঃ শক্তিপরীক্ষামাত্রকলে । বাদস্ত বীতরাগয়োঃ শিষ্যচাৰ্য্যয়োঃ অন্তর্য্যেকী তত্বনিরূপণকলঃ । অতোহসৌ শ্রেষ্ঠত্বাৎ মবিতৃতিত্বার্থঃ ॥ ৩২

বঙ্গশাস্ত্রানুবাদ । যাহার সৃষ্টি হয় তাহা সর্গ অর্থাৎ আকাশ প্রভৃতি, তাহাদের মধ্যে আদি, অন্ত ও মধ্য আমি । এই অধ্যায়েরই ২০ শ্লোকে সৃষ্টাদির কর্তৃত্বরূপ পারমৈশ্বর্য্য বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ও যে মবিতৃতিরূপে ধোয় ইহাই বলিলেন এইমাত্র বিশেষ । অধ্যাত্মবিজ্ঞা অর্থে আত্মবিজ্ঞা—[বিজ্ঞানকলের মধ্যে আমি সেই আত্মবিজ্ঞা]—প্রবদৎ শব্দের অর্থ বাদী, এই বাদিগণের সম্বন্ধে বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা নামক ত্রিবিধ ‘কথা’ প্রসিদ্ধ আছে, তাহার মধ্যে আমি বাদ । বাহাতে উভয় বাদীই প্রমাণ ও তর্ক দ্বারা স্বপক্ষ স্থাপন করে এবং পরপক্ষকে জল, জাতি ও নিগ্রহস্থান দ্বারা যে দোষ প্রদান করে তাহার নাম ‘জল্প’ । কিন্তু বাহাতে এক ব্যক্তি স্বপক্ষ স্থাপন করিলে অপর পক্ষ জল, জাতি ও নিগ্রহস্থান দ্বারা সেই পক্ষের দোষ দেখাইয়া দেয়, কিন্তু স্বপক্ষ স্থাপন করে না, তাহার নাম বিতণ্ডা । ইহাতে জল্প ও বিতণ্ডা দ্বারা বিজয়েচ্ছু বাদিদের শক্তির পরীক্ষা হয় মাত্র । ‘বাদ’ কথার কল এই যে বীতরাগ শিষ্য ও আচার্য্যের বা অন্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে তত্বনির্ণয় । অতএব “বাদ” শ্রেষ্ঠ, এইজন্য ইহা আমার বিতৃতি ॥ ৩২

অক্ষরাণামকারোহ্মি দ্বন্দ্ব সামাসিকস্ত চ ।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিখ্যতোমুখঃ ॥ ৩৩

আখ্যাত্তিক ব্যাখ্যা। আকাশের আদি অন্ত মধ্যরূপ—ক্রিয়ার পর স্থির অবস্থা—উত্তর দিয়া যে নিরন্তর করিতে পারে।—স্থির আদি অন্ত ও মধ্যভাগ সবই আমি। এক অখণ্ড আত্মা ত্রিকালে বর্তমান। আকাশে আদি, অন্ত, মধ্যরূপ খণ্ড ভাব নাই। ষট পটামিতে আকাশ খণ্ডিত বলিয়া মনে হইলেও ষটপটাদি ব্যবধান আকাশকে বৈরূপ প্রকৃতই খণ্ড খণ্ড করিতে পারে না, তদ্রূপ আত্মার অসংখ্য শরীরাদি উপাধি থাকিলেও এক অখণ্ড আত্মাই চির বিস্তারিত তাহাকে কোন বেটনের মধ্যে আনা যায় না। ক্রিয়ার পর অবস্থাতে বধন দেহবোধ থাকে না তখন আত্মমধ্যবিহীন আত্মার অখণ্ড স্বরূপের বোধ হইয়া থাকে। অধ্যাত্ম বিজ্ঞা—এই অধ্যাত্ম বিজ্ঞাই আত্মবিজ্ঞা, বদ্যার আত্মজ্ঞান লাভ হয়। ‘বিজ্ঞা হি কা ব্রহ্মগতিপ্রদা বা’—দেহকে অধিকার করিয়া আছেন বলিয়া আত্মাই অধ্যাত্ম। এই দেহ স্বরূপে ও তাহাতে অবস্থিত আত্মা স্বরূপে জ্ঞান আত্মক্রিয়ার দ্বারাই লাভ, এইজন্ত এই ক্রিয়াসাধনকেও অধ্যাত্ম বলা যায়। এই আত্মক্রিয়ার দ্বারাই দেহাভিবোধ নষ্ট হয় এবং সত্যবোধ বা পরমার্থ বোধের উদয় হয়।

বাদ—বাহাতে প্রকৃত জিজ্ঞাসুর সন্দেহ নিরন্তর হয়। ক্রিয়ার পর-অবস্থা ব্যতীত অন্ত অবস্থাতে ইহা সম্ভব নহে ॥ ৩২

অব্রহ্ম। অক্ষরাণাম্ (অক্ষর সকলের মধ্যে) অকারঃ অস্মি (আমি অকার) সামাসিকস্ত চ (এবং সমাস সমূহের মধ্যে) দ্বন্দ্বঃ (দ্বন্দ্ব সমাস), অহম্ এব (আমিই) অক্ষয়ঃ কালঃ (অবিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপ অক্ষয় কাল), অহং (আমি) বিখ্যতোমুখঃ ধাতা (সর্বকর্মকলবিধাতা)। ৩৩

শ্রীশঙ্কর। অক্ষরাণামিতি। অক্ষরাণাং বর্ণানাং মধ্যে অকারোহ্মি। তত্ত্ব সর্ব বাহ্যত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ। তথা চ ঋতিঃ—অকারো বৈ সর্বা বাক্ সৈবা স্পর্শোহুভিক্ষ্যজ্যামান্য বহ্বী নানারূপা ভবতীতি। সামাসিকস্ত সমাসসমূহস্য মধ্যে দ্বন্দ্বঃ—রামকৃষ্ণাবিত্যাদি সমাসঃ—অস্মি। উভয়পদপ্রধানত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ। অক্ষয়ঃ প্রবাহরূপঃ কালোইহমেব। কালঃ কলয়তামহমিত্যত্র আয়ুর্গণনাশ্রয়ঃ সংবৎসরশতাব্দীভিঃ স্বরূপঃ কাল উক্তঃ। স চ তন্নিদ্রাযুবি ক্রীণে সতি ক্ষীয়েতে। অত্র তু প্রবাহাত্মকোহক্ষয়ঃ কাল উচ্যত ইতি বিশেষঃ। কর্মকল বিধাতৃণাং মধ্যে বিখ্যতোমুখো ধাতা। সর্বকর্মকলবিধাতৃ অহমিতিার্থঃ ॥ ৩৩

ব্রহ্মানুবাদ। অক্ষর অর্থাৎ বর্ণ সকলের মধ্যে আমি অকার। অকার সর্ববাহ্যত্ব, সেই হেতু শ্রেষ্ঠ। ঋতিতে আছে—“অকারই সর্ববাক্য স্বরূপ, উহা স্পর্শ ও উদ্বল্লপে ব্যজ্যমান অর্থাৎ প্রকাশমান হইয়া নানারূপে প্রকাশিত হয়।” সমাস সমূহের মধ্যে উভয় পদের প্রাধান্য হেতু “রামকৃষ্ণে” ইত্যাদি যে দ্বন্দ্বসমাস তাহা আমি। আমি অক্ষর প্রবাহরূপ কাল। ‘কালঃ কলয়তামহম্’—পূর্বে কালের কথা বলা হইয়াছে উহা আয়ুর্গণনাশ্রয়—সংবৎসর যে শত আয়ুস্বরূপ কালের কথাই বলা হইয়াছে। উহা আয়ুর্কীর্ণ হইলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুত্তমশ্চ ভবিষ্যতাম্।

কীর্তিঃ শ্রীকৃষ্ণ চ নারীগাং স্মৃতিশ্চৈবা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪

এখানে প্রবাহরূপ অক্ষরকালের কথা বলা হইল এইনাত বিশেষ। কর্মকল-বিধাতৃগণের মধ্যে আমি বিখ্যতোমুখ ধাতা, অর্থাৎ সর্বকর্মকলবিধাতা।

আখ্যাত্তিক ব্যাখ্যা। কূটস্থ—তুই—স্থির—উৎপত্তি স্থান ব্রহ্ম সকল দিকেই মুখ।—ওঁকাররূপ শরীরের মধ্যে সর্বত্রই কূটস্থের অমৃতত্ব হইতে পারে, কিন্তু তুই স্থানে কূটস্থ স্থির অর্থাৎ নিত্য, ক্রমোৎপত্তি ও মূলধানে। কূটস্থ অব্যক্ত ও নিত্য, তিনিই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহাকেই ব্রহ্ম বলে। মূলধানে বায়ু গমন করিলে দলন স্থিতির ক্ষমতা হয় অর্থাৎ দূরের রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ ও শব্দের অমৃতত্ব এই ষটেতেই হয়। এই ব্রহ্মের সকল দিকেই মুখ, ইহার এতাদৃশ পরাক্রম যে বাহ্য ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন। চতুর দ্বারা অরূপের রূপ—কূটস্থ, বিন্দু দেখেন। কর্ণ দ্বারা অশব্দের শব্দ—ওঁকার ধ্বনি শুনে। জিহ্বা দ্বারা অরসের রস আস্থান করেন, অর্থাৎ বায়ুরূপ অমৃত (মিষ্ট) গলার বোধ হয়। নাসিকায় অগন্ধের গন্ধ—নান্য জন্মের ও পুষ্পের গন্ধ পান। হৃৎ অস্পর্শীয় ব্রহ্ম বায়ু দ্বারা স্পর্শ করেন। সেই এক ব্রহ্ম বস্তুই আপনাকে বহুভাবে অমৃতত্ব করেন ॥ ৩৩

অব্রহ্ম। অহং চ (আমি আবার) সর্বহরঃ মৃত্যুঃ (সংহারকারিগণের মধ্যে—সর্বসংহারকারী মৃত্যু); ভবিষ্যতাম্ চ (ও ভাবিকালের প্রাণিগণের) উত্তমঃ (অতীত—আমি); নারীগাং চ (এবং নারীগণের মধ্যে) কীর্তিঃ, শ্রীঃ, বাক্, স্মৃতিঃ, মেধা, ধৃতিঃ, ক্ষমা (কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা—ধর্মগুণস্বরূপা এই সমস্ত দেবী আমারই বিভূতি) ॥ ৩৪

শ্রীশঙ্কর। মৃত্যুরিতি। সংহারকাণাং মধ্যে সর্বহরো মৃত্যুঃ অহম্। ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানাং প্রাণিনাম্ উত্তমোহুত্তমোহহম্। নারীগাং মধ্যে কীর্ত্যাদিঃ সপ্ত দেবতারূপাঃ জিহ্নোহহম্। বাসাম্ আভাসমাত্রযোগেন প্রাণিনঃ শ্রাব্যা ভবন্তি ত্যঃ কীর্ত্যাদিঃ জিহ্নো মনিতৃত্যঃ ॥ ৩৪

ব্রহ্মানুবাদ। সংহারকদিগের মধ্যে আমি সর্বহর মৃত্যু। প্রাণিগণের ভবিষ্যৎ কল্যাণের পক্ষে আমি অতীত স্বরূপ। নারীগণের মধ্যে কীর্তি প্রভৃতি সপ্ত দেবতারূপা নারী আমি। ইহাদের আভাস মাত্র সত্ত্ব দ্বারা প্রাণিগণ শ্রাব্য ভবন্তি ত্যঃ কীর্ত্যাদিঃ জিহ্নো মনিতৃত্যঃ ॥ ৩৪

[উক্ত নারীগণকে ধর্মগুণী বলা হয়। ইহারা প্রকৃত ধার্মিক তাহাদের ঐ সকল বিভূতি ধর্মলক্ষণ রূপে কুটিয়া উঠে। (১) ধার্মিকের যে চতুর্দিকে বশঃ কীর্ষিত হয় তাহাই কীর্তি। (২) ধর্মাত্মান দ্বারা ধার্মিকের দেহাদিতে যে শৌন্দর্য্য কুটিয়া উঠে, তাহা মেধা শোকে মুগ্ধ হয়, তাহার নাম শ্রী। (৩) ধার্মিক পুরুষ ধর্মচরণ দ্বারা যে অপূর্ব বাগ্‌বিভব লাভ করেন, ইহার বালী শুনিয়া শোকে মুগ্ধ হয়, শোকের মনের স্নেহ দূর হয়, সেই কবিতা-রসময়ী ভাবপ্রকাশক শক্তির নাম বাক্। (৪) স্মৃতি—স্মরণশক্তির নাম

বৃহৎসাম তথা সান্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহম্ ।

মাসানাং মার্গশীর্ধোহহমৃতানাং কুশুমাকরঃ ॥ ৩৫

স্মৃতি । ভগবদ্বিষয়িনী স্মৃতি ধ্রুবা হইলেই মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হইয়া থাকে । (৫) মেধা—
বুদ্ধির দ্বারা বুঝিয়া তাহা ধারণ করিবার শক্তির নামই মেধা । মেধা বাহ্যর ভাল তাহার
বিস্মৃতি আসে না । বাহ্যর মেধা বত তীক্ষ্ণ সে তত অভ্যাস লাভ করে । (৬) ধৃতি—
বিষয়ান্তরের ধারণা না করিয়া মন প্রাণ, ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া চিত্তকে ভগবদ্বশে
একাগ্র করিবার শক্তির নামই ধৃতি । (৭) ক্ষমা—হর্ষ বিবাদে উৎফুল্ল বা আতুর না
হওয়াকেই ক্ষমা বলে ।

বাহ্যে বাধ্যাত্মিকে চৈব হৃৎপ্রাণচৌপাতিকে কচিৎ ।

ন কুপ্যতি ন বা হস্তি সা ক্ষমা পরিকীর্তিতা ॥ ৩৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । মৃত্যু সকল হরণ কর্তা—ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে ও
হইবে—নারীর কীর্তি শ্রী আব বাক্য আব স্মৃতি মেধা ধৃতি ক্ষমাকপ ।—সমাধি রূপ
মৃত্যুই সমস্ত বিষয়ের প্রকৃত হরণকর্তা । সাধারণ মৃত্যুতে দেহাদি নাশ হইলেও সংসারের নাশ
হয় না, এইজন্য আবার জন্ম হয় ও আবার মৃত্যু হয় । জন্মের আদি যেখান হইতে হইয়াছে,
তাহারই নাম ব্রহ্ম । ইহাকে জানিলে জীব সর্বজ্ঞ হয় । এই সর্বজ্ঞতাই সমস্ত অভ্যাসের মধ্যে
শ্রেষ্ঠ । ক্রিয়ার পর অবস্থার থাকিতে থাকিতে ব্রহ্ম আটকিয়া থাকে, তখন সব ভাব একভাবে
মিলিয়া এক হইয়া যায় । ধর্মরূপ ঐশ্বর্যের দ্বারা মনের যে বল হয় এবং তজ্জনিত শরীরে যে
কান্তি হয় তাহাই “শ্রী” । “বাক্”—সুন্দর ভাবে বুদ্ধাইবার বা বলিবার যে শক্তি । সাধনার দ্বারা
এই বাক্ শক্তি বিপুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় । সাধকের বাক্যে মুগ্ধ হইয়া বহু শোকে তাঁহার
প্রতি আকৃষ্ট হয় । “স্মৃতি”—এ একপ্রকার সাধন বিভূতি, বাহ্য হইলে বহুদিন পূর্বের কথা,
বহু জন্মের কথা সাধকের স্মরণ হয় । অথবা ক্রিয়ার পর-অবস্থায় ও কুটম্বদর্শনের যে স্মৃতি—
এই স্মৃতি যে সাধকের সদা জাগ্রত থাকে তিনি জীবমুক্ত অবস্থা লাভ করেন । এইরূপ
স্মৃতির নামই “মেধা” । “ধৃতি”—সাধন দ্বারা বাহ্যর চিত্ত ও শ্বাস বত অধিক পরিমাণে রুদ্ধ হয়
তাঁহার ধৃতি তত উচ্চাঙ্গের হইয়া থাকে । “ক্ষমা”—যোগবলের দ্বারা অসাধ্য সাধন করিতে
পারিলেও যিনি ধৈর্যের সহিত সেই শক্তি সঞ্চয় করেন এবং কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ বা ভূষ্ট
হইলেও যিনি নিয়মের বহির্ভূত কোন কার্য করেন না, এবং ইন্দ্রিয়গণের ধৈর্যচ্যুতির কারণ
উপস্থিত হইলেও যখন তাহার ধৈর্যচ্যুত না হইয়া সাম্যাবস্থার বর্তমান থাকে, তাহাই প্রকৃত
ক্ষমা ॥ ৩৪

অন্তর্ভুক্ত । অহং (আমি) সান্নাং (সাম সকলের মধ্যে) বৃহৎ সাম (বৃহৎসাম),
ছন্দসাম্ (ছন্দসমূহের মধ্যে) গায়ত্রী (গায়ত্রী); তথা মাসানাম্ (মাস সকলের মধ্যে)
অহং মার্গশীর্ধঃ (আমি অগ্রহায়ণ মাস); ঋতুনাং (ঋতু সকলের মধ্যে) কুশুমাকরঃ
বসন্ত ঋতু) ॥ ৩৫

দ্যুতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।

জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্মি সঙ্ঘং সম্ভবতামহম্ ॥ ৩৬

শ্রীশঙ্কর । বৃহৎসামেতি । “আমিদ্ধিবামহে” ইত্যন্তাং ঋচি গীতমানং বৃহৎসামং তেন চ
ইন্দ্রঃ সর্বেশ্বরত্বেন স্বয়ং ইতি শ্রেষ্ঠ্যম্ । ছন্দোবিশিষ্টানাং মন্ত্রাণাং মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্রোহহম্ ।
বিজয়াপাদকত্বেন সোমাহরণে চ শ্রেষ্ঠত্বাৎ । কুশুমাকরো বসন্তঃ ॥ ৩৫

বঙ্গশাস্ত্রবাদ । “আমিদ্ধিবামহে” ইত্যাদি ঋকমন্ত্রে গীতমান বৃহৎসাম তাহা আমি ।
ইন্দ্রকে এখানে সর্বেশ্বররূপে স্তবন করা হইয়াছে, এইজন্য বৃহৎসামের শ্রেষ্ঠতা । ছন্দবিশিষ্ট
মন্ত্রের মধ্যে আমি গায়ত্রী মন্ত্র । গায়ত্রী মন্ত্র বিজয়প্রাপক ও সোমাহরণ মন্ত্র, এইজন্য গায়ত্রী
মন্ত্র শ্রেষ্ঠ । মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ এবং ঋতু সমূহের মধ্যে আমি বসন্ত ॥ ৩৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । বড় ঔকার ধ্বনি—ঔকার ক্রিয়া—মূল্যধার ও
সহস্রার এক হওয়া—সদা বসন্ত ঋতুর আয় বোধ ।—ঔকারধ্বনি সাধকের সাধনাবস্থার
প্রায়ই স্মৃতিতে পান । এই শব্দ কখন কখনও বহু উচ্চ ও বহু দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় । তখন মন
আর অন্য কোথাও থাকে না, সর্বদা শব্দে ভরষা হইয়া থাকে । ঔকারক্রিয়া রূপ যে সাধনা
যোগীরা অভ্যাস করেন তাহাই এখানে ইঙ্গিত করা হইল । ঔকার আদি দ্বারা প্রজ্জলিত
উর্দ্ধগামী অগ্নিতে মন্ত্রের সহিত অপর বায়ু দ্বারা আচ্ছাদিত দেওয়া । প্রণবই সকল মন্ত্রের আদি
মন্ত্র । ঔকারই শরীর, তাহাই আত্ম বীজ । কারণ ইহাই আদি কলাকাজ্ঞারহিত ধর্ম—এই
শরীরে তাহারই সাধন করা আবশ্যক । উহা করিতে করিতে সাধক ক্রিয়ার পর-অবস্থারূপ
ব্রহ্মতে গীন হন । বাহ্যার চৈব চক্রের ক্রিয়া করেন—“ইড্যন্তে তে পিবন্তি জিহ্বয়া মধোরম্ণে
বর্ষা ক্রিতি”, ঋগ্বেদ—তাঁহার জিহ্বা দ্বারা মধু পান করেন । মন রোধ করার নাম ও মধু,
তাহা পান করিলে নেশা হয় । ক্রিয়া দ্বারাই মন রোধ হয়, মনে এক প্রকার নেশা হয় ।
সহস্রার হইতে সূচ্য করিত হয় । তাহা পান করিলে উন্নততা আসে, জগৎ জ্ঞান নষ্ট হয় ।
ইহা ষড়দল পদ্মের রস, তাহা পান করিলে সকল সময়েই বসন্ত ঋতুর মত জ্ঞান হয় ॥ ৩৫

অন্তর্ভুক্ত । ছলয়তাং (ছলনাকারিগণের মধ্যে) দ্যুতম্ অস্মি (আমি দ্যুত ক্রীড়া);
তেজস্বিনাং (তেজস্বী পুরুষগণের) অহঃ তেজঃ অস্মি (আমি তেজ); অহং (আমি) জয়ঃ
(বিজয়ী পুরুষের জয়); ব্যবসায়ঃ অস্মি (অধ্যবসায়ী পুরুষের আমি উত্তম); সম্ভবতাং
(সাধিকগণের) অহং সঙ্ঘং (আমি সম্ভব) ॥ ৩৬

শ্রীশঙ্কর । দ্যুতমিতি । ছলয়তাম্ অস্তোহস্তবক্ষনপরাণাং সম্বন্ধি দ্যুতমস্মি । তেজস্বিনাং
প্রভাববতাং তেজঃ প্রভাবোহস্মি । জেতৃণাং জয়োহস্মি । ব্যবসায়িনাম্ উত্তমবতাং ব্যবসায়
উত্তমোহস্মি । সম্ভবতাং সাধিকানাং সম্ভবমহম্ ॥ ৩৬

বঙ্গশাস্ত্রবাদ । “ছলয়ৎ” শব্দের অর্থ বক্ষনাকারী । পরস্পর বক্ষনাকারকদিগের মধ্যে
আমি দ্যুতক্রীড়া ; আমি প্রভাবশালীগণের প্রভাব । জেতৃগণের আমি জয় । উত্তমবান্দের
ব্যবসায় অর্থাৎ উত্তম আমি । সাধিকগণের আমি সম্ভব ॥ ৩৬

বৃক্ষীনাং বাহুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।

মুনীনাং প্যহং ব্যাসঃ কবীনাং মুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । চতুরতা—তেজ—জয়—কর্ম—সত্য—আমি—
‘বেই জন কৃষ্ণ ভজ্যে সে বড় চতুর’—সাধককে এইরূপ চাতুরী শিখিতে হয় । রিপু সকল
সর্বনাশ প্রলোভন দেখাইয়া বিষয় ভোগ করায়, তাহাদের হস্ত হইতে বাঁচিতে হইলে
তাহাদিগকে বুঝাইলে বা তোষামোদ করিলে তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিবে না ।
তাহাদিগের সহিত এমন ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে তাহারা টের না পায় যে
আমি তাহাদের সঙ্গে ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি করিতেছি । এইরূপে তাহাদিগকে বন্ধনা
করিয়া আত্মোপাসনা করিতে হইবে, নচেৎ তাহারা সাধনে বহু বিঘ্ন আনিয়া ফেলিবে ।
দ্যুত—দিব ধাতু হইতে হইয়াছে । দিব ধাতুর অর্থ আকাশ । মনকে আকাশে বা শূন্যে
রাখিতে পারিলে সেখানে আর কেহ তাহার সন্ধান পাইবে না । কাম লোভীদিকে বন্ধনা
করিবার এমন উপায় আর নাই । এইজন্যই ইহা ভগবদ্বিত্তি । নচেৎ স্রষ্টাকে ক্ষুধাতুর
দ্বারা বন্ধনা করার দ্যুত ক্রীড়ার বে প্রাধান্য তাহা ভগবদ্বিত্তি নহে । যাহার তেজ আছে,
সকলেই তাহার বশে থাকে । ব্রহ্মতেজই সর্বাঙ্গের বড় তেজ । ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন পুরুষকে
দেবতারাগু ভয় করেন । তেজস্বী পুরুষ যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন । এই তেজ কিছু
আত্ম-তেজ । জয়—‘যতো ধর্মন্ততো জয়ঃ’—যেখানে ধর্ম সেখানেই জয় । সচ্চিদানন্দ
ভাবই আত্মার ধর্ম । এই সচ্চিদানন্দে যিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তাহাকে আর কোন
বাসনা বা রিপু নিজেদের বশে আনিতে পারে না । রিপু যাহা তাহার নিকট হার মানিয়া
যায় । ব্যবসায়—উত্তম বা পুরুষকার । উত্তমশীল পুরুষই এই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে জয়লাভ
করিয়া থাকেন । উত্তমই ক্রিয়া করিবার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি । সৎগুণ আমি—ধর্ম, জ্ঞান,
বৈরাগ্যাদিই সৎগুণ । এই সৎগুণ না বাড়িলে কেহই আত্মস্থ হইতে পারে না ।
বিষয়াকুল চিত্ত বিষয়সংগ্রহের জন্যই ব্যাকুল থাকে, তাহার চিত্তবিক্ষেপ যায় না । বিক্ষিপ্ত
চিত্তে আত্মার স্থিরভাব বুঝা যায় না । “সৎ যদ্ ব্রহ্মদর্শনং”—সৎগুণ হইতে ব্রহ্মের
স্বরূপাহতব হয় ॥ ৩৬

অনুব্রত । বৃক্ষীনাং (বৃক্ষীবাংগীরদিগের মধ্যে) বাহুদেবঃ অস্মি (আমি বাহুদেব)
পাণ্ডবানাং (পাণ্ডবগণের মধ্যে) ধনঞ্জয়ঃ (আমি ধনঞ্জয় অর্জুন) ; মুনীনাং অপি (মুনি-
গণের মধ্যে) অহং ব্যাসঃ (আমি বেদব্যাস) ; কবীনাং (কবিগণের মধ্যে) উশনাঃ কবিঃ
(কবি শুক্রাচার্য্য) ॥ ৩৭

শ্রীশ্রদ্ধ । বৃক্ষীনামিতি । বাহুদেবো যোহং স্বামুপদিশামি, ধনঞ্জয় স্বমেব মণ্ডিতঃ ।
মুনীনাং বেদার্থমননশীলানাং বেদব্যাসোহস্মি । কবীনাং ক্রান্তদর্শিনাং (কাব্যদর্শিনাং, শাস্ত্র-
দর্শিনাম্ প্রভৃতি পাঠ্যস্তর) উশনা নাম কবিঃ শুক্রঃ ॥ ৩৭

অনুব্রতস্বান্দ । বৃক্ষীবাংগীরদিগের মধ্যে আমি বাহুদেব, যে আমি তোমাকে উপদেশ
দিতেছি । ধনঞ্জয় ! পাণ্ডবগণের মধ্যে তুমিও আমার বিত্তি । বেদার্থমননশীলগণের মধ্যে

আমি বেদব্যাস । কবি বাহাদুর ক্রান্তদর্শী অর্থাৎ স্বদর্শী, তাহাদিগের মধ্যে আমি উশনা
নামক কবি শুক্রাচার্য্য ॥ ৩৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । ইচ্ছা—ব্রহ্মজ্ঞ—বক্তা—উত্তমপুরুষ ।—বুদ্ধি—“বুধ”
ধাতু হইতে হইয়াছে, বুধ ধাতু অর্থ কাম । দেহাভিমানযুক্ত জীবের যে কাম বা ইচ্ছা হয়
তাহা দেহস্বকীয় সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা । ‘সৎ-বিশুদ্ধ বস্তুদেব শক্তিঃ’—বিশুদ্ধ সত্যই বস্তুদেব ।
সৎ বিশুদ্ধ হইলে বাহ্যকে পাওয়া যায়, তিনিই বাহুদেব । ব্রহ্মসমাপ্তিতে অভিতুত জীবের
সংসার বাসনা প্রবল হয়, বিশুদ্ধসৎ হইলে তখন সে মনোবেগ অবিলম্বে ধারায় আত্মমুখে
প্রবাহিত হয়—তাহাই বাহুদেব । এইরূপ ভক্তবাসনা হইতেই সর্বকামের পরিসমাপ্তি হয়
এবং যিনি বিশ্বের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন সেই কৃষ্ণ চৈতন্যের প্রতি দৃঢ় ভক্তি আশ্রিত
উপস্থিত হয় । তাই সর্বকামের বড় কামনা “আত্মা”কে অভিশ্রব করা, এবং সর্বপ্রাপ্তির
শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি আত্মজ্ঞান লাভ ।

পাণ্ডব—পাণ্ডবেরা পঞ্চভ্রাতৃ, তন্মধ্যে অর্জুন তেজস্বত্ব । ইনিই মণিপুরের শক্তি । এইখানে
সমান বায়ু থাকেন । এই সমান বায়ু বতকণ অবিকৃত থাকেন, ততক্ষণ জীবের অন্ত কোন
ভয় নাই । সমান বায়ুই প্রাণ অপানের সন্ধিস্থলে আশ্রিত প্রাণ অপানকে স্ব স্ব কার্যে স্থির
রাখিয়াছেন । এই বায়ুই বৈষ্ণবী শক্তি । নাতির যে অগ্নি তাহাই জীবের জীবন্ত, এইজন্যও
সর্ব তত্ত্বের মধ্যে ইহারই প্রাধান্য । এতদ্ব্যতীত ইহার আরও একটি অর্থ বিবেচ্য ।
পাণ্ডব পণ্ডা ধাতু হইতে, যাহার অর্থ বেদোচ্ছল বুদ্ধি । বাহাদুর বুদ্ধি উজ্জ্বল, সত্যার্থ
নিরূপণে সমর্থ, তাহারাই পাণ্ডব বা জ্ঞানী । এই জ্ঞানীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ যিনি
ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ । ধন দেবতাকে ইনি জয় করিয়াছিলেন এইজন্য ইহার নাম ধনঞ্জয় ।
ধন যেমন মানুষকে মোহাভিতুত করে এমন আর কিছুতে করে না । এইজন্য ধনের
মোহকেই মহামোহ বলে, ধনাদি জড় বস্তুর প্রতি সমধিক প্রীতিই মোহের লক্ষণ ।
ধনৈবা, পুত্রৈবা প্রভৃতি এবাই জীবনে মহামোহে আবদ্ধ করে, সর্বপ্রকার এষা যিনি জয়
করিয়াছেন তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ হইতে পারেন ।

ব্যাস—বেদবিভাগ কর্তা, যিনি বেদ বক্তা । যিনি জীবকে উপদেশ দিয়া উদ্ধার
করেন ।

উশনা—বশ ধাতু হইতে হইয়াছে । যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে বশ করিয়াছেন, দৃষ্ট
(কামিনী কাঞ্চনাদি ঐহিক ভোগ্য বস্তুসমূহ) ও আশ্রয়িক (অর্থাৎ পারলৌকিক ভোগ্য
বিষয়াদি) বিষয়ে যাহার বিতৃষ্ণা হয় সেইরূপ যোগাধিকারী ব্যক্তির বশীকার-সংজ্ঞা-বৈরাগ্য-
প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ইহার ফলে বুদ্ধি হইতে বিষয় সম্বন্ধে যে ও উপাদেয় ভাব তিরোহিত
হইয়া যায় । এইরূপ আত্মবশ বিধেয়াত্মা পুরুষেরা শাস্তিলাভ করেন, ইহা শ্রীভগবান গীতায়
বলিয়াছেন । বাহাদুর এইরূপ বশীকার-বৈরাগ্যপ্রাপ্ত সাধক, তাহারা উত্তমপুরুষের সাক্ষাৎকার
লাভ করেন । উত্তমপুরুষের সহিত বাহাদুরের চিত্ত মিলিয়া যায় তাহারা সর্বজ্ঞ হইয়া
থাকেন ॥ ৩৭

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।

মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮

অনুব্রত । দময়তাং (দমনকারিদিগের বা শাসনকর্তৃগণের) অহং দণ্ডঃ অস্মি (আমি দণ্ডস্বরূপ) ; জিগীষতাম্ (জয়েচ্ছুগণের) নীতিঃ অস্মি (নীতি আমি) ; গুহ্যানাং (গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে) মৌনং এব অস্মি (মৌনই আমি) ; জ্ঞানবতাম্ চ (ও জ্ঞানিগণের) অহম্ জ্ঞানম্ (জ্ঞান আমি) ॥ ৩৮

শ্রীশ্রবণ । দণ্ড ইতি । দময়তাং দমনকর্তৃগণঃ সধকী দণ্ডোহস্মি । বেন অসংবতাপি সংবত ভবন্তি স দণ্ডো মবিভূতিঃ । জেতুমিচ্ছতাং সধকিনী সামান্যপায়রূপা নীতিরস্মি । গুহ্যানাং গোপ্যানাং গোপনহেতুর্মৌনবচনম্ অহম্ অস্মি । ন হি তুষ্ণীং স্থিতস্ত অভিপ্রায়ো জায়তে । জ্ঞানবতাং তত্ত্বজ্ঞানীনাং বৎ জ্ঞানং তদহমস্মি ॥ ৩৮

ব্রহ্মসানুবাদ । দময়তাং শব্দের অর্থ দমন কর্তা ; দমনকর্তার সধকে আমি দণ্ড । বাহাতে অসংবত ব্যক্তিগণ ও সংবত হয়, সেই দণ্ড আমার বিভূতি । জিগীষং অর্থে জয়কাৰী, জয়েচ্ছুগণের সধকে সামাদি (নাম, দান ও ভেদ) উপায়স্বরূপ নীতি আমি । গোপ্য বিষয় সকলের মধ্যে গোপনের হেতু যে মৌন কন তাহাই আমি । কারণ তুষ্ণীভাবে অবস্থিত ব্যক্তির অভিপ্রায় কেহ জানিতে পারে না । তত্ত্বজ্ঞানিগণের যে জ্ঞান সেই আমি ॥ ৩৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । সাজা—নীতি—মৌন—কুটস্থ দেখা—ও নিজের বোধরূপ ।—কুপথগামিগণকে সাজা না দিলে তাহাদিগকে সুপথে আনা যায় না এইজন্ত দণ্ড ভগবানের বিভূতি । রাজদণ্ড দ্বারা প্রজাগণ সুশাসিত হয়, পাপী পাপাচার্য হইতে বিনিবৃত্ত হয় । কিন্তু মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গণের অপেক্ষা হৃদয় রিপু আর কেহ নাই । ইন্দ্রিয়দের প্ররোচনায় লোকে কত না অন্তর্য কৰ্ম্ম করিয়া থাকে । সেই ইন্দ্রিয়দের শাসনের বহু উপায় থাকিলেও প্রাণায়ামরূপ দণ্ডই সর্বোৎকৃষ্ট । অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, ঘেব এবং অভিনিবেশ এই পাঁচটি ক্লেশ । ক্লেশসমূহ দ্বারা জীবের কৰ্ম্মাশয় গঠিত হয় । ইচ্ছার বা অনিচ্ছার জীব যে সদস্য কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাতেই ধৰ্ম্মাধর্ম্যরূপ কৰ্ম্মবীজ সঞ্চিত হয় । তাই কৰ্ম্মাশয় রূপ আধার হইতে শতশত আশা ও বাসনা প্রতিনিয়ত বিকশিত হইতেছে । এবং ইহারই পরিণাম মনুষ্যত্ব, দ্বিজত্ব, চণ্ডালত্ব প্রভৃতি, স্বল্প বা দীর্ঘ জীবনকাল এবং বিষয়েন্দ্রিয়াদির সংস্পর্শে বিষয়াদি ভোগ অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত স্থূল বা সূক্ষ্ম বিষয়াদির সংযোগ ।

এই সমস্ত বিষয় ও তাহাদের সহিত ইন্দ্রিয়াদির সংযোগই প্রকাশ স্বরূপ আশ্রয় আবরণ । এই আবরণ ক্ষয় না হইলে আশ্রয় স্বরূপ বুঝা যায় না । প্রাণায়াম দ্বারাই এই আবরণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । বোগসাধনের সাধনপাদে ৫২ সূত্রে বর্ণিত আছে—“ততঃ কীরতে প্রকাশাবরণম্ ।”

অধিকাংশ জীবই আবরণ ও বিক্ষেপরূপ মল দ্বারা নিত্যন্ত অগোচর হইয়া রহিয়াছে । সেই মলাপসারণ না হইলে জীবের জ্ঞান লাভ হওয়া অসম্ভব । প্রাণ আশ্রয়ই বিশেষ শক্তি, সেই অব্যক্ত পরব্রহ্ম হইতেই প্রাণের উৎপত্তি—“অব্যক্তজায়তে প্রাণঃ” । সৃষ্টি, স্থিতি লয় এই প্রাণেরই লীলামাত্র । প্রাণের উপাসনা করিলে প্রাণের যিনি আশ্রয় তাহাতে

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন ।

ন তদস্তি বিনা যৎ স্ত্রান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯

উপাসকের লক্ষ্য পড়ে । প্রাণের স্থিরভাবেই আত্মা । প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ স্থির হইলেই তাহা আত্মসত্তার সহিত এক হইয়া যায় । ইহারই নাম প্রাণপ্রতিষ্ঠা । প্রাণায়াম দ্বারা যোগীর প্রাণময় গ্রন্থি ভেদ হইলেই অখণ্ড প্রাণসত্তা বা স্থিরপ্রাণের অনুভব হইয়া থাকে । সেইজন্ত হৃদয় মনকে শাসন করিতে হইলে প্রাণায়ামই সর্বোৎকৃষ্ট দণ্ড ।

নীতি—বাহারা জয়েচ্ছু, ইন্দ্রিয়গণের উপর জয়লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের দেহে বিজয়সাধক কোশলের নামই নীতি । ইহাই বোগকোশল । এই বোগোপায় রূপ নীতি অবলম্বন করিলেই ইন্দ্রিয়দিগকে পরাভব করা যায় । ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থা লাভ করিলে অনাসক্তি অবস্থা লাভ হয় । এইরূপ অনাসক্ত পুরুষই মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন ।

মৌন—ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় বসেই প্রবেশলাভ হয় মন ততই মৌন হইয়া যায়, তাহার বহির্বিচরণ কমিয়া আসে । এই অবস্থার কথা কিছুই প্রকাশ করা যায় না । ইহা সর্বতোভাবে অপ্রকাশ বলিয়া সমাধির মৌন অপেক্ষা আর গুহ্যতম কিছু হইতে পারে না ।

জ্ঞান—স্থিতিপদ লভ ও কুটস্থ দর্শন । ক্রিয়ার পর অবস্থাতেই ব্রহ্মের সদৃশ হৈষ্য লাভ হয় । কোন বস্তুরই তখন ইচ্ছা হয় না, তাহাই নিরালস্য পদ । সেখানে প্রযুক্তি নিবৃত্তি ঘুই নাই । সকল বস্তু থাকিলেও কিছুতেই আসক্তি পূর্বক দৃষ্টি নাই । তখন শুনিয়াও কিছু ভনে না, শুনিয়াও কিছু শুঁকে না, খাইয়াও কিছু খায় না, স্পর্শ করিয়াও স্পর্শ কিছু করে না । তখন সুস্থিত থাকিয়া সর্বদা নেশাতে থাকে, কোন বিষয় আসক্তিপূর্বক করে না, সকলই ব্রহ্মময় জ্ঞান করে ॥ ৩৮

অনুব্রত । অর্জুন ! (হে অর্জুন) বৎ চ (বাহা কিছু) সর্বভূতানাং (সর্বভূতের) বীজং (উৎপত্তিকারণ) তৎ অপি অহং (তাহাও আমি) ; ময়া বিনা (আমা ব্যতীত) বৎ স্ত্রাং (বাহা হইতে পারে) তৎ (সেইরূপ) চরাচরং ভূতং (চর বা অচর বস্তু) ন অস্তি (নাই) ॥ ৩৯

শ্রীশ্রবণ । যচ্চাপিতি । যদপি চ সর্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং তদমম্ । তত্র হেতুঃ—ময়া বিনা বৎ স্ত্রাংভবেৎ ভক্তমচরণং বা ভূতং নাস্তি এব ইতি ॥ ৩৯

ব্রহ্মসানুবাদ । সকল ভূতের বাহা বীজ অর্থাৎ প্ররোহ কারণ (উৎপত্তির হেতু) তাহাই আমি । তাহার হেতু এই যে—আমি ব্যতিরেকে থাকিতে পারে এরূপ চর বা অচর পদার্থ কিছু নাই ॥ ৩৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । সকলের বীজ আমি—আমা ছাড়া কিছু নাই ।—চরাচর সমস্ত ভূত সমুদয়ের উৎপত্তি স্থান ব্রহ্ম বা আত্মা । আত্মা ব্যতীত কোন ভূতই থাকিতে পারে না । যেমন স্বর্ণ ব্যতীত স্বর্ণালকার নাই, তদ্রূপ জগতে আত্মা ছাড়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই । যদিও ব্রহ্মের সহিত জগতের কার্য ও কারণ সম্বন্ধ, কিন্তু কার্যের যে সত্তা তাহা

নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতিনাং পরস্তপ ।

এব ভূদেশতঃ প্রোক্তো বিভূতেরিস্তরো ময়া ॥ ৪০

কারণ-সত্তার অতিরিক্ত নহে। এই জগৎপ্রপঞ্চও আত্মা হইতে ভিন্ন নয়। আত্মা হইতে অতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্বই নাই। অজ্ঞানের দ্বারাই নানাব্যক্তি হয়। এই নানাব্যক্তিকে নষ্ট করিবার জন্যই সর্বরূপে যে বস্তুর বোধ হইতেছে, তাহা যে আত্মার বিভূতি বা আত্মাই, ইহাই বুঝাইবার জন্য এই উপদেশের অবতারণা। সর্ব দৈবিতেরি বটে, কিন্তু রাষ্ট্রদেবই যে সব—এই ধারণা করিতে পারিলে একাত্মতার ধারণা হইবে। তাই সর্ববস্তুরে ব্রহ্মবোধের জন্য এই উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। নতুন উপাসনা চলে না উপাসনা না চলিলে অজ্ঞানীর অজ্ঞান নষ্ট হইবে না। কিন্তু অদৈবত অভেদ ভাবই সমস্ত উপাসনার লক্ষ্য, অভেদ ভাব না আসিলে, অজ্ঞান নষ্ট হয় না, এবং অজ্ঞান নষ্ট না হইলে সুখ দুঃখভোগ ও জন্ম মরণের ক্লেশ নিবারণিত হয় না।

অনেক ভক্ত ভগবানের সহিত ভোক্তা ও ভোগ্য সহজ দেখিতে না পাইলে তৃপ্ত হন না। তাহা শমন্যবহার কথঞ্চিৎ সুখকর বটে, কিন্তু তাহাও সত্যবস্ত নহে। বৈতাব্যহার সুখ বতই অল্প হউক, তাহার সহিত দুঃখবোধ থাকিবেই। ভগবদ্ মিলনে যদি অনন্ত সুখ হয়, তৎসব বিরহেও অনন্ত দুঃখ অনিবার্য। বাসনার শেষ যদি না হয়, তৃপ্তি যদি না হয়, তবে বাসনার নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? বাসনা-নিবৃত্তি না হইলে সুখ কখনও অপ্রাকৃত হইতে পারে না। অপ্রাকৃত সুখ ব্রহ্ম পদার্থ, তাহাতে ‘আমি, তুমি’ নাই। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় এই ‘আমি তুমি’ মিটিয়া গেলে তবে প্রকৃত-আনন্দ লাভ হয়। তাহাই ‘ব্রহ্মানন্দং পরমসুখং কেবলং জ্ঞান-মুক্তিঃ’। তাই যে যে ভাবেই উপাসনা করুক সকলকে এই অদৈবত পথে, মিলনের পথে আসিতেই হইবে। অনন্ত ভলরাশির মধ্যে জলবিষ মগ্ন হইলে আর তাহার পৃথক জ্ঞান হওয়া অসম্ভব ॥ ৩৯

অস্তস্তপ । পরস্তপ! (হে পরস্তপ) মম (আমার) দিব্যানাং (দিব্য) বিভূতিনাং (বিভূতি সমূহের) অন্তঃ ন অস্তি (অন্ত নাই) তু (কিন্তু) এষঃ (এই) বিভূতে: বিস্তরঃ (বিভূতি বিস্তার) ময়া (আমি কর্তৃক) উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপে) প্রোক্তঃ (কথিত হইল) ॥ ৪০

শ্রীশঙ্কর । প্রকরণার্থমুপসংহরতি—নাস্তোহস্তীতি । অনন্তত্বাৎ বিভূতিনাং তাঃ সাকল্যেন বক্তুং ন শক্যস্তে । এব তু বিভূতিবিস্তর উদ্দেশতঃ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তঃ ॥ ৪০

ব্রহ্মানন্দানন্দ । [প্রকরণের অর্থাৎ প্রস্তাবের উপহার করিতেছেন—] আমার বিভূতি অনন্ত, সেই হেতু সম্পূর্ণভাবে তাহা বলা সম্ভব নহে। অতএব এই বিস্তৃত বিভূতি সংক্ষেপে তোমাকে বলিলাম ॥ ৪০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নাই। এই সকল বলিলাম।—এই বিভূতির অন্ত নাই, কেবল দিগ্‌দর্শনের জন্য সংক্ষেপতঃ কয়েকটি কথা হইল। সাধকেরা সাধক অবস্থায় সহস্র সহস্র রকমের বিভূতি দেখিতে পান। আবার একজন বাহা দেখেন অস্ত্রে তাহা অপেক্ষা কত অনুরূপ দেখেন। তবে যেগুলি সাধক-

যদ্যবিভূতিমৎ সত্যং শ্রীমদুজ্জ্বলমেব বা ।

তত্তদেবাবগচ্ছ স্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥ ৪১

যাত্রেরই লক্ষ্যের বিষয় হয়, সেই কয়েকটি বিভূতির কথা বলা হইল মাত্র। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ধূলিকণার মত তাঁহার মধ্যে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, সেই ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর যিনি তাঁহার ঐশ্বর্যের কি লীলা নির্ধারণ করা যায়? তাঁহার প্রকাশ অনন্তই বটে, কিন্তু সেই অনন্তের মূল একটি মাত্র বস্তু। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় ঐ এককে কিছু বুঝা যায়, কিন্তু সেখানে আর কোন বিভূতির স্মরণ নাই ॥ ৪০

অস্তস্তপ । যৎ যৎ (যে যে) সত্যং (বস্তু) বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্যযুক্ত) শ্রীমৎ (শ্রীসম্পন্ন) উজ্জ্বলম্ বা (কিন্তু অতিশয় প্রভাব সম্পন্ন) তৎ তৎ এব (সেই সেই বস্তুকেই) মম (আমার) তেজোহংশসম্ভবম্ (তেজোহংশ-সমুদ্ভূত) অবগচ্ছ (জানিও) ॥ ৪১

শ্রীশঙ্কর । পুনর্নাকাক্ষ্য প্রতি কথঞ্চিৎ সাকল্যেন কথয়তি—যদ্যবিস্তি । বিভূতি মৎ ঐশ্বর্যযুক্তম্ । শ্রীমৎ সম্পত্তি যুক্তম্ । উজ্জ্বলং কেনাপি প্রভাববলাদিনা শুণেন অতিশয়িতম্ । যদ্যৎ সত্যং বস্তুমাত্রং তৎ তৎ । তত্তদেব মম তেজসঃ প্রভাবস্ত অংশেন সংভূতঃ অবগচ্ছ জানীহি ॥ ৪১

ব্রহ্মানন্দানন্দ । [পুনরায় শ্রবণাকাক্ষী অর্জুনকে কথঞ্চিৎ প্রকাব্যস্তরে সাকল্যে সকল বিভূতির কথা বলিতেছেন—] বিভূতিমৎ অর্থে ঐশ্বর্যযুক্ত । বাহা কিছু সমুদ্ভূত কাস্তিযুক্ত অথবা প্রভাব ও বলাদি গুণদ্বারা আতিশয়িত (শ্রেষ্ঠ) সেই সেই বস্তুমাত্রকেই আমার প্রভাবের অংশ সমুদ্ভূত জানিও ॥ ৪১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । এ সব শাস্ত্রবীমূর্ত্তার তেজ—জানিবা।—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে বাহা বাহা দাঁড়ে, এই মেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডও সেই সেই বস্তুই বিস্তারমান।

মেহেহস্মিন বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমবিতঃ ।

সরিভঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রানি ক্ষেত্রপালকাঃ ॥

ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্বে নক্ষত্রানি গ্রহাস্তথা ।

পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাসঃ ॥

জৈলোক্য যানি ভূতানি তানি সর্গানি বেহতঃ ।

মেরুঃ সংবেষ্টা সর্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে ॥ শিবসংহিতা

জীবমেহে সপ্তদ্বীপের সহিত সুন্দর পর্বত অবস্থিত করিতেছেন। আর সমস্ত নদ নদী, সমুদ্র, পর্বত, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি জৈলোক্যে যে সকল ভূতাদি, ঋষি মুনি, নক্ষত্র, গ্রহ, পুণ্যতীর্থ, পীঠস্থান ও পীঠদেবতা আছেন, সমস্তই মেরুকে সংবেষ্টন করিয়া অর্থাৎ মেরু মধ্যে থাকিয়া য ব কার্য সম্পাদন করিতেছেন।

এই মেরুমধ্যস্থ শক্তিই নিখিল জ্ঞান প্রকাশের একমাত্র মূল কারণ। ইহাই একাংশ অর্থাৎ জ্ঞানের বিদ্য, অবশিষ্ট সমস্ত অংশই অব্যক্ত, তাহা বলিবার বা বুঝাইবার কোন উপায় নাই। যে সকল যোগীদের চৃষ্টি বাহিরে স্থির বটে, কিন্তু মন অন্তর্জ্ঞান হাণিত, সেই

অথবা বহুতেনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-

সংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ।

সকল শাস্ত্রবীমূঢ়া-সিদ্ধ সাধকেন্দ্রগণ অসীম শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকেন । শাস্ত্রবীমূঢ়ার কলে সাধক ব্রহ্মার হ্রায় শক্তি সম্পন্ন হইতে পারেন ।

গোরক্ষসংহিতায় শাস্ত্রবীমূঢ়ার নিম্নোক্ত বিবরণ দিয়াছেন—

“নেত্রাজ্ঞানং সমালোক্য আত্মারামং নিরীক্ষয়েৎ ।

সম ভবেৎ শাস্ত্রবীমূঢ়া সর্বতন্ত্রেণ গোপিতা ॥”

নেত্রজ্ঞান অজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত করিয়া (অর্জুনির্মীলিত ভাবে স্থির দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া) অভ্যাসের আত্মার প্রতি লক্ষ্য থাকিবে, ইহাকে শাস্ত্রবীমূঢ়া বলে, ইহা সমস্ত তন্ত্রে অতি গোপনীয় ।

শাস্ত্রবীমূঢ়ার কল—

“স এব আদিনাথশ্চ স চ নারায়ণঃ স্বয়ং ।

স চ ব্রহ্মা সৃষ্টিকারী বো মূঢ়াং বেত্তি শাস্ত্রবীং ॥”

যিনি এই শাস্ত্রবীমূঢ়া অবগত হন, তিনি সাক্ষাৎ আদিনাথ-স্বরূপ, তিনি নারায়ণ-স্বরূপ এবং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার হ্রায় অচল ও অটল ভাবে বিদ্যমান থাকিতে পারেন ।

যোগদর্শনে সমাধিপাদে বে ‘জ্যোতিষ্মতী’ বা ‘বিশোক’র কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই শাস্ত্রবীমূঢ়ারই কল । চিত্ত স্থির হইলেই গুহ্য স্বচ্ছ নিস্তরঙ্গ আকাশকর্ণ একটি প্রকাশ সত্তার অনুরূপ হইয়া থাকে । ইহাই জ্ঞানমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ জানিও ॥ ৪১

অনুব্রত । অর্জুন ! (হে অর্জুন) অথবা (অথবা) এতেন (এত) বহুনা জ্ঞাতেন (অধিক জানিয়া) তব (তোমার) কিম্ (কি প্রয়োজন)? অহম্ (আমি) ইদং কৃৎস্নং জগৎ (এই সমস্ত জগৎ) একাংশেন (এক অংশ দ্বারা) বিষ্টভ্য (জগদাকার ধারণ করিয়া) স্থিতঃ (রহিয়াছি) ॥ ৪২

শ্রীশ্রদ্ধ । অথবা কিমেন্তেন পরিচ্ছিন্নবিভূতিদর্শনেন? সর্বত্র সমদৃষ্টিমেব কুরু ইত্যাহ— অথবেতি । বহুনা পৃথগ্জ্ঞাতেন কিং তব কার্যং? বস্মাদিদং সর্বং জগৎ একাংশেন একদেশমাজ্ঞেয়ং বিষ্টভ্য ঋষা, ব্যাপোতি বা । অহমেব স্থিতঃ । ন মন্যতীরিক্তং কিঞ্চিদপ্তি । “পাদোহস্ত বিধা ভূতানি” ইতি শ্রুতে ॥ ৪২

ইন্দ্রিয়দ্বারতর্জিতে বহির্ধাবতি সত্যপি ।

ঈশদৃষ্টিবিধানায় বিভূতিদর্শমেহব্রবীৎ ॥

ইতি শ্রীশ্রদ্ধবাসিকৃতায়ঃ ভগবদ্গীতাকাব্যঃ হুবোধিতাঃ

বিভূতিযোগো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥

সর্বত্র সমদৃষ্টি । [অথবা তোমার এত পরিচ্ছিন্ন (পৃথক পৃথক) বিভূতি দর্শনে কি প্রয়োজন? সর্বত্র সমদৃষ্টি (অর্থাৎ আমাকে দৃষ্টি কর) করিয়া দেখ—এতদর্থে বলিতেছেন—] যে হেনজয়, এইরূপ বহু পৃথক পৃথক জ্ঞান দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন? যেহেতু এই সমস্ত জগৎ মাত্র একদেশ দ্বারা ধারণ করিয়া বা ব্যাপিয়া আমি অবস্থিত আছি । মন্যতীরিক্ত আর কিছুই নাই । শ্রুতিতে আছে—বিশ্বত বা দৃশ্য জগৎ পরমাখ্যার একপাদ, অপর তিন পাদ তাঁহার নিগূর্ণ স্বরূপে স্থিত । [ইন্দ্রিয়দ্বারে চিত্ত বহির্ধাবিত হয়, তাই সর্বত্র ঈশদৃষ্টি বিধানার্হ দশম অধ্যায়ে ভগবান নিজ বিভূতি সকলের কথা বলিলেন] ॥ ৪২

আত্মাত্মিক ব্যাখ্যা । অনেক বলায় কিছু প্রয়োজন করে না, ধুলোর অণু জলের অণুর মধ্যে প্রবেশ করে—জলের তেজে—তেজের বায়ুতে—বায়ুর আকাশে—আকাশের ব্রহ্মতে—ব্রহ্মের অণুর একাংশে জগৎ জানিবে।—ব্রহ্মের একাংশেই ব্যক্ত জগৎ, ইহাই মায়াপহিত, অবশিষ্ট সমস্তই অব্যক্ত । এই অব্যক্ত হইতে প্রাণ উৎপন্ন হইয়া বিশ্বজগৎকে প্রকাশিত করিয়াছে । এই অব্যক্তই মুখ্য প্রাণ, ইহার কোন রূপ নাই । “স উ প্রাণস্ত প্রাণঃ” । তিনিই প্রাণের প্রাণ । তিনিই অচল ব্রহ্ম, ইচ্ছা দ্বারা চলমান হইলেই উহা পঞ্চাধা বিভক্ত হইয়া প্রাণ অপানাদি পঞ্চপ্রাণে বিভক্ত হয় । হৃদয়স্থ বায়ুই প্রাণ, বহুদ্বারা জীব বাঁচিয়া থাকে । উহাই মনুষ্যের জীবন । এই প্রাণ অপানের ঘর্ষণে অগ্নি প্রজলিত হয় । অগ্নি ধাতু গমন করা । এইরূপ হোম ক্রিয়ায় প্রাণ উর্দ্ধে অর্থাৎ মস্তকে গমন করে । ইহাই ব্রহ্মাগ্নি প্রজলিত করিয়া হোম—অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় ব্রহ্মতে লীন হইয়া সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ হয় । ব্রহ্মরূপ ভেদ করিয়া এইরূপ প্রাণের গতি হয় শ্রুতি বলিয়াছেন ।

এরূপ অবস্থাই জীবন্মুক্তের হইয়া থাকে । তখন বে অবস্থা হয়, কঠ শ্রুতিতে তাহা বলিয়াছেন—

“যদা সর্কে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্ত হৃদি শ্রিতাঃ ।

অথ মর্ন্তোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমমৃতো ॥”

যে সকল লোক ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পর-অবস্থায় যায়, তাহারা প্রথমে ভূতীয় নেত্র কূটস্থ পাইয়া শিব হয়, পরে সেই কূটস্থে স্থির হইলে বিষ্ণু হয় [চেষ্টা করিলে সকলেই এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে] এবং সচ্ছ করিয়া ক্রিয়া করিয়া গেলে মূল্যধারে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হন । তখন প্রমুচ্যন্তে অর্থাৎ হৃদয়েতে কামাদি যত আশ্রিত হইয়া আছে, সকল ইচ্ছা হইতে মুক্ত হন । অনন্তর লোক অমৃত লাভ করে । জলবৎ স্নাত, অথচ হৃৎস্থের হ্রায় স্বাস্থ্য বস্ত্র স্বধা (অমৃত) ক্রিয়ার পর-অবস্থায় সাধুরা পান করেন । ক্রিয়ার পরাবস্থারূপ সুরা পান করিয়া তাঁহার অমরপদ প্রাপ্ত হন ও ব্রহ্ম হইয়া যান । তাঁহার ‘অমৃত’—অর্থাৎ লোকে যে রূপ ভোজন করিয়া ভৃগু হয়, তজ্জপ প্রকৃতি-ভবানীর ক্রতস্বিতে মাতঙ্গিনী রূপ ধারণ করিয়া স্বহাস্য পানে প্রমত্ত হইয়া সেই পরম ব্রহ্মপদে পুরুষ ও প্রকৃতি দুই লীন হইয়া ‘সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ’ হইয়া যায় ।

পঞ্চ মহাত্ম, পঞ্চেন্দ্রিয় (জ্ঞান+কর্ম) এই ১৫ প্রকার। এইরূপ হুঙ্গ হইতে হুল-ভূতে প্রাপ্ত বর্তমান রহিয়াছেন। যেমন প্রাণের এক অণু আকাশে, প্রাণের চুই অণু বায়ুতে প্রাণের ৩ অণু অগ্নিতে, প্রাণের ৪ অণু জলেতে, প্রাণের ৫ অণু পৃথিবীতে—হুঙ্গ অণু সকল ভ্রূক্সের সহিত পঞ্চভূতমাত্র মহাত্ম স্বজন হয়। পরে তাহা হুল হইয়া শ্রোত্রাদি হয়, তাহা শোণিতে মিশিয়া হস্ত পদ হয়, পরে অহঙ্কার। এইরূপে প্রাণধা। হুঙ্গ হইতে হুলে অবিরতভাবে চলিয়া আসিতেছে।

পরে স্বপ্ন লয় হয়, তখন পৃথিবীর অণু জলের অণুতে প্রবেশ করে, জলের অণু ভ্রূক্সের মধ্যে, ভ্রূক্সের অণু বায়ুর মধ্যে, বায়ুর অণু আকাশের মধ্যে এবং আকাশের অণু ভ্রূক্সের অণুর মধ্যে প্রবেশ করে। ভ্রূক্সের অণুর একাংশে জগৎ। এই একাংশই ব্রহ্ম হইতে একবার উঠিতেছে, আবার ভ্রূক্সের মধ্যে ডুবিয়া বাহিতেছে।

ব্রহ্ম অসীম, সেই ব্রহ্ম তাঁহার কেন্দ্র সর্বত্র। এই কেন্দ্রই অণুরূপ। সকল জীবের মধ্যে এই অণু স্বরূপ ব্রহ্মকেন্দ্র রহিয়াছে, যখন লয় হয়, তখন সকলেই সেই অণু মধ্যে প্রবেশ করে এবং সমস্ত অণুই সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আছে।

কখন এই অবস্থা প্রাপ্তি হয় ?—

“যদ্য পঞ্চাবভিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।

বুদ্ধিঞ্চ ন বিচেষ্টেত তাদ্যাহঃ পরমাং গতিম্ ॥”

যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সঙ্গিত স্থির হইয়া থাকে, আর বুদ্ধির নিজ চেষ্টা থাকে না, সেই অবস্থাকে জ্ঞানিগণ পরমা গতি বলিয়াছেন, ইহাই জিয়ার পরাবস্থা ॥ ৪২

ইতি ভ্রূক্সাচরণ-আধ্যাত্মিকদীপিকা নামক গীতার দশম অধ্যায়ের

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ।

(বিশ্বরূপদর্শন-যোগঃ)

অর্জুন উবাচ

মদহুগ্রহায় পরমং শুভমধ্যাত্মসংজিতম্।

যদ্ব্যোক্তং বচন্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম ॥ ১

অনুব্রূ। অর্জুন: উবাচ (অর্জুন বলিলেন)। মদহুগ্রহায় (আমার প্রতি অহুগ্রহ করিয়া) পরমং শুভং (পরম শুভ) অধ্যাত্মসংজিতং (অধ্যাত্মবিষয়ক অর্থাৎ আত্ম-অনাত্মার বিবেকবিষয়ক) বৎ বচঃ (যে বাক্যসকল) দ্বয়া উক্তং (তোমা কর্তৃক কথিত হইল) তেন (তদ্বারা) মম (আমার) অয়ং মোহঃ (এই মোহ) বিগতঃ (বিদূষিত হইল) ॥ ১

শ্রীশ্রী।

বিভূতিবৈভবং প্রোচ্য কৃপয়া পরয়া হরিঃ।

দিদৃক্ষোরজ্জুনস্তাথ বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে—বিষ্টভায়াহমিদং ক্লংকমেকাশেন হিতো জগৎ—ইতি বিশ্বাত্মকং পরমেশ্বর-রূপমুপক্ষিপ্তম্। তদ্বিদৃক্ষুঃ পূর্বোক্তমভিনন্দনং অর্জুন উবাচ—মদহুগ্রহায়েতি চতুর্ভিঃ। মদহু-গ্রহায় শোকনিবৃত্তয়ে। পরমং পরমাত্মনিষ্ঠম্। শুভং গোপামপি অধ্যাত্মসংজিতম্ আত্মানাত্মবিবেকবিষয়ম্। বৎ দ্ব্যোক্তং বচঃ—“অশোচ্যানবশোচস্বম্” ইত্যাদি বঠাধ্যায়-পর্যন্ত—যদ্ব্যাক্যং। তেন মমায়ং মোহঃ—“অহং হস্তা—এতে হস্তন্তে”—ইত্যাদিলক্ষণে। ভ্রমঃ বিগতঃ বিনষ্টঃ। আত্মনঃ কর্তৃত্বভাবোক্তেঃ ॥ ১

ব্রহ্মশাস্ত্রবান্দ। [ভগবান্ হরি পরম কৃপাবশতঃ নিজ বিভূতিবৈভব পূর্বাধ্যায়ে বলিয়া দিষ্টকু অর্জুনকে একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দেখাইলেন।]

[পূর্বাধ্যায়ের শেষে ‘বিষ্টভায়াহমিদং ক্লংকমেকাশেন হিতো জগৎ’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা যে পরমেশ্বরের বিশ্বরূপাত্মক ভাবের কথা প্রসঙ্গক্রমে কথিত হইয়াছে, এক্ষণে তদর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া ভগবানের পূর্বোক্ত বাক্যের প্রশংসা করতঃ চারিটি শ্লোকে] অর্জুন বলিলেন—আমার শোক নিবৃত্তির জন্য অহুগ্রহ করিয়া পরমাত্মনিষ্ঠ, গোপী এবং—আত্মানাত্মবিবেকবিষয়ক যে সকল বাক্য—“অশোচ্যানবশোচস্বম্” হইতে বঠাধ্যায় পর্যন্ত আপনি বলিলেন, তদ্বারা “আমি হস্তা ও ইহার হস্ত হইবে”—আমার এই যে মোহ অর্থাৎ ভ্রম, তাহা বিনষ্ট হইল। কারণ আত্মার যে কর্তৃত্ব বা কর্মস্ব নাই, তাহা বলা হইয়াছে ॥ ১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। শরীরের ভ্রূক্সের দ্বারা অহুগ্রহ হইতেছে—আপনি যা বলিলেন তাহাতে সমুদয় মোহ দূর হইয়াছে—শুণ্ড অধ্যাত্ম বিজ্ঞার—যাহা গুরুবাক্যগম্য।—দেহাত্মবোধ বা দেহই আমি—এই জ্ঞানই জীবের মহামোহ।

ভবাপ্যায়ো হি ভূতানাং ঋতৌ বিস্তরশো ময়া ।

হন্তঃ কমলপত্রাক্ মহাশ্বামপি চাব্যয়ম্ ॥ ২

এই মোহ কিছুতেই ছুটিতে চায় না। দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে এ পর্যন্ত ভগবান আপনার (আত্মার) স্বরূপ কি তাহা বুঝাইয়াছেন। দশম অধ্যায়ে আত্মবিকৃতির উল্লেখ করিয়া অর্জুনকে বুঝাইয়াছেন “সর্বভূতের বাহ্য বীজ (যত্বেপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন) তাহা আমিহি”, এবং ‘বিষ্টভ্যাহমিদং ক্লৃৎস্নমেকাংশেন দ্বিতো জগৎ—আমি এই সমগ্র জগৎকে আমার একাংশ দ্বারা ব্যাপিয়া রহিয়াছি’—তোমার এই সকল বাস্তবতা আমি বুঝিয়াছি আমি কে, তুমি কে এবং তোমার সহিত আমার ও এই জগতের সম্বন্ধ কি? এইবার আমার মোহ অপগত হইয়াছে, আর আমি বুঝা কর্তা সাক্ষী অঙ্কুর করিব না। তুমি যে আমার প্রভু তুমি যে আমার আত্মা, তুমি যে আমার সব, ইহা তুমি রূপা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছ, আমার চিত্তও ইহা ঠিক ভাবে এইবার বুঝিয়াছে, আর আমার ভুল হইবে না। আমার হৃদয়োগ নষ্ট হইয়াছে—আমি অনেকটা শান্ত হইতে পারিয়াছি। গুরুদয়াল আশ্বস্ত হইয়া জীবকে যখন এই জ্ঞান দান করেন, সেই গুপ্ত অধ্যাত্ম-বিস্তার প্রভাবেই শিষ্যের মোহ নষ্ট হইতে পারে, অন্তথা নহে ॥ ১

অনুব্রত । কমলপত্রাক্! (হে পদ্মপত্রালোচন) ভূতানাং (ভূত সকলের) ভবাপ্যায়ো (উৎপত্তি ও লয়) হন্তঃ (তোমার নিকট হইতে) ময়া (মৎকর্তৃক) হি বিস্তরশঃ (বিস্তারিত ভাবেই) ঋতৌ (ঋত হইল), অপি চ অব্যয়ঃ মহাশ্বাম্ (ঈশ্বার অক্ষয় মহাশ্বাও ঋত হইল) ॥ ২

শ্রীশ্রবণ । কিঞ্চ—ভবাপ্যায়ো ইতি। ভূতানাং ভবাপ্যায়ো সৃষ্টিপ্রলয়ো হন্তঃ সকাশাদেব ভবতঃ—ইতি ঋতৌ ময়া—“অহং ক্লৃৎস্নজ জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা” ইত্যাদৌ। বিস্তরশঃ পুনঃ পুনঃ। কমলপত্র পত্রে ইব সুপ্রসঙ্গে বিশালে অগ্নিনী যন্ত তব হে কমলপত্রাক্! মহাশ্বামপি চাব্যয়ম্ অক্ষয়ঃ ঋতম্। বিশ্বহৃষ্টাদি কর্তৃত্বেহপি সর্বনিয়ন্তৃত্বেহপি শুভাশুভকর্মকার-স্বিত্ত্বেহপি বহুমোক্ষাদিবিচিত্রকলদাতৃত্বেহপি অবিকার্যবৈষম্যাসঙ্গোদাসীতাদিলক্ষণম্ অপরিমিতং মহৎ চ ঋতম্—“অব্যক্তং ব্যক্তিমাশ্রয়ঃ মন্ত্রস্তে মামবুদ্ধয়ঃ” ইতি। ময়া ততমিদং সর্বম্ ইতি। “ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবরতীতি”। “সমোহং সর্বভূতেষু”। ইত্যাদিনা। অন্তস্তৎপর-তন্ত্রাদপি জীবানাং অহং কর্তা ইত্যাদিঃ মদীয়ো মোহো বিগত ইতি ভাবঃ ॥ ২

ব্রহ্মসুবান্দ । ভূতগণের সৃষ্টি ও প্রলয় যে তোমা হইতেই হইয়া থাকে [আমিই নিখিল জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের পরম কারণ ইত্যাদি] ইহা আমি তোমার নিকট পুনঃ পুনঃ শুনিলাম। হে কমল-পত্রাক্! (কমল-পত্রে অঙ্কিত নেত্রের মত সুপ্রসঙ্গ ও বিশাল নেত্র দ্বারা) তোমার অক্ষয় মহাশ্বাও শুনিলাম। অর্থাৎ যদিও তুমি বিশ্বহৃষ্টাদির কর্তা, সর্ব নিয়ন্তা, শুভাশুভ কর্ম কারয়িতা এবং বহুমোক্ষাদি বিচিত্রকলদাতা, তাহা হইলেও অবিকার, অবৈষম্য, অসঙ্গ ও ওদাসীতরূপ লক্ষণ খিলিষ্ট যে তোমার অপরিমিত মহৎ (“অব্যক্তং ব্যক্তিমাশ্রয়ঃ”, “ময়া ততমিদং সর্বম্”, “ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবরতীতি”,

এবমেতন্ যথাশ্চ ত্বমাশ্বানং পরমেশ্বর।

দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩

“সমোহং সর্বভূতেষু” ইত্যাদিতে) তাহাও শুনিয়াছি। অতএব জীবগণ সর্বথা স্বংপরতন্ত্র হইলেও যে “অহং কর্তা”দি রূপ মোহ আমার ছিল, তাহা বিগত অর্থাৎ দূরীভূত হইল ॥ ২

আত্মাত্মিক ব্যাখ্যা। আপনার কাছে অনেক শুনে আপনি অব্যয় অবিদ্যমান মহাশ্বা শুনিলাম—হে কমলপত্রাক্—কমল পত্রেব ত্রায় অক্ষ।—সাধকের অন্তর্দৃষ্টিতে ভগবানের যে সকল মহাশ্বা লক্ষিত হয়, তাহাতেই সাধকের মোহ অপগত হয়। অনেক বিষয় পূর্বে বাহ্য বুঝা বাইত না, তাহা বুঝা যায়, বাহ্য পূর্বে কখনও শোনা বাইত না, সেই সকল অভূতপূর্ববিষয় শুনা যায়, বাহ্য পূর্বে কখনও দেখি নাই, তাহাও দেখা যায়—এই কূটহরূপ চক্ষুর মধ্যে। সে বিষয়তোদর্শী বিরাটচক্ষু প্রতিজীবের মধ্যে পদ্মপত্রের ভ্রায় মণ্ডলাকার রূপেই অল্পভূত হয়। সেই গোলাকার কূটহ মণ্ডলের শ্রামায়মান কাস্তি দেখিলে মনঃপ্রাণ ছুড়াইয়া যায়। মনে হয়, সে চক্ষুর মধ্যে হৃদয়ের সব কথাই যেন লিখিত রহিয়াছে—সেই বিশালায়ত লোচনদ্বয় যেন আমার অন্তস্তল ভেদ করিয়া সব দেখিয়া লইতেছে—সে দৃষ্টি হইতে আর কিছু যেন লুকাইয়া রাখা যায় না। পদ্মপত্রে যে ঈষৎ রক্তিমাত শ্রামশোভা বিদ্যমান তাহা বাস্তবিকই অতি মনোহর। ভগবানের সেই বিশাল নেত্রের মধ্যে কি অপূর্ণ সৌন্দর্য ও কি সুগভীর প্রসন্নতা যেন ছড়ানো রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয় ॥

সাধকের দোভাগ্যক্রমে এই কূটস্থের মধ্যে পুরুষোত্তম রূপ যখন পরিদৃষ্ট হয় (কর্তাকে সমুখে দেখিলে ভূতের যেমন অহং-কর্তা ভাব থাকিতে পারে না তজ্রপ) তখন সাধকের কর্তৃত্বাদি অভিমানরূপ মোহ চিরদিনকার মত নষ্ট হইয়া যায়। কিছুই মনে থাকে না, তখন কর্তা আর কে হইবে বল? সাধক যখন তাহার মধ্যে সর্বকর্তৃত্ব, সর্বনিয়ন্তৃত্ব, ও বহুমোক্ষাদি বিচিত্র ভাব দেখিয়াও তাঁহাকে অসঙ্গ ও উদাসীনবৎ বুঝিতে পারেন, তখন তিনিও তৎৎ উদাসীন ও অসঙ্গ হইয়া যান। তাঁহার আর তখন “অহং কর্তা” রূপ মোহ একেবারেই থাকে না ॥ ২

অনুব্রত । পরমেশ্বর! (হে পরমেশ্বর), যথা (যে রূপ) স্বং (তুমি) আশ্বানম্ (আপনার বিষয়) আশ্চ (বলিলে) এতৎ (উহা) এবং (ঐরূপই বটে)। পুরুষোত্তম! (হে পুরুষোত্তম) তে (তোমার) ঐশ্বর্যং রূপং (ঐশ্বর্য রূপ) দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি (দেখিতে ইচ্ছা করি) ॥ ৩

শ্রীশ্রবণ । কিঞ্চ—এবমেতদিত্যি। “ভবাপ্যায়ো হি ভূতানাং” ইত্যাদি ময়া ঋতম্। যথা চেদানীম্ আশ্বানং স্বম্ আশ্চ—“বিষ্টভ্যাহমিদং ক্লৃৎস্নম্” ইত্যেবং কথয়সি হে পরমেশ্বর! এবমেব তৎ। অত্রাপি অবিদ্যানো মম নাস্তি ইত্যর্থঃ। তথাপি হে পুরুষোত্তম তবৈশ্বর্যং জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীৰ্য্যভেজোভিঃ সম্পন্নং তজ্রপং কোতুহলাদহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ॥ ৩

ব্রহ্মসুবান্দ । [আরও বলিতেছেন] ভূতগণের উৎপত্তি ও লয় তোমা হইতেই হইতেছে ইত্যাদি কথা (৭ম অধ্যায়ে) আমি শুনিয়াছি, এবং তোমার সম্বন্ধে বাহ্য তুমি এখন

মন্তসে যদি ভক্তক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো ।

যোগেশ্বর ততো মে স্বং দর্শয়ান্মনমায়ম্ ॥ ৪

বলিলে—“আমার একাংশ দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আমি রহিয়াছি”—হে পরমেশ্বর উহা ঐক্যই বটে ! ইহাতেও এখন আমার একটু অবিশ্বাস নাই । তথাপি হে গুরুসোম, তোমার ঐশ্বর্য অর্থাৎ জ্ঞানৈশ্বর্য-শক্তি-বীৰ্য্যাদি সম্পন্ন তোমার সেই যে রূপ, কোতুলনবশতঃ তাহা আমার দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে ॥ ৩

আশ্রয়াজ্ঞিক ব্যাখ্যা । আত্মার যে রূপ ঐশ্বরের দেখতে ইচ্ছা করি তবের দ্বারায় ।—অন্তরে যে সকল অলুভবাদি হইতেছে, তাহা অতি চমৎকার ! আর তাহাতে আমার কোন অবিশ্বাস নাই । এখন একবার তত্ত্বতঃ বুঝিতে চাই, কি করিয়া তোমার একাংশে এই বিস্ময়কর থাকিতে পারে ? সাধকের সাধন সময়ে কখন কখন ছোটখাট, কণ্ঠস্থ বক্তৃতা, নানারূপ দৃষ্ট সাধক অলুভব করিয়া থাকেন । “কূটস্থে বে সাধক থাকেন তিনি শিব হইয়া যান, এবং তাঁহার চতুর্দিক হইতে বে অলুভব পদ নির্গত হইতেছে—বাহ্য সাধকের নিজ হৃদয়েই পূর্বে ময় ছিল—সাধনার বশে একটু একটু খুলিতে থাকে । মণ ইন্দ্রিয় দমন করিয়া ক্রিয়া করিলে এই সব খুলিবে । ঔকাররূপ শরীরই মায়া, ছয়চক্র বিশিষ্ট, ক্রিয়া দ্বারা এই ছয় চক্রে ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পরাবহারূপ শাস্তি সাধক প্রাপ্ত হন । প্রাণবায়ুর দ্বারা সূক্ষ্মাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনীকে উত্তিত করিলে, কূটস্থতে স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিত কোটিসূর্য্যপ্রভা দেখিতে পাইবেন । তখন বোধ হইবে আমিই শিব ।” তখন সাধকের এই সকল বোধ হইতে থাকে—কূটস্থের মধ্যে উত্তম পুরুষকে দেখিতে পান । ক্রিয়ার পর অবহার থাকিয়া সর্ব্ব প্রকৃত্যঃ জগৎ দেখেন । ছয় চক্রে বাহ্য দেখা যায় সব তিনি দেখিতে পান । ক্রিয়া করিতে করিতে সাধক স্বেচ্ছামার্গে দীপকলিকার জ্বায় দেখিতে পাইবেন । কিন্তু বীৰ্য্যধারণ করিয়া ক্রিয়া করিতে হইবে । জর মধ্যে যে বিন্দু—তবে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে । এই বিন্দুই সৃষ্টিস্থিতি লয়াক্ষক । সর্ব্বদা প্রাণায়াম করিলে দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ও সব সিদ্ধি হয় । ক্রিয়া না করিলে বাহ্যপূজা বৃথা । ক্রিয়া দ্বারা বংশী, ঘণ্টা, ভ্রু ও মেঘ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় । প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু স্থির হইলে সমাধি সিদ্ধি লাভ হয়—‘কেবলং কুন্তকাং দেবি সমাধিশ্চ প্রকারতে । কূটস্থের মধ্যে হৃৎপ্রাণ-পরিমিত ক্ষুদ্র একটি বিন্দু, তাহার মধ্যে এই অনন্ত বিশ্ব ভরা—সেই অন্ত্যান্তর্যময় সহস্রদলপদ্মে শিব-শক্তিস্থানবিশিষ্ট অবস্থাই অর্দ্ধনারায়ণরূপে জগতের মাতা ও পিতা একাঙ্গে মিলিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন । উহাই ব্রহ্মের একাংশ—সেই একাংশের অলুভব হইলেই জীবের সমস্ত দেখা শুনার আশা মিটিয়া যায় । এই একাংশই বিরাট বিস্ময়কর । এইবার অর্জুন তাহা দেখিতে চাহিতেছেন ॥ ৩

অনুব্রত । প্রভো (হে প্রভো) ৭ (সেইরূপ) যদি ময়া (যদি আমি কর্তৃক) দ্রষ্টুং (দেখিবার) শক্যং (যোগ্য) ইতি মন্তসে (ইহা মনে কর), ততঃ (তাহা হইলে) যোগেশ্বর ! (হে যোগেশ্বর) স্বং (তুমি) মে (আমাকে) অব্যয়ম্ আত্মানম্ (অব্যয় ঐশ্বর্যরূপ) দর্শয় (দেখাও) ॥ ৪

শ্রীশ্রবণ । ন চাহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ইতি এতাবতৈব স্বয়া তদ্রূপং দর্শয়িতবাম্ । কিং তর্হি ? মন্তস ইতি । যোগিন এব যোগীঃ তেবামীশ্বর । ময়া অর্জুনে তদ্রূপং দ্রষ্টুং শক্যমিতি যদি মন্তসে । তততর্হি তদ্রূপবস্তং আত্মানম্ অব্যয়ং নিত্যং যম দর্শয় ॥ ৪

ব্রহ্মানুব্রত । [আমি সেইরূপ দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছি, এইজন্তই যে সেইরূপ দেখাইবে তাহা নহে । তবে কি ? তাহাই অর্জুন বলিতেছেন—] হে যোগগণের (যোগশব্দে যোগী ও বুঝায়) ঈশ্বর ! আমি অর্জুন, তোমার সেইরূপ দেখিতে আমি সমর্থ ইহা যদি মনে কর, তবেই সেই রূপময় নিত্য যে আত্মা তাহা আমাকে দর্শন করায় ॥ ৪

আশ্রয়াজ্ঞিক ব্যাখ্যা । যদিহুতাং আপনি বিবেচনা করেন যে আমি দেখিতে পাবি—তখন কূটস্থ দ্বারায় আপনার অবিনাশী রূপ দেখিতে লাগিলেন ।—অর্জুন গুরুপদানত হইয়াছেন—তাঁহার আর আত্মাভিমান নাই । ভগবানের অপার ঐশ্বর্য দেখিয়া তিনি বিস্ময়াভিত্ত হইয়াছেন—তখন তাঁহার মনে হইতেছে, আমি কত ক্ষুদ্র আর তিনি কত বিরাট ! অগ্নিমানসাদি মনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবানকে পাওয়া তখন যেন তাঁহার পক্ষে কত অসম্ভব মনে হইতেছে । তবে তিনি যে দীনদয়াল, আর্তের বন্ধু । ভবরোগ-কাতর ব্যক্তি যদি ভয়ব্যাকুল হইয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করে, তবে তাহাকে তিনি অভয় দান করেন—এই বিশ্বাসে অর্জুন ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে বলিতেছেন—প্রভো ! তোমার ঐশ্বর্যরূপ দেখিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু আমি কি সেই রূপ দেখিবার যোগ্য ? যদি আমি দেখিবার যোগ্য না হই, শুধু আমার মনোবেগ চরিতার্থ করিবার জন্ত তুমি কোন প্রয়াস করিও না—আমাকে সে রূপ তুমি দেখাইও না । তাহাতে আমি হুঃখিত হইব না । আমি তোমারই প্রসাদে আপনাকে যোগ্য করিয়া লইবার প্রবৃত্ত করিব । প্রভু, আমাকে শুধু মনে রাখিও—তোমার প্ৰেবক বলিয়া,—ভক্তের ইহাই অন্তরের অভিপ্রায় ।

অর্জুনের উপরোক্ত ভাব যে আশা সম্ভব তাহা আমরা সকলেই বুঝিতে পারি । ভগবান যোগেশ্বর, তাঁহার অবটন-ঘটন-পটীয়াই মায়া ও সাধারণ ব্যাপার নহে ! সে রূপ দেখিবার যোগ্য কে হইতে পারে ? আমরা যে অতপঙ্ক, আমরা যে অশুচি, আমরা সেই জন্তই যে সে রূপ দর্শনের অযোগ্য,—তাহাই শুধু নহে । বাহ্যের তপঙ্ক, বাহ্যের দানশীল, বাহ্যের ব্যক্তিক—তাঁহারও সে রূপ দেখিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না । আমাদের এমন কি তপস্বী হইতে পারে, আমরা এমন কি ভাগ্য করিতে পারি, বাহ্যের বিনিময়ে ভগবান আপনার কল্যাণতম পরমরূপকে আমাদের জ্ঞানের গোচর করিবেন ! যদি করেন, তবে সে তাঁহার অসীম কৃপা ছাড়া আর কিছুই নহে ।

নিগূর্ণ পরমাখ্যার বৈশ্বক অরূপ ভাবও আছে, বাহ্য ক্রিয়ার পর-অবহার যোগীরা বুঝিতে পারেন, তদ্রূপ তাঁহার সগুণ ভাবও আছে ; যোগীরা কূটস্থের মধ্যে তাহা দেখিতে পান । এ দুইটি ভাবই তাঁহার নিত্য । প্রাক, তৈজস ও বিশ্বের সমষ্টিভাবই হইল ঐশ্বর্য, হিরণ্যগর্ভ ও

বিরাট। এই তিন প্রকার ভাবই দেখার অধিকার একমাত্র যোগীর আছে। যেতাত্ত্বতর উপনিষদে প্রথমে বলিলেন—

“য একো জ্ঞানবানীশতে ঈশনীতিঃ

সৰ্ব্বলোকানীশতে ঈশনীতিঃ।

য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ

য এতদ্বিদ্রমৃতাস্তে ভবন্তি ॥”

যে এক অদ্বিতীয় মায়াবী স্বশক্তিদ্বারা সমস্ত নিয়মিত করেন, এবং যিনি এক হইয়াও নিজ ঐশ্বর্যী শক্তিদ্বারা সমস্ত জগৎ শাসন করেন, যিনি জগতের উদ্ভব ও স্থিতির একমাত্র কারণ, বাহ্যারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন।

যিনি—‘হিরণ্যগর্ভঃ জনরামাস পূর্নঃ—যিনি প্রথমে হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করিয়াছিলেন।

যা তে রুদ্র শিবা তমুরবোরাপাপকাশিনী।

তয়া নন্তমুখা শস্তময়া গিরিশস্তাভিচাক্ষীহি ॥

হে রুদ্র! হে গিরিশস্ত (অর্থাৎ যিনি গিরিতে থাকিয়া স্ব স্ব বিস্তার করেন—অর্থাৎ মেরু পর্বতের শিখরদেশে সহস্রারে যিনি থাকিয়া ব্রহ্মানন্দে জীবকে মগ্ন করিতেছেন), তোমার সে মঙ্গলরূপা, অভয়া, পূণ্যপ্রকাশিনী তনু, সেই স্বপ্নতমা তনুর দ্বারা আমাদেরিগের প্রতি প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

তার পরে বলিতেছেন—

ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তঃ

যথানিকায়ং সৰ্ব্বভূতেশু গৃঢ়ম্।

বিষষ্টৈকং পরিবেষ্টিতায়ং

ঈশং তং জ্ঞানামৃতা ভবন্তি ॥

তিনি এই জগদাদি হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং অপরব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ। যিনি বিভিন্ন শরীরধারী সমস্ত প্রাণীর অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে বিভ্রমান, যিনি সমস্ত বিশ্বের পরিবেষ্টিতা অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বকে যিনি ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, সাধকগণ সেই ঈশ্বরকে জানিয়া অমৃত হন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন।

যোগীরা এই দুই ভাবকেই জানিতে পারেন। একটি তাঁহার অনাময় জ্যোতিরন্তর্গত বিশ্ববিমোহনকারিণী তেজোময় বপু, দ্বিতীয়টি গগনোপম শাস্ত্র, স্থির ভাব (বাহ্য ক্রিয়ার পরাবস্থার অনুভব করা যায়)। যোগীরা কুটস্থের মধ্যে নিজেদের নিত্য অবিনাশী স্বরূপ বা পুরুষোত্তম রূপকে দেখিতে পান। সেই বৃহৎ জ্যোতিঃ হইতেও বৃহজ্জ্যোতিরূপ এবং ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, অণু হইতেও যে অণুরূপ তাহাও যোগীরা দেখিতে পান। সেই ক্ষুদ্র, অণু কিরূপে বিশ্বব্যাপী হইতে পারে, তাহা ধারণা করা খুবই শক্ত। যিনি বৃহৎ কুটস্থ না দেখিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে উহা ধারণা করাও অসম্ভব। তাই অর্জুনের শকা হইল—সে বৃহৎ রূপ কি আমি দেখিবার যোগ্য? আমি তো এখনও যোগী হইতে পারি নাই ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ।

পশু মে পার্থ রূপাণি শতশোহিথ সহস্রশঃ।

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫

অনুব্রজ। শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন)! পার্থ! (হে পার্থ) মে (আমার) দিব্যানি (দিব্য অলৌকিক) নানাবিধানি (নানা প্রকার) নানাবর্ণাকৃতীনি চ (নানা বর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট) শতশঃ সহস্রশঃ (শত শত ও সহস্র সহস্র) রূপাণি (রূপ সকল) পশু (দেখ) ॥ ৫

শ্রীশঙ্কর। এবং প্রার্থিতঃ সন্ অত্যন্তুতঃ রূপঃ দর্শয়িত্ব সাধনো ভব ইত্যোং অর্জুনমভিমুখী কয়োতি—শ্রীভগবানুবাচ—পশুতি চতুতিঃ। রূপাণি একত্রেহপি নানাবিধাং রূপাণীতি বহুবচনম্। অপরিমিতাত্মনেকপ্রকারাণি দিব্যানি অলৌকিকানি মম রূপাণি পশু। বর্ণাঃ তুরুরূপাদয়ঃ। আকৃতয়ঃ অবয়বসম্মিশ্রবিশেষাঃ নানা অনেকে বর্ণা আকৃতয়শ্চ যেষাং তানি নানাবর্ণাকৃতীনি ॥ ৫

অনুব্রহ্মানুবাচ। [(অর্জুন কর্তৃক) এইরূপ প্রার্থিত হইয়া অত্যন্তুত রূপ দর্শন করাইবার জন্ত অর্জুনকে “তুমি সাধন হও” বলিয়া সেই রূপের অভিমুখী করিবার জন্ত চারিটি শ্লোকে—] শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে পার্থ, [রূপ এক হইলেও নানাবিধ বলিয়া ‘রূপাণি’—এই পদে বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে] আমার অপরিমিত অনেক প্রকার অলৌকিক, তুরুরূপাদি নানাবর্ণবৃত্ত এবং নানা অবয়ব-বিশিষ্ট রূপ দেখ ॥ ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাপ্ত্য। কুটস্থদ্বারা অনুভব হইতেছে :—শত সহস্ররূপ সব দেখ; নানাবিধ দ্রব্য—নানা রসের অণুব মধ্যে রহিয়াছি।—দীপ যেরূপ গৃহস্থিত সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করে, সেইরূপ ক্রিয়া করিলে আপনা আপনি ভিতরে সমস্ত প্রকাশিত হয়। দীপ যেরূপ পথের সকল বস্তুর প্রকাশক, সেইরূপ উত্তম পুরুষ যিনি কুটস্থের মধ্যে আছেন, তিনি সকল বস্তুর প্রদর্শক, ক্রিয়া দ্বারা সেই উত্তম পুরুষকে দেখা যায়। তখন এই শরীরের মধ্যেই সকল বস্তুর অনুভব হয়, সকল প্রকার ঐশ্বর্য (অণিমা লঘিমাণি) প্রকাশ পায়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম-মিলিত সকলেরই শরীর। এই পঞ্চতত্ত্ব বাতীত কোন শরীর ধারণ হইতে পারে না। এই শরীরে পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাত্বের সমষ্টি; ইহাদিগের স্বল্প অণুব্রহ্ম সকলের ভিন্ন ভিন্ন আকার যোগীরা দেখেন,—হরিদ্রা, সবুজ, লাল, জাফাল, নীল বর্ণ ক্রমশঃ হইতেছে দেখেন,—ইহারই দ্বারা বাহিরে ও ভিতরে সকল তত্ত্ব দেখিতে পান, পরে সর্ব তত্ত্বাতীত ব্রহ্মকে দেখিয়া সর্বভূতের মধ্যে প্রবেশের ক্ষমতা হয় ও সর্বজ্ঞ লাভ হয় ॥

যোগীরা বাহ্য ইচ্ছা করেন, তাহাই কুটস্থের মধ্যে দেখিতে পান এবং যে দ্রব্যের বাহ্য গুণ তাহাও বুঝিতে পারেন। আমরা বাহিরে যে আকৃতি দেখি, তাহারই বর্ণ কত পরিবর্তন হইতেছে, এ চক্ষে তাহা দেখা যায় না, কিন্তু বাহ্যদের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়াছে, তাঁহারা তৎ সাহায্যে সকলই বুঝিতে পারেন।—সুতরাং লোকের কৃতকর্ম ও তাহার অতিপ্রায় কিছুই জানিতে

পশাদিত্যান্ বহ্নু রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা ।

বহ্নুদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যার্চ্যাণি ভারত ॥ ৬

ইহৈকস্মৎ জগৎ কুৎসং পশ্যাত্ সচরাচরম্ ।

মম দেহে গুড়াকেশ মচ্ছাত্তদ্রষ্টু মিচ্ছসি ॥ ৭

বাকী থাকে না। নিজের মধ্যে ভগবানকে অল্পভব করিলেই তাঁহার ঐশ্বরিক পরম ভাব ও ভক্ত সাধকের প্রতি তাঁহার কত রূপা বৃথিতে পারা যায় ॥

অনুব্রত । ভারত ! (হে ভারত) আদিত্যান্ (দ্বাদশ আদিত্য) বহ্নু (অষ্ট বহ্নু) রুদ্রান্ (একাদশ রুদ্র), অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) তথা মরুতঃ (এবং উনপঞ্চাশ মরুৎ) পশ্য (দেখ), চ (এবং) বহ্নি (অনেক) অদৃষ্টপূর্বাণি (অদৃষ্টপূর্ব) আশ্চর্যাণি (আশ্চর্য্য বস্তুর সকল) পশ্য (দেখ) ॥ ৬

শ্রীমদ্র । তাহেবাহ—পশ্যতি । আদিত্যাदीन् মম দেহে পশ্য । মরুত একোন-পঞ্চাশদেবতাবিশেষান্ । অদৃষ্টপূর্বাণি স্বয়া বাহন্যেন বা পূর্ক্বেমদৃষ্টানি রূপাণি । আশ্চর্যাণ্যভূতানি ॥ ৬

ব্রহ্মানুবাদ । [সেই সব অলৌকিক রূপ কি তাহাই বলিতেছেন—] হে ভারত, আমার দেহে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বহ্নু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও উনপঞ্চাশ মরুৎ দেবতা এবং অনেক অদৃষ্টপূর্ব অদৃষ্ট রূপ দেখ, বাহা তুমি বা অস্ত্রে পূর্বে কখনও দেখে নাই ॥ ৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । সূর্য্য—অষ্টবহ্নু—রুদ্র—অশ্বিনীকুমার—মরুৎ—এ সব দেখ—আমাবই সব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য রূপ ।—কূটস্থের মধ্যে কত তেজ, যেন দ্বাদশ সূর্য্য একত্রে উদিত হইয়াছে । অষ্টবহ্নু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উনপঞ্চাশ মরুৎ—এবং আরও অনেক কিছু,—বাহা তুমি দেখিতে চাও, কূটস্থের মধ্যে দেখিতে পাইবে । এইরূপ লোকবিশ্বয়কর ব্যাপার সমস্তই এই জীব দেহে সংঘটিত হয় । বাঁহারা বোগী তাঁহারা অদৃষ্টপূর্ব কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় কূটস্থের মধ্যে দেখিয়া থাকেন । নিজ আকৃতিও কূটস্থের মধ্যে দেখা যায় । বাঁহারা পূর্বে গত হইয়াছেন বা বাঁহারা পরে জগতে আসিবেন, তাঁহাদিগকেও বোগীরা কূটস্থের মধ্যে দেখিয়া থাকেন । এতদপেক্ষা পরমাশ্চর্য্য কথা আর কি হইতে পারে ? ৬

অনুব্রত । গুড়াকেশ ! (হে গুড়াকেশ) ইহ মম দেহে (এই আমার দেহে) একস্মৎ (একত্র অবস্থিত) কুৎসং (সমগ্র) সচরাচরং জগৎ (স্থাবরজঙ্গমসহ জগৎ) অস্ত্যৎ যৎ চ (আরও অস্ত্র বাহা কিছু) দ্রষ্টুং ইচ্ছসি (দেখিতে ইচ্ছা কর) অস্ত্র পশ্য (তাহা এখনই দেখিয়া শও) ॥ ৭

শ্রীমদ্র । কিঞ্চ—ইহৈকস্মমিতি । তত্র তত্র পরিভ্রমতা বর্ষকোটিভিরপি দ্রষ্টুমশক্যং কুৎসমপি চরাচরসহিতং জগৎ ইহ অস্মিন্ মম দেহে অবয়বরূপেণ একত্রৈব স্থিতম্ অস্ত্র অধুনৈব

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টু মনেনৈব স্বচক্ষুবা ।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮

পশ্য । বচ অস্ত্যৎ জগদাশ্রয়ভূতং কারণবরূপং জগতস্ত অবস্থাবিশেষাদিকং জয়পরাজয়াদিকঞ্চ বদপাত্তদ্রষ্টুমিচ্ছসি সর্বং পশ্য ॥ ৭

ব্রহ্মানুবাদ । [আরও বলিতেছেন—] সেই সব স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দেখিতে হইলে কোটিবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াও কেহ দেখিতে সমর্থ হয় না, হে গুড়াকেশ (জিতেন্দ্র) অর্জুন, সেই চরাচর সহিত জগৎ আমার এই দেহে অবয়বরূপে একত্র অবস্থিত রহিয়াছে, এক্ষণে দেখ । আরও অস্ত্র কিছু যদি দেখিতে ইচ্ছা কর—জগতের আশ্রয়ভূত কারণ, জগতের বিশেষ বিশেষ অবস্থা এবং এই যুদ্ধে কাহার জয় পরাজয় হইবে—তৎ সমস্তই দেখিতে পাইবে ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । এই সব চব অচর সবই আমারই রূপ—এই দেহের মধ্যে যে অস্ত্ররূপ দেখিতে ইচ্ছা কর—তাহা ।—এই কূটস্থ মণ্ডলের মধ্যে চর, অচর সকল জীব ও বস্তুই দেখা যায়—ঐ সত্ত্বল বস্তু বা জীব অস্ত্র কিছু নহে, তাহা আত্মারই রূপ । দৃষ্টমান্ সমস্ত বস্তুই চিত্তের প্রতিবিম্ব । তাহা যে কত অজস্র তাহার সীমা সংখ্যা নাই । জীবের কোন একটি কার্য্য বাহা বর্তমানে দেখা যায়, তাহার আদি রূপ বাহা কেবল কল্পনায় থাকে, কল্পনারও আগে বাহা কারণরূপে বর্তমান থাকে এবং ভবিষ্যতে সেই কার্য্যটি বৈরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইবে—তাহা সমস্তই একত্রে কূটস্থের মধ্যে সাজানো রহিয়াছে । তিনি অথও মহাকাল কিনা ? তাই ষড়কাল ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এসব তাঁহার মধ্যে একসঙ্গে থাকে । বাঁহারা সর্বদা কূটস্থে থাকেন, তাঁহাদের নিকট এই অগূর্ব্ব রহস্য সমূহের দ্বার উদঘাটিত হইয়া যায় । সেই সকল বোগীস্বরগণের আর অজানা বলিয়া কিছু থাকে না । কিন্তু বোগী না হইলে এ সব রহস্যাদির কেহ সন্ধান পায় না । অর্জুন সেই অধিকারপ্রাপ্ত বোগী । তাই ভগবান অর্জুনকে ‘গুড়াকেশ’ বলিয়া সম্বোধন করিলেন । গুড়াকেশ অর্থে নিদ্রাশূন্য পুরুষ । সমাধিনিষ্ঠ ব্যতীত কেহ প্রকৃত নিদ্রাশূন্য হইতে পারে না ॥ ৭

অনুব্রত । তু (কিন্তু) অনেন (এই) স্বচক্ষুবা এব (স্বকীয় চক্ষুদ্বারাই) মাং দ্রষ্টুং (আমাকে দেখিতে) ন শক্যসে (সমর্থ হইবে না) । [এইজন্য] তে (তোমাকে) দিব্যং চক্ষুঃ (অলৌকিক চক্ষু) দদামি (দিতেছি), মে (আমার) ঐশ্বরং যোগং (ঐশ্বরিক যোগ অর্থাৎ অঘটন-ঘটন-সামর্থ্য) পশ্য (দেখ) ॥ ৮

শ্রীমদ্র । বহুতমর্জুনেন ‘মত্তসে যদি তচ্ছক্যং’ ইতি তজ্জাহ—ন তু মাষিতি । অনেনৈব তু স্বীয়েন চক্ষুচক্ষুবা মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে শক্তো ন ভবিষ্যসি । অতোহহং দিব্যমলৌকিকং জ্ঞানাস্বকং চক্ষুঃ তুভ্যং দদামি । মমৈশ্বরম্ অনাধারণং যোগং যুক্তিম্ অঘটনঘটন-সামর্থ্যং পশ্য ॥ ৮

ব্রহ্মানুবাদ । [অর্জুন যে ভগবানকে বলিয়াছিলেন, সেই রূপ দেখিবার যোগ্য যদি আমাকে মনে কর—তাহারই উত্তরে ভগবান বলিতেছেন—] কিন্তু তোমার এই স্বীয় চক্ষুচক্ষু

সঙ্গয় উবাচ।

এবমুক্তা ততো রাজন্ মহাব্যোগেশ্বরো হরিঃ।

দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯

দ্বারা আমাকে দেখিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তোমাকে আমি জানাত্মক অলৌকিক চক্ষু দিতেছি। আমার অসাধারণ যোগ অর্থাৎ অষ্টদশ-ঘটনসামর্থ্য অবলোকন কর ॥ ৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। এ চক্ষু দেখতে পাইবে না, আকাশের তায় এক চক্ষু দিব—তাহাব দ্বারা ঈশ্বরের রূপ যোগের দ্বারায় দেখিতে পাইবে।—অলৌকিক জ্ঞান চক্ষু দ্বারা এই রূপ দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণদেব রূপা করিয়া বে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেন—তাহা আকাশের মত, সেই আকাশ-চক্ষুতে ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু ফুটিয়া উঠে। সেই আকাশে বাহ্যার মন স্থাপন করিতে পারেন, তাহার ভগবানের ষোড়শধর্ম কি—বুঝিতে পারেন। সকল দরজা খোলা থাকিলেও আত্মক্রিয়া দ্বারা যিনি নিজেকে বশ করিতে পারিয়াছেন, তিনি অলৌকিক বস্তু প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন। ব্রহ্মবস্তুর আত্মা, তাহাই গম্য বস্তু, তাহাতেই সকলের বাগ্ম্য উচিত। প্রাণায়ামরূপ ক্রিয়াই সেই গম্য বস্তুতে লইয়া যাইবার কর্ত্ত। স্থির বুদ্ধি দ্বারা তিনি প্রাপ্তব্য, ক্রিয়ার দ্বারাই সেই বুদ্ধিকে স্থির করা যায়। সঙ্গুপ্ত নিজ সাধন শক্তি দ্বারা শিষ্যের জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া দিয়া যখন রূপা করেন, তখন কত অপ্রত্যক্ষ বস্তু শিষ্য নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া কৃতার্থ হয় ॥ ৮

অনুব্রত। সঙ্গয়: উবাচ (সঙ্গয় বলিলেন)। রাজন্ (হে রাজা ধৃতরাষ্ট্র!) মহাব্যোগেশ্বর: হরি: (মহাব্যোগেশ্বর হরি) এবম্ (এইরূপ) উক্তা (বলিয়া) তত: (তাহার পরই) পার্থায় (অর্জুনকে) পরমং ঐশ্বরং রূপং (দিব্য ঐশ্বরিক রূপ) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন) ॥ ৯

শ্রীশ্রদ্ধ। এবমুক্তা ভগবান্ অর্জুনায় রূপং দর্শিতবান্। তচ্চ রূপং দৃষ্ট্বা অর্জুন: শ্রীকৃষ্ণং বিজ্ঞাপিতবান্ ইতি ইমম্ অর্থম্ বদ্ভি: শ্লোকৈ: ধৃতরাষ্ট্র: প্রতি সঙ্গয় উবাচ—এবমুক্তেতি। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! মহাশাস্ত্রসৌ যোগেশ্বরশ্চ হরি: পরম্ ঐশ্বরং রূপং দর্শিতবান্ ॥ ৯

বঙ্গানুবাদ। [এইরূপ বলিয়া ভগবান্ অর্জুনকে নিজ রূপ দেখাইলেন। সেই রূপ দেখিয়া অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বাহা বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন, তাহাই ছয়টি শ্লোকে মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রকে] সঙ্গয় বলিতেছেন—হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! মহাব্যোগেশ্বর হরি অর্জুনকে পরম ঐশ্বর রূপ দেখাইলেন ॥ ৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। দিব্যদৃষ্টি দ্বারা বোধ হইতেছে;—এইরূপ কূটস্থ শরীরের তেজকে আপনার রূপ দেখাইতে লাগিলেন।—বিবেক উৎপন্ন হইলে অন্ধ জনেরও দিব্য দৃষ্টি লাভ হয়। মনই যেন তখন হই ভাগে বিভক্ত হয়। একজন বস্তু ও অপরটি শ্রোতা। সাধন প্রভাবে বিষয়ে অন্যাসক্তি ভাব আসিলেই বিবেক উৎপন্ন হয়, এবং সেই বিবেকই পুরুষ তখন পরম ঐশ্বর রূপ দেখিতে পান। তখন

অনেকবক্তৃনয়নমনেকাস্তুতদর্শনম্।

অনেকদিব্যাত্তরং দিব্যানেকোত্তরায়ুধম্ ॥ ১০

দিব্যমালাস্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।

সর্বশাস্ত্রার্থময়ং দেবমনস্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১

কূটস্থের মধ্যে দিব্যজ্ঞান প্রভাব ও মহাব্যোগেশ্বর ভাব প্রকটিত হয়। তিনিই হরি,—আমাদের মনের নিয়গামী রূপিতগুলি তখন হরণ করিয়া লন। নচেৎ বিষয়মননশীল মন কিছুতেই স্থির হইতে পারে না। মন স্থির হইয়া বিশুদ্ধ না হইলে কেহই ঐশ্বর ভাব অবলোকনে সমর্থ হয় না। দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে এই কূটস্থের মধ্যেই ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের সমস্ত ঘটনাই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা স্বপ্নে যেমন দূর-দূরান্তরের বস্তু ও ঘটনা সকল দেখিয়া থাকি, সিদ্ধ সাধকেরা তাহাদের হৃদয় অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ভূত ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনাই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন ॥ ৯

অনুব্রত। [সেই বিশ্বরূপের মধ্যে] অনেকবক্তৃনয়নম্ (বহুমুখ ও বহুনেত্রে বিশিষ্ট), অনেকাস্তুতদর্শনম্ (বহু অদ্ভুত দর্শনীয় আকৃতিবিশিষ্ট), অনেকদিব্যাত্তরং (বহু দিব্য অলঙ্কার বস্তু), দিব্যানেকোত্তরায়ুধং (বহু প্রকার উত্তম উজ্জ্বল অস্ত্র বিশিষ্ট) ॥ ১০

শ্রীশ্রদ্ধ। কথংভূতং তদিতি? অত আহ—অনেকবক্তৃনয়নমিতি। অনেকানি বক্তৃণি নয়নানি চ যস্মিন্তং। অনেকানামভূতানাং দর্শনং যস্মিন্তং। অনেকানি দিব্যাত্তরং যস্মিন্তং। দিব্যানি অনেকানি উত্তমানি আবুধানি যস্মিন্তং ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ। [সেইরূপ কীদৃশ? তাই বলিতেছেন অনেক বক্তৃনয়ন ইত্যাদি—] অনেক মুখ নয়ন আছে বাহাতে তাদৃশ; এবং অনেক অদ্ভুত দর্শন ও অনেক দিব্যাত্তরং আছে বাহাতে তাদৃশ; এবং অনেক দিব্য উত্তম আবুধ বিস্তারিত আছে বাহাতে তাদৃশ ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। কূটস্থের সম্মুখে অনেক লোক বসিয়া আছে, অনেক চক্ষু কূটস্থের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে—অনেক অদ্ভুত রূপ—অনেক আকাশের অস্ত্র শস্ত্র হস্তে।—এই সবই আকাশের মুক্তি, যেন কত লোক বসিয়া আছে, কত চক্ষু যেন কূটস্থের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া কি দেখিতেছে। অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত রূপ—বাহা আর কখনও দেখা হয় নি। কি চমৎকার! সব অলঙ্কার গায়ে, আবার অনেক অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করা কত লোক যেন দাঁড়াইয়া আছে ॥ ১০

অনুব্রত। দিব্যমালাস্বরধরং (দিব্য মালা ও দিব্য বসনে সুশোভিত) দিব্যগন্ধানুলেপনম্ (দিব্য গন্ধ দ্বারা অলঙ্কৃত) সর্বশাস্ত্রার্থময়ং (অত্যন্ত আশ্চর্য্যময়) দেবম্ (দীপ্তিশালী) অনন্তং (অন্তশূন্য) বিশ্বতোমুখম্ (সর্বতোমুখ বা সর্বত্র মুখ বিশিষ্ট) [রূপ দেখিলেন] ॥ ১১

শ্রীশ্রদ্ধ। কিঞ্চ—দিব্যোতি। দিব্যানি মালানি অষ্টানি চ ধারয়তীতি তৎ। তথা দিব্যো গন্ধো যন্ত তাদৃশম্ অলঙ্করণং যন্ত তৎ। সর্বশাস্ত্রার্থময়ং অনেকাশ্চর্য্যপ্রায়ং। দেবং জ্যোতনাশ্রমম্। অনন্তমপরিচ্ছিন্নং। বিশ্বতঃ সর্বতোমুখানি যস্মিন্তং ॥ ১১

দিবি সূর্য্যসহস্রস্ত ভবেদ্বগুণপুত্ৰিতা ।

বদি ভাঃ সদৃশী সা স্তাভাসস্তস্ত মহাত্মনঃ ॥ ১২

বক্ষ্যানুবাদ। আরও বলিতেছেন—দিব্যমালা ও অশ্বর ধারণ করিয়াছে যে—
তাদৃশ; দিব্য গন্ধ বাহাতে—তাদৃশ, অনুলেপন বাহার—তাদৃশ; আর সর্কাসচ্যাময় অর্থাৎ
অনেক আশ্চর্য্য প্রায়; ছোতনাঅক; অপরিজ্ঞিত এবং সর্বত্রই মুখ বাহাতে—তাদৃশ [রূপ
দেখাইলেন] ॥ ১১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। আকাশের মালা—আকাশের গন্ধ—সবই
আশ্চর্য্য—এমত দেবতাকে—কূটস্থকে দেখিতে লাগিলেন। অনন্তরূপ—বিশ্ব
সংসারের লোকের চক্ষু—যাঁহারা কেহ কিছু হইতেছেন সেই কূটস্থের দিকে
সকলে দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছেন—যথার্থই তাঁহারা কূটস্থেই রূপ; কূটস্থ ব্যতীত
সেখানে কিছুই নাই।—স্বর্ণ মর্ত্তা—সবই তাহার মধ্যে কিনা, তাই অনন্ত অসংখ্য মূর্ত্তি
কূটস্থের মধ্যে দেখা যাইতে লাগিল। কত ফুলের মালা, কত সুন্দর বস্ত্র, সবই কিছু আকাশ
নির্ম্মিত। কত দিব্যগন্ধ উঠিতেছে, কত জ্যোতিঃ ঢেউ খেলিয়া চলিতেছে, তাহার
আর যেন আদি অন্ত নাই ॥ কূটস্থের রূপই এই সারা বিশ্ব সংসার। তাই কূটস্থের মধ্যে
সবই দেখা যায়। যাঁহারা সিক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই কূটস্থে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া সিক্ত দেহ
লাভ করিয়াছেন। সেই সব সিক্তগণকেও কূটস্থের মধ্যে দেখা যায়। যেমন সূর্য্য গগনে
দেখা যাইতেছে, আবার অসংখ্য পাতে সেই সূর্য্যই ঝলমল করিতেছে, তেমনই প্রতি
দেহরূপ ঘটে সেই আত্মার প্রতিবিম্ব বস্তু করিতেছে, আবার কূটস্থের মধ্যে সেই অসংখ্য
বিশ্বের প্রতিবিম্ব পড়িতেছে ॥ আমি যেমন বাহিরে, তেমনই আমার কূটস্থের মধ্যেও; এবং
অসংখ্য জীবদেহের মধ্যেও আমি বর্ত্তমান রহিয়াছি। কোন্ ভাষা সত্য, তাহা যেন
বুঝিবার উপায় নাই। দেখিতে দেখিতে তাক লাগিয়া যাইতেছে ॥ ১১

অনুব্র। দিবি (আকাশে) সূর্য্যসহস্রস্ত (সহস্র সহস্র সূর্য্যের) ভাঃ (প্রভা)
বদি (বদি) যুগপৎ (একসঙ্গে) উত্থিতা ভবেৎ (উদ্ভিত হয়), সা (সেই প্রভা) তস্ত
মহাত্মনঃ (সেই মহাত্মার) ভাসঃ (প্রভার) সদৃশী স্তাৎ (তুল্য হইতে পারে) ॥ ১২

শ্রীশঙ্কর। বিশ্বরূপদীপ্তঃ নিরূপমত্বমাহ—দিবীতি। দিবি আকাশে। সূর্য্যসহস্রস্ত
যুগপৎপ্রতিষ্ঠা যদি যুগপৎপ্রতিষ্ঠা ভাঃ প্রভা ভবেৎ তর্হি সা তদা মহাত্মনো বিশ্বরূপস্ত ভাসঃ
প্রভায়াঃ কথঞ্চিং সদৃশী স্তাৎ। অতোপমা নাস্ত্যেব ইত্যর্থঃ। তথাভূতঃ রূপঃ দর্শয়াম্যসৌতি
পূর্বেণৈবায়ঃ ॥ ১২

বক্ষ্যানুবাদ। [বিশ্বরূপ দীপ্তি যে কি নিরূপম তাহাই বলিতেছেন—] আকাশে
একদা সহস্র সূর্য্যের প্রভা যদি যুগপৎ সমুদ্ভিত হয়, তাহা হইলে সেই দীপ্তি মহাত্মা বিশ্বরূপের
প্রভার কথঞ্চিং সদৃশী হইতে পারে। তাহার অস্ত উপমা যেন হয় না এই তাৎপর্য্য।
তথাভূত বিশ্বরূপ অর্জুনকে দেখাইলেন, এই পূর্ব্বোক্তির সহিত ইহার অর্থ ॥ ১২

তত্রৈকশৃং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা ।

অপশ্চদেবদেবস্ত শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩

ততঃ স বিশ্বয়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাস্তলিরভাবত ॥ ১৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। সেই মহাত্মা কূটস্থের—কোটি সূর্য্যের ছায়া
তদপেক্ষা অধিক এমত তেজ চারিদিকে উদয়।—সেই কূটস্থের কি জ্যোতিঃ, যেন
সহস্র সহস্র সূর্য্য একেবারে আকাশে সমুদ্ভিত হইয়াছে। প্রলয়কালে এইরূপ সহস্র সূর্য্যের
উদয় এককালে হয়। তখন যে মহাকাল প্রলয়-ভূত্য ময় হন, অর্জুনকে ভগবান সেই
মহাকালেরই রূপ দেখাইতেছেন। সে রূপ দেখিয়া কেহ কি সহ্য করিতে পারে? কিন্তু ভগবান
যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, সেই এই অতুলনীয় রূপ দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারে ॥ ১২

অনুব্র। তদা (তখন) পাণ্ডবঃ (অর্জুন) তত্র (সেই বিশ্বরূপে) দেবদেবস্ত
শরীরে (দেবদেবের শরীরে) অনেকধা (নানাভাবে) প্রবিভক্তং (বিভক্ত) কৃৎস্নং জগৎ
(সমস্ত জগৎ) একশৃং (একত্র অবস্থিত) অপশ্চৎ (দেখিয়াছিলেন) ॥ ১৩

শ্রীশঙ্কর। ততঃ কিং বৃত্তম্ ইতি অপেক্ষায়ামাহ সঞ্জয়ঃ—তদ্রূপে। অনেকধা প্রবিভক্তং
নানাবিভাগেন অবস্থিতং কৃৎস্নং জগৎ দেবদেবস্ত শরীরে তদবয়বস্বেন একত্র ব্যবহৃতং তদা
পাণ্ডবোহর্জুনঃ অপশ্চৎ ॥ ১৩

বক্ষ্যানুবাদ। [তাহার পর কি হইল এই প্রশ্নের অপেক্ষায় সঞ্জয় বলিতেছেন—]
তখন অর্জুন নানাভাবে বিভক্ত সমগ্র জগৎ সেই দেবদেবের শরীরে তাঁহার অবয়বরূপে একত্র
অবস্থিত দেখিলেন। [শরীরের পৃথক পৃথক ভাগ যেমন একই শরীরের মধ্যে অবস্থিত থাকে,
তরূপ সেই দেবদেবের শরীরে নানাভাবে বিভক্ত জগৎ একত্র অবস্থিত রহিয়াছে] ॥ ১৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। সেখানে সমুদয় জগৎ দেখিতেছে—সবই কূটস্থের
রূপ অনেক ভিন্ন ভিন্ন—আপনার শরীরেতে (পাণ্ডবের) দেখিতে লাগিলেন—
আপনার শরীরেই পঞ্চ পাণ্ডব।—দেবলোক, পিতৃলোক, মনুষ্যলোক লইয়া সমগ্র জগৎ।
নদী-স্রোতে যেমন কতনত তৃণ ভাসিয়া বেড়ায়, সেইরূপ শত সহস্র রকমের জগৎ ও জীব
কূটস্থের মধ্যে রহিয়াছে অর্জুন দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু এই যে এত অসংখ্য রূপ, ইহা
কিন্তু সমস্ত সেই কূটস্থেরই রূপ। পাণ্ডবের শরীরেই ইহা দেখা যায়। সকলের শরীর পঞ্চ
তত্ত্বময় বা পঞ্চ পাণ্ডবের (ক্ৰিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, বোম্) শক্তি সম্মিলিত। আপনার
শরীরের মধ্যেও যাহা সকলের শরীরের মধ্যেও তাহাই রহিয়াছে। এইজন্য আপনাকে ভাল
করিয়া জানিলেই এই সমগ্র বিশ্ব-ভুবনকে অবগত হওয়া যায় ॥ ১৩

অনুব্র। ততঃ (তখন) সঃ ধনঞ্জয়ঃ (সেই ধনঞ্জয়) বিশ্বয়াবিষ্টঃ (বিশ্বয়াবিস্তৃত) হৃষ্টরোমা
(পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া) দেবং (দেবকে) শিরসা (মস্তক দ্বারা) প্রণম্য (প্রণাম করিয়া)
কৃতাস্তলিঃ (করযোড়ে) অভাবত (বলিতে লাগিলেন) ॥ ১৪

অৰ্জুন উবাচ ।

পশ্চামি দেবাংস্তব দেব দেহে

সৰ্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংধান্ ।

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-

মুখীংশ্চ সৰ্ববাহুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫

শ্রীকৃষ্ণ । এবং দৃষ্টা কিং কৃতবানিতি ? অত্রাহ—তত ইতি । ততো দর্শনাস্তরং । বিষয়েন আবিষ্টো ব্যাপ্তঃ সন্ । কৃতানি উৎপুলকিতানি রোমাণি বস্ত্রাঃ ধনঞ্জয়ঃ । তমেব দেব শিরসা প্রণম্য । কৃতান্তলিঃ সংপূটীকৃতহস্তো কৃষা । অভাবত উক্তবান্ ॥ ১৪

অনুবাদ । [এই বিধরূপ দেখিয়া অর্জুন কি করিলেন ? তাহাই বলিতেছেন] —সেই অদ্বৈত বিধরূপ দর্শনাস্তর ধনঞ্জয় বিষয়ব্যাপ্ত হইয়া ও আনন্দে পুলকিত রোম হইয়াছে বাহ্যর—তাদৃশ অর্জুন সেই দেবকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া কৃতান্তলিপুটে এই সকল বলিতে লাগিলেন ॥ ১৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । বিশ্বদাপন্ন হইয়া কৃতান্তলিপূর্বক লোমাক্ষের সহিত বলিতে লাগিলেন—প্রণাম ক'রে ।—এ অবস্থায় আর বিষয় না হইয়া কি হইবে ? এইটুকু শরীরের মধ্যে এত তেজের প্রকাশ । ব্রহ্মাণ্ডের বত বস্ত্র, বত প্রাণী, সব এই কূটস্থের মধ্যে । সাধক নিজের শরীরেই প্রথম কূটস্থ দেখেন কিনা, তাই তখন মনে হয়—এই দেহের মধ্যে এত অসংখ্য অগণ্য বস্তু কিরূপে ছিল । তবে কি এ শরীরকে বস্তুটুকু মনে করা যায় তাহা নহে ? ব্রহ্মাণ্ডের সব জিনিষ কিরূপে তাহার মধ্যে ধরে ? এই বিশ্বয় ! সাধক তখনও হয়তো বুঝিতে পারে না তিনি যে “অণুভোহণু চ”—অণু অপেক্ষাও ছোট একটি অণুমাত্র । কিন্তু সেই অণুর মধ্যে আবার ব্রহ্মাণ্ড আছে । বত বা আশ্রয় বোধ হয়, তত বা আনন্দ বোধ হয় । বিষয়ে পুলকে শরীরে রোমাঞ্চ হয় । তখন সেই আশ্রয়দেব কূটস্থকে প্রণাম করিয়া হাত বোড় করিয়া সাধকের কিছু যেন বলিবার ইচ্ছা হয় । তাহাই পর শ্লোকে বলা হইতেছে ॥ ১৪

অনুবাদ । অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন) । দেব ! (হে দেব) তব দেহে (তোমার শরীরে) সর্বান্ দেবান্ (সমুদয় দেবগণকে) তথা (এবং) ভূত বিশেষ-সংধান্ (স্বাবর জন্মান্বক ভূত সমূহকে) দিব্যান্ ঋষীন্ (দিবা ঋষিগণকে) সর্বান্ উরগান্ চ (এবং সমুদয় সর্পগণকে) কমলাসনস্থং (কমলাসনে উপবিষ্ট) ঈশং ব্রহ্মাণং চ (ব্রহ্মা সকলের প্রভু ব্রহ্মাকেও) পশ্চামি (দেখিতেছি) ॥ ১৫

শ্রীকৃষ্ণ । ভাষণমেবাহ—পশ্চামীতি সপ্তদশতিঃ । হে দেব ! তব দেহে দেবান্ আদিত্যা দীন পশ্চামি । তথা সর্বান্ ভূতবিশেষাণাং জরাযুজাণ্ডাদীনাম সংঘাংশ্চ, তথা দিব্যান্ ঋষীন্ বশিষ্ঠাদীনঃ ; উরগাংশ্চ তক্ষকাদীন তথা দেবানামীশং স্বামিনং ব্রহ্মাণং চ । কথংভূতম্ ? কমলাসনস্থং পৃথ্বীপদ্মকর্ণিকায়াং মেঘৌ স্থিতম্, বহা বরাভিপদ্মাসনস্থং ইতি ॥ ১৫

অনেকবাহুদরবস্ত্রনেত্রং

পশ্চামি স্বাং সৰ্ব্বতোহিনন্তরূপম্ ।

নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং

পশ্চামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬

অনুবাদ । [অর্জুন ‘পশ্চামীতি’ সপ্তদশ শ্লোকদ্বারা পরে বাহা বলিলেন, সত্ত্ব তাহাই ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন—] হে দেব, তোমার দেহে আদিত্য প্রভৃতি দেবগণকে এবং সর্বভূতবিশেষসংঘ অর্থাৎ জরাযুজ (মহুজ, পত্নী আদি) অশ্বক (পক্ষী, সর্পাদি) বৈশদ (মশকাদি) এবং উদ্ভিজ্জ (তৃণ-বৃক্ষাদির) প্রভৃতির সংঘ বা সমূহ—তাহাও দেখিতেছি এবং সেইরূপ বশিষ্ঠাদি দিবা ঋষিগণকে, তক্ষকাদি উরগ-গণকে, এবং দেবাদির ঈশ্বর যে ব্রহ্মা তাঁহাকেও দেখিতেছি । সেই ব্রহ্মা যে কিরূপ, তাহাও বলিতেছেন—কমলাসনস্থ অর্থাৎ পৃথ্বীপদ্মের কর্ণিকারূপ যে মেঘের—তাহাতে অবস্থিত, অথবা তোমার নাভিপদ্মরূপ আসনে অবস্থিত । [কমলাসনস্থঃ পৃথিবীপদ্মমধ্যে মেঘকর্ণিকাসনস্থমিত্যর্থঃ—পৃথিবীপদ্মমধ্যে মেঘরূপ কর্ণিকাসনে যিনি অবস্থান করেন—শঙ্কর] ॥ ৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । শরীরের তেজের দ্বারা অনুভব হইতেছে :—আপনা আপনি দেখিতে লাগিলেন এই দেহেতেই কূটস্থের মধ্যে (দেব = আকাশ) সকল ভূত বিশেষ ক'রে—ব্রহ্মা—বিষ্ণু—মহেশ—ঋষিগণ—সকলে—পক্ষীগণ !—সাধকের সাধনলব্ধ দৃষ্টি দ্বারা ইহা নিজ-বোধরূপ । সাধক স্বয়ং আশ্রয়ই রূপ, তবুও তিনি যখন সাধন করেন, তখন তাহার মধ্যে নিজেই এই সকল দৃশ্য দর্শন করিতে থাকেন । কিন্তু এসব দর্শন কি এত জড় পিণ্ড শরীরের মধ্যেই হয় ? তাই বলিতেছেন তাহা দর্শন হয়—‘দেব দেহে’ অর্থাৎ আকাশে মধ্যে । সেই আকাশ নিজের মধ্যেই রহিয়াছে, সেই আকাশের মধ্যেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সব রূপ প্রকাশিত হয় । এই আকাশকে দেখার মত দিব্যদৃষ্টি বাহ্যর খুলিয়াছে, সেই এইসব দেখিতে পায় । মেঘ মধ্যস্থ মূলাধার পদ্মেই ব্রহ্মার আসন । সেই মূলাধার হইতেই সমস্ত সৃষ্টি হইতেছে ॥ ১৫

অনুবাদ । বিশ্বেশ্বর ! (হে বিশ্বেশ্বর) বিশ্বরূপ । (হে বিশ্বরূপ) অনেকবাহুদরবস্ত্র-নেত্রম্ (অনেক বাহু উদর বদন-ও নেত্র-বিশিষ্ট) অনন্তরূপং (অনন্তরূপধারী) স্বাং (তোমাকে) সর্বতঃ পশ্চামি (সর্বত্র দেখিতেছি), পুনঃ (আর) তব (তোমার) নাস্তং ন মধ্যং ন আদিং পশ্চামি (না অন্ত না মধ্য না আদি দেখিতে পাইতেছি) ॥ ১৬

শ্রীকৃষ্ণ । কিঞ্চ—অনেকেতি । অনেকানি বাহাদীনি বস্ত্র তাদৃশং স্বাং পশ্চামি । অনন্তানি রূপাণি বস্ত্র তং স্বাং সর্বতঃ পশ্চামি । তব ভূ অস্তং মধ্যং আদিং চ ন পশ্চামি—সর্বগতস্বাং ॥ ১৬

অনুবাদ । অনেক বাহু প্রভৃতি বাহ্যর, তাদৃশ তোমাকে দেখিতেছি । অনন্ত রূপ

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ

তেজোরশিং সর্বতোদীপ্তিমন্তম্ ।

পশ্যামি হ্যং হ্রনিরীক্ষ্যং সমস্তা-

দীপ্তানলার্কহ্র্যতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭

ধাহার—সেই তোমাকে সর্বত্র দেখিতেছি । কিন্তু তুমি সর্বগত বলিয়া তোমার অন্ত মধ্য বা আদি দেখিতে পাইতেছি না ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। অনেক হাত সকলের দেখিতে লাগিলাম—অনেক উদর অনেক লোকেব—অনেক মুখ অনেক লোকেব—অনেক চোখ অনেক লোকেব তোমাকে সর্বত্রতেই দেখিতেছি অনন্ত বপ—অন্ত নাই—যতদূর দেখিতেছি ততদূরই দেখিতেছি—দেখ বার আব অন্ত নাই—অন্ত নাই ত মধ্য নাই—সুতরাং আদিও নেই—এই বিশ্বসংসার বিশ্বেশ্বরের ।—কুটস্থের মধ্যে কত লোকেব কত মুখ, কত উদর, কত চক্ষু বে দেখিতেছি, তাহার আর অন্ত নাই । বে দিকেই তাকাই এই সবই দেখিতেছি, তাহার আদি, মধ্য, অন্ত বেন খুঁজিয়া পাই না । হে বিশ্বেশ্বর, এই বিশ্বসংসারে এই বিশ্বরূপ ধরিয়া বসিয়া আছ বুদ্ধি ? তবে আর আমি কে ? তুমি কে ? এ কে ? আর সে কে ? সবই তোমার রূপ । তুমি বিশ্বরূপ আবার বিশ্বনাথ ॥ ১৬

অনুব্র। কিরীটিনং (কিরীটধারী) গদিনং (গদাহস্ত) চক্রিণং চ (এবং চক্রধারী) সর্বতঃ (সর্বত্র) দীপ্তিমন্তম্ (দীপ্তিশালী) তেজোরশিং (তেজঃপুঞ্জ) হ্রনিরীক্ষ্যং (হ্রদর্শনীয়) দীপ্তানলার্কহ্র্যতিম্ (প্রদীপ্ত অগ্নি ও স্বর্ঘ্যসম হ্র্যতিমান) অপ্রমেয়ং চ (ও অপ্রমেয়) হ্যং (তোমাকে) সমস্তাং (সর্বদিকে) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ১৭

শ্রীশঙ্কর। কিঞ্চ—কিরীটিনমিতি । কিরীটিনং মুকুটবস্ত্রং, গদিনং গদাবস্ত্রং চক্রিণং চক্রবস্ত্রং চ, সর্বতোদীপ্তিমন্তং তেজঃপুঞ্জরূপং, তথা হ্রনিরীক্ষ্যং দ্রষ্টুমশক্যং । তত্র হেতুঃ—দীপ্তয়োঃ অনলার্কয়োঃ হ্র্যতিরিব হ্র্যতিস্তেজো বস্তু তম্ । অতএব অপ্রমেয়ং এবংভূত ইতি নিশ্চেষ্টম্ অশক্যং হ্যং সমস্ততঃ পশ্যামি ॥ ১৭

বাক্যানুবাদ। [আবও বলিতেছেন—] কিরীটমুকুটধারী, গদাচক্রধারী এবং সর্বত্র দীপ্তিশালী তেজঃপুঞ্জরূপ, সেইরূপ হ্রনিরীক্ষ্য অর্থাৎ দেখার অযোগ্য । হ্রনিরীক্ষ্য কেন ? তাহার হেতু বলিতেছেন—(তুমি) প্রদীপ্ত যে হতাশন আর যে অর্ক (স্বর্ঘ্য) তাঁহাদের হ্র্যতির মত হ্র্যতি ধাহার (তুমি) তাদৃশ । অতএব অপ্রমেয় অর্থাৎ তুমি নিশ্চয় যে কিরূপ—তাহা হির করা যায় না । (এইরূপ যে তুমি) তোমাকে সমস্তাং অর্থাৎ সর্বত্র দেখিতেছি ॥ ১৭

কুটস্থ বর্ণনা ৪—

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। তোমার রূপের উপর কিরীটের স্বরূপ চারিদিকে ছটা গদাস্বরূপ সর্বব্যাপক—চক্রের মতন গোল—তেজও ঢের (অসীম)—

আলো অনন্ত—আগুনের মতন—সূর্য্যের মতন—বিদ্যুতের মতন—মতন কাহারই নয়—সে আলোর প্রমাণ দেবার ন—সে কালাচাঁদের আলোর জগৎ আলো—এমত আলো কেউ কখন (অপ্রমেয়) দেখে নাই—(ভাগ্যবান তথায় যায়, মনুষ্যের সাধ্য কি যাইবার) ।—বাস্তবিকই পরম শোভাগোর উদয় না হইলে কেহই এই পরম জ্যোতিঃ দর্শন করিতে পারে না । সংসারবন্ধন ক্ষীণ হইবার ইহাই পরম উপায় ।

“তপো বিদ্যা চ বিপ্রস্ত নিঃশ্রবসকল্পং পরম্”

ব্রাহ্মণগণ তপস্তা ও জ্ঞান দ্বারা মুক্তির লাভ করিয়া থাকেন । সেই তপস্তাই বোগাত্যাদ এবং তজ্জনিত আত্মদর্শনই তাহার শুভফল ।

“জন্মান্তর সহস্রেবু বদা ক্ষীণান্ত কিমিবাঃ ।

তদা পশ্যতি বোগেন সংসারচ্ছেদনং মহৎ ॥”

সহস্র সহস্র জন্মের পর এখন পাপরাশি ক্ষীণ হয়, তখনই বোগাত্যাদ দ্বারা সংসার ছেদনকারী উত্তম উপায় দৃষ্টিগোচর হয় ।

“বিবরেন্দ্রিয়-সংরোধস্তজ্জালস্ত বিবর্জ্জনম্ ।

শরীর-পরিসংখ্যানাং প্রবৃত্তিষবদর্শনম্ ॥”

ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিরোধ, তজ্জা ও আগন্ত ত্যাগ, দেহতত্ত্ব নিরূপণ এবং প্রবৃত্তিমূলক কর্মে দোষ দর্শন ।

“নীরজন্তমসা সন্ততকিনিন্স্পৃহতা শমঃ ।

এতৈরুপারৈঃ সংগুহ-সম্বোগোমৃতী ভবেৎ ॥”

রজঃ ও তমোগুণকে ক্ষীণ করিলে সন্ততকির উদয় হয় । সন্ততকি হইতে স্পৃহাশূন্য ভাব ও ইন্দ্রিয় সকল সংযত হয় (শম) । এই সকল উপায়ের দ্বারা সন্ততগুহ বোগী অমৃত লাভ করিয়া থাকেন ।

“ক্ষেত্রজন্তেশ্বরজ্ঞানাদিভুক্তিঃ পরমা মতা ।

অয়ন্ত পরমো ধর্মো বদ্যোগেনোদ্যদর্শনম্ ॥”

পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানে জীবের ভুক্তি (স্বরূপ প্রকাশ) হয়, তাহাই পরম ভুক্তি, আর বোগবলে যে আত্মদর্শন, তাহাই তাহার পরম ধর্ম ।

ক্রিয়া করিয়া যে ক্রিয়ার পর অবস্থা লাভ হয়—তাহাই বৈশ্বানর সদৃশ । তাহাতে যাবতীয় বিষয় ও ‘আমি আমার’ নাশ হইয়া যায় । বৈশ্বানর অগ্নিই প্রাণ, এই বৈশ্বানর দ্বারাই ক্রিয়া করা যায় । ইনিই আত্মা ও গুরু ।

“ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রে জেধা নিদধে পদং সমুচ্চ্যত পাংস্তলে”, এই বিষ্ণুই ক্রিয়ার পর অবস্থা । ইহাতে থাকিতে থাকিতে ‘জেধা নিদধে, অর্থাৎ অনাহত হইতে বিতুষ্টাথে যাওয়া যায়, বিতুষ্টাথা হইতে মূলাধারে, মূলাধার হইতে বিতুষ্টাথে, বিতুষ্টাথা হইতে স্বাধিষ্ঠানে, স্বাধিষ্ঠান হইতে মণিপূর—এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা নাভিহানে স্থিতি হইলেই প্রকৃত ধারণা হয় অর্থাৎ

ব্রহ্মপদ রূপ ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ হয়। তখন সমস্ত অজ্ঞতা বা মূৰ্খতার নাশ হইয়া
“সৰ্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ” হইয়া যায়।

ব্রহ্মই সকলের বোনি। ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি,
অগ্নি হইতে জল, জল হইতে মৃত্তিকা। ব্রহ্ম হইতে সমুদয় নির্গত হইয়া আবার ব্রহ্মতেই লয়
হইতেছে। ইনিই বোনি এবং ইনিই কর্তা। সেই আত্মাই এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা।
ক্রিয়া করিতে করিতে যে কূটস্থ দেখা যায়, তাহার মধ্যে পুরুষোত্তম—তিনিই কর্তা। তিনিই
ব্রহ্ম, তাহাকে চিন্তা করিতে করিতে সাধক তরুণ হইয়া যান।

এই পুরুষোত্তম সবল্লেই মুণ্ডোকাপনিষদে বলা আছে—

“হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিরুপমং।

তচ্ছূদ্রং জ্যোতিৰ্বাং জ্যোতিস্তদৃ যদাত্মবিন্দো বিদুঃ ॥”

সেই হিরণ্ময় শ্রেষ্ঠ কোষে নির্মল অখণ্ড ব্রহ্ম প্রকাশিত। সেই শুদ্ধজ্যোতি সমস্ত
প্রকাশময় বস্তুর প্রকাশ স্বরূপ। তাহাই সেই বস্তু, আত্মজ্ঞেরা যাহাকে জানেন।

এই পুরুষোত্তম সেই অপূৰ্ণ জ্যোতিঃ দ্বারা আচ্ছাদিত আছেন।

“হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যাত্মাপিহিতং মুখম্”—ঈশ

জ্যোতিৰ্ম্ময় পাত্ৰদ্বারা সত্যের অর্থাৎ স্বৰ্ণমণ্ডলস্থিত ব্রহ্মের মুখ = ছাদিত রহিয়াছে।

“তোজো বভে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।

বোহসাবসো পুরুষঃ সোহহমস্মি ॥” ঈশ

তোমার সেই যে কল্যাণতম রূপ, তাহা আমি তোমার অন্তর্য্যাহেই দেখিতেছি। ঐ যে
স্বৰ্ণমণ্ডলস্থিত পুরুষ তিনিই আমি।

এই পরম পদ কাহারো লাভ করিতে পারে না?

“বস্তুবিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্বঃ সদা শুচিঃ।

ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারকাষিগচ্ছতি ॥” কঠ

যাহারা অবিবেকী, অসমাহিত চিত্ত, স্তব্রাং সৰ্বদা অশুচি, তাহারো সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত
হয় না, সংসারগতিই প্রাপ্ত হয়।

কূটস্থেতে যিনি প্রতিষ্ঠিত হন অর্থাৎ কূটস্থ গুহার মধ্যে যিনি প্রবেশ লাভ করেন, তাহার
অনন্তলোক প্রাপ্তি হয়। কূটস্থের পরে যে যেত জ্যোতিঃ, তাহা যে দেখে—সে সৰ্ব্বজ্ঞ হয়।
স্থিরত্ব পদ না পাইলে ইহা হয় না। তিন গুণের অর্থাৎ প্রাণ, অপান, ব্যানের অতীত গতি
দ্বারা সমান বা সাম্য ভাব পাইলে, তবে স্থিরত্ব পদ লাভ করা যায়। তিন গুণের অতীত
হইলে সমান বায়ু নাভি দেশেতে স্থির হইয়া হৃদ-দেশ পর্য্যন্ত স্থির হওয়াতে ঈশ্বর যিনি স্বরয়েতে
আছেন, তাহাতে লীন হইয়া সৰ্ব্বজ্ঞ হয়।

কূটস্থের কি স্তব্রর রূপ! তাহারই বর্ণনা ১শ শ্লোক পর্য্যন্ত চলিয়াছে। চারিদিকে
কিরীটের মত জ্যোতিৰ্ম্ময় ছটা যেন দোপার উপর মণি, মুক্তা, জড়োয়ার কাঁজ করা—স্বকৃৎক
করিয়া উঠিতেছে। চক্রের মত জ্যোতিৰ্ম্ময়মণ্ডল কি অপূৰ্ণ শোভা সম্পন্ন! দেখিলে মন

স্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং

ত্বমস্তু বিশ্বস্ত পরং নিধানম্।

ত্বমব্যয়ঃ শাস্বতধৰ্ম্মগোপ্তা

সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮

মুগ্ধ হইয়া যায়। গদা ঘুরাইয়া বীর যেমন আত্মরক্ষা করে, সেইরূপ এই জ্যোতিৰ্ম্ময়-চক্র প্রথমে
ঘুরিতে থাকে, এই মণ্ডলে বাহার লক্ষ্য স্থির হইয়াছে, তাহার আর পতনাপন্য নাই। ইহার
মধ্যে চারি স্বর্গের স্থিতি।

(১) মহাস্বর্গ—যাহাতে স্থিরত্ব পদকে পায়।

(২) পরব্যোম—সত্য-নিরুক্তানিরুক্ত অখিণ স্বর্গ। যে ব্রহ্মতে সমুদয় দেখা যায়।

(৩) প্রধানের প্রাকৃত প্রলয়ে—অব্যক্ত নিলয়নানিলয়ন স্বর্গ, ক্রিয়ার পরাবস্থা।

(৪) চবিশ তত্ত্বের অবশেষে—মহাকল্প, তাহার অবশেষে নারাংগাধ্য স্বর্গ, পুরুষ ও দেব
এই ব্রহ্মচক্রেই জীবের বিচরণ। ‘অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে’ আত্মা স্বরূপ হংস
ব্রহ্মচক্রে ঘুরিতেছেন।

স্বর্ঘ্যায়ির মত এই কূটস্থের তেজ সৰ্বদাই প্রদীপ্ত হইতেছে। এই কূটস্থ জ্যোতির
মধ্যগত শ্রামহৃদয়ের অপূৰ্ণ জ্যোতিঃ চতুর্দিকে জ্যোতিৰ্ম্ময় করিয়া রাখিয়াছে! এ
জ্যোতিঃর যেন আদি অন্ত কিছুই বৃত্তিতে পারা যায় না। এই কূটস্থ স্বর্ঘ্যের উপাসনাতে বিভা,
শাস্তি, প্রতিষ্ঠা ও নিবৃত্তিরূপা চারি শক্তি লাভ হয়।

যোগাত্ম্যগত ব্যক্তির ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারসূচক পূৰ্ণ চিহ্নসকল বাহা প্রকটিত হয়, তাহা
স্বৈরাশ্বতরোপনিষদে বর্ণিত আছে—

“নীর্য্যধুমার্কানিলানলানাং

খণ্ডোতবিদ্যাংক্ষটিকশশীনাম্।

এতানি রূপানি পুরঃসরাণি

ব্রহ্মণ্য্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥”

ভূবারের মত, ধূমের মত, স্বর্ঘ্যের মত, বায়ুর মত, অগ্নির মত, খণ্ডোতখচিতের মত, বিদ্রাতের
প্রকাশের মত, শুভ্র ক্ষটিকের মত ও পূর্ণচন্দ্ৰের মত চিহ্নসকল প্রকাশ পাইতে থাকে ॥ ১৭

অবস্থার। স্বং (ভূমি) পরমম্ অক্ষরং (পরব্রহ্ম), বেদিতব্যং (ভূমিই একমাত্র
জ্ঞাতব্য), অস্তু বিশ্বস্ত (এই জগতের) স্বং (ভূমি) পরং নিধানম্ (পরম আশ্রয়); স্বং
(ভূমি) অব্যয়ঃ (নিত্য), শাস্বত ধৰ্ম্মগোপ্তা (সনাতন বেদোক্ত ধর্ম্মের রক্ষক); স্বং (ভূমি)
সনাতনঃ পুরুষঃ (সনাতন পুরুষ) মে মতঃ (আমার ধারণা) ॥ ১৮

শ্রীমদ্ভগবৎ। স্বাদেবং তব অন্তর্কাং ঐশ্বর্য্যং তস্মাৎ—স্বমিতি। স্বমেবাক্ষরং পরমং ব্রহ্ম।
কথংভূতম্? বেদিতব্যং মুমুক্শুজিজ্ঞাস্তবাম্। তমেব অস্তু বিশ্বস্ত পরং নিধানং, নিবীৰ্য্যতেহস্মি-
ন্থিতি নিধানং প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ। অত এব ত্বম্ অব্যয়ঃ নিত্যঃ। শাস্বতস্তু নিত্যস্ত ধৰ্ম্মস্ত গোপ্তা
পালকঃ। সনাতনঃ চিরন্তনঃ পুরুষঃ। মে মতঃ সন্মতোহস্মি ॥ ১৮

অনাদিমধ্যান্তমনস্তবীৰ্য্য-

মনস্তবাহুঃ শশিসূর্য্যনেত্রম্।

পশ্চামি হ্যং দীপ্তহৃতাশবজ্রং

স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপস্তম্ ॥ ১৯

অঙ্কানুবাদ। [বেহেতু তোমার ঐশ্বর্য্য এরূপ অচিন্ত্য অতএব] তুমিই অক্ষর শব্দ বাচক প্রথম ব্রহ্ম। তাহা কি প্রকার যদি বল? বেদিতব্য অর্থাৎ মুখস্থ গণের জ্ঞাতব্য। তুমি এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট আশ্রয়। অতএব তুমি অব্যয় অর্থাৎ নিত্য ও নিত্যধর্মের পালক এবং তুমি সনাতন অর্থাৎ চিরন্তন পুরুষ, ইহা আমার সম্মত ॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। তুমিই কৃষ্ণ অক্ষর—তাহাই জানিবার যোগ্য—পরম হইতেছে—সকলের পর তুমি সকল বিশ্ব-সংসারের সকলের পর নিঃশেষরূপ স্থিতির স্থান—তুমি অবিনাশী নিত্য ধর্মগোষ্ঠা=ক্রিয়ারূপ—বাহ্য গুণ গুরু-বাক্যে লভ্য—নিত্যপুরুষ। এই আমার ভাব অর্থাৎ এরূপ মনে উদয় হইতেছে।—তুমিই কৃষ্ণ, তাহাই একমাত্র জানিবার যোগ্য। জগতের আর বাহ্য কিছু জ্ঞাতব্য, তাহা জানিয়া বিশেষ লাভ নাই, কেবল তাহা বন্ধনের কর্ণ। তুমি সকলের পর অর্থাৎ পরম আশ্রয়—নিঃশেষরূপে স্থিতি ক্রিয়ার পরাবস্থা ব্যতীত আর কোথাও নাই। ইহাকে আশ্রয় করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড প্রতিনিয়ত অভিযুক্ত হইতেছে। আর যত কিছু দেখা, শুনা,—তাহা প্রায়ই আগমাপারী। তুমি ক্রিয়ারূপ নিত্য ধর্মের রক্ষক। এই ধর্মই প্রাণ, ইহা না থাকিলে জগৎ থাকে না। স্থির প্রাণরূপ মহাবিশ্বা তখনই মহামায়া রূপ পরিগ্রহ করেন, যখন তিনি জন্ম-মরণশীল চকল শাশে পরিণত হইয়া বিষয়াস্তরে আসক্তি পূর্ব্বক দৃষ্টি করেন, এবং তাঁহার ভোগ্যরূপে এই পঞ্চতত্ত্বময় জগৎ কল্পনা করেন। কিন্তু অচকলরূপ তাঁহার এই নিত্য ভাব গুণ, গুরুপদে দ্বারা সাধন করিলে তবে বুঝা যায়। তুমি যে এইরূপ ভাবময়, অনাদি-সিদ্ধ, চিরন্তন পুরুষ তোমাকে দেখিয়া তাহাই আমার মনে উদয় হইতেছে ॥ ১৮

অনুবাদ। অনাদিমধ্যান্তম্ (আদি মধ্য ও অন্তহীন) অনস্তবীৰ্য্যম্ (অনস্ত প্রভাব) অনস্তবাহুঃ (অসংখ্য হস্ত) শশি-সূর্য্য-নেত্রঃ (চন্দ্র-সূর্য্য রূপ নেত্র বিশিষ্ট) দীপ্তহৃতাশবজ্রং (প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য বদন) স্বতেজসা (স্বয়ং তেজের দ্বারা) ইদং বিশ্বং (এই বিশ্বকে) তপস্তং (সম্বাপিত করিতেছ) হ্যং (তোমাকে) পশ্চামি (দেখিতেছি) ॥ ১৯

শ্রীভগবান্। কিং—অনাদীতি। অনাদিমধ্যান্তম্ উপপত্তিস্থিতিপ্রলয়বহিতম্। অনস্তবীৰ্য্যম্—অনস্তং বীৰ্য্যং প্রভাবো বস্ত তম্। অনস্তবাহুঃ—অনস্তা বাহবো বস্ত তম্। শশিসূর্য্যৌ নেত্রে বস্ত তম্ তাদৃশং হ্যং পশ্চামি। তথা দীপ্তো হৃতাশঃ অগ্নিবজ্রৈঃ বস্ত তম্। স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপস্তং সংতাপয়ন্তং পশ্চামি ॥ ১৯

অঙ্কানুবাদ। [আরও দেখিতেছি—] তুমি উপপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় বহিত। অনস্ত হইয়াছে বীৰ্য্য বা প্রভাব বাহ্যর তাদৃশ তোমাকে [দেখিতেছি]। অনস্ত বাহু বাহ্যর

ভাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি

ব্যাপ্তং হৃদৈকেন দিশশ্চ সববদাঃ।

দৃষ্ট্বাহিতুং রূপমুগ্রং ভবেদং

লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন ॥ ২০

তাদৃশ। শশিসূর্য্য নেত্র, অর্থাৎ শশী ও সূর্য্য বাহ্যর নেত্র হইয়াছে, তাদৃশ তোমাকে দেখিতেছি। প্রজ্বলিত অগ্নি মুখে বাহ্যর তাদৃশ। আর তোমার নিজের তেজের দ্বারা এই বিশ্বকে সমস্ত করিতেছ, যে তুমি—সেই তোমাকে দেখিতেছি ॥ ১৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। আদি অন্ত মধ্য নাই—কারণ এক হইলেই কিছু থাকে না—অনন্ত বাহু সব তাঁহারই বাহু—চন্দ্র সূর্য্য নেত্র—দক্ষিণে সূর্য্য বামে চন্দ্র—আগুনের মত জ্বলিতেছে—মুখ—বিশ্বসংসারটা তেজেতে উত্তপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ নিজে গরমিতে তিষ্ঠিতে পারি না।—‘আমি আমার’ না থাকিলে সবই অব্যক্ত-বস্থা হইয়া যায়। আদি অন্ত মধ্য কিছুই থাকে না, জীবের যখন আত্মসাক্ষাৎকার হয়, তখন এইরূপ আত্মস্ত-মধ্যশূন্য অবস্থারই অমূল্য হয়। আর এই বে বাহুবিশিষ্ট অনন্ত জীবকুল দেখা যাইতেছে, সেই অসংখ্য জীবের অগণিত বাহুগুলি যেন ভগবানের অনন্ত বাহু বলিয়া মনে হইতে থাকে। এই বিশ্ব জুড়িয়া অনন্ত ক্রিয়া-শক্তি যেন তাঁহারই অনন্ত শক্তির পরিচয় দিতেছে। বামভাগে চন্দ্র ও দক্ষিণে সূর্য্য কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! মুখে যেন অগ্নিরাশি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। সাধকের মনে হইতেছে, এই কৃষ্ণের অপার তেজোরাশি দেখিতে দেখিতে যেন সমস্ত সংসারটাকে প্রতপ্ত করিয়া দিতেছে। গাত্র দিয়া গল্ গল্ করিয়া বর্ষ বাহির হইতেছে, সে তাপ যেন আর সহ করা বাইতেছে না ॥ ১৯

অনুবাদ। মহাত্মন! (হে মহাত্মন) ভাবাপৃথিব্যোঃ (বর্গ ও পৃথিবীর) ইদং অন্তরম্ (মধ্যে এই যে অন্তরীক) সর্ব্বাঃ দিশঃ চ (দিক্ সমূহও) একেন (একমাত্র) হৃদা হি (তোমার হৃদায়) ব্যাপ্তং (ব্যাপ্ত রহিয়াছে), তব (তোমার) ইদম্ (এই) অদ্বুতম্ (অদ্বুত) উগ্রং রূপং (ভয়ঙ্কর মূর্তি) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকত্রয়ং (ত্রিলোক) প্রব্যথিতম্ (ব্যথিত হইতেছে) ॥ ২০

শ্রীভগবান্। কিং—ভাবাপৃথিব্যোরিতি। ভাবাপৃথিব্যোঃ ইদম্ অন্তরম্ হি অন্তরীকং হৃদৈব একেন ব্যাপ্তং, দিশশ্চ সর্ব্বাঃ ব্যাপ্তাঃ, অদ্বুতং অদ্বুতপূর্ব্বং স্বদীয়ম্ ইদম্ উগ্রং বোরং রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতমতিভীতং পশ্চামীতি পূর্ব্বতৈবাহুবাক্যঃ ॥ ২০

অঙ্কানুবাদ। হে মহাত্মন, ভাবা (বলোক) ও পৃথিবীর এই অন্তর যে অন্তরীক, তাহা একা জেমা কর্তৃক ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এবং দিক্ সকলও ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তোমার এই অদ্বুতপূর্ব্ব বোররূপ দেখিয়া লোকত্রয় অতিমাত্র ভীত হইতেছে—আমি দেখিতেছি ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। পৃথিবী আর স্বর্গ আর হৃদয় অন্তরেতে বাহ্য রহিয়াছে সকল আলোতে ব্যাপ্ত (রহিয়াছে)—হইয়া গিয়াছে, সমুদয় দিকই

অমী হি হ্যাং সুরসজ্জা বিশস্তি

কেচিন্তীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গুণস্তি ।

স্বস্তীত্বাত্মা মহাবিশুদ্ধসজ্জাঃ

স্ববস্তি হ্যাং স্বতিভিঃ পুঙ্খলাভিঃ ॥ ২১

আলোচ্য আলো—এই উগ্র রূপ তোমার দেখে তিন লোকেই আমার মনেতে ব্যথা হ'তে অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল এই শরীরেরই অনবধান—ইহার হাঁস থাকে না শেষে—ক্রিয়াব পর শেষ অবস্থায় অনুভব হয়।—হনিরীক্ষা ব্রহ্মজ্যোতিঃ দ্বারা চর্য্যার বিশ্ব সমাক্ষাদিত বলিয়া মনে হইতেছে। পৃথিবী ও আকাশ আর পৃথক করিয়া দেখা যাইতেছে না, আলোকে আলোকে সব দিক ছাইয়া গিয়াছে—সব এক করিয়া দিয়াছে। এই বিশ্বরূপ অতাদ্বিত হইলেও সাধকের দর্শনকালে একটা ব্যাধার মত, অস্বস্তির মত বোধ হইয়া থাকে। মন শুদ্ধিত ও মুক্ত এবং দেহ অবসর হইতে থাকে। এই শরীরের মধ্যেই তিন লোক, তাহার কোনখানেই হাঁস থাকে না। ক্রিয়ার শেষে মনে হয় কিছুই মনে ছিল না, তারপর সর্ব্বাঙ্গে একটা বেদনার মত অনুভব হয় ॥ ২০

অন্বয়। অমী (ঐ সমস্ত) সুরসজ্জাঃ (দেবতাগণ) হ্যাং হি (তোমাতেই) বিশস্তি (প্রবেশ করিতেছেন), কেচিন্ (কেহ কেহ) তীতাঃ (ভীত হইয়া) প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতান্তলিপুটে) গুণস্তি (আমাকে রক্ষা কর বক্ষা কর বলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন)। মহাবিশুদ্ধসজ্জাঃ (মহাবিশুদ্ধ ও নিরুপকরণ) স্বস্তি ইতি উক্তাঃ (স্বস্তি স্বস্তি এই কথা বলিয়া) পুঙ্খলাভিঃ স্বতিভিঃ (সম্পূর্ণ স্বস্তি সহকারে) হ্যাং (তোমাকে) স্ববস্তি (স্বব করিতেছেন) ॥ ২১

শ্রীশঙ্কর। কিঞ্চ—অমী হীতি। অমী সুরসজ্জাঃ তীতাঃ সন্তঃ হ্যাং বিশস্তি শরণ্য প্রবিশস্তি। তেষাং মধ্যে কেচিন্ অতিভীতাঃ দুরত এবং স্থিরা কৃতসংপুটকরবুগলাঃ সন্তো গুণস্তি—জয় জয় রক্ষ রক্ষতি—প্রার্থয়ন্তে। স্পষ্টমন্তঃ ॥ ২১

বক্ষানুবাদ। এই সকল দেবগণ ভীত হইয়া শরণ্যাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ অতি ভীত হইয়া দূরে থাকিয়াই করবুগল অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া 'জয় জয় রক্ষ রক্ষ' এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন। অপর অংশ বেশ স্পষ্ট অর্থায় বুঝা যাইতেছে। [অত্যাশ্রয় মহাবিশুদ্ধ ও নিরুপকরণ 'স্বস্তি স্বস্তি' বলিয়া সম্পূর্ণ অর্থবৃত্ত স্বস্তি দ্বারা তোমার স্বব করিতেছেন] ॥ ২১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। সব লোকে দেখেই চক্ষু স্থির!!! কেহ ভয়েতে হাত ঘোড় করে রয়েছে। সিদ্ধ লোক ধীরা—তারা বলিতেছেন স্বস্তি স্বস্তি ঠাণ্ডা হও ঠাণ্ডা হও—সিদ্ধলোক ও মহাবিশুদ্ধ ঠাণ্ডা হও—কেহ তাকাইয়া রহিয়াছেন—মনে মনে ভালরূপে স্বব করিতেছেন।—সাধনের দ্বারা ঐহাদের অন্তর্ভাগ লক্ষিত হইয়াছে, তাঁহারা কূটস্থের মধ্যে এই সকল দেখিতে পান। অর্জুন অতিমাত্রায় ভীত লক্ষিত হইয়া কল্পনার চক্রে যে এই সকল দেখিয়াছিলেন—তাহা নহে। ইহা সত্যই সাধকের প্রত্যক্ষ অনুভব হয়। কোন সৌভাগ্যবান সাধক যখন কূটস্থের মধ্যে এই সকল দৃশ্য দেখিতে থাকেন,

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা

বিধেহস্থিনো মরুতশ্চোদ্রপাশ্চ ।

গন্ধর্ব্ববক্ষাসুরসিদ্ধসজ্জা

বীক্ষন্তে হ্যাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ২২

টিক সেই সময় হয়তো আরও সহস্র সহস্র সাধকেন্দ্রগণ কূটস্থ দেখিতেছেন। কূটস্থের মধ্যে যেমন বহু দেবতা সিদ্ধ ও সাধকগণকে দেখা যায়, নিজেকেও তেমনই দেখা যায়। সাধকগণ কূটস্থের যে অবস্থা দেখেন, তখন তাঁহাদের মনের যে অবস্থা হয় (ভীত, চকিত, শুক্ল ভাব) সেই অবস্থাপন্ন সাধকগণকেও কূটস্থের মধ্যে ঐরূপ ভাবে দেখা যায়। যেমন অর্জুন অপূর্ণকে ভীত হইয়া তাঁহাদের 'স্বস্তি স্বস্তি' করিতে দেখিতেছেন, তদ্রূপ অন্য সাধকও কূটস্থ দর্শন করিবার সময় অর্জুনকে ভয়ব্যাকুলিত অবস্থায় দেখিতে পাইবেন। ঐ সময় দেখিতে পাওয়া যায়—কেহ বা ঐ অপূর্ণ রূপ দর্শন করিয়া কত না প্রাণের কথায় স্বব গান করিতেছেন। কেহ বা সেই অসহ রূপ দর্শনে অতিমাত্রা চঞ্চল হইয়া 'প্রভু থাম, থাম—ঠাণ্ডা হও' এরূপ বাক্যও বলিতেছেন, কেহ বা জয়োম্মায়ে নৃত্য করিতেছেন, কেহ বা করপুটে অঞ্জলি বাঁধিয়া নির্নিমিষে তাকাইয়া রহিয়াছেন। কাহারও বা সে অমাহুযিক দৃশ্য দেখিয়া চক্ষু স্থির হইয়া গিয়াছে, ইত্যাদি ॥ ২১

অন্বয়। রুদ্রাদিত্যাঃ (রুদ্র ও আদিত্যগণ), বসবঃ (বহুগণ), যে চ সাধ্যাঃ (আর বাহারা সাধনানামক দেবতা), বিধে (বিষদেবগণ), স্থিনো (অগ্নিনীকুমারদ্বয়) মরুতঃ চ (ও মরুদগণ) উদ্রপাঃ চ (উদ্রপ নামক পিতৃগণ), গন্ধর্ব্ববক্ষাসুরসিদ্ধসজ্জাঃ চ (এবং গন্ধর্ব্ব, বক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ) সর্বে এব (সকলেই) বিস্মিতাঃ (বিস্মিত হইয়া) হ্যাং (তোমাকে) বীক্ষন্তে (দেখিতেছেন) ॥ ২২

শ্রীশঙ্কর। কিঞ্চ—রুদ্রেতি। রুদ্রাশ্চ, আদিত্যাশ্চ, বসবশ্চ, যে চ সাধ্যা নাম দেবাঃ, বিধে দেবাঃ, স্থিনো দেবো, মরুতো মরুদগণাঃ, উদ্রপাঃ পিতৃগণ ইতি উদ্রপাঃ পিতরঃ। 'উদ্রপাঃ পিতরঃ' ইত্যাদি শ্রুতেঃ। 'স্বস্তি—'যাবৎকালং তবৈবমং তাবদনন্তি বাগ্ভবতঃ। পিতরস্তাবদনন্তি যাবরোক্তা হবির্গুণাঃ' ইতি। গন্ধর্ব্বাশ্চ, বক্ষাশ্চ, অসুরাশ্চ বিরোচনাদয়ঃ, সিদ্ধানাম সংঘাশ্চ তে সর্বে এব বিস্মিতাঃ সন্তঃ হ্যাং বীক্ষন্ত ইত্যদয়ঃ ॥ ২২

বক্ষানুবাদ। [আরও বলিতেছেন] রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ, বহুগণ আর বাহারা সাধ্য নামক দেবগণ এবং বিষদেবগণ, অগ্নিনীকুমার দেব বৈষ্ণবদ্বয়, মরুদগণ ও উদ্রপায়ী পিতৃগণ। [শ্রুতিতে বলিয়াছেন পিতৃগণ নিবেদিত দ্রব্যের উদ্রপা অর্থাৎ তৎপদার্থ নিহিত পবিত্র তেজঃভাগ গ্রহণ করেন। স্বতিতেও আছে—অন্ন যতক্ষণ উষ্ণ থাকে, বাক্য সংবৎসরক পিতৃগণ ততক্ষণ পর্যন্ত ভোজন করেন। যে পর্যন্ত হবির গুণ কবিত না হয়, সে পর্যন্ত তাঁহারা আহার করেন না।] গন্ধর্ব্বগণ, বক্ষগণ, বিরোচন প্রভৃতি অসুরগণ ও সিদ্ধগণ—তাঁহারা সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন ॥ ২২

রূপং মহন্তে বহুবক্তৃনেত্র

মহাবাহো বহুবাহুরূপাদম্ ।

বহুদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং

দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । রূপ—আদিত্য—অষ্টবসু—সাধক—বিশ্বদেব
অশ্বিনীকুমার—মরুৎ প্রভৃতি, গন্ধৰ্ব্ব—বক্ষ—অশুর সিদ্ধলোকেরা—সকলে
দেখেই বিস্ময়াপন্ন হ'য়ে রয়েছেন—আচাভূয়া !!!—দেবতারা, সিদ্ধলোকেরা, সকলেই
কূটস্থের মধ্যে রহিয়াছেন, অথচ সকলেই কূটস্থের তেজ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন ! আমিও
দেখিতেছি, আবার আমিও সেই কূটস্থের মধ্যে রহিয়াছি । বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার !!
সকলেরই ভাবাচাকার লাগিয়া গিয়াছে ॥ ২২

অন্তরঙ্গ । মহাবাহো ! (হে মহাবাহো) বহুবক্তৃনেত্র (বহু মুখ ও বহু নেত্র-
বিশিষ্ট), বহুবাহুরূপাদম্ (বহু বাহু, উরু ও পদবিশিষ্ট) বহুদরং (বহু উদরবিশিষ্ট) বহু-
দংষ্ট্রাকরালং (বহু দন্ত দ্বারা বিভীষণ) তে (তোমার) মহৎ রূপং দৃষ্ট্বা (সুবিশাল মুষ্টি
দেখিয়া) লোকাঃ (লোক সকল) প্রব্যথিতাঃ (ভীত হইয়াছে), তথা অহং (সেইরূপ আমিও
ভীত হইয়াছি) ॥ ২০

শ্রীশঙ্কর । কিঞ্চ—রূপমিতি । হে মহাবাহো, মহৎ অত্যাঙ্কিতং তব রূপং দৃষ্ট্বা
লোকাঃ সর্বে প্রব্যথিতা অতিভীতাঃ, তথা অহং চ প্রব্যথিতোহস্মি । কৌদৃশং রূপং দৃষ্ট্বা ?
বহুনি বক্তৃণি নেত্রাণি চ যস্মিন্ তৎ । বহুবো বাহব উরবঃ পাদাশ্চ যস্মিন্ তৎ, বহুনি উদরাণি
যস্মিন্ তৎ । বহুভিঃ দংষ্ট্রাভিঃ করালং বিকৃতম্, রৌদ্রমিভ্যর্থঃ ॥ ২০

বহুমানুবাদ । [আরও বলিতেছেন—] হে মহাবাহো ! তোমার অতি উজ্জ্বিত
(বিশাল) এই রূপ দেখিয়া সমুদয় লোকই অতিমাত্র ভীত হইয়াছে । আমিও তজ্জপ অর্থাৎ
অতিশয় ভীত হইয়াছি । কৌদৃশ রূপ দেখিয়া ? না,—বহু নেত্র ও বহু বক্তৃ, যে রূপে আছে—
তাদৃশ, বহু বাহু, উরু, পাদ এবং বহু উদর যে রূপে বিস্তারিত আছে তাদৃশ এবং বহু দংষ্ট্রা
আছে বলিয়া যেরূপ করাল (বিকৃত) অর্থাৎ রৌদ্র—এই অর্থ ॥ ২০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । তোমার যে মহৎ কূটস্থরূপ তাহা সম্মুখে অনেক
বক্তৃ অনেক নেত্র অনেক বাহু অনেক রূপ আদি ক'রে সব সম্মুখে অনেক উদর
—অনেক বড় বড় দাঁতওয়ালা লোক—এ সকল দেখে শুনে আমার অন্তঃকরণে
বড় ব্যথা পাচ্ছে ।—কূটস্থের মধ্যে যে যে রূপ দেখা যায় এবং তাহা কিরূপ ভয়ঙ্কর, সেই
সকল কথাই বর্ণনা করিতেছেন । কূটস্থের মধ্যে ঐ সকল করাল রূপ দর্শন করিলে সকল
সাধকেরই মনে ভয় সমুপস্থিত হয় এবং সকলেরই মন বিচলিত হয় ॥ ২০

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং

ব্যস্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।

দৃষ্ট্বা হি হ্যং প্রব্যথিতাস্তরাশ্চা

ধৃতিং ন বিন্লামি শমং চ বিষ্ণো ॥ ২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি ।

দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি ।

দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম

প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫

অন্তরঙ্গ । বিষ্ণো ! (হে বিষ্ণো) নভঃস্পৃশং (আকাশস্পর্শী) দীপ্তম্ (প্রজ্জ্বলিত),
মনেকবর্ণং (নানাবর্ণ বিশিষ্ট) ব্যস্তাননং (বিস্ফারিত-মুখবিশিষ্ট) দীপ্তবিশালনেত্রম্
(প্রজ্জ্বলিত-বিশালনেত্রবিশিষ্ট) হ্যং (তোমাকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) প্রব্যথিতাস্তরাশ্চা
(অত্যন্ত ভীতচিত্ত) [আমি] ধৃতিং (ধৈর্য্য) শমং চ (এবং শান্তি) ন বিন্লামি
(পাইতেছি না) ॥ ২৪

শ্রীশঙ্কর । ন কেবলং ভীতোহহমিত্যোক্তবদেব, অপি তু—নভঃস্পৃশমিতি । নভঃ
স্পৃশতীতি নভঃস্পৃশং তম্, অন্তরীক্ষব্যাপিনমিত্যর্থঃ । দীপ্তং তেজোযুক্তম্ । অনেকে বর্ণা যন্ত
তমনেকবর্ণম্ । ব্যস্তানি বিবৃতানি আননানি যন্ত তম্ । দীপ্তানি বিশালানি নেত্রাণি যন্ত
তম্ । এবমুতং হ্যং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতঃ অন্তরাশ্চা মনো যন্ত সোহহং ধৃতিং ধৈর্য্যমুপশমং চ
ন লভে ॥ ২৪

বহুমানুবাদ । [আমি কেবল ভীত হইয়াছি তাহা নহে, তদপেক্ষাও অধিক—]
অন্তরীক্ষব্যাপী, তেজোযুক্ত অনেকবর্ণবিশিষ্ট, বিবৃতানন ও বিশালনেত্রবিশিষ্ট বাহ্যর তাদৃশ,
এবমুত তোমাকে দেখিয়া প্রব্যথিতচিত্ত হইয়াছে মন বাহার—তজ্জপ যে আমি, কিছুতেই
ধৈর্য্য ও উপশম লাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ২৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । অনেক অনেক রকমের বর্ণের আলো হচ্ছে—
উহা সমুদয় আকাশে ব্যাপ্ত—মুখটা বড়—অর্থাৎ কূটস্থের চারিদিকে আলো দীপ্ত
বিশাল নেত্র মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ চক্ষের মতন । আমার যে অন্তঃকরণের মধ্যেতে ব্যথা
পাইতেছে—ধৈর্য্য এবং স্থিরতা পাইতেছি না ।—বৃহৎ কূটস্থের সেই বিখ্যোভা
আলোকাকৌণ তেজোময় বিশাল মুখ বা বিশাল নেত্রের নত রূপ দেখিলে ভয়ে প্রাণ
ব্যাকুল হইয়া যায় । বাস্তবিকই সে বিশাল রূপ দেখিয়া কিছুমাত্র মনে শান্তি আসে না,
ভয়ব্যাকুল চিত্তে কেবলই মনে হয়, এ রূপ থামিয়া যাইলে বাঁচি । একটা ব্যথার মত চিত্তে
আসিয়া লাগে । ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, মনের সমতা নষ্ট হয় ॥ ২৪

অন্তরঙ্গ । দংষ্ট্রাকরালানি (ভয়ঙ্কর দন্তযুক্ত) কালানলসন্নিভানি চ (ও প্রলয়ায়
সদৃশ) তে (তোমার) মুখানি (মুখ সকল) দৃষ্ট্বা এব (দেখিয়াই), দিশঃ ন জানে (দিক

অমী চ স্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্ত পুত্রাঃ

সর্বে সইবাবনিপালসংঘৈঃ ।

ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাহসৌ

সহান্দ্রদীয়েরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬

সকল বৃত্তিতে পারিতেছি না অর্থাৎ দিগ্ভ্রম ঘটতেছে), শর্ম্ম চ (স্বঃ ও) ন লতে (পাইতেছি না), দেবেশ । (হে দেবেশ), জগন্নিবাস । (জগদাধার) প্রসাদ (প্রসন্ন হও) ॥ ২৫

শ্রীশ্রদ্ধা । কিং—দংষ্ট্র্যেতি । ভো দেবেশ, তব মুখানি দৃষ্ট্বা তত্ত্বাবেশেন দিশো ন জানামি, শর্ম্ম স্বঃ চ ন লতে । ভো জগন্নিবাস । প্রসন্নো ভব । কীদৃশানি মুখানি দৃষ্ট্বা ? দংষ্ট্র্যভিঃ করালানি, কালানলঃ প্রলয়ানিঃ তৎসদৃশানি ॥ ২৫

বঙ্গানুবাদ । হে দেবেশ, তোমার মুখ সকল দেখিয়া ভয়াবশে আমি দিগ্ভ্রম হইয়াছি এবং স্বঃ ও পাইতেছি না । হে জগন্নিবাস । প্রসন্ন হও । কীদৃশ তোমার মুখগুলি ? দংষ্ট্র্যদ্বারা বিকৃত এবং কালানল যে প্রলয়ানি তৎসদৃশ ॥ ২৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । একূপ যে দেখে—যে অভিপ্রায়ে—সেইকূপ সেই কূটস্থের মধ্যে সমুদায় দেখিতে পায় । সেই পুরুষাত্মক কূটস্থের মধ্যে এইকূপ আপনাব মুখে দেখাইতেছেন—বড় বড় দাঁত—তলোয়ারের মত কালাসূক বর্মের মত কূপ—জলন্ত আগুনের মত চাবিদিকে আগুন লাগাতে কোন দিক বোধ হইতেছে না—মন বচড়িয়া উঠিয়াছে—হে দেবেশ ! কূটস্থ !!! প্রকৃষ্টকূপে ঠাণ্ডা হও । তুমিই জগতের নিবাসস্থল !!!—এই জগৎজোড়া রূপ, আর সেই বিরত বদন এবং সেই মুখের মধ্যে লম্বা লম্বা জীবাণ দন্তগুলি এবং বর্মের মত ভয়ঙ্কর সেই করাল রূপ—তার উপর মনে হয় বেন চারিদিকে আগুন লাগিয়া জলিয়া পুড়িয়া গেল,—এই সব দেখিয়া আতঙ্কে মন দিশাহারা হইয়া বাইতেছে । তখন মন এত বিষম হইয়া যায় যে কেবলই বলিতে ইচ্ছা হয় প্রভু ! তোমার এই রূপ সঙ্গরণ কর, আর সহ করিতে পারি না, হে জগদাধার, আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ২৫

অনুব্রত । অবনিপালসংঘৈঃ সহ (নৃপতিগণের সহিত) অমী চ ধৃতরাষ্ট্রস্ত সর্বে এব পুত্রাঃ (এই ধৃতরাষ্ট্রের সমুদয় পুত্রগণ) তথা (এবং) ভীষ্মঃ দ্রোণঃ (ভীষ্ম ও দ্রোণ) অসৌ সূতপুত্রঃ চ (আর ঐ কর্ণ), অসদীয়েঃ (আমাদের) অপি যোধমুখ্যৈঃ সহ (প্রধান প্রধান যোদ্ধাগণসহ) ॥ ২৬

শ্রীশ্রদ্ধা । ষষ্ঠ অধ্যায়ের ইচ্ছা ইত্যনেন অস্মিন্ সংগ্রামে ভাবি জয়পরাজয়াদিকং চ মম দেহে পশ্য ইতি বক্তব্যবলোক্য তৎ পশ্যমাং—অমী চেতি পঞ্চভিঃ । অমী ধৃতরাষ্ট্রস্ত পুত্রাঃ দ্রোণাদিনাং জয়দ্রথাদীনাম্ রাজাং সংঘৈঃ সমুদৈঃ সইব । তব বক্তৃতাং বিশস্তি ইত্যন্তরেণাবয়ঃ । তথা ভীষ্মচ দ্রোণচাসৌ সূতপুত্রঃ কর্ণচ ।

বক্তৃতাং তে স্ববমাণা বিশস্তি

দংষ্ট্র্যাকবালানি ভয়ানকানি ।

কেচিদ্ধিলগ্না দশনাস্তরেষু

সংদৃষ্ট্বা চূর্ণিতৈরুত্তমাস্তৈঃ ॥ ২৭

ন কেবলং তে এব বিশস্তি অপি তু প্রতিযোদ্ধারঃ অসদীয়া যে যোধমুখাঃ শিখণ্ডিষ্টদ্রোণাদয়ঃ তৈঃ সহ ॥ ২৬

বঙ্গানুবাদ । [এই সংগ্রামে ভাবী জয়পরাজয়াদি এবং আরও বাহা কিছু দেখিতে চাও তৎসমুদয় আমার দেখেই দেখ—এই যে ভগবদ্ উক্তি তাহা এক্ষণে অর্জুন ভগবৎ শরীরে প্রত্যক্ষ কবিতা পাঁচটি শ্লোকে বলিতেছেন—] ঐ সেই দ্রোণাদিনাং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, জয়দ্রথাদি সকল অবনিপাল সহ “তোমার মুখে প্রবেশ করিতেছে”, এই পরশ্রোকের সহিত অবয়ব । আর ভীষ্ম, দ্রোণ, সূতপুত্র কর্ণও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন । কেবল যে ইহারাই প্রবেশ করিতেছেন—তাহা নহে, প্রতিযোদ্ধা আমাদের পক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধা-ও শিখণ্ডিষ্টদ্রোণাদি, তাহাদিগকেও উহাদের সহিত তোমার মুখে প্রবেশ করিতে দেখিতেছি ॥ ২৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । ভীষ্ম, দ্রোণ, ও বড় বড় যোদ্ধা এবং ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র ।—২৭।২৮।২৯ শ্লোকেব অর্থ দ্রষ্টব্য । অর্জুন মনে করিয়াছিলেন ইন্দ্রিয়গুলি এবং ভোগ্যবসনাগুলি মরিয় গলে তাহার আর কি থাকিবে ? আর তাহাদিগকে জয় করিয়া আত্মরাজ্য উদ্ধার করাও সহজ নহে । কিন্তু বৃহৎ কূটস্থ দর্শনে বৃত্তিতে পারিতেছেন যে তিনি নিমিত্তমাত্র । ইন্দ্রিয়বেগ যেস্তান হইতে উৎথিত হয়, সেই স্থানেই আবার ভুবিয়া যায় । সুবৃথাবস্থায় যেমন ইন্দ্রিয়বেগ থাকে না, তজ্জপ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় ও বিশাল জ্যোতিঃ দর্শনের সময় ঐ সকল মনোবেগ কোন্ অদৃশ্য গহবরে লুকাইয়া যায় । আত্মজ্ঞান না থাকায় জীবের পঞ্চভৌতিক দেহেন্দ্রিয়াদিতে ও তাহাদের বিষয়াদিতে মমত্ব বোধ হয় । প্রকৃত ‘আমি’র পরিচয় পাইলে আর ভোগাদিতে আসক্তি থাকে না । আসক্তি নষ্ট হইলে ভোগ্যবস্তু ও ভোগ্যতন দেহ এবং তাহার কারণগুলির প্রতি লক্ষ্যও থাকে না, সূতরাং তাহারা থাকিয়াও না থাকায় সমান হয়, এবং সাধনার প্রথমাবস্থায় যে সব বিচিত্র জ্যোতিঃ দেখা বাইত ও কত কি শোনা বাইত, সবই বেন সেই বিশাল জ্যোতিঃের মধ্যে প্রতিষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় । বাহ্যার শব্দ এবং বাহ্যাদিগকে আত্মীয় মনে করিতাম, কিন্তু শেষে কোথাও কেহ থাকে না দেখিতেছি । সূতরাং কালের করাল-মুখে সকলেই প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৬

অনুব্রত । স্বরমাণাঃ (বেগে ধাবমান হইয়া) তে (তোমার) দংষ্ট্র্যাকবালানি (করাল দন্তবৃত্ত) ভয়ানকানি (ভয়ঙ্কর) বক্তৃতাং (বদন মধ্যে) বিশস্তি (প্রবেশ করিতেছে); কেচিৎ (কেহ কেহ) চূর্ণিতৈঃ উত্তমাস্তৈঃ (চূর্ণিতমস্তক হইয়া) দশনাস্তরেষু (দন্তসমূহের সন্ধিস্থে) বিলগ্নাঃ সংদৃষ্ট্বা (সংলগ্ন হইয়া) আছে দেখা বাইতেছে ॥ ২৭

শ্রীশ্রদ্ধা । বক্তৃতাং । এতে সর্বে স্বরমাণা ধাবন্তঃ তব দংষ্ট্র্যভিঃ করালানি বিকৃতানি

ভয়ঙ্করাণি বস্ত্রাণি বিশস্তি । তেষাং মধ্যে কেচিৎ চূর্ণিতৈঃ উত্তমাসৈঃ শিরোভিরূপলব্ধিতা
দস্তসন্ধিবু সংশ্লিষ্টাঃ সংদৃশ্যন্তে ॥ ২৭

অশ্বশ্বাব্দন্ত । ইহার সকলে যেন স্বরমান অর্থাৎ ছুটিয়া গিয়া তোমার দংষ্ট্রাকরাল
ভয়ঙ্কর মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিচূর্ণিত শিরে তোমার
দস্তসন্ধিতে লাগিয়া রহিয়া দৃষ্ট হইতেছে ॥ ২৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । সব তোমার মুখের মধ্যে যাইতেছে কেউ
দাঁতের পাশে আটকে রয়েছে মাথা কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাচ্চে ।—জীবের ভবিষ্যৎ
কি ? বড় জীব আমরা বুঝিতে না পারি—ও ভগবানের তাহা অগোচর নহে । তাঁহার
নিকট ত্রিকাল এক হইয়া আছে, উহার মধ্যে কিছু পরিবর্তন দেখা সম্ভব নহে । কিছু
থাকিলে তবে না পরিবর্তন হইবে ? তবে যে ঘটনানিচয়ের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানাদি
পারস্পর্য—তাহা মায়িক । বতরুণ আদিত্যের বোধ থাকে, ততরুণ অথও কালের সত্তা অনুভব
করা যায় না । কালের ঋণিতাবস্থার বহুত্বের জ্ঞানই ষাভাবিক । অর্জুনের এই যে বিধ্বংস
দর্শন হইতেছে, তখনও তাঁহার বিশ্বের বোধ আছে, তবে সে বিশ্ব ভগবানেরই মধ্যে, বাহিরে
কিছু নাই—এই বোধ মাত্র অর্জুনের হইতেছে । কিন্তু ‘ইহ বাহু’—ইহার আগেও বুঝিবার
অনেক কথা রহিয়াছে । ইহা কাণ্যাতীত অবস্থা নহে—তবে ঋণ কালের মধ্যে যে ঘটনার
অববোধ হয়—ভূত-ভবিষ্যতের জ্ঞান হয়—ইহা সেই প্রকার ধারণার বিষয় । বিষয় ভোগের
পর যে জ্ঞান থাকে, সেই তীব্র জ্ঞানই জীবকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দেয় । মুক্তিপথের
পথিক যাত্রা, তাঁহাদের কামভোগাদিকে মুক্তির অন্তরায় মনে হইয়া থাকে এবং তাহাদের
হস্ত হইতে মুক্তিরূপের ভক্ত ভোগের বিপরীত ভাব বৈরাগ্য ত শম-দমাদি সাধনকে নিজ
ভাবের অনুকূল বলিয়া মনে হয় । কিন্তু এই সব শম-দমাদি কতকগুলি বন্ধুর কাজ করে ?
বতরুণ পথাবরোধকারী কাম-ক্রোধাদিকে একটু সরাইয়া দিতে পারা না যায় । উহাদের
একটু সরাইয়া না দিলে তো গন্তব্য পথকেই লক্ষ্য করা যায় না । তাই এখানে দেখানো
হইল, বিধ্বংসদর্শনের মত জ্ঞান আসিলেই সাধক দেখিতে পান যে সাধনার পরিপন্থী কাম,
ক্রোধ, লোভাদি সমস্তই সেই প্রজ্বলিত জ্ঞানায়ির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যাইবে ।
ভুত তাহাই নহে, আমার মুক্তিপথের সাহায্যকারী বৃত্তিগুলিও একে একে তাহাব মধ্যে
প্রবিষ্ট হইয়া তরুণতা প্রাপ্ত হইতেছে । আর তাহাদের পৃথক অস্তিত্ব পর্যন্ত থাকে না ।
নদী পার হইয়া গেলে যেমন তরণীর আবশ্যক থাকে না তরুণ । মুক্তি-সাধনের ভক্ত প্রথম
প্রথম শমদমাদি সাধনগুলিকে সাধক আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করেন, তারপর আর তাহাদেরও
আবশ্যক থাকে না । ঐ সকলকে আবার বিসর্জন করিতে হইবে, নচেৎ জাহারাই [ঐ
সকলে আসক্ত হইলে] আবার মুক্তির পথে বিরুদ্ধাচরণ করিবে । আমার অভিমানের
সহিত জড়িত হইয়া থাকিলে ঐ সকল উত্তম গুণগুলিও আত্মদর্শনের বাধক হইয়া থাকে ।
তখন ওগুলিকে ভগবানই সরাইয়া দেন । নচেৎ সর্বশূন্য হইয়া ‘সর্বাভীত’ হইবার অধিকার
লাভ হয় না । কিন্তু ঐগুলি এবং প্রবৃত্তিপক্ষেরও কেহ কেহ বিচূর্ণিত হইয়াও তাঁহার
দশনসন্ধিতে লাগিয়া থাকে কেন ? তাহার কারণ উহার একেবারে গুলু হইয়া যায় না,

যথা নদীনাং বহবোহম্মুবেগাঃ

সমুদ্রমেবাভিমুখাঃ প্রবন্তি ।

তথা ভবামী নরলোকবীরা

বিশস্তি বস্ত্রাণ্যভিবিজ্ঞলন্তি ॥ ২৮

উহাদের দারাও জীবন্ত সাধকের কিছু কিছু কাণ্ডের সহায়তা হয়, তবে তাহাদের সে দৃষ্ট
ভাব চলিয়া যায়, বাহাতে সাধকের ক্ষতি করিতে পারে । তাই তাহাদের একেবারে
লোপ দেখানো হইল না, দশন-সংপিষ্ট হইয়া দশন-সন্ধিতে লাগিয়া রহিয়াছে—দেখানো
হইল ॥ ২৭

অশ্বশ্বাব্দ । যথা (যেমন) নদীনাং (নদীসমূহের) বহবঃ (বহু) অম্মুবেগাঃ
(জলপ্রবাহ) অভিমুখাঃ (সমুদ্রাভিমুখী হইয়া) সমুদ্রম্ এব (সমুদ্রে) প্রবন্তি (প্রবেশ করে),
তথা (সেইরূপ) ভবামী (ঐ সকল) নরলোকবীরাঃ (পৃথিবীর বীর পুরুষেরা) ভব (তোমার)
অভিবিজ্ঞলন্তি (অভিভো বিজ্ঞলন্তি—সর্বতঃ দীপ্যমান) বস্ত্রাণি (মুখ সমূহে) বিশস্তি
(প্রবেশ করিতেছে) ॥ ২৮

শ্রীশঙ্কর । প্রবেশমেব দৃষ্টান্তেনাহ—যথোক্তি । নদীনাং অনেকমার্গপ্রবর্তনানং বহবঃ
অম্মুনাং বারীণাং বেগাঃ প্রবাহাঃ সমুদ্রাভিমুখাঃ সন্তো যথা সমুদ্রমেব প্রবন্তি প্রবিশস্তি তথা ভবামী
যে নরলোকবীরাঃ তে অভিবিজ্ঞলন্তি সর্বতঃ প্রদীপ্যমানানি বস্ত্রাণি প্রবিশস্তি ॥ ২৮

অশ্বশ্বাব্দন্ত । [প্রবেশবিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—] অনেক-মার্গগামী নানা
নদীর বহুপ্রবাহেরূপ সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেইরূপ এই সমস্ত নর-বীরগণ
সর্বতঃ প্রদীপ্যমান তোমার মুখ সমূহে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ২৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । যেমন নদী সব সমুদ্রের মধ্যে পড়িতেছে তেমনই
বীরগণ তোমার মুখে পড়িতেছে ।—এই যে মহাকালের করালবদনে যাবতীয় বীরগণ
প্রবেশ করিতেছে তাহাতে কাহারও যেন কোন প্রবল নাই । যেমন স্রোতমুখে
তৃণসমূহ অবশ হইয়া ভাসিয়া যায়, সেইরূপ বীরগণ বিনা বিচারে যেন কাহারও অনুগ্রহ ইচ্ছিতে
পরিচালিত হইয়া তোমার ব্যাদিত-বদন-বিবরে প্রবেশ করিতেছে । ঠিক এইরূপ জীবের
অন্তঃকরণে শত শত বাসনার বেগ ভরজতবে উদ্ভিত হইয়া স্থপ্তির প্রলয়গর্ভে প্রবেশ
করিতেছে । কেহই থাকে না, কিছুই থাকে না, তবুও ঐ শত শত চিন্তাতরঙ্গ মহাক্ষকে
কিরূপ উৎক্লিষ্ট করে, তাহা কাহারও অবদিত নহে । করুণ উদাস, ভুবি তাহাদের দিকে
দৃষ্ট নিক্ষেপ করিও না । উহার সাধনপথের বিরোধী হইলেও কেহই বৈশীকণ থাকিবে না ।
কূটস্থের অনন্ত জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে ঐ সকল মনোবেগ সাগরে যেমন নদী প্রবেশ করে
সেইরূপ প্রবেশ করিয়া ভুবিয়া যাইবে ॥ ২৮

যথা প্রদীপ্তং জলনং পতঙ্গা

বিশস্তি নাশায় সমুদ্রবেগাঃ ।

তথৈব নাশায় বিশস্তি লোকা-

স্তবাপি বক্তৃণি সমুদ্রবেগাঃ ॥ ২৯

লেলিহসে গ্রসমানঃ সমস্তা-

ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জলন্তিঃ ।

তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং

ভাসন্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিক্ষেপে ॥ ৩০

অনুব্রত । যথা পতঙ্গাঃ (যেমন পতঙ্গগণ) সমুদ্রবেগাঃ (অতি বেগযুক্ত হইয়া) নাশায় (মরণের জন্ত) প্রদীপ্তং জলনং (জলন্ত অগ্নিতে) বিশস্তি (প্রবেশ করে); তথা (সেইরূপ) লোকাঃ অপি (লোক সমুদয়ও) সমুদ্রবেগাঃ (বর্জিতবেগে) নাশায় (মরণের জন্তই) তব বক্তৃণি (তোমার মুখ মধ্যে) বিশস্তি (প্রবেশ করিতেছে) ॥ ২৯

শ্রীশঙ্কর । অবশ্যেই প্রবেশে নদীবেগে দৃষ্টান্ত উক্তঃ । বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবেশে দৃষ্টান্তমাহ—
যথেন্তি । প্রদীপ্তং জলনং অগ্নিঃ পতঙ্গাঃ বহুপক্ষবিশেষাঃ (শলভাঃ) বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ সমুদ্রো
বেগো বেগাৎ তে বথা নাশায় মরণার্থেইব বিশস্তি, তথৈব লোকাঃ এতে জনা অপি তব মুখানি
অবিশস্তি ॥ ২৯

অনুব্রতানুবাদ । [অবশ্যভাবে প্রবেশে নদীবেগের দৃষ্টান্ত কথিত হইল, এক্ষণে
বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবেশের দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—] যেমন পতঙ্গগণ বুদ্ধিপূর্ব্বক মরণের জন্তই সমুদ্র-
বেগে জলন্ত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই জনগণও বিনাশের জন্ত তোমার মুখমধ্যে
প্রবিষ্ট হইতেছে ॥ ২৯

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । প্রদীপে ফড়িংগুলি যেমন শীঘ্র গিয়া পুড়ে মরে,
তেমনই সকলে (নরলোক) গিয়া তোমার মুখের মধ্যে গিয়া পুড়ে মরতে ।—
পতঙ্গগণ অগ্নির জলন্তরূপে মুগ্ধ হইয়া যেমন তন্মধ্যে প্রবেশ করে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়,
তেমনই বহুলোক এই জগতের উৎপত্তিনাশশীল তৎসুদৃশ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া অথচ আপাত-
মনোহর প্রাপ্তির জন্ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে । তুমি কালস্বরূপ, সেই সকল রূপরস-মুগ্ধ
পতঙ্গবৎ জীবকুলও তোমার করাল বদনে আসিয়া প্রবিষ্ট হইতেছে । হৃদয়তির যে বিষয়-লোভ,
তাহাও ঐরূপ । সেই হৃদয়তির বা হৃদয়ভাব বত বিকটই হউক, তাহারও শেষ পর্য্যন্ত কেহই
ধাকে না । তাই হে সাধক ! কোন কিছুই জন্ত চিন্তা না করিয়া সাধনা করিয়া চল, ঐ হৃদয়-
সকলও একদিন কালবেশে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে ॥ ২৯

অনুব্রত । জগন্তি বদনৈঃ (জলন্ত বদনসমূহ দ্বারা) সমগ্রান্ লোকান্ (লোক সমূহকে)
গ্রসমানঃ (গ্রাস করিতে করিতে) সমস্তাং (চারিদিকে) লেলিহসে (লেহন করিতেছে),
বিক্ষেপাঃ (হে বিক্ষেপ) তব উগ্রাঃ ভাসঃ (তোমার সুভীষ প্রভাস-সমূহ) সমগ্রং জগৎ

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো

নমোহস্ত তে দেববর প্রসীদ ।

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তুমাচ্ছ

ন হি প্রজ্ঞানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১

(সমুদয় জগৎকে) তেজোভিঃ (তেজের দ্বারা) আপূর্য্য (ব্যাপ্ত করিয়া) [যেন] প্রতপন্তি
(সস্তাপিত করিতেছে) ॥ ৩০

শ্রীশঙ্কর । ততঃ সমস্তাং কিং অত আহ—লেলিহসে ইতি । গ্রসমানঃ গিলন । সমগ্রান্
লোকান্ সর্কান্ এতান্ বীরান্ সমস্তাং সর্কন্তঃ, লেলিহসে অতিশয়েন ভক্ষয়তি । কৈঃ ?
জলভির্বাদনৈঃ । কিঞ্চ হে বিক্ষেপ তব ভাসঃ দীপ্তয়ঃ তেজোভিঃ বিস্কুরগৈঃ সমস্তং জগদ্ব্যাপা
উগ্রাতীরাঃ প্রতপন্তি সস্তাপয়ন্তি ॥ ৩০

অনুব্রতানুবাদ । [তাহার পর কি হইল, এই প্রশ্নের উত্তরে তাই বলিতেছেন—] (তুমি)
চতুর্দিকে এই সমস্ত বীরগণকে গিলিতে গিলিতে অতিশয় ভক্ষণ করিতেছ । কিসের দ্বারা
ভক্ষণ করিতেছ ? জলন্ত মুখ সকল দ্বারা । আরও বলিতেছেন যে, হে বিক্ষেপ ! তোমার
দীপ্তি তেজঃ বিস্কুরণ দ্বারা (অর্থাৎ অত্যন্ত প্রখর হইয়া) সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া সস্তাপ প্রদান
করিতেছে ॥ ৩০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । জিব লক্ লক্ করছে—তাহার মধ্যে সকলে
গিয়া পড়ছে, চারিদিকে আগুন এমন উগ্ররূপ তোমার ।—তোমার দীপ্যমান বদন
সমুদয় মধ্যে সমস্তই বাইরা পড়িতেছে । তোমার গোল জিহ্বা যেন সমস্ত বস্তুকে টানিয়া
আনিয়া প্রজলিত বদনভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া কি এক অপূর্ব্ব রস আবাদন করিতেছে !
চারিদিকে আগুন জলিয়া উঠিয়াছে ! এই বৃহৎ কূটস্থের তেজের মধ্যে সব বস্তু পড়িয়া
তেজঃস্বরূপ হইয়া বাইতেছে, আর তাহাদের পৃথক নাম রূপ কিছুই বৃথা বাইতেছে না । তুমি
পরমা তৃপ্তি লাভ করিতেছ বটে, কারণ সকল বস্তুকে এক বস্তু করিয়া কেনাই তোমার অভিলাষ ।
তাই তোমাকে সকলে হরি বলে । তুমি যে সকলের সব হরণ করিয়া লও ঠাকুর ! কিন্তু
তোমার এই প্রখর বিস্কুরণ অর্থাৎ উগ্র রূপ যে জগৎ আর সহ করিতে পারিতেছে না,
সমস্ত ষণ্ডকাল অথওকালের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, তাহা দেখিয়া সাধকের মাথা
ঘুরিয়া যায় ॥ ৩০

অনুব্রত । উগ্ররূপঃ (উগ্ররূপধারী) ভবান্ কঃ (তুমি কে ?) [ইতি ইহা]
মে (আমাকে) আখ্যাহি (বল) । তে (তোমাকে) নমঃ অস্ত (নমস্কার) । দেববর ! (হে
দেববর) প্রসীদ (প্রসন্ন হও) । আচ্ছ (আদি পুরুষ) ভবন্তঃ (তোমাকে) বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি
(জানিতে ইচ্ছা করি) । হি (যেহেতু) তব প্রবৃত্তিম্ (তোমার চেষ্টা চরিত্র অর্থাৎ কি
কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ) ন প্রজ্ঞানামি (বুঝিতে পারিতেছি না) ॥ ৩১

শ্রীশঙ্কর । বত এবং তস্যাং—আখ্যাহীতি । ভবানুগ্ররূপঃ কঃ ? ইতি আখ্যাহি
কথয় । তে ভুভ্যং নমোহস্ত । হে দেববর প্রসীদ প্রসন্নো ভব । ভবন্তঃ আচ্ছ পুরুষঃ

শ্রীভগবানুবাচ ।

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃত্তো

লোকান্ সমাহৰ্ষমিহ প্রবৃত্তঃ ।

ঋতেহপি হ্যন ভবিষ্যন্তি সৰ্ব্বৈ

যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু বোধাঃ ॥ ৩২

বিশেষণ জ্ঞাতুং ইচ্ছামি । বতঃ তব প্রবৃত্তিঃ চেষ্টা—কিমর্থমেবং প্রবৃত্তোহস্মি ইতি ন জানামি ।
এবমুত্তত্ত্ব তব প্রবৃত্তিঃ বার্তামপি ন জানামীতি বা ॥ ৩১

অসংখ্যানুবাদ । [যেহেতু ঐ প্রকার উগ্র রূপ দেখিতেছেন, সেই হেতু বলিতেছেন—]
এই উগ্ররূপ-ধারী তুমি কে ? তাহা আমার বল । তোমাকে নমস্কার করি । হে দেববর !
তুমি প্রগর হও । তুমি যে আদি পুরুষ—তোমাকে আমি বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি ।
যেহেতু তোমার প্রবৃত্তি অর্থাৎ চেষ্টা কি জ্ঞাত অর্থাৎ কিসের জ্ঞাত এইরূপ প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহা
জানি না । তুমি যে এই প্রকার, ইহা তো জানিই না ॥ ৩১

আশ্চর্য্যাজ্জিক ব্যাখ্যা । আপনি কে মহাশয় সেটা তো বলুন ?—এমন
উগ্ররূপ—হে দেবতাব শ্রেষ্ঠ তুমি তোমাকে নমস্কার করি—তোমাব জড়ুটা
জানিতে চাই—কিসের থেকে কি হ'ল—তাহা ভালরূপে জানিতে পারি নাই—
এটা দেখছিলাম কুটস্থ—তার পরে আবার এ একটা কি হইল ?—সাধক নিজের
মধ্যে কুটস্থের স্নিগ্ধ শান্তরূপ প্রদূর্ণ জ্যোতিঃ ও তন্মধ্যে নবীনরূপ-প্রভালাভিত শ্রাম-
হুল্লরূপ দেখিয়া দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতেছিলেন । আবার এ কি অপূর্ণ দৃশ্য দেখিলেন !
এ কি ভীষণ মুষ্টি ! মুষ্টিতে বেন অগ্নিবর্ষণ করিতেছে !!! বাহ্য অতি সূক্ষ্মনোহর ছিল, এখন
তাহা কি ভয়ানক মুষ্টি ধারণ করিল । এই প্রলয়ানলসদৃশ কালাস্তক বিরাটরূপ দেখিয়া
সাধক ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কি দেখিতেছিলেন, তাহা বেন জুলিয়া গেলেন ।
যে রূপ দেখিয়া কত আনন্দ হইতেছিল, তিনি আবারই প্রাণ, আমারই আত্মা মনে করিয়া
মনে কত শান্তি আদিতেছিল, এখন তাঁর আবার এ কি ভাব ! সাধক ভাবিলেন—এ কি
প্রলয়ের সময় সমুপস্থিত হইল, তাই কালানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে—মনে করিয়া সাধক
ভয়ভীত হইয়া ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ওগো উগ্রমুষ্টি ! তুমি কে ? তোমার
এ বেশ-পরিবর্তনের কারণ তো বুঝিতে পারিলাম না । তুমি কি আমার সেই সখা, আমার
প্রাণ, আমার আত্মা ? তোমার এ উগ্ররূপ ধারণের কোন কারণ তো বুঝিতে পারিতেছি না ।

বাস্তবিক একরূপ দেখিয়া নবীন সাধকের ভয়ই হয় । নবীন অর্থে 'ছ' পাঁচ বছর যিনি
সাধন আরম্ভ করিয়াছেন তিনি নহেন । এ মুষ্টি যিনি পূর্বে কখনও দেখেন নাই, ষাধারণ
অর্কচাঁটন, তাঁহাদের পরমাশ্রয়ী মহাকালের এই প্রলয়-মৃত্যু দেখিলে যে জ্ঞান উৎপন্ন
হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে ? কিন্তু ষাধারণ কাল-চক্রের এই গতি
প্রত্যক্ষ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের আর এই বিরাট রূপ দেখিয়া ভয় হয় না ॥ ৩১

অসংখ্যানুবাদ । শ্রীভগবানু উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) । লোকক্ষয়কৃৎ (লোকক্ষয়কারী)

প্রবৃত্তঃ (অত্যাংকট) কালঃ অস্মি (কাল আমি) ; (লোকান (লোক সকলকে) সমাহৰ্ষম্
সংহার করিবার জন্ত) ইহ (লোক) প্রবৃত্তঃ (প্রবৃত্ত হইয়াছি) । হ্যন ঋতে অপি (তোমা
ব্যতীত—অর্থাৎ তুমি না-মারিলেও) প্রত্যনীকেষু (বিপক্ষ সৈন্যদলে) যে বোধাঃ (যে
বোদ্ধৃগণ) অবস্থিতাঃ (অবস্থিতি করিতেছে), সৰ্ব্বৈ অপি (তাহারা সকলেই) ন ভবিষ্যন্তি
(জীবিত থাকিবে না) ॥ ৩২

শ্রীভগবানুবাচ । এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ—কালোহস্মীতি জিহ্বিতঃ । লোকানঃ
ক্ষয়কর্তা প্রবৃত্তঃ অত্যাংকঃ কালোহস্মি । লোকান্ প্রাণিনঃ সংহৰ্ষম্ ইহ লোকে প্রবৃত্তোহস্মি ।
অতঃ ঋতেহপি হ্যমিতি হ্যন হস্তারং বিনাপি ন ভবিষ্যন্তি ন জীবিস্যন্তি । যত্বপি হ্যন ন হস্তার্য
এতে তথাপি ময়া কালাত্মনা গ্রস্তাঃ সন্তো মরিস্যন্ত্যেব । কে তে ? প্রত্যনীকেষু—অন্যকানি
অন্যকানি প্রতি ভীষ্মদ্রোণাদীনাম সর্কারু সেনাসু যে বান্ধবঃ অবস্থিতাঃ তে সৰ্ব্বৈহপি । ৩২

অসংখ্যানুবাদ । [এইরূপ প্রার্থিত হইয়া তিনটা শ্লোক—] শ্রীভগবান বলিলেন ।
লোক সকলের ক্ষয়কর্তা “প্রবৃত্ত” অতি উগ্র কাল আমি । প্রাণিগণকে সংহার করিবার
জন্ত ইহলোকে প্রবৃত্ত হইয়াছি । অতএব তুমি বিনাশ না করিলেও কেহই জীবিত
থাকিবে না । অর্থাৎ যদি তুমি উহাদিগকে না-ও মার তথাপি কালাত্মা যে আমি, মৎকর্তৃক
গ্রস্ত হইয়া ইহারা নিশ্চয়ই মরিবে । বাহারা মরিবে—তাহারা কে ? অন্যকানি অর্থাৎ
বান্ধবসকলের মধ্যে প্রতিপক্ষ সৈন্যদলে ভীষ্ম দ্রোণাদি যে সকল বোদ্ধৃগণ অবস্থান করিতেছে ;
তাহারা সকলেই মরিবে ॥ ৩২

আশ্চর্য্যাজ্জিক ব্যাখ্যা । কুটস্থ দ্বারায় অনুভব হইতেছে :—আমি কাল-
স্বরূপ, লোকের ক্ষয়ব নিমিত্ত প্রবৃত্ত কাল, ২১৬০০ বাব দিন রাত্রের
মধ্যে শ্বাস বাইতেছে, সেই কালকে প্রাণবায়ু বৃদ্ধি করতঃ বোয়ীরা ক্ষুদ্র
সমাধি হইতে বৃহৎ সমাধি পর্য্যন্ত স্থির করিয়া রাখে । তখন স্থির স্বরূপ
ব্রহ্ম কালের কাল হয়েন—এই এক কর্ম্মতে প্রবৃত্ত—তোমা ছাড়া কেউ
বাঁচবে না—যত বোদ্ধা রহিয়াছে ।—কাল যদিও অনন্ত, কিন্তু ঘটস্থ হইলে তাহার সংখ্যা
করা যায় । মহাকাল অনন্ত, তাহার আর ধ্বংস নাই, কিন্তু ঘটস্থ কাল অন্তযুক্ত । তাই
দেহরূপ ঘটে ২১৬০০ বার করিয়া অক্ষপা-রূপ রূপ শ্বাস প্রতি দিনরাত্রীে ফুটাইয়া যায় ।
সুতরাং এই কালই লোক-সংহারকর্তা । এই শ্বাসের বহির্গমন রুদ্ধ করিতে না পারিলে
কাহারও পরিজ্ঞান নাই । কেবল বোয়ীরা বোগাভ্যাস দ্বারা কালাতীত অবস্থা লাভ করিতে
পারেন । সমাধি সময়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি রুদ্ধ হইলে বোয়ীরা কালকে বন্ধন করিতে
পারেন । সমস্ত জীবই কর্ম্মামুখ্যায় শ্বাসের পুঁজি লইয়া জগৎগ্রহণ করে, সেই সংখ্যা
ফুটাইলে তাহার দেহের পতন হয় । প্রাণায়াম অভ্যাসে এই আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি প্রাপ্ত
হয় । ষাধারণ ঘটস্থ কাল সমাধি হয়, তাহার সেইটুকু সময়ের মধ্যে আর আয়ুষ্ কয়
হয় না । এই অবস্থা যিনি যত প্রবৃদ্ধি করিতে পারেন, তিনি তদনুরূপ কালজয়ী হন ।
সমাধিহিরাবস্থাই কালের কালস্বরূপ । এইরূপ মহাসাধনে যিনি প্রবৃত্ত, তিনি ছাড়া
আর সকলকেই মৃত্যুগ্রস্ত হইতে হইবে । সৃষ্টি, স্থিতি, লয় বাহিরে যাহা হইবার

তস্মাৎসুখাতিষ্ঠ যশো লভস্ব

জিহ্বা শক্রন ভুঞ্জস্ব রাজ্যং সমুদয়ম্।

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূৰ্বমেব

নিমিত্তমাজ্ঞং ভব সব্যাসাচিন্ ॥ ৩৩

হউক, আমার নিজের মধ্যে ইহার কার্য্য অনবরত চলিতেছে, তাহা বন্ধ করিতে না পারিলে আমার নিকৃতি নাই। এই স্বাসের বহির্গমনাগমন বতদিন থাকিবে, ততদিন প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইবে না। জ্ঞানোদয় ব্যতীত জীবের সংসার নিবৃত্তির সম্ভাবনা কোথায়? কাল কর্তৃক গ্রস্ত হইয়া সমস্ত বর্তমানই অতীতের গর্ভে প্রবেশ করিতেছে। এই ত্রিকালের মধ্যে কত ঘটনাই ঘটয়া বাইতেছে। ইহার দ্রষ্টৃস্বরূপ 'আমি'র কিন্তু কোন পরিবর্তন হইতেছে না। সমস্ত দৃষ্টবর্গই ধ্বংস হইতেছে, ধ্বংস হইতেছে না—এক বিনাশী 'আমি'। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির পক্ষীয়গণ এবং পক্ষত্ব সমস্তই বিলুপ্ত হইতেছে। ক্রিতি জলে, জল ভেঙ্গে এইরূপে ব্যোম আত্মপ্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি পুরুষে বিলীন হইতেছে। তবে 'তুমি' ভিন্ন আর কেহই থাকিবে না, ইহার অর্থ কি? পক্ষত্বের লয় হইলেও অন্তঃকরণোপহিত তেজোময় চৈতন্য বর্তমান থাকে। সূতরাং বে চৈতন্যশক্তি ভেঙ্গেই অংশ তাহার লোপ হয় না। এই জন্তই তেজত্বের অর্জুনের পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে এত প্রাধান্য। সেই জন্তই তিনি নরনারায়ণ। জীবের কর্ম, বাসনা ও কল্যাণ এবং পুনঃপুনঃ সংসারে গমনাগমন, কালে একদিন সমস্তই বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু চৈতন্যশক্তি হইতে উদ্ভিত আত্মজ্ঞান কখনও নষ্ট হইবে না, এবং এই আত্মজ্ঞানের উদয়ে অন্ত্যস্ত বাহ্য কিছু সমস্তই প্রলীন হইয়া বাইবে। যিনি যোগাভ্যাস দ্বারা সেই মহাকালের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া ভ্রাম্যমাণ প্রবিষ্ট হইতে পারেন, তাঁহাকে আর কালের ক্রীড়া—জন্ম-মরণাদি এবং প্রলয়ের ভাণ্ডব মৃত্যো ব্যাকুল হইতে হয় না ॥ ৩২

অনুব্রত। তস্মাৎ (অতএব) ত্বম্ উক্তিষ্ঠ (তুমি উদ্ভিষ্ট হও), যশঃ লভস্ব (এক যশ লাভ কর), শক্রন (শত্রুদিগকে) জিহ্বা (জয় করিয়া) সমুদয় রাজ্যং (অসংখ্য অর্থ্য নিষ্কটক রাজ্য) ভুঞ্জস্ব (ভোগ কর); ময়া (মৎকর্তৃক) এতে (ইহার) পূৰ্বমেব (পূর্বেই) নিহতাঃ (নিহত হইয়াছে); সব্যাসাচিন্ (হে সব্যাসাচী) নিমিত্তমাজ্ঞং ভব (তুমি নিমিত্তমাজ্ঞ হও) ॥ ৩৩

শ্রীঅনুব্রত। তস্মাদিতি। তস্মাৎ এবং তস্মাৎ স্বং বুদ্ধ্যয় উক্তিষ্ঠ। দেবৈরপি হুঙ্কর্য্য। ভীষ্মদ্রোণাদিগোহর্জুনেন নির্জিতা ইত্যেবমুতঃ যশো লভস্ব প্রাপ্নুহি। অবহেন শক্রন জিহ্বা সমুদয় রাজ্যং ভুঞ্জস্ব। এতে চ তব শত্রবঃ তদীয়বৃদ্ধাং পূৰ্বমেব ময়ৈব কালাশ্রনা নিহতপ্রায়াঃ। তথাপি স্বং নিমিত্তমাজ্ঞং ভব। হে সব্যাসাচিন্ সযোন বামহন্তেন সচিকু শরান্ সন্ধাতু শীল্যঃ যত্ততি ব্যাপগত্যা বামনাপি বাণক্ষেপাৎ সব্যাসাচীভ্যুচ্যতে ॥ ৩৩

বক্ষ্যাম্যহম্। [যেহেতু এইরূপ] অতএব তুমি যুদ্ধার্থে উদ্ভিষ্ট হও। 'দেবদ্রজয় ভীষ্মদ্রোণাদি অর্জুনের দ্বারা নির্জিত হইলেন'—এইরূপ বশোলাভ কর। বিনা প্রবঞ্চে

শত্রুদিগকে জয় করিয়া সমুদয় রাজ্য ভোগ কর। তোমার এই সব শত্রুগণ, যুদ্ধের পূর্বেই কালরূপ যে আমি, মৎকর্তৃক নিহত প্রায় হইয়াছে। তথাপি হে সব্যাসাচিন্! তুমি নিমিত্তমাজ্ঞ হও। [সমহন্তেও যে শর সন্ধানে সমর্থ তাহাকে সব্যাসাচী বলে] ॥ ৩৩

আধ্যাত্মিক ব্যাপ্য। অতএব ত্রিগুণ ক'রে চল—কেবল তুমি নিমিত্ত মাত্র—সমুদয় মরেই আছে।—এই শরীর এবং ইন্দ্রিয়গণ সাধনার প্রবল অন্তরায়, ইহাদের বশে পড়িয়া জীবের যে সকল অভ্যাস ও সংস্কার উৎপন্ন হয়, তাহার সাধনার বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধোৎপাদন করিতে থাকে। কোন উপায়েই যেন উহাদিগকে ঠিক মনের মত করিয়া আয়ত্ত করা যায় না। তাই প্রায় প্রত্যেক সাধকই সাধনা করিতে গিয়া ইহাদের দোষাভ্যাস হতাশ হইয়া পড়েন। বাস্তবিকই ত্রিগুণ বৈরাগ্য প্রবল ও প্রমত্ত, তাহাতে জ্ঞানায় নিরাশ হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। তবে কি তাহাদিগকে স্ববশে আনিবার চেষ্টা নিতান্তই বার্থ? তাহা নহে, একটু বিচার করিয়া দেখ। এই সকল চরিত্র ত্রিগুণ অত্যন্ত হুঙ্কর হইলেও, তাহারা তো আত্মার মত নিত্য ও সত্য পদার্থ নহে। তাহারা প্রাকৃত পদার্থ, অতএব তাহারা জীর্ণ বস্ত্রবস্ত্রের ন্যায় কালে জীর্ণ হইতে বাধ্য। আমাদের ভোগের সমস্ত সামগ্রী—গৃহ, গৃহসজ্জা, ক্ষেত্র, ধনসম্পত্তি প্রভৃতি কিছুদিন ভোগ করিবার জন্ত পাইয়াছি, ইহার কেহই চিরন্তন নহে, তজ্জপ এই শরীর ও ইন্দ্রিয়গুলি—ইহার আগন্তুক অতিথি যাত্র, ইহাদের সঙ্গ স্বপ্নদিনের জন্ত পাইয়াছি, আবার অল্পকালের দিনের মধ্যেই উহার চলিয়া বাইবে। তবে উহাদের সাময়িক রক্তচক্ষুকে ভর কর কেন? শরীরটা রোগগ্রস্ত বা ক্ষীণ হইলেও তো ইন্দ্রিয়দের অনেক উপদ্রব আপনাপনি চলিয়া যায়, ঘুমাইয়া পড়িলে শরীরের অনেক খেয়ালই নিরস্ত ও নিরুদ্ভব হইয়া পড়ে, এক আধটা হুঁদৈব বা বিপদাপদের ঝটিকা উদ্ভিত হইলে মনের অনেক খেয়াল, অনেক আকাঙ্ক্ষা নির্বাপিত হইয়া যায়। এই তো ইহাদের দোষ, ইহার জন্ত এত নিরাশ হইবে কেন? এখনই ত্রিগুণটা লাকালাকি করিতেছে, ডাক হাঁক ছাড়িতেছে বটে, কিন্তু ইহাদের স্থায়িত্ব কতক্ষণ জানিয়াছ কি? এই শরীরের সঙ্গেই সব শেষ। যদি বল অল্প শরীরেও যে ইহাদের সংস্কার থাকে, সেজন্তও ভর নাই, অল্প শরীরও চিরদিন থাকে না। এমন কি কারাগার-শরীরটাও থাকিবে না। ইহাদের বিনাশের উপায় আপনাপনিই প্রস্তুত হইতেছে। কালেই সব উৎপন্ন হয়, কালেই সব সয় হয়। কালকে (স্বাসকে) প্রতীক্ষা করিয়া থাক, দেখিবে যে বড় অত্যাচারী ছিল, বড় হৃদয়মণ্ডলী ছিল, সেও ভয়-হস্তপদ হইয়া কালের বিপুল-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কাল কাহাকেও স্থায়ী হইয়া থাকিতে দিবে না—তুমি মারিবার কোন চেষ্টা না করিলেও তাহারা মরিবে। ক্ষণে ক্ষণে অবস্থার পরিবর্তন করিয়া দেওয়া কালেরই ধর্ম্ম। কাল সমস্তকেই গ্রাস করেন—'কলনাৎ—সর্বভূতানাং মহাকাশঃ প্রকীর্তিতঃ'। (মহানিরীক্ষণ)—সমস্ত জীবকে গ্রাস করেন বলিয়াই তাহার নাম কাল। যে আত্মবালক আছে, কাল সে বুঝা, আবার আত্ম যে বুঝা—কিছুদিন পরে সেই বুদ্ধ ও জ্ঞাণগ্রস্ত, আবার যে বুদ্ধ জ্ঞাণগ্রস্ত—সে একদিন এই জীর্ণ মেহটা ভ্যাগ করিতে বাধ্য। সূতরাং মৃত্যু—যাহা কালের ধর্ম্ম, কালবশে তাহা আসিবেই। একদিন কালবশে সমস্তই রূপান্তর প্রাপ্ত হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—সকলে মরিয়াই আছে, এজ্ঞ কোন প্রয়াসেরও প্রয়োজন হয় না। আজ যে অশুট পুষ্পটি রূপহীন গন্ধহীন কলিকামাত্র, কালে তাহার সৌন্দর্য্য ও গন্ধে কত লোক মুগ্ধ হইবে; আজ যে দীন দরিদ্র পথের কাঙাল, কাল তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য হইতো অনেক ঐশ্বর্য্য-গর্বিত পুরুষেরও গর্জ্জহানি করিবে। এ পরিবর্তন করে কে? কে সবার আড়ালে বসিয়া পুষ্পকলিকাকে সৌন্দর্য্য ও গন্ধ-ভারে লোকবিমোহনীয় করিয়া তুলিতেছে, কে পথের কাঙালের মস্তকে রাজ-মুকুট পরাইয়া দিয়া আপনায় মনে আপনি হাসিতেছে! এ শক্তি কাহার? এ শক্তি কাহার—তিনিই মহাকাশ, তিনিই ভগবান। আমাদের শক্তিতে কিছুই হয় না; সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা মহাকাশ। মানুষ আমরা কেহই কর্ত্তা নহি, তাই কোন কাজ করিয়া আমাদের অহংকার করিবার কিছু তো নাই! বিমুঢ়াঙ্গার যদি অহংকার আসে, তবে উহা তাহার অজ্ঞতারই পরিচায়ক। আমার কৃতকর্ম্ম ও তজ্জনিত সুখঃখাদি ফলাফলেরও আমি প্রভু নহি। তাহার সান্নিধ্যে প্রকৃতির মধ্যে বিচিত্র কর্ম্মচেষ্টা কুটয়া উঠিতেছে, এবং প্রতিবারে একটি নূতন কর্ম্ম মানব-চিত্তে সংস্কার রাখিয়া বাইতেছে, তাহাই আমার পরবর্ত্তী নূতন কর্ম্মের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। কিন্তু সকলের মূলে সেই অনাদি কারণরূপী মহাকাশ নহে—সেই। কেনোপনিষদের সমস্ত কার্য্যের মূল কারণটিকে অপূর্ব্ব ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

‘কেনেবিতং পততি প্রেবিতং মনঃ

কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।

কেনেবিতাং বাচমিমাং বদন্তি

চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো হুন্তি ॥’

মন কোন কর্ত্তার অভিলষিত ও প্রেরিত হইয়া অর্থাৎ কাহার ইচ্ছায় নিয়োজিত হইয়া স্বকାର্য্য্যভিমুখে বাইতেছে? প্রাণ কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া গমন করে অর্থাৎ স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করে? [পঞ্চ বৃত্তি প্রাণই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রথমোৎপন্ন; এই কারণে প্রাণকে ‘প্রথম’ বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সাধারণ লোকসকল কাহার প্রেরিত শব্দ উচ্চারণ করে? এবং কোন দেবতা (হ্রাতিমান্) চক্ষু ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণ করেন? (লোটাস লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত কেনোপনিষদের শাকর ভাষ্যের অনুবাদ)

এই প্রশ্নের উত্তর—‘শ্রোত্রশ্চ শ্রোত্রং মনসো মনো বদ

বাচো হ বাচ স উ প্রাণস্ত প্রাণঃ।

চক্ষুঃচক্ষুরভিমুখ্য ধীরাঃ

প্রৈত্যাশ্রোত্রোক্তাদমুতা ভবন্তি ॥’ কেন উঃ

যাহা দ্বারা শব্দ শ্রবণ করা যায় অর্থাৎ যাহা শব্দ শ্রবণের করণ বা উপায়; শব্দাভিব্যক্ত সেই ইন্দ্রিয়ের নাম শ্রোত্র। কোন দেবতা চক্ষু ও শ্রোত্রকে স্ব-বিষয়ে নিযুক্ত করে? এই বলিয়া ভূমি বাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তিনি সেই শ্রোত্রেরও শ্রোত্র।

তিনি [যেমন শ্রোত্রের শ্রোত্র, তেমনি] মন—অন্তঃকরণেরও মন। কেন না সেই আত্ম-চৈতন্য জ্যোতিতে দীপ্তিমান হইলে অন্তঃকরণরূপী মন স্ববিষয়ে সক্ষম বা

অধ্যবসায়াদি কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না; এই কারণ তিনি (পরমেশ্বর) মনেরও মন। বুদ্ধ ও মন উভয়কে এক করিয়া “মনসঃ” বলা হইয়াছে।

ভূমি যে প্রশ্নের প্রাণ সংক্ষেপে গ্রন্থ করিয়াছ, তাহার সাহায্যেই এই প্রাণবৃত্তি কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। কেননা, আত্মার অধিষ্ঠান বা প্রেরণা ব্যতীত কখনও প্রাণ ব্যাপারবৃত্ত হইতে পারে না। অতএব জ্ঞতি বলিয়াছেন, “কো হেবাশ্রাৎ, ক প্রাণ্যাৎ বদেব আকাশ আনন্দো ন ত্যাং”—যদি আনন্দস্বরূপ এই আকাশ (ব্রহ্ম) না থাকিতেন, তাহা হইলে কেই বা বাচিত, আর কেই বা প্রাণধারণ করিত।

তিনি চক্ষুরও চক্ষু অর্থাৎ চক্ষুর বে রূপ-প্রকাশ-সামর্থ্য্য, তাহাও আত্মচৈতন্যের অধিষ্ঠানেই সম্পাদিত হইয়া থাকে; অতএব তিনি চক্ষুরও চক্ষুস্বরূপ।

অতএব যে সকল গুরুষ শ্রোত্রাদির ও শ্রোত্রাদিস্বরূপ ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপ জানিয়া শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গে আত্ম-বুদ্ধি পরিভাগ করে, তাহারাই বর্ধাৎ ধীমান—সমৃদ্ধিসম্পন্ন। সেই সকল ধীমান পুরুষেরা ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়া গুহ, মিত্র, বল্লভ ও বজ্রজনে “আমি আমার” প্রভৃতি ব্যবহার ত্যাগ করিয়া অন্ততঃ লাভ করেন। (লোটাস লাইব্রেরীর ভাষ্যানুবাদ)।

আমার কৃত কর্ম্মের ও তজ্জনিত সুখঃখাদি ফলাফলের প্রভু আমি নহি। আমি কেবল “নিমিত্তমাত্র” ছাড়া আর কিছু হইতে পারি না। কে কি কর্ম্ম করিবে, এবং কাহাকে কিরূপ ফলাফল ভোগ করিতে হইবে, তাহা সমস্ত ঠিক করাই আছে। এ সম্বন্ধে চিন্তা করাও নিষ্ফল। তবে জীবের চিন্তা হয়, অবশ্য তাহা স্বীকার করি। তাহার কারণ “ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ” তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে জাত, আত্মাধ্যাসহেতু অবিবেক। আমার “আমি” কে তাহার জ্ঞান নাই, কাজে কাজেই দেহে আত্মবুদ্ধি হইয়া দেহই “আমি” এই অভিমান হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এ সমস্ত কার্য্য-কারণের সংযোগ বিয়োগ সম্বন্ধই অচিন্ত্য। কেবল আত্মার অধিষ্ঠাতৃত্বহেতু সমস্ত ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছে। তাই ভগবান মহাকাশ অর্জুনকে বলিতেছেন—“মরৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব, নিমিত্তবাজং ভব সব্যাসচিন্” —এ সব জয়পরাজয়ের জন্ত ভেবো না বাপু, জয়পরাজয় তো তোমাদের নয়—ও আমার খেলা। কেবল যেহাভিমান-বশতঃই আপনাকে জয়যুক্ত ও পরাজয়প্রাপ্ত মনে হইয়া থাকে। আমরা সকলেই সেই মহাকাশের হস্তে বদ্ধ বা ক্রীড়নকবিশেষ। এখানে নিমিত্তবাজ হস্তা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। তবে অর্জুনকে ভগবান “উত্তীর্ন্ত যশো লভস্ব” বলিলেন কেন? তাহার কারণ—অহংকার না গেলে তো কোন উপায় নাই, সেই অহংকার বাহাতে মিটিয়া যায়, তাহারই উপায় বলিয়া দিতেছেন। “বুদ্ধাৰ্ঘ উত্তীর্ন্তা ব’স” —ভূমি যে কর্ত্তা নহ, আর সেই যে অনন্ত কার্য্যকারণ-সূক্ষ্মতা—ইহাও যে কিছু নয়, কেবল মাত্রার খেলা মাত্র, তাহা বুঝিতে পারিবে না—আত্মবোধ না হওয়া পর্য্যন্ত। এই ব্রহ্মবোধের প্রধান বাধাই আমাদের বহির্বিচরণশীল প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ। সুতরাং সেই সকল বাধা হুচাইতে হইবে। বাধা হুচাইবে কি প্রকারে? তাহারই উপায় বলিতেছেন—“উত্তীর্ন্ত”—উৎ+তীর্ন্ত। কোথায় উত্তীর্বে? উর্দ্ধে উঠিতে হইবে—একবারে সংস্কারে। কেমন করিয়া উঠিবে? প্রশ্নের বহির্গমনাগমন নিরোধ করিয়া। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রথমোৎপন্ন প্রাণ,

এই প্রাণ হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি ও মন উৎপন্ন হইয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতে থাকে। তাই প্রাণকে নিরোধ করিলেই আপনা আপনি সব নিরুদ্ধ হইবে। প্রাণায়াম বা শ্বাস-প্রশ্বাসের ধনুতে মন-শর যুড়িয়া যুদ্ধ করিলেই ভীষ্ম, দ্রোণ, দুৰ্য্যোধন, দ্রুপদ প্রভৃতি বৃত্তিভিঃ আর মাথা তুলিতে পারিবে না—তাহারা কেহ বা মরিবে, কেহ বা রণে ভঙ্গ দিবে। তুমি ক্রিয়া করিয়া চল, ক্রিয়ার ফলাফলের দিকে তাকাইও না—ইহাই শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ ও আদেশ। তুমি কেবল ক্রিয়া করিয়া চল, ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থা লাভ করিলেই উহাদের স্বরূপ বুঝিতে পারিবে। বুঝিতে পারিবে যে উহার সকলেই জীবনশূন্য ছায়াবাজির ছায়া মাত্র। সে অবস্থার উদাহরণ কেহ আছে বা নাই, উহাদের থাকা উচিত বা উহাদের ধ্বংস হওয়া উচিত—এ সব কোন কথাই তখন মনে জাগিবে না। আত্মার প্রকাশে ইন্দ্রিয় ও তত্ত্ববৃত্তি সমুদায় আপনাপনিই উপশান্ত হইয়া বাইবে। বাহ্যতে আত্মবোধ জাগ্রত হয়, আত্মার প্রকাশ মেঘশূন্য স্বর্ঘ্যালোকের মত অব্যাহতগতি হয়, সেইরূপ কাজ করিয়া চল। স্বর্ঘ্যোদয়ে যেমন অন্ধকার আপনাপনি বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ প্রকাশস্বরূপ আত্মার অভ্যুদয়মাজেই ইন্দ্রিয়বর্গ ও তাহাদের কার্য্যাদি কিছুই থাকিতে পারিবে না। কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠা না হইয়া শুধু তাহাদিগকে তাড়াইয়া বেড়াইলে চলিবে না। আলোকের অভাবই যেমন অন্ধকারকে অস্তিত্বশালী করিয়া দেয়, তেমনি চিরস্থির আত্মার অল্পপল্লবিত্বই রিপুগণের হস্তার শুনিতে হয়। স্বর্ঘ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার বিলয়ের মত আত্মসাক্ষ্যকারের সঙ্গে সঙ্গেই আর দেহাত্মবোধ থাকিতে পারিবে না, এবং ইন্দ্রিয়ের কার্য্যাদিতে অনভিমানবশতঃ আর তাহারা বিরক্তি বা ক্রেশের কারণ হইবে না। প্রাণ পূর্ব পূর্ব সংস্কারবশতঃ বহুবা বিক্ষিপ্ত হইয়া মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে, এক্ষণে আত্মকর্ষ দ্বারা বায়ুশব্দকে স্থির করিতে পারিলেই আর ইন্দ্রিয়ের তর্জ্জন শুনিতে পাইবে না। স্থির প্রাণই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম, সেখানে ইন্দ্রিয়াদির কোন প্রভুত্ব চলে না। এখন যখন সাধনারম্ভ করিয়া সেই দিকেই চলিয়াছ, তখন তাহারা মরিয়াই গিয়াছে জানিবে। তুমি ব্রহ্মদর্শনের জন্য ক্রিয়া কর, তোমার প্রাণ স্পন্দনশূন্য হইবে, চিত্ত সঙ্গলশূন্য হইবে—ইন্দ্রিয়দের সামান্য পরিহ্রিষ্টিকুই থাকিবে, তাহারা আর কোন অপকার কথিতে সমর্থ হইবে না। আত্মমহিমা সুস্মৃতিতে পারিয়া জীবন কৃতকৃত্য হইবে। সাধনার সিদ্ধিলাভের পূর্ব পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক ভাবি—প্রবল থাকে, আত্ম-মহিমা আবৃত থাকে। সাধক বতই সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন ততই তাঁহার আত্ম-ভাব আবরণশূন্য হইতে থাকে, ততই যশোলাভ হয়। “শৌর্য্যাদিপ্রভবঃ বশঃ”—শৌর্য্যাদি হইতে জীবিতাবস্থায় যে খ্যাতি হয়—তাহাই বশ। যে সাধক বীর্ষের সহিত সাধনা করেন এবং তজ্জাত স্বখ্যাতি লাভ করেন, তিনিই প্রকৃত বশশী। “বিবেক-খ্যাতি”ই প্রকৃতপক্ষে সেই বশ। এই “বিবেক-খ্যাতি” শব্দে কিছুই জ্ঞাতব্য আছে। বিবেক-খ্যাতিই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান, এই জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়-মনের বিবরণশূন্য নিবৃত্ত হয় না। অবিজ্ঞানামক শক্তিই ইন্দ্রিয়দের সহিত বিবরণের সংযোগের ক্ষেত্রে। এই সংযোগের অভাব হইলেই জ্ঞান কৈবল্য হয়। অবিজ্ঞান অভাব হইলেই জ্ঞান সহিত মস্তিষ্কের সংযোগ বিলুপ্ত হয়। ইহাকেই বোগদর্শনে “হান” বলিয়াছেন। “বিবেক খ্যাতি”ই সেই হানোপায়।

“বিবেক খ্যাতিরবিপ্রলং হানোপায়ঃ”—হান প্রাপ্তির উপায় অবিপ্রলং “বিবেক-খ্যাতি”। বুদ্ধি ও পুরুষের যে ভেদ, তৎ সন্নিহিত মনের যে প্রবল জ্ঞান—তাহাই “বিবেক-খ্যাতি”। ইহা সমাধিজনিত নির্মল জ্ঞান। যখন এই নির্মল জ্ঞান বিপ্রবরহিত হয় অর্থাৎ কোন প্রকার মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা ভয় না হয়—তখনই তাহাকে “বিবেক-খ্যাতি” বলে। “তত্ত্ব সপ্তধা প্রাপ্তোভূমিঃ প্রজ্ঞা”—সেই হানোপায়ের (১) শুভেচ্ছা, (২) বিচারণা, (৩) তত্ত্বমানসা, (৪) সম্ভাপতি, (৫) অসংসক্তি, (৬) পদার্থভাবনী, (৭) তুর্ঘ্যাগা প্রভৃতি সপ্ত প্রাপ্তোভূমি অর্থাৎ পর পর অবস্থা আছে। তন্মধ্যে শেষোক্তটিই কৈবল্য। কৈবল্যপদ লাভই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু চরম লক্ষ্যে উপনীত হইবার পূর্বে মুক্তি-মন্দিরের সন্নিকটে আসিয়াই বিতৃতির গহন কান্তারে পড়িয়া সাধক বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়েন। অনেক বসিষ্ঠ সাধননিষ্ঠ সাধকও এইখানে আসিয়া বিব্রত হইয়া যান। বোগাভ্যাস দ্বারা বোগীর কায়সম্পৎ ও অনিমানি সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। “সদ্ব্যপেক্ষতাখ্যাতিমাত্র সর্গ-ভাবোহিষ্ঠাতৃৎ সর্গজাতুৎ” সিদ্ধি হয়। অর্থাৎ বোগীর সর্গজাতুৎসব (জ্ঞানরূপা সিদ্ধি) এবং সর্গাধিষ্ঠাতৃৎ (সমস্ত ভাবের সহিত আপনার সংযোগ—অর্থাৎ বাহ্য কিছু সমস্তই যেন আমাতে অবস্থিত) প্রজ্ঞার উদয় হয়। যেমন “স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাত পিতরঃ সমুপজায়তে”—বোগীর এইরূপ সঙ্কল্প মাজেই সিদ্ধির অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। ইহাই ঈশ্বরভাব। কিন্তু এতাদৃশ উচ্চ স্তরের সিদ্ধিও অনাশ্রয়বৃত্তিতে আছা উৎপন্ন করিতে পারে। তাহাতে যখন বৈরাগ্য হইবে, তখনই বোগী প্রকৃত সিদ্ধাবস্থা বা কৈবল্যাবস্থা লাভ করিবেন।

“তদ্বৈরাগ্যানপি দোষবীজকয়ে কৈবল্যম্”—বোগদর্শন বিতৃতিপাদ। পূর্বকথিত “সর্গভাব-ধিষ্ঠাতৃৎ ও সর্গজাতুৎসব সর্গশ্রেষ্ঠ বিতৃতির প্রতিও বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে দোষবীজ-কর হেতু কৈবল্য লাভ হয়।

এই যশোলাভের কথাই ভগবান বলিতেছেন। এইরূপ যশোলাভ যে করে সেই “নিষ্কণ্টক বা অসপত্ন” রাজ্য লাভ করিতে পারে। ইহাই চিরবাহিত জীবনশক্তির অবস্থা। তখন আর নানাত্বের খেলা থাকিবে না, সংসার দণ্ডবীজবৎ হইয়া থাকিবে, আর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। প্রকৃতিদেবীও আর সে সাধকের নিকট মাথা তুলিবেন না—‘বো মাং জয়তি সংগ্রামে বো মে দর্শং ব্যপোহতি। বো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিত্যতি’। যিনি আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিবেন, যিনি আমার দর্প চূর্ণ করিবেন, জগতে যিনি আমার তুল্য বলশালী, তিনি আমার স্বামী হইবেন।—চণ্ডী। অর্থাৎ যিনি সর্গতত্ত্বজ্ঞ হইয়া পর-বৈরাগ্য প্রভাবে পরম-শিবরূপ হইয়া যাইবেন, তিনিই প্রকৃতির স্বামী বা ঈশ্বর-তুল্য হইয়া যাইবেন।

ভগবান অর্জুনকে “সব্যাসাচী” শব্দে সন্মোহন করিয়াছেন। ‘সব্যাসাচী’র সাধারণ অর্থ—‘বাহার এত পরাক্রম—বাম দক্ষিণ উভয় হস্তেই সমান শরলক্ষ্যানে যিনি সমর্থ’—গীতার্থ-সন্দীপনী। কিন্তু “সব্য” শব্দের অর্থ পশ্চাৎ দিকে, “সচ” শব্দের অর্থ বৃদ্ধ হওয়াও হয়। যিনি পশ্চাতে অর্থাৎ পৃষ্ঠের দিকে ঘেঁরনগে ইচ্ছামাজেই মনঃসংযোগ করিতে পারেন এবং

দ্রোণক ভীষ্মক জয়দ্রথক

কর্ণ তথাভানপি বোধবীরান্ ।

ময়া হতান্ধ জহি মা ব্যথিতা

বুভুক্ষু জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪

প্রাণকে তাহার মধ্যে লইয়া বাইতে পারেন। এই সাধন ক্রিয়ার নাম ঔকার ক্রিয়া। এই ঔকার-ক্রিয়ায় যিনি স্তন্য, তাঁহার পক্ষে জীবমুক্তি অবস্থা লাভ কঠিন নহে।

মহাভারতে আছে—

“উভৌ মে দক্ষিণে পানী গাভীবন্ত বিকর্ষণে ।

তেন দেবমহ্মোবু সবাগাচীতি মাং বিহঃ ॥”

মেরুদণ্ডই যে গাভীব তাহা গীতার প্রথম ঘটকে (প্রথম অধ্যায়ের ব্যাখ্যায়) উল্লিখিত হইয়াছে। এই মেরুদণ্ডের বামে ও দক্ষিণে বিকর্ষণই ঔকার ক্রিয়া। এই ঔকার ক্রিয়ায় সিদ্ধিলাভ করিলে মূলধার-গ্রন্থি ও হৃদয়-গ্রন্থি তেজ হইয়া যায় এবং শাস-জর হইয়া যায়। ইহাতেই সাধক কৃতকৃত্য হইয়া যান। তাই ভগবান বলিতেছেন—তুমি যখন এই সাধনায় কুশলী, তখন আর তোমার বশোলাভ বা শত্রু জয়ের ভাবনা কি ? ৩৩

অনুব্রত । ময়া (আমাকর্তৃক) হতান্ (হত) দ্রোণং চ, ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ, কর্ণং চ (দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণকে) তথা অভান্ (এবং অভ্যন্ত) বোধবীরান্ অপি (বোধাবীর গণকেও) জং জহি (তুমি নিধন কর) ; মা ব্যথিতাঃ (ভয়নিমিত্ত ব্যথিত হইও না) [আনি তাহাদের সহিত যুদ্ধে পারিব কি পারিব না এই আশঙ্কাজনিত ব্যথা]। রণে (যুদ্ধে) সপত্নান্ (শত্রুদিগকে) জেতাসি (জয় করিতে পারিবে), [অতএব] বুভুক্ষু (বুজু কর) ॥ ৩৪

শ্রীশঙ্কর । “ন চৈতদ্বিঃ কতরমো গরীমো যদা জয়েম যদি বা নো জয়েম্” ইতি বা আশঙ্কা না অপি ন কার্য্য ইত্যাহ—দ্রোণমিতি। দেভ্যঃ জং শব্দে তান্ দ্রোণাদীন ময়েব হতান্ জং জহি যাতয়। না ব্যথিতা ভয়ং মা কার্য্যঃ। সপত্নান্ শত্রুন্ রণে যুদ্ধে নিশ্চিতং জেতাসি জেতাসি ॥ ৩৪

ব্রহ্মসুন্দর । [“আমরা তাহাদিগকে জয় করি অথবা তাহারা আমাদেরকে জয় করুক—এই উভয়ের মধ্যে কোনটি আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর, তাহা বুঝিতেছি না”—অর্জুনের এই যে আশঙ্কা হইয়াছিল, সে আশঙ্কা ক্রিয়ার আর প্রয়োজন নাই,—তাই বলিতেছেন—] ধার্মিকের জন্ত তুমি শঙ্কা করিতেছ সেই দ্রোণাদি সকলেই মৎকর্তৃক হত হইয়া আছে অর্থাৎ তাহাদিগকে আমি পূর্বেই মারিয়া রাখিয়াছি, তুমি মাত্র তাহাদিগকে বধ কর। ভয় করিও না, শত্রুদিগকে যুদ্ধে নিশ্চয় জয় করিবে ॥ ৩৪

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। (রূপক দেখ) এক ঠোঁক, জয়—জংসাহস—
গুনি বিশ্বাস এ সকলেরই আমি হরণ করি রেখেছি—কেবল তোমার ক্রিয়া

করবার অপেক্ষা এমন করি রেখেছি—প্রকৃতির সহিত।—এখন বুঝিলে তো ? বাহ্য-
দের সকলে অজ্ঞেয় মনে করে—সেই জেহ, জয়, জংসাহস, হৃৎকৃতি প্রভৃতি তোমার সাধন
করিবার চেষ্টা দেখিয়া এবং উহার অবজ্ঞাস্তাবী ফল তাহাদের বিনাশ বুঝিয়া সকলে
ভয়ে মৃতপ্রায়ই হইয়া পিয়াছে, এখন যদি খুব মন দিয়া ও বেশী ক্রিয়া ক্রিয়া কর, তাহা
হইলে তাহাদের মননের জন্ত আর ভাবনা কি ? ক্রিয়া করিলে যে ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্ত
হইবে তাহাতে শুধু উহার কেন, সমস্ত প্রকৃতিই স্থির হইয়া যাইবে। তুমি একই সংসার
সহিত নিয়মিত ভাবে ক্রিয়া কর, তাহা হইলেই প্রাণাদি বায়ু এবং তৎসহ মন, ইজির প্রভৃতি
সব স্থির হইয়া যাইবে। প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া (অর্থাৎ দেহাঙ্গ-বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া) তোমার
নিজ-প্রকৃতির (স্থির আত্মার) কথা ভুলিয়া গিয়াছ। তাই বিপক্ষ-পক্ষের বল দেখিয়া ভয়
করিতেছ। আত্মক্রিয়া দ্বারা প্রাণ স্থির হইলে মূল প্রকৃতি পর্যন্ত স্থির হইয়া যাইবে। প্রাণ
প্রসন্ন থাকিলে আর ভয় কি ? চণ্ডীতে আছে—

“দেবি প্রানীদ পরমা ভবতী ভবায় ।

সত্ত্বা বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি ॥”—ন্যায় চরিত্র ।

হে দেবি, তুমি যে আমার সর্বোত্তমা দেবী। মাগো তুমি প্রসন্ন হও ; তুমি প্রসন্ন থাকিলে
জগতের (চাক্ষুণ্যযুক্ত কীৰ্ত্তিচয়) কল্যাণ সাধন করিয়া থাক, আর ক্রুদ্ধ হইলে শিশুসুল
(বাহার) সাধন করিতে চাহে না। সচ সস্তাই বিজয় কর।

“বা মুক্তিহেতুর্নবিচিন্ত্যমাশ্রিতা চ

অভ্যন্তরে মুনীরতেন্দ্রিয়তৎপরায়ঃ ।

মোক্ষাধিতিসুনিভিরন্তমমন্তদোষৈ-

বিজ্ঞানি না ভগবতী পরমা হি দেবী ॥” ন্যায় চরিত্র ।

বাহ্য (স্থির প্রাণ বা স্থিরা প্রকৃতি) মুক্তির কারণ, এক বেজন্ত হৃদহর্ষণের বৃহৎ ব্রহ্মচর্য্য বা
মহাব্রত পালন করিতে হয় ! [মহাব্রত—“অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ। এতে
জাতি-দেশ-কাল সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্কভোমা মহাব্রতম্ ॥” পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ বম বরি জাতি
দেশ কাল এবং সময়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে উহাকে ‘মহাব্রত’ বলা যাইবে।
অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয় প্রভৃতি ষমগুলিকে জাতি, দেশ, কালে নিবদ্ধ রাখিলে চলিবে
না, ঐ সকল নিয়মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইয়া যদি সর্বকালে ও সর্বভূতে অহিংসাদি ব্রত
সম্পূর্ণভাবে অম্লষ্ট হই, তবে সেইরূপ ব্রত সার্কভোম হয় ও তখনই তাহাকে মহাব্রত বলা
হইয়া থাকে]। সেই তত্ত্বজ্ঞানরূপা ভগবৎ প্রাপ্তির সাধনভূতা তুমি পরমা বিজ্ঞা (সাধনা)
তাহ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন রাগদোষবিহীন সংযতেন্দ্রিয় মুমুক্ সুনিগণ তোমার (অর্থাৎ প্রাণের) অভ্যাস
বা সাধনা করিয়া থাকেন।

ক্রিয়া দ্বারা সেই স্থির প্রাণে মন যুক্ত হইয়া থাকিলে মনের উদ্ধার হয়। মনকে উদ্ধার
করিতে পারিলে আর বিপদের আশঙ্কা কোথায় ? ৩৪

সঙ্গম উবাচ।

এতচ্ছৃণু বচনং কেশবশ্চ

কৃতাজ্জলিবেপমানঃ কিরীটী।

নমস্কৃত্য ভূম এবাহ কৃষ্ণঃ

সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৪

অনুব্রত। সঙ্গমঃ উবাচ (সঙ্গম বলিলেন)—কেশবশ্চ (কেশবের) এতৎ (এই) বচনং শ্রুত্বা (কথা শুনিয়া) বেপমানঃ (কম্পমান) কিরীটী (অৰ্জুন) কৃতাজ্জলিঃ (কৃতাজ্জলি হইয়া) কৃষ্ণঃ নমস্কৃত্য (কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া) ভীতভীতঃ (অত্যন্ত ভীত হইয়া) ভূমঃ এব (পুনর্বার) প্রণম্য (প্রণাম করিয়া) সগদগদং (গদগদ ভাবে) আহ (বলিতে লাগিলেন) ॥ ৩৪

শ্রীকৃষ্ণ। ততো বদন্তঃ তদেব ধৃতরাষ্ট্রঃ প্রতি সঙ্গম উবাচ—এতদ্বিতি। এতৎ পূর্বোক্ত শ্লোকত্রয়াস্বকং কেশবশ্চ বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটী অৰ্জুনঃ কৃতাজ্জলিঃ সংপূটীকৃতহস্তঃ কৃষ্ণঃ নমস্কৃত্য পুনরপি আহ উক্তবান্। কথমাহ? তদ্ব্যবহার্যাকেশবশ্চ গদগদেন কণ্ঠকম্পনেন সহ বর্ত্তত ইতি সগদগদং বথা জ্ঞাত্বা তথা। কিঞ্চ ভীতানপি ভীতঃ সন্ প্রণম্য অবনতো ভূত্বা ॥ ৩৫

বদন্তানুবাদ। [তৎপরে বাহা ঘটয়াজিল—তাহাই ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সঙ্গম বলিতেছেন—] এই পূর্বোক্ত শ্লোকত্রয়াস্বকং কেশবের কথা শুনিয়া কম্পমান অৰ্জুন কৃতাজ্জলি পুটে শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া পুনরায় বলিলেন। কিরূপ ভাবে বলিলেন? তদ্ব্যবহার্যাকেশবশ্চ আবেগ বশতঃ গদগদভাবে অর্থাৎ কণ্ঠকম্পের সহিত এবং ভীত হইতেও ভীত হইয়া অবনত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। দিব্য দৃষ্টির দ্বারা অনুভব হইতেছে:—এ সব শুনে কৃষ্ণের দ্বারা অনুভব হইয়া শরীরের তেজ গদগদভাবে ভয়প্রযুক্ত প্রণাম করিতেছে।—দিব্য দৃষ্টি দ্বারা অনুভব হইতেছে কাহার? সাধকের। সাধক তো সাধনা ছাড়িয়া দিয়া ভীত ও ব্যাকুল হইয়াছেন, অসিদ্ধ বা সাধনশ্রমে সাধকের কি দিব্যদৃষ্টি হয়? এ সাধক যদিও ব্রাহ্মী স্থিতি-প্রাপ্ত সিদ্ধসাধক নহেন, কিন্তু কৃষ্ণের দৃষ্টি রাখিয়া কৃষ্ণের মধ্যে যে জ্ঞান প্রকাশ হয়, তাহা অনুভব করিবার মত সাধনা তাঁহার আছে, নচেৎ দিব্যদৃষ্টি দ্বারা তাঁহার অনুভব হওয়া সম্ভব হইত না। এইজন্য ইহাকে “কিরীটী” বলা হইল, অর্থাৎ উচ্চকোটির সাধক তাহাই বলা হইল। যে সাধক নিরভিনিগুণি জঃ করিয়াছেন কিন্তু উচ্চ ভূমি আচ্ছাদিত প্রভৃতি স্থানে সর্কাসহায় থাকার অধিকার এখনও প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহার ভয় হয়—পাছে এ অবস্থাটিও না থাকে। অন্তরস্থ বায়ুর বেগ ধারণে এখনও তিনি অসমর্থ, তাই ভয়ে ভয়ে বাস টানিতেছেন, কিন্তু কৃষ্ণে ঠিক লক্ষ্য রাখিয়াছেন—ইহাই “ভীত-ভীতঃ প্রণম্য” হইয়া কৃষ্ণকে নিজ মনোবেদনা জানাইবার ইচ্ছিত। তিনি কিরূপ ভাবে বললেন? বেপমান ও কৃতাজ্জলি হইয়া। নিজের অবস্থা ঠিক কিনা—এই আশঙ্কার

অৰ্জুন উবাচ।

স্থানে হ্রবীকেশ তব প্রকীর্ত্য

জগৎ প্রহৃত্যভ্যমুরজ্যতে চ।

রক্ষাসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি

সর্কে নমস্তস্তি চ সিদ্ধসম্বাঃ ॥ ৩৬

ক্রিয়ায় একটু কম্পন হয়, অথবা মনে বিধা আসায় ক্রিয়া করিবার সময় (উৎকৃষ্ট প্রাণায়ামে) পূলক না আসিয়া কম্পন (বেদ, কম্প, পুলক, অর্ক—এই চারি অবস্থার দ্বিতীয় অবস্থা—কম্পন মাত্র) হইতেছে। সে অবস্থাতেও কৃষ্ণে জ্যোতিঃর প্রকাশ অনুভব হইতেছে; নচেৎ মনের কথা কাহাকে জানাইবেন?—এই প্রকাশের ভাবটিকে ঠিক রাখার নাম “কৃতাজ্জলি”; অজলি—অনুজ ধাতু হইতে, তাহার অর্থ—প্রকাশ পাওয়া, এই প্রকাশের অবস্থাটি আসিবার মত সাধন করাকেই কৃতাজ্জলি বলে। সেই অবস্থায় যে মনোভাব সাধকের হইয়া থাকে, তাহাই পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে বলিতেছেন ॥ ৩৫

অনুব্রত। অৰ্জুনঃ উবাচ (অৰ্জুন বলিলেন)। হ্রবীকেশ! (হে হ্রবীকেশ) তব প্রকীর্ত্য (তোমার মাহাত্ম্য কীর্তন দ্বারা) জগৎ প্রহৃত্যভি (জগৎ অতিশয় হুই হুই) অমুরজ্যতে চ (ও তোমার প্রতি অমুরজ হয়); রক্ষাসি (রাক্ষসগণ (ভীতানি (ভীত হইয়া) দিশঃ (দিগদিগন্তে) দ্রবন্তি (পলায়ন করে); সর্কে সিদ্ধসম্বাঃ চ (এবং সমস্ত সিদ্ধগণ) নমস্তস্তি (নমস্কার করেন) [এতৎ—ইহা] স্থানে (বুক্তি-বৃত্ত) ॥ ৩৬

শ্রীকৃষ্ণ। স্থানে ইত্যোক্তাদশভিঃ অৰ্জুনশ্চ উক্তিঃ। স্থানে—ইত্যাব্যং বৃত্তমিতি অস্মিন্ধর্থে। হে হ্রবীকেশ, বতঃ এবং স্বং অদ্বুতপ্রভাবঃ ভক্তবৎসলশ্চ অতঃ তব প্রকীর্ত্য মাহাত্ম্যসকীর্তনে ন কেবলম্ অহমেব প্রহৃত্যামি কিন্তু জগৎ সর্কং প্রহৃত্যভি প্রকর্ষণে হর্ষণে প্রাপ্তোতি, এতৎ তু স্থানে বৃত্তমিতিার্থঃ। তথা জগৎ অমুরজ্যতে চ অমুরাগ উৎপত্তি ইতি স্বং; তথা রক্ষাসি ভীতানি সস্তি দিশঃ প্রতি দ্রবন্তি পলায়ন্তে ইতি স্বং; সর্কে বোপতপোমহাদি-সিদ্ধানাং সম্বাঃ নমস্তস্তি ইতি স্বং। এতৎ চ স্থানে বৃত্তমেব, ন চিত্তমিতিার্থঃ ॥ ৩৬

বদন্তানুবাদ। এই শ্লোক হইতে একাদশটি শ্লোক অৰ্জুনের উক্তি। “স্থানে” এই পদটি অব্যয়—বৃত্ত-অর্থে। হে হ্রবীকেশ! যেহেতু তুমি এইরূপ অদ্বুত প্রভাবসম্পন্ন এবং ভক্তবৎসল, অতএব তোমার মাহাত্ম্য সকীর্তন দ্বারা কেবল যে আমিই আনন্দিত হইতেছি—তাহা নহে, কিন্তু সমস্ত জগৎ প্রকৃষ্টরূপে হর্ষণপ্রাপ্ত হইতেছে, ইহা বৃত্তি-বৃত্তই। আর জগৎ যে তোমার প্রতি অমুরজ হয় ও রাক্ষস-কুল যে ভয়প্রাপ্ত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিতেছে এবং বোপ-তপস্তা-মহাদিসিদ্ধ ব্যক্তিগণ যে তোমাকে প্রণাম করেন, তাহা সমস্তই বৃত্তিসম্বত অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন নহে ॥ ৩৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। শরীরের তেজ বলিতেছেন—মহাশয় রক্ষা করুন—চারিদিকে আগুন লেগে গেল—দিক্ সব গলে গেল—সকল সিদ্ধ লোকের

কস্মাচ্চ তে ন নমেরমহাশ্বন
গরীয়সে ব্রহ্মণোহি প্যাদিকর্জে ।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
হুমকরং সদসত্ত্বং পরং যৎ ॥ ৩৭

আপনাকে নমস্কার করিতেছি—ভয় প্রযুক্ত।—বৃহৎ কূটস্থের অপ্রমেয় জ্যোতিঃ দেখিলে এইরূপই মনে হয় যে—এইবার বুঝি শেষ, সমস্ত ভগ্নটাই বুঝি জলিয়া পুড়িয়া ধ্বংস হইয়া গেল ॥ কূটস্থের মধ্যে যে সব নিম্ন পুরুষ দেখা যায়, তাঁহারাও যেন এই মহোৎসব দেখিয়া ভয় পাইয়া, স্তম্ভিত করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। তিনি যে স্ববীকেশ—তাঁহাও তখন সাধকের মনে হয়, কারণ ইন্দ্রিয়সকল সংযত হইয়া নিরোধস্থী না হইলে এই পদম জ্যোতিঃ প্রকাশ হইত কি প্রকারে ? এ এক অপূর্ব অলৌকিক জ্যোতিঃ ; জ্যোতিঃ প্রকাশ দেখিয়া প্রাণ মুগ্ধ ও বত বা হয়, আবার অত্যাশ্র প্রকাশ মনের পক্ষে সেইরূপ অশঙ্ক বলিয়াও বোধ হয়। তাঁহার এই অপূর্ণ রূপ দেখিয়া সাধকের মনে মনে ধুব চর্চ হয় এবং এই আশ্চর্যক্রিয়া ও আশ্চর্যজ্যোতিঃ উপর অনুরাগ দৃঢ় হইতে থাকে। সিদ্ধেরা যে এই ক্রিয়া দ্বারা মনে প্রাণে এক হইয়া কূটস্থের দিকে হিরণ্যকশ্য হন এবং তাঁহারা এই সাধন অবলম্বনে একমাত্র তোমার দিকে হির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া থাকেন—তাঁহা বুঝিয়াছি। দেখিতেছি তাঁহারা আশ্চর্য বালভূতি-রসে ডুবিয়া আছেন, আর কথা পর্যন্ত কহিতে তাঁহাদের ইচ্ছা হইতেছে না। “গুপ্ত আনন্দ ধামের মেলা, হয়ে বধির বোবা, রসে জোবা, কচ্ছে সব রসের খেলা।” (পরিব্রাজকের সঙ্গীত)। এই রস-স্বরূপকে পাইবার জন্যই সাধকেরা তোমার কীর্তনমাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন। অর্থাৎ গুরুপন্থি উপায়ে তোমাকে স্মরণ করিলে যে এইরূপ পরমানন্দের বোধ হয়, তাহাই তাঁহারা পরস্পরকে শুভাইতেছেন ও বুঝাইতেছেন। আর স্বাক্ষস-স্বভাবের শোকেরা এবং কাম-কোষাদি দুর্বৃত্ত স্বাক্ষসগণ সেই স্মরণ আরম্ভ হইলে পলাইয়া যায়। অর্থাৎ মনকে তাহারা আর বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিতে পারে না।

সাধক এই সকল সাধন-কল অমৃত্যব করিয়া তখন বলেন—আগে বাহা শুনিয়াছিলাম, এখন তাহা সব প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ॥ ৩৬

অনন্ত । মহাশ্বন (হে মহাশ্বন) অনন্ত, দেবেশ, জগন্নিবাস ! (হে অনন্ত ! হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস !) ব্রহ্মণঃ অপি (ব্রহ্মা হইতেও) গরীয়সে (শ্রেষ্ঠ) আদিকর্জে চ (ও আদিকর্তা) তে (তোমাকে) কস্মাৎ (কেন) ন নমেরনু (নমস্কার না করিবে) ? সৎ (ব্যক্ত), অসৎ (অব্যক্ত) পরং (উহার অতীত) যৎ অকরং (বে অকর ব্রহ্ম) তৎ চ (তাঁহাও) হং (তুমি) ॥ ৩৭

শ্রীশ্রদ্ধা । ভক্ত হেতুমাৎ—কস্মাদিতি । মহাশ্বন, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস ! কস্মাৎ হেতুঃ তে তুভ্যং ন নমেরনু ন নমস্কারং কুর্য়ঃ ? কথং তুভ্যং ? ব্রহ্মণোহপি গরীয়সে গুরুতরায় । আদিকর্জে চ ব্রহ্মণোহপি জনকায় । কিঞ্চ সৎ ব্যক্তন,

অসৎ অব্যক্তং । তাভ্যাং পরং মূল কারণং বদন্তঃ ব্রহ্ম তচ্চ স্বমেব । এতৈঃ নবভিঃ হেতুভিঃ স্থাং সর্কে নমস্তস্মীতি ন চিত্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭

ব্রহ্মাশ্বনান্দ । [অর্থাৎ কিঞ্চ ব্রহ্মণং তোমাকে প্রণাম করে, তাহার হেতু বলিতেছেন—] হে মহাশ্বন ! হে অনন্ত ! হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! কি জন্য তাঁহারা তোমাকে নমস্কার করিবেন ? কিরূপ তুমি ? তুমি ব্রহ্ম অপেক্ষাও গুরুতর । আদিকর্তা, ব্রহ্মাও জনক । আদ্যও ব্যক্ত যে জগৎ আর অব্যক্ত যে প্রকৃতি—তাঁহাদেরও মূল কারণ যে অকর ব্রহ্ম, তাঁহাও তুমি । এই নববিধ কারণের জন্ত, (মহাশ্বন, অনন্ত, দেবেশ, জগন্নিবাস, ব্রহ্মাপেক্ষাও গুরুতর, আদিকর্তা, ব্যক্তের মূল, অব্যক্তের মূল ও অকররূপী যে তুমি) সকলেই তোমাকে নমস্কার করিবে—ইহা আর বিচিহ্ন কি ? ৩৭

আশ্চর্য্যান্ত্রিক শ্রব্যাশ্রয়া । তুমিই অনন্ত দেব, তুমিই সৎ অসত্তের পর, জগতের নিবাস স্থান, তুমিই কূটস্থ অক্ষর ।—“তুমি ‘মহতো নহীরান্’ এত বড় যে বিরাট ব্রহ্মাও, তাহা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার উদর-ভাণ্ডে অবস্থিত, সেই হিরণ্যগর্ভেরও যে বিনি আশ্রয়,—তিনিই বাসুদেব,—তাঁহার অন্ত কে পাইবে ? তিনিই “সৎ” হইয়াছেন আবার তিনিই “অসৎ” হইয়া আছেন। আবার এই সৎ অসত্তের অতীতও তিনি। যেটুকু তাঁহার ব্যক্তাবস্থা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচরতা—তাঁহাই সৎ বা কার্য্যাবস্থা এবং যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর কারণাবস্থা—তাঁহা “অসৎ” বা প্রকৃতি। আবার সদনভের অতীতাবস্থাই পরমাত্ম্যভাব, ব্যক্তের কারণ অব্যক্ত। এই স্থূল দেহেন্দ্রিয়াদি-সমবৃত্ত যে ‘আমি’র বোৎস, তাঁহাই ‘সদ্ব্যব’। ইহার অন্তরালে যে কারণরূপ জ্যোতির্ময় মণ্ডল—তাঁহাই অব্যক্ত প্রকৃতি, ইহাই অসৎ অর্থাৎ ইহা কারণাবস্থা, বাহ্যেন্দ্রিয়ের অগোচর। আবার ইহার অতীত যে বাসুদেবভাব, ঐহাকে আশ্রয় করিয়া এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাব বিকশিত হইতেছে—তিনিই ঈশ্বর বা চিদাকাস । “যো লোকত্রয়মাবিশ্রা বিভর্তব্যয় ঈশ্বরঃ” (গীতা ১৫শ অঃ)—বিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে পালন করিতেছেন—তিনিই অব্যয় ঈশ্বর। এই তিনটি অবস্থাই ব্রহ্মে অন্তর্নিহিত। যেতাবতরোপনিষদে বলিয়াছেন—

‘সংযুক্তমেতৎ ক্ষরযক্ষরঞ্চ

ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ ।

অনীশচাত্মা বৃধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ

জ্ঞাত্বা দেবং মূঢ়্যতে সর্বপাশৈঃ ॥’

এই ক্ষর ও অক্ষর ব্যক্ত ও অব্যক্তময় বিশ্বকে পরমেশ্বর পোষণ বা ধারণ করিয়া থাকেন। অবিশ্রাম্যবশ জীব ভোক্তৃস্থিতিমান-হেতু সংসার-বন্ধন প্রাপ্ত হয় এবং স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে জানিয়া তবে সমস্ত বন্ধন পাশ হইতে মুক্ত হয়।

‘উদগীতমেতৎ পরমমু ব্রহ্ম

তস্মিন্দ্রয়ং হুপ্রতিষ্ঠাহক্ষরঞ্চ ।

অজ্ঞাস্তং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা

শীলা ব্রহ্মণি তৎপর্য যোনিমুক্তাঃ ॥’

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-

অন্ত বিশ্বন্ত পরং নিধানম্ ।

বেষ্টাসি বেষ্টিতঃ পরঞ্চ ধাম

ত্বয়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ ॥ ৩৮

এই ব্রহ্ম, জগৎ ও প্রপঞ্চ ও তৎকারণ অবিত্তা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছেন এবং পরম অক্ষর বলিয়া কথিত হইয়াছেন । তাঁহাতে ব্রহ্ম—অর্থাৎ ভোক্তা—জীব, ভোগ্য—জগৎ ও নিরস্তা—ঈশ্বর এই তিন সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন । এই বেধে তাহার ভেদ অবগত হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রবেশের দ্বার সাধন দ্বারা অবগত হইয়া সেই ব্রহ্মসাধন-তৎপর পুরুষেরা ব্রহ্মেই লীন হন এবং পুনর্জন্মরহিত হন ।—এমন যে অব্যয় ব্রহ্ম তাঁহাকে জানিলেই তবে জীবের সংসার-পাশ মোচন হয় ॥ ৩৭

অনন্তরূপ ! অনন্তরূপ ! (হে অনন্ত স্বরূপ) ত্বম্ অাদিদেবঃ (তুমি অাদিদেব) পুরাণঃ পুরুষঃ (তুমি চিরন্তন পুরাণ পুরুষ), অন্ত বিশ্বন্ত (এই বিশ্বের) পরং (একমাত্র) নিধানম্ (পরস্থান বা পরমাত্রা); [তুমি] বেষ্টা (জ্ঞাতা), বেষ্টিতঃ (এবং জ্ঞেয়), পরং চ ধাম (ও পরম ধাম) অসি (হও) । ত্বয়া (তোমা কর্তৃক) বিশ্বং ততম্ (বিশ্ব পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে) ॥ ৩৮

শ্রীভগবান্ । কিঞ্চ—ত্বমাদিদেব ইতি । ত্বম্ অাদিদেবঃ দেবানাং আদিঃ, যতঃ পুরাণঃ অনাদিপুরুষঃ ত্বম্ । অতএব ত্বং অন্ত পরং নিধানম্ লয়স্থানম্ । তথা বিশ্বন্ত বেষ্টা জ্ঞাতা ত্বম্ । বস্তু বেষ্টিতঃ বস্তুজাতং, পরঞ্চ ধাম বৈষ্ণবং পদং তদপি স্বমেবাশি । অতএব হে অনন্তরূপ, ত্বয়েব বিশ্বমিদং ততং ব্যাপ্তং । এতৈশ্চ সপ্তভিঃ হেতুভিঃ ত্বমেব নমস্কার্য্যঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮

ব্রহ্মহানুবাদ । [আরও বলিতেছেন—] তুমি দেবগণের আদি, যেহেতু তুমি অনাদি পুরুষ । অতএব তুমি এই বিশ্বের লয়-স্থান । আর তুমিই এই বিশ্বঃ জ্ঞাতা । যে কোন জ্ঞেয় বস্তু আর পরমধাম বৈষ্ণব পদ, সে সমস্তই তুমি । অতএব হে অনন্তরূপ ! তোমা কর্তৃকই এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । এই সাতটা কারণেও (আদিদেব, পুরাণ-পুরুষ, বিশ্বের লয়স্থান, বেষ্টা, বেষ্টিত, পরমধাম ও অনন্তরূপ) তুমি নমস্ত ॥ ৩৮

আত্মব্যাপ্তিক ব্যাখ্যা । তুমি অাদিদেব—তুমি পুরুষ পুরাণ—তুমি বিশ্ব সংসারের নিঃশেষরূপে স্থিতির স্থান—তুমিই জ্ঞানদান বস্তু—তুমিই জানিতে পার—পরম ধাম—তোমা হইতেই অনন্তরূপ সমুদয় বিশ্ব সংসারই হইয়াছে ।—যখন আর কিছুই প্রকাশ ছিল না, তখন তুমিই ছিলে, তাই তুমি (১) আদিদেব । ক্রিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই যে পঞ্চতত্ত্ব, বাহ্য না থাকিলে লোক লোকান্তর এবং তত্ত্ব স্থানে অবস্থিত কোন প্রাণীরই উদ্ভব সম্ভব হয় না, সেই অনাচ্ছা প্রকৃতিতে তুমিই বীজ আধান করিয়াছ তাই এই জিলোকের উৎপত্তি হইয়াছে । এই প্রকৃতিই প্রাণশক্তি । ‘শূন্যত্বত্বং প্রাণঃ’—এই শূন্যের অতীত পরব্যোমই মহাপ্রাণ । সেই মহাপ্রাণ ও পরব্রহ্ম অবিদ্য সঙ্কে সদা যন্ত ।

সেই মহাপ্রাণ নিরঞ্জন হইতে সর্বভূতের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাই আদি কারণ । প্রথমে আদি কারণ সঙ্কে যে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, যেতাত্ত্বত্বোপনিষদে তাহার যে মীমাংসা আছে, তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি ।

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ব জাতাঃ

জীবাম কেন ক চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ ।

অধিষ্ঠিতাঃ কেন স্বথেষতঃ

বর্তমানহে ব্রহ্মবিদো ব্যবহাসম্ ॥

(ক) কারণস্বরূপ ব্রহ্ম কি প্রকার ? ব্রহ্ম কি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান—এই উভয় কারণ ? (খ) আমরা কোথা হইতে জন্মিয়াছি ? (গ) জন্মের পর কাহার সাহায্যে জীবিত থাকি ? (ঘ) মৃত্যুর পর কোথায় আমরা স্থিতি লাভ করি ? (ঙ) এবং কোন্ শক্তি-বিশেষের দ্বারা পরিচালিত হইয়া এই সুখ-দুঃখ ভোগের নিয়ম মানিয়া চলিতেছি ?

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্বিদুচ্ছা

ভূতানি বোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্ ।

সংযোগ এবাং ন দ্বাত্বতাব-

দাত্বাপ্যনীশঃ স্বধৃঃসহেতোঃ ॥

সর্ববস্তুর পরিমাণ-হেতু কালই কি ইহার কারণ ? অথবা স্বভাব,—অগ্নিতে উষ্ণতার মত পদার্থসমূহের মধ্যে যে কার্য-নিয়মিকা শক্তি আছে—তাহাই কি কারণ ? অথবা নিয়তি,—জীবের পাপ-পুণ্যাত্মক প্রাক্তন কর্ম ? অথবা বদুচ্ছা,—আকস্মিক সংঘটন ? অথবা পৃথিব্যাদি ভূতবর্গ কিবা পুরুষ—জীবাচ্ছা ? ইহাদের প্রত্যেকটা বা কোন একটা মূল কারণ ‘কি না’—তাহা চিন্ত্যনীয়, অর্থাৎ ইহার মূল কারণ নহে । ইহাদের পরস্পরের সংযোগই কি কারণ ? তাহাও নহে, কারণ কার্যে চেতন-আত্মার সাহায্য অপেক্ষা করে । তবে কি চেতন-আত্মাই (জীব) কারণ ? তাহাও নহে ; এই জীব “অনীশঃ”—প্রভু নহে, কর্মের অধীন, সুতরাং সেও মূল কারণ হইতে পারে না ।

তে ধ্যানযোগাহুগতা অপগন্

দেবায়শক্তিং স্বগুণৈর্নিপূতাম্ ।

যঃ কারণানি নিখিলানি তানি

কালাত্মবৃত্তান্তধিভিষ্ঠত্যোকঃ ॥

ব্রহ্মবাদী ঋষিরা বাহ্যোপায়ে কারণনিরূপণে অসমর্থ হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন । ধ্যানযোগের দ্বারা তাহারা সেই পরম দেবতার কার্যকারিণী শক্তিকে (বাহ্য সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ও ভৎকার্য্য বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা আবৃত থাকে) কারণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন । যে এক অবিভীত বস্তু (পরমাত্মা) কাল হইতে আত্মা পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত কারণ-সমূহকে পরিচালিত করিতেছেন, তাহার সেই শক্তিকে ঋষিরা দর্শন করিয়াছিলেন । ইহার প্রমাণ—

সর্বভূতেষু সর্বান্মনু বা শক্তিরপরা তব ।

শূনাশ্রয়া নবস্ত্যশৈ শাশ্বতায়ৈ পরেশ্বর ॥

বাহুতীতাহগোচর্য বাচ্যং মনস্যাং চাবিশেষণা ।
জ্ঞানধ্যান-পরিচ্ছেদ্য ভাং বন্দে দেবতাং পরাম্ ॥

হে সর্গাধিন! হে পরমেশ্বর! সর্বভূতে অবস্থিত গুণাশ্রিত ভোগ্যর যে অপরা শক্তি, সেই চিরন্তন শক্তির উদ্দেশে নমস্কার। বাহ্য বাক্যের অতীত, মনের অগোচর এবং জ্ঞান ও ধ্যানগম্য অবিশেষরূপা—সেই পরা দেবতাকে বন্দনা করি। দেবাত্মশক্তির ইহাও অর্থ হয়—দেব, আত্ম ও শক্তি যে পরব্রহ্মের অবস্থাতেন, প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বরের স্বরূপভূতা, অথচ ব্রহ্মরূপে অবস্থিত। পরাংপরতয়া—সেই শক্তিতে কারণরূপে তাহার দর্শন করিয়াছিলেন।

(২) ভূমি পুরুষ পুরাণ—দেহপূরে শরন করিয়া আছেন বলিয়া তিনি পুরুষ। তিনি চিরদিনই আছেন, জিকালে তাহার অস্তিত্বের অভাব হয় না—এইজন্য তিনি পুরাণ।

“নববারে পুরে দেহি হংসে। লেগায়তে বহিঃ।

বন্দী সর্গস্ত লোকস্ত হাবরস্ত চরস্ত চ ॥” যেতাম উঃ।

নববারবৃত্ত এই পুরে দেহী (দেহাভিমানে জীব) বাহ্য বিষয়-ভোগ্যার্থ ব্যাপারবান হইয়া থাকেন।

“পুরুষ এবং সর্গং বদন্তং যচ্চ ভবাম্।

উতামৃততত্ত্বশানো বদন্তেনাতিহোহতি ॥”

বাহ্য ভূত, বাহ্য ভবিষ্যৎ এবং বাহ্য অমের দ্বারা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে; এ সমস্তই পুরুষ বা পরমাশ্বরূপ, সেই পুরুষ মুক্তিরও প্রভু।

(৩) বিশ্বের ভূমি পরম নিধান—অর্থাৎ সংসারের নিঃশেষরূপে স্থিতির স্থান। সংসারের যত কিছু বস্তু সবই কালবশে পরিবর্তিত হইতেছে বা বিলুপ্ত হইতেছে, সেইজন্য বাহ্যকেই আশ্রয় করা বাউক, সেই আশ্রয়-স্থান একদিন ধ্বংস হইবেই, কিন্তু অপরিণামী তোমাকে পাইলে আর বিনাশ নাই। কারণ আত্মাকে যে লাভ করে, সে তখন আত্মাই হইয়া যায়, তাহার বাহ্য কিছু সব উপাধি নষ্ট হইয়া কেবল এক আত্মাকারে তাহার স্থিতি হয়।

(৪) বেস্তা—ভূমিই তোমাকে জ্ঞান আর কেহ তোমাকে জানিতে পারে না, যে তোমাকে জানিতে যায়—সেও ভূমিই হইয়া যায়।

(৫) বেস্তা—জানিবার বাহ্য কিছু তাহাও ভূমি, কারণ ভূমি ছাড়া আর কি বস্তু আছে? এই যে লোক অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান দান করে, তাহাও তোমার রূপায়। জ্ঞানরূপে ভূমি স্থিরিত না হইলে আমরা কেহই কাহাকেও কিছু বুঝাইতে পারিতাম না।

(৬) পরং ধাম—লয়-বিকল্পশূন্য অবস্থাধিরহিত যে স্থিতি। যেখান হইতে মন আর বিষয়ের আকর্ষণে আসিতে পারে না। তাহাই ক্রিয়ার পর-অবস্থা, পরমানন্দরূপ স্থিতির স্থান। এই স্থিতি সাধকের নিজ-বোধরূপ।

(৭) অনন্তরূপ—সেই স্থির প্রাণ চঞ্চল হইয়া অনন্ত নামরূপময় রূপরূপে লীলা করিতেছেন, তাহার সেই অনন্ত লীলা বৃত্তিতে হইলে প্রথমে এই দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই তাহার অনুলস্কান করিতে হইবে ॥ ৩৮

বায়ুর্ঘমোহগ্নিবরুণঃ শশাঙ্কঃ

প্রজাপতিশ্চ প্রপিতামহশ্চ ।

নমো নমোন্তেহস্ত সহস্রকৃৎ:

পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমন্তে ॥ ৩৯

অন্তঃ। ষং (ভূমি) বায়ুঃ, ঘমঃ, অগ্নিঃ, বরুণঃ, শশাঙ্কঃ (চন্দ্র), প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা), প্রপিতামহঃ চ (এবং ব্রহ্মারও জনক); তে (তোমাকে) সহস্রকৃৎ: (সহস্র সহস্র বার) নমঃ অন্ত (নমস্কার); পুনঃ চ (পুনরায়) নমঃ অন্ত (নমস্কার) ভূয়ঃ অপি (আবার সহস্রবার) তে নমঃ নমঃ (তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার) ॥ ৩৯

শ্রীমদ্ভগবতঃ। ইতশ্চ ব্রহ্মেব সর্গৈঃ নমস্কারঃ সর্বদেবাত্মকত্বাদিত্যি জ্ববন স্বরূপি নমস্করোতি—বায়ুরিতি। বায়ুদিগুপঃ ষমিতি—সর্বদেবাত্মকত্বোপলক্ষণার্থম্ উক্তম্। প্রজাপতিঃ পিতামহঃ। তত্চাপি জনকত্বাৎ প্রপিতামহঃ ষম্। অতঃ-তে ভূতায় সহস্রশো নমোহস্ত। ভূয়োহপি পুনরপি সহস্রকৃৎ নমো নম ইতি ॥ ৩৯

ব্রহ্মানুবাদঃ। [সর্বদেবাত্মক ভূমি, সেই হেতু ভূমি সকলেরই নমস্ত, এইরূপে স্তব করিয়া বয়ঃ ও ভগবানকে নমস্কার করিতেছেন—] বায়ু-আদি যে রূপ—তাহা ভূমিই। সর্বদেবাত্মক—তাহা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন, ভূমি প্রজাপতি অর্থাৎ ব্রহ্মা, তাহারও জনক ভূমি, এইজন্য ভূমি প্রপিতামহ অতএব তোমাকে সহস্র সহস্র নমস্কার; আবারও সহস্র সহস্রবার তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৯

অন্যাত্মিক ন্যাশ্রয়। বায়ু, ঘন, অগ্নি, চন্দ্র, বরুণ, ব্রহ্মা—নমস্কার করি হাজারবার করে—ফের নমস্কার—নমস্কার।—কৃষ্ণের মধ্যে বায়ু, অগ্নি, ঘন, চন্দ্র প্রভৃতিকে দেবা বায়ু। বাহিরেও আবার সেই সকলকে দেবা বায়ু। তখন সাধকের এই সব দেবযুগ্তিকে কৃষ্ণের রূপ বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিকও তাহাই—“তদেবাগ্নিস্তবাদিত্য-স্তবায়ুত্ব চন্দ্রনাঃ। তদেব শুক্রং তদুদ্র তদাপত্যং প্রজাপতিঃ ॥” তিনি আদিত্য, তিনিই বায়ু এবং তিনিই চন্দ্র, তিনিই শুক্র অর্থাৎ শুভ্র জ্যোতিঃ, তিনিই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম, তিনিই আপ এবং তিনিই বিরাট পুরুষ। বাহ্য কিছু সবই ভূমি। তোমাকে ‘পিতা’ বলিব না ‘মা’ বলিব, ‘শুভ্র’ বলিব কি ‘সখা’ বলিব, ‘ভাই’ বলিব না ‘পুত্র’ বলিব, কিছুই বৃত্তিতে পারি না—সবই তো ভূমি। আমার হৃদয়ের সর্বোত্তম প্রিয়বস্তুরূপে ভূমিই বিরাট করিতেছ। ভূমি ব্যতীত জিলোকে আর কিছু নাই। নানা সাজে সাজিয়া হে বহুরূপি, হে আমার প্রিয় স্রষ্টা, হে আমার প্রিয়াং-প্রিয়তর আত্মা—কি অপূর্ণ লীলাই করিতেছ! হে পাতা! হে বিপাতা! তোমাকে বার বার প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইতেছে। গুরুপদে ওঁকার ক্রিয়ায় দ্বারা এই প্রণত-ভাব সাধকের হইয়া থাকে, তখন উহা পুনঃ পুনঃ করিতে ইচ্ছা হয়। এই প্রণত-ভাব আসিলেই ভবে জীবের প্রকৃত রূপল হয় ॥ ৩৯

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে

নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ব।

অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমস্তঃ

সর্বঃ সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বঃ ॥ ৪০

অনন্তর। সর্ব! (হে সর্ব) তে (তোমাকে) পুরস্তাৎ (সমুখে) অথ পৃষ্ঠতঃ (এবং পশ্চাদ্ভাগে) নমঃ (নমস্কার)। তে (তোমার) সর্বতঃ এব (সকল দিকেই) নমঃ অস্ত (নমস্কার)। অনন্তবীৰ্য্য! (হে অনন্তবীৰ্য্য) ঙ্ (তুমি) অমিতবিক্রমঃ (অমিত বল-বিক্রম-যুক্ত) সর্বঃ (এই সমস্ত বিষয়ে) সমাপ্নোষি (ব্যাপিয়া আছ), ততঃ (সেই হেতু) সর্বঃ অসি (তুমি সর্বস্বরূপ) ॥ ৪০

শ্রীশ্রদ্ধ। ভক্তিপ্রদাতরাত্নৈকেণ—নমস্কারেবু তৃপ্তিঞ্চ অনধিগচ্ছন্ত পুনরপি বহুশঃ প্রণমতি—নম ইতি। হে সর্ব সর্বাশ্বনু সর্বতঃ সর্বাহু অপি দিষ্টু তুভ্যং নমোহস্ত। সর্বাশ্বক-ত্বম্ উপপাদয়ন্ আহ। অনন্তঃ বীৰ্য্যং সামর্থ্যং বস্ত, তথঃ অমিতো বিক্রমঃ পরাক্রমো বস্ত সঃ, এবম্ভূতঃ ঙ্ সর্বঃ বিশ্বম্ সমাগ্ অন্তর্কর্ষিত সমাপ্নোষি ব্যাপ্নোষি। স্ববর্ণমিব কটককুণ্ডলাদি স্বকর্ষ্যং ব্যাপ্য বর্জদে। ততঃ সর্বস্বরূপোহসি ॥ ৪০

ব্রহ্মানুবাদ। [ভক্তি, শ্রদ্ধা ভয়াতিরেক-প্রযুক্ত নমস্কারে তৃপ্তি না হওয়ায় পুনরপি বহুল প্রণাম করিতেছেন—] হে সর্ব! অর্থাৎ সর্বাশ্বনু, তোমার সকল দিকেই নমস্কার। ভগবানের সর্বাশ্বক প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন যে, অনন্ত বীৰ্য্য অর্থাৎ সামর্থ্য বাহার, তুমি ভাদৃশ, এবং অপরিমিত পরাক্রম বাহার, তুমি ভাদৃশ,—এইরূপ যে তুমি, সেই তুমি সকল বিষয়ে অন্তরে বাহিরে ব্যাপিয়া আছ। কটক (বলয়) কুণ্ডলাদি স্বকর্ষ্যে যেমন স্ববর্ণ ব্যাপ্ত ভাবে থাকে, সেইরূপ সর্ববস্তুর তুমিই ব্যাপ্ত আছ বলিয়া তুমি সর্বস্বরূপ ॥ ৪০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। তোমার সমুখে নমস্কার—তোমার পেছনে নমস্কার—তোমার সর্বত্রোতেই নমস্কার—অনন্তবীৰ্য্য—পরাক্রমের ত অনন্ত নাই অর্থাৎ কূটস্থের অন্ত নাই—সর্বত্রই জীব, সর্বত্রই কূটস্থ!!! ক্রমশঃ বুদ্ধি হ'য়ে কতদূর বুদ্ধি হ'তে পার তাহারও অন্ত নাই।—তোমার পূর্বদিকে নমস্কার, তোমার পশ্চিম দিকে নমস্কার, তোমার উত্তর ও দক্ষিণে সর্বদিকে নমস্কার—এই নমস্কারই ঔকার ক্রিয়া। ইহা পুনঃ পুনঃই করিতে হয়, তবে হৃদয়গ্রাহি ভেদ হয়। সর্বত্রই জীব, সর্বত্রই কূটস্থ। একটা জীবের মধ্যেই এত কাণ্ড—এ যে অনন্ত জীব ও অনন্ত কূটস্থ!! আবার সব কূটস্থ মিলিয়া সেই এক বিরাট কূটস্থ! সাধক কূটস্থ দেখিতে দেখিতে, দেখিতে পান—সেই কূটস্থ জ্যোতির মণ্ডলটি বাড়িতে বাড়িতে বিশ্বব্যাপী হইয়া গেল, তাহার আর তখন অন্ত পাওয়া যায় না। এইজন্যই তিনি অনন্তবীৰ্য্য এবং তাঁর পরাক্রমও অনন্ত ॥ ৪০

সখেতি মত্বা প্রসভঃ যদুক্তং

হে কৃষ্ণ হে বাদব হে সখেতি।

অজানতা মহিমানং তবেদং

ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১

অনন্তর। তব (তোমার) মহিমানং (মহিমা) ইদং চ (এইরূপ) অজানতা (না জানিয়া) ময়া (মৎকর্তৃক) প্রমাদাৎ (প্রমাদবশতঃ) প্রণয়েন বা অপি (অথবা প্রণয়বশতঃ) সখা ইতি মত্বা (সখা তুমি, এই ভাবিয়া) হে কৃষ্ণ, হে বাদব, হে সখা (হে কৃষ্ণ, হে বাদব, হে সখা) ইতি (এইরূপ) প্রসভম্ (হঠকারিতায়) যৎ উক্তং (যাহা-কিছু বলা হইয়াছে) [তৎ কাময়ে—তাহার জন্ম ক্ষমা চাহিতেছি—এই পরশ্লোকের সহিত অর্থ] ॥ ৪১

শ্রীশ্রদ্ধ। ইদানীং ভগবন্তঃ ক্ষমাপয়তি—সখেতি বাভ্যাম্। ঙ্খং প্রাকৃতঃ সখা ইত্যেবং মত্বা প্রসভঃ হঠেন তিরস্কারেণ যৎ উক্তং তৎ কাময়ে ঙ্খাম্ ইত্যন্তরেণাঘঃ। কিং তৎ? হে কৃষ্ণ, হে বাদব, হে সখেতি চ। সন্ধি আৰ্হঃ। প্রসভোত্তো হেতুঃ—তব মহিমানং ইদঞ্চ বিষরূপং অজানতা ময়া-প্রমাদাৎ প্রণয়েন কেহেন অপি বা যদুক্তমিতি ॥ ৪১

ব্রহ্মানুবাদ। [ইদানীং “সখেতি” দুইটা শ্লোকে ভগবানের নিকট ক্ষমা চাহিতেছেন]—তোমাকে প্রাকৃত সখা অর্থাৎ বন্ধু ভাবিয়া হঠাৎ তিরস্কারভাবে (অসম্মম ভাবে) যাহা বলিয়াছি ওজ্জ্বল তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি—এইরূপ পরের শ্লোকের সহিত অর্থ হইবে। কিরূপ অসম্মম বাক্য বলিয়াছিলেন তাহাই বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ, হে বাদব, হে সখে। ইত্যাদি। ‘সখে ইতি’ এই পদদ্বয়ের সন্ধি আৰ্হ প্রয়োগ হইয়াছে। অসম্মমশূচক বাক্য বলিবার কারণ এই যে, তোমার মহিমা এবং বিষরূপতা আমি জানিতাম না। অতএব যাহা বলিয়াছি, তাহা প্রমাদবশতঃ অথবা স্বেহবশতঃই বলিয়াছি ॥ ৪১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। আমি পাগলের মতন হয়ে সখা শব্দ পূর্বের প্রয়োগ করিয়াছি—কিন্তু তুমি যে মহৎ সর্বব্যাপী—তাহা না-জেনে—কিন্তু তাহা ভালবেসেই বলিয়াছি।—বাস্তবিক পাগল না হইলে আর এই দেহটাকে কেহ ‘আমি’ বলে না। কিন্তু আমরা সকলেই পাগল, দেহাতিরিক্ত আশ্বার বোধই আমাদের নাই, যেটুকু সামান্য বোধ হয়, তাহা খুব অস্পষ্ট; তাই জীবের জন্ম-মরণে আমরা কত হাসি—কত কান্না! লৌকিক বুদ্ধিতেই আমরা জীবকে দেখিয়া থাকি, আমাদের অলৌকিক দৃষ্টি কোথায়? তাই প্রতিঘটে বিরাগিত যে রাম বা কূটস্থ তাঁহাকে না দেখিয়া ‘আমার পুত্র, আমার পিতা, আমার সখা’ ইত্যাদি প্রমাদ-পূর্ণ বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করি। ‘ঘট ঘট বিরাগে রাম’—সেই ঘটের মধ্যে রামকে না দেখিয়া এই পচা দেহ-ঘটটাকেই দেখিয়া থাকি—এবং তাই এত ভুল করি!! এই দেহ-ঘটের মধ্যে বসিয়া যে ঝাঁপিতেছে, বেড়াইতেছে, ইঞ্জিয়-লালসা চরিতার্থ করিতেছে, কত খলতা—কত ছলনা—কত হুকার্য করিতেছে,—সেই মহৎ কর্তা ব্যক্তিটি কি আমি? অথবা “আমি” কে? এই দেহ, ইঞ্জিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—কেহই সে “আমি” নহে, অথচ যিনি না থাকিলে ইহারা কেহই থাকে না—তিনিই আমার প্রকৃত ‘আমি’।

বহ্মাবহাসার্থসংকৃতোহসি

বিহারশব্যাসনভোজনেষু ।

একোহখবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং

তৎ কাময়ে স্বানহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২

বৎ বাচনভাদিতং বেন বাগভূততে ।

তদেব ব্রহ্ম স্বং বিদ্ধি নেনং যদিদমুপাসতে ॥

যদ্ব্যনস্য ন মনুতে বেনাহর্মনো মতম্ ।

তদেব ব্রহ্ম স্বং বিদ্ধি নেনং যদিদমুপাসতে ॥

যচ্চক্ষুশা ন পশ্যতি যেন চক্ষুবি পশ্যতি ।

তদেব ব্রহ্ম স্বং বিদ্ধি নেনং যদিদমুপাসতে ॥ (কেনোপনিষৎ)

যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হন না, বাহ্য দ্বারা বাক্য প্রকাশিত হয়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে । লোকে চক্ষু, কর্ণ ও অন্তঃকরণ গ্রাহ্য—রূপ, শব্দ ও চিন্তাদি—এই বাহ্য উপাঙ্গনা করে, ইহা সেই ব্রহ্ম পদার্থ নহে । মনের দ্বারা বাহ্যকে চিন্তা করিতে পারা যায় না, বাহ্য দ্বারা মন প্রকাশিত হয়, চক্ষুর দ্বারা বাহ্যকে দেখিতে পাওয়া যায় না, চক্ষুসমূহ বাহ্য দ্বারা দর্শন করে—তিনিই ব্রহ্ম । গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন—“সুদ্রব্যং তদ্বিজ্ঞেয়ং” বাহ্য দ্বারা দর্শন করে—তিনিই ব্রহ্ম । গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন—“সুদ্রব্যং তদ্বিজ্ঞেয়ং” ব্রহ্মতা বশতঃ (নাম-রূপাদিহীন বলিয়া) তিনি অবিজ্ঞেয় । সেই সুদ্রব্য, কালব্রহ্ম পদার্থ প্রতিজীবের দেহমধ্যে কূটস্থরূপে প্রতিবিম্বিত হইতেছেন । সেই পরমাখ্যাই একমাত্র আছেন, আর কিছুই নাই । যখন এই সত্য জ্ঞানের উপলব্ধি হইতে থাকে তখন আমার মধ্যে ‘আমি’ কে বুঝিতে পারা যায় এবং ইহাও বুঝা যায়—যেমন স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নে ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া এবং তজ্জন্ম ভয় ভীতি হওয়া ও পলায়ন করা—এ সমস্ত কার্যে যেমন একমাত্র স্বপ্নদ্রষ্টাই বর্তমান,—সেখানে আর কিছুই অস্তিত্ব নাই, তজ্জন্ম সেই প্রকৃত আমার মধ্যে এই অনন্ত দৃষ্ট জগৎ স্বপ্নবৎ কুটিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তথার এক সাক্ষী চৈতন্য ব্যতীত আর কেহই বর্তমান নাই—আমার ‘দেহোহং’ বুদ্ধি, আমার পিতা, মাতা, পুত্ররূপে লাল্য, আমার শত্রু, মিত্র, আমার আত্মীয় স্বজন রূপে সেই আত্মাকেই পৃথক পৃথক ভাবে দেখা, এ কেবল আমার ‘দেহোহং’ বুদ্ধিরই কল । যখন ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় ‘নাং দেহশ্চিন্দাশ্চেতি’ এই প্রত্যয়ের উদয় হইবে, তখন আর স্বপ্নদেখা থাকবে না, ঐ দেহকে আর আত্মা বা আমি বলিয়া ভ্রম হইবে না । সেই অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হইবামাত্র আর পিতা-মাতা পুত্র-পুত্র-সখা-বন্ধুরূপ পৃথক উপাধি প্রভৃতি দ্বারা সেই আত্মাকে সন্ধান করিয়া আর আপনায় নিকট আপনি হাতাপ্পদ হইবে না । তখন “তুমি সব, তুমি সব” এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে । বস্তুার্থ জ্ঞান-নেত্র উদ্বীলিত হইবে, ভাবের খেলা ফুরাইয়া যাইবে ॥ ৪১

ভাস্কর । অচ্যুত ! (হে অচ্যুত) বিহারশব্যাসনভোজনেষু (আনন্দ ক্রীড়া, শয়ন আসন ও ভোজনকালে) একঃ (একাকী থাকিলে) অথবা তৎসমক্ষং অপি (অথবা বহুজন

পিতাসি লোকস্ত চরাচর

হমস্ত পূজ্যশ্চ গুরুপরিয়ান্ ।

ন তৎসমোহস্তাভ্যধিকঃ কুতোহস্তো

লোকত্রেয়ৈহ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩

সমক্ষেও) অবহাসার্থ (পরিহাসের জন্ত) স্বং অসংকৃতঃ (বৈরূপ অবজ্ঞাত) অসি (হইয়াছ) অহং (আমি) অপ্রমেয়ং স্বং (অপ্রমেয় তোমার নিকট) তৎ কাময়ে (তাহার কমা প্রার্থনা করিতেছি) ॥ ৪২

শ্রীভাস্কর । কিঞ্চ—যচ্চেতি । হে অচ্যুত, বহু পরিহাসার্থ ক্রীড়াদিষু তিরস্কৃতোহসি । এক কেবলঃ স্বখীন্ বিনা রহসি স্থিত ইত্যর্থঃ । অথবা তৎসমক্ষং তেবাং পরিহসতাং সখীনাং সমক্ষং পুরতোহপি । তৎসর্বমপরাধজাতং ত্বাম্ অপ্রমেয়ম্ অচিন্ত্যপ্রভাবঃ কাময়ে কমাং কারয়ামি ॥ ৪২

বহ্মানুবাদ । [আরও বলিতেছেন—] হে অচ্যুত ! ক্রীড়াদিহানে পরিহাসার্থ তুমি যে তিরস্কৃত হইয়াছ, একাকী অবস্থায় বহুজনের অসমক্ষে নির্জনে অথবা পরিহাসকারী সখাগণের সম্মুখে—তাহা অচিন্ত্যপ্রভাব যে তুমি, সেই তোমার নিকট অপরাধ সকলের কমা করাইতেছি । অর্থাৎ কমাং জন্ত প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪২

আত্মাত্মিক ব্যাখ্যা । যে ঠাট্টা করেছি—বিহার, শয্যা, আসনে ভোজনে—হে অচ্যুত ॥ অর্থাৎ তোমার বীর্ষের কূটস্থের খলন নাই—আর তোমার মদুশও কেহ নাই ।—তুমি তো নির্বিকার, তোমার বীর্ষের খলন নাই । আমি তোমাকে বাহ্য বলিয়াই সন্ধান করিয়া থাকি না কেন, তুমি কখনও নিজহান (স্বধাম) হইতে খলিত হও নাই । তুমি বাহ্য তাহাই আছ । আমি তোমার প্রকৃত স্বরূপ না বুঝিয়া, তোমাকে যখন বাহ্য মনে হইয়াছে—তাহাই বলিরাছি, কিন্তু হে-নাথ ! তুমি যে সে সবেই স্বভীত তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি নাই । তোমার তুল্য যে আর কিছুই নাই, তাহাও কখনও মনে করি নাই । আমার এই ক্রুটি, এই অপরাধের জন্ত, দীনবৎসল তুমি, তোমার দীনার্ভ তত্ত্বকে কি কমা করিবে না ? ৪২

ভাস্কর । অপ্রতিমপ্রভাব ! হে অতুল্যপ্রভাব ! ত্বম্ (তুমি) অস্ত চরাচরস্ত লোকস্ত (এই চরাচর লোকের) পিতা অসি (পিতা হও) চ (এবং) পূজ্যঃ গুরুঃ গরীয়ান্ (পূজ্য গুরু এবং তদপেক্ষাও গুরুতর) ; লোকত্রেয়ৈ অপি (ত্রিভুগতো) তৎসমঃ (তোমার তুল্য) ন অস্তি (নাই) । অভ্যধিকঃ (তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) অস্ত কুতঃ ? (আর কোথায় ?) ॥ ৪৩

শ্রীভাস্কর । অচিন্ত্যপ্রভাবম্ এষ আহ—পিত্তেতি । ন বিভক্তে এতিথা উপমা বস্ত স অপ্রতিমঃ—তথাবিধিঃ প্রভাবো বস্ত তব হে অপ্রতিমপ্রভাব ! ত্বম্ অস্ত চরাচরস্ত লোকস্ত পিতা জনকোহসি । অতএব পূজ্যশ্চ গুরুশ্চ গুরোরপি গরীয়ান্ গুরুতরঃ । অতো লোকত্রেয়ৈহপি

স্বংসম এব তাবৎ অজ্ঞো নাস্তি। পরমেশ্বরস্ত অজ্ঞস্ত অভাবাৎ। বক্ত: অভ্যধিক: পুন:
কৃত: স্থাৎ ॥ ৪৩

ব্রহ্মানুবাদ। [অচিন্ত্য প্রভাবের কথা বলিতেছেন—] বাহার প্রতিমা অর্থাৎ
উপমা নাই—সে অপ্রতিম; তথাবিধ বাহার প্রভাব, তাদৃশ ভূমি—হে নিরুপম-প্রভাব! ভূমি
এই চরাচর লোকের জনক, অতএব ভূমি পূজ্য ও গুরু এবং গুরু হইতেও গুরুতর। এই
জ্ঞত্ব জিলোকে তোমার সমান কেহ নাই। পরমেশ্বর হইতে তাঁহার ভুল্যের অভাব হেতু
তাঁহা হইতে আবার শ্রেষ্ঠ কিরূপে সম্ভব হইবে? ৪৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। ভূমি - লোকের পিতা অর্থাৎ সৃজন-কর্তা চর
এবং অচর পদার্থের—ভূমি বিশ্বসংসারের অঙ্ককার হইতে আলোতে আনতে
পার—তাঁহা প্রত্যক্ষই দেখিতেছি—ভূমিই পূজনীয় (প=যোনি মূল্যধার, উ=
শক্তিপূর্বক, জ=কৃষ্ণস্থিতে থাকে=ইহারই নাম পূজা অর্থাৎ প্রাণ দিয়ে পূজা
করা চাই—যাহা গুরুবক্তৃগম্য) তোমার সমান (যোড়া) নাই কেউ—
অধিক আর কি প্রকারে হবে। এ তিন লোকের মধ্যে প্রতিমূর্তি কেহই
তোমার করিতে পারে না—কারণ তোমার মতন কিছুই হ'তে পারে না।—
তোমা হইতে যখন সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, তখন ভূমি চরাচরের পিতা তো বটেই, তাহা
ব্যতীত ভূমি সর্বলোকের গুরু, ভূমিই মোহানুজীবকে জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়া তাহার
পরিজ্ঞানের উপায় করিয়া দিতেছে। ভূমি পূজনীয়, পূজা করিলে তবে তোমাকে পাওয়া যায়।
কিন্তু প্রাণ দিয়া পূজা করিতে হইবে। প্রাণ দিয়া পূজা করা কাহাকে বলে? মূল্যধার
হইতে বলপূর্বক প্রাণশক্তিকে উঠাইয়া যখন আঙ্গাচক্রে রাখিতে পারা যাইবে, তখনই
প্রকৃত পূজা হইবে। সে পূজার বিধি গুরুমুখ হইতে জানিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক বহুকাল অভ্যাস
করিলে তবে পূজা করার যোগ্যতা লাভ হয়। জীব নিজের চিত্ত-রূপ বিস্তৃত হইয়া
ভোগস্থে মগ্ন হয়, গুরুভূপায় প্রাণের সাধনা করিয়া ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ করিলে গুণাতীত
ব্রহ্ম-সত্তা-সাগরে যে নামরূপের তরঙ্গ উথিত হইতেছিল, চিত্তসত্তার ভূবিয়া সমাহিত
হইতে পারিলে সেই নামরূপের অধ্যাস বিদূরিত হয়। তখনই পূজার সাক্ষ্য ফল—
আত্মসাক্ষ্যকার লাভ হয়। সেই পরাবস্থার সমানই যখন আর কিছুই নাই, তখন তাহা
অপেক্ষা অধিকতর আর কি হইবে? যেতাত্ত্বতরোপনিষদে আছে—

“স ব্রহ্মকালাক্রান্তিভিঃ পরোহস্তো

যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেহয়ম্।

ধর্মাবহং পাপমুদং ভগেশং

জ্ঞাত্বাত্মহমমৃতং বিশ্বধাম ॥

তমীশ্বরানং পরমং মহেশ্বরং

তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কাযং

প্রসাদয়ে স্বামহমীশমীড়্যম্।

পিতেব পুত্রস্ত সখেব সখ্যঃ

প্রিয়ঃ প্রিয়্যার্যসি দেব সৌচুম্ ॥ ৪৪

ন তস্ত কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্বতে

ন তৎসমশ্চাত্যধিকশ্চ দৃষ্টতে ॥

পরাস্ত শক্তির্কিবিধৈব জ্ঞয়তে

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥”

তিনি ব্রহ্মাকার (সংসার) ও কালাকার (ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানরূপ) সমুদয়ের অতীত—
ভিন্ন বস্ত্ত। যাহা হইতে জগৎ প্রপঞ্চ পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হইতেছে। তিনি ধর্ম্মাকুল
বুদ্ধির সাক্ষ্য ও পাপ-প্রবৃত্তির বিনাশক। যিনি বৈদেবর্ষ্যের অধিপতি, জগতের আশ্রয়ভূত,
অমৃতময় ও অন্তর্দ্বারী—তাঁহাকে সাক্ষ্যকার করিলে তখন সাধক পঞ্চত্বাদি হইতে পৃথকরূপে
আর্পণাকে বুঝিতে পারেন। যিনি ব্রহ্মা প্রভৃতি লোকেশ্বরদিগেরও মহেশ্বর, দেবগণেরও পরম
দৈবত, সেই ভগবানের কার্য্য (শরীর) করণ (চক্ষু প্রভৃতি ইঞ্জিয়) নাই, তাঁহার সমান বা
ভদ্রপেক্ষা শ্রেষ্ঠও দৃষ্ট হয় না। ইহার অনেক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ শক্তি আছে ক্ষত হওয়া যায়।
তাঁহার সর্ববিষয়ে অপ্রতিহত জ্ঞান ও সান্নিধ্যমাত্র কার্য্য-সম্পাদন ক্ষমতা আছে—ইহা বেদ
হইতে জানা যায় ॥ ৪৩

অনুব্রত। দেব! (হে দেব) তস্মাৎ (সেই হেতু) অহং (আমি) কাযং (শরীরকে)
প্রণিধায় (দণ্ডবৎ নিপাতিত করিয়া) প্রণম্য (প্রণাম-পূর্বক) ঈড্যং (আরাধ্য) ঈশং (ঈশ্বর)
স্বাং প্রসাদয়ে (তোমার প্রসন্ন করিতেছি); পিতা ইব (পিতা যেমন) পুত্রস্ত (পুত্রের),
সখা ইব (সখা যেমন) সখ্যঃ (সখ্য), প্রিয়ঃ (প্রিয়)—[পতি যেমন] প্রিয়্যার্যঃ (প্রিয়্যার)
[সেইরূপ আমার অপরাধ] সৌচুম্ অর্হসি (সহ করিতে যোগ্য হও অর্থাৎ সহ কর) ॥ ৪৪

শ্রীভগবৎ। ব্রহ্মাদেবং—তস্মাদিতি। তস্মাৎ ত্বং ঈশং জগতঃ স্বামিনং। ঈড্যং স্তুত্যাং।
প্রসাদয়ে প্রসাদয়ামি। কথং? কাযং প্রণিধায় দণ্ডবৎ নিপাত্য। প্রণম্য প্রকর্ষণে নম্রা।
অতঃ স্বং মম অপরাধং সৌচুম্ ক্ষমতুম্ অর্হসি। কস্ত ক ইব? পুত্রস্ত অপরাধং কৃপয়া পিতা
যথা সহতে; সখ্যঃ মিত্রস্ত অপরাধং সখা নিরুপাধিবদ্ধঃ যথা সহতে; প্রিয়ঃ প্রিয়্যার্যঃ অপরাধং
তৎপ্রিয়্যার্থং যথা সহতে। তদ্বৎ ॥ ৪৪

ব্রহ্মানুবাদ। [যেহেতু এইরূপ, অতএব বলিতেছেন—] সেইজন্য জগতের ঈশ
অর্থাৎ স্বামী এবং স্তুতির পাত্র তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। কিরূপে প্রসন্ন
করিতেছি? শরীরকে দণ্ডবৎ অবনত করিয়া এবং প্রকৃষ্টরূপে নত হইয়া। অতএব ভূমি
আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে যোগ্য হও। কাহার কাহার মত ক্ষমা করিবে? পুত্রের অপরাধ
পিতা যেমন কৃপা করিয়া সহ করেন, মিত্রের অপরাধ নিঃস্বার্থ বন্ধু যেমন সহ করে, প্রিয়্যার
অপরাধ প্রিয় যেমন প্রণয়বশতঃ সহ করে, সেইরূপ [প্রিয়্যারঃ+অর্হসি—এই পদদ্বয়ের

কিরীটাদিবৃক্ক চতুর্ভুজরূপে আবিস্কৃত হও। এই শ্লোক দ্বারা অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পূর্বেও কিরীটাদিবৃক্কই দেখিয়াছেন—ইহাই মনে হয়, তবে পূর্বে বিধ্বংস দর্শনকালে অর্জুন যে—“কিরীটিনঃ, গমিনঃ, চক্রিনঃ চ” দেখিতেছি বলিয়াছেন, তখন তাহা বহু কিরীটাদিবৃক্ক দেখিয়াছিলেন—সেই অভিপ্রায়ে বলিয়া থাকিবেন। অথবা একতরফাল পর্যন্ত যে তোমাকে কিরীট-বৃক্ক, গদা-চক্রহস্ত সুপ্রসন্ন রূপ দেখিয়া আসিতেছিলাম, সেই তোমাকে ইদানীং ‘তেজঃপুং ও হনিরীক্ষ্য দেখিতেছি’ এইরূপও হইতে পারে অতএব ইহা পূর্বের সহিত বিরোধ হইল না॥ ৪৬

আন্যাত্মিক ব্যাপ্ত্যা। চতুর্ভুজ হ’য়ে তাহার পরে এই বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন—সেইরূপ দর্শন করাও।—বৃহৎ কূটস্থ দর্শনের পর সাধকের পুরুষোত্তম রূপ দর্শন করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক হইয়া থাকে। বিশ্বরূপের মধ্যে যে ভীতি ও চাক্ষুষ আনন্দ করে, পুরুষোত্তম রূপের মধ্যে সাধকের সেরূপ উৎকণ্ঠা নাই, অতঃপর সাধকের ‘প্রব্যথিতাস্তরাশ্বা ধুতিঃ ন বিন্দামি’, তোমার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করাও বলিয়া প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন হয় না। এই পুরুষোত্তম রূপ দেখিতে সাধকের বড়ই ভাল লাগে, বড় তৃপ্তি বোধ হয়। এ বেন এক অসীম বস্তুকে সীমার মধ্যে আনিয়া দেখা। সব ইন্দ্রিয়গুলি তাহা ভাব করিয়া ভোগ করিতে পারে—এইজন্য তাহাদের অসীম তৃপ্তি হয়। সৌন্দর্য-রসাদেবী ভাবুকগণই যে শুধু ইহা পছন্দ করেন তাহা নহে, ইহা বোঙ্গীদেরও চিত্তবিনোদক রূপ। অসীমের মধ্যে একটা প্রগাঢ় বিষয় আনিয়া চিত্তকে অভিভূত করে, কিন্তু এ সীমার মধ্যে যে অরূপের রূপ দেখা যায়—তাহা বেন শুভাভীত ব্রহ্ম-সত্তার রূপময় সঙ্গ ব্রহ্মের বিকাশ—এই মনের ধারণাবোধ্য হইয়া তাহা বেন কুটিয়া উঠে। ইহাতেও বিষয় আছে, আনন্দ আছে কিন্তু ভীতি নাই। ইহা দেখিয়া সাধকের বলিতে হয় না ‘প্রভো তোমার এ রূপ সংবরণ কর, আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না’—ইহা বেন ‘কোটি চাঁদ-নিংড়ানো সুধামাখা মুখখানি’—এ রূপ যতই দেখা যায়, ততই আরও দেখিতে ইচ্ছা করে। কত যুগ ধরিয়া দেখিলেও বেন দেখা শেষ হয় না। অসীম বস্তু বখন সসীমের মধ্যে আসিয়া আপনাকে ধরা দেন, তখনই তাঁহার মধ্যে যে অপরূপ সৌন্দর্য ও মাধুর্য আছে—তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। ইউরোপীয় দার্শনিকেরাও এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন—“The beautiful is the infinite represented in the finite form.”

যাহা হউক বোঙ্গীদের এ সম্বন্ধে বেরূপ ধারণা হয়, তাহাই কিছু বলিতেছি। শ্রীমদ্ভগবতে আছে—

“কেচিৎ স্বদেহাস্তদ্বদয়াবকাশে

প্রাদেশমাজ্ঞং পুরুষং বসন্তম্।

চতুর্ভুজং কঙ্ক-ব্রথাক-শম্-

গদাধরং বারণসী স্মরন্তি ॥” ২৩ঃ ৪০

স্বদেহের অভ্যন্তরে হৃদয়াকাশে প্রাদেশমাজ্ঞ চতুর্ভুজ শম্-চক্র-গদা-পদ্মধারী পুরুষ বাস করিতেছেন এইরূপ ধারণা করিতে হয়।

বোঙ্গীরও নিজ হৃদয়ে অদৃষ্ট পরিমাণ পুরুষ দেখিয়া থাকেন, তাহা প্রাদেশমাজ্ঞ। কঠকৃতিতে আছে—“অদৃষ্টমাজ্ঞঃ পুরুষোহস্তরাশ্বা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।” অদৃষ্ট পরিমিত পুরুষ অন্তর্ধামিরূপে সর্বদা প্রাণিগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন। অর্থাৎ ক্ষুদ্র জ্যোতির্ময় মণ্ডলস্থ শ্রামশূন্দরকে তাহার হৃদয়াকাশে দেখিতে পান, তাহা বৃহৎ কূটস্থের মত অত ভীত-জ্যোতিঃপুঞ্জ নহে। তাই চতুর্ভুজ অর্থাৎ তাহাতে চারিটি ভুজ আছে। ভুজ শব্দের অর্থ—ধমকের আকৃতির মত গোলাকার বস্তু (প্রকৃতিবান অভিধান)। এখানেও উহা হস্তকে বুঝায় নাই। মণ্ডলাকার জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে চারিটি বোদ্ধব্য বিষয় আছে। প্রথমতঃ (১) সাধক শব্দের মত একটি গভীর ও সুন্দর শব্দ শুনিতে পান—উহাই পাক্ষজন্ত শব্দের নাদ। মূলধার হইতে বিতৃপ্তাধা পর্যন্ত পঞ্চচক্রে পঞ্চপ্রকার ক্রতি-মধুর নাদ শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ সম্মিলিত নির্দোষই শম্ শব্দের দ্বারা সূচিত-হইতেছে। এই শম্ তিনি ধারণ করিয়া আছেন—অর্থাৎ ঐ জ্যোতির্ময় কূটস্থ মণ্ডলের এই শব্দনাদ একটি চিহ্ন। (২) ঐ ভুজের দ্বিতীয় বিষয় হইতেছে চক্র। কূটস্থের চারিদিকে যে জ্যোতির্ময় মণ্ডল, উহা চক্রেয় দ্বারা প্রথমে ঘোরে। “অগ্নিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে” আশ্ব স্বরূপ হংস ব্রহ্মচক্রে ঘুরিতেছেন। এই কূটস্থ ব্রহ্মই অমৃত অমর, এই স্বর্গই শ্রেষ্ঠ। তাহার উপাসনাতে বায়ুরূপ মধুর রসের উপলব্ধি হয় এবং এইরূপ উপাসনা করিতে করিতে বিজ্ঞা, শাস্তি, প্রতিষ্ঠা ও নিরুত্তিরূপা চারি শক্তিঃ আবির্ভাব হয়। ক্রিয়া করিতে করিতে হৃদয়ে কূটস্থন্যে উত্তম পুরুষ হরিকে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি উত্তম পুরুষ তিনি সকল ইচ্ছাকে হরণ করেন,—তাই তাঁর নাম হরি। এই বিষ্ণুরূপ স্থিতি ক্রিয়ার প্রবাহন হয়, তাহাতেই জীবের প্রকৃত কল্যাণ হয়, সেই জন্য তাহা নিবন্ধরূপ, আর সেই অবস্থার বাহা ইচ্ছা করা যায় তাহাই হয়, তখনই তাহাকে সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বলা যায়। এই সর্বাধিপতি ইন্দ্রই কূটস্থ ব্রহ্ম, যিনি এই শরীরের মধ্যে ও বাহিরে আধিপত্য করিতেছেন; তিনিই দেবরাজ অর্থাৎ সকল দেবতাই তাঁহার মধ্যে আছেন। কূটস্থে যাক্লেই সকলকে দেখা যায়। কিন্তু অনেকরূপ থাকিলে তবে দেখা যায়। সকল রকমের জ্যোতিঃ তাহার পর তমঃ, বাহা পর অর্থাৎ উত্তম পুরুষ—“নীল-নভোনিভ নিখিল কারণ”-বাহাকে সকলে এক দৃষ্টিতে দেখিতেছে। তিনিই জগন্নাথ, তাঁহার ভিতর সকল লোক আছেন, তিনিই ভর্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর।

(৩) ঐ ভুজের তৃতীয় বিষয় গদা—ইহা শাসনের পরিচয়। কঠোপনিষদে আছে—

“ভয়াদস্ত্যগ্নিপতি ভয়াং তপতি স্বর্গাঃ।

ভয়াদিক্ষেপ যুত্কার্যাবতি পঞ্চমঃ ॥”

ইহার শাসনে অগ্নি, স্বর্গা, ইন্দ্র, বাহু ও যুত্কার্য বধাবধ ভাবে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করিতেছেন।

এই পরম নিয়ন্তা কূটস্থ ব্রহ্মই সকলের দেহের মধ্যে থাকিয়া সকলকে স্ব স্ব কর্ণের ফল ভোগ করাহতেছেন।

“তং জ্ঞাত্বা যুচ্যতে জন্তরমুতম্বক গচ্ছাত”

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময়া প্রসন্নেন ভবাজুনেদ্য

রূপং পরং দর্শিতামাত্মযোগাৎ ।

তেজোময়ং বিশ্বমনস্তমাত্ম

যস্মৈ হৃদন্তেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭

তাঁহাকে অবগত হইয়া জীব সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং অন্তরং-প্রাপ্ত হয় ।

“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্বৎসৈব মহিমা ভুবি ।

দিব্যো ব্রহ্মপুত্রো হ্যেব যোমন্তাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥”

যে ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ অর্থাৎ সর্বপ্রকার জ্ঞানের আশ্রয়, তিনি সর্ববিদ্বৎ অর্থাৎ তাঁহাকে লাভ করিলে সাধকের আর কোনও জ্ঞাতব্য থাকে না । জগতে বাহ্যর এই মহিমা অর্থাৎ বাহ্যর জ্ঞানৈশ্বর্য্য দ্বারা স্ব স্ব স্থানে ও স্ব স্ব কার্য্যে সকলে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, সেই আত্মাই জ্ঞান-শক্তিতে দীপ্ত হইয়া যোমুনি ব্রহ্মপুত্রে অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রকাশ স্থান ব্রহ্মরূপে, প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অতিব্যক্ত হইয়া আছেন । “তুরীয়ঃ মূর্দ্ধি সংস্থিতঃ”—মূর্দ্ধার অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে, মন স্থির করিলে আত্মার তুরীয় রূপ প্রকাশিত হয় ।

(৪) ভূজের চতুর্ক বিষয় পদ্য—ইহাই শাস্ত্রের পরিজ্ঞাপক । সাধনার দ্বারা ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্তি হইলে যে একটি পরম শাস্তিময় অবস্থা লাভ হয়, তাহা পাইলে আর ভয় ভয় নৃত্যর ভয় থাকে না, প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির হর্ষ বিদ্বেদে চিন্তকে আর মুগ্ধ করিতে পারে না—তাহাই শান্তিরূপা পরমা গতি । পদ্য হস্তের দ্বারা ইহাই সূচিত হয় ।

“তাং যোগমিতি মন্তস্তে হিরমিস্রিয়-ধারণাম্ ॥”

সেই হির ইন্দ্রিয় ধারণাকে অর্থাৎ আত্মাভিমুখী ইন্দ্রিয়গণের নিশ্চলতাকেই যোগ বলিয়া সকলে মনে করেন ।

“অপ্রমত্তস্তদা ভবতি”

সেই অবস্থায় যোগী সমাহিত হন বলিয়া তিনি প্রমাদরহিত হন ।

এই অবস্থাকেই পরমা গতি বা নিরুত্তিরূপা পরমা শাস্তি বলা হইয়া থাকে ।

“যদা পঞ্চবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ ।

বুদ্ধিঃ ন বিচেষ্টেত তামাত্মাঃ পরমাং গতিম্ ॥”

যে অবস্থায় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত অবস্থান করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ অন্তঃস্থ হইয়া থাকে, এবং বুদ্ধিও বিষয়-চিন্তা দ্বারা চঞ্চল হয় না, তাহাকেই পরম-প্রতি বলিয়া থাকেন ।

এই অবস্থায় অবস্থিত থাকিবার জন্য যোগীর অত্যন্ত উৎকর্ষা হয় । ইহার কঠক পরিচয় তিনি বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্বেই পাইয়াছেন—বিশ্বরূপ দর্শনের পর সেই অবস্থায় কিরিয় হইতে সাধকের প্রবল ইচ্ছা হয়, অর্জুনের এই চতুর্ভুজ রূপ দেখিবার ইচ্ছা তাহারই ইঙ্গিত মাত্র ॥ ৪৬

অশ্বক্লম্ । শ্রীভগবানু উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) । অর্জুন ! (হে অর্জুন)

প্রসন্নেন (প্রসন্ন হইয়া) ময়া (মৎকর্তৃক) আত্মযোগাৎ (স্বীয় যোগবল প্রভাবে) ইদং (এই) বিশ্বং (সর্বাশ্রক) তেজোময়ং (তেজোময়) অনন্তম্ (অনন্তহীন) আত্ম (সকলের আদিভূত) মে (আমার) পরং রূপং (পরম রূপ) তব দর্শিতং (তোমাকে দেখানো হইল) । যৎ (যেরূপ) হৃদন্তেন (তোমা ছাড়া অন্য কাহারও কর্তৃক) ন দৃষ্টপূর্বম্ (পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই) ॥ ৪৭

শ্রীশঙ্কর । এবং প্রার্থিতঃ সন্ তং আশ্বাসয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ—ময়েতি ত্রিভিঃ । হে অর্জুন কিমিতি কং বিবেচি ? যতো ময়া প্রসন্নেন রূপয়া তবদং পরং উত্তমং রূপং দর্শিতম্ । আত্মনো মম যোগাৎ যোগমায়ানামর্থ্যাৎ । পরত্বমেব আত্ম—তেজোময়ঃ । বিশ্বং বিশ্বাত্মকম্ অনন্তম্ আত্মং চ । যদ্যম রূপং যৎ অন্তেন কাদৃশাৎ ভক্তাৎ অন্তেন ন পূর্বং দৃষ্টং তৎ ॥ ৪৭

ব্রহ্মসুখান্দ । [এইরূপে প্রার্থিত হইয়া অর্জুনকে আশ্বাস প্রদানার্থ তিনটি শ্লোকে শ্রীভগবান বলিতেছেন—হে অর্জুন ! তুমি ভয় পাইতেছ কেন ? যেহেতু আমি প্রসন্ন হইয়া রূপাপূর্বক তোমাকে এই উত্তম রূপ দেখাইলাম,—আমার যোগমায়ার প্রভাবে । কেন উত্তম তাহাই বলিতেছেন যে—এইরূপ তেজোময়, বিশ্বাত্মক, অনন্ত এবং আত্ম—আমার যে রূপ, তোমার মত ভক্ত ব্যতীত অন্য কেহ পূর্বে তাহা দেখে নাই ॥ ৪৭

আত্মাত্মিক ব্যাখ্যা । কূটস্থ দ্বারায় অনুভব হইতেছে :—আত্মার যোগেতে করে এই রূপ তুমি দেখিতে পাইলে—যাহা সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইহা আমি নন্তষ্ট হইয়া তোমাকে দেখাইলাম—সমুদয় তেজোময় রূপ (জ্যোতিঃ-রূপ) বিশ্বসংসার অনন্তরূপ তুমি দেখিলে—তোমার অন্তঃস্থ নাই আদিও নাই—যে রূপ তোমা ব্যতীত অন্য কেউ পূর্বে দেখে নাই !—আত্মযোগ ব্যতীত এ রূপ দেখিবার আর অন্য কোন উপায় নাই । এ রূপ সকল ভূতের মধ্যেই রহিয়াছে, কিন্তু আত্মযোগ ব্যতীত দেখা যায় না । সাধনাভ্যাস দ্বারা মন আত্মার সহিত যোগবদ্ধ করিতে হইলেই—এই অভ্যুত তেজোময় রূপ সাধকের লক্ষ্যপথে উপস্থিত হয় । চিত্র-প্রদর্শন আত্মার প্রসন্নতা ঐ অবস্থায় উপলব্ধি হয় । এই দেহেন্দ্রিয়াদি প্রকৃতিই তাঁহার আবরণ, এই আবরণ বত স্বচ্ছ হয়, ততই তাঁহার শাস্ত শান্ত ভাব উপলব্ধি করা যায় । “ধাতুপ্রদানং মহিমানমাত্মনঃ”—শরীরধারক ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতির হিরতা বশতঃ আত্মার মহিমা (নির্বিকার-বাব) সাক্ষাৎকার করা যায় । আত্মাই আত্মাকে নিজস্বরূপ দেখাইতে পারেন । সেই প্রকার জ্যোতির্গুণ রূপ—ব্রহ্মনাড়ীর মধ্যে প্রাণ প্রবিষ্ট হইলেই দেখা যায় । তাহাই প্রকৃত প্রাণের রূপ, তবে প্রাণের বহির্ভূতবৃত্তি প্রাণাপান রুদ্ধ না হইলেও রূপের প্রকাশ অনুভব করা যায় না । ইহাই ব্রহ্মনাড়ী বা সূর্য্যার মধ্যে প্রাণের প্রবেশ । সাধক গুরুরূপায় সাধন পাইলে স্বয়ংই তাহা বৃত্তিতে পারেন । সাধক যখন বিশ্বরূপ দেখেন, তখন বিশ্বের সমস্ত বস্তুই জ্যোতির্গুণ হইয়া যায় । প্রথমতঃ অনেক নামরূপময় সত্তা দেখা যায় বটে, শেষে কেবল জ্যোতির্গুণ—জ্যোতিঃ, আর কিছুই দেখা যায় না । অমিতে ধাতু, কাষ্ঠ, প্রস্তর পড়িলে তাহাও যেমন অমিময় হইয়া যায়, তিক তজপ । এই পরম জ্যোতিঃ অনুভব করিবার পূর্বে

ন বেদবজ্ঞাধ্যয়নৈন দানৈ-

ন চ ক্রিয়াভিন তপোভিরূপৈঃ ।

এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে

ঔষ্টং হৃদয়েন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮

নিজেরও নাম রূপ ভুলিয়া বাইতে হয়, তখন নিজেও জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া বাইতে হয়। এই অবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কেহই বিশ্বরূপ দেখার অধিকার লাভ করিতে পারে না, তাই ভগবান বলিতেছেন—তুমি ভিন্ন আর কেহ ইহা দেখে নাই। অর্জুন তেজস্বত্ব কিনা, সেই তেজঃ স্বরূপ অস্ত্র সমস্ত দেহেন্দ্রিয় হইতে আকর্ষণ করিয়া বিশেষ একটী কেন্দ্রে একীভূত হয়, সেই অবস্থাপন্ন সাধকের পক্ষেই এই বিশ্বরূপ দেখা সম্ভব। তাই সর্বপ্রথম আত্মাকে প্রসন্ন করিতে হয়, তাঁহার প্রসন্নতা ব্যতীত এরূপ দর্শন অসম্ভব। কিরূপে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হয়, তাহা ইতিপূর্বে বলিয়াছি ॥ ৪৭

অনুব্রত। কুরুপ্রবীর! (হে কুরু-শ্রেষ্ঠ!) ন বেদবজ্ঞাধ্যয়নৈঃ (না বেদাধ্যয়ন দ্বারা, না যজ্ঞবিজ্ঞা অধ্যয়ন দ্বারা), ন দানৈঃ (না দান দ্বারা), ন চ ক্রিয়াভিঃ (না অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া-সমূহ দ্বারা), ন উষ্ট্রৈঃ তপোভিঃ (না উগ্র তপস্তা দ্বারা) এবংরূপঃ অহং (বিশ্বরূপ), নৃলোকে (মনুষ্যলোকে) ওদন্তেন (তুমি ভিন্ন অস্ত্র কর্তৃক) ঔষ্টং শক্যঃ (দৃষ্ট হইবার উপায়া হইবে) ॥ ৪৮

শ্রীশঙ্কর। এতদর্শনম্ অতিশূলভং লক্ষ্যং কৃতার্থোহসি ইত্যাহ—ন বেদেতি। বেদাধ্যয়নভিত্তিকেন বজ্ঞাধ্যয়নভাবাৎ, বজ্ঞ-শব্দেন যজ্ঞবিজ্ঞাঃ কল্পবজ্ঞাত্মা লক্ষ্যন্তে। বেদান্যং যজ্ঞবিজ্ঞান্যং অধ্যয়নৈঃ ইত্যর্থঃ। ন চ দানৈঃ ন চ ক্রিয়াভিঃ অগ্নিহোত্রাদিভিঃ ন চ উষ্ট্রৈঃ তপোভিঃ চান্দ্রায়ণাদিভিঃ। এবংরূপোহহং হৃদয়েন মনুষ্যলোকে দৃষ্টং শক্যঃ। অপি তু তমেব কেবলং মৎপ্রসাদেন দৃষ্টা কৃতার্থোহসি ॥ ৪৮

বক্ষ্যাম্ভাবান্দ। [এই বিশ্বরূপ দর্শন অতি দুর্লভ, তাহা তুমি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছ, তাহাই বলিতেছেন]—বেদাধ্যয়নভিত্তিক বজ্ঞাধ্যয়ন পৃথক কিছু নহে বলিয়া এখানে যজ্ঞ শব্দে যজ্ঞবিজ্ঞা কল্পবজ্ঞাদি লক্ষ্য করা হইয়াছে। [কর্মকাণ্ডের সংগ্রহ গ্রন্থবিশেষকে “কল্পবজ্ঞ” বলে] সুতরাং এস্থলে বুঝাইতেছে—বেদ এবং যজ্ঞবিজ্ঞার অধ্যয়ন দ্বারা। বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞাধ্যয়ন দ্বারা (আমার এই রূপ কেহ দেখিতে সমর্থ হয় না)। এবং দান দ্বারা অথবা অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া দ্বারাও নহে অথবা চান্দ্রায়ণাদি উগ্র তপস্তা দ্বারাও নহে। এইরূপ বিশিষ্টভাবে মনুষ্যলোকে তুমি ব্যতীত অপর কেহই আমাকে দেখিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু তুমিই কেবল আমার প্রসাদে দেখিয়া কৃতার্থ হইলে ॥ ৪৮

আত্মপ্রাণাত্মিক ব্যাপ্ত্যা। তুমি যে রূপ দেখিলে—বেদ পড়লে, যজ্ঞ করলে, উগ্র তপস্তা করলে, দান ও ক্রিয়া সমুদয়ের দ্বারা—এরূপ কেউ দেখে নাই মনুষ্যের মধ্যে!—এই বিশ্বরূপ দেখিতে কে সমর্থ তাহাই এইবার বলিতেছেন।

হাঁহারা ধর্মের বাহ্যস্থান মাত্র করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, কিম্বা বেদশাস্ত্রাদি বহুল অধ্যয়ন করে, অথচ উগ্র তপস্তা, দান, ধ্যান ও বাগ-বজ্ঞাদি বাহ্য ক্রিয়ার অমুষ্ঠানগুলি পূর্ণ মাত্রায় করে, তাহারাও এ রূপ দেখিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না। তবে কি ঐ সকল বেদাদি-অধ্যয়ন ও বাগ-বজ্ঞাদি করা একবারেই ব্যর্থ? না—তাহা নহে, উহাতে সাকামী সাধকের কিছু কিছু উপকার হয়, কিন্তু আত্মদর্শনের পক্ষে অথবা ভগবৎরূপা লাভের পক্ষে উহা সেরূপ পর্যাপ্ত নহে। যদি ভগবৎ রূপায় আত্মদর্শন না হইল, তবে ঐ সকল বাহ্য ব্যাপারের অমুষ্ঠান সমস্তই ব্যর্থ—শ্রম মাত্র। আচ্ছা! ভগবান রূপা না করিলে যদি তাঁহার দর্শন-লাভ সুত্ব হয়, তবে জীবের উপায় কি? আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিলাম কিন্তু ভগবান রূপা করিলেন না এরূপ নহে, চেষ্টাশীল সাধককে কখনও নিরাশ হইতে হয় না। “যো নাং অরতি নিত্যশঃ”, “তজ্জাহং হ্রসভঃ পার্থ”, “দদামি বুদ্ধিবোধং”—এই সকল বাক্য দ্বারা ভগবান নিজ-ভক্তের জন্ত কি করেন, তাহা জানাইয়াছেন। কেবল সংযম, নিয়ম, তপস্তা করিয়া গায়ের জোর দেখাইলে বা অহংকার করিলে কেহ তাঁহাকে পায় না। তাঁহাকে পাইতে হইলে, “অহং”কে ছাড়িতে হইবে, অভিমানকে দূরে রাখিতে হইবে। অহঙ্কৃত হইয়া আমি যত ঘোর তপস্তাই করি না কেন—তাহাতে কিছু কিছু ভোগ্য বিষয় পাওয়া যাইবে বটে—কিন্তু আত্মদর্শন হইবে না। আত্মদর্শন হয়—তাঁহার রূপায়। সেই তাঁহার রূপা পায়—যে তাঁহার শরণাগত। শরণাগত কেমন করিয়া হইতে হয়?—মনের আর কোন আশ্রয় থাকিবে না, অস্ত্র কোন বিষয়-ভাবনার তখন মন নিপ্ত থাকিবে না, কেবল তাঁহার অরণ নইয়া থাকিবে। এই রূপ অরণ করিতে করিতে যখন ভগবৎ ভুল হইয়া বাইবে, আপনার দেহকে ভুলিয়া ভ্রমর হইয়া বাইবে—তখনই তুমি তাঁহার শরণাগত হইতে পারিবে। এই জন্তই মানুষের আয়ুঃ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, বাক্য প্রভৃতি সমস্তই সেই বজ্রপুরুষের জন্ত নিয়োজিত করিতে হয়।

এই জন্তই বেদের এই আদেশ বাণী :—

“আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাং, প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাম্।

চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাং, শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাম্ ॥

বাগ্ যজ্ঞেন কল্পতাং, মনো যজ্ঞেন কল্পতাম্ ॥” ইত্যাদি

ভক্তনশীল পুরুষ ক্রিয়া করিতে করিতে মনুষ্যস্বভাব অতিক্রম করিয়া দেবস্ব লাভ করেন, তখন তিনি অন্তর্দেহে নিজ ভেদোন্ময় বস্তু দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। পরে সাধনার তীব্র বেগ প্রাণের স্থিরতার সহিত মনোণয় হইলে তিনি কৈবল্য-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাহার পূর্বেই আত্মার মহাকালরূপ ভাব বুঝিতে পারিয়া সমস্তই যে আত্মারই রূপ, তাহা বোধের বিষয় হইয়া থাকে। তিনি ছাড়া যে কিছুই নাই, সর্ব রূপ যে সেই একের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আত্ম-সংগোপন করে, থাকিবার মধ্যে থাকে—কেবল অনন্ত জ্যোতিঃ, দশদিকে বিচ্ছুরিত সেই অগ্রমের তেজোরশি,—আর থাকেন সেই অপার মহিমার দ্রষ্টা রূপে সাধক স্বয়ং। কিন্তু তখন তাঁহার ‘আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে’। এইরূপে কৃতার্থ সাধক দ্রষ্টার স্বরূপে

মা তে ব্যাধা মা চ বিমুক্তভাবো

দৃষ্টা রূপং বোধ্যমীদৃশমেদম্ ।

ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনঃ

তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪১

অবস্থানরূপ মহাবোধ-সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া কালাতীত অবস্থা লাভ করেন। অর্জুনকে এইখানে “কুরুপ্রবীর” বলিলেন। বাহ্যারা ক্রিয়া করেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি বিশেষ ধ্যানতীক্ষ্ণরূপে বীর অর্থাৎ মহোৎসাহক—এরূপ সাধক ভিন্ন আর কে তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হইবে ? ৪৮

অনুব্রত । ইদং (এই প্রকার) মম (আমার) ইদং (এই) বোরং রূপং (ভয়ঙ্কর রূপ) দৃষ্টা (দেখিয়া) তে ব্যাধা (তোমার ব্যাধা) মা (না হউক), বিমুক্তভাবঃ চ (আর বিমুক্তভাব) মা (না হউক); ঙং (তুমি) ব্যপেতভীঃ (বিগতভয়) প্রীতমনাঃ (প্রসন্নচিত্ত হইয়া) পুনঃ (পুনরায়) মে (আমার) ইদং (এই) তৎ রূপং (সেই পূর্ণরূপ) প্রপশ্য (দেখ) ॥ ৪১

শ্রীকৃষ্ণ । এবমপি চেৎ তবদং বোরং রূপং দৃষ্টা ব্যাধা ভবতি তহি তদেব রূপং দর্শয়ামি ইত্যাহ—যা তে ইতি । ইদং ইদং বোরং মদীয়ং রূপং দৃষ্টা তে ব্যাধা মা অস্ত । বিমুক্তভাবো বিমুক্তভয় না অস্ত । বিগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্ পুনঃ তদেব ইদং মম রূপং প্রকর্ষণ পশ্য ॥ ৪১

অনুব্রত । [এইরূপ ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া যদি তোমার ব্যাধা হইয়া থাকে, তবে সেইরূপই দেখিতেছি—ইহাই বলিতেছেন]—মদীয় ইদং বোর রূপ দেখিয়া তোমার ব্যাধা ও বিমুক্ত ভাব কেন না থাকে অর্থাৎ তাহা দূর হউক । তুমি বিগতভয় ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া পুনরায় আমার সেই পূর্ণরূপ ভাল করিয়া দেখ ॥ ৪১

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । এরূপ দেখে তোমার মনেতে ভয় করা উচিত নয়—তন্নিমিত্ত এই ব্যাপ্ত রূপ অভয় পূর্বক দেখ ভালরূপে ।—বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্থাৎ বৃহৎ কূটস্থের জ্যোতিঃ দর্শনে মনে যে অস্তিত্ব আসিয়া থাকে, মনে সেরূপ উদ্বেগ আসা তিক নয়, তবে ইহা যিনি প্রথম দর্শন করেন, তাঁহার এরূপ ক্লেশানুভব স্বাভাবিক । কিন্তু এ অবস্থা অতিক্রম না করিয়া কাহারও সেই অভয় পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায় নাই । ইহা সাধককে দর্শন করিতেই হইবে—তবে প্রীতমনা হইয়া ও উপবৃক্ত হইয়া । উপনিষদে এইরূপ উপবৃক্ত ও প্রীতমনা হইবার জন্ত প্রার্থনা-মন্ত্র আছে—

“যুক্তায় মনসা দেবান্ স্তবধ্যতো যিয়া দিবম্ ।

বৃহজ্জ্যোতিঃ করিস্ততঃ সবিভা প্রস্থতি তান্ ॥” বেতাং উঃ

সবিতৃ দেব (আমার) মনকে পরমাখ্যায় সংযোজিত করিয়া পরমাখ্যা বা ব্রহ্মানন্দাভিমুখী সেই দেবগণকে (অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়গণকে) বুদ্ধির সাহায্যে (অর্থাৎ সাধনালঙ্কার একাগ্রতা দ্বারা) বৃহৎ জ্যোতিঃর অনুভবের উপবৃক্ত করুন, অর্থাৎ পরমার্থলাভের উপায়রূপ ধ্যানাদি

সঙ্গয় উবাচ ।

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্য ।

স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।

আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং

ভূয়া পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০

কার্যে বেন যথাসক্তি বহু করিতে পারি। ইহার জন্ত ‘যুক্তায় মনসা’ অর্থাৎ সংযোজিত মন হইতে হইবে, তবে সেই পরমাখ্যাকে জানা যাইবে ।

‘মহান্ প্রভূর্কে পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈব প্রবর্তকঃ ।

হুনির্খল্যামিমাং প্রাপ্তিমৌশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥’

সেই আত্মাই মহান প্রভু অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা । তিনি পুরুষ অর্থাৎ এই দেহপুত্রে অবস্থিত, বাহ্য হইতে নির্খলমুক্তি লাভ করা যায়, তিনি বুদ্ধিসংস্কৃত প্রেরক, সেই প্রেরণা হইতে স্বরূপে অবস্থিতিরূপ নির্খল পরমপদ প্রাপ্তি হয় । তিনি সকলের শাসনকর্তা, জ্যোতিঃস্বরূপ ও অবিনাশী ।

‘ততো বহুস্তরতরং তদরূপমনাময়ম্ ।

ব এতদ্বিহরনৃতান্তে ভবন্ত্যথৈতরে হুঃখমেবাপিস্তি ॥’

সমস্ত ভগবতের যিনি কারণ (প্রাণ) তাহারও যিনি কারণ, তিনি অরূপ এবং তিনি অনাময় অর্থাৎ আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়মুক্ত ; (ইহাই ক্রিয়ার পরাবস্থা ।) বাহ্যারা তাঁহাকে জানে না, তাহারাই আধ্যাত্মিকাদি হুঃখই কেবল প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহাদের দৃষ্টি কেবল দেহে ও দেহের ভোগের দিকেই থাকে ॥ ৪২

অনুব্রত । সঙ্গয়ঃ উবাচ (সঙ্গয় বলিলেন) । বাসুদেবঃ (শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্) অর্জুনম্ (অর্জুনকে) ইতি উক্ত্য (এইরূপ বলিয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) তথা (সেই) স্বকং-রূপং (স্বকীয় চতুর্ভূজ রূপ) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন) ; মহাত্মা (বিশ্বরূপধর শ্রীকৃষ্ণ) পুনঃ (পুনরায়) সৌম্যবপুঃ ভূয়া (সৌম্য দেহ ধারণ করিয়া) ভীতম্ এনম্ অর্জুনম্ (ভীত এই অর্জুনকে) আশ্বাসয়ামাস (আশ্বাস প্রদান করিলেন) ॥ ৫০

শ্রীকৃষ্ণ । এবমুক্ত্য প্রাক্তনমেব রূপং দর্শিতবান্ ইতি সঙ্গয় উবাচ—ইতীতি । শ্রীবাসুদেবঃ অর্জুনম্ এবমুক্ত্য যথাপূর্বম্ আগৌ তথৈব কিরীটাদিবৃক্তং চতুর্ভূজং স্বীয়ং রূপং পুনঃ দর্শয়ামাস । এনম্ অর্জুনম্ ভীতমেবং প্রসন্নবপুঃ ভূয়া পুনরপি আশ্বাসিতবান্ । মহাত্মা বিশ্বরূপঃ রূপানুরিতি বা ॥ ৫০

অনুব্রত । [এই কথা বলিয়া নিজের পূর্ণরূপ দেখাইলেন, ইহা সঙ্গয় বলিতেছেন]—শ্রীবাসুদেব অর্জুনকে ইহা বলিয়া পূর্বে যে রূপ ছিলেন, সেইরূপ কিরীটাদিবৃক্ত চতুর্ভূজ বীর রূপ পুনরায় দেখাইলেন । এইরূপে প্রসন্নবপু হইয়া ভয়বিহীন অর্জুনকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন । মহাত্মা অর্থে বিশ্বরূপ অথবা রূপান্ ॥ ৫০

অৰ্জুন উবাচ ।

দৃষ্টেদং মানুষ্যং রূপং তব সৌম্যং জনাৰ্দ্দিন ।

ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১

আশ্চর্য্যাজ্জিক ব্যাখ্যা । দিব্যদৃষ্টি দ্বারা অমুভব হইতেছে :—এইরূপ বলিয়া কের সেই শাস্ত্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন ।—যে শাস্ত্র চতুর্ভূজ মূর্ত্তি সাধকের বড় প্রিয়, সেই কিরীটের মত প্রভাবন্ত, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মবিশিষ্ট সৌম্য মূর্ত্তি ভগবান ধারণ করিলেন । ইহাই চতুর্ভূজ সমন্বিত বিষ্ণু মূর্ত্তি, সমস্ত জগতের অন্তরে বিনি প্রবিষ্ট হইয়া আছেন । বিপুলস্ব না হইলে কেহই এই বাহুদেবের সন্ধান পাইতে পারেন না । ইহাই সেই জ্যোতির অত্যন্তরূপ । ইহার চতুর্দিকে কিরীটের মত ছটা । কিন্তু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মবিশিষ্ট যে ভাব—তাহা লইয়া মথ থাকেন—সাধকেজ্ঞগণ, কিন্তু ইহার গৃহকর্মে ব্যস্ত অথচ সাধনাও করেন তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হয়—“দিব্যং রূপমিদং দেব প্রসাদেনোপসংহর” । এই যে জ্যোতির্ময় প্রকাশ ইহাও উপসংহার কর, নচেৎ কংস থাকে কৈ ? কামনা থাকে কৈ ? কামনা না থাকিলে সংসার-প্রবাহ চলিবে কিরূপে ? তাই কংস ভয়ে এই চতুর্ভূজ মূর্ত্তিকে সন্মরণ করিবার জন্য অমু-রোধ করিতেছেন । বাহুদেব-ভাব বা অবস্থাপ্রাপ্ত যোগীর সব কামনাই সিদ্ধ হয়, পাছে কামনার বশে পড়িয়া বাইতে হয়, তাই কংস (কামনা)-ভয়ে সাধক এইরূপ সন্মরণ করিবার অমুরোধ করেন । দ্বিভূজ মূর্ত্তি—শাস্ত্র মূর্ত্তি, তাহাতে যোগৈশ্বর্য্যের প্রকাশ থাকে না বটে কিন্তু সেই বংশীর যে ক্রিতি-মধুর নিনাদ, তাহাতে ব্রজবালারা অর্থাৎ মনের সংসারমুখী চকলবৃত্তিসমূহ মুগ্ধ হইয়া যে ক্রিতি-মধুর নিনাদ, তাহাতে ব্রজবালারা অর্থাৎ মনের সংসারমুখী চকলবৃত্তিসমূহ মুগ্ধ হইয়া । তাহারা সব ভুলিয়া আত্মাভিমুখী হইতে থাকে । এই দ্বিভূজ মুরলীধর-মূর্ত্তিই শেষে কিন্তু কংস বা বাসনাসমূহের উচ্ছেদ কারয়া থাকেন । সেই স্তম্ভুর নির্দোষ অনিলেই বাসনার বেগবতী উজ্জ্বল অর্থাৎ কংস ধ্বংস হয় । তৎপরে সেই চতুর্ভূজসমন্বিত ভাব আরও উচ্চ-কোটির সাধকদের জন্য । সাধন-প্রভাবে সত্ত্ব বিপুল হইয়া গেলে যখন মনে কোন কামনার মল থাকে না, তখন তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মসমন্বিত ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতে পারেন, তখন বিষরূপ বা কালচক্র আর তাঁহাকে মুগ্ধ বা ভয়বিহ্বল করিতে পারে না ॥ ৫০

অনুব্রজ । অৰ্জুনঃ উবাচ (অৰ্জুন বলিলেন) । জনাৰ্দ্দিন (হে জনাৰ্দ্দিন) তব (তোমার) ইদং (এই) সৌম্যং মানুষ্যং রূপং (সৌম্য মানুষ্যরূপ) দৃষ্ট্ৱ (দেখিয়া) ইদানীং (এক্ষণে) সচেতাঃ (অব্যাকুলচিত্ত) সংবৃত্তঃ অস্মি (আমি হইয়াছি) প্রকৃতিং গতঃ (প্রকৃতির হইলাম) ॥ ৫১

শ্রীশঙ্কর । ততো নির্ভয়ঃ সন্ অৰ্জুন উবাচ—দৃষ্টেদমিতি । সচেতাঃ প্রসন্নচিত্তঃ । ইদানীং সংবৃত্তো জাতঃ অস্মি । প্রকৃতিং স্বাস্থ্যং প্রাপ্তোহস্মি । শেষঃ স্পষ্টম্ ॥

বট্ফানুবাদ । [তাহার পর নির্ভয় হইয়া অৰ্জুন বলিলেন—] ‘সচেতস্’ শব্দে প্রসন্নচিত্ত, ‘সংবৃত্তঃ অস্মি’র অর্থ আমি হইয়াছি । প্রকৃতি শব্দের অর্থ স্বাস্থ্য । অবশিষ্ট ভাগের অর্থ স্পষ্ট । হে জনাৰ্দ্দিন ! তোমার এই সৌম্য মানুষ্যরূপ দেখিয়া এক্ষণে আমি প্রসন্নচিত্ত হইলাম এবং স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৫১

আশ্চর্য্যাজ্জিক ব্যাখ্যা । শরীরের তেজের দ্বারা অমুভব হইতেছে :—এখন

তোমার মনুষ্যরূপ দেখে আমার মন মনেতে এলো অর্থাৎ চৈতন্যপ্রাপ্ত হ'ল ।—ভগবানের অরূপ সত্তা ব্যতীত রূপময় ব্যক্তভাব তিনটি । একটা বিশ্বরূপ তাহা সাধারণ সাধকের দর্শনীয় নহে । যদি বা ভাগ্যক্রমে দর্শন প্রাপ্তি হয়, তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা অধিকাংশ সাধকের থাকে না । দ্বিতীয় রূপ পুরুষোত্তম-রূপ—নরাকৃতি অথচ নরাকৃতিও নহে, তাহা যে কি তাহা বলিবার জো নাই । কবির সাহেব বলিয়াছেন—

কবির পারত্রককে তেজকা কায়সা হ্যায় অনুমান ।

ক্যা ওয়াকী শোভা কহৌ দেখন্ কি পরমাণ ॥

কবির বলিতেছেন পরত্রকের তেজের অনুমান কি করিয়া হইবে, উহার যে কি শোভা তা আর কি বলিব, প্রত্যক্ষ দেখিলে তবে বুঝা যায় । যে দেখিয়াছে—সেই তাহার প্রমাণ জানে অর্থাৎ হিরণ্য সিংহাসনে কুটস্থ ও সম্মুখে সমস্ত সিদ্ধগণ বসিয়া রহিয়াছেন, এইরূপ প্রকাশের প্রমাণ দিবার উপায় নাই, কারণ তাহা নিজবোধরূপ, যে দেখে সেই জানে ।

কবির অগম অগোচর গমি নহি তাঁহা বলুকে জ্যোতি ।

তাঁহা কবির বন্দোগি, পাপপুণ্য নহি বোতি ॥

কবির সে স্থান অগম্য, কোন ইন্দ্రిয়ের গোচর নহে, বুদ্ধি সেখানে বাইতে পারে না, কোন চিন্তা নাই অর্থাৎ মন নাই, এমন স্থান হইতে জ্যোতির ঝলক বাহির হইল, সেইখানে কবির গিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন—বেধানে শাপ-পুণ্য—হইই নাই ।

কবির ঘাঁহা পণ্ডন নহী সঞ্চারে, তাঁহা রচি এক গেহ ।

অচর্য এক বো দেখিয়া সিঁদ্ধ কলেজা দেহ ॥

[এই অবস্থা পাইবার জন্য কি উপায় করিতে হইবে, তাহার উপায় কবির বলিতেছেন ।] বেধানে পবনের সঞ্চার নাই, সেখানে এক গৃহ প্রস্তুত করিলাম, আর আশ্চর্য্যের বিষয় তাহাতে দেখিলাম যে হৃদয়ে ও দেহেতে সিঁদ্ধ হইয়াছে । অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস রহিত হইয়াছে, তখন হৃদয়রূপে সুস্থতার ভিতরে তব্ধে তব্ধে চলিতেছে । গৃহে যেমন বাস করা, সুস্থতার বাস করার সুখ তাখন গৃহ হইল । ঐ অবস্থায় এক আশ্চর্য্য দেখিলাম যে, হৃদয়ে ধূম্রপানি আর নাই, প্রাণ ভিতরে আসিয়া ভিতরেই বাইতেছে ।

কবির উম্মন্ লাগি শূন্যমে, নিশ্চিন্দ রহে গুল্ফান ।

তন্ মন্ কিছু সুধি নহি, পায়া পদ নির্বাপন ॥

কবির উম্মনীতে আটকাইয়া বাওয়ায় শূন্য দেখিতে লাগিলাম । আর দিবারাজি গলায় টান রহিয়াছে, শরীর ও মনের জ্ঞান নাই, তখন নির্বাপন পদ পাইলাম অর্থাৎ উর্দ্ধে যদি আটকাইয়া বাওয়ায় কুটস্থ ব্রহ্মে (শূন্যময়) থাকিল । আর দিবারাজি গলায় টান (জালদার মুদ্রা) রহিল, তখন নেপাথ্য বৃন্দ হওয়ায় কোন বিষয়ে আসক্তি থাকিল না—তখন

শ্রীভগবানুবাচ ।

সুহৃদর্শনিদং রূপং দৃষ্টবানসি যদ্যম ।

দেবা অপ্যস্তু রূপস্তু নিত্যং দর্শনকাজ্জিহ্বাঃ ॥ ৫১

নির্কারণপদ পাইলাম। সর্বদা বাহার জালন্ধর মুদ্রা তাহার নির্কারণ লাভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। নির্কারণ—বাণ বাহা দ্বারার জীব মায়েই বিদ্ধ হইতেছে, সেই বাণ আর থাকে না।

তৃতীয়রূপ—ভিভুজ মুরলীধর শ্রীমহানন্দর রূপ। এ রূপের মধ্যে কোন আড়ম্বর নাই, শুধু পীতাম্বর আবৃত নীল নভোনিভ শ্রীম জ্যোতিঃ আর তাঁহার মুরলীধর—‘রগ্ রগ্ বে বলে রামজী রর রোন রর রকার’, অবিচ্ছিন্নবারে প্রণবের মধুর নিষ্কণ হৃদয় মন মাতাইয়া দেয়। সেই ধ্বনি শুনিতে শুনিতে চিত্ত লয় হইয়া যায়, দেহ ও জগৎ ভুল হইয়া যায়। সাধুদের ধ্বনিতে যেমন অগ্নি সর্বদা জলে, সেইরূপ দেহ ঘটে স্বাস প্রবাসের বে সহজ ধ্বনি প্রজ্বলিত রহিয়াছে, তাহাতে মন লাগাইয়া রাখ, তখন তুমি—‘হিরদে হরি হরি হোং স্বায়, মুখ্য কি হাজত নাহি’—আপনা আপনি শ্রীমহানন্দরের বাণী বাজিয়া উঠিতেছে, নাম আপনা আপনি ধ্বনিত হইতেছে, আর মুখে নাম লইবার আবশ্যক নাই।

এই অবস্থার চিত্ত অব্যাকুল হয় ও প্রসন্ন হয়। অর্জুনের ব্যক্ত ভাবের দ্বিতীয় ভাব পুরুষোত্তমরূপ দর্শন হইল। ইহা হিন্দীক্য নহে, অথচ জীব-মাত্রেয় অভীষ্টসাধক ইষ্ট মূর্তি ॥ ৫১

অনুব্রত । শ্রীভগবানু উবাচ (শ্রীভগবানু বলিলেন)। মম (আমার) ইদং (এই) সুহৃদর্শং (সুহৃদভদর্শন) যৎ রূপং (যে রূপ) দৃষ্টবানু অসি (তুমি দেখিলে), দেবাঃ অপি (দেবতারাও) অস্ত রূপস্তু (এই রূপের) নিত্যং দর্শনকাজ্জিহ্বাঃ (নিত্য দর্শনকাজ্জিহ্বা) ॥ ৫২

শ্রীশ্রবণ । বহুতন্ত অমুগ্রহস্ত অতিহৃৎভবঃ দর্শনং শ্রীভগবানুবাচ—সুহৃদর্শমিতি । যৎ মম বিশ্বরূপং যৎ দৃষ্টবানসি ইদং সুহৃদর্শনং অত্যন্তং ব্রহ্মণ্যম্ অশক্যম্ । যতো দেবা অপি অস্ত রূপস্তু সর্বদা দর্শনমিচ্ছন্তি কেবলম্ । ন পুনঃ ইদং পশ্যন্তি ॥ ৫২

ব্রহ্মানুবাদ । [স্বকৃত অমুগ্রহের অতিহৃৎভব প্রদর্শন করতঃ—] শ্রীভগবানু বলিলেন—আমার যে বিশ্বরূপ তুমি দর্শন করিলে—ইহা দেখা অত্যন্ত জলন্ত। যে হেতু দেবতারাও এইরূপ সর্বদা দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু উহা দেখিতে পান না ॥ ৫২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । কৃষ্ণ দ্বারায় অনুভব হইতেছে—এরূপ দেখা বড় ছুঃখেতে দেখিতে পাওয়া যায়—বাহা তুমি দেখিলে দেবতারাও অর্থাৎ ক্রিয়াবিত ব্যক্তিরাজ্য এইরূপ সর্বদা ইচ্ছা করেন যে দেখেন।—অর্জুন এখন যে পুরুষোত্তম রূপ দর্শন করিলেন, তাহাও দেখা বড় সহজ কথা নহে। দেবতারাও দেখিতে পান না। দেবতা তাঁহারাই—বাহার চরিত্রবান ও সাধনশীল পুরুষ। সাধন করিলেও সব সাধকের এরূপ দেখার মত শক্তি জন্মে না। অবৈতাবস্থায় সব এক হইয়া যায়, এক বলিবারও সেখানে কেহ থাকে না, উহাই ক্রিয়ার পরাবস্থার উপলব্ধি। বৈতাবস্থায়

নাহং বেদৈন তপসা ন দানেন ন চেজ্যায় ।

শক্য এবশ্বিধো ব্রহ্মঃ দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩

কৃষ্ণের মধ্যে কত অসংখ্যরূপ দর্শন হয়, শেষে সব রূপ একরূপ (জ্যোতিঃ মাত্র) অবৈতভাবে পর্যাবসিত হয়—অর্থাৎ কিন্তু তখনও সেই অপূর্ণ অবস্থার উঠা থাকে। পুরুষোত্তমরূপ পূর্ণ অবৈততাবের কথা না হইলেও তাহা বিশিষ্টাবৈত ভাব। অবৈততাব হইতে একটু বৈত-তাবের দিকে নামিলে এই পুরুষোত্তম নারায়ণ রূপ সাধকের দর্শন হয়। ইহাও অতি সুহৃদভ দর্শন। অনেক সাধক এই অপূর্ণ রূপ দর্শন করিতে অভিলাষ করেন, কিন্তু দেখিতে পান না। এই বাহুদেব-মূর্তি অত্যন্ত হৃদয় ও হৃদয়ের। সুদূর আকাশে তড়িৎ-জড়িত নবনীল-মালায় জায় অপূর্ণ শ্রীমহানন্দ-মূর্তি। আকাশ-পটে যেমন কত মূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়, কিন্তু তাহা বাস্তবিকই কি অঙ্কিত অথবা কল্পনা? কল্পনা হইলেও যেমন তাহা অনুভব হয়, ইহাও কতকটা সেইরূপ ধরণে অনুভব ॥ ৫২

অনুব্রত মাং যথা (আমাকে বেরূপ) দৃষ্টবানু অসি (দেখিলে) এবংবিধঃ অহং (এইরূপ আমি) ন বেদৈঃ (না বেদাধ্যায়নের দ্বারা) ন তপস্তা (না তপস্তা দ্বারা) ন চ দানেন (না দানের দ্বারা) চ ইজ্যায় (না যজ্ঞের দ্বারা) ব্রহ্মঃ শক্যঃ (দৃষ্ট হইতে পারি) ॥ ৫৩

শ্রীশ্রবণ । তত্র হেতুম্ আহ—নাহমিতি । স্পষ্টোহর্থঃ ॥ ৫৩

ব্রহ্মানুবাদ । [উহার হেতু বলিতেছেন]—এই শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট। আমাকে বেরূপ দেখিলে, এইরূপ বেদাধ্যায়ন দ্বারা, তপস্তা দ্বারা, দানের দ্বারা কিবা যজ্ঞের দ্বারা দর্শন করা যায় না ॥ ৫৩

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । যে কেউ জেনে, শুনে, ক্রিয়া দান ক’রে—ওঁকার ক্রিয়া করে—কৃষ্ণের থেকে—এরূপ কেহ দেখিতে পান না বাহাকে তুমি দেখিলে।—আমৃতত্ব শুধু জানিলে বা শুনিলে অথবা আমৃতত্ব জানিবার উপায়স্বরূপ ক্রিয়া সাধন করিয়াও বা কৃষ্ণে থাকিয়াও এরূপ দেখা যায় না। এরূপ দেখিবার যোগ্যতা লাভ করা চাই। সাধনে বিশেষ পরিপক্বতা না হইলে এরূপ দর্শনের সামর্থ্য আসে না। এই যে দর্শন—ইহাই আত্মদর্শন, যে দর্শন বেদ মুখস্থ করিলেও হইবে না বা অস্ত কোন যাগ-যজ্ঞ বা তপস্তা দ্বারাও তাহা অনুভব করা যায় না। “আমি” বা আত্মাকে দেখার একমাত্র উপায় ক্রিয়ার দ্বারা অনুভব লাভ করা। ক্রিয়ার পরাবস্থা হইতেই এই অনুভব পদ লাভ হয়, অস্ত পথ নাই। হৃদয়-গ্রহি ভেদ হওয়া চাই। অবিজ্ঞান সংস্কার নষ্ট না হইলে সংশয় ছিন্ন হয় না। হৃদয়স্থিত কামনা থাকিতে অবিজ্ঞান বা অজ্ঞান নষ্ট হয় না, এই অজ্ঞান নষ্ট হয় কখন? ‘তন্নিবৃটে পরাবরে’—যখন সেই পরাবর ব্রহ্ম সাধকের আত্মচৈতন্য হইতে অভিন্নরূপে দৃষ্ট হন। তিনি কোথায়?—

‘মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা

প্রতিষ্ঠিতোহস্মৈ হৃদয়ং সন্নিধায় ।

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিতাতি ॥’ মুণ্ডক, ২।২।৮

ভক্ত্যা অনন্তয়া শক্য অহমেবদ্বিধোইর্জুন।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরস্তপঃ ৫০

সেখানে অবস্থিত আত্মা কেবল মনো-বৃত্তি দ্বারাই অহুতব-গোচর হন, এই ভক্ত মনোময়। 'প্রাণশরীরনেতা'—প্রাণ ও শরীরের নিয়ন্তা,—এতদ্বয়ের এই স্থূল শরীর হইতে হুস্ম শরীরান্তরে লইয়া যাইবার কর্তা। পুণ্ডরীক-রক্কে বুদ্ধি বা হৃদয়কে সন্নিবেশিত করিয়া তিনি অদ্বৈত প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অন্ত-দ্বারা পরিপুষ্টদেহে অবস্থিত। "হৃদয়ং সন্নিধায়"—হৃদয় অর্থাৎ বুদ্ধিকে (স্থির প্রাণকে) শীর্ষস্থ ব্রহ্মরক্কে স্থাপন করিলে তাঁহার নিত্য অবস্থিতি বা প্রকাশকে বুঝা যায়। "তৎ বিজ্ঞানেন"—গুরুপদটি সাধন দ্বারা প্রাণকে স্থির করিয়া সেই আত্মতত্ত্ব ধীর ব্যক্তির অধগত হন, তিনি আনন্দস্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ। প্রাণায়াম সাধন দ্বারা প্রাণের প্রাণ ব্রহ্মস্বরূপিণী সুব্রূহাতে যায় এবং সেখানে গেলেই অগ্নি অপেক্ষাও প্রজ্বলিত জ্যোতিঃস্বরূপ কূটস্থ দেখা যায়। তিনিই গায়ত্রী-হৃদয়রূপ চতুর্ভূষ পাদ ব্রহ্ম, যেখানে যাইলে সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হয় ও খেতরীপনিবাসী উত্তম পুরুষে লীন হয়। পরে হুস্মাতিহীন সর্বব্যাপক পরমাত্মা পুরুষকে দেখে এবং তাহাই হইয়া যায়। ক্রিয়ার অভ্যাস করিতে করিতে তদ্বারা ইচ্ছারহিত হইয়া যায় এবং তাহা হইলেই ব্রহ্ম-পদ পায়; পরে তাহাতে থাকিতে থাকিতে তাহাই হইয়া যায় ॥ ৫০

অনন্তায়। পরস্তপ অর্জুন। (হে পরস্তপ অর্জুন) তু (কিন্তু) অনন্তয়া ভক্ত্যা (অনন্তা ভক্তির দ্বারা) এবংবিধং অহং (ঈদৃশ আমি) তত্বেন (স্বরূপতঃ) জ্ঞাতুং (জানিতে) দ্রষ্টুং চ (ও দেখিতে) প্রবেষ্টুং চ (ও প্রবেশ করিতে) শক্যঃ (সমর্থ হই) ॥ ৫০

শ্রীশ্রদ্ধা। তর্হি কেনোপায়েন দ্রষ্টুং শক্য ইতি? তত্রাহ—ভক্ত্যা যিতি। অনন্তয়া মদেকনিষ্ঠয়া ভক্ত্যা তু এবংভূতো বিশ্বরূপোহহং তত্বেন পরমার্থতো জ্ঞাতুং শক্যঃ শাস্ত্রতঃ, দ্রষ্টুং প্রত্যক্ষতঃ, প্রবেষ্টুং চ তদান্বয়েন শক্যঃ। নাত্তৈঃ উপায়েঃ ॥ ৫০

বচনানুবাদ। [তবে কি উপায়ে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়?—তাহার উত্তরে বলিতেছেন—] মদেকনিষ্ঠ ভক্তি দ্বারাই এবংভূত বিশ্বরূপ যে আমি, পরমার্থতঃ শাস্ত্র হইতে জ্ঞাত হইতে পারি। এবং প্রত্যক্ষরূপে দৃষ্ট হইতে পারি ও তদান্বয়েন (অভিন্ন হইয়া) প্রবিষ্ট হইতে পারি। অন্ত উপায়ের দ্বারা নহে ॥ ৫০

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। অনন্ত ভক্তি দ্বারাতে ক'রে—অর্থাৎ সর্বদা আত্মাতে থাকায় গুরু-বাক্যেতে বিশ্বাস করিয়া এরূপ দেখিতে পায় জানতে পারে—দেখতে পায় তত্বেন অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বে থেকে—ক্রিয়া ক'রে প্রকৃষ্টরূপে আবেশ করিলে।—ব্রহ্মের অপার মহিমা জানিতে না পারিলে তিনি যে আছেন তাহাতেও সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা। ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকাই ব্রহ্মভাব, সুতরাং বিনা ক্রিয়াতে তাঁহার মহিমা জানা সম্ভব হয় না। এই ক্রিয়া করিয়া যখন ক্রিয়ার পরাবস্থায় পূর্ণ স্থিতি লাভ হয়, তখন মন আর অন্ত দিকে যায় না, ইহারই নাম অনন্তভক্তি। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া যিনি ক্রিয়া করিবেন, তিনিই আপনাপনি সমস্ত বুদ্ধিতে পারিবেন। আত্মা

মৎকর্মকৃতং পরমো মন্তব্যঃ সঙ্গবর্জিতঃ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫১

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে বিশ্বরূপদর্শনং নানৈকাদশোধ্যায়ঃ।

যখন মন-ইন্দ্রিয়াদির ভাবে ভাবিত হয়, তখনই তিনি জীব, আবার যখন ইন্দ্রিয়াদি ও তাহাদের কর্তা মন আত্মাতে লীন হয় এবং আত্মা পরমাত্মাতে লীন হয়, তখন ইন্দ্রিয়েরাও সেই ব্রহ্ম-স্বরূপ হইয়া যায়। জীবও সকল বস্তুতে থাকে কিন্তু আসক্তিপূর্বক থাকে, আর পরমাত্মাও সর্ব বস্তুতে থাকেন কিন্তু নিলিপ্ত ভাবে। ক্রিয়ার পরাবস্থায় নেশাতে থাকিয়া সমস্ত কর্ম করেন। এই শরীর রূপ চক্র তাহার মধ্য-ভাগ নাভি—যেখানে সমান বায়ু আছে, সেই সমান বায়ুই স্থিরস্থ বা ব্রহ্মপদ, যেখানে থাকিলে আপনা আপনি ব্রাহ্ম হয়, অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত থাকে এবং যেখানে থাকিলে এক রকম বিচিত্র নেশা হয়, বাহ্যেতে চৈতন্য থাকে অথচ আনন্দ হয়। এইরূপে তাহার স্বরূপের জ্ঞান হয়। তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়—কূটস্থের মধ্যে নক্ষত্রস্বরূপ জ্যোতিঃ, বাহার মধ্যে জিলোক আছে। সেই প্রকাশস্বরূপ দীপ্তি,—বাহ্যের মধ্যে প্রথমে অগ্নির প্রকাশ, পরে বিদ্যুৎ, পরে সূর্য—এইরূপ যে দিব্য চক্ৰ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই জগন্ময় ব্যাপ্ত। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারা যায়। কূটস্থের মধ্যে যে নক্ষত্র—সেই গুহা-স্বরূপ তাহাতে প্রবেশ করতঃ কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় দেখে, সেখানে থাকিয়া সমুদয় দেখিতে পায়। সেই গুহাই আশ্রয় হইতেছে, তাহাতেই ব্রহ্ম অবস্থিত, সেই ব্রহ্মের আশ্রয়ে থাকিতে সাধক তজ্রপ হইয়া যায়। তখন ভিতরে ভিতরে স্থান চলে ও জর মধ্যে দৃষ্টি থাকে, প্রাণ ও আপন সমানরূপে অবস্থিতি করে। বায়ু নাকের মধ্যে বিচরণ করে—এইরূপ অবস্থার নামই নিকল অবস্থা, ইহা ক্রিয়া করিতে করিতে আপনা আপনিই হয়। চিৎস্বরূপ কূটস্থে থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মতে থাকা হয়, ব্রহ্মতে থাকায় সাধক ব্রহ্মই হইয়া যান। সব ব্রহ্ম হইলে আর দ্বিতীয় কিছু থাকে না, তখন অবিভীত ব্রহ্মের বোধ হয়। এই জ্ঞানার নামই কৈবল্য। সর্বদা ক্রিয়া করিলে কৈবল্যপদ লাভ হয়। অর্থাৎ কেবল কুন্তকে সদা থাকে ও সংসারের সকল ব্যাপারে থাকিয়াও কৈবল্যপদে আকৃষ্ট হইয়া থাকে—ইহাকেই জীবমুক্ত কহে। এইজন্ত যোগাত্মক করা আবশ্যক। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—বলহীন ব্যক্তি আত্মস্বরূপ অবগত হইতে পারে না। যোগবলই প্রকৃত বল ॥ ৫১

অনুবাদ। পাণ্ডব! (হে পাণ্ডব) যঃ (যে ব্যক্তি) মৎকর্মকৃতং (আমার কর্মসম্পাদনকারী), সঙ্গপরমঃ (সংসারপর), মন্তব্যঃ (আমার ভজনাকারী), সঙ্গবর্জিতঃ (আসক্তি-

শক্তি। সূত্রায় এই প্রাণকর্ষই ভগবৎকর্ষ। তাঁহার কর্ষ প্রাণরূপে অতিব্যক্ত হইয়া সমস্তকে প্রকাশ করে বা সকলের মধ্যে চেতনা জাগ্রত করে, যে চেতনের অভাবে এই বিশ্বসংসার একটা বিরাট জড়ের স্তূপমাত্রে পর্যাবসিত হয়।

“আমি” বা আত্মাই একমাত্র প্রাপ্তব্য বস্তু, স্বর্গাদি নহে, এইরূপ হির নিশ্চয় বাহার হইয়াছে, সে আমার মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিবে, কিন্তু আমার সন্ধান পাইবে কি করিয়া? বাহু কোন বস্তুর বা মনের কোন কল্পনার মধ্যে আমাকে কেহ খুঁজিয়া পাইবে না। যে খাসের বহির্গমনাগমনের জন্ত এই বাহু ব্যাপার সমস্ত চলিতেছে, তাহা বাহু উপায়ে কোনরূপে রুদ্ধ হইবার নহে। খাসই প্রাণের কর্ষ এবং প্রাণ বধন তাঁহার মুখ্য শক্তি, তখন খাসই তাঁহার প্রকৃত ক্রিয়াশক্তি। মন্ত্র—যে মনকে জ্ঞান করে, সেই মন্ত্রই খাস-প্রখাস, ইহাই তত্ত্বে শ্রীমহাদেবের উক্তি। সূত্রায় কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধারের দ্বায় যে প্রাণ-ক্রিয়ায় এই জগদাদি ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, সেই জগদ্ব্যাপার হইতে মনকে কিরাইতে হইলে এই খাস-প্রখাসের মধ্যেই আশ্রয় লইতে হইবে। সূত্রায় তাঁহাকে প্রাপ্তির বাহা একমাত্র উপায়—তাহাই আত্মকর্ষ বা প্রাণকর্ষ। আপনাতে আপনি থাকার নামই জ্ঞান বা ব্রহ্মের স্বরূপাবস্থা। প্রাণায়ামই সেই কর্ষ, বাহার সাধন করিতে করিতে পরব্রহ্মে লীন হওয়া যায়। তাহা হইলে অল্প কর্ষ অকর্ষ, এই প্রাণ-সাধনাই একমাত্র আত্মকর্ষ বাহা সাধন করিতে করিতে পরব্রহ্মে লীন হওয়া যায়। এই ‘মৎকর্ষ’ বাহার্য করে তাহারাই ‘মৎপরম’ হইয়া যায়। গুরুপদেণ-মত ক্রিয়া করিলেই কুটস্থ প্রকাশ হয় এবং তাঁহাতে থাকা যায়, তখন ইনিই আমার সর্বকালের একমাত্র গতি বলিয়া মনে হয়, তখনই প্রকৃত পক্ষে ‘মৎপরম’রূপ অবস্থা আসে। এই অবস্থার অবস্থিত সাধকের সদ-বর্জিত অবস্থা লাভ হয় অর্থাৎ অল্প কোন বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছাও মনে উদয় হয় না। ইচ্ছা-শূন্য (আমক্তিশূন্য) হইলেই মনের সমতা আসে, তাহাই অত্যন্ত সুনির্মল ব্রহ্মতাব। কলা-সত্ত্ব হইয়াই লোকে কর্ষকাণ্ডে ব্যাপৃত হয়—ইহা চাই, উহা চাই করিয়া জগতে এবং নিজের ঘোর অশান্তি আনয়ন করে। মনের এই বৈবম্য ভাব অশান্তির জনক এবং মুক্তির বাধক। সমস্ত মন এই ভাবেই উৎপন্ন হয় এবং জীবকে হর্ব দ্রব্যের বশীভূত করিয়া তাহার সাম্যভাব নষ্ট করে। কিন্তু ব্রহ্মতাব-ভাবিত সাধকের সর্বত্র সমদৃষ্টি হওয়ার কাহাকেও শত্রু বা কাহাকেও মিত্র বলিয়া বোধ হয় না। এই সমদৃষ্টি-সম্পন্ন সাধক জগৎকে, জীব-সমুদয়কে ও আপনাকে ব্রহ্মের সহিত অভেদ ভাবে দেখিতে পান। মনের চঞ্চলতা থাকিতে ভগবানের স্বরূপ সত্তার সহিত আপনাকে অভিন্ন ভাবে দেখা যায় না। প্রাণ-কর্ষ সাধনার দ্বারা যিনি তাঁহার একান্ত শরণাগত হইয়া থাকেন, তাঁহার সেই আত্মতোলা দৃষ্টির নিকট আর শত্রু মিত্র স্বজন পরজনের বোধ থাকে না। তাঁহার একমাত্র চেষ্টা ভগবৎসত্তায় আত্মাভিমান বিসর্জন করিয়া তাঁহার হইয়া যাওয়া। যে তাঁহার হইয়া যায়, সে তিনিই হইয়া যায়। ধাতার ধোয়াকারে অবস্থান হয়। ইহাই অনন্তশরণের অবস্থা। অনন্তশরণ হইতেই চরম অপরোক্ষানুভূতি হইয়া সাধককে কৈবল্য মুক্তির অধিকারী করিয়া থাকে। তখনই নির্ভের হওয়া যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় পদার্থের

অনুভব হয়—তৎক্ষণই ভেদ, তৎক্ষণই শত্রুমিত্রের বোধ হয়। বাস্তবিক বাহা ইদংরূপে জেয় তাহাই দৃশ্য পদার্থ এবং দৃশ্যের যিনি প্রকাশক তিনিই দ্রষ্টা বা অংগ, এই অংগ-এর প্রত্যয়-গোচর বস্তুই দৃশ্য। এই দ্রষ্টা ও দৃশ্য রূপ যে ভেদ তাহা অজ্ঞানকল্পিত বা দেহ-দৃষ্টি বশতঃ হইয়া থাকে। স্বকীয় স্বরূপের জ্ঞান লাভ হইলে অজ্ঞান আর থাকিতে পারে না, সূত্রায় অজ্ঞানকল্পিত চিত্তবৃত্তিও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। বাস্তবিকই জগতে দ্বিতীয় কিছু নাই, এক অদ্বিতীয় আত্মাই দ্রষ্টা ও দৃশ্য-ভাবাপন্ন হইয়া এক অত্মকে দর্শন করেন। উপনিষদে তাই বলিয়াছেন—“বদা দ্বৈতমিব ভবতি তদা ইতরং ইতরং পশ্যতি”। ক্রিয়ার পরাবহার এক আত্মা ব্যতীত অল্প কোন বস্তু থাকে না, সূত্রায় তাঁহার নিকট আর সর্বভূত থাকে না। সব একই ভূত হইয়া যায়। এই অবস্থা ভঙ্গ হইলেও সাধক দৃশ্য প্রপঞ্চকে দ্রষ্টা হইতে অভিন্নরূপে বৃত্তিতে পারেন। এই প্রকার সর্বভূতে সমদর্শী সাধকের ইষ্টানিষ্ট বৃদ্ধি থাকিতে পারে না, রাগ ও দ্বেষও থাকে না, তখন তাঁহার অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বভূতে সমজ্ঞান হয়, কাহাকেও দ্রব্য দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে না। এই অহিংসা-প্রতিষ্ঠিত পুরুষেরই যে বৈরত্যাগ হয়—তাহা নহে, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে হিংস্রকেরও হিংসা-বৃদ্ধি তিরোহিত হয়। তাই যোগদর্শনে ঋষি বলিয়াছেন—“অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসমিহৌ বৈরত্যাগঃ”। উক্ত ভাবাপন্ন সাধকই আত্মদর্শনের উপবৃত্ত। তিনি বিশ্বরূপও দর্শন করিতে পারেন, তিনি বাহুদেবরূপে সর্বভূতে প্রবিষ্ট পুরুষোত্তমরূপও দর্শন করিতে সমর্থ। ক্রিয়ার পরাবহার আবার তিনি স্বয়ং ব্রহ্মরূপ হইয়া যান। এই ক্রিয়ার পরাবহার পরেও যে স্থিতি থাকে তাহাতেও বড় আনন্দানুভব হয়, মনে হয় বিষয়স্বরণরহিত হইয়া কি আনন্দে হির হির ছিলাম। মনের এই জাগ্রত অবস্থাতেও সর্বের মধ্যে আনন্দের প্রকাশ দেখা যায়, তাহাতেই প্রমাণ হইয়া যায়—এক পরমানন্দ-সত্তাই অনন্ত সত্তাকারে পরিদৃষ্ট হইতেছে। পরাবহার পর এইরূপ আত্মদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া সকল প্রকাশই ব্রহ্মের প্রকাশ জানিয়া যে পূজা করা—তাহাই “গুরুপূজা”। আর ক্রিয়ার পরাবহাতে বধন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই অনুভব থাকে না তখনই “কুরুপূজা”। মন বধন ব্রহ্মোক্তে লীন হয় তখন “ব্যক্ত” অর্থাৎ নিজবোধ হয়, আবার মন বধন বিষয়াসক্ত হয় তখন ব্রহ্ম “অব্যক্ত” অর্থাৎ নিজ-বোধ থাকে না। এই যে জগদাদির বোধ লয়—তাহা কেমন? যেমন সমস্ত বৃন্দুদই জলেতে রহিয়াছে, ব্যক্তাবস্থায় জল হইতে উথিত হয়, আবার কিছুক্ষণ পরে জলেই লয় হয়। যে জল সেই জলই আছে, মধ্য হইতে কিছুদিনের জন্ত উৎপত্তি ও ধ্বংসের জ্ঞান হয়। কিন্তু অল্প অবস্থান্তর নাই, জল হইতেই আসে এবং জলেই লয় হয়। এই দৃশ্য চরাচর সমস্তই সেইরূপ, ‘প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্’—যতক্ষণ প্রাণ ততক্ষণ সমস্ত বর্তমান, প্রাণের স্থিরতার সহিত সমস্ত দৃশ্য পদার্থের বিনয় প্রাপ্তি ঘটে। অতএব সর্বদা প্রাণের ক্রিয়া কল্পিত সমস্ত প্রাণময় আত্মময় করিয়া দাও। তাহা হইলেই ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিতে পারিবে। ক্রিয়ার পর-অবস্থার পর অবস্থায় মন অল্প দিকে যাইলেই উৎপত্তি, নতুবা প্রলয়—“সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ”। ক্রিয়া করিয়া স্থির থাকিলেই স্থির বৃত্তি, এই স্থির বৃত্তিই পরা বৃত্তি বা ক্রিয়ার পর-অবস্থা। প্রাণ যতক্ষণ চক্ষে ততক্ষণ জাগ্রত, কণ্ঠে স্বপ্ন, হৃদয়ে স্বপ্নস্তি, মস্তকে তুরীয়।

চক্ষু দেখিলেই মন যায়, মন গেলেই স্থিতি সেই অবস্থার দেবতা ব্রহ্মা; সেই মন কণ্ঠে থাকিয়া দেখিয়া শুনিয়া হতভম্বের মত যেন স্থির হইয়া যায়—সেই যে স্থিতি তাহার অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু। এইরূপ মগ্ন থাকার পর সব নাশ হয়। এই নাশের দেবতা রুদ্র। এই স্থিতি স্থিতি প্রলয় অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু, রুদ্র, ইহার পর মূর্তিতে তুরীয় অবস্থা—অক্ষর ব্রহ্ম সেখানে ব্রহ্ম বাতীত আর কিছুই নাই। তখন ‘হৃদি প্রাণ প্রতিষ্ঠিতা’—হৃদয়েতে প্রাণ বায়ুর প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি হয়। তুরীয়াবস্থা হইলেই প্রাণবায়ু হৃদয়েতে স্থির হয়। স্থির হইলে সমস্ত ব্রহ্মময় হইয়া যায়। এই ব্রহ্মের চারি পাদ বা চারি স্থানে স্থিতি। নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্ত্তা—এই চারি স্থানে চতুর্পাদ ব্রহ্ম প্রকাশ পাইতেছেন। জাগ্রত—নাভিতে বায়ু থাকিলে অহ্নাদিকে মন দেওয়ার চক্ষুর পলক পড়ে ও নানা দিকে মন ধাবমান হয়। ঐ বায়ু ক্রিয়া করিয়া নাভিতে স্থির থাকিলে মন স্থির থাকে ও চক্ষুর পলক পড়ে না—এই স্থিরতাই অমৃতবস্বরূপ ব্রহ্মের এক পাদ হইতেছে। হৃদয় হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত যে বায়ু চলারমান তাহার স্বপ্নবৎ বাহিরের বস্তু দেখিয়া মোহিত হয় এবং ভিতরেও তরুণ স্বপ্নবৎ দেখা যায় ও তাহাতেও মোহিত হয়। সেই বায়ু স্থির হইলে ভিতরে ও বাহিরে স্বপ্ন দেখে না। বাহ্যর ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহার চিত্র হইতেছে স্বপ্ন না দেখা। তখন হৃদয়েতে সৰ্ব্বদা স্নগ্ধাবস্থা হইতেছে। এই তিন পদের উর্দ্ধেতে যে বায়ু তাহার নাম অমৃত। সেই বায়ু উর্দ্ধেতে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়া গগনসদৃশ ক্রিয়ার পর-অবস্থার থাকে; তাহাকেই চতুর্থ পাদ বা তুরীয়াবস্থা কহে।

প্রাণের মূর্ত্তায় স্থিতি হইলেই তুরীয়াবস্থা, বাহ্যর এই অবস্থা লাভ হয়, তিনি ব্রহ্মরূপ হইয়া যান। “সঃ মাং এতি” তিনিই আমাকে পান ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমাদ্ভগবৎ-আধ্যাত্মিক দীপিকা নামক গীতা একাদশ অধ্যায়ের আধ্যাত্মিক বাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ

(ভক্তিরোগঃ)

অৰ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্তাং পর্যুপাসতে।

চে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেবাং কে যোগবিস্তমঃ ॥ ১

অনুব্র। অৰ্জুনঃ উবাচ (অৰ্জুন বলিলেন) । এবং (এইরূপে) সততযুক্তাঃ (নিরন্তর অনবশ্রম হইয়া) যে ভক্তাঃ (যে সকল ভক্ত)) যাং (তোমাকে) পর্যুপাসতে (উপাসনা করেন), যে চ অপি (আর বাহ্যর) অব্যক্তম্ অক্ষরম্ (অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মকে) [উপাসনা করেন], তেবাং (তাঁহাদিগের মধ্যে) কে (কাহার) যোগবিস্তমঃ (শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ ?) ॥ ১

শ্রীশ্রব

নিষ্ঠুগোপাসনস্তেবং সগুণোপাসনস্ত চ।

শ্রেয়ঃ কতরদিভ্যোতদ্বিগ্নেতুং দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে ‘মৎকর্ম্মকৃত্যংপরমঃ’ ইত্যেবং ভক্তিনিষ্ঠস্ত শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্। ‘কৌন্তেয় প্রতিজানীহি’ ইত্যাদিনা চ ভক্ত ভক্তিব শ্রেষ্ঠত্বং বর্ণিতম্। তথা ‘তেবাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি-বিশিষ্টো’ ইত্যাদিনা, ‘সর্বং জ্ঞানপ্রবেশেনৈব বুদ্ধিং সত্ত্ববিশিষ্টা’ ইত্যাদিনা চ জ্ঞাননিষ্ঠস্ত শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্। এবমুভয়োঃ শ্রেষ্ঠত্বমপি বিশেষ জিজ্ঞাসয়া ভগবন্তঃ প্রত্যক্ষ্যন উবাচ—এবমিতি। এবং সর্বকর্ম্মার্থপাদিনা সততযুক্তাঃ ঋগ্ভিষ্ঠাঃ সন্তো যে ভক্তাঃ যাং বিশ্বরূপং সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিং পর্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি; যে চাপ্যক্ষরং ব্রহ্ম অব্যক্তং নির্কিংশেব উপাসতে—তেবাং উভয়েবাং মধ্যে কে অতিশয়েন যোগবিদঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ ॥ ১

ব্রহ্মানুভবান্দ। নিষ্ঠুগ উপাসনা ও সগুণ উপাসনা—এই উভয়ের মধ্যে কোনটা শ্রেয়ঃ, ইহা নির্ণয় করিবার জন্য এই দ্বাদশ অধ্যায়ের উত্তম অর্থাৎ আরম্ভ।

[পূর্বাধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ‘মৎকর্ম্মকৃত্যং মৎপরম’ ইত্যাদি দ্বারা ভক্তিনিষ্ঠের শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে, এবং ‘কৌন্তেয় প্রতিজানীহি’—(৯ম অঃ ইত্যাদি শ্লোকেও তাহারই (অর্থাৎ ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিরই) শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে। আবার “তেবাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত” ইত্যাদি (৭ম অঃ) শ্লোকে এবং ‘সর্বং জ্ঞানপ্রবেশেনৈব’ ইত্যাদি (৪র্থ অঃ) শ্লোকেও জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। এইরূপে উভয়েরই শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হওয়ার বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ভগবান্কে অৰ্জুন বলিতেছেন—] এইরূপ সর্বকর্ম্মসমর্পণাদি দ্বারা সততযুক্ত অর্থাৎ তদ্রিষ্ট হইয়া যে সকল ভক্তগণ বিশ্বরূপ, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ তোমাকে ধ্যান করেন, আর বাহ্যর অব্যক্ত নির্কিংশেব অক্ষর ব্রহ্মকে উপাসনা করেন—সেই উভয়ের মধ্যে কে অতিশয় যোগবিৎ অর্থাৎ অতিশয় শ্রেষ্ঠ ?

[শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর তাঁহার এই শ্লোকের ভাষ্যে বাহ্য বলিয়াছেন, তাহার অমুখ্য—
“দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত দুইটি বিষয় বলা হইয়াছে—(১) সৰ্ব-বিশেষণ-বিমুক্ত
(অর্থাৎ নাম-রূপানির্ভুক্ত) অক্ষর পরব্রহ্মের উপাসনা কথিত হইয়াছে; (২) সৰ্ববোধৈশ্বর্য্য-
সম্পন্ন সৰ্বজ্ঞানশক্তিসম্বিত বে সত্ত্ব, তাহার দ্বারা বিশেষিত বে পরমেশ্বর—তাঁহারও উপাসনা
কথিত হইয়াছে। বিশ্বরূপ-অধ্যায়ে জগদাত্মরূপ আশ্রয়িত্বসম্বন্ধি স্বরূপ বিশ্বরূপ দেখাইয়াছ।
উপাসনার্থে এইরূপ বিশ্বরূপ দেখাইয়াছ এবং তাহা দেখাইয়া তুমি বলিয়াছ যে—“মৎকর্ম্মকৃতং”
এই সকল উপাসকগণ আমাকে প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে নিঃশব্দ ও সগুণ—এই দ্বিবিধ উপাসনার
মধ্যে কোনটা বিশিষ্টতর বুলিবার জন্য আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। অর্জুন
বলিতেছেন—অর্থাৎ এইরূপে ‘সততবুদ্ধঃ’ নিরন্তর ভগবৎপ্রীতির জন্য বিহিত কার্য্যসমূহে সৰ্বদা
নিরত থাকিয়া, অনন্তশরণ হইয়া যে সকল ভক্তগণ তোমার সেই দর্শিত বিশ্বরূপের উপাসনা
মর্থাৎ ধ্যান করিয়া থাকেন এবং বাহ্যারা সর্বেষণা ত্যাগপূর্ব্বক সকল প্রকার কর্ম্ম সমাস্ত করিয়া
পূর্ব্বকথিত সর্ববিশেষণবিমুক্ত অব্যক্ত পরব্রহ্মের উপাসনা করেন—এই দ্বিবিধ উপাসকগণের
মধ্যে কোন উপাসকগণ যোগবিশিষ্ট অর্থাৎ অতিশয়রূপে যোগ জানেন ?”] ১

আত্মাত্মিক ব্যাখ্যা। শরীরের তেজ বলিতেছেন :—এইরূপ যে কেহ
সর্বদা আটকে রয়েছে—ক্রিয়া করে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া—আর কূটস্থের
উপাসনা অর্থাৎ যোনিমুদ্রা যে করে—যাহা কি বলবার জো নাই—ইহার মধ্যে
কে উত্তম যোগী ?—শ্রীমদাচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—“সততবুদ্ধাঃ” কাহারো ? কাহারো—
“নৈরন্তর্য্যেণ ভগবৎকর্ম্মদৌ যথোক্তেহর্থে সমাহিতাঃ সন্তঃ প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ।” ভগবৎকর্ম্মাদির
জন্ত বধ্যশাস্ত্র বিনি নিরন্তর নিরত থাকেন এবং বিনি অব্যক্ত পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, এই
দ্বিবিধ উপাসকদিগের মধ্যে কোন উপাসকেরা উত্তম যোগী ? শ্রীমদ্রামানুজ-স্বামী ‘কে যোগ-
বিশিষ্টাঃ’ ইহার অর্থ করিয়াছেন—“কে বস্যাং প্রতি শীঘ্রগামিনঃ”—অর্থাৎ এই উভয় যোগীর
মধ্যে নিম্ন সাধ্য বস্তুর নিকট শীঘ্র কে পৌছে ? প্রশ্ন এই বটে—কোন উপায়ে লক্ষ্য বস্তুর
নিকট শীঘ্র পৌছান হইতে পারে ? উপায় দুইটি—(১) গুরুপদেশ মত ক্রিয়া করিয়া বাওয়া, এই
ক্রিয়া করিতে করিতে এমন একটি অবস্থা লাভ হয় (যাহাকে ক্রিয়ার পর-অবস্থা বলে) যদ্বারা
ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া সাধক ব্রহ্মরূপ হইয়া যান, এই ক্রিয়াই ব্যক্তাবস্থার সাধন ; কেন ?
তাহা বলিতেছি,—আত্মাই প্রাপ্যাকারে প্রকাশিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। প্রমোদনিষদে
আছে—“স এব বৈশ্বানরো বিশ্বরূপং প্রাণোহগ্নিরুদরতে”—শব্দর তাঁহার ভাষ্যে ইহার অর্থ
করিয়াছেন—সেই এই ভোক্তা প্রাণই বৈশ্বানর ও বিশ্বরূপ। সর্বাশ্রয় বলিয়া সেই প্রাণ
অগ্নিরূপও বটে। ‘স দৈক্ষাক্রমে—কশ্মিন্নহুংক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কশ্মিন্ প্রতিষ্ঠিতে
প্রতিষ্ঠাত্তানোতি’ সেই বোদ্ধকল পুরুষ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, কে (দেহ হইতে) উৎক্রান্ত
হইলে পর আমি উৎক্রান্ত হইব, আর কেই বা প্রতিষ্ঠিত হইলে আমিও প্রতিষ্ঠিত হইব।

“স প্রাণমহুজত, প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাৎ বা বাহুর্জ্যোতিরাগঃ পৃথিবীস্থিঃ যনঃ। অন্নমদ্রাবীণ্যঃ শুণো
যজ্ঞাঃ কর্ম্মলোকাঃ লোকেষু চ নাম চ”—সেই পুরুষ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দৈক্ষণ বা চিন্তা
করিয়া সমস্ত প্রাণিগণের ইচ্ছাধার ও অন্তরাত্মা হিরণ্যগর্ভসংজ্ঞক প্রাণ সৃষ্টি করিলেন।

সেই প্রাণ হইতে সমস্ত প্রাণিগণের স্তবকর্মে প্রযুক্তির হেতুত্ব প্রমাণ এবং তাহা
হইতে কর্ম্মলোপভোগের সাধনাত্মক কারণরূপ মহাত্ম-সমূহ সৃষ্টি করিলেন। সেইরূপ
জ্ঞান ও কার্য্য-সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং সে সমুদয়ের প্রভু বা পরিচালক
সংশয় ও সঙ্কলনরূপাধিত দেহমধ্যস্থ মন, এইরূপে প্রাণিগণের কার্য্য (দেহ) ও করণ
(ইন্দ্রিয়াদি) সৃষ্টি করিলেন, তাহার পর তদ্ব্যবহারী ব্রহ্মবিদ্যারূপ অন্ন, অনন্তর ভূক্ত অন্ন হইতে
সর্ব্বকার্য্যে প্রযুক্তি-সাধন বীৰ্য্য অর্থাৎ সামর্থ্য্য, উক্ত বীৰ্য্যসম্পন্ন প্রাণিগণের শুদ্ধি-সম্পাদক
তপস্তা, বেদরূপী মন্ত্রমূহ, কর্ম্ম (যজ্ঞাদি), কর্ম্মকল-রূপ লোক-সমূহ এবং লোক-সমূহের
মধ্যে নাম—এই কলা-সমূহ সৃষ্টি করিলেন।

এই সৃষ্টি ব্যক্তের দিক, আবার ইহার ব্রহ্মেণে ব ব কারণে বলীন হইয়া পুরুষকে
প্রাপ্ত হইয়া সকলেই নাম-রূপ শূন্য হইয়া যায়, তখন কেবল ‘পুরুষ’ এই মাত্রই বলা হইয়া
থাকে—“এবমেবান্ত পরিব্রষ্টে দ্বিমাঃ বোদ্ধশ কলাঃ পুরুষঃ প্রাপ্যাত্তং গচ্ছতি ভিত্তেতে
চাশাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে”।

এই পুরুষকে জানিতে হইবে—“তমেবৈকং জানথ আত্মানমতা বাণো বিশ্বকথামৃততৈত্ত্ব
সেতুঃ” (মুণ্ডক)—কেবল এই আত্মাকেই জানিবে, অপর সমস্ত বাক্য ত্যাগ কর, ইনিই
অমৃত বা মোক্ষ লাভের সেতু।

এই পুরুষকে জানা যাইবে কিরূপে ?

“আত্মন এব প্রাণো জায়তে। বৈধেবা পুরুষেচ্ছায়া এতন্নিদ্রিতদাততং, ননোক্তেনান্য-
ত্যানিঃস্বরীয়ে ॥”

আত্মা হইতে এই প্রাণ জন্মগ্রহণ করে। পুরুষ-দেহে যেরূপ ছায়া সমুৎপন্ন হয়
সেইরূপ এই প্রাণও এই আত্মাতে আতত বা অঙ্গগত থাকে, মানস, শব্দ বা ইচ্ছাদি
দ্বারা সম্পাদিত কর্ম্মাঙ্গুলারে ছায়ার ভায় এই শরীরে আগমন করে।

‘অরা ইব রথ-নাতৌ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।’

রথ-চক্রের নালিতে অর অর্থাৎ শলাকা-সমূহের ভায় সমস্ত এই প্রাণে অবস্থিত রহিয়াছে।

“প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে।

তুভ্যং প্রাণ প্রজাশ্চিমা বনিং হরন্তি বঃ প্রাণৈঃ প্রতিষ্ঠিতসি ॥”

হে প্রাণ! তুমিই প্রজাপতি হইয়া গর্ভে বিচরণ কর এবং (মাতাপিতার) অমুরূপ
হইয়া জন্মলাভ কর! হে প্রাণ! এই যে মনুজাদি প্রজাগণ—সকলেই তোমার উদ্বেষ্টে
চক্ষু-প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা বলি উপহার দিয়া থাকে। যেহেতু তুমি চক্ষু প্রভৃতি প্রাণ-
সমুদয়ের সহিত সমস্ত শরীরে অবস্থিতি কর, এই কারণে তোমার উদ্বেষ্টে যে বলি
আহরণ করে—ইহা সমুচিতই বটে। যেহেতু তুমিই ভোক্তা এবং অপর সমস্তই তোমার
ভোক্তা। (ভাষ্যহুবাদ)।

প্রাণভেদং বশে সর্বং ত্রিবিধে বৎ প্রতিষ্ঠিতম্।

মাত্তেব পূজান্ রক্ষত্ব শ্রীচ প্রজাক বিধেহি ন ইতি ॥”

জিলোকে বাহ্য অবস্থিত আছে, এ সমস্তই প্রাণের বশীভূত। হে প্রাণ! মাতা বেক্রপ পুত্রগণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ আমাদিগকে রক্ষা কর এবং আমাদের সম্পৎ ও হিত-বৃদ্ধি বিধান কর।

“বধা সত্রাভেবাধিকৃতান্‌ বিনিবৃদ্ধক্—এতান্‌ গ্রামানেতান্‌ গ্রামানধিত্তিষ্ঠেতি; এবমৈবৈব প্রাণ ইতরান্‌ প্রাণান্‌ পৃথক্‌ পৃথগেব সন্নিধন্তে।”

অগতের সত্রাট্‌ বে প্রকারে অধিকৃত বিভিন্ন লোকদিগকে বিভিন্ন গ্রাম-প্রভৃতির শাসন-বিষয়ে নিযুক্ত করে, ঠিক এইরূপই প্রাণও অপর প্রাণ-সমূহকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ভাবে স্ব-স্ব-বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া থাকে।

“পান্থপহেহপানঃ চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখ-নাসিকাত্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে; মথো তু সমানঃ, এষ হেতুত্বভিন্নঃ সমং নয়তি তস্মাদেতাঃ সপ্তাঙ্কিবো ভবন্তি।”

উক্তি প্রাণ, অপানকে পান্থ ও উপহ-দেশে নিযুক্ত করেন; এবং প্রাণ নিজেই চক্ষু, শ্রোত্র, মুখ ও নাসিকার অবস্থিতি করেন। আবার প্রাণ ও অপান হানের মধ্যে নাতি দেশে সমান বায়ু অবস্থান করেন। এই সমানই ভুক্ত অন্নকে সমতা প্রাপ্ত করান। হৃদয়-দেশেই যেই আর্দ্র অগ্নি হইতে সর্ববর্তী এই সাত প্রকারের দীপ্তি নির্গত হইয়া থাকে অর্থাৎ রূপ-রসাদি বিষয়ের অমূর্ত্তিরূপ দর্শন-প্রবণাদিরূপ প্রকাশ প্রাণ দ্বারাই নিপ্পন্ন হইয়া থাকে।

“হৃদি হেব আত্মা; অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাপাং শতং শতমেকেকস্তাং দ্বাসপ্ততি-দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ী-সহস্রাণি ভাবত্যাহ্‌ ব্যানচরতি।”

“অধৈকর্যোক্তি উদানঃ পুণ্যেন পুণ্য-লোকং নয়তি, পাপেন পাপমুভাত্যামেব মনুষ্য-লোকম্‌।”

পদের সন্থ শাস্তিও দ্বারা পরিব্যাপ্ত হৃদয়াকাশে এই আত্মা অর্থাৎ আত্মস্বরূপ লিঙ্গরূপী জীবাশ্মা আছেন। এই হৃদয়ে একশত-একসংখ্যক প্রধান নাড়ী আছে, সেই এক একটি প্রধান নাড়ীতে একশত করিয়া বিভাগ আছে। পুনশ্চ সেই প্রত্যেক শাখা নাড়ীতে বায়ুস্তর হাজার নাড়ী আছে। আদিত্য-মণ্ডল হইতে নির্গত রশ্মিসমূহের দ্বারা হৃদয় হইতে সর্বাঙ্গব্যবগামী নাড়ী-সমূহ দ্বারা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া ব্যানবায়ু বর্তমান আছে। শরীরের সক্তি, স্বরূপ ও মন্থন এবং প্রাণবৃত্তির ও অপানবৃত্তির মধ্যে অর্থাৎ প্রাণাপানের সক্তি হলে ব্যানবায়ুর কার্য অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।

অনন্তর উদানবায়ু সেই যে একশত একটি নাড়ীর মধ্যে হুত্বা নামক একটি উর্দ্ধ-গামিনী নাড়ী,—তাহা দ্বারা উদানবায়ু উর্দ্ধগামী হইয়া পান্ডল হইতে মস্তক পর্যন্ত সর্বত্র বিচরণ করতঃ পুণ্য-বশতঃ পুণ্যালোকে আর পাপবশতঃ পাপ-লোকে লইয়া যায়, আর উভয় দ্বারা অর্থাৎ পুণ্য-পাপ উভয়ই সমানভাবে প্রধান হইলে তদ্বারা মনুষ্য লোক প্রাপ্ত করায়।

“যচ্চিন্ততেনৈব প্রাণমায়াত প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ।

সহাশ্বনা বধাসক্লিষ্টং নয়তি।”

মরণ-সময়ে জীবের চিত্ত যে বিষয়ে আশ্রিত থাকে, এই জীব সেই চিত্তের সহিত মুখ্য

প্রাণকে প্রাপ্ত হয়। মুখ্য প্রাণ আবার তেজোবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ উদানবৃত্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া পুণ্য ও পাপ-কর্ম্মম্বারা সেই ভোক্তাকে বধাসক্লিষ্ট লোকে লইয়া যায়।

“য এবং বিদ্যান্‌ প্রাণং বেদ, ন হস্ত প্রজা হীরতে অমৃতো ভবতি।”

যে বিদ্যান্‌ এই প্রকারে প্রাণকে জানে তাহার প্রজা কখনই বিচ্ছিন্ন হয় না অর্থাৎ বংশলোপ হয় না। তিনি নিজে অমৃতত্ব লাভ করেন।

“উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভূষকৈব পঞ্চমা।

অধ্যাত্মকৈব প্রাণস্ত বিজ্ঞানমৃতমমৃতম্‌।”

উপাসক প্রাণের উৎপত্তি অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে প্রাণও অমৃত, আয়তি অর্থাৎ মনের দ্বারা সম্পাদিত বর্মাধর্ম্ম ফলে এই শরীরে আগমন, স্থান—পান্থ ও উপহাদি স্থানে অবস্থান এবং বিভূষ অর্থাৎ সত্রাটের দ্বারা প্রাণের বৃত্তি-ভেদরূপী অপানাদি বায়ুকে পাঁচ প্রকারে স্থাপন এবং বাহ্য আদিত্যাদিরূপে এবং অধ্যাত্ম—চক্ষুদি আকারে অবস্থান। প্রাণকে এই প্রকারে জানিয়া জীব অমৃত ভোগ করেন।

“হৃদি কিক্‌ অগং সর্বং প্রাণ একতি নিঃসৃতম্‌” এই সমস্ত জাগতিক পদার্থ সমস্তই প্রাণ হইতে নিঃসৃত এবং প্রাণসত্তায় স্পন্দমান হইয়া থাকে। প্রাণসকল একই, সেই মুখ্য প্রাণ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াছেন। সেই বায়ুই স্বাস-প্রশ্বাসরূপে জীবের প্রাণ। স্বতন্ত্র স্বাস ততন্ত্র প্রাণ, ততন্ত্র স্বধ-স্বাদি ভোগ হয়। এই স্বাস-প্রশ্বাসরূপ চকল প্রাণের সাহায্যেই হির প্রাণে পৌছিতে পারা যায়। সেই হির প্রাণের ব্যক্তভাব এই স্বাস-প্রশ্বাস। তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলিয়াছেন—“নমস্তে বায়ো অমেব প্রত্যক্‌ ব্রহ্মসি”—বায়ু তোমাকে নমস্কার, তুমি প্রত্যক্‌ ব্রহ্মস্বরূপ। প্রাণশক্তি বধন স্থলরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন বায়ুরূপেই ইহার প্রকাশ হইয়া থাকে। আমাদের স্বাস-প্রশ্বাসই প্রাণের বাহ্য অভিব্যক্তি। তাই বাহ্যবায়ু অর্থাৎ স্বাস-প্রশ্বাস হির হইলেই বায়ুদেবতা মহাপ্রাণময়ী মহালক্ষ্মীর অস্তিত্ব ও আবির্ভাব বৃষ্টিতে পারা যায়। এই প্রাণশক্তিই বিশ্বের অন্তর বাহ্য বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছে। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পঞ্চ প্রাণবায়ু সেই বিশ্বাধার মহাপ্রাণ-শক্তিরই পঞ্চরূপ প্রবাহ মাত্র। স্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণন-ক্রিয়া সামান্ত বায়ুপ্রবাহ বলিয়া উপেক্ষার নহে, উহাই আমাদের জীবন। অধ্যাত্ম হির মহাপ্রাণেরই এই পঞ্চপ্রাণ বিকোভ-মাত্র। ইহারই দ্বারা এই স্থল শরীর বিদ্যুত রহিয়াছে। কিন্তু ইহার নক্ষলই সেই মহাশক্তিরই প্রকাশ বা তরঙ্গ-মাত্র। মহাশক্তি-প্রাণই আত্মা শক্তি বা মূল্য প্রকৃতি, তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও সমস্ত দেব শক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মাও ও তদ্ব্যাহ্য সমুদয় জীব ও বস্তু সেই প্রাণ-সমূহের বৃহৎ মাত্র। চণ্ডীতে এই মহাপ্রাণকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে—

“হেতুঃ সমস্তজগতাং জিওপাপি যৌকৈ-

ন জায়সে হরিহরাদিত্রিগুণায়া।

সর্বাশ্রয়াদিলাবিদ্য জগৎসংভূত-

ব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিত্বমাতা।”

তুমিই সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী ত্রিগুণা প্রকৃতি, তুমিই সমস্ত জগতের মূল কারণ। তথাপি রাসাদি দোষ বশতঃ তুমি পরিষ্কৃত হও না। তুমি হরিহরাদিরও ধ্যানের অগম্য। তুমি সর্বাশ্রয়া, অর্থাৎ বাহ্য কিছু তৎসমুদয়ই তোমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এই নিখিল ব্রহ্মও তোমারই অংশভূত, কিন্তু তুমি অব্যাকৃত পরমা (বাহ্য দ্বারা অবচ্ছেদনহীন পরমাখ্যা জীবভাবে অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন) আত্মা প্রকৃতি। এ চকল প্রাণ (অবিজ্ঞা) বাহ্যের কল্প এই সংসার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সেই প্রাণ, সাধনের দ্বারা স্থির হইলে, সমস্ত ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি একে মিলিত হয়, তখন বাহ্য হইতে এই সমস্তের উৎপত্তি, সেই সমস্ত এক পদ্য প্রকৃতির মধ্যে মিলিয়া এক হইয়া যায়। সেই নিগন স্থানই সর্গশক্তির কারণ, তিনিই ব্রহ্ম। যে কেহ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পরাবস্থায় আটকাইয়া থাকে, সেই এই মহাপ্রাণের সন্ধান পাইবে এবং সে তখন অক্ষর ব্রহ্মকে জানিয়া সর্বত্র হয় এবং তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। নিরন্তর প্রাণের সাধনা করিলেই এইরূপ আটকানো অবস্থা লাভ হয়, ইহাই অবকল্পরূপ। এই অবস্থায় মনের বৃত্তি তিরোহিত হওয়ার মন পরমানন্দে মগ্ন হইয়া পরমানন্দরূপ আত্মাই হইয়া যায়। বাহ্যের সত্ত্ব এই প্রাণকার্যে ব্যাগৃত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করে অর্থাৎ তাঁহার সমীপস্থ হইতে চায়, তাহার তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করে, তাঁহাতে তন্ময়তা লাভ করিয়া তাহাই হইয়া যায়—ইহাই ব্যক্তের বা প্রাণের (স্বাস-প্রশ্বাসের) উপাসনার রূপ। এই সকল সাধকগণ ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করেন।

দ্বিতীয় উপায় কূটস্থের উপাসনা—অব্যক্তের উপাসনা। বাহ্য বোনি-মুদ্রার সাহায্যে যোগীন্দের লাভ হইয়া থাকে। কূটস্থ অব্যক্ত এই জন্ত যে,—তাহা সকল জীবের মধ্যেই রহিয়াছে বটে, কিন্তু আচ্ছাদিতভাবে রহিয়াছে। বাহির হইতে প্রাণ বা স্বাসকে যেমন উপলব্ধি করা যায়, ইহা সেরূপভাবে উপলব্ধ্য নহে। বাহ্য ব্যক্ত নহে—অথচ বাহ্য না থাকিলে কিছু থাকেও না আবার বাহ্যকে ধরা ছোঁয়াও যায় না—বাহ্য অতীন্দ্রিয় অথচ বায়বীয়, তাহাই কূটস্থ ব্রহ্মের রূপ।

“হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজঃ ব্রহ্ম নিষ্কলম্।

তচ্ছূদ্রং জ্যোতির্বাং জ্যোতিস্তত্ত্বদানুবিদো বিদুঃ ॥”

ব্রহ্মোদোষরহিত ও কলাশূন্য ব্রহ্ম জ্যোতির্ময় পরমকোষে (স্থানে) অবস্থিত আছেন। তিনি শুদ্ধ, তিনি জ্যোতিরও জ্যোতিঃ—আত্মবিদগণ বাহ্যকে জানেন।

কিন্তু এই কূটস্থ ব্রহ্ম যে আবৃত বা আচ্ছাদিত—অর্থাৎ এই চক্ষুতে দেখা যায় না, তাহা কে বলিল? তাহার প্রমাণ ঈশোপনিষদে আছে—

“হিরণ্ময়েন পাজ্জেন সত্যতাপিহিতঃ সুখম্।

তৎ স্বং পুষ্পপাবুণু সত্যধন্দ্রায় দৃষ্টয়ে ॥”

হে পূবন্! (অগণ্যোপাধক) হিরণ্ময় অর্থাৎ জ্যোতির্ময় পাজ্জারা সেই সত্যরূপ ব্রহ্মের উপলব্ধির পথ আবৃত হইয়া আছে; তুমি তাহা অগন্য কর; তোমার উপাসনার ও ধর্মের সেবার আমি সত্য ধর্ম লাভ করিয়াছি, বাহ্যতে আমি সত্য ও আত্মরূপ তোমার রূপ দর্শন করিতে পারি, তাই সেই হিরণ্ময় পাজ্জের আচরণ উল্লুপ্ত করিয়া দাও।

মধ্যাবেশে মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাংস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২

পরমাখ্যার এই জ্যোতির্ময় রূপ দেহাবরণের অভ্যন্তরে হুগুপ্ত আছে। শুষ্ক-রূপায় সাধনদ্বারা সেই দ্বার খুলিয়া দায়, কূটস্থের সেই পরম জ্যোতির্ময় রূপ দেখা যায়।

এখন অর্জুনের প্রশ্ন—এই দুইটী উপায়ের কোনটী সমধিক লুপম, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও ॥ ১

অশ্বত্থ। শ্রীগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)। ময়ি (আমাতে) মনঃ আবেশ্ত (মন সংস্থাপিত করিয়া) নিত্যযুক্তাঃ (নিত্য যোগাভিলাষী হইয়া অর্থাৎ সত্ত্ব উভোগশীল হইয়া) পরয়া শ্রদ্ধয়া (পরম শ্রদ্ধার) উপেতাঃ (যুক্ত হইয়া) যে (বাহ্যের) মাং উপাসতে (আমাকে উপাসনা করে বা চিন্তা করিয়া থাকে), তে (তাহারা) যুক্ততমাঃ (যুক্ততম), মে মতাঃ (আমার মতে) ॥ ২

শ্রীশঙ্কর। তত্র প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠা ইতি উত্তরঃ শ্রীভগবানুবাচ—ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে সর্গজ্ঞাদিগুণবিশিষ্টে। মন আবেশ্ত একাগ্রং কৃৎস্না। নিত্যযুক্তা মদর্শকস্বামুষ্ঠানাদিনা ময়ীষ্ঠাঃ সত্ত্বঃ শ্রেষ্ঠা যুক্তা যে মাং আরাধয়ন্তি তে যুক্ততমা অভিমতাঃ ॥ ২

বঙ্গানুবাদ। [তন্মধ্যে বাহ্যের প্রথম (অর্থাৎ সত্ত্ব উপাসক) তাঁহার শ্রেষ্ঠ ইহাই ভগবানের উত্তর—] সর্গজ্ঞাদিগুণবিশিষ্ট পরমেশ্বর যে আমি—সেই আমাতে মন একাগ্র করিয়া মদর্শক স্বামুষ্ঠান দ্বারা “ময়ীষ্ঠা” হইয়া শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বাহ্যের আমার আরাধনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম ॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। কূটস্থের দ্বারায় অনুভব হইতেছে :—ক্রিয়ার পর মন আবেশ কর—স্থিতি পূর্বক নিত্য আটকে থেক—উপাসনা করে—সে জ্যোদা আটকে থাকে সেই ভাল।—পণ্ডিতেরা সত্ত্ব নিষ্ঠুর বা সাকার নিরাকারের উপাসনা লইয়া এখানে বড় গুণগোল করিয়াছেন। বাহ্য নিষ্ঠুর বাহ্য অনির্দেশ্য তাহার উপাসনা হয় না। নিষ্ঠুর নিরাকারের উপাসনায় কি মনে ভাবিবে বল? বাহ্যই তাঁহাকে বল, অগ্নীমই বল আর অনন্তই বল, আমার মুখের কথায় তাঁহার গুণরহিত অধস্তার নাগাল পাওয়া যাইবে না। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি লইয়াই তো আমাদের দোড়। ইহার বস্তই বড় বড় কথা উচ্চারণ করুক, মন-বুদ্ধির সাধ্য নাই—তাঁহাকে নির্দেশ করে। ‘বতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ’—বাহ্যকে লাভ করিতে গিয়া বাক্য মনের সহিত ফিরিয়া আসে—তিনি কি তাহারও ক্রিয়ার গম্য হইতে পারেন? তবে একটা বড় জিনিষের—যেমন আকাশ বা সমুদ্রের সবটী দেখা সম্ভব না হইলেও যেমন তাহা দেখিলেই—উহার যে আমার ইন্দ্রিয় জ্ঞান-সীমার বাহিরে—তাঁহা বুদ্ধি আমাদের দিকে বুঝাইয়া দেয়—এই পর্য্যন্ত। সুতরাং একটা বিশাল বস্তুকেই ধর্ম আমার ধারণা করিতে পারি না, তখন অচিন্ত্য বৃহৎ ব্রহ্মবস্তুকে কিরূপে চিন্তা করিব? সুতরাং বাহ্য ধ্যানের বিষয় নহে, তৎসম্বন্ধে চিন্তা বা ধ্যানের উপদেশ

দেওয়া যাইতে পারে না। কোন শাস্ত্রে বা ভগবানও সে উপদেশ দেন নাই। 'সালঙ্ঘনানিত্যং নিয়ালম্ব্য শূন্যতা'—অবলম্বনযুক্ত অর্থাৎ শাকার ধ্যানমাত্রই অনিত্য, বাহ্য আছে, তাহা যাইবেই—এই মনে করিয়া যদি নিয়ালম্বের ধ্যান কর, তবে তাহাও কেবল শূন্যের ধ্যান হইয়া থাকে; উভয়তঃই দোষ রহিয়াছে। প্রপঞ্চোপশম ভূমীয়াবস্থা অব্যবহার্য আর বাহ্য ব্যবহার্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-মনের বিষয় তাহা প্রপঞ্চ বা মায়িক। সুতরাং নানারূপ আবেগ ভাবোণ বলিলেও ব্রহ্ম আমাদের বোধের বিষয় হন না। ইহাকে জানিতে হইলে কি করিতে হইবে? “কশিচ্ছীরঃ প্রত্যগাখ্যানমৈকদ্যবৃত্তচক্ষুরমৃতধর্মিচ্ছন”—কোন কোন বিবেকী পুরুষ নিজের নিত্যসিদ্ধ স্বভাব বা স্বরূপ পাইবার ইচ্ছায় প্রত্যগাখ্যাকে দর্শন করেন। কিরূপ বীর্যবান? অর্থাৎ বাহ্য ইন্দ্রিয়-সমূহ সর্ববিষয় হইতে প্রত্যাহত হইয়াছে।

ইহাতেই বুঝা যাইতেছে,—জীবের একটি নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ রহিয়াছে, বাহ্য জীব-দেহে আচ্ছন্ন চৈতন্যরূপে একত্রিত এবং বাহ্য ব্যাপক, তাহাকে দেখা যায় (কিন্তু এই চক্ষু দ্বারা নহে) যদি জীব বিবেকী অর্থাৎ বিষয়াসক্ত না হয় এবং বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয় হইতে সदा বিনিবৃত্ত সেই দেখিতে পায়।

একজ্ঞ দৃষ্টি শোষণ করা আবশ্যিক। দৃষ্টি শোষণ কিরূপে হয়? ‘যজ যজ মনো যান্তি ব্রহ্মলভ্য চিন্তনাম্’—মন যখন যে বস্তু গ্রহণ করিতে উদ্ভূত হয়, সেই বস্তু কেবল বস্তু মাত্র নহে, তাহা ব্রহ্মই—এই চিন্তা করিতে হইবে। এই চিন্তা করিতে করিতে বস্তুর রূপ-গুণ অর্থাৎ তাহার বাহ্য বিশেষণ তাহা আর নজরে পড়িবে না। নাম-রূপাদি বিশেষণ ভাবের বিচ্যুতি ঘটিলেই তাহা কেবল সম্ভারমাত্র বলিয়া বোধ হইবে। “সৎ” ব্রহ্মের প্রতীতি হইলে তখন তাহার নিকট তত্ত্বভাবও প্রসূতি হয়। এখন ভগবদ্বিষ্ণুরূপে বাহ্য জ্ঞান হইতেছে, সে সমস্তই তখন ভগবানের উপাধি বলিয়া মনে হয়, পরে এমন কি সেই সর্বজ্ঞকে ভগবৎরূপ বলিয়াই অহুতব হয়, ইহাই সাধকের বিধ্বংস দর্শন।

কিন্তু এ সমস্ত কথাই বাহিরের আলোচনা মাত্র। সাধকের প্রকৃতই বিধ্বংস দর্শন হয়, যেমন সীতার অর্জুনের হইয়াছিল বর্ণনা আছে। অবশ্য তাহা ‘ভগবান জনে কেহ দেখিবারে পায়।’ সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটিল উঠা ছরুহ। কিন্তু প্রাণায়াম ক্রিয়া মন দিয়া করিলে প্রত্যাহই একটু একটু মনটা আটকাইয়া যায়, আর যেন মনের সে অদম্য চাকলা কমিয়া আসে। অদম্য বৈশিষ্ট্য হইয়া কিছুকালের জন্য থাকিতে পারে—কিন্তু তাহার সাধনার বস্তু জোর বাড়ি, মনকে নির্বিট করিয়া সে সাধনা করে এবং বহুক্ষণ ধরিয়া প্রত্যাহ নিরমিত ভাবে করে, ততই সেই আটকাইয়া থাকা ভাবের স্থিতিকালটি তাহার বাড়িয়া যায়। তাহার ইন্দ্রিয়-সমূহ ও মন সর্বপ্রকার বিবর্ত-চিন্তা হইতে বিরত হইয়া স্থিররূপ ধারণ করে। মনের এইরূপ প্রত্যাহার বশতঃ উচ্চরূপ অবস্থা বাহ্য অস্তিত্বহীন ভাবে বুদ্ধিলাভ করে, সে পরম শান্তি-পদ লাভ করে। অল্প চেষ্টার ফলেও যে স্থিতিটুকু লাভ হয়, তাহাও বড় শান্তিপ্রদ আনন্দপ্রদ অবস্থা। সুতরাং তাহার সহিত বোগবৃত্ত হইবার ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর্যাবসায় বস্তু এমন ক্ষুদ্রতর উপায় আর হইতে পারে না। এই জ্ঞান ভগবান এই উপায়টিকেই এই শরণাগত ভাবটিকেই মুক্ততম বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন।

যে অক্ষরমনির্দেশমব্যক্তং পর্যাপাসতে।

সর্বত্রগমতিস্ত্যং চ কূটস্থমচলাং প্রবৃত্তম্ ॥ ৩

সংনিয়মোদ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪

এই উপায়টিকে শরণাগত ভাব কিরূপে বলা যাইতে পারে? চিন্তের বৃত্তি-প্রবাহ নিরত সঞ্চরণশীল, উদারই যেন জীবের জন্ম-জন্মান্তর-ব্যাপী ক্রেশ হইয়া থাকে। মনের এই বিক্ষেপ ও আবরণ-শক্তি দ্বারাই জীব নিজেকে ভুলিয়া বিষয়ের পানে ছুটছুটি করিয়া বেড়ায়। এই সকল ক্রেশের মূল-বীজ প্রাণের মধ্যে নিহিত থাকে। কোনরূপ সঙ্কেত বা উত্তেজনা পাইলেই প্রাণের প্রবাহ অস্বাভাবিকরূপে বেগবৃত্ত হয়। প্রাণের সেই স্পন্দিত ভাবই মন রূপে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। এই ঋণের প্রতি লক্ষ্য করিলে বা প্রাণায়াম-পরায়ণ হইলেই স্বাধ-প্রথমে সমতা আসে, তখন মনের চাকলাও দূরীভূত হয়। এইভাবে মন বিষয়মুখী না হইয়া আত্মমুখী হয়। মনের এই আত্মমুখ ভাবের নামই “শরণাগতি।” এই শরণাগতি ভাব বস্তুই বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ততই নান প্রকাশ পাইতে থাকে। নামের প্রকাশের সহিত মন আনন্দে মগ্ন হইয়া জগৎ ভুলিয়া যায়। তখন শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-ধ্বনি দ্বারা অপহৃত-চিত্তা গোপিকায়া যেমন সর্বত্র উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইয়াছিল, সেইরূপ যোগীর চিত্ত বেণু-নাদে মোহিত হইয়া পরম স্থিররূপ পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া যায়। এইজ্ঞ ক্রিয়াই প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্মবিজ্ঞা, ইহার দ্বারাই প্রকৃত আত্মজ্ঞান হয়। আর সমস্তই অবিজ্ঞা, উহানের দ্বারা অতীন্দ্রিয় কোন কিছু জানা যায় না। এই সাধনা করিতে করিতে বীর্য অর্থাৎ ভিতরের বল হয়, সেই বলই ইচ্ছারহিত ও কামনারহিত অবস্থা। এই ব্রহ্মবীৰ্য্য বাহ্য যত বাড়িবে সে ততই অমৃতপদকে পাইতে থাকিবে। ক্রমে সেই পদে থাকিতে থাকিতে সাধক ভক্ত্যর্থং ব্রহ্মরূপ হইয়া যাইবে ॥ ২

অপ্রজ্ঞঃ। যে ভূ (কিন্তু বাহ্যর) অনির্দেশম্ (ইহা এই—এইরূপ নির্দেশের অযোগ্য) অব্যক্তম্ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ রূপাদিবিহীন) সর্বত্রগম্ (সর্বত্র বিস্তারমান) অচিন্ত্যম্ (মনের অবিস্মরণীয় বা অগোচর) কূটস্থং (বাহ্য মিথ্যা হইলেও সত্যরূপে প্রতীয়মান হয় তাহাই কূট, সেই কূটে যিনি অবস্থিত অর্থাৎ মায়াময় জগতের অধিষ্ঠাতারূপে অবস্থিত) অচল (স্থির নির্বিকার) চ প্রবৃত্তং (শান্ত, হ্রাসবুদ্ধিহীন নিত্য) অক্ষরম্ (নির্কিংশ ব্রহ্মকে) পর্যাপাসতে (উপাসনা করে) ॥ ৩

অপ্রজ্ঞঃ। ইন্দ্রিয়গ্রামং সংনিয়ম্য (ইন্দ্রিয়গণকে সম্যক সংযত করিয়া) সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ (সর্বত্র সম অর্থাৎ ব্রহ্মবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া) সর্বভূত হিতে রতাঃ (সর্ব জীবের মঙ্গলার্থ নিবৃত্ত) তে (তাহারা) নাম্ এব (আমাকেই) প্রাপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৪

শ্রীকৃষ্ণঃ। তর্হি ইতরে কিং ন শ্রেষ্ঠা ইতি? অত আহ—যে স্থিতি দ্বাতাম্। যে ভূ অক্ষরঃ পর্যাপাসতে ধ্যায়ন্তি তেহপি মামেব প্রাপ্নুবন্তি ইতি দ্বয়োঃ অর্থঃ। অক্ষরঃ

লক্ষণ—অনির্দেশ্য ইত্যাদি। অনির্দেশ্যশব্দে নির্দেশ্য অশক্য। যতঃ অব্যক্ত রূপাদিহীন। সর্বত্রগং সর্বব্যাপি। অব্যক্তবাদেব অচিন্ত্য। কূটস্থ কূটে মাদ্রাপ্রপঞ্চে অধিষ্ঠানম্ভেন অবস্থিত। অচলং স্পন্দনরহিত। অতএব ব্রহ্ম নিত্যং ব্রহ্মাদিরহিত। স্পষ্টমন্তঃ ৪—৪

অচলং স্পন্দনরহিত। [তবে কি অপর অর্থাৎ নিষ্ঠুরোপাসকেরা শ্রেষ্ঠ নহেন? এতদ্বর্থে ছইট শ্লোকে বলিতেছেন—] বাঁহারা অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন অর্থাৎ ধ্যান করেন তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হন (এইরূপে ছই শ্লোকে অর্থ)। অক্ষরের লক্ষণ বলিতেছেন—অনির্দেশ্য ইত্যাদি। অনির্দেশ্য শব্দের অর্থ—বাহ্য নির্দেশ করিতে পারা যায় না। যেহেতু তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ রূপাদিহীন; সর্বত্রগং অর্থাৎ সর্বব্যাপী; অব্যক্ত বলিয়া অচিন্ত্য। কূটস্থ—কূটে অর্থাৎ মাদ্রা-প্রপঞ্চে অধিষ্ঠানরূপে অবস্থিত; অচল অর্থাৎ স্পন্দনরহিত, অতএব ব্রহ্ম—নিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরহিত। অপরাংশ স্পষ্ট ৪—৪

আশ্রয়ত্বম্ভিহা। যে কেহ কূটস্থেতে থাকে—যেখানে যায় সেইখানেই কূটস্থকে দেখে এবং সকল বিষয়েরই অচিন্ত্য ব্রহ্মকে কূটস্থরূপে চিন্তা করে—স্থির হইয়া নিশ্চিতরূপে।

ইন্দ্রিয় সকলকে নিঃশেষরূপে সংযমন করে সকলকে সমান রেখে—দেখে—বুঝি স্থির করে—সে আমাকে পায় নিশ্চয় এবং সে সকল ভূতের ভাল বাহাতে হয় অর্থাৎ ক্রিয়া ব'লে দেয়—ইহাতেই তাহার মন সর্বদা থাকে।—সকল মাদ্রদের চিত্ত তো এক রকমের নহে, সেই জন্য সাধা বস্ত এক হইলেও সাধনার প্রণালীর কিছু কিছু পার্থক্য হওয়াই স্বাভাবিক। প্রথমতঃ দেখা যায়—কাহারও চিত্ত সহজেই দ্রবীভূত হয়, কাহারও বা হয় না। কেহ বা সংসারে ভোগ্য বস্ত্র সমূহ লইয়া উন্মত্ত, কাহারও চিত্ত আবার মোটেই ভোগ-প্রবণ নহে। কাহারও চিত্ত বৃত্তি অত্যন্ত বিক্ষেপযুক্ত, কাহারও চিত্ত বেশ স্থির। কেহ ভগবানকে সর্বরূপে দেখিয়া আনন্দে উৎকুল হয়, কেহ সর্বের মধ্যে সেই একমাত্র নস্তাকে বৃত্তিতে পারিয়া সন্তুষ্ট হইয়া যায়। কেহ সহজেই বিশ্বাস করে, কেহ বিচার করিয়া তবে গ্রহণ করিতে চায়। এই সমস্ত বিবিধ সংস্কার চিত্তের মধ্যে থাকে।

পূর্ব সংস্কার বা সাধনাভ্যাস বশতঃ যিনি কর্মফলে ও ভোগাদিতে বিরক্ত, তাঁহার পক্ষে জ্ঞান-যোগই অমুকুল পন্থা। “নির্কিঙ্করান্ জ্ঞান-যোগো ভ্রাসিনামিহ কর্মসু।” এইরূপ প্রকৃতি বাঁহাদের তাঁহাদের সাধনাই জ্ঞানপথ।

“বদারস্তেবু নির্কিঙ্করঃ বিরক্তঃ সংযতেজিয়ঃ।

অভ্যাসেনাশ্রনো বোগী ধারয়েদচলং মনঃ।”

যখন বোগী কর্মেতে নির্কিঙ্কর এবং তৎফলে বিরক্ত হন, তখন তাঁহাকে সংযতেজিয় হইয়া আশ্রয়ভোগ দ্বারা মন বাহাতে অচল হয়, মনকে সেইরূপ ধারণাভ্যাস করাইতে হইবে। কারণ মন থাকিলেই তাহাতে কোন না কোন বাসনার চেষ্টা উঠিতে থাকিবে। এই জন্য

তাঁহাকে প্রাণ-নিরোধের চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ ইচ্ছা থাকিলেও ভোগেচ্ছা ভাগ বা কামনা ভাগ করা সহজ নহে, বতক্ষণ মন আছে। প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণের নিরোধ হইলেই মন নিরুদ্ধ হইবে। তখন যে অপূর্ণ ধ্যানাবস্থা আসিবে, তাহাতে ধ্যান ও ধ্যেয় এক হইয়া যাইবে। আমি ও পরমানন্দস্বরূপ যে আত্মা—সাধক বাহাকে চান—সেই ধ্যেয়-স্বরূপের সহিত বতক্ষণ সাধক একাত্মতা লাভ না করেন, ততক্ষণ সাধনার প্রবাহকে বন্ধ করিলে চলিবে না। কূটস্থ সাক্ষিস্বরূপ যিনি, তিনি মনের অগোচর, মন জীবিত থাকিতে তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় না। ক্রিয়ার পরাবস্থায় মন থাকে না। এই অবস্থা বাঁহার হয়—তিনি সত্ত্ব মুক্ত। কিন্তু এ অবস্থা লাভ হইবে না—মন বতক্ষণ বর্তমান থাকিবে। সেই মন প্রাণায়ামের দ্বারা নিরুদ্ধ হইলেই দেহাতীত অবস্থা লাভ হয় তখনই মুক্তি কি বুঝা যাইতে পারে। তাই ব্যক্ত যে প্রাণ—তাঁহার উপাসনার যে স্থিতি লাভ হয়, তাহাতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত ছইপ্রকার অবস্থাই লাভ হয়। অর্থাৎ সামান্ত স্থিরতা ও স্থিরতার পরাকাষ্ঠা দুই-ই লাভ হয়। সামান্ত স্থিরতা হইলে কল্পনা একেবারে মিটিয়া যায় না। স্ততরাং পূর্ব বৈরাগ্য ভাব আসে না, তখনও ভোগেচ্ছা থাকিয়া যায়—সেইজন্য তখন মনে যে সকলের উদয় হয় এবং তাহার যে সিদ্ধি—এই অবস্থায় স্থিত সাধকই ব্যক্তের উপাসক—ইহাই মূর্ত্যোপাসনা। আবার যখন স্থিরতার পরাকাষ্ঠা লাভ হয়, মনে কোন বৃত্তির উদয় হয় না এবং তাহা দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে যখন নাম-রূপ সব ভুল হইয়া যায়, তখন সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, লাভ-অলাভ, কিছুই থাকে না; ইহাই অমূর্তের উপাসনা। এই কথাগুলি আরও একটু ভাল করিয়া বলিতেছি।

আমরা জগতে সকল সময়েই যে সব অসংখ্য বস্তুর রূপ দর্শন করি, তাহা বাস্তবিকই আমাদের চিত্ত হইতে পৃথক কোন বস্ত্র নহে। এ সব বস্ত্রগুলি চিত্তেরই তাৎকালিক অবস্থা মাত্র। বাহিরের বস্ত্রগুলি চিত্তেরই বদীভূত অবস্থামাত্র (চিত্ত প্রাণেরই স্পন্দন মাত্র)। চিত্তের এই ঘন ভাব বা জড় ভাব না কাটিলে চিত্ত প্রকৃতপক্ষে অস্তমুখ হইতে পারে না। চিত্ত অস্তমুখ না হইলে ধ্যানাবস্থা লাভ হয় না। ধ্যান গভীর হইলে চিত্ত জীর্ণবৃত্তি হইয়া—যে চাকলা-রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই যোগদর্শনে “সমাপত্তি” বলিয়া থাকেন। চিত্তের এই যে তমুতা, ইহা হইলেই চিত্ত গগনোপম হইয়া যায়, তখন চিত্ত হইতে জড়ত্বের মল অগ্নিত হয়—এক চিত্তে চিত্ত-ভাব পরিস্ফুট হইতে থাকে। এই প্রকার চিত্তই ভগবদ্ধ্যানের যোগ্যতা লাভ করে। দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব পড়ে, সেইরূপ চিত্ত-এর মধ্যে বস্ত্র প্রতিবিম্বিত হইলে চিত্ত তৎস্বরূপতা লাভ করে, তখনই তাহাকে আমরা চিত্ত বলি। বাহাই হউক পূর্বকথিত সমাপত্তির সবিভকতা ও নির্বিভকতা এবং সবিভকতা ও নির্বিভকতা ভেদে চারি প্রকারের ভেদ হয়। এক্ষণে ‘সবিভকতা’ কি তাহাই বলি। সমাপত্তি—যখন শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এই ত্রিবিধ বিকল্প দ্বারা সঙ্গীত থাকে, তখনই তাহাকে ‘সবিভকতা’ বলা হয়। যখন ‘অর্থ’ একটি শব্দ, অর্থ শব্দের অর্থ সেই নামীয় পদ বিশেষ এবং অর্থ-বিষয়ক যে জ্ঞান—ইহারা যদিও প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, তথাপি ‘অর্থ’ শব্দ উচ্চারণ করিলে ঐ তিনটি অভিন্ন ভাবেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞান একাত্মই স্বতন্ত্র বস্ত্র, প্রথম প্রথম শব্দ ও অর্থ দ্বারা সঙ্গীত না

হইয়া আপনাকে যেন প্রকাশ করিতে পারিতেছে না মনে হয়। জ্ঞানকে ধরিতে হইলেই, যেন কোন শব্দকে ও তাহার অর্থকে আশ্রয় করিতে হইবে, এ দুইটি না হইলে যেন জ্ঞান থাকিতে পারে না। যোগীর নিকট এই ভাবটি যখন ধরা পড়িতে থাকে, তখনই তাহার সবিতর্কী সমাপত্তির অবস্থা। তাহার পর সাধকের নির্মিতর্কী সমাপত্তির অবস্থা আসে। যোগদর্শনে যে সম্বন্ধে এই সূত্র রহিয়াছে—

“স্বতি পরিত্ত্বো বরুপশূন্তেবার্থমাত্র নির্ভাশা নির্মিতর্কী।” (যোগদর্শন, সমাধিপাদ, ৪০ সূত্র)

সবিতর্ক হইতেই এই নির্মিতর্ক অবস্থা প্রাপ্তি হয়। তখন (১) স্বতি পরিত্ত্ব হইবে, (২) বরুপ শূন্তের মতন হইবে, (৩) আর অর্থ মাত্র নির্ভাশ হইবে। স্বতি বচনপরিপূর্ণ না হয় ততক্ষণ শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এই ত্রিবিধ বিকল্প দ্বারা স্বতি বা জ্ঞানের যে সঙ্গীতাব তাহা তিরোহিত হইয়া যায় না। তখন সমাপত্তি যে বিষয় নহিয়া হয়, সেই বিষয়ের শব্দ ও অর্থের স্বতি থাকে না, কেবল ধ্যেয় পদার্থের স্বতি থাকে। ইহাই স্বতির পরিত্ত্বি, এরূপ অবস্থার প্রকাশ হইলে তখন বরুপ শূন্তের মতন হয়। অর্থাৎ বরুপ যে আমি বা জ্ঞাতা তাহা শূন্তের মত হইয়া পড়ে, আমি ধ্যান করিতেছি—এ ভাবটিও থাকে না। তখন থাকে—“অর্থ মাত্র নির্ভাশ” অর্থাৎ কেবল বাহ্য ধ্যেয়—তাহাই সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের বিষয় হয়। ইহাই নির্মিতর্কী সমাপত্তি। এই অবস্থার শব্দ ও অর্থের স্বতি বা জ্ঞান থাকে না, ধাতার ও শূন্তবৎ অবস্থা হয়—তখনই ধ্যেয় পদার্থের সম্যক জ্ঞান লাভ হয়। প্রথমতঃ কোন একটা বিষয়কে জানিতে হইলে তিনটা ভাবেই বুঝিতে হয়। (১) গ্রহীতা—ইনিই পুরুষ—বাহ্যের সত্তার ও প্রকাশে সমস্ত বস্তুই প্রকাশ পায়। (২) গ্রহণ অর্থাৎ করণবর্ণ—বাহ্যের দ্বারা বিষয়-সমূহ গৃহীত হয়, আমাদের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি—এই সমস্ত করণবর্ণই গ্রহণ শব্দের লক্ষ্য। (৩) গ্রাহ—বাহ্য গৃহীত হয়—অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি।

চিত্ত স্ক্রিয়বৃত্তি হইলে এই তিনটির মধ্যে যখন যেটীতে থাকিবার ইচ্ছা হয়, ঠিক সেইটীতে থাকিবার যোগ্যতা লাভ হয়। পরে ধ্যেয় বস্তুর আকারে আকারিত হইয়া যায় ইহাই ধ্যানের একাগ্রভূমি,—ইহাকেই সমাপত্তি বলে। এখন কোন গ্রাহ-বিষয়ক সম্যক জ্ঞান-লাভ করিতে হইলে, সেই বিষয়টিকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে হইবে, এইরূপ চেষ্টা করিলে প্রথমে চিত্তের বিক্ষিপ্ততা চলিয়া যাইবে, থাকিবে ধ্যেয় পদার্থের নাম বা শব্দটী, সেই ধ্যেয় বস্তুর আকার এবং ধাতা। এক জ্ঞানই যেন এই ত্রিবিধভাবে প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া বোধ হইবে। “আমি”—ই সেই জ্ঞানস্বরূপ, অতএব বাহ্য কিছু সমস্তই “আমার বা আশ্রয়” প্রকাশ—এই বোধ হইবে। পরে এই যে ভাবনাময় ধাতৃত্ব তাহাও থাকে না—থাকে কেবল সেই বস্তুর আকার অবয়বাদি নহে—কেবল জ্ঞানময় সত্তা। গ্রাহবিষয়ে এইরূপ ধ্যানের ফলেই আর পদার্থমাত্রের কোন আসক্তি থাকে না, কারণ তখন এই বোধ হইয়া যায় যে, আমার বাহ্য আকাজিক বস্তু, তাহার পৃথক সত্তা কিছু নাই, তাহা কোন বস্তু নহে—তাহা কেবল জ্ঞানমাত্র। এইরূপ জ্ঞানের ফলেই পর-বৈরাগ্য লাভ হইয়া থাকে, অর্থাৎ আর কোন বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ থাকে না।

গ্রাহবিষয়ক সমাপত্তির দ্বারা গ্রহণবিষয়ক সমাপত্তি সবিচার্য ও নির্মিতর্কী ভেদে হই

প্রকার। গ্রহণবিষয়ক সমাপত্তিও শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানরূপ বিকল্পদ্বারা সঙ্গীর্ণ থাকিলে তাহাকে সবিচার্য বলে এবং স্বতি বিতৃদ্ধ হইলে যখন বরুপ শূন্তের দ্বারা হইয়া অর্থমাত্র নির্ভাশ হইতে থাকে—তাহাই নির্মিতর্কী।

গ্রাহবিষয়ক সমাপত্তি হইতে গ্রহণবিষয়ক সমাপত্তি হস্ততর, প্রথমে ইন্দ্রিয় পরে মন ও পরে বুদ্ধিকেই পর্য্যন্ত আসিলেই গ্রহণবিষয়ক সমাপত্তির পরিসমাপ্তি হয়।

গ্রহীতৃ-বিষয়ক সমাপত্তিই হস্ততর পরাকাষ্ঠা। গ্রহীতার হস্ততর অস্ত্রাত্মক হস্তবস্তুর মত নহে। ইহা অপেক্ষা হস্ততম বস্তু নাই, কোনরূপ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বিষয় নহে, এইজন্য তাহাকে “অজ্ঞেয়” বলা যায়। বুদ্ধির মধ্যে সমস্ত মালিন্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যাইলে, তখন যে সত্তা মাত্রই জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই প্রকৃত বোগ। তখন বুদ্ধি থাকিলেও তাহা শুদ্ধসত্তা বুদ্ধি, তাহাতে কোন অঙ্গন নাই। তখন সেই বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত আশ্রয় সহিত মিলিয়া এক হইয়া যায়। ইহাই শিবশক্তি সমরসত্তা—অর্জনাত্মিক অবস্থা। তাহাকে শুদ্ধা প্রকৃতিও বলা যায়, পুরুষের কোলে হুণ্টা প্রকৃতির পুরুষের সহিত তাদাত্ম্যভাবে-প্রাপ্ত ও বলা যাইতে পারে। এইরূপে বৈত হইতে অবৈত ভাবের মধ্যে সাধকের আসিতে হয়। “সর্বং ব্রহ্মেতি বস্তুস্ত-ভাবনা স হি মুক্তিতাক্”—সমস্তই ব্রহ্ম—ইহাই বাহ্য অস্ত্রভাবনা—তিনিই মুক্তিতাগী হন। এ-কেবল কথাবার্তা বা বিচারের দ্বারা বুদ্ধিতে চলিবে না। সেইরূপ হইতে হইবে, ইহাই অনির্দেশ্য ও অব্যক্তের উপাসনা, এ উপাসনা করিতে না পারিলে সাধনা সফল নহে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিরূপে মনের দ্বীনভূত অবস্থা হইতে বিকশিত হইতেছে, এবং কিরূপে ধ্যাননিষ্ঠ চিত্তের দ্বারা হস্তাত্মক হইয়া হস্ততম আশ্রয়কারে পর্য্যবসিত হইতেছে,—তাহা বুদ্ধিলেই অক্ষর উপাসনার বিষয় বুঝা যাইতে পারে। সত্ত্ব ও নিষ্ঠা পৃথক নহে। সত্ত্বই নিষ্ঠা হইতেছে, আবার নিষ্ঠাই সত্ত্ব হইতেছে। বিতৃদ্ধ চৈতন্য অবিচার্য অঙ্গনে অহরজিত হইলেই, তাহার নাম রূপ হয়। সাধনপ্রভাবে বিক্ষিপ্ত মন যখন নান্দ-রূপ ভুলিয়া জ্যোতিঃ-মাত্রের পর্য্যবসিত হয়, তখনই সাধক নিরাকারের পথে চলিতে থাকেন, যখন সেই জ্যোতিঃ কেবল একটি হস্তাত্মিক বিন্দুতে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া বিন্দুরূপ হইয়া যায়, তখনই তদ্বিকল্পের পরম পদ প্রকাশিত হয়, পরে তাহা চিদাকারে চিদাত্র অবস্থার অবস্থিত হইয়া চিত্তস্বরূপ হইয়া যায়—ইহাই পূর্ণ অব্যক্ত অবস্থা।*

এই অবস্থা প্রাপ্তি সাধকের দুইভাবে হইতে পারে। প্রথমতঃ ব্যক্ত আসের সাহচর্যে যনকে রাখিয়া,—ইহা সহজে লভ্য, এইজন্য এইরূপ সাধককে যুক্ততম ব্রহ্ম হইল, আর

* চিদাকাশই সমস্ত রূপের উদ্ভব ও বিলয় স্থান। এই পর্য্যন্ত সাকারের শেষ সীমা এবং নিরাকারের আরম্ভ-স্থান। সাধক অব্যক্ত কূটস্থ রূপ দর্শন করিতে করিতে পরে চিদাকাশ অন্বেষণ করেন। তৎপরে পরাবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিয়া “আমি ও আমার” বোধ-শূন্য হন। কিন্তু প্রাণাশ্রম দ্বারা একবারেই এই পরাবস্থার মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে পারা যায়। এই জন্যই ব্যক্ত ভাবের উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উদ্ভয়ের কল একই। (এস অঃ ৪র্থ স্কন্ধ)। বাহিরের দিক দিয়া কূটস্থ অব্যক্ত হইলেও উহা একতরপেক্ষ ব্যক্ত-রূপ, নচেৎ কূটস্থের জ্ঞান কিরূপে হয়? কিন্তু বাহিরের রূপাদির মত উহা পরিবর্তনশীল নহে, সকল অবস্থার উহা একরূপ। এই কূটস্থ দর্শন করিয়া কূটস্থে না থাকিতে পারিলে প্রকৃত অব্যক্তাবস্থা পাইতে বহু বিলম্ব হইয়া থাকে। কিন্তু ১৭২৮ বার বিতৃদ্ধ প্রাণাশ্রম দ্বারা যে ধ্যানাবস্থা প্রতিষ্ঠা হয় তাহাতেই সেই ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞান লাভ সহজ হয়।

ক্লেশৌহিকতরন্তেবামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গতির্হুং দেহবন্তিরবাধ্যতে ॥ ৫

যিনি তারকরূপ যোগের দ্বারা কুটস্থ লক্ষ্য করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে চাহেন, তাঁহার প্রাপ্তি শেষ পর্যন্ত এক হইলেও, পথের গহনতা কিছু অধিক। অর্থাৎ জ্যোতির্শব্দ কুটস্থ ভেদ করিয়া এবং বৃহৎ কুটস্থ ভেদ করিয়া বিন্দু, পরে নাদ বিন্দু ভেদ করিয়া তাঁহাকেও সেই চিন্তার অতীত হইয়া চিন্মাত্রে অবস্থান করিতে হইবে। ইহার সাধনাই এইজন্ত সেই চিন্তার অতীত হইয়া চিন্মাত্রে অবস্থান করিতে হইবে, পরে সেই অচিন্ত্য ব্রহ্মই যে কুটস্থরূপে প্রকাশিত—তাহা ভাবিতে হইবে।^১ ভাবিতে ভাবিতে তন্মহত্তা আসিলে যের ও ধাতার পরিজ্ঞান থাকিবে না, তখন আত্মাকার্যাকারিত চিত্ত মহাশূন্যে বিলীন হইয়া বাইবে। ইহাতে ইন্দ্রিয় সকলকে সংযম করিতে হইবে, যেন তাহার বাহিরের বিষয় গ্রহণ না করে; এইরূপে ইন্দ্রিয়সকল স্থির হইলে মনের তনুই অবস্থা লাভ হইবে, এবং তাহা হইতে চিন্মাত্ররূপ বৃত্তিতে প্রবেশ লাভ হইবে। তখন আর অন্তকে অন্ত মনে হইবে না, সকলকেই নিজ আত্মার স্বরূপ মনে হইবে। এই অবস্থা প্রাপ্ত সাধক যখন মনোমৈত্রী আত্মক্রিয়ায় অভাবে জীব যের বন্ধন-দশায় পতিত রহিয়াছে, তখন তিনি কৃপাপরবশ হইয়া সেই মায়-পাশজড়িত জীবকে ভর-রোগের ঔষধ যে ক্রিয়া—তাহার উপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁহার মন সদাসরুদা কুটস্থেতে থাকে, এইজন্ত সকলেতেই তাঁহার সমবৃত্তি হয়। “কুটস্থে থাকিলে অন্তদিকে মন যায় না, ইন্দ্রিয় সকল যুগ্ম হয় না। ইহারাই প্রকৃতপক্ষে সাধু। যে ক্রিয়া কাম তাহার আবু ও বুকি বৃদ্ধি হয়, আপনায় মত একটি লোক কুটস্থের মধ্যে দেখিতে পায় ও ক্রিয়াতে আটকাইয়া থাকে। হৃদয় স্থির হইয়া কুটস্থ দেখিলেই তাহাতে কত অশ্রুত বিষয় স্তুনিতে পাওয়া যায়, কত অজ্ঞাত বিষয় জানিতে পারা যায়। বাহ্য কখনও দেখে নাই, বাহ্য কখনও শুনে নাই, তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া, পরে অন্তান্ত লোকদিগকে ও বন্ধুজনকে উপদেশ দিবে। প্রাণায়ামাদি সাধনদ্বারা বিধিপূর্বক ভিন গ্রহি ভেদ করিতে পারিলেই প্রাণ হৃদয় আটকাইয়া থাকিবে।^২ ইহাই প্রকৃতপক্ষে সংযম, এইরূপ সংযমে যে অন্তান্ত তাহার বৃত্তি স্থির হয় এবং সে-ই আত্ম-সাক্ষ্যকার লাভ করে। এইরূপে জীবমুক্তি-অবস্থা লাভ করিয়া পরম শান্তি-পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৩—৪

অন্যত্র। তেবাং (সেই সকল) অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ (অব্যক্তাসক্তচিত্ত ব্যক্তি-গণের) অধিকতরঃ ক্লেশঃ (অধিকতর কষ্ট হয়), হি (যেহেতু) দেহবন্তিঃ (দেহাভিমাত্রী ব্যক্তিগণ কর্তৃক) অব্যক্তা গতিঃ (অব্যক্তব্রহ্মবিষয়িণী নিষ্ঠা) হুং অবাধ্যতে (হুং প্রাণ লাভ হইয়া থাকে) ॥ ৫

শ্রীভগবান্। নহু চ তেহপি আমেব প্রাপ্নুবন্তি তর্হি ইত্যেবাং যুক্ততমস্ব কৃতঃ—ইতি অপেক্ষায়াঃ ক্লেশাক্রমকৃতং বিশেষমাহ—ক্লেশ ইতি ত্রিভিঃ। অব্যক্তে নির্বিশেষে অক্ষরে আসক্তং চেতো যোবাং তেবাং ক্লেশঃ অধিকতরঃ; হি ব্রহ্মাৎ অব্যক্তবিষয়া গতিঃ নিষ্ঠা

দেহাভিমাত্রীভিঃ হুং প্রাণ লাভে এবং অবাধ্যতে। দেহাভিমাত্রীনাং নিত্যং প্রত্যক-প্রবণত্বং হৃদয়াদিভিঃ ভাবঃ ॥ ৫

অন্যত্র। [তাহার্য্য (নিষ্ঠা) পাশকরণ) যদি ভোমাকে প্রাপ্ত হন, তবে ইত্যের (অর্থাৎ পাশকরণের) যুক্ততমস্ব ক্লেশে সন্তব হয়? এই প্রশ্নের ক্লেশ ও অক্লেশজনিত পার্থক্য নির্দেশ করিতেছেন—] অব্যক্তে অর্থাৎ নির্বিশেষে অক্ষরে বাহাদের চিত্ত আসক্ত তাহাদের ক্লেশ অধিকতর। যেহেতু অব্যক্তবিষয়ক যে নিষ্ঠা তাহা দেহাভিমাত্রী ব্যক্তিদের হুং প্রাণ লাভ হয়। দেহাভিমাত্রীগণের নিত্য প্রত্যক-প্রবণতা হৃদয় সেই হেতু ইহা ক্লেশকর। হুং প্রাণ লাভে বাহাদের আত্মবৃত্তি প্রবল তাহাদের মানসিক বৃত্তি প্রত্যক চৈতন্যে বৃত্ত হওয়া অতীব দুর্ঘট।] ॥ ৫

আত্মজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। যে কেহ কুটস্থেতে না থাকে তাহার অত্যন্ত ক্লেশ হয়—কারণ অব্যক্তব্রহ্ম হুং প্রাণ লাভে দেহীরা পায়।—বাহাদের চিত্ত অত্যন্ত ভোগাসক্ত তাহার্য্য কুটস্থে চিত্ত সমাধান করিতে পারে না, তাহাদের চিত্ত দেহ ও দেহের ভোগের দিকে পড়িয়া থাকে, এরূপ চিত্ত লইয়া যদি সাধন করা যায়, তাহা হইলে চিত্ত যে কোন দিনই স্থির হইবে না—তাঁহা নহে, তবে স্থির হইতে বহুদিন ও বহু চেষ্টা লাগিবে এবং বহু ক্লেশে সে স্থিরতার আবাদ পাইবে। ঐহিক ভোগাদিতে নির্বিশেষিত হওয়াও খুব দুর্ঘট, বাহাদের পূর্ন পূর্ন জন্মের সাধন-সংস্কার বশতঃ বিষয়াদিতে আসক্তি কম থাকে, তাহাদের চিত্ত শীঘ্রই একনিষ্ঠ ও ধ্যানপ্রবণ হয়, সেই চিত্তে যোগলাভ অতি সহজ হয় কিন্তু বাহাদের দেহাদিতে বর্ণে আসক্তি আছে, অথচ সাধন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে বা ধ্যানী হইতে চাহে, তাদের চেষ্টা বিফল হইবে না, তবে সে অবস্থা পাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। এইজন্ত ভগবান্ “দেহবন্তিঃ” এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। বাহার্য্য কুটস্থে মন রাখিয়া ধ্যানস্থ হইয়া দেহ ভুলিয়া যায়, তাহাদের জন্মান্তরীণ সংস্কার ভাল, এরূপ ব্যক্তির পক্ষে অব্যক্ত ব্রহ্মে প্রবেশ লাভ করা কিছুই দুষ্কর নহে; কিন্তু বাহাদের কোনরূপে অব্যক্ত বিষয়ে আসক্তি হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু মন হইতে বিষয়াসক্তি অথবা ইন্দ্রিয়দের বিষয়-বিচরণ হ্রাস হয় নাই, তাহাদের অব্যক্তাবস্থার প্রতি লোভ থাকিলেও তন্মধ্যে প্রবেশ তাহাদের পক্ষে সুকর সহ্যে। চিত্ত-বিক্ষেপক ইন্দ্রিয়গণ বাহাদের অতিমাত্রায় প্রবল, তাহাদের পক্ষে যোগ-ভ্যাস সহজ নহে। গুরু-কৃপায় যদিও কুটস্থের কিছু জ্ঞান-লাভ করিয়াও থাকে, কিন্তু পূর্ন-সংস্কার বা অভ্যাস বশতঃ বাহাদের চিত্ত তাদৃশ অন্তর্মুখ নহে, তাহাদের অব্যক্তাবস্থা লাভ করিতে বহু বিলম্ব ঘটে। “চক্ষু মনের আশ্রয় স্থির মন, গেই স্থির মনে মনকে লয় করিলে ব্রহ্মপদ লাভ হয়। ইহা বিচার করিয়া বুঝিলেও বুঝা যায় না। প্রাণায়ামের সংযমের দ্বারা যিনি স্থির হইয়াছেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারিবেন। তখন তিনি ক্র-মধ্যে তাকাইলেই ঐকার্য্য জানি স্তুনিতে পাইবেন। পরে প্রকাশে মন বাইবে অর্থাৎ মন বত বাহ বিষয় ভুলিয়া অন্তর্মুখ হইবে, ততই ভগবানের বিবিধ প্রকাশ-শক্তি বিষয় অবগত হইবে। সেই মনেতে মন লয় হইলে ব্রহ্মপদ হয়, তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, এই অবস্থা

যে তু সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংশ্রুত মৎপর্যঃ।
অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬

সৰ্বদা থাকিলে আর কিছুই উপলব্ধি হইবে না। ইহাই ক্রিয়ার পরাবস্থা, ইহা এক বিচ্ছিন্ন দশা বাহ্য সাধকের হইয়া থাকে, তাহার কথা মুখে কিন্তু কিছু বলা যায় না। আশ্রয়নাতে মরণ। থাকিলে যেমন স্বরূপদর্শন হয় না, সেইরূপ যন অন্তরিকে বাইলে আশ্রয়পের দর্শন হয় না। এই ভজ্যই নিয়ম করিয়া ক্রিয়া করিতে হয়, ক্রিয়া করিলে ক্রিয়ার পরাবস্থায় বৃদ্ধি হির থাকে এবং তৎসঙ্গে কৰ্ম্মেরোত্তরোত্তর হইয়া থাকে। ‘ভক্তিযোগে’ পরম পদং সদা গুণতি সুরঃ। দিবীং চক্ষুরাতঃ—সেই বিকৃত পরম পদই ক্রিয়ার পরাবস্থা বা ব্রহ্মপদ—বাহ্য মস্তকে বাহু সদা থাকে, সে কূটস্থ ব্রহ্মকে আকাশের স্তায় চক্ষুর প্রকাশ রূপে দেখিতে পায় এবং দেখিতে দেখিতে পরব্যোম মহাকাশ ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপক বলিয়া বোধ হয় এবং তাহাতেই মন লীন হইয়া যায়। ইহাই কৈবল্য মুক্তি। ইহাতেই সৰ্ব্ব দুঃখের অবসান এবং পরমানন্দরূপতা প্রাপ্তি হয়।

বাহ্যদের চিত্ত হ্রস্ব এবং বিষয়াসক্ত, তাহারা ইন্দ্রিয় সকলকে প্রত্যাহার দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করিতে সহজে পারিবে না, কিন্তু প্রাণায়াম দ্বারা তাহাদের বুদ্ধি স্থির হইলেই ইন্দ্রিয়েরা অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং কূটস্থ দর্শন ও তাহাতে স্থিতিলাভ হইবে, পরে অব্যক্তাবস্থারূপ পরব্যোমে তাহার চিত্ত বিলীন হইয়া যাইবে। নিঃশব্দ উপাসক সাক্ষিলে চলিবে না,—হঠাৎ হইবে: নিঃশব্দ উপাসক হইতে হইলেই সঙ্কলের উপাসনা করিতে হইবে। কূটস্থ ব্রহ্মই নিঃশব্দ, সঙ্কল ব্রহ্মই প্রাণ, এই প্রাণের উপাসনা করিলেই যখন প্রাণ স্থির হইয়া যাইবে, তখন তাহা অব্যক্ত প্রবেশ করিয়া স্বয়ং অব্যক্ত বা ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে। ভক্তিপূর্বক ক্রিয়া করিলেই প্রাণায়ামের গতি ব্রহ্ম হইয়া যাইবে, অতএব গুরুবাচ্যে বিদ্বাস করিয়া ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়া কর। কৃতি বলিয়াছেন—‘ভক্তিযোগং মুক্তিঃ’—ভক্তির সহিত উপাসিত প্রকার সহিত ক্রিয়া কর। কৃতি বলিয়াছেন—‘ভক্তিযোগং মুক্তিঃ’—ভক্তির সহিত উপাসিত হইলেই প্রাণ স্থির হইয়া যাইবে। স্থির-প্রাণে ব্রহ্মের সে পরমানন্দ ভাব কি—বুঝিতে পারিবে ॥ ৫

অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে। (যে তু সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংশ্রুত মৎপর্যঃ) অর্পণ করতঃ) মৎপর্যঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) অনন্তেনৈব যোগেন এবং (অনন্ত যোগদ্বারাই) মাং ধ্যায়ন্তঃ (আমাকে ধ্যান করিতে করিতে) উপাসতে (উপাসনা করেন) ॥ ৬

শ্রীশঙ্কর। ব্রহ্মকান্যং মৎপ্রাসাদং অনায়াসতঃ এব সিদ্ধির্ভবতি ইত্যাহ—যে স্থিতি দ্বাভ্যাম্। ময়ি পরমেশ্বরে সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি সংশ্রুত মৎপর্যঃ মৎপর্যঃ কৃপা মাং ধ্যায়ন্তঃ। অনন্তেন—ন বিভ্রতে অস্তো ভজনীয়ে বস্তু তেনৈব। একান্ত ভক্তিবোগেন উপাসত ইত্যর্থঃ ॥ ৬

অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে। [আমার ভক্তদিগের মৎপ্রাসাদে অনায়াসেই সিদ্ধি লাভ হয়—ইহাই চুটটি শ্লোকে বলিতেছেন—] বাহ্যায় পরমেশ্বর যে আশ্রি, সেই আমাতে সমস্ত কৰ্ম্ম সমর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া আমাকে ধ্যান-করতঃ অনন্তযোগদ্বারা (অন্ত ভজনীর নাই বাহাতে সেইরূপ বোগ দ্বারা) অর্থাৎ একান্ত ভক্তিবোগ দ্বারা উপাসনা করেন— ॥ ৬

তেষামহং সমুচ্ছর্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ।

ভবামি ন চিরাত্ পার্থ মম্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। যে কেহ সকল কৰ্ম্ম কলাকাজ্ঞার সহিত আমাতে নাশ করিয়া দিয়াছে—আমারই ক্রিয়া—গুরুবক্তুর দ্বারা জানিয়া আমাতে থাকে—অন্তরিকে দৃষ্টি না করিয়া সমাধিস্থ হইয়া আমার ক্রিয়া অর্থাৎ প্রাণায়াম ১৭২৮ বার করিয়া উপাসনা করে।—পাছে মনে হয় কূটস্থে যে না থাকে, তাহার অভ্যন্তর ক্রেশ হয় এবং দেহাভিমাত্রীরা যখন অব্যক্ত ব্রহ্মকে চুৎখেতেই পায়, তখন তাহার কল অবশ্যই কিছু বড় গোছের হইবে, তাই কূটস্থ হইতে শরীরের তেজের অনুভব হইতেছে যে, বাহ্যায় গুরুপদেশ-মত অন্তরিকে মন না দিয়া ক্রিয়া করিয়া যায়, তাহারা নহজই আশ্রয় হইতে পারে। আশ্রয় মধ্যে যেমন কৰ্ম্ম-বাসনা থাকেনা কারণ তিনি স্বয়ং পূর্ণ। ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পরাবস্থায় মন আশ্রয় হওয়ার তাঁহারও অন্ত কোন কলাকাজ্ঞা থাকে না, তাঁহার সমস্ত কৰ্ম্মই আশ্রাতে লয় হয়। কৰ্ম্মের কর্ত্তাও তখন থাকে না, স্তব্ধতা আর কলাকাজ্ঞা করিবে কে? এইরূপ যে সকল সাধকেরা ১৭২৮ বার করিয়া প্রত্যহ প্রাণায়াম করেন, এবং তাহার কলে তাঁহাদের চিত্ত ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া একাগ্র হইতে থাকে, তাঁহাদের কূটস্থ দর্শন অপেক্ষাও অধিক কল লাভ হয়। বাহ্যায় চিত্ত ব্রহ্ম একাগ্রভূমিতে থাকে, ততই তাহাতে ইচ্ছা বা মননের বেগ কমিয়া আসে—এই রূপ ভাবে বাহ্যায় উপাসনা করেন, তাঁহারা নিঃশব্দরূপে স্থির হইয়া যান, আশ্রা-ব্যতীত অন্ত কিছুতে আর মন দিতে পারেন না। ক্রিয়ার দ্বারা কিছু স্থিরতা আসিলে এবং তাহাতে পড়িয়া থাকিতে থাকিতে (বাহ্য-প্রত্যহ মূঢ় অভ্যাস দ্বারা আপনা আপনি হয়)—তাহার মধ্যে বাহ্য সার বস্ত্র ব্রহ্ম, তাহা প্রাপ্ত হইয়া সাধক ভগবদচিহ্ন হইয়া যান। গুরু এই সাধনার পথ শিষ্যকে বলিয়া দেন। যে শিষ্য গুরুপদেশ মত সাধন করিয়া যায়, সে ক্রিয়া করিতে করিতে সেই বস্ত্রকেই লাভ করে। কিন্তু ক্রিয়া না করিয়া বিষয়-চিন্তা করিলে উহা লাভ করা দুঃসাধ্য। গুরুপদেশ-মত ক্রিয়া দ্বারা আশ্রয়িতা করিলেই ক্রিয়ার পরাবস্থা অর্থাৎ স্থিতিপদ লাভ হয়। চক্ষে শব্দাল দিলে যেমন তাহা অস্তিত্ব হুই হইয়া যায়, তদ্বৎ সে ভরণতা থাকে না, তদ্রূপ ক্রিয়া করিলে-মনের চঞ্চলতা নিঃশব্দরূপে স্থির হইয়া যায়, সেই স্থিতিবস্থা-রূপ ক্রিয়ার পরাবস্থায় চিত্ত ব্রহ্মলীনে হইয়া ব্রহ্মরূপ হইয়া যায় ॥ ৬

অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে। পার্থ! (হে পার্থ) ময়ি (আমাতে) আবেশিতচেতসাম্ (আবেশিত অর্থাৎ সমর্পিত চিত্ত) তেবাং (তাঁহাদিগের) মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ (মৃত্যুবৃত্ত সংসার সাগর হইতে) ন চিরাত্ (অচিরেই) অহং (আমি) সমুচ্ছর্তা ভবামি (সমুচ্ছার-কর্ত্তা হই) ॥ ৭

শ্রীশঙ্কর। তেমাশ্রিত। এবং মম্যাবেশিতং চেতসা বৈ: তেবাং। মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ অহং সম্যক্ উচ্ছর্তা অচিরেণ ভবামি ॥ ৭

অবস্থাপ্রাপ্তি। এইরূপ আমাতে আবেশিত চিত্ত ঐহাদিগের, তঁহাদিগকে আমি অনতিবিলম্বে মৃত্যুশূন্য সংসারসাগর হইতে সম্যকরূপে উদ্ধার করি ॥ ৭

আত্মপ্রাণিক ব্যাখ্যা। তাহাকে মৃত্যুসংসার হইতে স্থির করিয়া মাথার উপরে উঠিয়ে দেই—বীজই সে আমি হয়ে যায়—যে কেহ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থেকে আটকিয়ে থাকে।—তরঙ্গবিহীন অনন্ত প্রশান্ত সমুদ্র যেমন স্থির ও আশ্রয়বিহীন বলিয়া মনে হয়, ব্রহ্ম সেইরূপ স্থির ও শান্ত। সমুদ্র চঞ্চল হইলেই যেমন তাহাতে অনন্ত উর্দ্ধি-মালার প্রকাশ হয়, সেইরূপ প্রশান্ত ব্রহ্ম-সমুদ্রে নাম-রূপময় জন্ম-মৃত্যুময় সংসার-উর্দ্ধি পরিদৃষ্ট হয়। সমুদ্র ও সমুদ্র-তরঙ্গ বিভিন্ন হইয়াও যেমন তাহা এক, সেইরূপ ব্রহ্ম ও নামরূপময় জগৎ একই। তরঙ্গ যেমন সমুদ্র হইতে উৎপত্তি হইয়া সমুদ্রেই আত্মগোপন করে, সমুদ্র হইতে পৃথকরূপে কোন অস্তিত্ব থাকে না, ব্রহ্মসমুদ্রে তেমনই নাম-রূপময় জগৎ তরঙ্গের দ্বারা উৎপত্তি হইয়া আবার তাহাতেই বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই চাক্ষুষ্য হয় কিরূপে? ব্রহ্মের বহু হইবার সঙ্গ হয়। এই সঙ্গ তেজ হয়,—তাহা অনির্কলনীয়। কিন্তু এই ইচ্ছা হইলেই ব্রহ্মের মধ্যে যে স্পন্দন হয়, তাহাই জগদ্ব্যবসায় “প্রাণ-শক্তি”। সেই প্রাণ-শক্তি চঞ্চল হইয়া সঙ্গরময় মনকে উৎপন্ন করে। প্রাণ-শক্তি যে চাক্ষুষ্য, তাহাই পঞ্চপ্রাণরূপে এবং স্বাস-প্রশ্বাসরূপে প্রবাহিত হয়। এই স্বাস-প্রশ্বাসের প্রবাহ হইতে প্রাণের মধ্যে সুপ্ত সংসারসমূহ জাগরিত হইয়া মন-আকারে পরিণাম লাভ করে। এই প্রাণই ব্রহ্মের দ্বারা, সেই প্রাণ স্পন্দিত হইলে জগদাদি উৎপন্ন হয়। এই প্রাণ-শক্তিতে প্রতিফলিত যে চৈতন্ত, সেই চৈতন্তই ঈশ্বর। তিনিই অর্চনারীত্বর দেবাদিদেব বা নারায়ণ। তাঁহা হইতেই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা বা বিশ্ব-সঙ্কল শক্তিরূপ সমষ্টি মন উৎপন্ন হইয়া জগদাদিরূপে পরিণাম লাভ করে। বাটীভাবে এই অন্তঃকরণ (মন) বা তদধিষ্ঠিত চৈতন্তই সুখঃখাদি ভোক্তা জীবরূপে প্রতীয়মান হয়। এই জীব-চৈতন্ত ও সর্বব্যাপক ঈশ্বর চৈতন্ত বস্তুতঃ একই, তাঁহাদের মধ্যে যে ভেদ—সে কেবল ঔপাধিক। অবিদ্যার অপগমে উপাদিকৃত ব্যবধান বিলুপ্ত হইলে উভয়ের ভেদও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই এবং তিনি যে নিষ্কর্ম, তাহা কিছুতেই বুঝা যাইবে না,—যতক্ষণ প্রাণ বিজ্ঞ অর্থাৎ স্থির না হয়। প্রাণ চঞ্চল হইয়াই স্বাসরূপে প্রবাহিত হয়, তখনই বহুসঙ্কলময় মনের উৎপত্তি হয়, এক সেই মনের বহুদ্বা ইচ্ছা বা সঙ্কল দ্বারা জীব বদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মনের এই চাক্ষুষ্য হইতেই নানাতর দর্শন হয়। এই ভাব যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ জন্ম-মৃত্যু আসা-যাওয়ারূপ তরঙ্গের উধান-পতনের কখনও অবসান হইবে না। কঠোপনিষৎ বলিতেছেন—“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্রয়তি য ইচ্চ নানৈব পশুতি”—যে চৈতন্ত দেহে, সেই চৈতন্তই ঈশ্বরে; একই চৈতন্ত কার্য ও কারণে অমৃত্যুতঃ রহিয়াছেন—এই চৈতন্তকে যে নানাভাবে দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। এই যে জন্ম-মৃত্যুর তরঙ্গ দেখিয়া আমরা অবিরত কল্পিত হই—এই নানা দর্শন ও কল্পন মনেরই ধর্ম। মনের যে কল্পন বা চাক্ষুষ্য, তাহা প্রাণের অধিষ্ঠিত হইতেই বাটিয়া থাকে। প্রাণ স্থির বা শুদ্ধ হইলে মনও স্থির হয়,

সে মনে আর সঙ্কলের উদয় হয় না। “মনো হি স্থিতিং প্রোক্তং শুদ্ধাশুদ্ধম্বেষ চ। অন্তঃ কামসঙ্কলং শুভং কামবিবর্জিতং ॥” এই অন্তঃ মনকে কিরূপে শুদ্ধ করা যায়?

“নিরন্তরবিদ্যাসঙ্গং সন্নিবৃত্তং মনো হৃদি।

বদায়াত্মাননীভাবং তদা তৎ পরমং পদম্ ॥” ব্রহ্মবিন্দু।

মনই ইচ্ছা বা সঙ্কল করিয়া বদ্ধ হয়, ইচ্ছাশূন্য হইলেই সে শুদ্ধ হইয়া মুক্ত হয়। মুক্তিপদে যদি আরোহণ করিতে চাও, তবে এই চঞ্চল প্রাণকে স্থির করিয়া নিত্য ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাক। সেই অবস্থায় মন আপনা-আপনি নিঃসঙ্গ হইয়া হৃদয়ে নিরুদ্ধ থাকিবে। এইরূপ থাকিতে থাকিতে যখন উন্মত্ততা হইবে, তাহাই ব্রহ্মপদ বলিয়া জানিবে। যে পর্যন্ত বুদ্ধির ক্ষয় না হয় অর্থাৎ সর্বদা ক্রিয়ার পর-অবস্থা না হয়, তাৎকাল পর্যন্ত ক্রিয়া করিবে। ক্রিয়ার পর-অবস্থাই পরব্রহ্ম-পদ। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় আত্মাতে প্রাণ আটকাইয়া থাকে—ইহাই নিরোধরূপ সমাধির অবস্থা। জীবাত্মাও চৈতন্যরূপ, সে চৈতন্ত বুদ্ধাদিতেও আছে, কিন্তু ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় যে চৈতন্ত, সেই চৈতন্তে স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেই “সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ” হয়। আবার এইরূপ অবস্থা বাহার হয়, সে সকল সময়েই ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকে অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মতে থাকে—ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুতে থাকে না, স্তব্রতা সর্বজ্ঞ অর্থাৎ সকলের মধ্যে যে ব্রহ্ম,—সেই ব্রহ্মকেই দেখে।

এখন ক্রিয়ার পর-অবস্থা কিরূপে প্রাপ্তি হয়?—“হৃদয় হইতে ব্রহ্মবিন্দু, পর্যন্ত যে বায়ু—তাহার নাম প্রাণ। শুক্রপদেবদ্বারা সাধন জানিয়া সেই সাধনার দ্বারা প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মরূপে স্থিতি করায় নাম—ক্রিয়ার পর-অবস্থা”।

“উর্দ্ধ্ব প্রাণমুদ্রত্যাগ্যনং প্রত্যগতাত।

মধ্যে বামনমায়ীং বিধে দেবা উপাসতে ॥” কঠোপনিষৎ

আত্মার স্বরূপ-পরিজ্ঞানের উপায় বলিতেছেন—“উর্দ্ধ্ববিন্দু ও অধঃতে যে বিন্দু—তাহার মধ্যে মন রহিয়াছে। সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনই ব্রহ্ম—সর্বব্যাপক, সেই মন মনেতে থাকিলেই ব্রহ্মতে গীন হয়, তখন কর্তা ও করণ কিছুই থাকে না। ক্রিয়ার পর-অবস্থা ব্রহ্মই কর্তা, তাঁহার কোন কার্য কারণ নাই—তিনিই অনাদি কারণ”। তিনি বিনা পদে গমন করেন, বিনা হস্তে গ্রহণ করেন, বিনা চক্ষু দর্শন করেন ও বিনা কর্ণে শ্রবণ করেন। তাঁহার অনন্ত গুণ, তাঁহার সর্বজ্ঞ গতি, তাই তিনি বাহুদেব অর্থাৎ উত্তমশূন্য, এবং তিনিই সর্বব্যাপক জগদ্রাধ, তাঁহার ইচ্ছাতেই সমস্ত হইতেছে—যদি সমস্ত বলিয়া কিছু থাকে।

“উর্দ্ধ্ব-বায়ুকে নাশ করিয়া অধঃ-বায়ুতে আনার নামই অপান, তিনি (বায়ু) সন্মুখ হইতে পশ্চাৎ দিকে মেরু-দণ্ডে গমন করার নাম মন। সেই মনেতে যে বলিয়া আছে, অর্থাৎ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় আছে—সমুদ্র দেবতারা অর্থাৎ ক্রিয়াবানেরা তাঁহার উপাসনা করে”। এই “বামন”ই জগৎ-মধ্যবর্তী আকাশ, এই জগৎ-মধ্যবর্তী বিনি অবস্থিত (বাসের স্থিরতা দ্বারা) তাঁহাকে সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ উপাসনা করে, অর্থাৎ তিনি না চাহিতেই দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, সঙ্কলনাদি সিদ্ধি প্রাপ্তি হইতে থাকে।

মৰ্য্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিঃ নিবেশয় ।

নিবসিত্বাসি মৰ্য্যেব অত উৰ্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

যোগাভ্যাসের দ্বারা অনন্তচিত্ত হইয়া বাহ্যায় “মৎস্ব” হইয়া থাকেন অর্থাৎ সর্বদা ত্রিক্রমে আসিয়া থাকেন, তাঁহাদের ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ পুরুষোত্তম-রূপ দর্শন সহজে হয় । আয় বাহ্যায় চুটৎস্বের মধ্যে পরমবোধ্য-রূপ শিবকে দর্শন করেন, এ উভয়েরই শেষে একই অবস্থা লাভ হয় । “জ্যোতিঃ নরো ও আকাশ আচে, এবং আকাশ ব্যতীতও জ্যোতিঃ হইতে পারে না । অতএব জ্যোতিঃ ও আকাশ পরস্পর সাপেক্ষ । হই-এরই সমান বল । অর্থাৎ ত্রিদায় পর-অবস্থার ব্রহ্ম এবং চুটৎস্বের ব্রহ্মের প্রভাব ছই সমানভাবে হইয়া থাকে ” ॥ ৭

ভাষ্যঃ । ময়ি এং (আমাতেই) মনঃ আধৎস্ব (মনঃ স্থির কর বা স্থাপন কর) ময়ি (আমাতে) বুদ্ধিঃ নিবেশয় (বুদ্ধি নিবিষ্ট কর), অতঃ উৰ্দ্ধং (ইহা হইতে পরে অর্থাৎ পরায়ণ্যে পর) ময়ি এং (আমাতেই) নিবসিত্বাসি (বাস করিবে), সংশয়ঃ ন (ইহাতে সন্দেহ নাই) ॥ ৮

টীকাঃ । যথোদেবঃ তস্যাং—মৰ্য্যেবেতি । মৰ্য্যেব সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকং মন আধৎস্ব স্থিরাঙ্কুর । বুদ্ধিমপি ব্যবসায়াত্মিকং মৰ্য্যেব নিবেশয় । এবং সূক্ষ্মং মৎস্বাদেন লক্ষ্যজানঃ নন্ অত উৰ্দ্ধং দেহান্তে মৰ্য্যেব নিবসিত্বাসি নিবসিত্বাসি মদাভ্যাসাং বাস করিত্বাসি নাত্ সংশয়ঃ । তথা চ শ্রুতিঃ—“দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম ভারকং ব্যাচর্চৈ” ॥ ৮

অন্যস্মানুবাদঃ । [যেহেতু এইরূপ—তাই বলিতেছেন—] (তুমি) আমাতেই সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনকে স্থির কর, ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধিকেও আমাতে সরিবেশিত অর্থাৎ নিবিষ্ট কর । এইরূপ করিলে মৎস্বাদে জানলাভ করিয়া দেহান্তে আমাতেই বাস করিবে অর্থাৎ মৎস্বরূপে অবস্থান করিবে, ইহাতে আর সংশয় নাই । শ্রুতিতে আছে—“দেহান্তে উপান্ত দেবতা ভারক-ব্রহ্ম-মন্ত্রের উপদেশ দিয়া থাকেন” ॥ ৮

ভাষ্যাত্মিক ভ্যাখ্যা । আমাতেই মন রাখিয়া দিবে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় বুদ্ধি স্থির করতঃ নিঃশেষরূপে প্রবেশ করিয়ে দিবে—এরূপে নিঃশেষরূপে আবেশ করিলে পরে সে আমি নিশ্চয়রূপই হইবে—নিশ্চিতরূপে—এবং উৰ্দ্ধেতে যাবে অর্থাৎ মাথার উপর চড়ে বলে থাকবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ।—মনে বতকণ সঙ্কল্প বিকল্প থাকে, সে মন ব্রহ্মে প্রবেশ করিতে পারে না । এই “মন” অতি স্থূল এবং “ব্রহ্ম” অতি সূক্ষ্ম । সূক্ষ্ম ব্রহ্মে প্রবেশ করিবে কি প্রকারে ? এই মন ব্রহ্ম বিষয় ভুলিয়া প্রাণের সহিত ভবে ভবে বিচরণ করিতে করিতে তত্ত্বতা প্রাপ্ত হয় । সেই তত্ত্বতা-প্রাপ্ত মন ধীরে ধীরে যখন অদৃশ্য হইয়া যায়, তখনই পরাবস্থার পৌছা যায়, তখন আর মন থাকে না । সেইজন্য মনেও কিছু থাকে না । সূক্ষ্মসূক্ষ্ম সমস্ত যেমন অতীব প্রশান্তরূপ ধারণ করে, সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন যখন সূক্ষ্মাং সূক্ষ্মতর আত্মাকাশে লীন হয়,

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।

অভ্যাসযোগেন ততো মানিচ্ছান্তুং খনজয় ॥ ৯

তখন যোগীর চিত্তও সেই প্রকার প্রশান্ত ভাব ধারণ করে । মন তখন বিশ্বাত্ম্য মিলিত হইতে হইতে একেবারে মিলাইয়া যায়, তার তাহার চিহ্ন পর্যন্ত বর্তমান থাকে না । এই অবস্থাই ধ্যান, এ অবস্থা বত গভীর হইতে গভীরতর হয়, ততই সমাধির অবস্থা আরম্ভ হয় । ইহাই মনকে স্থির মনে প্রবেশ করিয়া দেওয়া,—“মৰ্য্যেব মন আধৎস্ব” । তাহার পর মনের এই স্থির ভাব বা একাগ্রতা, বাহ্যকে বুদ্ধি বলে,—এই বুদ্ধিকেও নিঃশেষরূপে তাঁহাতে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে, তখন যেমন বাহ্যকগতের স্থিতিও থাকিবে না, তজ্জপ আমি যে ধ্যান করিতেছি, সে ভাবও আর উদয় হইবে না । মন তখন অদীঘশূন্যে প্রবেশ করিয়া তাহাই হইয়া যাইবে ; ইহাই “বুদ্ধিঃ নিবেশয়” বলিবার উদ্দেশ্য । ইহাই আত্মাকাশে অবস্থিত অবস্থা । এই অবস্থায় থাকিলে আর দর্শন, শ্রবণ, মনন কিছুই হয়না—দেবতার দেবমুর্তিও দেখা যায় না । বত দেবতা ও আত্মা,—সমস্ত ব্রহ্মেতে লয় হয় । তখন যোগীর এই শরীর থাকিয়াও থাকে না । শরীর-বোধ তখন এরূপ হয় যে মনে হয় যেন ব্রহ্মরূপ নদীতে শরীররূপ ফেনা ভাসিয়া যাইতেছে । পরে সে ভাবও থাকে না, সব এক হইয়া যায় । প্রাণ যতকণ মন্তকস্থিত নহজারে স্থির না হয়, ততকণ এ অবস্থা লাভ হয় না । একজন্ম সর্বদা আত্মচিন্তায় রত হও, গুরুপদে মত প্রাপ্তকে স্থির করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে এই অবস্থা আপনা হইতে প্রাপ্তি হইবে । তুমি বুদ্ধিকে স্থির কর, আত্মার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাও, তাহা হইলে আর বাহ্যপ্রকৃতি তোমার রূপে উপাদান করিবে না । প্রাণই সর্বগরীরে আত্মব্রহ্মে চলসশীল ; সেই অবস্থা হইতে স্থিরাবস্থায় থাকায় নাম বুদ্ধি । ইহাই ইড়া পিঙ্গলা-রহিত হইয়া সূর্য্যায় থাকা । ইহা হইলেই ব্রহ্মপদ লাভ হয়, সমুদয় ব্রহ্মময় হয় । আর সমুদয় বলিয়া কিছু থাকে না, সব তখন এক হইয়া যায় ।

“তস্মাৎ যৎ সর্বদা ভিন্নমাখ্যানং হৃদি ভাবয় ।

বৃত্তাদিত্যো বহিঃ সর্বমলুবর্তস্ব মা খিদি ॥”

তুমি যে কোন বস্তু নহ, এবং কোন বস্তুর সহিত যে তোমার যোগ নাই, কোন বস্তুই যে নাই, এক “তুমি”ই আছ । বুদ্ধিরূপ আয়নার মধ্যে একমাত্র তুমিই প্রতিবিম্বিত হইতেছ । তোমার বাহিরেও তুমি ব্যতীত কিছু নাই,—ইহাই বুদ্ধিতে পাবিলে আর তোমার কোন ক্রেশ হইবে না ।

“ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পরাবস্থা প্রাপ্তি হইলে—ইহা নিজ-বোধরূপ । নিজের বোধ না হইলে শুনিয়া বোধ হয় না” ॥ ৮

ভাষ্যঃ । খনজয় ! (হে খনজয়) অথ (যদি) ময়ি (আমাতে) চিত্তং (চিত্তকে) স্থিরং সমাধাতুং (স্থির করিয়া রাখিতে) ন শক্নোষি (না পার), ততঃ (তথা হইলে) অভ্যাসযোগেন (অভ্যাস-যোগদ্বারা) মাং আশুং (আমাকে পাইতে) ইচ্ছ (ইচ্ছা কর) ॥ ৯

শ্রীশ্রদ্ধা। অত্র অশক্যং প্রাতঃসুগমোপায়ম্ আহ—অথেনি। স্থিরং যথা ভবত্যেবং মম্বি চিত্তং ধারয়িতুং যদি শক্তো ন ভবসি, তর্হি বিক্ষিপ্তং চিত্তং পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মদনুশ্রবণ-লক্ষণা যঃ অভ্যাসযোগঃ তেন বাং প্রাপ্তুম্ ইচ্ছ প্রব্রুং হুং ॥ ২

ব্রহ্মানুবাদ। [পূর্বোক্তঃ] ই উপাসনায় বিনি আসক্ত, তাহার প্রতি সুগম উপায় বলিতেছেন—] চিত্ত আমাতে স্থির বেক্ষণে হয়, সেক্ষণ ভাবে আমাতে চিত্ত ধারণা করিতে বসি না পার, তবে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার করিয়া আমার অনুশ্রবণরূপ বে অভ্যাসযোগ, তদ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর অর্থ্যাৎ প্রব্রুং কর ॥ ২

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। যদিহা আমাতে মন একরূপে স্থির করতে না পার, তবে অভ্যাস করিতে ইচ্ছা কর অর্থ্যাৎ ক্রিয়া বাড়ান।—ভগবানে মন ও বুদ্ধি নিবেশ করিয়া দেওয়া শক্ত সাধনা, সকলের তত্বানি সাধারণ্য থাকে না। চিত্তের প্রবানবশতঃ স্বল্প ক্রমে মনকে বহুক্ষণ রাখা সকলের সাধ্যে কুলাইতে নাও পারে। একরূপ একাগ্রতাবৃত্ত চিত্ত বাহাদের নহে, তাঁহাদের কোন কোনগুলি অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। এই কোনগুলিই অভ্যাস-যোগ। আয়াম্য চিত্তটিকে সেক্ষণের মধ্যে চক্রে চক্রে লইয়া বাইবার অভ্যাস দ্বারা প্রত্যাহৃত করিবার চেষ্টা করিলে, যখন উহা স্থির, তখন আমাতে চিত্ত স্থাপনা অপেক্ষাকৃত সহজে হইতে পারে। যোগদর্শনে আছে—

“তত্র স্থিতৌ বন্ধোহভ্যাসঃ”

দ্রষ্টার স্বরূপাবস্থায় যে স্থিতি, ক্রিয়ার পর-অবস্থা—সেই স্থিতির ভক্ত যে পুনঃ পুনঃ প্রয়াস,—তাহাই অভ্যাস। এই স্থিতি বাস্তব কাহারও ঈদর-সাক্ষ্যকার লাভ করা সম্ভব নহে। একেবারে এই স্থিতি কাহারও লাভ হয় না সে ভক্ত প্রব্রুং করা আবশ্যক। কখনও ক্রিয়া করিতে করিতে স্থির হইয়া বাইবে, মন বেন আর কোথাও নড়িতে চাহিবে না, কিন্তু ইহা তো সর্লক্ষণ থাকিবে না! আবার কত বার চেষ্টা করিতে গিয়া বিকলপ্রযত্ন হইতে হইবে। সাধক! এক্ষণ কখনও হতাশাস হইও না। গুরুপদিষ্ট মার্গে প্রযত্ন করিতে করিতে মন লক্ষ্যের নিকটবর্তী হইবে, অতি সন্নিহিতে আসিয়া আবার হয়তো নীচের দিকে নামিয়া বাইবে, তখনও ভরসা ছাড়িবে না। যতবার পড়িবে, ততবার উঠিবার চেষ্টা করিবে, এইরূপ পুনঃ পুনঃ চেষ্টার ফলে তোমার লক্ষ্য ভেদ করা সহজ হইয়া আসিবে তখন লক্ষ্যের দ্বারা মনকে প্রবেশ করাইতে আর তেমন প্রয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। উহা এত সহজ ও স্বাভাবিক হইবে যে, ইচ্ছামত চিত্ত নিরাবলম্বনে স্থির করিতে পারা বাইবে, তাহা অভ্যাস বহু করিয়া দিলেও আর ক্ষতি হইবে না।

সেই অভ্যাসকে দৃঢ়তাসম্পন্ন কিরূপে করিতে হয়, তাহা ঋষি যোগদর্শনে বলিয়াছেন—

“স তু দীর্ঘকাল-নৈরন্তর্যাসংকারাদেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ”—যোগদর্শন, সমাধিপাদঃ

অভ্যাস দীর্ঘকাল, নিরন্তর ও অত্যন্ত একা ও সমাদরের সাহিত্য আসেবিত হইলে দৃঢ়ভূমি হয়।

অভ্যাসেহ্যাসমর্থোহসি মৎকর্মপরমো ভব।

মদর্থমপি কৰ্ম্মাণি কুর্ক্বন্ সিদ্ধিমবাপ্যসি ॥ ১০

অল্পকাল সাধন-করিয়া জ্ঞান-লাভ করা দুস্ব, তাহা না হইলে ভগবান বলিবেন কেন—“বহুনাং জনন্যন্যস্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপত্ততে”? তপস্তা ও ব্রহ্মচর্যাদিপূর্বক অভ্যাস সম্পাদিত না হইলে দৃঢ়ভূমি লাভ হয় না এবং তাহাও দীর্ঘকাল ও নিরন্তর কাল করিয়া করিলে তবেই হওয়া সম্ভব। বাঁধারা শীঘ্র ও সহজে কিছু হইয়া বাইবে,—এইরূপ বাসনা রাখেন এবং তজ্জন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন, তাঁহারা গীতার ভগবদ্বাক্যে এবং যোগ-দর্শনের উক্ত সূত্রটির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। ভগবানও “নর্সেবু কালেবু” স্বরণ করিবার কথা বলিয়াছেন। অভ্যাসের দৃঢ়তাতেই জ্ঞান পরিপক্বাবস্থা লাভ করিতে করিতে জ্ঞানের চরম ভূমিকা তুরীয়াবস্থা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে পারে। অভ্যাস করিতে করিতে যেমন যেমন বৃত্তির নিরোধ হইতে থাকে, তেমন তেমন চিত্তের তত্ত্বানন্য সম্পাদিত হইতে থাকে। এই ক্ষীণচিত্ততা হইতেই যোগের চতুর্থভূমি “সত্তাপত্তি” অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। “সত্তাপত্তি” অর্থ্যাৎ ব্রহ্মতে স্থিতি, ৬লাহিড়ী মহাশয় বাহাকে “আটকে থাকা” বলিয়াছেন। ক্রিয়ার পর অবস্থার এইখান হইতেই সুত্রপাত হয়। “সত্তাপত্তি”র অর্থ—সত্তা যে আত্মা, বাহাতে চরাচর সমস্তই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই সত্তারূপ ব্রহ্মবস্তুর প্রাপ্তিই “সত্তাপত্তি” নামে অভিহিত। হুতরাং এ অবস্থা লাভ করিতে হইলে যে দীর্ঘকাল ও নিরন্তর কাল অভ্যাস করিতে হইবে—তাহা বলাই বাহুপ্য।

কবির বলিয়াছেন—“অহনিশি হরি যোগে নহি মিলে না হুত বৈ যোগ”। দিন রাত্রি ধ্যান না করিলে কেহ তাঁহার সহিত যোগ লাভ করিতে পারে না মহাশয় কবির তাঁহার দোহার মধ্যে অল্প স্থানেও বলিয়াছেন,—

“কবির লখা মারগ, দূরি ঘর, বিকটপন্থ বহুভার ॥”

একে তো রাস্তা লখা, ঘর কত দূরে তার ঠিকানা নাই, রাস্তা বে—সেও বড় বিকট, এবং স্বক্কে ভারী বোঝাও রহিয়াছে,—এই অবস্থায় হুত হরিকে পাইবে কি করিয়া?

“এতেক্ষণায়ৈবভতে বস্ত্র বিধান্

তৈশ্চৈব আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥”

যে বিধান পুরুষ এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া প্রব্রুং বা অভ্যাস করেন, তাঁহার আত্মাই ব্রহ্মধামে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥ ২

অনুব্রজ। অভ্যাসে অপি (যদি অভ্যাসেও) অসমর্থঃ অপি (অসমর্থ হও), মৎকর্ম-পরমঃ ভব (তাহা হইলে মৎকর্মপরায়ণ হও); মদর্থঃ (আমার উদ্দেশে অথবা আমার ক্রীতির জন্য) কৰ্ম্মাণি কুর্ক্বন্ অপি (কর্ম সকল করিলেও) সিদ্ধিম্ অবাপ্যসি (সিদ্ধি লাভ পাবিবে) ॥ ১০

শ্রীশ্রদ্ধা। যদি পুনর্নৈবং তত্রাহ—অভ্যাস ইতি। যদি পুনঃ অভ্যাসেহপি অশক্যঃ অসি তর্হি মৎক্রীতার্থানি বাসি কৰ্ম্মাণি—একাদশ্যাপাস-ব্রতচর্যা-পূজা-নাম-

সংকীর্ণনাদীনি—তদন্তর্ধানমেব পরমং বস্তু তাদৃশো ভব। এবংভূতানি কৰ্ম্মাণ্যপি মৰ্ম্মৰ্ণ্য কুৰ্ম্মন্ম মোক্ষং প্রাপ্যাদি ॥ ১০

ব্রহ্মসমুদ্রান্তঃ। [যদি পুনঃপুনঃ এরূপ অভ্যাস করিতে না পার, তাহা হইলে কি করিতে হইবে তাহাই বলিতেছেন—] যদি পুনঃপুনঃ অভ্যাসেও ভূমি অশক্ত হও, তাহা হইলে আমার প্রীত্যর্থ যে সকল কৰ্ম্ম—মৰ্ম্মাৎ একাদশী-উপবাস, ব্রত-আচরণ, পূজা এবং আমার নাম-সংকীর্ণন প্রভৃতি যে সকল কৰ্ম্ম, তাহাদেও অহুষ্ঠানই বাহার পরম, সেইরূপ হও। এইরূপ কৰ্ম্মসমূহ আমার উদ্দেশ্যে করিলেও মোক্ষলাভ করিবে ॥ ১০

আধ্যাত্মিক ব্যাপ্ত্যা। অভ্যাস করিতে যদিহাৎ তোমার শক্তি ও সাবকাশ না থাকে তবে আমার কৰ্ম্ম অর্থাৎ কলাকাক্ষারহিত কৰ্ম্মে অর্থাৎ ক্রিয়া করিতে করিতে সমুদ্র বস্তুরই ইচ্ছা রহিত হইয়া যাইবে—তাহারই নাম সিদ্ধি প্রাপ্তি।—নবন শ্লোকোক্ত অভ্যাস চাণাইতে চাণাইতে প্রাণ হুস্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠ হইবে, কুটস্থে লক্ষ্য স্থির হইয়া যাইবে। বাহার জন্মান্তরীণ সাধন-সংস্কার প্রবল থাকে, তিনি এক্ষণে দৃঢ়তা সহকারে অভ্যাস করিলেই তাহার লক্ষ্য স্থিরতা রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। কিন্তু বাহার পূর্বাভ্যাস প্রবল নহে, তাহার পক্ষে কি কর্তব্য—তাহাই এই শ্লোকে বলা হইতেছে। তাহাকেও ক্রিয়ার অহুষ্ঠাননে বহুবান হইতে হইবে। প্রাণ-কৰ্ম্মই যে মৎকৰ্ম্ম তাহা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি। এই প্রাণে যিনি লক্ষ্য রাখিবেন, তাহারও প্রাণ স্থির হইয়া যাইবে এবং তিনিও কৈবল্য লাভ করিতে পারিবেন। তিনি পূর্বে শ্লোকোক্ত প্রবল অভ্যাস করিতে না পারিলেও সৰ্ব্ব কৰ্ম্মের মধ্যেও যদি তিনি প্রাণে লক্ষ্য রাখিতে পারেন, এবং এইরূপ লক্ষ্য রাখিয়া সংসারের বাবতীর কৰ্ম্ম করিয়া যান, তাহা হইলেও তিনি লক্ষ্য লাভে বঞ্চিত হইবেন না। এই ভাবের সাধকেরা আসনে বসিয়া বসিয়া ধ্যানিকটা হয়তো অভ্যাস করিলেন, পূর্বোক্ত শ্লোকের অভ্যাসীণের মত দিব্যরাজি এ বিষয়ে প্রবৃত্ত করিতে না পারেন, কিন্তু তাহারাও সিদ্ধকাম হইবেন—যদি প্রাণে সৰ্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে পারেন। প্রাণের “প্রজ্ঞর্দন” ইহাদিগকেও করিতে হইবে, তবে তত প্রবলভাবে ও দীর্ঘকাল-ব্যাপী অভ্যাস তাহাদের দ্বারা হয়তো হইয়া উঠিবে না; তাহা না হউক, কিন্তু যদি তাহারা আধ্যাত্মিক দেশসমূহে সদা-সৰ্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে পারেন, তাহা হইলেও ধীরে ধীরে তাহারা আত্মস্থিতি লাভ করিতে পারিবেন। এই সঙ্গ “জ্যোতিঃসত্তী প্রবৃত্তি” বা জগদন্ত জ্যোতিঃর ধারণা ও অনাহত নাদের ধারণা অভ্যাস করিতে পারিলে এবং তৎসহ প্রাণায়াম-অভ্যাস কিছু কিছু হইতে থাকিলে, বহুবিধ অভ্যাসরত নাম-সমূহ ক্ষত হইতে থাকিবে। ঐরূপ প্রবণ করিতে করিতে হুস্ত একটি “বিন্দু”র মৰ্ম্মন লাভ হইবে, সেই বিন্দু মৰ্ম্মন করিতে করিতে মন তন্মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে, তাহাতেই যোগশাস্ত্রে বিস্তার পরমপদ বলিয়াছেন।

তাহা যেন হইল, কিন্তু কথা হইতেছে—ক্রিয়াভ্যাসের কথা তো পূর্বে শ্লোকেও বলা হইয়াছে, এ শ্লোকোক্ত সাধনা তাহাদের জন্ত—যাহারা পূর্বোক্তভাবে অভ্যাস করিতে অসমর্থ। ইহা নিশ্চয়ই পূর্বাশংকা কিছু সহজ উপায়ের উপদেশ, কিন্তু এখানেও যদি সেই

ক্রিয়াই অভ্যাসের কথা বলা হইতেছে তবে পূর্বোক্ত সাধনাভ্যাস অপেক্ষা ইহা সহজ কিম্বা পূর্বে সাধনার সহিত ইহার পার্থক্য কোথা রহিল? পার্থক্য এই—প্রথমোক্ত (নবন শ্লোকোক্ত) অভ্যাস ধ্যানযুক্ত অভ্যাস—তাহাতে প্রত্যয়ের একতানতা অধিক। যিনি দীর্ঘ কাল প্রবৃত্ত সহকারে অভ্যাস করিয়াছেন, তাহার পক্ষেই প্রথমোক্ত অভ্যাস করা সহজ। দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে যে চিত্তের একতানতা আসে, সেই একতানতা বত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, ততই সাধকের ক্রেশদায়ক বিক্ষেপ-ভাব বিদূরিত হইয়া যায়, তখন ক্রিয়াভ্যাসকে আর কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হয় না। ইহার সহিত ঈশ্বর-প্রদান (অচঞ্চল স্থির দিব্যতাব) থাকে বলিয়া অবিস্তাদি পক্ষরূপে স্মরণ হইতে থাকে, এবং মন সহজে নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তাহার ফলে শীঘ্রই সর্বিদগ্ধ সমাধির উদয় হয়।

এই প্রকার দৃঢ়তাভ্যাস সহকারে বাহার সাধন হইবার সম্ভাবনা নাই, যিনি এখনও বাগনার প্রবলবেগে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া থাকেন তাহার পক্ষে খাশে লক্ষ্য রাখা ও গুরুপদে মত নিত্য নিয়মিতভাবে কিছু কিছু করিয়া প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করা আবশ্যক। যে প্রত্যহ কিছু কিছু অভ্যাস করে, তাহার প্রাণ ও তৎসহ মন ধীরে ধীরে স্থির হইয়া আসে। এই স্থিরতার আশ্বাসন যে পাথ, সে আর এ অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারে না। ক্রমে উহার বেশা জনিতে জমিতে এমন জমিয়া যায় যে, তখন আর ক্রিয়া না করিয়া থাকিতে পারে না। যে শাসিয়া থাকে, শেষ পর্যন্ত তাহার প্রাণ চরমভাঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।

“যথা বাহুবলদৃগ্গচ্ছঃ শাস্ত্রাদ্যদ্বৈতানুশাসিতং।

যোগাভ্যাসরতঃ চিত্তমেববাস্তানুশাসিতং ॥”

বায়ু দ্বারা গন্ধ যেমন নিত আশ্রয় পুষ্পাদি হইতে লোকের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ যোগাভ্যাসরত চিত্ত বিষয়াস্তর পরিহার করিয়া আত্মাতে প্রতিষ্ঠ হইয়া থাকে।

পূজাপাদ শ্রীধর-স্বামী ‘মৎকৰ্ম্ম’ বলিতে—পূজা, চর্চা, একাদশী-ব্রত, এবং নাম-সংকীর্ণনাদি প্রভৃতি কৰ্ম্ম ঈশ্বরোদ্দেশ্যে করিলে যুক্তিলাভ হইবে বলিয়াছেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—“অভ্যাস ব্যতিরেকেও কেবল আমার জন্ত কৰ্ম্ম করিতে করিতেও সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে অর্থাৎ ক্রমে চিত্ত-শুদ্ধি ও জ্ঞান-প্রাপ্তি দ্বারা সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে”।

প্রত্যাপূৰ্ণক প্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি, অথবা ভগবৎ-প্রতিমাদির পূজা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু বিধিযুক্ত প্রতিমার পূজার্কনাদিও সহজ ব্যাপার নহে, তাহাতেও ভ্রাস ও ভূতশুদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে করিতে হয়। কারণ উহা না করিলে প্রাণ শুদ্ধ হয় না। পূজাদির মধ্যে এই শুদ্ধির উদ্দেশ্য বিদ্যুত হইলে এই সকল পূজাদি-অহুষ্ঠান বাহ্যভঙ্গরে পর্যাবসিত হয়। নাম-সংকীর্ণনাদি করিতে করিতে তাহার চিত্ত ভগবদ্ভূমী হয়, তাহার পক্ষে ইহা নিরর্থক নহে যুক্তিতে হইবে। ভগবানের ভক্ত কৰ্ম্ম করিলেও তদ্বারা সিদ্ধি হইতে পারে কিন্তু ভগবানের জন্ত কৰ্ম্ম করাও কি অভ্যাসের ফল নহে? অভ্যাস ব্যতীত ভগবৎকৰ্ম্মই বা কিরূপে হইতে পারে? যনে করিয়া নইলান, বাহ্য কিছু ক’তছি, তাহা ভগবানের জন্তই করিতেছি, কিন্তু ইহার জন্তও স্মৃতি-শুদ্ধির আবশ্যক! গুণবৎস্বুতি আসে কই? আসে না তাহার

অধৈতদপ্যশক্তোহসি কর্তুং মদ্বোগমাশ্রিতঃ ।

সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাস্ববান্ ॥ ১১

কারণ—আমাদের চিত্ত শুদ্ধ নহে এবং চিত্ত শুদ্ধ হইবে না—যতক্ষণ প্রাণ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। মধ্যমার্গ সুব্রাহ্মণ্য প্রাণ প্রবেশ না করিলে প্রাণ শুদ্ধ হইতে পারে না। সুব্রাহ্মণ্যে প্রাণবেশ প্রবেশ করাইবার সহজ উপায় হইল—প্রাণের শৈথিল্য সম্পাদন, বাহ্য প্রাণায়াম-সাধনদ্বারাই সহজে হইয়া থাকে। চৈতন্তই প্রাণরূপে এবং প্রাণই নির্বিল বস্তুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। মন বুদ্ধিও প্রাণের প্রকাশ মাত্র। এই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হইলেই ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সমস্তই শুদ্ধ ও নির্বিল হয়। হুতরাং প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ শুদ্ধ না হইলে কোন কর্মকেই ভগবৎ-কর্ম বলিয়া মনে হইবে না। যদি বা হয়, তাহা শৌখিক হইবে, ‘প্রাণায়ামদেহদোষবান্’—প্রাণায়াম দ্বারাই সমস্ত অন্তঃকর ক্ষয় হয়। অতএব ভূতগুণি স্থতিতত্ত্বি এবং ভগবৎপ্রীত্যর্থ কর্ম করিতে হইলেও প্রাণের উপাসনা একমাত্র কর্তব্য। চিত্ততত্ত্বি ব্যতীত বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় না, বৈরাগ্য ব্যতীত জ্ঞান উৎপন্ন হইবে না এবং প্রাণের উপাসনা ব্যতীত চিত্তও শুদ্ধ হইবে না। প্রাণের উপাসনা করিতে করিতে প্রাণ বত স্থির ও বিশুদ্ধ হয়, ততই আর কোন বস্তুর জন্ত প্রাণ পড়িয়া থাকে না, কিছুই পাইতে আর ইচ্ছা করে না। এই ইচ্ছাহীন অবস্থার নামই সিদ্ধি ॥

অনুব্র। অথ (যদি) এতৎ অপি কর্তুং (ইহাও করিতে) অশক্তঃ অপি (অসমর্থ হও) ততঃ (তাহা হইলে) মদ্বোগম্ (আমার শরণ) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করিয়া) যতাস্ববান্ (সংযতেন্দ্রিয় হইয়া) সর্বকর্মফলত্যাগং (সকল কর্মের ফলত্যাগ) কুরু (কর) ॥ ১১

শ্রীশঙ্কর। অত্যন্ত ভগবৎকর্ম-পরিনিষ্ঠায়াম্ অশক্তস্ত পক্ষান্তরমাহ—অথেনি। যদি এতদপি কর্তুং ন শক্যেতি তর্হি মদ্বোগম্—মদেকশরণম্ আশ্রিতঃ সন্ সর্বেষাং দৃষ্ট-দৃষ্টার্থানাম্ আবশ্যকানাঞ্চ অগ্নিহোত্রাদিকর্মণাং ফলানি নিয়তচিত্তো ভূত্বা পরিত্যজ। এতদ্বক্তং ভবতি—ময়া ভাবদীপ্তরাজ্ঞয়া বখাশক্তি কথ্যনি কর্তব্যানি। ফলং তাবৎ দৃষ্টমদৃষ্টং বা পরমেশ্বরাদীন ইত্যেবং ময়ি ভাবমারোপ্য ফলাসক্তি পরিত্যজ্য বর্তমানো মৎপ্রসাদেন কৃতার্থো ভবিষ্যদীতি ভাবপর্যায় ॥ ১১

ব্রহ্মসুন্দর। [ভগবৎকর্ম পরিনিষ্ঠাতেও যে অত্যন্ত অশক্ত, তাহার উপায়ান্তর নির্দেশ করিতেছেন—] যদি তুমি ইহাও করিতে না পার, তবে একমাত্র আমারই শরণাগত হইয়া সকল দৃষ্টফল, অদৃষ্টফল এবং আবশ্যকীয় অগ্নিহোত্রাদি কর্মের ফলগুলিকে সংযত-চিত্ত হইয়া পরিত্যাগ কর। ইহা দ্বারা ইহাই বলা হইল যে আমি দৈবরাজ্য বখাশক্তি কর্তৃক করিয়া বাইব; আমার কৃত কর্মের ফল দৃষ্ট হউক বা অদৃষ্ট হউক সমস্তই পরমেশ্বরাদীন—এইরূপ ভাব আশ্রিতে আরোপ করিয়া ফলাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ করিলে আমার পলাদে কৃতার্থ হইবে,—ইহাই তাৎপর্য ॥

[“মদ্বোগমাশ্রিতঃ—ময়ি ক্রিয়মাণানি কথ্যানি সংযতঃ স্বং করণং তেষামনুষ্ঠানং স মদ্বোগমঃ। তমাশ্রিতঃ সন্”—আমার যোগকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ বাহ্য কিছু কার্য করা যায়, তাহা সকলই আমাতে সমর্পণ করিয়া যদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রকার অনুষ্ঠানকে আমার যোগ কহা যায়,—এইরূপ আমার যোগকে আশ্রয় করিয়া—শব্দর] ॥ ১১

আত্মশাস্ত্রিক ব্যাখ্যা। যদিহাও ইহাও সমাধিস্থ হইয়া না করিতে পার তবে সব রকমের কর্ম কর—কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া সংযত আত্মার সহিত অর্থাৎ ধারণা-ধ্যান-সমাধিস্থ হইয়া।—ভগবানই সকলের আশ্রয় এই কথা মনে করিলে বা উপর উপর বুলিলেই যে তাঁহার আশ্রয় লইতে পরিব—ইহা মনে করা ভাল। কারণ সকল কর্মের ফল-কামনা পরিহার করা এবং সংযতচিত্ত হওয়া—উভয়ই অতিশয় দুষ্কর ব্যাপার। ফল-কামনা ত্যাগ করিলাম বলিলেই ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যক্ত হইবে, তাহা মনে করিও না, অথবা চিত্তকে সংযত করিব বলিলেই চিত্ত সংযত হইবে, তাহা নহে। হুতরাং যতাস্বা ও মদ্বোগাশ্রয় হইবে কিরূপে? একান্ত সাধনা করিতে হইবে বিপুল চেষ্টা করিতে হইবে। যোগদর্শনে আছে—“ত্রয়মেকত্র সংবৎঃ”—ধারণা, ধ্যান সমাধি একত্রে কোন একটি বিবরে প্রবৃত্ত হইলে তবে তাহাকে সংবৎ বলা যায়। চিত্ত অত্যন্ত শুদ্ধ না হইলে ধারণা ধ্যান, সমাধি বেগীক্ষণ দ্বারা হয় না। অভ্যাস দ্বারা প্রাণ শুদ্ধ না হইলে চিত্ত শুদ্ধ হয় না। চিত্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হইলে তাগ ব্যাধিত হইবেই। চিত্ত বতদিন ব্যাধিত হইতে থাকিবে, ততদিন তাহাকে বর্ষার্থ সংবৎ বলিতে পারা যায় না। পুনঃ পুনঃ চিত্তকে প্রত্যাহারের ভূমিতে লইয়া আসিয়া প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াযোগ অভ্যাস করিলে তবে ধারণা-ধ্যান-সমাধিরূপ প্রকৃত সংবৎ আরম্ভের মধ্যে আসিতে পারে। যোগদর্শনে ইহার কলও অদ্ভুত বলিয়াছেন—“তচ্ছব্যাং প্রজ্ঞালোকঃ”—যদি এই সংবৎ জয় করিতে পার তবেই প্রজ্ঞালোক দীপিত হইবে। মনে করিবা-মাদ্রই বধন ধারণা এবং সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান ও সমাধির অবস্থা আগতে থাকে, তখনই তাহা সংবৎ জয়ের অবস্থা। বই পড়িয়া বা কথা শুনিয়া বা চিন্তাবারা যে প্রজ্ঞান হয়, তাহা পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র; তাহা প্রজ্ঞালোক নহে। ধারণা, ধ্যান ও সমাধির পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে বুদ্ধি বধন অতিশয় নির্মল হইয়া যায়, যে বুদ্ধি বিষয়ের তরঙ্গ-বিক্ষেপে কখনও বিচলিত না হয়, এবং বাহিরের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি বধন তন্মধ্যে প্রবেশও করিতে পারে না, সেই স্থির অব-চলিত বুদ্ধিই প্রকৃতপক্ষে “এ” এবং তখন আসিয়া সেই বুদ্ধিরই জ্যেষ্ঠ হ’। ‘বুদ্ধি ব্রাহ্ম-মতীজিহ্বা’—ঋগ্বেদের মহাবাক্য যে “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম”—ইহা সেই প্রজ্ঞান। সংবৎ জয় হইলে সেই প্রজ্ঞার উদয় হয়। এই তাহার প্রজ্ঞাবান পুরুষেরা ক্রিয়ার পরাবহায় এবং পরাবহায় পরাবহায় নির্লিপ্তভাবে জগতের নানাবিধ কর্ম করিয়া থাকেন; তাঁহারা সিদ্ধ-পুরুষ, তাঁহাদের কোন কামাবস্তুর প্রতিই স্পৃহা থাকে না। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া নিস্পৃহ-ভাবে কর্ম করা তাঁহাদের যতাবশিষ্ট হইয়া থাকে। এ অবস্থা তাঁহাদের হয় নাই, একদ-ভাবে কর্ম করিতে যাঁহারা এখনও সামর্থ্য লাভ করেন নাই, তাঁহারা পরাবহায় থাকিরা

কর্ম করিতে না পারিলেও বাহ্যতে এই অবস্থা প্রাপ্তি হয়, তজ্জন দৃঢ়-প্রবৃত্তির সহিত ধারণা, ধ্যান ও সমাধির অভ্যাস করিতে থাকিবেন। তাহাতে সাধক যে সকল সময়েই সমাধিভঞ্জে থাকিতে পারিবেন তাহা নহে, কখনও ধ্যানের অবস্থার নামিবেন, কখনও ধারণার অবস্থায় অবতরণ করিবেন, আবার উত্তিবেন, আবার পড়িবেন—এইরূপ। সমাধির দ্বারা অগাধাধার জ্ঞান ও অনাধারণ শক্তি লাভ হয়। যেমন বাখান কম হইতে থাকিবে, তেমন তেমন সমাধি উৎকর্ষভাবের প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেইজন্য বলিলেন,—যদি সমাধি হইয়া কর্ম করিতে না পার, তবে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি বাহ্যতে উৎকর্ষতা লাভ করে তদ্বিধে প্রবৃত্ত কর এবং সকল প্রকার কর্মও তাহার সহিত কর, কিন্তু বাহ্যতে চিত্ত অতিমাত্র বিক্ষিপ্ত না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম করিবে। নচেৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ঘন হইয়া পূর্বোক্ত স্লোকের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। সর্বকর্মকল-তাগ কিরূপে হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। কর্ম—কর্তারই আশ্রিত। ভগবানই সকলের আশ্রয়,—ইহা বুঝিতে পারিলেই কর্মের কর্তাও যে তিনি তাহা বুঝিতে পারা যাইবে এবং ইহা সম্যক ধারণা করিতে পারিলেই, সকল কর্ম আত্মাতে বা ঈশ্বরে অর্পিত হইবে। এই সর্বকর্মের ফলত্যাগ করিতে হইলেই ‘যতাত্মা’ হইতে হইবে। চিত্তসংযম না হইলে আত্মা বা ভগবান যে সকলের আশ্রয় এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়াই সকলে অস্তিত্বশালী হইয়াছে,—ইহা বুঝা যাইবে না। এক ব্রহ্মহুঁই (প্রাণ) জগদাদিক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব সেই ব্রহ্মহুঁইয়ের সন্ধান না পাইলে তিনি যে কিরূপে জগতের আশ্রয় হইয়া রহিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। এবং তাহা না বুঝা পর্যন্ত কর্মের কর্তা আমিই থাকিয়া বাইব, অতঃপর কর্ম-ফলও ততদিন আমার সঙ্গ ছাড়িবে না। কিন্তু চিত্ত বাহিরের ব্যাপারে ভাসিয়া বেড়াইলে মেক্ষ-মধ্যস্থ ব্রহ্মহুঁইয়ের সন্ধান পাওয়া যাইবে না; ততদিন কর্মের বিনিমালিক তাহারও সন্ধান পাওয়া যাইবে না, ততদিন আমাকেই সমস্ত ভূতের বোঝা বহিয়া মরিতে হইবে। পৃথ-হুঁইয়ের কলাবাদ বতদিন নিবৃত্ত হইবে না, জন্ম-মরণের প্রবাহও ছুটিবে না, জীবনের আশাও মিটিবে না।

কর্ম কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার কিছু পরিচয় পাইলেই প্রাণ লক্ষ্য পড়িবে। লক্ষ্য পড়িলেই প্রাণ বাহ্যতে হয়, সেই দিকে চোটা বাড়িবে এবং সংসারের খাবতীয় কর্ম করার সঙ্গে সঙ্গে সকল কন্দের মূলে যে সত্তা রহিয়াছে অর্থাৎ তোমার স্বরূপ তাহার দিকে লক্ষ্য পড়িলেই ভূমি বুঝিতে পারিবে—সেহেস্ত্রিয়, মন হইতে “আমি” পৃথক। সুতরাং ততদিন যদিও বাহ্যাদিগকে শ্রেয় মনে করিয়াছি আমার সেই সব আশ্রয় আপনা হইতেই ভাঙিয়া পড়িবে। আমার মন অন্ত কোন বস্তু আশ্রয় করিয়া না পারিলে—‘আমি’ সেই পরম সত্তার সহিত মিলিয়া এক হইয়া বাইব। তখন “সর্বকর্ম” এবং তাহার সমস্ত ফল ত্যাগ হইয়া যাইবে।

কিন্তু বুঝিতে পারিলেই যে “কমলি” তোমাকে ছাড়িবে—তাহা মনে করিও না। এই জ্ঞান বাহ্যতে বিবেক উৎপন্ন হয়, সেইরূপ লক্ষ ও বিচার করিবে। যাহা অনাস্বদন্ত তাহার পরিহার এবং যাহা আনন্দস্বরূপ,—তাহাও গ্রহণে সর্বদা অন্তর্নিহিত থাকিতে হইবে। এই জ্ঞানই

সাদ্রককে ধারণা-ধ্যান-সমাধির অভ্যাস করিতে হইবে, নচেৎ দেখে আমি-বোধও ঘুচিবে না, কর্মও ছাড়িবে না, ফলসঙ্গও নষ্ট হইবে না।

এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, এ বোধ এক সমাধিতেই হইতে পারে। ব্যুত অবস্থার নানাধের সর্জন হওয়া অবশ্যস্বাবী, কিন্তু নানাবোধ-থাকিতে প্রকৃত জ্ঞান বধন হইবে না, তখন ব্যুতাবস্থার আবার তো অজ্ঞান জড়াইয়া ধরিবে। এই অজ্ঞানের হস্ত হইতে তবে মুক্তি ক কিরূপে সম্ভব?

পূর্বে বলা হইয়াছে—এই ‘নানাব’ বোধ নষ্ট হয়—ক্রিয়ার পর-অবস্থায় অর্থাৎ সমাধি সময়ে, কিন্তু এই সমাধি বড় চমকিত অবস্থা, শীত লভ্য নহে। সেই জন্যই কিছু বাহ্য বিচার করাও আবশ্যক। বিচার দ্বারা দেখিতে হইবে যে—‘নানাব’ নাই, “এক”ই আছেন, কিন্তু চিত্ত-মল বা বিক্ষেপবশতঃ নানাবোধ বোধ নষ্ট হইতেছে না। সেইজন্য বাহ্যতে বিক্ষেপ নষ্ট হয়, তজ্জনিত চেষ্টিত হওয়াই বুদ্ধিমানের কর্তব্য। প্রাণায়াম ব্যতীত চিত্ত-মল বা বিক্ষেপ নষ্ট হওয়া চমকিত ব্যাপার। প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ স্থির হইলে উহা তখন মেক্ষ-মধ্যস্থ সুষুম্না ভেদ করিয়া সংসারের পরমশিবের সহিত যুক্ত হইয়া যাইবে। তখনই প্রকৃত জ্ঞানোদয় হইবে এবং জ্ঞান-প্রসাদে জগতে কোন বস্তুতেই আশ্রয় মন লাগিবে না, সুতরাং পরমৈক্যপ্রাপ্ত সাধক তখন পরমপদ লাভে বস্তু হইয়া যাইবেন। জীব ব্রহ্মে মিলিয়া যাইবে।

কবির বলিয়াছেন—

“কবির মন লাগা উন্নয়ী সোঁ, গগণ পছতা যায়।

চাঁদ বিড় চাঁদনৌ তাঁহা, অলব্ধ নিরঞ্জন প্রায়।”

কবির বলিতেছেন, মন বধন উন্নয়ীতে লাগিয়া গেল, তখন সেই শূন্যত্বের পছতিতে পারা যায়, সেখানে চন্দ্র নাই কিন্তু জ্যোৎস্না আছে, যেখানে এইরূপ প্রকাশ সেইখানেই অলব্ধ কুটব অর্থাৎ ব্রহ্ম নিরঞ্জন রহিয়াছেন।

“কবির বুদ্ধি সমানো দিক্‌মে সো জানে সব কোই।

বুদ্ধি সমানো বুলিমে, বুঝে বিরল্য কোই।”

কবির। বিন্দু যে দিক্‌তে প্রবেশ করে—একথা সকলেই বুঝিতে পারে, কিন্তু দিক্‌তে বিন্দুর মধ্যে প্রবেশ করে এরূপ অতি অল্প লোকেই জানে। ক্রিয়া করিতে করিতে বধন “বিন্দু” দর্শন হয়, সেই বিন্দু দর্শন করিতে করিতে ক্রিয়ার পর-অবস্থাপ্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা অনিশ্চয় ক্রিয়াবানেরা জানেন, ইহাই বিন্দুর দিক্‌তে নিমজ্জন। আবার ঐ বিন্দুর মধ্যে যে অনন্তকোটা ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে, তাহা গুণ কম লোকেই ধারণা করিতে পারে।

“কবির এক সামান্য সকলমে, সকল সামান্য তাঁহা।”

কবির! এক সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছে, আর সমস্ত সেই একের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

এক আত্মাই (১) কুটবে, (২) ক্রিয়ার পর-অবস্থাতে, (৩) ব্রহ্মের অণুর মধ্যে ও (৪) সমস্ততে রহিয়াছেন। এই বিপুল বিব ব্রহ্মপুত্রারা সংগঠিত, আবার এক ব্রহ্মপুত্র

শ্রোয়ো হিততানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাক্যানং । বিশিভ্যতে ।

ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২

মধ্যে তিন লোক প্রবিষ্ট হইয়া আছে। যে সাধক এই ত্রৈলোক্য মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, তাঁহার ত্রিলোক-মধ্যে আর কিছুই অজানা, অপেখা, না শোনা " ১ না ।

অবস্থায় কথা বর্ণনা করিয়া কবির বলিতেছেন—

“কবির গুরু নহী, চেলা নহী, নহী মুবিদ, নহী পীর ।

এক নহী, হুজা নহী, তাঁহা রিখে দাস্ কবির ॥”

কবির! সেখানে গুরুও নাই, চেলাও নাই, মুবিদ বা পীরও সেখানে নাই। সেখানে একও নাই, দ্বিতীয়ও নাই এমন স্থানে কবির দাস বিশ্রাম করিতেছেন ॥

পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে প্রবল অভ্যাসে অসমর্থ হইলে তুমি প্রাণে লক্ষ্য স্থির কর। প্রাণকর্মই কলাকাজ্ঞারহিত কর্ম, তাহাতে লক্ষ্য রাখিতে পারিলেও তুমি ইচ্ছারহিত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিবে। এখানে আবার বলা হইতেছে, তাহাতেও যদি অসমর্থ হও, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়বর্গ সংযমপূর্বক, মদেকশরণরূপ যোগকে আশ্রয় করিয়া সকল কর্মের ফল ত্যাগ কর।

ইহা কি পূর্বোপেক্ষা সহজ কর্ম হইল? তাহা তো বোধ হয় না। তবে ইহা বলার উদ্দেশ্য কি? আসল কথা এ সমস্ত উপদেশগুলি তাঁহার পক্ষেই সহজ বাঁহার বিধরূপ-দর্শন হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য পর পর সহজ সাধনার কথা হিসাবে ইহা যে বলা হইল তাহা নহে, পর পর উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্তির কলা বলা হইল। পরশ্লোকে ইহার অর্থ স্পষ্টতর হইবে। বিধরূপ-দর্শন-প্রাপ্তির মত অবস্থা বাঁহার আনিয়াছে, তিনি আপনাকে সাধনার শেষ উক্তগুরে পাইয়া বাহ্যে হইলে সময় ও সুযোগ অনুযায়ী বাঁধা করিতে পারেন তাহারই ইঙ্গিত এখানে প্রদান করিলেন। যেমন দৃষ্টান্তরূপ মনে করিয়া লওয়া যাউক একই অবস্থা-প্রাপ্ত একজন ব্রাহ্মণ ও রাজার, অথবা একজন গৃহস্থ ও একজন সন্ন্যাসীর—সাধন ক্রমের যে তারতম্য হইয়া থাকে তাহারই কথা এখানে পরিব্যক্ত করিলেন, উদ্দেশ্য—সাধক নিজ অবস্থা অনুযায়ী যেটভাবে সাধনার চরম দিক্দিগ্গন্ত চেষ্টা করিতে হইবেন ॥ ১১

ভাষ্যত্রয়। হি (যেহেতু) অভ্যাসাৎ (জ্ঞানরহিত অভ্যাস অপেক্ষা) জ্ঞানং শ্রেয়ঃ (শুদ্ধ ও বৃদ্ধি দ্বারা আত্মনির্গম্য শ্রেষ্ঠ), জ্ঞানাৎ । প্রবণ-মনন জনিত জ্ঞান অপেক্ষা) ধ্যানং বিশিভ্যতে (নির্দিষ্টাঙ্গনরূপ ধ্যান শ্রেষ্ঠ); ধ্যানাৎ (ঐক্য ধ্যান হইতেও) কর্মফল-ত্যাগঃ (কর্মফলত্যাগ) [শ্রেষ্ঠ]; ত্যাগাৎ অনন্তরম্ শান্তিঃ (এই ত্যাগের পর সংসারোপশমনরূপ শান্তি লাভ করিতে বিলম্ব হয় না) ॥ ১২

শ্রীশঙ্কর। তমিমাং ফলত্যাগং ভৌতি—প্রথম ইতি। সমাগ-জ্ঞানরহিতাং অভ্যাসাৎ বৃত্তিসহিতোপদেশপূর্বকং জ্ঞানং শ্রেষ্ঠম্। তদ্বাদপি তৎপূর্বকং ধ্যানং শ্রেষ্ঠম্। ‘ততস্ত তৎ পশুতি নিকলং ধ্যানমানঃ’ ইতি শ্রুতেঃ। তদ্বাদপি উক্তলক্ষণঃ কর্মফলত্যাগঃ শ্রেষ্ঠঃ।

তদ্বাৎ এবহুতত্যাগাৎ কর্মস্থ তৎফলেষু চ আনন্তিনিবৃত্ত্যা মৎপ্রসাদেন চ সমম্ অনন্তরমেব সংসার-শান্তির্ভবতি ॥ ১২

ব্রহ্মানুব্রাহ্মণ। [উত্তমরূপে কর্মফলত্যাগের প্রশংসা করিতেছেন—সম্যক্ জ্ঞান-রহিত অভ্যাস অপেক্ষা বৃত্তিসহকারে উপদেশ পূর্বক [পরোক্ষ] জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। এইরূপ জ্ঞান অপেক্ষা তৎসহকৃত ধ্যান শ্রেষ্ঠ। শ্রুতিতে আছে—“তাঁহার পরে (সাধনদম্পন ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া) একাগ্রতা সহ ধ্যান করিতে করিতে ভেদরহিত আত্মাকে দর্শন করেন”। তাহা হইতেও উক্তলক্ষণ কর্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। এবহুত ত্যাগের পর কর্ম ও তৎফলে আনন্তি নিবৃত্ত হওয়ায় আমার প্রসাদে সঙ্গে সঙ্গেই সংসার-শান্তি অর্থাৎ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ ১২

আত্মাত্মিক ব্যাখ্যা। যোনিমুক্তা অপেক্ষা ১৭২৮ বার প্রাণায়াম করা ভাল, তাহা অপেক্ষা ফলাকাজ্ঞা-রহিত হইয়া ক্রিয়া সর্বদা করা ভাল, এবং তদপেক্ষা আমিও কিছু নই এবং আমারও কিছু নয়—যাহা ক্রিয়ার পর-অবস্থায় হয়—ভাল।—বাঁহাদের ভগবৎপ্রাপ্তির ইচ্ছা মনে উদয় হইয়াছে, তাঁহারা কোন না কোন একটি সাধন-পথ অবলম্বন করিবেনই। সাধন-পথ অবলম্বন করা হইল বটে, কিন্তু ভগবান কি তাহাও বুঝি না, ভগবৎপ্রাপ্তি হইলে কি অবস্থা হয়, ভগবৎপ্রাপ্তি কাহাকে বলে কিছুই বুঝি না। ‘ভগবান্কে পাইতে হইবে’ শুধু এই কথা মনে করিয়া একজন বৌদ্ধ-ভিক্ষকে বলিলাম, তিনিও হয়তো উপবৃত্ত মনে করিলেন না, তবুও রূপা করিয়া একটি পং দেবাইয়া দিলেন। পথটি সত্যপথই, আমিও সেই মার্গে গুরুপদেশ মত অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। কিন্তু সাধনাভ্যাসের অবশ্যপালনীয় নিয়মগুলি ঠিকভাবে করি না, করিতে ইচ্ছাও হয় না। কোন প্রকারে নিয়ম-রক্ষা করিয়া সাধন করিয়া চলি, তাহাতে একবারে যে কিছুই হয় না—তাঁহাও নহে। সময়ে সময়ে মনটা স্থির হয়, এক আধ-বার জ্যোতিঃও দর্শন হয়, কিন্তু সেই বস্তুই যে সারাংসার পরমার্থবা বস্তু, তাহা কখন কখন মনে হইলেও উহাতে দৃঢ় বিশ্বাস হয় না। তাই সময়ে সময়ে তীর্থ-ভ্রমণে ছুটি, দেব-দেবী দর্শনে ছুটি, কিন্তু সেখানেও কিছু শান্তি পাই না। তবে দণ্ডজন লোকে ঐক্য করিতেছে, পরে হয়তো কিছু ফল হইতেও পারে, সেই ফলে পাছে বঞ্চিত হই, কিম্বা দেবতার স্থানে না গেলে দেবতা পাছে রাগ করেন এবং আমার সংসারের তাহাতে কোন ক্ষতি হয়, এই আশঙ্কায় কিছু পাই বা না পাই, দেব-মন্দিরে গিয়া একবার মাথা নত করিয়া আসি। বিষয়ের লোভও যায় না, বিষয়-ত্যাগেও কোন উৎসাহ আসে না, তবে লোক-দেখানো ধর্মের জন্ত আড়ম্বর করা একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে—তাঁহা করি। সময়ে সময়ে নিজের অবস্থা যে না বুঝি তাহাও নয়, কিন্তু অভ্যাস ছাড়িতে পারি না—এই প্রকৃতির উপাদক অপেক্ষা বাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা ভাল। জ্ঞানী অর্থাৎ বাঁহাদের শাস্ত-জ্ঞান আছে, বাঁহারা আত্মা কি শাস্তে পড়িয়াছেন, আত্মার সহিত মনের এবং মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের মনে

যখন সেই আশ্রমদর্শনের তীব্র অভিশাপ জন্মে, তখন তাঁহারা সেই অনন্ত বহুস্ত-পরিপূর্ণ আশ্রম-বিষয়ক চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। একজ্ঞ সংসদ্ব করেন, সংশাস্ত্রের আলোচনা করেন এবং অধ্যাত্মপন্থায় বাহ্যবা পারদর্শী তাঁহাদের উপদেশ মত সাধন করিতে থাকেন। তখন তাঁহাদের চিত্তে এই কথা সর্বদা জাগিতে থাকে যে, ব্রহ্ম ভোঁ নবই! কিন্তু সবকে দেখিয়া ভোঁ মনের কোন তৃপ্তি লাভ হইতেছে না। এমন কি করা যায়—বাহ্যতে অত্যন্ত স্বল্প ও দুজ্জের আশ্রম সন্মানে কথঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ হয়। দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানই যোগ বটে, কিন্তু দ্রষ্টার সন্ধান পাই কিরূপে? তখন বিচারযুক্ত অনুসন্ধান আরম্ভ হয়! তখন তাঁহার মনে হয়—বাহ্য না থাকিলে কিছুই থাকে না, বাহ্য এই দৃষ্টদৃষ্টকে প্রকাশ করিতেছে এবং বাহ্য প্রকাশ দৃষ্টদৃষ্টের অনুভব হয় সেই দ্রষ্টাটিকে কি? সেই দ্রষ্টাই কি অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃ, বাহ্য গুরু দেখাইয়া দেন এবং দেখিবার উপায় বলিয়া দেন? সেই জ্যোতিঃ-প্রকাশ না থাকিলে তখন কিছুই প্রকাশ হয় না, তাহাই আমার প্রাণ, তাহা না থাকিলে আমার মন মনন করিতে পারে না, আমার ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ হয় না—আমার জ্ঞী, পুত্র, কন্যা, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, স্বজন—তাঁহাদের বস্তু ভাববাদি, প্রাণ হইতে বাহ্যাদিগকে চাই—তাঁহারা সকলেই সেই জ্যোতিঃের রূপ। এই জ্যোতিঃ আছে বলিয়াই প্রাণের স্পন্দন অনুভব হয়, ইন্দ্রিয়েরা নিঃশব্দ নিঃশব্দ বিষয়ের প্রতি ধাবমান হয়, মনে কত স্মৃতিসংস্কার বিচার, কত অনুমান, কত সঙ্কল্প বিকল্পের তরঙ্গ উথিত হয়। আমার গুরু কালে জানিলাম—সেই জ্যোতিঃই দ্রষ্টার একমাত্র স্বরূপ নহে, উহা একাংশ মাত্র। তাঁহার স্বরূপ বৃত্তিতে হইলে আরও দ্যানের গভীর অভ্যন্তরে ভূমিতে হইবে। তিনি “জ্ঞেয়” মাত্র নহেন, তিনি “বিঃ গ”। সেই বিজ্ঞাতাকে বুঝিবার কোন করণ নাই। যিনি গুরুপদে মত সাধনা-ভ্যাসে সর্বদা নিরত থাকেন, তিনি কেবল তাঁহাকে আনন্দস্বরূপে বুঝিতে পারেন মাত্র। তাঁহাকে বুঝিলেও বাহ্যে তাহা বুঝাইবার উপায় নাই। সেক্ষেপ ভাষাও নাই বাহ্যতে বর্ণন করা যায়, সেক্ষেপ বুদ্ধিও নাই, বাহ্যতে বর্ণনা গুনিয়া বোধগম্য হয়। প্রকৃত যোগ লাভ হয়,—যখন দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয়, কিন্তু যোগলাভ যখন না হয়, তখন দ্রষ্টা থাকেন কোথায়? কিরূপে তাঁহাকে তখন চিনি? সেইজন্ত যোগদর্শনের সমাধিপাদে একটি স্থল বহিয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে—“বৃত্তিসাক্ষ্যামিতরজ্ঞঃ”—অজ্ঞাত অর্থাৎ অব্যবস্থার দ্রষ্টা তখন বৃত্তির সমানরূপতা প্রাপ্ত হন। উপনিষদেও আছে—“যদা বৈতমিব ভবতি তদা ইত্যং ইত্যং পশ্যতি”—যখন আত্মা বৈতের মতন হন, তখন সেই অবিভীক আত্মাই দ্রষ্টা ও দৃষ্টভাবাপন্ন হইয়া একভাবে দ্রষ্টা ও অন্তভাবে দৃষ্টরূপে দ্রষ্টার বোধের বিষয় হন। তাহা হইলে এই যে চিত্তের বহুবিধ বৃত্তি—বাহ্য কত শত দৃষ্টরূপে ছুটিয়া উঠিতেছে—সেই সকল দৃষ্টের মধ্যে কে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন? যেমন সমুদ্রই আপনাকে সহস্র সহস্র তরঙ্গাকারে প্রকাশিত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই দৃষ্টমান জগৎরূপে চিত্তের যে বহুধা প্রকাশ-বা বৃত্তি, তাহা আর কিছুই নহে, তাহার দ্রষ্টারই প্রকাশ মাত্র। দৃষ্টি-মার্জনা দ্বারা দেখিলে দেখা যাইবে,—এই অনন্ত রূপরাশির মধ্যে কেবল এম সত্ত্বামাত্র আত্মাই বিরাজমান, আর কেহই নাই। “বা দেবী সর্বভূতেশু বৃত্তিকপেণ সংস্থিতা”—সেই ব্রহ্মশক্তি প্রাণই

যিনি জগতের মাতা, তিনি নানারূপে আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন, সমস্ত বস্তুর অস্তিত্বের মূল তিনি, স্তব্ধতা কোন বস্তু তাঁহা হইতে অতিরিক্ত হইতে পারে না। জড় চেতনরূপে তিনিই শাসিতছেন আবার জীবরূপে আপনাকে দৃষ্ট হইতে পৃথক করিয়া দেখাইতেছেন। অবিজ্ঞাতকে যদিও ইহার কোন বলা হইয়াছে—“তত্ত্ব হেতুবিজ্ঞা”—কিন্তু সেই অবিজ্ঞাত তাঁহারই অঙ্ক এক রূপ,—কারণ তিনি মহাদেবী ও মহাত্মা—উভয়ই। এই অবিজ্ঞাত না থাকিলে জগৎ-লীলা চলে না। অবিজ্ঞাত দ্বারা স্বরূপে আচ্ছাদিত হয়, তাই “স্মি” “স্মানকে” জানিতে পারে না। যদি এই অবিজ্ঞাত আত্মার আবরণরূপে একটি বস্তু হইত, তাহা হইলে অবিজ্ঞাত কখনও ছুটিত না, জীব কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারিত না। কিন্তু ই বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞাত একই বস্তু, তিনি যখন তাঁহাকে জানিতেছেন—তখনই তিনি “বিজ্ঞাত”, আবার তিনি যখন তাঁহাকে জানিতেছেন না—তখনই তিনি “অবিজ্ঞাত”। তাই আজ যে অজ্ঞ, আজ যে বদ্ধ, কালই সে বিজ্ঞ, কালই সে মুক্ত।

এই ত গেল আলোচনাশ্রম জ্ঞানের কথা। এখন “জ্ঞান” অপেক্ষা “ধ্যান” শ্রেষ্ঠ কি? “অভেদদর্শনং জ্ঞানং ধ্যানং নির্বিবর্তনং মনঃ”—জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ, এই অভেদ-ধারণাই জ্ঞান এবং মন বিষয়শূন্য হইলে অর্থাৎ মনের মধ্যে যখন সঙ্কল্প বা দৃষ্ট পদার্থ না ভাসে, তখনই তাহাকে ধ্যান বলে। জ্ঞানে স্বরূপ দর্শন হয় বটে, আত্মার অভেদ ভাব বুঝা যায় বটে, কিন্তু জ্ঞেয়রূপে প্রতিটি হয় না, তখনও যেন আমি কুটস্থ দর্শন করিতেছি এবং এই কুটস্থ যে আমি—এই বিচার করিতেছি, কিন্তু সেখানে মনের সম্পূর্ণ নির্বিবর্তন-ভাব হইতেছে না। কিন্তু স্বরূপ-দর্শন কিছু কিছু হইতেছে। তাহা দেখিয়া কি লাভ হয়?—

“আপনা চিনিলে লব ধাবেক ভোমার।

জগৎ দেখিতে পাবে আপন প্রকার ॥

আমাতে যে বস্তুরূপে দেব মাঝে আছে।

সর্বজীবের ভদ্রাকারে বস্তু বিদ্রিছে।

অক্ষয় অব্যয় বস্তু আছে সর্ব তাঁই।

রামের রমণ ছাড়া কোন প্রাণী নাই ॥” আত্মবোধ

সদগুরু প্রসন্ন হইলে তিনি সংশয়কে ইহা দেখাইয়া দেন।

“এ হেন সদগুরু হবে হন কৃপাবান।

শ্রদ্ধাভীত পরব্রহ্ম চক্ষুতে দেখান ॥” আত্মবোধ

তখন সাধক—“শ্রামরূপে রাম দেখে জগত ভরিয়া।”

এ পর্যন্ত বাহ্য বলা হইল, তাহা সমস্তই জ্ঞান, এই প্রজ্ঞা সাধকের গুরুপ্রদত্ত সাধনা দ্বারা আপনা-আপনিই হইয়া থাকে। যখন সাধকের উহা জ্ঞানগম্য হয়—তখন সাধকের শরীরে ও মনে যে একটি বৈশিষ্ট্যভাব প্রকটিত হয়, তাহাকেই “ধোনিমুদ্রা” কহে। “যস্মৈ মনঃচৈতন্যং ধোনিমুদ্রাঃ ন বেতি ধঃ”—যে শতকোটি জপ করিলেও তাহার মন চৈতন্য-লাভ করিবে না।

ইহাই জ্ঞান-পূরিকা সাধনা, উহা অজ্ঞান-পূরিকা সাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বটেই, কিন্তু উহাতেও ক্রিয়া-যোগের অপেক্ষা আছে।

“তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ” (যোগদর্শন)। “তপ ও স্বাধ্যায়ের মধ্য দিয়াই সাধাতে ঈশ্বর-প্রণিধান সিদ্ধ হইতে পারে, এরূপভাবে অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মসমূহই ক্রিয়াযোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে”। তপঃ শব্দের অর্থ তপোশোধ বা আত্মসংযম, সেই আত্মসংযমেই “স্ব”এর অর্থাৎ আত্মার অদিগম (প্রাপ্তি) হয়, তাহাতেই সর্বদা স্থিতি বা আত্ম-সমর্পণ করার নামই ঈশ্বর-প্রণিধান। ইহা মনে করিলেই করা যায় না, এই জ্ঞাত ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ক্রিয়াযোগের সাহায্যেই এইরূপ আত্মসংযম-কৰ্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীশুকদেব বলিয়াছেন এইরূপ ১৭২৮ বার করিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করা আবশ্যক, তাহা হইলেই মন নির্বিষয় হইবে, এবং উৎকৃষ্ট ধ্যানাবস্থা। তখন মন একাগ্র হইয়া সম্পূর্ণ নিরোধের দিকে অগ্রসর হয়। এই ধ্যানাবস্থা যোনিমুদ্রায় দর্শন রূপ যে জ্ঞান তাহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা। কারণ এখানে মনেতে কোন আন্দোলন নাই, বিক্ষেপ-বিহীন মন স্থির হইতে হইতে স্বরূপশুদ্ধির মত হইতে থাকে।

যদিও ইহা স্থিরাবস্থা, কিন্তু ইহা ভেদন বন নহে—অপেক্ষাকৃত তরল, অন্তরালে বা সামান্য কারণে তাহার স্বরূপ-চ্যুতি ঘটে বা ব্যাধিত হয়, তাই ইহা অপেক্ষাও উচ্চাবস্থা হইতেছে—সর্বদা ক্রিয়া করিয়া ফলাজ্ঞারহিত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। মন দিয়া সর্বদা ক্রিয়া করিলে নেশাখোরের মত একরূপ অবস্থা হয়, তাহাতে আত্মকৰ্ম্ম ব্যতীত বাহিরের কৰ্ম্মও করা যায় বটে, কিন্তু তখন কৰ্ম্মের দিক্-অসিক্তিতে মনের কোন উত্তেজনা থাকে না—এই অবস্থা আরও গভীর বা ঘন হইলেই ক্রিয়ার পর-অবস্থা লাভ হয়। সে অবস্থায় “আমিও” থাকে না, “আমার” ও থাকে না। ইহাই সন্ন্যাসের অবস্থা, ইহা দ্বারা অবিলম্বেই শান্তিলাভ হয়। এই অবস্থা জ্ঞানী বা ধ্যানীদের তো হয়ই, আবার বাহ্যিক অজ্ঞ—তাহারাও যদি মন দিয়া ক্রিয়া করে, তাহারাও ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ করিয়া মনোনিবৃত্তিরূপ পরমা শান্তি লাভ করিতে পারে। মনোনিবৃত্তি হইলেই সকল বস্তু হইতে বরন ছিন্ন হয়, আর কিছুই জ্ঞাত তখন মন দোড় কাঁপ করিয়া বেড়ায় না, স্তব্ধতা তাহার ক্রিয়াযোগ বা কৰ্ম্ম করাও হইল, ফলত্যাগও হইল এবং শান্তিলাভও হইল।

এখানে অনেকের ধারণা হয়—ভগবান কয়েকটা শ্লোকে (৮।১।১০।১১) একটির অপেক্ষা অল্পটতে বেন সহজ পথ নির্দেশ করিয়া দিলেন, কিন্তু কলের বেলায় সৰ্ব্ব নিয়ন্ত্রণের ফলই সর্বাপেক্ষা বড় বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বাস্তবিকই কি পর পর মার্গটি পূর্ণ পূর্ণ মার্গ অপেক্ষা সহজ? তাহা হইলে একটি না পারিলে ঐটি করিও এরূপ বলার কোন সার্থকতা থাকে না।

বাস্তবিক কৰ্ম্মফলত্যাগ নিতুইও নহে এবং তাহার সহজসাধ্যও প্রদর্শিত হয় নাই। দ্বারবশের চাই কি? শান্তি। এই “শান্তি” ত্যাগ ব্যতিরেকে লাভ করা যায় না। যতক্ষণ আশ্রমের মন বিষয়সমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকিবে এবং বিষয়-গ্রহণের জন্ত লোভাতুর হইয়া বিষয়ের মধ্যে ফিরিতে থাকিবে, ততক্ষণ সে শান্তিলাভ করিতে পারিবে না।

এই দুঃখ বা অশান্তির মূল—বিষয়ের সাহিত মনের সংযোগ স্তব্ধতাঃ দুঃখ হেয় অর্থাৎ পরিত্যাগ। বাহ্য হেয় বলা হইল, তাহার কারণ নির্দিষ্ট হইতে। যোগদর্শনে বলিলেন—

“দ্রষ্টৃ-দৃষ্টাঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ।”

দ্রষ্টা ও দৃষ্টের সংযোগই হেয়-হেতু। দুঃখের কারণ অবগত হইলে কারণকে সরাইয়া দুঃখ নাশ করা যায় হইতে পারে। দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষ এবং দৃষ্ট বুদ্ধিসত্ত্ব। সমস্ত দৃষ্টই বুদ্ধিরূপতা প্রাপ্ত হইয়া তবে পুরুষের দৃষ্টরূপে সম্বন্ধযুক্ত হয়। বাস্তবিক কিন্তু দ্রষ্টার সহিত দৃষ্টের কখনও সংযোগ হয় না, কেবল ঐ সংযোগ প্রতীতি হয় মাত্র। অজ্ঞানই উহার কারণ, এইজন্য অজ্ঞানকে বিদূরিত করিলেই দ্রষ্টা ও দৃষ্টের সংযোগ-স্বপ্ন প্রতীতি হইবে না। আত্ম-দর্শন সাধার হয়, সমস্ত দৃষ্টবস্তুই তখন তাঁহার নিকট আত্মময় হইয়া যায়। তাই পঞ্চশিখ্যার্চা বলিয়াছেন—“তৎসংযোগহেতুর্বিবৰ্জনাৎ সাদৃশ্যমাত্মাত্মিকো দুঃখ-প্রতীকারঃ”—বুদ্ধির সহিত সংযোগের হেতুকে বর্জন করিতে পারিলেই এই আত্মাত্মিক দুঃখের প্রতীকার হয়।

তাহা হইলে বুঝা গেল যে, শান্তি জীবনের আকাজিক বস্তু ও অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু, কিন্তু তাহা লাভ করা সহজ-সাধ্য নহে। যে সকল কারণে জীবের অশান্তি বা দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহার প্রতীকার করা আবশ্যক। সেই প্রতীকার করা যায় কিরূপে? না,—বাহ্য দৃষ্টরূপে প্রতীত হইতেছে, তাহা যে দৃষ্ট নহে, তাহা যে আত্মা—ইহা বুঝিতে হইবে। বিষয়রূপ দৃষ্টের যে সর্বদা অনুভূতি হইতেছে, সে সমস্ত বুদ্ধিরই খেলা। সে বুদ্ধির প্রতিসংবেদী বলিয়া আত্মাকেও বিষয়-সমূহের জ্ঞাতা বলিয়া অনুভব হয়। অবিজ্ঞাবশে দ্রষ্টা ও দৃষ্ট যে একত্রে সম্বন্ধ হয়, তাহাতেই দ্রষ্টা ও দৃষ্টের সহিত ভোগরূপ সম্বন্ধ ঘটে। এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে ভোগের অবসান হয়। প্রাণ যে আত্মার বিশিষ্ট শক্তি, তাহা পূর্বে বহবার বলা হইয়াছে, এই প্রাণই চকল হইয়া মনরূপে বিষয়কে গ্রহণ করে। প্রাণের সাধনায় যখন তাহার চাকলা তিরোহিত হয়, তখন সঙ্কলমুক্ত মনও উপশান্ত হয়। এই অবস্থাতেই কৰ্ম্ম ও তাহার ফল-ত্যাগ হওয়া সম্ভব। কৰ্ম্ম বাহ্য হয়, তাহা প্রাণের চাকলা জ্ঞাত, অনাদি বাসনা-বীজ প্রাণের মধ্যে নিহিত থাকে, প্রাণ চকল হইয়া মনরূপে বিষয়ের আকাজিকা করে। সেই চকল প্রাণ স্থির হইলে অব্যক্ত মিলিয়া যায়, তখন তাহার আর কৰ্ম্ম হইতে পারে না, স্তব্ধতাঃ এরূপ অবস্থাপর যোগীর কৰ্ম্ম ও ফল একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়া যায়। এইরূপ ত্যাগের দ্বারাই নিবৃত্তিরূপা পরমা শান্তির উদয় হয়, তখন সাধ্য ও সাধক একাকারে মিলিয়া যান। এই একত্বের অবস্থার কৰ্ম্মের প্রবর্তক জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও কৰ্ম্মের আশ্রয় করণ, কৰ্ম্ম ও কৰ্ত্তার আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, সেখানে একমাত্র সাক্ষীরূপ কূটমুহূর্ত্ত বর্তমান থাকেন। স্তব্ধতাঃ আপনা হইতেই সব ত্যাগ হইয়া যায়। এই “ত্যাগ” অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়, প্রকৃত ত্যাগের পরই শান্তিলাভ হয় কিন্তু ধ্যাননিষ্ঠ চিত্ত ব্যতীত এই ত্যাগক্রিয়া সংশ্লিষ্ট হয় না। ক্রিয়ার পর-অবস্থা যাহাকে বলে, ত্যাগও তাহাকে বলে। এই ত্যাগ বা পরাবস্থাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি; উহাই মোক্ষলাভরূপ সর্বোচ্চ ফল। কিন্তু ধ্যান দ্বারাই উহার প্রাপ্তি ঘটে। ধ্যানের দ্বারা প্রাপ্তি হয় বলিয়া ধ্যানের শ্রেষ্ঠত্ব এক হিসাবে হয় বটে, কিন্তু ধ্যানাবস্থা হইতেও পরাবস্থা আরও শান্তিময় অবস্থা, এইজন্য ফলরূপে পরাবস্থাই

প্রার্থনা স্থাপন হইল। উহাতে “আমি” “আমার” থাকে না। সুতরাং কর্ম বা কর্মী বা তাহারের পরস্পর সংযোগও থাকে না। এই অবস্থা প্রত্যহ তত্ত্বপূর্বক ক্রিয়া করিলে তবে হয়। ক্রিয়া দ্বারা এই ধ্যানাবস্থা প্রাপ্তি হয়, এইজন্য ধ্যানাবস্থা যে ক্রিয়া আনিয়া দেয় উহাই সর্বতোভাবে প্রশংসার্হ; আবার ক্রিয়া হইতে ধ্যানাবস্থা ভাগ এইজন্য যে, ক্রিয়া করিবার সময় মন থাকে এবং মনের সহিত বিক্ষেপ ভাবও থাকে। তখন চিত্ত উপরায় প্রাপ্ত না হওয়ার ক্রিয়া বেশ তৃপ্তিজনক বা আনন্দজনক বলিয়া বোধ হয় না, বরং ক্রিয়াদ্বারা পরে প্রাপ্ত হওয়ার তৎসহ মনের যে একাগ্রতা ও বৈরাগ্য লাভ হয়—সেই অবস্থাই অধিকতর বাহ্যনীয় ও তৃপ্তিজনক মনে হয়। তাহা হইলে ক্রিয়ার অভ্যাস হইতে মনের বিক্ষেপশূন্য অবস্থাই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া অভ্যাস ও ক্রিয়ার জ্ঞান হইতে ধ্যানই শ্রেষ্ঠ। এই ধ্যান হইতেই কল্যাণ অর্থাৎ তদ্বারা আশা ও বাসনা মিটয়া যায়। ধ্যান গভীর হইলেই ক্রিয়ার পর-অবস্থা রূপ যে অবস্থাপ্রাপ্তি হয়, তাহাতে কোন বিষয়েরই বাসনা থাকে না এবং চিত্তের এই বাসনা-বিরাম অবস্থা হইতেই চিত্ত ধোয়াকারে মিলিত হইয়া যায়, তদপেক্ষা পরম শান্তিজনক অবস্থা আর নাই।

একণে সমস্ত সাধনা” কথাগুলি আর একবার সংক্ষেপে বলি। (১) “আমাতোই মন ত্বির কর, আমাতোই বুদ্ধি নিবেশিত কর”—ইহাই ভগবানের উপদেশ। সাধনা করিতে কহিতে সাধক যতদিন আপনাত্মক মন-বুদ্ধিকে আত্মার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত না হইতে পারেন, ততদিন তাঁহার সাধনার আশঙ্কমক উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। ঈহাং এ পক্ষে প্রকৃত উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভগবানে আত্ম-সমর্পণ প্রধান লক্ষণরূপে ফুটিয়া উঠে। ভগবানের সন্তিষে তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই ভক্ত তাঁহাদের কখনও ভয় থাকে না, তাঁহাদের অনবচ্ছিন্ন চরিত্র-বলের নিকট জন-সমাজের শির অবনত হইয়া যায়। তাঁহাদের সদা ধ্যাননিষ্ঠ চিত্ত কখনও বিষয়-চিন্তা দ্বারা কলুষিত হয় না।

ক্রিয়ার পর-অবস্থা ব্যতীত প্রকৃত মনঃবুদ্ধি কাহারও ভগবানে অপিত হইতে পারে না। ভগবদপিপিত-চিত্ত সাধকের মনের কল্পনা বা মলিনতা থাকে না। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় স্বভাবতঃ মন ও বুদ্ধি স্থির হইয়া যায়, কিন্তু তদ্বারা কোন সাংসারিক কাজকর্ম একেবারে হইতে পারে না, তাহা মনে করিও না! আবার তাহারা যে ব্যুখিত অবস্থায় ঠিক সংসারীদের মত আসক্ত হইয়া কোন কাজ করিতে পারেন তাহাও নহে। যদি কেহ পারেন, তাহা হইলে বুদ্ধিতে হইবে, তাহার বুদ্ধি তখনও আত্মাতে সম্পূর্ণভাবে আবেশিত হয় নাই। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় ঈহারা থাকেন, সেই সকল স্থির বুদ্ধি উন্নত সাধকের এক প্রকার স্থল আভ্যন্তরিক শক্তিময় সংস্কারশূন্য চিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে যে সকল বৃত্তির উদয় হয় বা তাহারা যে সর্বল কর্ম করিয়া থাকেন, তাহাতে ধর্ম, অধর্ম অথবা উভয়াশ্রয় কোন সংস্কার থাকে না। তাহাই যোগীর নির্মল-চিত্ত। ইহা সমাপ্তি-স্থিতি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ ধ্যানজ চিত্ত কাম্য-কর্মাদি-সংস্কারদ্বিত চিত্ত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এইরূপ ধ্যানজ চিত্ত কাম্য-কর্মাদি-সংস্কারদ্বিত চিত্ত হইতে উৎপন্ন, যোগীর চিত্ত কর্মশায়রহিত। এই প্রকারের সর্বসাধারণ চিত্ত কর্মশায় হইতে উৎপন্ন, যোগীর চিত্ত কর্মশায়রহিত। এই প্রকারের

চিত্তে বহুপ্রত্যয় থাকে না, তাহা মতত একমুখী, সুতরাং তাহাতে সর্বপ্রকার ভেদজন্য তিরোহিত হইয়া যায়। এইরূপ ধ্যানজ চিত্তে সংসারের কোন সংসার পড়িতে পারে না, কৈবল্য স্থিতির জন্য এইরূপ চিত্তই সাধকের প্রয়োজন। এই অবস্থাতেই বুদ্ধিকে নিশেষ-রূপে ক্রিয়ার পর-অবস্থার আবেশিত করিয়া দেওয়া যায়—তখন তাঁহাদের আর “আপনার নাম যোর নাই পড়ে মনে”—এইরূপ ভাবযুক্ত সাধকপ্রবরের স্থির প্রাণ সহস্রার মধ্যে নিশেষে স্থিত হইয়া শিবশক্তি সমরস ভাগ্যপন্ন হইয়া যায় অর্থাৎ প্রাণ আত্মাতে নিবদ্ধিত হইয়া উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া যায়। এই ভক্তই ভগবান বলিলেন—“অত উর্দ্ধং মনোব নিবিশ্চিন্তি”—সাধনদ্বারা প্রাণকে উর্দ্ধে অর্থাৎ সহস্রারে রাখিতে পারিলেই সাধক অভয় পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ আত্মাতেই থাকিতে পান। এইরূপ স্থিতি ঈহাদের হইয়াছে, তাহারা নিজে নিজে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

(২) তাহার পর বলিতেছেন,—যদি এই ভাবে চিত্ত সমাধান করিতে না পার অর্থাৎ এতটা স্থির হইতে না পার, তাহা হইলে ক্রিয়ার অভ্যাস খুব বাড়াইয়া দাও। দীর্ঘকাল ধরিয়া মন দিয়া অধিক জ্ঞান ক্রিয়া করিলেই প্রাণের বৈরাগ্য-সাধন হইবে, সেই স্থিরতা ধীরে ধীরে ক্রমশঃ বুদ্ধি লাভ করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থার প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে। ক্রিয়ার পর-অবস্থা অল্প অল্প করিয়া উদয় হইতে হইতে মন ও অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে থাকিবে, পরে প্রথমোক্ত অবস্থার প্রবেশ করিবার সামর্থ্য লাভ করিতে পারিবে।

(৩) যদি এই ভাবে অভ্যাস করিতে সামর্থ্য বা সময় না কুলায়, তবুও নিরাশ হইও না। অল্প অল্প করিয়া অভ্যাস কর, এবং তাহা মন দিয়া করিতে থাক, আর এই নিরন্তর প্রবহমান প্রাণধারার দিকে লক্ষ্য রাখ। সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই ইহা করিতে পারিবে। এইরূপ লক্ষ্যের ফলে স্থির হইয়া আসিবে, ক্রমশঃ বাহ্যজগৎ আর মনে থাকিবে না, তোমার নিজ নামরূপও ভুল হইয়া যাইবে। ইহার দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত এই হইবে যে, তোমার নিজের আর কোন ইচ্ছা থাকিবে না, অথচ প্রবাহবৎ কর্ম করিয়া যাইতে পারিবে। সে কর্মের ভাল-মন্দ ফলাফলের দিকে আর দৃষ্টি থাকিবে না। এই ভাবে সকল কর্ম করিয়াও মন বদ্ধ হইবে না, তুমি অনায়াসে সাপার-সাগর পার হইয়া যাইতে পারিবে। দ্বিতীয়োক্ত অভ্যাসযোগীর মত তোমার যোগ-বিকৃতি লাভ নাও হইতে পারে, কিন্তু জীবনের বাহা সর্বপ্রধান লক্ষ্য—আত্মারাম হইয়া যাওয়া,—তাহা হইতে পারিবে।

(৪) পূর্বোক্ত সাধকগণের চিত্ত শেষ পর্য্যন্ত স্থির ও একাগ্র হইয়া ত্রিকূটীতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে এবং তাঁহাদের সিদ্ধ দশাও আসিতে পারে, কিন্তু এক্ষণ সাধনানিতেও দ্বিহারা অসমর্থ, তাহাদিগকে ভগবান বলিতেছেন—“তোমরা চিন্তাসংযম করিয়া, সর্বকর্মের কল্যাণ করিয়া আমার পরমপন্ন হও।” কল্যাণবর্জিত হইয়া সাধনা অন্নমাজার করিলেও আশান্ত্রিত কললাভ করা যায়। ইহাতে স্বভাৱসে চিত্ত স্থিরচিত্ত হইলে নাশ সম্ভবিত হয়, সেই লাভের সহিত চিত্তবৃত্তিও লয় হইয়া যায়, সুতরাং ইঞ্জিয়গ্রাম সংবৃত হয় ও মনে সত্ত্বের তরঙ্গ থাকে না। বিবর্তন-দর্শন হওয়ার মত অবস্থা প্রাপ্তি হইলে সাধক

অন্ত কেহ হইতে পারে না—পরা-ভক্তির লক্ষণও ঠিক এই। ঠাহার আশ্রয়িত্তি অবিকল্পিত থাকে ও অপ্রতিষেদ ভাবে বহিতে থাকে, তিনি তো আশ্রয় সহিত সর্বকালেই যোগযুক্ত হইয়া থাকেন। তাই এইরূপ ভক্ত ও জ্ঞানীরা সমভাবাপন্ন হইয়া থাকেন, তাঁহাদের বাহ ও আভর লক্ষণগুলিও সম-লক্ষণাক্রান্ত হয় বা সমভাবেই প্রকটিত হইয়া থাকে। কিন্তু গোপী ভক্তিকে যদি প্রকৃত ভক্তি বলা হয় এবং পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া যদি কেহ জ্ঞানীর আসন অধিকার করিয়া বসেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে কলহ-বাদের আর সীমা থাকে না। ঠাহার চিন্তের গঠন যেরূপ, তিনি এই লক্ষণগুলিকে তদনুরূপ বলিয়া আর সীমা থাকে না। ঠাহার চিন্তের গঠন যেরূপ, তিনি এই লক্ষণগুলিকে তদনুরূপ বলিয়া দেখিতে পান। জ্ঞানী শব্দরাচাৰ্য্য এইগুলিকে লক্ষ্য করিয়া তাই বলিলেন—“উদ্ভাদ-করোপাসকানাং সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠানাং সংজ্ঞাদিনাং ত্যক্তসর্বৈবগানান্ ‘অদেষ্টা সর্বভূতানাং’ ইত্যাদি ধর্ম্মপুণ্য সাক্ষাৎ অনৃতত্বকারণং বঙ্গ্যমীতি প্রবর্ততে”—এই কারণে ঠাহারা সেই অক্ষয়োপাসক, ঠাহারা সর্বকামনাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, ঠাহারা সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠ এবং ঠাহারা সন্ন্যাসী, তাহাদের সাক্ষাৎ অনৃতত্বমলাভের উপায়স্বরূপ যে সকল সৎগুণাধিষ্ঠিত উদয় হয়, তাহাই বলিবার জন্য এক্ষণে ভগবান্ আরম্ভ করিতেছেন। ভক্ত শ্রীধর-বাহী এই শ্লোকগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“এইরূপ ভক্তের হৃদয়েই পরমেশ্বরের প্রদত্ততার স্বেচ্ছত্ব স্বর্ন-সকল (ভগবদ্ব) বৈরাগ্য হুটিয়া উঠে, আটটি শ্লোক দ্বারা তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন।”

ঠাহাদের উভয়ের লেখার পরিপাটী দেখিলে বুঝা যায়, জ্ঞান ও ভক্তি একই বস্তু, কেহ তাহাকে জ্ঞান বলে এবং কেহ তাহাকে ভক্তি বলে। ভক্তের জ্ঞান থাকে না এবং জ্ঞানীর ভক্তি থাকে না—একথা একেবারেই অপ্রত্যাশ্য। বাহা হউক আমরা ইহাকে ভক্তিতেই বলিব, কারণ ভগবান্ ভক্ত শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন।

ভক্তকে কোন্ চিত্তের দ্বারা বুঝা যায়? ভগবান্ তাই বলিতেছেন—(১) সে কাহারও ঘেঁষা করে না। কেন? ভগবদ্ভজনার (ক্রিয়ার) দ্বারা তাঁহার মন নেশাখোরের মত হইয়া যায়, আপনায় ভাবে আপনি তোঁ হইয়া বসিয়া থাকেন, কে তাঁহাকে গালি দিল বা কে তাঁহার অনিষ্ট করিল—এজ্ঞত কাহারও প্রতি ক্রোধ করিতে হইবে বা তাহাকে মস্ত মিতে হইবে—এ সব কোন কথাই তাঁহার মনে আসে না। তাঁহার মন থাকে যেখানে, সেখানে হুঃখ-বোধের কোন সম্ভাবনাই নাই, তাই তাঁহার হুঃখ-বোধও হয় না, এবং যে তাঁহাকে হুঃখ দিয়াছে, তাহার দণ্ডবিধানের জন্যও তিনি ব্যস্ত হন না।

(২) তাঁহার বাহুজ্ঞান কিরিয়া আসিলেও, তিনি অন্ত সমস্ত প্রাণীকে কূটস্থদেবের রূপ বলিয়াই দেখিতে পান, তাই সকলের প্রতি তাঁহার মেহ-দৃষ্টি ও প্রেম-দৃষ্টি থাকে। শত্রুকেও তিনি ভালবাসেন, কারণ তিনি জানেন—তাঁহার আশ্রিত যে ভক্ত, রামভ্রাতার রামভ্রাতৃমণ্ডল তাঁহাকে লইয়া। অতএব রাষ্ট্রবদ্বিতে সকলে একই বস্তু, তাই তাঁহার সকলের সহিত মিত্রতা। তিনি যে অগ্নির হুঃখ দূর করিতে যত্নবান হন, তাহা অস্ত্রের হুঃখ ভাবিয়া নহে—নিজের হুঃখ মনে করিয়াই তাহার প্রতীকার করেন।

(৩) তাঁহার আর একটা গুণ, তিনি বড় করুণাপূর্ণ হন। যখন ঘ্যানে বা সমাধিতে

তোঁ হইয়া বসিয়া থাকেন, তখন বহির্দৃষ্ট লোকেরা ভাবে—এহ লোকটা পত্রের স্বল্পে চাপিয়া যায় এবং কাহারও কোন কাজে লাগে না, চুপ করিয়া বসিয়া আসক্তে সময়-ক্ষেপ করে। কিন্তু সেই একল অজ ব্যক্তির জ্ঞানে না যে সেই পরম-ভাবময় যোগীর ব্রহ্মভাবাপন্ন ও যতচিন্তাস্বভাবের প্রভাব কত বিরাট ও বিশ্বব্যাপক!! তাঁহার শাস্ত সমাহিত চিন্তের স্নিগ্ধ শীতল কিরণ কণা-রাশি কত শত শোক-তাপ-দগ্ধ জীবের সন্তাপ-হরণ করে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। কত পথ-হারী দুর্জল সাধকের চিন্তে তিনি বল-সঞ্চার করেন, আবার ব্যাধিত অবস্থার কত পাপ-হত জীবের পাপ-কালিমা যথেষ্টে মুছাইয়া দিয়া সেই ভীত সন্তপ্ত জীবকে অতঃপান করেন ও তাহাকে তাহার গন্তব্য পথ দেখাইয়া দেন। বাহাতে তাহার সাধনার সুখি হয়, সে ভাল করিয়া সাধনা করিতে পারে, সাধন পথে উন্নতি করিতে পারে, সেইরূপ শাস্ত্রসম্মত কত উপায় নির্দেশ করিয়া দেন। ভবব্যাবিধিতে বাহারা অন্তঃকারণ—এরূপ কত অক্ষম ভ্রাতৃকে তিনি ভব-রোগের ঔষধ দেখাইয়া দেন।

(৪) তিনি নির্যম হন অর্থাৎ কোন বিষয়ে তাঁহার মমতা বা আসক্তি থাকে না। বাহিক কোন বস্তুই তাঁহার মন হরণ করিতে পারে না, কারণ তিনি সর্বদা ক্রিয়ার পর-অবস্থার এবং পরাবস্থার পরাবস্থার থাকেন, তাই “আমি কিছু নই এবং আমার কিছু নয়” এই ভাবে বিতোর হইয়া কোন বস্তুতেই তাঁহার মমত্ব-বোধ থাকে না। ব্যাধিতাবস্থার জগতের বিবিধ সম্বন্ধকে চিন্তের কল্পনামাত্র জানিয়া সর্বত্রই মমতা-শূন্য হইয়া বান। তিনি মমতা-শূন্য হইলেও কিন্তু নির্দয় ব্যক্তিদের মত কঠোর নহেন। তাঁহার মনঃপ্রাণ বড় কোমল। জগতের সাধারণ লোকেরা নিজের বা নিজের পুত্রকন্টার হুঃখে কাতর হইয়া পড়ে, অস্ত্রঃ হুঃখ দেখিয়া সেদুঃখ কাতর হয় না, কিন্তু তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি না থাকায় তিনি সকলকেই এক-চক্ষে দেখিতে পারেন, তিনি নিজ পুত্রের হুঃখেও বেদুঃখ অভিভূত হন না, অস্ত্রের হুঃখ দেখিয়াও সেদুঃখ মোহাভিভূত হন না, তবে নিজ-পুত্রকেও এবং অন্তকেও সমভাবে সেই হুঃখ-প্রতীকারের উপায় বলিয়া দেন।

(৫) তিনি নিরহঙ্কার—“অহং” ভাব তাঁহার থাকে না। দেহাদিতে “অহং” বুদ্ধিই অজ্ঞান—তিনি আত্মস্বরূপে জ্ঞানস্বরূপে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত; আত্মার বাহিরে কোন কিছুই দেখিতে পান না, বাহা কিছু দেখেন—সমস্তই আত্মার রূপ বলিয়া বুঝেন, স্তত্রয়াং দেহাত্ম-বুদ্ধিবশতঃ অজ্ঞানীর যেমন পৃথক “অহং” এর জ্ঞান হয়, তাঁহার সেদুঃখ অহঙ্কার থাকে না। সমস্ত বস্তুকে আত্মা হইতে অভিন্নরূপে দেখেন বলিয়া তাঁহার নিকট দৃষ্ট-প্রপঞ্চ থাকে না, স্তত্রয়াং কি লইয়া অহঙ্কার করিবেন?

(৬) তিনি সুখ-দুঃখে সম—কারণ তাঁহার মন কূটস্থে লক্ষ্য করিয়া তদায় হইয়া যায়, স্তত্রয়াং সুখে তাঁহার সুখ-বোধ হয় না, দুঃখ দেখিয়াও তিনি বিচলিত হন না। “কঃ শোকঃ কঃ মোহঃ একস্বমুপভূতঃ”—একই বস্তু তাঁহার অন্তঃকরণে হয়, তাঁহার শোকই বা কিরূপে হইবে, মোহই বা কিরূপে আসিবে?

যোগীর ব্যাধিত অবস্থার সুখ-দুঃখাদি আসিলেও তিনি তাহা প্রায়শ্চেষ্টা খেলা মনে করিয়া মুগ্ধ হন না—এক এই সকলকে স্বপ্ন-বোধের দ্বারা জানিয়া তিতিকা অবলম্বন করেন।

সদ্বৃষ্টিঃ সত্যং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

মব্যর্পিতমনোবুদ্ধির্হো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪

(৭) তিনি কহী—কেহ অকারণ তিরস্কার করিলেও তাহাকে ক্ষমা করেন। তিনি জানেন অন্তে নিজ নিজ স্বভাববশেই তাহাকে তিরস্কার বা মানি করিয়াছে। স্বভাব অপরিহার্য—এজন্ত কাহারও দোষ গ্রহণ করেন না। দরজার কৈচকোচ্ শব্দ বেরূপ স্বাভাবিক, তাহাতে যেমন গন্তীরাখ্যা উদ্ভিন্ন হন না, সেইরূপ যোগী “বলিতে দাও” বলিয়া পর-কৃত অপরাধ ও গালিবর্ষণকে অক্লেশে সহ করেন, গ্রাহকের মধ্যে আনেন না ॥ ১৩

অর্থঃ। সত্যং (সর্বদা) সদ্বৃষ্টিঃ (প্রশমচিত্ত), যোগী (সমাহিতচিত্ত), যতাত্মা (সংবত-স্বভাব), দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (দৃঢ়নিশ্চয়বৃত্ত), মরি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (বাহ্যর মন-বুদ্ধি আমাতে অর্পিত) যঃ মে ভক্তঃ (যে ভক্ত এই প্রকার গুণসম্পন্ন) সঃ (তিনি) মে প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়) ॥ ১৪

শ্রীভগবান্। সদ্বৃষ্টি ইতি। সত্যং লাভে অশাভে চ সদ্বৃষ্টিঃ সুপ্রশমচিত্তঃ। যোগী অপ্রমত্তঃ। যতাত্মা সংবতস্বভাবঃ। দৃঢ়ো মনোবিরে নিশ্চয়ো বন্ত। মব্যর্পিতে মনোবুদ্ধী যেন এবংভূতো যো মভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪

বঙ্গানুবাদ্। লাভ ও অশাভে (যিনি) সর্বদা সুপ্রশমচিত্ত, যোগী অর্থাৎ অপ্রমত্ত, যতাত্মা অর্থাৎ সংবতস্বভাব এবং দৃঢ়নিশ্চয় অর্থাৎ মনোবিরে দৃঢ় নিশ্চয় বাহার এবং মনোবুদ্ধি আমাতে অর্পিত হয়, এবংভূত যে মভক্ত—সে আমার প্রিয় ॥ ১৪

আত্মাত্মিক ব্যাপ্য। সর্বদা—মনেতে সদ্বৃষ্টি—আপনা আপনি ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থেকে—কারণ আত্মা আটকিয়ে থাকে ভালরূপে ও নিশ্চয়রূপে—আমাতে যে কেহ মন ক্রিয়ার পব স্থির করিয়া অর্পণ করিয়া দিয়াছে অর্থাৎ অন্য বিষয়ে আসক্তিপূর্বক দৃষ্টি করে না—যাহা সে অবস্থায় আপনা আপনি হইয়া থাকে—যেখানে বুদ্ধি স্থির করতঃ অর্পণ করে—তাহাও আপনা আপনি হইয়া থাকে এমনত বাহার গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া হইয়াছে—সে আমার প্রিয় অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে ইহা ভিন্ন আর কিছুই জানে না।—(৮) ও (৯) উপরোক্ত গুণ যুক্ত ভক্তই আমার প্রিয়। ভক্ত কে? যে আমাকে ভজনা করে, যে আমাকে ভালবাসে অর্থাৎ আমাকে চাহে। তাহাকে বাঁহারা চাহেন—সেই সকল ভক্ত সাধকদের সাধনার পথ বহুপ্রকারের হইতে পারে—কেহ বা জ্ঞানালোচনা দ্বারা, কেহ বা যোগাভ্যাস দ্বারা, কেহ বা মন্ত্র জপ দ্বারা, কেহ বা পূজা ও স্তুতি দ্বারা—তাহার আরাধনা করেন অর্থাৎ তাহার সন্নিহিত হইতে চাহেন। যদিও আত্মা বা ভগবান আমাদের সকলের মধ্যেই আছেন, তিনি সকলের অন্তরের অন্তরতম—তথাপি যিনি উপাসনার কাহারও ভগবদর্শন হয় না। প্রসন্ন হইতে পারে—তিনি যখন সর্বব্যাপী এবং সর্বভূতের অন্তরে বাহিরে বিস্তারিত, তখন-তাহার উপাসনা করিবার প্রয়োজন হয় কেন? ইহার উত্তরে যোগী যাক্ষবকা বলিয়াছেন—

“গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গ-পোষণম্ ।

নিঃসৃতং কৰ্মসংযুক্তং পুনস্তাসাং ভদৌষধম্ ॥

এবং ন হি শরীরস্থঃ সর্পিং পরমেশ্বরঃ ।

যিনা চোপাসনাদিহ ন করোতি হিতং ব্রহ্ম ॥”

গরুর দুগ্ধের মধ্যেই স্থত রহিয়াছে, কিন্তু সে স্থত গাভীর শরীরের মধ্যে থাকিয়াও তাহাদের অঙ্গাদির পুষ্টি-সাধন বা ক্ষতাদির উপশম করে না। দুগ্ধ গাভীর শরীর হইতে নিঃসৃত হইলে, মধুনা দি দ্বারা মাখন তুলিতে হয়, তখন সেই মাখন তাহাদের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া তাহাদের আরোগ্য দান করে, সেইরূপ পরমেশ্বর সকলের দেহের মধ্যে থাকিলেও উপাসনারূপে মনন ব্যতিরেকে (ভক্তগুণ শাস্তিরূপে নবনীত বাহির না হইলে) মনুষ্যাদিগের তিনি হিতকারী হন না। অর্থাৎ তিনি দেহীর অন্তরস্থ থাকিয়াও তাহার ভব-দুঃখ নষ্ট করেন না যতক্ষণ উপাসনারূপ উপায় অবলম্বিত না হয়। উপাসনা করিতে হইবে, তাহার কারণ হইতেছে এই—আমরা শাস্ত্র-মুখে বা বিচার দ্বারা ভগবান বা আত্মাকে কিছু বুঝিতে পারি বটে, কিন্তু তাহার নাগাল ঠিক পাওয়া যায় না, কারণ বাহা দ্বারা বুঝিবে—সেই মন বুদ্ধিই ভূত-গ্রস্ত। মনের ভূত তাড়াইতে না পারিলে—সে মনের দ্বারা ঈশ্বর লাভ হয় না। মন এত বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল এবং তাহার বিষয়ানুরাগ এত প্রবল যে তাহাকে বতই বুঝাশো বাক, সে বিষয় ছাড়িতে পারিবে না—এইজন্ত উপাসনার আবশ্যক। উপাসনা এক প্রকার অভ্যাস। বিচার দ্বারা আমি ভগবদুপাসনার সার্বকতা বুঝিলাম বটে, কিন্তু উপাসনা করিতে গিয়া দেখি—

“মালা তো করবে” কিরে, জিন্মা কিরে মুখমাহী ।

মহুয়া তো চৌদিশ কিরে, ইয়া তো স্বরূপ নাই ॥”

—এইরূপ ভাবে মালা কিয়দূর, নাম করিলে বা কোঁস কোঁস করিয়া ঘাস টানিলে কিছুই হইবে না। উপাসনা হইল তাহার সমীপস্থ হওয়া। যখন আমার মনোবুদ্ধি আর কোন বিষয় গ্রহণ না করিয়া একান্ত ভাবে কেবল তাহারই স্মরণ করে তখনই উপাসনা হয় অর্থাৎ আমার মন বুদ্ধি তাহার নিকট আসিয়া বসে, এবং সে উপাসনার কল যে পরমশান্তি তাহাও সাধকের লাভ হয়। কিন্তু একেবারে তো মন তাহার নিকে চাহিয়া আত্মহার্য হইতে পারে না, ভ্রমর যেমন ফুলে ফুলে মধুগ্রহণ করিয়া বেড়ায়, মনের স্বভাবই সেইরূপ রস গ্রহণের আশার বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবমান হওয়া। এরূপ চঞ্চল বাহার স্বভাব, তাহাকে কিরূপে জপে ধ্যানে বা ইষ্ট চিন্তায় বসাইবে বল দেখি? উপায় আছে। মন প্রাণের অধীন, প্রাণশক্তি চঞ্চল হইয়া ক্রিান্তেছে। প্রাণের সাধনার দ্বারা যদি এই স্বাসকে স্থির করিতে পার, তবে সর্বের মস্তকে লগুড়াবাঁত করিলে যেমন সে আর মস্তক উঠাইতে পারে না, তদ্রূপ মন ইন্দ্রিয় সব স্থির হইয়া বাইবে।

প্রাণের স্থিরতা হলে মনঃস্থির তবে ।

মনঃস্থিরে বুদ্ধিস্থির আপনিই হবে ॥”

প্রাণ স্থিরে মনঃস্থির হইবে যখন।
নিব্যাহম প্রকাশিত হইবে তখন ॥
মধ্যপথে বহিঃপ্রাণ হইলে নিশ্চল।
চরমে পরম-বোধ হবে সুবিমল ॥
প্রাণের বিচেষ্টা যাবে সঙ্কর মনের।
ভাতিবে অপূৰ্ণ জ্যোতিঃ জ্ঞান ভায়রের ॥
প্রাণ স্থিরে মনঃস্থির হইলে তোমার।
বিন্দু স্থির, দেহ স্থির, হবে পর পর ॥

(১০) বতাব্দ্য—সংঘতস্বভাব। শরীর ও ইঞ্জিয়াদি বাহ্যার নিজ বশে থাকে। বিষয়ে গোভ থাকিলেই মাহুষের সংঘম নষ্ট হয়।

(১১) দৃঢ়নিশ্চয়—অন্ত কোন কৰ্ম্মে দৃঢ়নিশ্চয় থাক বা না থাক “আত্ম তত্ত্ব বিষয়ে বাহ্যার স্থির অধ্যবসায় হইয়াছে, সেই দৃঢ়নিশ্চয়”—শব্দর।

“ব্রহ্মবাহুং ন শোকভাক্”—আমার আত্মাও সেই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, আমি দেখ নহি, হৃৎকরা ব্রহ্ম যেমন নির্বিকার, শোক-মোহের অতীত, আমিও তাহাই,—এইরূপ বাহ্যার ধারণা, তাহারই দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। দেহাভিমান-বশতঃই আমাকে শোক-মোহগ্রস্ত মনে হয়, কিন্তু যিনি ভক্ত তাহার দেহাভিমান থাকে না। “আমি দেখ নহি, দেহ আমার নহে”—এই ভাব বাহ্যার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি বিষয় পাইলেও কখনও প্রমত্ত হন না; এইরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠিত দৃঢ়নিশ্চয়শীল পুরুষেরই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বিপদেই পড়ুন বা দুঃখ-স্রোতে ভাসিতেই থাকুন, অন্ন-সংস্থান থাকুক বা নাই থাকুক, আত্ম-বিষয়ে তাহার কোন প্রমাদ উপস্থিত হয় না,—এজন্য সকল অবস্থায় মধ্যে দৃঢ়ভাবে তাঁহাকে ধরিয়া থাকেন। “তিনি আমার আছেন”—এই জানিয়া তিনি পরম নিশ্চিন্ত। সেইজন্য মধুহৃদন “দৃঢ়নিশ্চয়” অর্থে “স্থিত প্রজ্ঞ” বলিয়াছেন।

(১২) মধ্যপতিমনোবুদ্ধিঃ—তিনি যে গোষ্ঠী, হৃৎকরা তাহার মনোবুদ্ধি তো অন্ত কোন বিষয়ে আটকাইয়া থাকিতে পারে না। তাহার সমস্তই ব্রহ্মার্পণ। আসক্তিপূর্বক কোন বিষয়ে তিনি দৃষ্টিপাত করেন না। তিনি তাহার ধ্যানক চিত্তকে কৈবল্যস্থিতি প্রদানের জন্য ক্রিয়ার পর-অবস্থায় সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখেন। ইহাও বলপূর্বক করিবার উপায় নাই, শুদ্ধ-কৃপায় সাধকের এইরূপ স্থিতি আপনা আপনিই হইয়া থাকে—ইহাকেই “ব্রহ্মার্পণ” বলা হয়। আত্মা ব্যতীত কোন বস্তুকে তিনি জানেনও না, বুঝেনও না। আত্মার প্রতি বীর এত টান, এত ভালবাসা—এইরূপ গুণযুক্ত পুরুষই ভগবানের প্রিয় ভক্ত।

আত্মা তিনি তো “সমোহং সৰ্বভূতেষু ন মে যোগোহস্তি ন প্রিয়ঃ” বলিয়াছেন, তবে এখানে আবার প্রিয়-ভক্তের কথা উঠে কিরূপে? বাস্তবিক প্রিয় বা অপ্ৰিয় ভগবানের নাই, থাকিলে ভগবানে পক্ষপাতিত্ব দোষ আসে। যখন আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই, তখন কে কাহার প্রিয় হইবে? এ যে আপনাতে আপনি থাকিয়া আপনিই আপনার প্রিয় হওয়া। তবে পুরাবস্থায় অবিচ্ছেদে থাকিলে যে ব্রহ্মাটম্বক-বোধ হুটিয়া

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।

হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগৈমুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫

উঠে, ততদূর বাহ্যার অগ্রসর হইতে পারেন নাই, সেই সকল ভক্ত সাধকেরা আত্মাকে প্রিয় মনে করেন এবং সেইজন্য আত্মাও তাঁহাদিগকে যেন প্রিয় বোধ করেন—এইরূপ মনে হয়। কাহারও হাসি-খুসী সুখ থাকিলে দর্পণেও যেমন সেইরূপ আনন্দভরা মুখ প্রতিবিম্বিত হয়,—এইরূপেই আত্মাকে যে প্রিয় মনে করে, আত্মাও তাঁহাকে প্রিয় মনে করিতেছেন—এইরূপ মনে হয় মাত্র। সঙ্গতভাবে প্রিয়-অপ্রিয়ের ভাব কিছু কিছু থাকিলেও নিশ্চয়ভাবে বুদ্ধি-সাম্য হেতু, কোন কিছুতে ইতর বিশেষ মনে হইতেই পারে না, সৰ্ব্বত্রই সম-ভাব মনে হয়। ভক্ত আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত, তাই ভগবানকে তিনি নিজের মধ্যেই আছেন বলিয়া বুঝিতে পারেন, বাহ্যার তাঁহাকে ভক্তি করে না, তাহার আত্মাতে স্থির নহে বলিয়া আত্মা যে আছেন—তাঁহাও বুঝিতে পারে না। ভগবানের সং+চিং+আনন্দ—এই ত্রিবিধ ভাবই স্বাভাবিক। ভগবান পাপী, পুণ্যাত্মা, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ভক্ত ও অভক্ত সকলের মধ্যেই সম-ভাবে এই ত্রিবিধ রূপে বিদ্যমান। কাহারও প্রতি স্নেহ বশতঃ বা কাহারও প্রতি ঘৃণ বশতঃ এই ভাবের ন্যূনাধিক্য কাহাতেও হুটী হইবে না। তবে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্বক ভজনা করে, তাহার অন্তঃকরণ স্বচ্ছ হয় এবং সেই স্বচ্ছ অন্তঃকরণে ভগবানের পূর্বোক্ত ভাবনিচয় সহজেই হুটিয়া উঠে, তাই তিনি পরমানন্দ উপযোগী করিতেছেন বলিয়া মনে হয়; আর যে তাহার ভজনা করে না, তাহার অন্তঃকরণ মলযুক্ত থাকে, তাই ভগবান সকলের পক্ষে সম হইলেও, অভক্ত তাঁহাকে পরমানন্দময় ভাবে বুঝিতে পারে না ॥ ১৪

অন্যত্র। যস্মাৎ (বাঁহা হইতে) লোকঃ (কোন লোক) ন উদ্বিজতে (উদ্বিগ্ন হয় না), যঃ চ (এবং যিনি) লোকাৎ (অন্ত লোক হইতে) ন উদ্বিজতে (উদ্বিগ্ন হইবে না), যঃ চ (আর যিনি) হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগৈঃ (হর্ষ, অমর্ষ অর্থাৎ অসহিত্ব, ভয় ও উদ্বিগ্ন হইতে) মুক্তঃ (এই সকল মানস ধর্ম হইতে মুক্ত) সঃ মে প্রিয়ঃ (তিনি আমার প্রিয়) ॥ ১৫

শ্রীপ্রব্র। কিঞ্চ—যস্মাদিতি। যস্মাৎ সকাশাৎ লোকো জনঃ ন উদ্বিজতে ভয়শঙ্কর্যাক্ষোভঃ ন প্রাপ্নোতি। যস্মাৎ লোকাৎ ন উদ্বিজতে। যস্মাৎ স্বাভাবিকৈঃ হর্ষাদিভিঃ মুক্তঃ। তত্র হর্ষঃ স্বস্ত ইষ্টলাভে উৎসাহঃ। অমর্ষঃ পরস্ত লাভে অসহনঃ। ভয়ঃ ভ্রাসঃ। উদ্বিগ্নঃ ভয়াদিনিমিত্তশিঙাক্ষোভঃ। এতৈঃ সিংহৈঃ গো মন্তকঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫

অন্যত্রানুবাদঃ। [আরও বলিতেছেন—] বাহ্যার নিকট হইতে লোক ভয়ানকায় কোভ প্রাপ্ত হয় না এবং যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন প্রাপ্ত হন না, যিনি স্বাভাবিক হর্ষাদি হইতে মুক্ত। এখানে হর্ষ শব্দের অর্থ—স্বীয় ইষ্টলাভে উৎসাহ। অমর্ষ—অস্ত্রের লাভ যিনি সহ করিতে পারেন না। ভয় শব্দের অর্থ—ভ্রাস এবং উদ্বিগ্ন শব্দ—ভয়াদিনিমিত্ত চিত্ত-ক্ষোভ। যিনি এই সকল হইতেই বিমুক্ত, এরূপ যে আমার ভক্ত সেই আমার প্রিয় ॥ ১৫

অন্যত্রানুবাদঃ। বাহ্যার দ্বারা কোন ব্যক্তির ক্রেশ না হয়—

আর লোকেরা বাহার কর্ণেতে বিরক্ত না হয়—দুঃখ আর সুখ, ভয় আর উদ্বেগ বাহা নেশাখোরদের কখনই হয় না—তজ্জপ ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থাকে যে জীবমুক্ত পুরুষ—সে আপনার আনন্দেই আপনি থেকে আপনারই প্রিয় আপনি।—(১৩) ও (১৪) সমদর্শী যিনি তিনিই জ্ঞানী, তাঁহাদের মন সর্বদাই সমতায় অবস্থিত, তাঁহারা প্রিয় বা অপ্রিয় লাভে হুট বা উদ্বিগ্ন হন না। তাঁহাদের দ্বিতীয়ের অভিনিবেশ নাই হুস্তরায় কাহাকেও শত্রু বা মিত্র বাতক বা রক্ষক মনে করেন না। তাঁহাদের সদা প্রসন্ন আত্মতৃপ্ত বদন-মণ্ডল দেখিয়া অতিশয় হিংস্রকও নিরু-বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সকলেই তাঁহাকে দেখিলে আপনাদের পরমাত্মীয় বলিয়া মনে করে। হুস্তরায় এই সকল সাধু ব্যক্তিদ্বিগকে দেখিয়া অপরের ক্লেশ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, হুস্তরায় কেহ তাঁহাকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হয় না। অধর্ম যেমন উভমর্গকে দেখিয়া শাস্তিলাভ করে না, জীবমুক্ত পুরুষকে দেখিলে সেরূপ কাহারও হয় না, এমন কি পাপী তাপীরও প্রাণে ভয় দূর হইয়া ভরসা আসে, সে তাঁহাকে দেখিয়া মনে করে ‘বুঝি এইবার বিপদ-বারিধি উত্তীর্ণ হইতে পারিব, বুঝি অকূল ভব-সাগরে এইবার কুল পাইব।’ এই সকল মুক্ত পুরুষদের কর্মও এমনই আভ্যন্তরীণ, স্বার্থ-গন্ধহীন ও সর্বতোমুখী—যাহা দেখিয়া ইতর সাধারণ স্তুতি হইয়া যায়। তাঁহাকে মহাত্ম্য দেখে ঈশ্বরকুল্য বলিয়া বোধ করে, হুস্তরায় তাঁহার উপর আবার বিরক্ত হইবে কিরূপে? শ্রীমৎ মিতামিন্দ প্রভুকে তাঁহার পরদোষ-সহন ও পরোপকারে এতাদৃশ মতি দেখিয়া এবং ভগবৎ-প্রেমে মত্ত দেখিয়া আত্ম-প্রকৃতি জগাই মাধাইও বিম্বিত হইয়াছিল, তাহারায় ও নিজ নিজ স্বভাব ভুলিয়া তাঁহার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল। এতাদৃশ মহাত্মাকে কাহাকেও চিনাইয়া দিতে হয় না।

তাঁহার মহিমোজ্জ্বল শাস্তিপূর্ণ পরদোষকাতর ক্রমাপূর্ণ সুখবানি দেখিয়া অতিশয় হুট-প্রকৃতির লোকও নিজ-প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে আপনার নিজ-জন পরম সুখ বলিয়া মনে করে। কিন্তু যাহারা অহঙ্কৃত ও উদ্ধত, পরের উৎকর্ষ সহনে অসমর্থ, তাহারায় কিন্তু প্রবঞ্চিত হয়, সাধুদের মহিমা তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না।

(১৫) হইতে (১৮) এই সকল সাধুদের হর্ষ, অমর্ষ, ভয় বা উদ্বেগ থাকে না,—তাঁহারা সদা নির্ভয়, সর্বদা উদ্বেগশূন্য কোন কিছুতে সুখ বা কোন কিছুতে দুঃখ তাঁহাদের হইতেই পারে না, যেমন নেশাখোরদের মত্তাবস্থায় ঐ সকল বোধ থাকে না। যাহারা ক্রিয়ার পর-অবস্থায় সদা অবস্থিত, সেই সকল জীবমুক্ত পুরুষেরা আপনার আনন্দে আপনি ভোর। জগতের বা জাত্তিক বস্তুর এমন কোন আকর্ষণ থাকে না, যাহা যারা তাঁহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে। আমরা যেমন একজনের সহিত কথা কহিয়া একজনকে ভালবাসিয়া আকৃষ্ট হইতে পারি। আমরা যেমন একজনের সহিত কথা কহিয়া একজনকে ভালবাসিয়া আকৃষ্ট হইতে পারি, তাঁহাদের তৃপ্তির জন্ত সেরূপ বাহিরের কোন বস্তুর আবশ্যক হয় না, তাঁহারা আপনাতে আপনি মগ্ন, আপনাতে আপনি স্কন্ধ। যোগ-দর্শনে একটি সূত্র আছে—“বিশেষদর্শিন আত্মভাব-ভাবনা বিনিবৃত্তিঃ”। (কৈবল্যপাদ)—যাহার বিবেকখ্যাতি হইয়াছে,

এইরূপ বিশেষদর্শী যোগীর আত্ম-ভাব ভাবনার নিবৃত্তি হয়। আত্মবিষয়ক ভাবনা তাঁহা থাকে না,—কিরূপে জীবন যাত্রা চলিবে, শরীরের ব্যাধি মুক্তি কিম্বে হইবে, ছেলেটা মার হইয়া দু-পয়সা আনিবে কি করিয়া, আমাদের লোকে মর্যাদা দিবে কি না, থাকিবে কোথা, চলিবে কি করিয়া—ইত্যাদি কোন ভাবনাই তাঁহার থাকে না। চিন্ত বা চিন্তের কোন প্রভা আর সমুদিতই হয় না। তাঁহার ‘অহং’-ভাবনা থাকে না বলিয়া তিনি পূর্ণ বৈরাগ্য ভা প্রাপ্ত হন। অবিজ্ঞা তিরোহিত হইলে পুরুষ বখন চিত্ত-ধর্মের দ্বারা অস্পৃষ্ট হন, তখন আর তাঁহার আত্মভাব-ভাবনা থাকে না। চিন্তের প্রতিবিম্বরূপ চিত্ত বস্তুত্ব বর্তমা থাকিবে, ততক্ষণ বতই কাঁদ, আর বতই নাচ, বতই জ্ঞানের কচ-কাচ কর, পূর্ণ-জ্ঞান বা পূর্ণ ভক্তি বা পূর্ণ বৈরাগ্য কিছুতেই হইবে না।

অবিজ্ঞা-তিরোহিত সাধকের চিত্তে কিরূপ ভাব হয়, তাহা নিম্ন সূত্রে পতঞ্জলি দেখাইয়াছেন—“তদা বিবেকনিম্ন কৈবল্যপ্রাগ্ভাৱঃ চিন্তম্।” (কৈবল্যপাদ)—তখন চিত্ত বিবেক-নিম্ন কৈবল্য প্রাগ্ভাৱ হয়। নদী যেমন নিম্নভূমি দিয়া প্রবাহিত হয়, বিষয়ভিমুগ্ধ পুরুষ চিত্ত সেইরূপ বিষয়-খাত দিয়া প্রবাহিত হয়; সেরূপ চিত্তকে অবিবেক-নিম্ন ও বিষয়-প্রাগ্ভা বলা হয়, কিন্তু যোগীর চিত্ত বিবেক-নিম্ন থাকেই প্রবাহিত হয় এবং প্রবাহিত হইতে চাই কৈবল্যের প্রাণসীমার উপনীত হয়। পুরুষ-সাক্ষ্যকার বা আত্মদর্শনের ইহাই কল। হুস্তর অবিবেক-জনিত হর্ষ, অমর্ষ, ভয় বা উদ্বেগ—এই সকল জীবমুক্ত পুরুষদের থাকতে পারে না ইহারাই প্রকৃত পক্ষে ভগবদ্ভক্ত। জীবন ভরিয়া সাধকদের এই চেষ্টাই চলে, দেহের জ তাঁহাদের কোন আগ্রহ নাই, তাঁহারা ভাবেন “যদি ভগবানকে পাওয়া যায়, তবেই দেহ-মন ইন্দ্রিয়—সব সার্থক, নচেৎ এ বোঝা বহিয়া কোন লাভ নাই”। ভক্ত কবির তাঁ বলিয়াছেন—“পরমার্থ পুরতীত মে, এহ তন্ম রহে কি বাও”—পরমার্থ প্রতীতি করিয়ে গিয়া এ শরীর যায় বা থাকে, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণকারী মন ভক্তির দ্বারে প্রবেশ করিতে পারে না, সেই জন্ত চিত্তকে শাস করিতে হইবে, কারণ সে দ্বার বড় শক্ত। কবির বলিয়াছেন—“কবির ভক্তি ছয়ার হা সাকড়া।” স্থূল বুদ্ধি, স্থূল ইন্দ্রিয় ও মন থাকিলে চলিবে না। “মন ঐরাবত হো রহা, কি বিদি পরটা বায়”—মন ঐরাবত হইয়া থাকিলে সেই স্থূল দরজায় কিরূপে প্রবেশ লাভ করিবে? অভিমানে জীব চিত্ত ক্ষীত হইয়া সর্বদা অবিবেক-বাত্তে বহিতে থাকে, সেই অভিমান অহঙ্কারকে গুরু-পদে অর্পণ করিয়া হে সাধক! বিবেক-নদীতে সন্তরণ দাও তবেই ভক্তি প্রেমের, বৈরাগ্য ও জ্ঞানের কূলে উঠিতে পারিবে। অভিমান করিয়া, ‘হাম বড়া’ হইয়া, লোক-ভুলানো সাঙ পরিয়া আত্মাহুসন্ধান করিতে যাইও না। কবির বলিয়াছেন—

“তিমির গঙ্গি রবি দেখতে, কুমতি গঙ্গি গুরুজ্ঞান।

সত্য গঙ্গি এক লোভতে, ভক্তি গঙ্গি অভিমান।”

হুয়্যালোকে অন্ধকার নষ্ট হয়, গুরু জ্ঞান দান করিলে কুমতি নষ্ট হয়, লোভ করিলে সত্যের মর্যাদা রক্ষা করা যায় না; তেমনি অভিমান থাকিলে আর ভক্তি থাকে না। >৫

অনপেক্ষ: শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথাঃ ।

সর্ব্বারম্ভপরিভ্যাগী যো মন্তুক্ত: স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬

অর্থঃ । অনপেক্ষ: (নিম্পৃহ—দেহেন্দ্রিয়-বিষয়াদিতে ষাঁহার কোন নির্ভর নাই), শুচি: (বাহ্য ও অভ্যন্তর ষাঁহার শুদ্ধ তিনিই শুচি), দক্ষ: (কার্য্য-কুশল) উদাসীন: (শত্রু বা মিত্র কোন পক্ষই যিনি অবলম্বন করেন না), গতব্যথা: (বিগতভয় বা কিছুতেই ষাঁহার মনে ব্যথা উৎপন্ন হয় না), সর্ব্বারম্ভপরিভ্যাগী (আড়ম্বরশূন্য—বাহ্য কর্তব্য বোধ করেন, তাহাই করেন; লোক-দেখানো কোন কর্ম্ম করেন না, বা কিছু করিব বলিয়া সঙ্কল্প করেন না, সমুপে যখন কর্তব্য আসিল তখন করিলেন) য: (যিনি এইরূপ) মন্তুক্ত: (আমার ভক্ত) স: (তিনি) মে প্রিয়: (আমার প্রিয়) ॥ ১৬

শ্রীভগবান্ । কিঞ্চ—অনপেক্ষ ইতি । অনপেক্ষ: যদৃচ্ছয়া উপস্থিতেহপি অর্থে নিম্পৃহ: । শুচি: বাহ্যভ্যন্তরশৌচদম্পন্ন: । দক্ষ: অনলস: , উদাসীন: পক্ষপাতরহিত: । গতব্যথা: আধিশূন্য: । সর্ব্বান দৃষ্টাদৃষ্টার্থান্ আরম্ভান্ উত্তমান্ পরিত্যক্ত: শীলং যন্ত স: । এবম্ভূত: সন্ যো মন্তুক্ত: স মে প্রিয়: ॥ ১৬

অর্থঃ । [আরও বলিতেছেন—] অনপেক্ষ অর্থাৎ যথেষ্টভাবে উপস্থিত যে স্থল তাহাতেও স্পৃহাশূন্য । শুচি অর্থাৎ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক শৌচ সম্পন্ন । দক্ষ অর্থাৎ অনলস । উদাসীন অর্থাৎ পক্ষপাতরহিত । গতব্যথা অর্থাৎ আধি বা মনস্তাপশূন্য । সর্ব্বা-রম্ভপরিভ্যাগী অর্থাৎ সমস্ত দৃষ্টাদৃষ্টার্থরূপে উত্তম তৎপরিভ্যাগশীল । এইরূপ যে আমার ভক্ত সে আমার প্রিয় ॥ ১৬

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । অজ্ঞ কোন দিকে তাকাই না—তাহার আশাও করে না—সর্ব্বদা ব্রহ্মেতে থাকে—ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থেকে কূটস্থ দেহে সকলেতেই সব রকমের কর্ম্মে পটু—মাথার উপরে চড়ে বসে থেকে কোন ক্রেশরহিত হইয়া থাকে । যে অনাবশ্যক কর্ম্মেতে ইচ্ছা হয়—সেই ইচ্ছার প্রথমতই ব্রহ্মেতে থাকার দরুণ—প্রকৃষ্টরূপে নেশার দ্বারায়—আপনা আপনি ত্যাগ হইয়া যায়, কারণ সে সকল ক্লগিক সুখ তদপেক্ষায় যারপর সুখ নাই—ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থেকে—ভোগ করিতেছে—এমনতর অবস্থা গুরুবাক্যের দ্বারায় যে প্রাপ্ত হইয়াছে সে আপনার কর্ম্মেই আপনি প্রিয় ।—(১২) ভক্ত অনপেক্ষ অর্থাৎ অজ্ঞ কোন কে তাকায় না বা কিছুই আশা করে না । আশা থাকে কার ? কে সকলের সুখের দিকে তাকায় থাকে ? যে লোভী, যে আসক্ত । সে যদি ভগবানকেও ভজনা করে—তাহার উদ্দেশ্য থাকে কিছু লাভ করা । বোগাভ্যাসও যদি সে করে, তাহার মনে সর্ব্বদাই এই চিন্তা থাকে—কখন সিদ্ধি লাভ হইবে । মনে করে ‘আমার ক্ষমতা দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে’—কিঞ্চ ‘বহুলোক আমার অনুগত হইলে আমার প্রচুর অর্থাগম হইবে, কোন অভাব থাকিবে না ।’ এ সমস্তই দোকানদারী । কবির বলিয়াছেন—

“কবির ভক্তি ভেদ বড় অন্তরা বৈছে ধরণী আকাশ ।

ভক্ত যো হুমিরে রাম কো, ভেদ জগৎকী আশ ॥”

কবির বলিতেছেন—ভক্তি ও ভেদে বড় তফাৎ, যেমন আকাশ ও পৃথিবী । ভক্ত যে, সে কেবল রামকেই স্মরণ করে, জাগতিক কোন লাভালাভের বিচার করে না, আর বাহ্যের ভক্তির ভাণ করে তাহার জাগতিক লাভালাভের দিকেই দৃষ্টি রাখে । সেই জন্ত প্রকৃত ভক্তি স্বর্গের পারিজাত, আর ভেদ—জগতের ধূলা-কাদা মাথা পচা জিনিস ।

তাই ভক্ত কবির বলিতেছেন—

“কবির জ্ঞান ন বেদিয়া হৃদয় নহি জুড়াবে ।

দেখ দেখ তি ভক্তি করে, রঙ্গ নহি ঠাহরাবে ॥”

কাবর ! জ্ঞানকে ভেদ করিতে না পারিলে অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় প্রবেশ করিতে না পারিলে, হৃদয়ের জালা জুড়ায় না । দেখাদেখি যে ভক্তি করে অর্থাৎ সাধন ভজন করিয়া অন্তের খুব ভাল হইয়াছে, ধন-সম্পদে তাহার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, অতএব আমিও ভজন করি, আমারও ঐরূপ হইবে—এই মনে করিয়া যে সাধন ভজন করিতে বসে, তাহার ভজন নিফল ও বহ্নাডম্বরময় হয় । লোক-দেখানো বা কিছুই করি, তাহাতে উপরে রং মাখিয়া মন্দ দেখায় না বটে কিন্তু সে রং পরীক্ষায় টিকে না ।

সুতরাং সর্ব্বপ্রকার (২০) স্পৃহাশূন্য যিনি—তিনিই অনপেক্ষ, তিনিই (২১) শুচি অর্থাৎ তাহার শরীর মনের বিশুদ্ধতা থাকে । শৌচ দুই প্রকার, শরীরের ও মনের । বৃত্তিকাজাদি দ্বারা ও মেথ্যাহার দ্বারা বাহ্য শৌচ সম্পাদিত হয় । আভ্যন্তর শৌচ হইতেছে—মন:শুদ্ধি, চিন্তার মলাপসাধারণ । আন্তর শৌচই বার্থ শৌচ, তাহাতে মন নির্ম্মল হয়. আত্মীয়-পর বোধ তিরোহত হয়; ইহা প্রকৃত আত্মজ্ঞান (ক্রিয়ার পর-অবস্থা) বাতাত হইতে পারে না ।

(২২) ভগবদ্ভক্ত বড় দক্ষ অর্থাৎ সর্ব্বকার্য্যেই সুনিপুণ হন । ভগবদ্ভক্ত কখনও ফলস বা কর্ম্মবিমুখ হন না । ভগবৎস্মরণের ফলে তাহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী প্রসারিত হয়, বাহ্য দেখিয়া লোকের বিশ্বাস উৎপন্ন হয় । “বেই জন কৃষ্ণ ভজ্ঞে সে বড় চতুর” । তিনি অনলস-ভাবে সর্ব্বদা সাধনাভ্যাসে প্রযত্ন করেন, সংসারের আপাত-রমণীয়তায় মুগ্ধ হইয়া আপনার লক্ষ্য হইতে দ্রষ্ট হন না । (২৩) তিনি উদাসীন—অর্থাৎ পক্ষপাতশূন্য । আমরা হয় ভাল কাজ করি, নয় মন্দ কাজ করি—এই পুণ্য-পাপ উভয়াশ্রয় কর্ম্মই গুণের খেলা, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত গুণাতীত হইয়া থাকেন, তাঁর প্রাণ সহস্রারে উঠিয়া যায় (উৎ—উর্দ্ধে আসীন থাকেন), মন বিদূলে আত্মহারা হইয়া থাকে । সুতরাং (২৪) তিনি গতব্যথা—এই অবস্থায় সাধকের কোন ক্রেশরই অনুভব থাকে না । অনাশ্র-ভাব হইতেই ত্যাগ ও গ্রহণরূপ কর্ম্ম উদ্ভিত হইয়া থাকে । কিন্তু ষাঁহার প্রাণ সহস্রারে স্থির হইয়া বিদীন হইয়া যায়, সে পুরুষের চিত্ত সাধারণ মহত্বের জার ক্রেশ (অবিজ্ঞা, অস্থিতা প্রভৃতি), কর্ম্ম, বিপাক (কর্ম্মফল) ও আশয় (কর্ম্মবীজ) দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না । তাহার ঈশ্বর-কোটির জীব অর্থাৎ জীবাত্মক পুরুষ । তিনি (২৫) সর্ব্বারম্ভপরিভ্যাগী—ইহকাল বা পরকালে ভোগার্থ যে কর্ম্ম-চেষ্টা বা উত্তম, তাহার নামই আরম্ভ—এরূপ কর্ম্মে তাহার উত্তম থাকে না । ব্রহ্মে স্থিত পুরুষ সর্ব্বদা একপ্রকার নেশার টানে থাকেন । সাধারণ জীবের অনাবশ্যক কর্ম্ম প্রচুর ইচ্ছা থাকে,

যো ন হৃদ্যতি ন ঘেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

শুভাশুভ-পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ৪৭

কিন্তু মুক্ত পুরুষ ক্রিয়ার পর-অবস্থায়—নেশায় ভোর, তাঁহার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি কোথায় উড়িয়া যায়, সুতরাং ঐ প্রকারের কর্ণে তাঁহার মন না থাকায় কর্ম আপন-অপনি খসিয়া পড়ে। যদি বা কিছু কখনও করেন, সে অনিচ্ছায় ইচ্ছায় তাহাতে প্রবৃত্তি বা আরম্ভ থাকিতে পারে না। যেমন লোকের দেহে কেশ বা লোম স্বতঃ উৎপত্ত হয়, সেই প্রকার তাঁহার কর্ম হইয়া থাকে, নিঃস্বের ইচ্ছায় কোন কাজ করেন না, তাহাতে কোন সঙ্কল্প চিন্তা বা পরিণাম-বিবেচনা প্রভৃতি মনোবুদ্ধির স্পন্দন কিছুই থাকে না,—করিতে হয় করিয়া বান ॥ ১৬

অনুব্র। যঃ (যিনি) ন হৃদ্যতি (প্রিয়বস্ত্র পাইয়া হৃষ্ট হন না), ন ঘেষ্টি (অপ্রিয় সমাগমে ঘেঁষ করেন না), ন শোচতি (শোক করেন না), ন কাঙ্ক্ষতি (কোন আকাঙ্ক্ষা করেন না), শুভাশুভ-পরিত্যাগী (পুণ্য-পাপত্যাগী অর্থাৎ স্বর্গ-কামনা বা নরকাদি ভয় বাহার নাই) [এবং] যঃ ভক্তিমান্ (যিনি ভক্তিমান) সঃ মে প্রিয়ঃ (তিনি আমার প্রিয়) ॥ ১৭

শ্রীশঙ্কর। বিঞ্চ—যো নেতি। প্রিয়ঃ প্রাপ্য যো ন হৃদ্যতি। অপ্রিয়ঃ প্রাপ্য যো ন ঘেষ্টি। ইষ্টার্থনাশে নাত যো ন শোচতি। অপ্রাপ্তমর্থে যো ন কাঙ্ক্ষতি। শুভাশুভে পুণ্য-পাপে পরিত্যক্তাং শীলং যতঃ সঃ। এবংভূতো ভূত্বা যো মন্তক্টিমান্ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

ব্রহ্মসুন্দর। [আরও বলিতেছেন—] প্রিয়বস্ত্র পাইয়া যিনি হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় লাভেও যিনি ঘেঁষ করেন না। ইষ্টার্থ নাশ হইলেও যিনি শোক করেন না, অপ্রাপ্ত অর্থও যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না। শুভাশুভ অর্থাৎ পাপ-পুণ্যকে পরিত্যাগ করা বাহার স্বভাব, এবংভূত যিনি আমাতে ভক্তিমান—তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৭

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। যে ক্রিয়া পর-অবস্থায় থেকে কিছুতেই থুসী হয় না—হিংসা করে না—ইচ্ছা কবে না—ভাল মন্দ ছয়েবি ত্যাগ—মাহা নেশাখোরদের আপনাই হইয়া থাকে—এমত ক্রিয়া গুরুবাক্যের দ্বারায় পাইয়া আপনার কর্মেতেই—আপনি প্রিয়।—(২৬—২৭) সাধারণতঃ লোকের ইষ্টলাভে হর্ষ ও অনিষ্টপাতে ঘেঁষ এবং প্রিয় বস্তুর বিরহে শোক হইয়া থাকে, কিন্তু যে সাধক প্রাণকে উর্দ্ধে প্রবেশ করাইয়া দিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহার চিন্ত কখনই হর্ষ, ঘেঁষ বা (২৮) শোকের বশীভূত হইতে পারে না। বাহ্যরা আশ্রয় পুরুষ নহেন, তাঁহাদেরই প্রিয় বা অপ্রিয় জ্ঞান থাকে, আশ্রয় পুরুষের প্রিয় বা অপ্রিয়ের বোধ থাকে না। তাঁহার আনন্দের জন্ত বাহিরের অন্ত কোন বস্তুরই প্রয়োজন হয় না। বিষয়ের প্রতি জীবের যে অতিতীব আকর্ষণ থাকে, তাহারই কলে ভাল মন্দের গ্রহণ ও ত্যাগে ইচ্ছা হইয়া থাকে, এবং এই জন্তই মেহেক্রিয়াদির ব্যাকুলতা কিছুতেই নষ্ট হয় না, কিন্তু ক্রিয়ার পর-অবস্থায় যিনি প্রতিষ্ঠিত তাঁহার মনও থাকে না এবং দেহের সঙ্গেও কোন সম্বন্ধ থাকে না, সুতরাং ইষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তিতে তাঁহার কিছুই বায় আসে না। তিনি সর্বাবস্থাতেও অচল অটল।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮

তাঁহাকে সে হিরতা হইতে টানিয়া আনিবার শক্তি বিষয়ের নাই। সেই পরম হির-অবস্থা লাভ করিয়া তাঁহার সকল বাসনাই মিটিয়া যায়, (২৯) তাই আর নূতন করিয়া তাঁহাকে কোন ইষ্ট-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিতে হয় না। সচ্চিদানন্দ-ভাবে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারাই সর্বাপেক্ষা বড় অতীষ্ট বস্ত্র—তাঁহার যখন তাহাই প্রাপ্তি হইয়াছে, তখন অস্ত্র কোন বস্ত্র পাইবার আশাও তাঁহার নাই, আকাঙ্ক্ষাও তাঁহার নাই। সুতরাং কোন উদ্বেগই আর তাঁহার মনকে ব্যাকুল করিতে পারে না। (৩০—৩১) আবার তাঁহার এক্ষণ কোন কর্মও হইতে পারে না—যদ্বারা তাঁহার জন্মান্তর লাভ হয়, সুতরাং পুণ্য-পাপের কোন সংস্কারই আর তাঁহার মধ্যে থাকিতে পারে না। ভাল মন্দ—হুই তাঁহার ত্যাগ হইয়া গিয়াছে, আর কোন কর্মই তাঁহাকে কামনা করিয়া করিতে হয় না—এইরূপ ভক্তনশীল সাধকই আপনাতে আপনি সদা প্রতিষ্ঠিত এবং তাদৃশ ভক্ত-সাধকই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। প্রিয়-বোধ কেন হয়? যে বস্ত্র বাহার প্রাণের যত নিকটে, তাহাকেই অধিক প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। আত্মাই আত্মার সর্বাপেক্ষা নিকটে, তাই আত্মার নিকট আত্মাই সর্বাপেক্ষা প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। এই আত্মাকে সেই প্রিয় বলিয়া বোধ করিতে পারিবে—যে ক্রিয়ার দ্বারা আত্মস্থ হইতে পারে। গুরু-রূপার যিনি ক্রিয়া পাইয়া ক্রিয়া করেন ও ক্রিয়ার পর-অবস্থায় নেশার বিস্তার হইয়া বান, তাঁহার নিকট ভাল-মন্দ কিছুই থাকে না—যেমন নেশাখোরদের হইয়া থাকে। ক্রিয়াভাশে যিনি রত তাঁহারই এইরূপ নেশা বা আত্মতোলা ভাব হয়। ক্রিয়া দ্বারা মনোবুদ্ধির মগ্ন অপরীত হইলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, সেই শুদ্ধান্তঃকরণে আত্মার অপাপবিক্র পরমানন্দ ভাব সমুদিত হয়। সেইজন্য গুরু-রূপার যিনি সাধন পাইয়াছেন, তিনি সেই সাধনার দ্বারাই আপনাই যে আপনার প্রিয়—ইহা বুঝিতে পারেন ॥ ১৭

অনুব্র। শত্রৌ মিত্রে চ (শত্রু ও মিত্রে) তথা মানাপমানয়োঃ (সেইরূপ মানে ও অপমানে) সমঃ (সমান অর্থাৎ একরূপ) শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীত, উষ্ণ, ও সুখদুঃখে) সমঃ (সমভাবে) চ সঙ্গবিবর্জিতঃ (ও সর্ববিধে আসক্তিশূন্য) ॥ ১৮

শ্রীশঙ্কর। বিঞ্চ—সম ইতি। শত্রৌ চ মিত্রে চ সমঃ একরূপঃ। মানাপমানয়োঃপি তথা সম এবং হর্ষ-বিষাদশূন্য ইত্যর্থঃ। শীতোষ্ণয়োঃ সুখদুঃখয়োশ্চ সমঃ। সঙ্গবিবর্জিতঃ কাচপি অনাসক্তঃ ॥ ১৮

ব্রহ্মসুন্দর। [আরও বলিতেছেন—] শত্রু ও মিত্রে যিনি সম অর্থাৎ একরূপ এবং মানাপমানেও যিনি সেইরূপ সম অর্থাৎ হর্ষ-বিষাদশূন্য। শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখে যিনি সম এবং সঙ্গবিবর্জিত অর্থাৎ কাহাতেও আসক্তি নাই ॥ ১৮

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। নেশাখোরের মতন ক্রিয়ার পর-অবস্থায় থেবে শত্রু-মিত্র কাহাকেও বোধ করে না—মান-অপমানও তাহার নাই—শীত, উষ্ণ সুখ, দুঃখ সকলই সমান, ইচ্ছা কোন বিষয়েতেই যায় না।—(৩২-৩৫) নেশাখোরের

তুল্যনিন্দাস্তুতিমৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯

যেমন আপন-পর বোধ থাকে না, ভাল-মন্দ বোধ থাকে না, শীত-উষ্ণ মনে থাকে না, নেশার বোঁকে সব ভুল হইয়া যায়, ক্রিয়ার পর-অবস্থার হিত বোগীরও মন থাকে না, হুতরাং শীতোষ্ণাদি বা সুখ-দুঃখজনিত কোন উদ্বেগ তাঁহার হয় না। যখন নেশা ভাঙ্গিয়া যায়, তখনও তিনি সংসারী লোকদের মত সুখ-দুঃখে বিস্তল হইয়া পড়েন না। তিনি জানেন—সুখ-দুঃখাদি বাহ্য কিছু সমস্তই আপনাপন প্রারদ্ধারদ্বারী হইয়া থাকে এবং লোকে যে আমাকে প্রশংসা বা নিন্দা করে, তাহা তাহাদের নিজ-নিজ প্রকৃতি অনুসারে করিয়া থাকে। তাহা বাস্তব—আমার যে আত্মা বা আমি—তাহা নিন্দা ও প্রশংসার অতীত। লোকে বাহ্য ভাল লাগে না তাহারই নিন্দা করে, বাহ্য তাহাদিগকে উৎক্লেশ করে তাহাকেই প্রশংসা করে। এই সকল নিন্দা বা প্রশংসা,—গুণ দোষ দেখিয়াই করে, এবং গুণ দোষ সম্বন্ধে বাহ্যর বৈকল্য ধারণা, সে সেইরূপ বলিয়া থাকে। কিন্তু আত্মা গুণ-দোষরহিত, হুতরাং কেহ নিন্দাই করুক বা প্রশংসাই করুক, জ্ঞানীকে সে সব নিন্দা-প্রশংসা স্পর্শ করে না। অধ্যাত্মরামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের আজ্ঞা শুনিয়া লক্ষ্মণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কখনও দশরথকে, কখনও কৈকেয়ীকে এবং কখনও বা ভরতের স্বন্ধে দোষ চাপাইতেছিলেন, তত্বস্তরে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন—তাই! কাহারও দোষ নাই, কেন তুমি অস্ত্রের উপর ক্রোধ করিতেছ ?

‘সুখস্ত দুঃখস্ত ন কোহপি দাতা।

পরে। দদাতীতি কুবুদ্ধিরেবা ।

অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ

স্বকর্ম-সুত্রপ্রথিতো হি লোকঃ ॥’

নিজ-কর্মসুত্রে সকলেই বাধা পড়িয়াছে। সুখ-দুঃখ বাহ্য পাই, তাহা আপন আপন কর্ম-ফল, অস্ত্রের তিলমাত্র দোষ-নাই। এইরূপ দৃষ্টি বাহ্যর তিনিই ভক্ত—তিনিই জ্ঞানী ॥ ১৮

অনুব্রতঃ । তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ (নিন্দা ও স্তুতিতে তুল্যজ্ঞানবিশিষ্ট), মৌনী (সংযত-বাক্ বা মননশীল), যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ (যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্তিতেই সন্তুষ্ট), অনিকেতঃ (বাসস্থান-হীন অর্থাৎ গৃহাদিতে আসক্তিশূন্য), স্থিরমতিঃ (স্থিরবুদ্ধি), [ঈদৃশ] ভক্তিমান নরঃ (ভক্তিমান ব্যক্তি) যে প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়) ॥ ১৯

শ্রীশ্রদ্ধা । কিঞ্চ—তুল্য ইতি। তুল্য নিন্দাস্তুতী যন্ত। মৌনী সংযতবাক্। যেন কেনচিৎ যথালঙ্ঘন সন্তুষ্টঃ। অনিকেতো নিয়তবাসশূন্যঃ। স্থিরমতিঃ ব্যবস্থিতচিন্তঃ। এবমুতো মন্ত্ৰভক্তিমান্ বঃ ম মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯

অনুব্রতঃ । [আরও—] বাহ্যর নিকট নিন্দা ও স্তুতি তুল্য, যিনি মৌনী অর্থাৎ সংযতবাক্ এবং যিনি যথালঙ্ঘন বস্তুতে সন্তুষ্ট। যিনি অনিকেত অর্থাৎ নিয়তকাল একস্থানে বাস করেন না এবং স্থিরমতি অর্থাৎ ব্যবস্থিতচিন্ত—এইরূপ মন্ত্ৰভক্তিমান যে ব্যক্তি তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৯

আত্মব্যক্তিক ব্যাখ্যা। নিন্দা আর স্তুতি দুয়েবই বিনা প্রার্থনায় হয় না সুতরাং দুয়েতেই তুচ্ছ চামাবেব মত জ্ঞান করিয়া কোন কথাই বলিতে ইচ্ছা করে না—যাহা কিছু হইল কিয়া পাইল তাহাতেই সন্তুষ্ট—আপনার ঘরেতে থাকে না অর্থাৎ ব্রহ্মোক্তে থাকে—মতিস্থির ক্রিয়াব পর-অবস্থায় আপন আপনি হয়—এমত ক্রিয়া গুরু বাক্যের দ্বারা পাইয়া আপন আপনি ভালরূপে এই স্থির করতঃ ব্রহ্ম-প্রিয় হইয়া থাকে।—(৩৬) এইরূপ সাধককে কেহ নিন্দা করিলেও তিনি দুঃখিত হন না, কেহ প্রশংসা করিলেও হৃষ্ট হন না। মৃত শরীরে জীবন নাই বলিয়া তাহাকে আঁত তুচ্ছ পরার্থ-জ্ঞানে লোকে যেমন তাহাকে স্পর্শ করে না, সেইরূপ যোগী লোকের ক্রম প্রশংসা বা নিন্দা—উভয়কেই অতি তুচ্ছ মনে করেন। বাহ্যদের কামনা থাকে, তাহারা নিন্দা-স্তুতিতে বিচলিত হয় বটে, কিন্তু ক্রিয়ার পরাবস্থার হিত সর্বকামনাশূন্য যোগীকে এই সবল স্পর্শও করিতে পারে না। ব্যাখ্যিত অবস্থাতেও এগুলিকে তিনি অতি তুচ্ছ বলিয়াই মনে করেন, হুতরাং কেহ যদি তাঁহার অযথা নিন্দাও করে, তবুও তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন না। শাস্তির সাগরে তাঁহার মন ডুবিয়া আছে, বাহিরের কোন অভাবই তাঁহার সেই শান্ত চিত্তকে চঞ্চল করিতে পারে না। বিশেষতঃ ভাগ্যতিক কোন লাভকে তিনি লাভ মনে করেন না। বাহ্য পাইলে আর কিছু গাইবার প্রয়োজন হয় না, আত্মপ্রতিষ্ঠা হইয়া তিনি সেই ধনে ধনী হইয়াছেন, হুতরাং জগতের সামান্য লাভালাভের দিকে তাঁহার দৃষ্টি চাপট্ট হয় না। ব্রাহ্মী স্থিতির অটল সিংহাসন হইতে জাগতিক লাভালাভ তাহাকে নানাইয়া ধানিতে পারে না। (৩৭) তিনি সদা ব্রহ্ম সংগীনমানস—এইজ্ঞ তিনি যৌন, ব্যক্তি কথায় বন্দনকেপ করিতে কেহ তাহাকে দেখিবে না। কথা কহিবার ইচ্ছা পষ্যস্ত তাঁহার থাকে না। তিনি (৩৮) সদা সন্তুষ্ট, প্রারদ্ধ-বশতঃ বাহ্য কিছু আদিয়া উপস্থিত হয়, তাহা বসনামাত্র হইলেও তাঁহার মনে অসন্তোষ আসে না। (৩৯) তিনি “অনিকেত” অর্থাৎ সাধারণ লোকে যেমন নিজ-গৃহের প্রতি আসক্ত হইয়া উঠাকেই তাহার মনো নিবাস বলিয়া মনে করে, যোগীর সেক্ষেপ হয় না। তিনি পূর্ণ-কুটীরেই থাকুন, রাজপ্রাসাদেই থাকুন, তাহাকে তিনি একটা তরুকেটিরের অপেক্ষা অধিক মূল্যবান বলিয়া মনে করেন না, এবং পাশ্চ-শালায় পথিকেরা যেমন দুই এক দিন বা কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া চলিয়া যায়, তিনিও সেইরূপ গৃহাদিকে পাশ্চ-শালায় মত দেখিয়া যাবেন। ঈদৃশ মহাত্মা গৃহ-সংসার, ধন-বাত, পশু অথবা পুত্র-কন্যা লইয়া মত্ত হইয়া থাকেন না, তাহাদিগকে স্বীয় বস্তু বলিয়াও বোধ করেন না। নিজাতুর শিশুকে খাইবার জন্ত টাইপেও সে যেমন আবার ঘুমাইয়া পড়ে, সেইরূপ যোগীর দিকে তাঁহার মনকে টানিয়া ধরিলেও সেই সকল বাহ্য গ্রাম্য বাস্তবতা তাঁহার মন কিছুতেই বসিতে চায় না। জিহবার পরাবস্থায় প্রতিষ্ট হইয়া নিজানন্দে মগ্ন হইয়া যোগী জগৎ ত্যাগিয়া যান। তিনি “কছুতেই আসক্ত নহেন বলিয়া তাহার গৃহ থাকিয়াও থাকে না। ব্রহ্মই তাঁহার একমাত্র নিবাস-স্থান, অস্ত্র নিবাসে তাঁহার প্রয়োজন হয় না। (৪০) তাঁহার বুদ্ধি সর্বদা স্থির, কারণ

যে তু ধৰ্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে ।

শ্রদ্ধাধান্য মৎপরমা ভক্তান্তেহীভব মে প্রিয়াঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমত্তগবদগীতাস্থপনিবৎহু ব্রহ্মবিজ্ঞান্যং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো
নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

তাহার মন একাগ্র হইতে হইতে নিরোধ অবস্থার দিকে ক্রমশঃই অগ্রসর হয় ; ক্রমে তাহা নিরতিশয় স্থির হইয়া যায় । ক্রিয়ার পর-অবস্থার এই স্থিরতা আপনা আপনিই হইয়া থাকে । যে ক্রিয়াভাস দ্বারা এইরূপ অনির্বচনীয় অবস্থা লাভ হয়, সেই ক্রিয়া গুরু-মুখ হইতে অবগত হইয়া যিনি তৎসাধনে প্রবৃত্ত করেন, তিনি অনতিবিলম্বেই আপনিই আপনার প্রিয় হন । আত্মা অপেক্ষা আর কিছু প্রিয়তর বস্তু হইতে পারে না, ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার পর-অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সাধক স্বয়ংই সেই আত্ম-স্বরূপ হইয়া যান, তখন আত্মার আনন্দ স্বয়ং প্রিয় ভাব সুপরিফুট হইয়া উঠে । ক্রিয়ার পর-অবস্থা ব্যতীত আত্মার স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না, সেই জন্ত সকলেরই ক্রিয়া করা উচিত । আত্মাতে লক্ষ্য নাই বলিয়া আত্মা অস্ত্র বস্তুকে প্রিয় বোধ করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা মনের ভ্রান্তি মাত্র । বোধ ও আত্মা একই পদার্থ, যখন ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর-অবস্থায় সর্লীভ হইয়া পরমানন্দের বোধ মাত্র হইতে থাকে, তখনই আত্মা যে কত প্রিয়—এই বোধ হয় । সংসারের বাহ্যিক প্রিয় বস্তুর বোধও এই আত্মার জন্তই হইয়া থাকে, কিন্তু আত্মা না থাকিলে বোধ হইত কাহার ? এই জন্ত বাহ্য কিছু বোধ হয়, তাহাও বোধ-স্বরূপ হুতরায় বাহ্য কিছু সমস্ত আত্মাই প্রকাশ । এই বোধ সকলের হয় না বলিয়া অধিকাংশ লোকই মোহরূপে নিপতিত থাকে, ক্রিয়াভাস দ্বারা এই আনন্দময় জগৎপ্রাণ আত্মার দিকে লক্ষ্য পড়ে, তখন আত্মাকে প্রিয় বোধ হয় । ইহাই আত্মার প্রাত আত্মার প্রিয় বোধ । কিন্তু মন চঞ্চল থাকিলে আত্মাকে লক্ষ্য করা যায় না এবং আত্মাই যে সর্লীপেক্ষা প্রিয়, তাহাও বোধের বিষয় হয় না । প্রাণের চাকল্যেই মনের চাকল্য ঘটিয়া থাকে, আত্ম-ক্রিয়া দ্বারা প্রাণ স্থির হইলে তৎসহ মনও স্থির হয় অর্থাৎ মন থাকে না । তখন বহিঃস্থিতি না থাকায় আত্মা আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় । এই অবস্থায় দেহাদির বোধ থাকে না, হুতরায় দেহজনিত স্ব-হঃবাদিতে আসক্তি বা বিরক্তি আসিতে পারে না, সেইজন্ত যোগী সতত স্থিরমতি হইতে পারেন ॥ ১২

অনুব্রত । যে তু (বাহার) যথোক্তং (পূর্বোক্ত) ইদং ধৰ্ম্যামৃতং (এই ধর্ম্মরূপ অমৃত) পর্যুপাসতে (পরিপূর্ণভাবে অহুতান করেন) তে (সেই সকল) শ্রদ্ধাধান্যঃ (শ্রদ্ধাবান্) মৎপরমাঃ (মৎপরায়ণ) ভক্তাঃ (ভক্তগণ) মে অতীভ প্রিয়াঃ (আমার অত্যন্ত প্রিয়) ॥ ২০

শ্রীশ্রদ্ধা । উক্ত ধর্ম্মজাতং সকলম্ উপসংহরতি—যে ব্রিতি । যথোক্তং উক্তপ্রকারঃ

ধর্ম্মমেব অমৃতম্—অমৃতবসাদনত্বাৎ । ধর্ম্ম্যামৃতমিতি কেচিৎ পঠন্তি । যে তদু উপাসতে অহুতিষ্ঠন্তি শ্রদ্ধাং কুর্কন্তঃ । মৎপরমাশ্চ সন্তঃ । ভক্তভাঃ তে অতীভ মে প্রিয়া ইতি ॥ ২০

দ্রঃধর্ম্মব্যক্তবৈতৈতদ্বহুবিধমতো বুধঃ ।

স্বং কৃষ্ণদাস্তোজং ভক্তিসংপথমাত্তেৎ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধর্ম্মামিত্ততায়াং ভগবদগীতাকায়াং স্ববোধিতাঃ ভক্তিযোগো নাম
দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মানুব্রত । [পূর্বকথিত ধর্ম্ম কলের সহিত উপসংহার করিতেছেন—] উক্তপ্রকার ধর্ম্ম্যামৃত—ধর্ম্মই অমৃত যেহেতু তাহা মুক্তির সাধক । কেহ কেহ এই শ্লোকে “ধর্ম্ম্যামৃত” বলে “ধর্ম্ম্যামৃত” এইরূপ পাঠ করেন । বাহার শ্রদ্ধাপূর্বক এবং মৎপর হইয়া তাহার অহুতান করেন, তাহার আমার ভক্ত এবং আমার অতিশয় প্রিয় ॥ ২০

[যে অব্যক্তবসাদ্রূপ নিঃশব্দ-উপাসনা দ্রঃবাসা ও বিদ্বৎবল, অতএব পণ্ডিতব্যক্তি ভক্তিরূপ সংপথ আশ্রয় করিয়া সুখে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচরণমণ্ডল ভজনা করিয়া থাকেন ॥]

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা । এই যে ধর্ম্ম অর্থাৎ ইচ্ছারহিত ক্রিয়া—ইহাতেই অনরপদ পাইবে—যে এরূপ ক্রিয়া কবিবে এবং উর্দ্ধেতে থাকিবে—ব্রহ্মোতে থেকে—কেবল আত্মাই সকলের পব ইহাই জানিয়া অর্থাৎ ক্রিয়া গুরু বাক্যের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া বিশ্বাস ক'বে গেলে—যে আপনা-আপনি এই পরমপদ বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মানন্দে নিশ্চিত স্থির হইয়া থাকে । অতএব যে কেহ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কবিত্তে ইচ্ছা করেন, তিনি এই ক্রিয়া করুন ।—এই অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক হইতে ২০শ শ্লোক পর্য্যন্ত যে সকল সঙ্গুণের কথা বলা হইল, তাহাই ভগবদ্ভক্তি পূর্ণলক্ষণরূপে ভক্তের মধ্যে প্রকটিত হয় । ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মকথা, এই সকলের অহুতান হইতেই আত্মানুগীলন হয়, বাহার চরম ফল ইচ্ছারহিত অবস্থা, তাহা এতদ্বারাই লাভ হয় এবং উহাই সাধককে অমৃতপদ প্রদান করে । ইহাতে যে সনস্ত মহৎগুণাবলীর কথা বলা হইয়াছে, তাহা নাচিয়া কাঁদিয়া হট্টগোল করিয়া অথবা পজ-পুজ-নৈবেদ্য উপচার মন্ত্র পড়িয়া অর্পণ করিলেই যে হইবে—তাহা নহে । ভগবদ্ভক্ত যে হইবে তাহার চরিত্রে এই সকল লক্ষণ পরিস্ফুট হইবে, তাহার দেহেন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি অত্যন্ত শুদ্ধ ও সংযত হইবে, নচেৎ সতত সন্তষ্ট, ও সতত যোগী, নিঃস্পৃহ, সমদর্শী, স্বধঃস্বধে একরূপ, পরোপকারী এবং শুভাশুভ পরিত্যাগী হওয়া যায় না ; এই লক্ষণগুলি বাহার মধ্যে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয়, তিনিই জীবমুক্ত পুরুষ । সাধককে এই গুণগুলি সাধনার দ্বারা অর্জন করিতে হইবে, পরে যখন এই গুণগুলি সাধকের মধ্যে স্বাভাবিক

স্বরূপে পরিণত হয়, তখনই তাঁহাকে সিদ্ধ-সাধক বলা যায়। অশুভ হইতে কল্যাণের পথে বাঁহার আদিবার ইচ্ছা হয়, সংসারের আশায় দগ্ধ হইয়া যখন তাহা হইতে পরিজ্ঞান লাভের ইচ্ছা বলবতী হয়, যখন ভ্রম-মূঢ়তা, ভোগ রোগের অশুভ ফল দর্শনে চিত্ত অতিমাত্রায় ভীত ও সন্ত্রস্ত হইতে থাকে তখনই তাহা হইতে মুক্তিলাভের জন্ত মানবচিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে। এই ব্যাকুলতা হইতেই জীবের মধ্যে যোগক্ষেত্র উৎপন্ন হয়। এই ইচ্ছা হইতে অসংকার্যো প্রতিনিবৃত্তি ও সংপথে গমনের প্রবৃত্তি জন্মে। জীবের এই সদসং পথে গমনের হেতুই সঙ্গম বিকল্পাত্মক মন।

এই মন প্রাণেরই স্পন্দন মাত্র। সেই প্রাণকে নিষ্পন্দিত করিতে না পারিলে যোগদ্বার উন্মোচিত হইতে পারে না। যদিও শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

“ন মুক্তির্জপনাং হোমাং উপবাস-শতৈরপি।

ব্রহ্মবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভূৎ ॥”

জপ, হোম বা শত শত উপবাসাদি কায়-ক্লেশ দ্বারা হৃৎখ নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই, ‘আমিই ব্রহ্ম’ এই জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত দেহধারীর মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ‘আমি ব্রহ্ম’ এই কথা মুখে বলিলেই বা ঐ শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলেই কি মুক্তি-লাভ সম্ভব হয়? তাহা নহে, তাহা যদি হইত—তাহা হইলে আমাদের দেশের সহস্র সহস্র বেদান্তাদি-শাস্ত্র পারদর্শী পণ্ডিতেরা মুক্তি লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা যে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহাদের বিষয়াসক্তি ও ঐহিক স্বধ-সম্পদাদির প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ দেখিয়া অনুমান করা যায়। বস্তু-দর্শনই জ্ঞান বটে, কিন্তু বস্তু-দর্শনের জন্ত জ্ঞানালোচনাই কি যথেষ্ট? আলোচনা করিতে করিতে জীবন শেষ হইয়া যায়, কিন্তু মনের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের নিবৃত্তি কি বাহ্যরও হইয়া থাকে? নাম-সঙ্কীর্ণন করিয়া নাচিতে নাচিতে পদ অবশ হইয়া যায়, অশ্রদ্ধারা বহিতে বহিতে চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়, শরীরে রোনাক প্রভৃতি লক্ষণ ক্রটিয়া উঠিয়া আপনাকে যেন কৃতকৃতার্থ বোধ হয় কিন্তু পরকণে আবার বিষয়স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠে কিরূপে? তাহার কারণ কি? তাহার কারণ—অজ্ঞানাবরণরূপ বিক্ষেপ তখনও তাহাদের নষ্ট হয় নাই, সুতরাং চিত্তের একাগ্রতা ও নিরোধ-ভাবে অভাব সেখানে রহিয়াছে বৃত্তিতে হইবে। পতঞ্জলি বলিয়াছেন—“ধ্যান-হেতুস্তদ্বৃত্তয়ঃ”—ক্লেশ-সমূহের শোক-মোহাদিকপে যে আবির্ভাব, তাহা ধ্যানের দ্বারা হেয় হইয়া থাকে। ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠান ও ক্রিয়া-যোগের তীব্র অভ্যাস দ্বারা ঐ সকল ভাব ক্রীড়াকৃত হইয়া তবে সমুদ্রে নিরুদ্ধ হইয়া যায়। জগতের অধিকাংশ লোকের চিত্তই আবরণ-বিক্ষেপরূপ মল দ্বারা অশুভ। সকলেই দেহেন্দ্রিয়াদির স্বধ বিধানের জন্ত উন্মত্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। কেন ছুটিতেছে—তাহা জান কি? সকলেই স্বধাষেণে তৎপর, কিন্তু ‘স্বধ’ কি তাহা কেহই বুঝে না। সেইজন্য বৃথা ঘুরিয়া মরে। পতঙ্গ যেমন দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহা পাইবার আশায় দর্পণে মাথা ঠোকা-টুকি কবে কিন্তু দর্পণে তাহা যে পাইবার নহে, এ জ্ঞান তাহার নাই—তাই মাথা ঠোকাটুকিই

স্বাভাবিক। এই দর্পণ আবরণ মাত্র, প্রাপ্তির দ্বার নহে। স্বধরূপে প্রতিভাত সর্বত্র সহস্র বস্তু ঐ আত্মার প্রতিবিম্ব বটে, কিন্তু তদ্বারা অন্বেষণ করিলে তাহা তখন আত্মার আবরণক হইয়া থাকে, সেখানে সে সত্য বস্তু আত্মার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এই জন্ত বিক্ষেপ বা ছুটাছুটি বুঝে না। এই বিক্ষেপ হয় স্বধ-স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায় না বলিয়া। আত্মা যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সেই স্বরূপের অগ্রকাশই আবরণ। উহাই চিত্ত দর্পণের মল। ঐ মল আছে বলিয়াই আমাদের জ্ঞান-দীপ্তি হয় না। সেই মলের কালন হইয়া জ্ঞানের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাইবে কি করিয়া? তাই ঋষি বলিলেন—“যোগাদ্ভাষ্যাদানন্দতত্ত্বিকরয়ে জ্ঞান-দীপ্তির্যাবিবেকখ্যাতেঃ” যোগাদ-সমূহের অহুষ্ঠান হইতে অন্তর্ভুক্তি হয়, অন্তর্ভুক্তি হয় হইলে বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত জ্ঞানের প্রকাশ হয়। বম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গের মধ্যে প্রাণায়ামের দ্বারাই ‘ততঃ কীর্ত্ততে প্রকাশাবরণম্’—প্রকাশের আবরণ দূর হয়। প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবৃত্তি স্তম্ভিত হইলেই প্রাণের আসল স্বরূপ প্রকাশিত হয়। সেই স্থির প্রাণের মধ্যে আত্মার সূক্ষ্মতল কোড় সাধক লক্ষ্য করিতে পারেন এবং তাহাতে অবস্থান করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়া সাধক চিরজীবনের মত কৃতকৃত্য হইতে পারেন। প্রাণায়ামাদি ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থা লাভ হইলেই—“দেহেন্দ্রিয় হইতে আদি অন্ত”—শুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা তখন বোধিত হয়। এখন “আমি” যে দেহেন্দ্রিয়ময় হইয়া গিয়াছি, কিছুতেই দেহেন্দ্রিয় হইতে আমাকে পৃথক করিয়া দেখিতে পারি না, প্রাণায়াম দ্বারা পরাবস্থা-লাভ হইলে সেই পৃথক ভাব অমৃত্যব হয় এবং দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়। উহা যে কেবল মনে মনে চাহিলেই হইবে—তাহা নহে, সাধনার ফলরূপে উহা প্রাপ্তি হয়। জীবের পূর্ব কর্ম অনুসারে তাহার যোগদ্বার অর্গলবদ্ধ থাকে, কিন্তু সেই অর্গল মুক্ত হয়—এই প্রাণায়াম সাধনা দ্বারা। প্রাণায়াম বিমুক্ত ভাবে অভ্যস্ত হইলেই আমাদের মূলপ্রাণ, যিনি কুলকুলিনি-রূপে মূলধারে নিম্নিতাবস্থায় পড়িয়া আছেন, তাঁহার জাগ্রত দশা কিরিয়া আসে। ব্যক্তির জ্ঞান বা স্পন্দনকেই তাঁহার স্রষ্টাবস্থা বলেন, যখন সেই শক্তি জাগ্রত হইয়া অন্তর্ধারাকে স্পন্দিত করেন, তখন বহির্জ্ঞানের নিরোধ হয়, এবং তখন সেই শক্তি স্রুত পথে প্রবাহিত হইয়া সহস্রারে আসিয়া পরম শিবের সহিত মিলিত হন। ইহাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। জ্ঞান যদিও যোগদ্বারের সাক্ষাৎ উপায়, কিন্তু প্রাণ ও চিত্ত জয় না হইলে জ্ঞান প্রতিষ্ঠালাভ করে না। জ্ঞান শুধু মূখের কথা নহে, প্রাণ যথার্থে প্রব্রিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত মুখে জ্ঞানের কথা বলিয়া বেড়াইলে তাহা কেবল মিথ্যা দ্বন্দ্ব ও প্রলাপ বাক্য হইয়া থাকে।

গৌরবসংহিতার আছে—

“ব্রহ্মরূপে মনো দণ্ডা স্ফর্জিত্বা যদি তিষ্ঠাত।

সর্বপাপ-বিনির্মুক্তঃ স বাতি পরমাং গতিম্ ॥”

যদি কেহ ব্রহ্মরূপে স্ফর্জিত্বা মনকে নিশ্চল ভাবে রাখিতে পারেন, তাহা হইলে সেই সাধক সমস্ত পাপ হইতে নিরুদ্ধ হইয়া পরম-গতি লাভ করেন।

বাহ্য প্রাণ ও চিত্ত বিনষ্ট না হয়, সে শাস্ত্রানুসারে কৰ্ম্ম করিলেও তাহার আত্মজ্ঞান হয়ে না এবং তাহার ভাগ্যে মোক্ষলাভ ঘটে না। স্তুতি, পূজা ও হ্রস্বের দ্বারা লক্ষ্য শুদ্ধ হইলে ভগবানে যে নিশ্চিন্তা ভক্তি ও বিশ্বাস হয়, তাহাই প্রকৃত পূজা। মনে বস্তুত্ব বিজাতীয় চিন্তার প্রবাহ চলিতে থাকে, ততক্ষণ সে মনের দ্বারা প্রকৃত ভগবৎস্মরণ মনন হয় না।

“সততাত্যাসযুক্তস্ত নিরাশখো যদা ভবেৎ।

তল্লয়ালীয়েতে নাস্তত্ত্বংদোষ-বিবর্জিতঃ ॥”

অভ্যাসযোগের দ্বারা মন যখন নিরাশখ হইবে, তখন মনের দ্বারা, সৰ্ব্ব প্রকার গুণ মোক্ষ বিনিমুক্ত হইয়া যোগী পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া যাইবেন।

স্বল্প-সাক্ষাৎকার দ্বারা যোগীর ভ্রম ও সংশয়ের আপনা হইতেই নষ্ট হইয়া যায়। তাহার চিত্ত এতাদৃশ একাগ্রতা লাভ করে যে, তাহাতে আর কোন বস্তুর প্রতীতি পর্য্যন্ত থাকে না। যন্ত্রের পথ বাহাতে নিরুদ্ভূত হয়, সেইজন্ত প্রজ্ঞাবান ও শ্রবণেন্দ্রিয়গণকে তাঁহার্য্য বৃত্তিতাবহার উপদেশ দান করিয়া থাকেন, এবং যদ্বারা তাঁহাদের আত্মজ্ঞান লাভার্থ উৎসাহ বৃদ্ধি হয় সেইরূপ ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন। তাঁহাদের চিত্ত সৰ্ব্বদা মন ভাবাপন্ন থাকার তাহার্য্য হুখেচ্ছাও থাকে না, বা হুখেচ্ছাদির প্রতীকারেও প্রবৃত্তি আসে না।

ভ্রমবৎশব্দ-শূন্য যোগীর চিত্ত অত্যন্ত স্থির হয়। সেই স্থির অবস্থা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই যোগী ইচ্ছারহিত হইয়া যান। মন স্বভাবতঃই বিক্ষেপশ্রমী, তাই মন চঞ্চল থাকিতে কোন সাধনাই ঠিক ভাবে হয় না। সাধনার অন্ত আমরা অনেক পথ অনুসরণ করি এবং মনের দ্বারা তাহা করিতে হয়, কিন্তু মন চঞ্চল বলিয়া ঐ সকল উপায়ে সহজে আত্মবস্ত লাভ করা যায় না। প্রাণ যদিও মনকে বেগবৃত্ত করে কিন্তু প্রাণের ক্রিয়ার মধ্যে কোন ইচ্ছা নাই, কেহ তাহার দিকে দৃষ্টি রাখুক বা না রাখুক, সে আপনার মনে সৰ্ব্বদা চলিতেছে; এই সঙ্কল্পহীন প্রাণ-ক্রিয়া যে বাস—তাহাতে লক্ষ্য রাখিলেই প্রাণ একেবারে স্পন্দনশূন্য হইয়া যাইবে, এবং মনও সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া যাইবে। প্রাণ স্থির ও মন লয় হইলেই অমরপদ লাভ হয়। অর্থাৎ আত্মাই অমৃত-স্বরূপ কিন্তু মনঃপ্রাণের বিক্ষেপবশতঃ তাহার সেই অমৃতস্বরূপের উপলব্ধি হয় না। যে আত্মক্রিয়া অভ্যাস করে তাহার প্রাণ সহস্রাণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া স্থির হইয়া যায়, তখনই পরমপদ যে কি তাহা সে বুঝিতে পারে। গুরু-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার উপদেশ মত যে দৃঢ়-অভ্যাসে রত হয়, সে নিশ্চয়ই পরমপদে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকে, তাহার জীবন চিরদিনের মত কৃতার্থ হইয়া যায়। অতএব হে লোক, যদি ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চাও, তবে এই গুরু-প্রদত্ত সাধন-ক্রিয়া প্রাণপণে করিয়া চল, তুমি নিশ্চয়ই পরম-পদ লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হইতে পারিবে ॥ ২০

দ্বাদশ অধ্যায়ের বস্তুত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে পুনরায় আলোচনা করিতেছি।

ব্রহ্মের দুইটি বিভাব, একটি “নিঃস্বর্ণ” ও অপরটি “সংস্বর্ণ”। নিঃস্বর্ণের উপাসনা নাই, সাধনার কলস্বরূপ কোন কোন সাধক ব্রহ্মের এই নিঃস্বর্ণ ভাব উপলব্ধি করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা যে কি তাহা বলিবার বা বুঝাইবার সেরূপ ভাষা নাই। কোন বিশেষণ দিয়া সে অবস্থাকে বুঝানো যায় না, তাহা চিরদিন মুকাম্যাদনবৎ সাধকেন্দ্রগগন অমৃতব মাত্র করিতে পারেন, কিন্তু তাহার স্বরূপ নির্দেশ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই।

সংস্বর্ণের উপাসনা হয়,—উহাই ব্রহ্মের একাংশ মাত্র। সেই সংস্বর্ণ-উপাসনা দুই প্রকারের। (১) অব্যক্ত কূটস্থের উপাসনা, (২) ব্যক্তের উপাসনা। ব্যক্তের উপাসনা অধিকারী ভেদে বিবিধ প্রকারের হইতে পারে।

বিশ্বের মধ্যে যে অধিষ্ঠান চৈতন্ত বিস্তারিত রহিয়াছেন, তিনি অসংখ্য নামরূপ দ্বারা আবৃত, সেই নাম রূপ মাত্রকে অবলম্বন করিয়া যে উপাসনা প্রবর্তিত হয় তাহা সঙ্গত এবং অব্যক্ত হইলেও তাহা স্থূল। একই বস্তুর রূপ ভেদে অসংখ্য নাম হইলেও যেমন তাহার স্বরূপগত ভাবে বিভীতির অস্তিত্ব নাই, সেই একই আকাশ ঘট-ভেদে বিবিধ উপাদি গ্রহণ করিলেও আকাশ যেমন বিভিন্ন হয় না, সেইরূপ বিশ্বের বাহা মূল সত্তা বা অধিষ্ঠান চৈতন্ত, তাহা প্রকাশ মাত্র—জ্যোতিঃ স্বরূপ, অন্ত কোন বিশিষ্ট রূপ বা নাম তাহার নাই, এবং সেই অধিতীয় জ্যোতিঃ কোন অবস্থার মধ্যেও পরিবর্তিত হয় না বলিয়া তাহাকে “কূটস্থ” বলে। এই “কূটস্থ” বা সবিভূমণ্ডল-মধ্যবর্তী নারায়ণই বিশ্বরূপে, প্রকাশিত হন। যিনি প্রতি জীবের মধ্যে কূটস্থ-জ্যোতিঃরূপে রহিয়াছেন, তিনিই অমৃতমাত্র পুরুষ, তিনিই আবার বৃহৎ কূটস্থ রূপে বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন; এইজন্ত বৃহৎ কূটস্থ বাহারা দেখিয়াছেন, তাহার্য্য জানেন—এই জগতের সমস্ত নাম-রূপময় পদার্থই সেই জ্যোতিঃের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জ্যোতিঃ-স্বরূপ হইয়া যায়। এই জ্যোতিঃের অন্তর্গত পুরুষই যোয়, এবং এই বিরাট বিশ্বের মধ্যে লক্ষ নাম-রূপ বর্তমান থাকিলেও, সেই নাম-রূপগুলি বাহাকে আশ্রয় করিয়া রূপবান ও নামবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের অন্তরালে সেই যে জ্যোতিঃের অন্তর্ধামী পুরুষ রূপে বর্তমান রহিয়াছেন—তিনিই কূটস্থ বা নারায়ণ।

এই পুরুষই বিশ্বের প্রাণ। ইহার কেবল মাত্র চৈতন্ত-ভাবকে লক্ষ্য করিয়া ইহাকে পুরুষ বা নারায়ণ বলা হইয় থাকে, এবং ইহার বিবিধ শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ইহাকে জ্যোতিঃশ্রমী মহাদেবী বা জগদম্বা বলা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা যে গায়ত্রীর উপাসনা করেন, তাহাও ঐ বিশ্বপ্রাণ জগদম্বারই উপাসনা। এই কূটস্থ জ্যোতিঃ সকলের মধ্যে বর্তমান

ধাতিলেগু, তাহা সকলের নিকট প্রকাশিত নহে বলিয়া উহাকে অব্যক্ত বলা হইয়া থাকে, এবং উহার কোন পরিবর্তন নাই বলিয়া উহাকে “কুটম্ব” বলা হইয়া থাকে। বেদবিৎ পুরুষেরা উহাকেই “অক্ষরব্রহ্ম” বলিয়া থাকেন।

“সেই এক বিদ্যু-রূপ সিদ্ধ-রূপধার।

জগতের রূপ বাতে করয়ে বিহার।”

অজিত্য প্রকাশবৎ উহা স্বপ্রকাশ, এবং চিন্তা দ্বারা কেহ সে রূপের সাক্ষাৎ পায় না। এজন্ত উহা অচিন্ত্য, উহা আপনাপনিই প্রকাশিত হয় বটে কিন্তু মলিন মনোবুদ্ধির উহা অগোচর। বোগবল দ্বারা হৃদয়-পথে প্রাণকে আবদ্ধিত করিতে পারিলেই সেই ভোক্তানামক পরম-পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা গীতার অষ্টম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এই পুরুষই জীবের উপাস্ত এবং তিনি মোক্ষদাতা।

চিত্ত স্থির হইলে যে স্বরূপস্তরের মত অবস্থা হয় তাহাতে ভগবানকে প্রথমতঃ নিরাকার মনে হয়, কিন্তু তাহাই শেষ তত্ত্ব নহে। নিরাকার অসীম আকাশ তেন করিয়া আবার চিন্ময় লীলা বিগ্রহের অমুভব হয়। উহা মায়িক রূপ নহে, উহা নিত্য সত্তিদানন্দ বিগ্রহ, এ রূপ দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। তাহা তত্ত্ব স্থান নিবাসী জীবমূলক মহাপুরুষেরা সময়ে সময়ে অমুভব করিয়া থাকেন। তাহার পরেও যে অনির্কটনীর অব্যক্ত অবস্থা রহিয়াছে, তাহা বলিবার বা বুঝাইবার নহে। অনেকে মনে করেন বোগী সমাধি-ময় হইয়া কিছুই অমুভব করিতে পারেন না, হৃদয়ং সে অবস্থার আনন্দের সম্পূর্ণ অভাব, কিন্তু সে কথা সত্য নহে, বোগী সমাধি অবস্থার যে আনন্দ লাভ করেন, জাগতিক কোন আনন্দের সহিত তাহার তুলনাই হইতে পারে না।

ব্যক্ত উপাসনার মধ্যে প্রতীকের উপাসনাই দেশ-মধ্যে বহুভাবে প্রচারিত হইয়াছে। সিদ্ধ সাধকদের ধ্যানাবস্থায় ঐ সকল রূপ প্রথম প্রকাশিত হয়, পরে তাহা জগতে প্রচারিত হইয়া উপাসকমণ্ডলীর উপাসনার সৌকার্য্য সাধন করিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে ঐ সকল রূপ কেবল কর্তব্য মাত্র নহে। বোগীরা বোগসাধন কালে অন্তঃ-শরীরে উহা অমুভব করিয়া থাকেন। তবে বাঁহারা নামে মাত্র পূজা করেন তাঁহাদের নিকট উহা জড় মাত্র বলিয়া মনে হয়। ইহাতে প্রতীকের দোষ নাই, জড়বুদ্ধি সাধকের জড়তার গুণে উহা জড়বৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। আবার সাধকের সাধনার ভীততায় ঐ সকল জড়-মূর্ত্তিতেও চৈতন্যের অধিষ্ঠান হয় এবং কোন কোন সাধক এইরূপ মূর্ত্তির উপাসনা করিয়াও রক্ত-রক্তার্থ হইয়া থাকেন। মন্ত্ররূপ, মূর্ত্তি-চিন্তা, নাম কীৰ্ত্তন প্রভৃতি প্রতীক উপাসনাই অন্তর্গত।

এ সমস্ত উপাসনাই এক হিাবে শক্তির বা প্রাণের উপাসনা। ব্যক্ত উপাসনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপাসনা হইল—প্রাণের উপাসনা। প্রাণের ব্যক্ত-ভাবই স্বাস-প্রশ্বাসরূপে দেখে বর্তমান রহিয়াছে, এই স্বাসরূপী মন্ত্রকে চৈতন্তবৃত্ত করিতে হইবে। বতকণ স্বাস,—ততকণ জীবন এবং ততকণ বাহু চৈতন্ত। এই ব্যক্ত-প্রাণের উপাসনাতেই সাধক “নিকল” অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন—“নিকলং তং বিজানীয়াৎ স্বাসো বজ্র লয়ং গতাঃ”।

এই ব্যক্ত প্রাণ বা স্বাসের উপাসনা করিতে করিতেই সাধক অব্যক্ত বা স্থির প্রাণের সন্ধান পাইয়া থাকেন, তখনই তাঁহার মন্ত্র-চৈতন্ত হয়। এই উপাসনার বিফলতা নাই। সকলেই এই অভ্যাসবলে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। ভক্তির চল্লিশ প্রকার লক্ষণ, বাহা এই দ্বাদশ-অধ্যায়ে কথিত হইল, তাহা এই সাধনার অভ্যাসে সকলের মধ্যেই প্রসুত হইতে পারে। মুক্তি-লাভের পক্ষে এই চল্লিশ প্রকারের গুণ সাধকের পক্ষে সর্বদা অর্জনীয়। সাধকের সাধনাত্ম্যের ফলে এই সকল গুণ-রাশি একে একে প্রকটিত হইতে থাকে। সিদ্ধাবস্থায় সিদ্ধের স্বাভাবিক লক্ষণরূপে এগুলি সর্বদা বর্তমান থাকে।

ভক্ত সাধকের নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে কি কি করিতে হইবে, তাহাও একবার আলোচনা করা বাউক।

(১) বাঁহারা অব্যক্তের উপাসনা করেন না, ব্যক্তের উপাসনা করেন তাঁহারা গুরুশিষ্য-মত অন্তরীক মন না দিয়া ক্রিয়া করিয়া চলিবেন, তাহাতেই তাঁহারা অভিনীত আশঙ্ক হইতে পারিবেন, অর্থাৎ মৃত্যু-সংসাররূপ এই দেহ-জ্ঞান আর তাঁহাদের থাকিবে না। তাঁহাদের প্রাণ মৃত্যুকে স্থির হইলেই ক্রিয়ার পর-অবস্থারূপ অবরুদ্ধ অবস্থা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এই-জন্ত স্থির হৃদয়কে সহিত প্রাণকে নিঃশেষরূপে মৃত্যুকে অর্থাৎ সংসারে উঠাইয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে আর জন্ম-মরণের অভিনয় করিবার জন্ত সংসারে পুনঃ পুনঃ বাতারাভ করিতে হইবে না।

(২) প্রত্যহ ১২।১৪ ঘণ্টা করিয়া ষাটিলে, এবং প্রায়ই ১৭২৮ বার প্রাণায়াম করিবার অভ্যাস করিলে শীঘ্রই প্রাণ ত্রিকূটা ভেদ করিয়া সংসারে পৌঁছিতে পারিবে। এইরূপ তীব্র অভ্যাসে অসমর্থ হইলে বতটুকু পার অভ্যাস কর আর প্রাণ বা স্বাসে লক্ষ্য রাখ। সব কাজ কর, আর ঐ কাজের সঙ্গে সঙ্গে স্বাসে লক্ষ্য রাখ, তাহা হইলেও চিত্ত স্থির হইয়া বিদ্য-ভ্রমণে বিরত হইবে। এইরূপ অভ্যাসের ফলেও চিত্ত ক্রিয়ার পর-অবস্থার থাকিয়া কর্মাদি করিতে সমর্থ হইবে।

(৩) যদি ক্রিয়ার পর অবস্থার থাকিয়া কর্মাদি করিতে না পার, তাহা হইলে সকল রকমের কর্মই করিয়া চল কিন্তু সংযম অভ্যাসের সহিত। পূর্বোক্ত সাধনে সকল রূপ কর্ম করিবার প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া যায় কিন্তু বাহাদের প্রবৃত্তি এখনও প্রবল তাহারা সংযম অভ্যাসসহ ক্রিয়া-বোগের বিবিধ অহুষ্ঠানগুলি যদি সাধনা করেন, তাহায় ফলেও তাঁহাদের প্রাণ স্থির হইবে এবং প্রাণের স্থিরতার সহিত মনও স্থির হইয়া বিলীন হইয়া যাইবে। ক্রিয়ার পর-অবস্থার থাকিয়া নেশাখোরের মত কর্ম করিবার সামর্থ্য না তদ্বিতে পারে, কিন্তু ক্রিয়া-বোগের অভ্যাস করিলে, সেই অভ্যাসের ফলে মন উত্তরোত্তর ধ্যানাবস্থায় প্রবেশ করিতে পারিবে।

এইরূপ ভাবে যে সাধক সাধনাত্ম্য করিয়া থাকেন, তিনি শীঘ্রই গীতার একাদশ অধ্যায়ের শেষ মোকোক্ত লক্ষণগুলি আবিষ্ট করিতে পারিবেন—

“বৎকর্ষকৃৎসংপরমো মন্তকঃ সঙ্গবজ্জিতঃ।

নির্দৈর্ঘ্যঃ সর্বকৃত্তেবু বঃ স যামেতি পাণ্ডব।”

(৪) কোন কর্ম করিয়াই ভক্ত সাধকের অহঙ্কার আসিবে না, সবই ভগবৎ-প্রেরণা বলিয়া

মনে হইবে। সুতরাং এই সকল কৰ্ম করিয়া তিনি আর হৃৎ-হৃৎবের ভাগী হইবেন না।

(৫) আত্মা ব্যতীত অন্তদিকে মন দিলে প্রকৃত কল্যাণ নাই,—ইহা বুঝিয়া দৃঢ়ভাব সহিত তৎসংকল্পে ভক্ত ও তারককেই আশ্রয় করিয়া ভক্ত থাকিবেন।

(৬) যিনি ঐশ্বর্য ভক্ত তিনিই সঙ্গবর্জিত হইতে পারিবেন। জীবের সংসারের প্রতি বড় টান, আনি লাভবান হইব—এই বলে করিয়া জীব সকল কৰ্ম করিয়া থাকে, কিন্তু ভগবৎ-ভক্ত করিতে করিতে ভক্তের সংসারের প্রতি সে টান আর থাকে না, তখন ভগবৎ-প্রেরিত হইয়া কৰ্ম করিতেছি,—ইহাই সৰ্বদা মনে হইবে এবং তাহার স্তম্ভাঙ্কিত কলের দিকে দৃষ্টি থাকিবে না।

(৭) সৰ্বভূতে আর তাঁহার বৈর ভাব থাকিবে না—তিনি সর্বদেহে ও সকল বস্তুর মধ্যে ক্ষয়দর্শন করিবেন, এইজন্য সৰ্বদা তাঁহার জীবের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য থাকিবে, তখন তাঁহার মধ্যে আত্মার অদর্শন কোথাও থাকিবে না।

অর্থাৎ, পরমানন্দ ও ক্ষমাই সাধুদের লক্ষণ। হিতপ্রকৃত না হইলে এ সকল লক্ষণ কখনও ফুটে না। সৰ্বভূতে সমদর্শন ও স্নেহে সৰ্ব-কৰ্মপাণ না হইলে নিঃশ্রেয়স লাভ হইতে পারে না। তথাপি জগতের নিরবশৃঙ্খলার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাধুরা দুইটের দমন ও শিষ্টের পালনের উপদেশ করিবেন। এজন্য অবস্থা-বিশেষে ক্ষমা ও ক্রোধ দেখাইতে হইবে। ভক্ত প্রকলাম পৌর্য বলিকে বলিরাহিলেন—

‘ন শ্রেয়ঃ সত্যতঃ তেজো ন নিভ্যঃ শ্রেয়সী ক্ষমা’

সৰ্বদাই তেজ ও ক্ষমা প্রকাশ করা শ্রেয়স্কর নহে। অবস্থা বিশেষে উহা প্রযোজ্য।

সাধকের জীবন সাধু-জীবন। সাধু-জীবন বাপন করিতে না পারিতে চরিত্র-বল লাভ করিতে পারা যায় না। ইন্দ্রিয়দল বিষয় পাইবামাত্রই বিকল্পের প্রতি বর্দি ধাবমান হয়, ভবে বুঝিতে হইবে তখনও ভগবৎ প্রাপ্তি বহু দূরে। যে আত্মজয়ী নহে অর্থাৎ বাহ্য মন বিক্ষেপশূন্য হইতে পারে না, সে ইঞ্জির জয় করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ জানিবে। জৈশ্বর্যকে বিধান করিতে হইবে, কিন্তু ধোয় করিয়া বিশ্বাস উৎপন্ন করা যায় না, এজন্য সাধুসঙ্গ করিতে হয়। সাধুসঙ্গ হইতে শাস্ত্র দৃঢ়মতি উৎপন্ন হয়। তখন ভগবানকে শাস্ত্র-গুরু-বাক্য মত বুদ্ধি সহকারে বুঝিতে চেষ্টা করিবে। প্রত্যাহ ক্রিয়া করিবে ও ধ্যানাভ্যাস করিবে, তাহা হইলেই প্রাণ, মন ও তৎসং বুদ্ধি স্থির হইতে থাকিবে। বুদ্ধি বত স্থির হইবে, ততই পরমানন্দের অধিকারী পরমপদ বে কি—তাহা বুঝিতে পারিবে। বাহ্য কার্য বাহ্য কৰ্মা অন্ত্যাবশ্যক, তাহা করিতেই হইবে, কিন্তু বাহ্য কৰ্মে মন বাহ্যতে আসক্ত না হয় তৎপ্রতি দৃঢ় লক্ষ্য রাখিবে। ক্রিয়ার পর অবস্থা ব্যতীত যদিও সমদর্শন তিক্রমত হয় না, তথাপি বিচার দ্বারা সৰ্বভূতে সেই একই আত্মা বিদ্যমান—ইহা জানিয়া সকলের প্রতি প্রদান হইবে ও সদয় ব্যবহার করিবে। জীবনকে শাস্ত্রানুশাসনে নিয়মিত করিবে। অধিক বাক্য-ব্যয় করিবে না, সৰ্বদা ঘৃণ্যে লক্ষ্য রাখিয়া মননে সচেষ্ট থাকিবে। পরহিতসাধনার কখনও পশ্চাৎপদ হইবে না। সঙ্গী জীবনই সেই আত্মা রহি-
রাছেন—এই জানিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিবে না। এমন কি শত্রুকেও দ্রব করিবে না,—

ইহাই অমৃতধর্ম—এই ধর্মের আচরণ করিলে সাধু-জীবন লাভ করিতে পারা যায়, এবং হৃদয়ে গোপী ভক্তি ও পরে সুখা ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। হৃৎচরিত্র ও অশাস্ত ব্যক্তির সাধনা নিষ্ফল, এইজন্য ইঞ্জিয়, মন ও দেহকে সৰ্বদা পবিত্র রাখিবার চেষ্টা করিবে। চরিত্রবান না হইলে কেবল শাস্ত্র পড়িয়া কাহারও বিবেক উৎপন্ন হয় না। প্রকৃত শ্রদ্ধা ও বিবেক উৎপন্ন হইলেই আপনা হইতেই ভক্তনে দৃঢ়তা হয়, অবিরত ভক্তনের ফলে চিত্ত বিদ্যাক্রান্ত না হইয়া সৰ্বদা সঙ্গল বিষয়ে সন্তোষ লাভ করে। এইরূপে চিত্ত বিক্ষেপশূন্য হইলেই চিত্ত পূর্য পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন সৰ্বাত্মদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়া পরম জ্ঞান লাভে সাধক চিরদিনের মত কৃতকৃত্য হইয়া বান।

ইতি শ্রীমাতচরণ-আধ্যাত্মিকদীপিকা নামক গীতা দ্বাদশ অধ্যায়ের
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।